মোহন অম্‌নিবাস

মোহন অম্নিবাস

দ্বিতীয় খণ্ড

শশধর দত্ত

pathagar.net

পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন ● কলিকাতা ৯

॥ অন্তঃনিবাস সূচী ॥

- নাগরিক মোহন
- মোহনের জার্মানী অভিযান
- মোহনের অজ্ঞাতবাস
- ব্যবসায়ী মোহন
- নারী-ত্রাতা মোহন

MOHAN OMNIBUS by Sasadhar Dutta

Published by Purna Prakashan

8A, Tamer Lane,

Calcutta-700009

Price Rs. 50·000

নাগরিক মোহন

(১)

সেদিন গেজেটের একটা অর্ডিনারি সংখ্যায় নিম্নলিখিত ঘোষণাটি প্রকাশিত হইল :—

"গভর্নমেণ্টের রাষ্ট্র-পরিচালন ব্যাপারে বিশেষরূপে সাহায্য করায় ও ভবিষ্যতে সদ্‌ভাবে জীবন যাপন করিবে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায়, প্রধান মন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী সপারিষদ গভর্নর মহোদয় দস্যু মোহনকে তাহার সকল অতীত কার্যের জন্য মার্জনা করিলেন।

অতঃপর দস্যু মোহন নামে অভিহিত ব্যক্তিটি সাধারণ ভদ্র নাগরিক হিসাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে। এই ঘোষণার তারিখ হইতে দস্যু মোহন যে পর্যন্ত না পুনরায় বেআইনী কার্য-কলাপে রত হয়, সে-পর্যন্ত সুসভ্য, শান্তিপ্রিয়, ভদ্র নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবে।"

এই ঘোষণাটি পরদিন ভারতের সকল ভাষায় প্রকাশিত সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে, সারা ভারতবর্ষে এক অপূর্ব আনন্দ-হিল্লোল প্রবাহিত হইতে লাগিল। যাহারা জীবনে দস্যু মোহনকে কখনও দেখে নাই, তাহারা তাহাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। যে সকল ধনীর দুঃস্বপ্নের পাত্র হিসাবে মোহন পরিগণিত হইত, তাঁহারাও নিঃশ্বাস ছাড়িয়া স্বস্তি অনুভব করিলেন। মোহনের অসংখ্য ভক্তের দল মোহনের শান্তিপ্রিয় জীবন-অধ্যায় সূচিত হওয়ায় মনক্ষুণ্ণ হইলেও, এই ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দিল যে, যাহার রক্তে উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, সে বেশি দিন এরূপ জীবন যাপন করিতে সক্ষম হইবে না।

শুধু সুখী হইল না —মোহনের সহকর্মীরা। তাহারা আকস্মিক বেকার হইয়া পড়ায় একযোগে তাহাদের কর্তার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাদের মতে, এই অস্বাভাবিক ব্যাপারের কৈফিয়ত দাবি করিয়া বসিলে, মোহন মৃদু হাস্য মুখে তাহাদের নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিল। কহিল, "অতীতে কখনও আমার অভিমতের উপর তোমাদের ভিন্ন অভিমতের স্বাধীনতা ছিল না। এখনও থাকবে না। অবশ্য তোমাদের জন্য আমি চিন্তা করছি তোমরা যাতে কোন রকম দুঃখ কষ্ট না পাও, সে ভার আমি নিলুম। এখন তোমরা যেতে পারো।"

মোহন একবার যাইতে বলিলে, আর যে একমুহূর্তও থাকা চলে না, তাহা এই ব্যক্তিগুলি বিশেষরূপেই জানিত, সুতরাং তাহারা আদেশ পালন করিতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব করিল না।

এই ঘোষণায় সবার উপর সুখী হইল শ্রীমতী রমা। তাহার সুখে পূর্ণতা আসিলেও চোখে না-দেখা বালুকণার মত একটা ব্যথা সকল সময়েই অনুভূত হইত। অভিজাত বংশের কন্যা হইয়া, স্বয়ং সুশিক্ষিতা, বিলাতে শিক্ষা-প্রাপ্তা, আধুনিক তরুণী বিধায়, তাহার মনের জন্মগত সংস্কার প্রাণপণে ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও, ইতিপূর্বে সে পূর্ণরূপে সফলকাম হয় নাই; এবার তাহার সকল সুখে পূর্ণতা আসিল। রমা ভাবিল, এখন তাহার আর কিছু প্রার্থনা করিবার নাই। এত দিনে শ্রীমদনমোহন মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন।

আর মোহন স্বয়ং? এইবার তাহার ইতিহাস শুনুন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে কলিকাতা রাসবিহারী এভিনিউ-স্থিত একটি সুবৃহৎ প্রাসাদের সুসজ্জিত ড্রইং-রুমে বসিয়া মোহন সকালের ডাকে প্রাপ্ত নিয়মিত স্তূপাকার পত্রসমূহ পাঠ করিতেছিল। সম্মুখে বসিয়া শ্রীমতী রমা তাহাকে সাহায্য করিতেছিল। উভয়েই নীরব। উভয়েই পত্র পাঠ করিতেছিল। অধিকাংশ পত্রই নিয়মিত সাহায্য-প্রাপ্ত নর-নারীর নিকট হইতে আসিয়াছিল। তাহারা মোহনের বর্তমান স্বাধীন ও সভ্য জীবনে উৎকণ্ঠিত হইয়া, পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছিল যে, ভবিষ্যতে তাহারা আর নিয়মিত সাহায্য পাইবে কি-না! কারণ তাহারা এই ভাবিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মোহন যদি দস্যুবৃত্তি না ক'রে, তবে সাহায্যের অর্থ আসিবে কোথা হইতে? দুষ্ট ধনীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, মোহন যে রিক্ত, অনাথদের দান করিত, একথা তাহাদের নিকটও অজ্ঞাত ছিল না। ইহারা ব্যতীত মোহনের বিরাট সহকর্মীর দলও নানা প্রশ্ন করিয়া, অতীব উৎকণ্ঠায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, জানিতে চাহিতেছিল, এইবার তাহারা কি করিবে? কি করিয়া তাহাদের চলিবে? কি করিয়া তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হইবে? এই প্রকার শত প্রশ্নে পত্র ভরিয়া, তাহাদের কর্তার নিকট পাঠাইতেছিল।

এক সময়ে রমা মুখ তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিতে দেখিল, মোহন মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে। সে কহিল, "কি হ'ল?"

মোহন হাসি-মুখে কহিল, "ভাবছি, সৎ হওয়ার এত বিপদ, যদি পূর্বাহ্ণে জানতাম, তা' হলে বোধ হয় কিছুতেই হ'তে চাইতাম না।"

রমার মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে কহিল, "সত্যি তুমি একথা ভাবছ?"

মোহন মধুর স্বরে হাসিয়া উঠিল। সে পত্নীর মুখের দিকে প্রেম-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "না গো, না! আমি তা' ভাবছি না। যে-পরশমণি আমার মত কদর্য লোহাকেও সোনাতে পরিণত করেছে, সেই মণি আমার চোখে থাকতে, আমি কি কখনও ওসব কু-চিন্তা করতে পারি? আমি শুধু এই কথাটাই ভাবছি, এক সময়ে যে-জীবন একমাত্র কাম্য ভেবে জালের পর জাল দুর্বার বেগে বুনে চলেছিলাম, একদিন যে সেই জালেই আমাকে পড়তে হবে, তা' যদি বুঝতে পারতাম, তা' হলে…" এই অবধি বলিয়া মোহন নীরবে রমার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "এখন এদের সম্বন্ধে কি করা যায়, রানী?"

রমা শান্ত কণ্ঠে কহিল, "কাদের জন্যে? তোমার সহকর্মীদের জন্যে?"

pathagar.net

মোহন হাসিয়া কহিল, "না রানী, না। আমি ভাবছি, এই সব অনাথআতুরদের জন্য, যাদের সত্যই কোন পথ নেই, কোন উপায় নেই—নিজেদের ক্ষুধার দু'টি অন্ন সংগ্রহের। এরা কি এবার না খেতে পেয়ে মরবে?"

রমা কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া কহিল, "যিনি জীব দিয়েছেন, তিনিই আহারের বন্দোবস্ত করেছেন। নইলে মানুষের সাধ্য কি মানুষের আহারের বন্দোবস্ত করে! ভগবানের ইচ্ছাতেই তুমি কিছু সময়ের জন্য তাদের হেতুরূপে কাজ করেছিলে, এখন তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এবার অন্য হেতু গিয়ে তাদের সুমুখে দাঁড়াবে। এর জন্য তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার অর্থ শুধু স্বেচ্ছায় নিজের ক্ষতি করা।"

মোহন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "তোমার মত যদি তাদের ভগবানের ওপর অচলা ভক্তি না থাকে, রানী?"

রমা কহিল, "নেই বা রইল? তা'তে কি কিছু আটকাবে ভাবো? দয়াময়ের দয়া কি মানুষের মত স্বার্থ ভরা?"

মোহন ধীরে ধীরে কহিল, "আমিও যদি তোমার মত দৃঢ় বিশ্বাস করতে পারতাম, তবে আমার মনে কোন চাঞ্চল্যই উপস্থিত হ'ত না; কিন্তু থাক। আমি নিরুপায়, আমি আর কোন কিছুর জন্যই যে চুরি-ডাকাতি করতে পারব না, এর চেয়ে সত্য আমার জীবনে কিছু নেই।"

রমা ধীরে ধীরে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "যাঁর ভাবনা তিনি ভাবছেন, এই কথাটা যদি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারো, তা' হ'লে তোমার চাঞ্চল্য একটা মুহূর্তও থাকতে পারে না, তুমিই তো আমাকে বার বার শুনিয়েছ, মানুষের সাধ্য কিছুই নেই। দয়াময়ের ইচ্ছা না হ'লে মানুষ কিছুই করতে পারে না। তবে তুমিই বা কেন এতটা উতলা হবে? কেন হবে বল তো?"

মোহন অনুচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে কহিল, "কেন হবো, এ প্রশ্নের উত্তর কি দেওয়া যায়, রানী? যাদের দুঃখে কাতর হ'য়ে এক সময়ে সাহায্য দিতে আরম্ভ করেছি, আজ তা'দের সে-সাহায্য বন্ধ করতে হবে দেখে কেন যে আমার মন চঞ্চল হচ্ছে, এর কি কোন বাঁধা-ধরা হিসাব আছে, রমা? থাক্ এ কথা। তোমার আর দেরি কত, রানী?"

রমা তাহার পার্শ্বে স্তূপীকৃত পত্রের রাশিটি দেখাইয়া কহিল, "এখনও এগুলো পড়ে উঠতে পারি নি। একটু অপেক্ষা করো, আমি শেষ ক'রে নিচ্ছি।"

মোহন কহিল, "বর্তমানে এদের কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই, রমা। এখনও যে কয়মাস আমাদের ভাণ্ডার শূন্য না হয়, এরা নিরুদ্বেগেই থাক। তারপর স্রোত যখন বন্ধ হ'য়ে যাবে, নদীর তলদেশ শুকিয়ে উঠবে, তখন পিপাসা-কাতরদের বলে দেবার আর প্রয়োজন হবে না যে, জল ফুরিয়েছে।"

রমা মৃদু হাসিল ও পত্র-পাঠে নিযুক্ত হইল।

মোহর একখানি ইজি-চেয়ারে পা ছড়াইয়া শয়ন করিল ও পত্র-পাঠে রত প্রিয়তমা পত্নীর মুখের দিকে একাগ্র হইয়া চাহিয়া রহিল।

এক সময়ে রমা চাপা আর্ত স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল, "সর্বনাশ! এ

pathagar.net

আবার কি ?"

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "কি হ'ল, রানী ?"

রমা তাহার হাতের পত্রখানি মোহনের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, "পড়ো !"

মোহন আগ্রহ ভরে পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল। আমরা পত্রখানির নকল এখানে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"পরম পূজনীয়

দাদা ! আমি সর্ব রকমে নিরুপায় হ'য়ে আপনার শরণ নিলাম। এখন আপনি যদি আমাকে বাঁচান, বাঁচব, আর মারেন, মরব। কারণ আমার মত হতভাগিনীর পৃথিবীতে এমন কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, বন্ধু-বান্ধব নেই, যাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার এই নিদারুণ বিপদের মাঝে এতটুকু সান্ত্বনাও পেতে পারি।

দাদা ! আপনার সময় মূল্যবান, তাই যা-তা লিখে আপনার সময় নষ্ট না ক'রে, সংক্ষেপে আমার বিপদের কথা লিখলাম।

আমি বিখ্যাত ধনী ৺রমানাথ মিত্রের একমাত্র সন্তান। আমার বয়স গত ফাল্গুনে চৌদ্দ পূর্ণ হয়েছে। আমার নাম হতভাগিনী 'দীপালী'। যাঁর স্বর্গত পিতা-ঠাকুর শুনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পদ ও বিপুল সম্পত্তি রেখে গেছেন, তাঁর একমাত্র সন্তান নিজেকে 'হতভাগিনী' কেন বলবে, এইবার সেই ইতিহাস আপনার নিকট নিবেদন করি।

আমার পিতা-ঠাকুরের বহু বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে করালীচরণ বাবুও একজন। কিন্তু আমি এখন ভাবি, আমার পিতার মত দেবতাকে এই করালীচরণ বাবুর মত পিশাচ, ধূর্ত, ছল, কপট কি জাদুতে ভুলিয়েছিল যে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি উইল ক'রে তাঁর সমুদয় সম্পত্তি ও অর্থের সঙ্গে তাঁর আদরের দুলালী কন্যাকেও এই পিশাচের অভিভাবকত্বে রেখে যেতে পেরেছেন ! আমি দেখি আর ভাবি যে, বাবা—যিনি মহর্ষি-তুল্য ব্যক্তি ছিলেন, তাঁকে এই ধূর্ত চিরদিন কোন্ ছলে ভুলিয়ে রাখতে সক্ষম হ'য়েছিল। আমার পিতা-ঠাকুরের যে-সব দেবতা-তুল্য বন্ধু ও হিতৈষী ছিলেন, তাঁদের সকলকে উপেক্ষা করে এই পিশাচের অভিভাবকত্বে সব কিছু সমর্পণ ক'রে যাওয়ায়, তাঁরাও মনের দুঃখে হতভাগিনীর সকল সংস্রব ত্যাগ করেছেন।

এখন আমি নাবালিকা। করালীচরণ আমার অভিভাবক। দাদা, করালীচরণের পরিচয় আমার মত অল্প-শিক্ষিতা বালিকা কি করে সম্পূর্ণভাবে দিতে পারে ? আপনি যদি এই লোকটার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন, তবেই বুঝতে পারবেন যে, পিশাচও বোধ হয় এতখানি নিষ্ঠুর ও অমানুষ নয়।

এই ধূর্তের হাতে পড়ে আমি বন্দিনী অবস্থায় আছি। এই পিশাচের এক পুত্র আছে। সে পাগল। দেখতে শিম্পাঞ্জির চেয়েও কুৎসিত, ভয়াবহ ! মূর্খ ও ইডিয়ট সে। এতগুলি গুণে যে গুণবান, সেই পুত্রের সঙ্গে আমার বিবাহ দেবার আয়োজন চলেছে। আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের দশ তারিখ, আগামী আষাঢ়ের দুই তারিখে বিবাহের দিন স্থির হয়েছে। এই মাসেই বিবাহ-কার্য চুকে যেত, কিন্তু তাঁর অতি গুণবান জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধায়, জ্যৈষ্ঠ মাসে বিবাহ হয় না বলেই, আষাঢ়ে দিন স্থির হয়েছে।

কেন এই বিবাহের আয়োজন? পাছে আমি সাবালিকা হ'য়ে, স্ব-সম্পত্তি নিজে তত্ত্বাবধান করি কিম্বা অন্য-পাত্রে বিবাহ হ'লে, সকল স্বার্থ তাঁর লুপ্ত হ'য়ে যায়, এই ভয়ে ধূর্ত নিজের সর্ব-গুণসম্পন্ন পুত্রের সঙ্গে বিবহাকাজ সম্পন্ন ক'রে, সকল ভয়ের নিরসন করছে।

করালীচরণের পুত্রের নাম শ্যামাপদ। এই নিরেট, বিকৃত-মস্তিষ্ক জানোয়ার বিবাহের নামে এতটা উম্মাদ হ'য়েছে যে, আমাকে এরই মধ্যে 'বউ' বোলে ডাকতে শুরু করেছে।

আমি আমার পিতার প্রাসাদের ভিতর 'বন্দিনী'। বাইরের কেউ আমার নিকট আসতে পারে না। আমি বাইরের কারও সঙ্গে মিশতে পারি না। আমার দুঃখের কথা, বিপদের কথা দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির কানে যাবার কোন পথই ধূর্ত রাখে নি। আমার এই পত্র শ্যামাপদর হাতেই ডাকে পাঠাচ্ছি। জানিনে, এই পত্র আপনার কাছে পৌঁছবে কিনা!

আপনার ঠিকানা পেলাম সেদিনকার সংবাদপত্রে। পড়লাম, গভর্নমেন্ট আপনাকে ক্ষমা করেছেন। ভাবলাম, এতদিনে একটা কাজের মত কাজ আমাদের গভর্নমেন্ট করতে সক্ষম হ'লেন। স্মরণ হ'ল আপনি অতীতে হতভাগিনী মাধুরীকে রক্ষা করেছিলেন, তা'কে সুখী ক'রেছিলেন, আমার মন আবার সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠল; এতদিন আমার কেউ নেই বলে শুধু অদৃষ্টকে অভিশাপ দিয়েছি, এখন ভাবি কি ভুলই করেছি এতদিন! আপনি আছেন যখন, তখন কেউ নেই ভেবে অপরাধ করেছি, তা'র জন্য ভগবানের কাছে চোখের জলে ক্ষমা প্রার্থনা করে এই পত্র লিখতে বসেছি!

দাদা! আমি পথ চেয়ে রইলাম। আমার মন এই আশায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, শত করালীচরণেরও আর সাধ্য নেই—আমার কোন অনিষ্ট করে, আমাকে অসুখী করে। আপনার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি হতভাগিনী ছোট বোনটিকে রক্ষা করুন, তা'কে উদ্ধার করুন, তা'কে নির্ভয়ে বাঁচতে দিন।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করবেন। শ্রীমতী রমা দিদিমণিকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে বলবেন আমার দুর্দশার কথা, জানাবেন আমার বিপদের কাহিনী। তিনি নারী, নারীর ব্যথা-বেদনা তিনি যেমন বুঝতে পারবেন, যেমন আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন, তেমন আর কেউ পারবেন না। ইতি

হতভাগিনী বোন

দীপালী

(২)

মোহন পত্রখানি পাঠ করিয়া রমার দিকে চাহিতে দেখিল, রমা উদ্বিগ্ন ও একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

স্বামীকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতে দেখিয়া রমা কহিল, "বলো?"

মোহন যেন ঘুম হইতে সহসা জাগরিত হইল এমন ভাবে চাহিয়া কহিল, "তোমার অভিমত শুনতে চাইছি, রানী।"

"আমার অভিমত ?" এই বলিয়া রমা দৃষ্টি অবনত করিল; তাহার মুখে করুণার আভাস স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল ; সে পুনশ্চ কহিল, "আমি কি জানি যে তোমাকে পরামর্শ দেব ? আমি শুধু ভাবছি, ভগবান আমাদের জীবনে শান্তিময় দিন লেখেন নি।"

"কা'কে তুমি শান্তিময় জীবন বলো, রানী ?" মোহনের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক-রূপে কোমল হইয়া উঠিল ; সে বলিতে লাগিল, "নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ পূর্ণ করে নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করার নাম যদি 'শান্তি' হয়, তবে তেমন শান্তির আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। অলস, স্বার্থপর জীবনের মত দুর্ভোগ ভরা জীবন যেন আমার পরম শত্রুরও কাম্য না হয়, এই প্রার্থনা আমি আমৃত্যু পর্যন্ত করব। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি বলো তো, রমা ? আমি তো কোন কারণের জন্যেই, কোন অজুহাতেই কোন বেআইনী কাজ করতে পারি না। তা'তে যদি শান্তি-হারা জীবনও যাপন করতে হয়, সেও হবে আমার কাম্য।"

রমা ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্বে অন্য একখানি ইজি-চেয়ারে উপবেশন করিয়া কহিল, "তুমি কি এই মেয়েটির বাপকে চেন ?"

"কোটিপতি রমানাথ মিত্তিরকে কে না চেনে, রমা ? এঁর মত পরোপকারী, দয়ালু, মহাত্মা খুব কমই আমার জীবনে দেখতে পেয়েছি। এঁর ওপর আমার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল, রানী। একমাত্র এই জন্যেই আমার সঙ্গে তাঁর শত্রুতা হবার সুযোগ আসে নি।" মোহন সশ্রদ্ধ কণ্ঠে কহিল।

রমা সবিস্ময়ে কহিল, "এমন মহৎ লোক হ'য়ে, এমন ভুল ক'রে গেলেন কেন ? বড় আশ্চর্য ব্যাপার তো !"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "এমন ভুল কত যে দিবা-রাত্র এই ভুলময় পৃথিবীতে সংঘটিত হচ্ছে, তা'র আর ইয়ত্তা নেই, রমা। অতি পবিত্র বস্তুই অতিমাত্রায় বিকৃত হ'য়ে থাকে। রমানাথ মিত্রের মত দয়ালু, সরল-প্রাণ ব্যক্তিরাই অসৎ ব্যক্তিদের হাতে প্রতারিত হন। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু কথা আমাদের তা' নয়। আমরা······"

বাধা দিয়া রমা কহিল, "তুমি এই পিশাচ করালীচরণকেও চেন তো ?"

মোহন হাসিয়া উঠিল। কহিল, "না, রমা। এঁদের মত অর্থলোভী, অর্থহীন, ধূর্ত পিশাচদের চেনবার সৌভাগ্য তোমার অযোগ্য স্বামীর খুব কমই হ'য়েছে। তা' ছাড়া এঁদের মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব নেই, যা'র জন্যে আগে থেকে বোঝবার, জানবার প্রয়োজন হ'য়ে থাকে। পাচক যেমন হাঁড়ির একটা ভাত টিপে বলে দেয়, সব ভাত সিদ্ধ হ'য়েছে কিনা, তেমনি এদের মত যে-কোন একটা ধূর্তকে চিনলেই, এদের সকলকেই চেনা-জানা হ'য়ে যায়। আমি করালীচরণের জন্য আদৌ উদ্বিগ্ন নই !"

"তবে ?" রমা নত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

মোহন ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, "আমার সকল উদ্বেগ, সকল উৎকণ্ঠা একমাত্র হতভাগী মেয়েটার জন্য। চৌদ্দ বছরের শিশু-মেয়ের দুর্বলতা

pathagar.net

সুযোগ নিয়ে একটা ধূর্ত পিশাচ এমন পীড়ন আরম্ভ করেছে যে, অনাথার মত অসহায় হ'য়ে, কারুর কাছে সাহায্য না পেয়ে আমার মত ব্যক্তির কাছে ছুটে এসেছে। ঐ যে শুনেছে, আমি মাধুরীকে রক্ষা করেছি, অমনি তা'র মনে অসীম আশা প্রবেশ করেছে, আমি তা'কেও রক্ষা করব। রমা, এই যে নির্ভরতার বোঝা, আমি এখন বহন করি কোন্ শক্তিতে ?"

মোহনের কণ্ঠস্বরে অসহায় স্বর ধ্বনিত হইয়া, রমাকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। অশ্রুহীন চোখে স্বামীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "সত্যি বলতে কি, আমারও মেয়েটার জন্যে মন বেদনায় ভরে উঠেছে। এ কি দুর্দৈব বল তো ? যে-মেয়ে রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে, আজ তা'কেই কিনা এমন একটা ভবিষ্যতের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়ের জন্য দাঁড়াতে হয়েছে, যা সহ্য করা সত্যই দুর্বহ। আচ্ছা, বেআইনী পথে না গিয়েও, দীপালীকে বাঁচানো যায় না ?"

মোহন চিন্তিত স্বরে কহিল, "আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি, ততদূর কোন আশার আলোকই দেখা যাচ্ছে না।"

"তুমি কি দেখতে পাচ্ছ ?" রমা আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করিল।

"দেখতে পাচ্ছি, অর্থ-লোভী পিশাচ অর্থ লোভে উন্মাদ ও দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে ফুলের মত কোমল মেয়েটিকে বন্দিনী ক'রে রেখেছে। বাইরের কোনো আলো, কোন শব্দ তা'র কাছে যা'তে পৌঁছিতে না পারে, তা'র সর্বাঙ্গীণ বন্দোবস্ত করেছে। নিজের বিকৃত মস্তিষ্ক পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে, স্বয়ং মস্ত বড়ো জমিদার হ'য়ে বস্‌বে, এই আশায় পুলকিত হ'য়ে, নিষ্ঠুর ও দুর্বার হ'য়ে, এমন কোন জঘন্য কাজ নেই যার জন্য সে প্রস্তুত না হ'য়েছে !"

রমা কহিল, "তা' হোক! তবু তুমি একবার করালীবাবুর সঙ্গে দেখা করো। তাঁকে বুঝিয়ে বলো যে, তাঁর ওপর যে-পবিত্র কর্তব্যের দায়িত্ব রয়েছে, তা' প্রতি-পালনে তিনি যেন বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য না করেন। লোক-নিন্দা, সমাজের ভয়, আইনের ভয় এসবও তো রয়েছে গো ?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "রয়েছে বই কি, রানী! কিন্তু যা'র হাতে অসংখ্য অর্থ রয়েছে, তাঁর কাছে ও-সব দাসত্ব স্বীকার করেছে, রানী! ও-সবের ভয় এখন আর তা'র নেই! বরং সমাজই এখন তার ইচ্ছা-মত পথে নিয়ন্ত্রিত হবার জন্য পরম আগ্রহে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে! ও-পথে কোন কাজ হবে না, রানী।"

"তবে কি মেয়েটাকে রক্ষা করা যাবে না ?" রমা আর্ত্ত-স্বরে প্রশ্ন করিল।

মোহন ধীরে ধীরে কহিল, "ভগবানের যদি তা'ই অভিপ্রেত হয়, তবে আর কি করা যাবে রানী ?"

রমা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "দেখ, ভগবানের নামে অমন গ্লানি করো না। এমন নিষ্ঠুর কাজ তাঁর অভিপ্রেতানুযায়ী হচ্ছে, এ কথা ভাবার মত অপরাধ আর কিছু নেই। বরং আমরা যদি এক্ষেত্রে মেয়েটাকে বাঁচাবার চেষ্টা না করি, তা'ই হবে ভগবানের অভিপ্রেত-বিরুদ্ধ কাজ।"

মোহন মৃদু কণ্ঠে কহিল, "তবে আমি কি করব বলে দাও।"

pathagar.net

"আমি বলে দেব তোমাকে ?" এই বলিয়া রমা কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ; পুনশ্চ কহিল, "না, সত্যি তুমি তর্ক কোরো না। একবার ভেবে দেখ, মেয়েটি কতদূর হতাশ হ'য়ে তোমাকে এমন পত্র লিখতে পেরেছে। চাই না আমি শান্তি, চাই না আমি নিরুদ্বেগ জীবন। আমার তোমার কাছে এই অনুরোধ, তুমি দীপালীকে রক্ষা কর, পিশাচের হাত থেকে উদ্ধার করো।"

মোহন কহিল, "বেআইনী পথেও ?"

"কেন, বেআইনী পথ ছাড়া কি আর পথ নেই ? পৃথিবী শুদ্ধ লোক যদি সোজা পথে চলে জগৎকে চালাতে পারে, তবে তুমিই কেন তা' পারবে না, আমি তো বুঝি নে।" এই বলিয়া রমা মৃদু হাসিল।

মোহন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল ; তাহার পর কক্ষময় কয়েকবার পায়চারি করিয়া ফিরিয়া কহিল, "উত্তম ! তা'ই হোক, রানী ; এবার সোজা পথে চলে দেখি, কতদূর যাওয়া যায়। তারপর পথ না পাই, সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়তে তো আর বাধা নেই ? ফিরে আসাও কষ্টকর হবে না।" এই বলিয়া মোহন তাহার ভৃত্যকে ডাকিবার ঘণ্টাটি বাজাইল।

বিলাস দ্বারদেশের মধ্যস্থলে উদয় হইয়া কহিল, "কর্তা ?"

"মোটর তৈরি আছে ?" মোহন প্রশ্ন করিল।

"হাঁ, কর্তা।" বিলাস নত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল।

"আচ্ছা, যা।" মোহন আদেশ দিল।

বিলাস অদৃশ্য হইলে, রমা কহিল, "এখনি যাবে ?"

মোহন রমার মুখখানি ঈষৎ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "মোহনের কুষ্ঠিতে কোথাও অযথা দেরি শব্দ লেখা নেই, রানী। আমি একবার মহাত্মা কালীচরণের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

রমা পত্র-স্তূপটির দিকে একবার চহিয়া কহিল, "এগুলোর কি হবে ?"

"কিছু না, রানী।" এই বলিয়া মোহন নত হইয়া রমার মুখের নিকট মুখ নামাইয়া কহিল, "আমার বেশি দেরি হবে না।"

pathagar.net

(৩)

আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপর 'মিত্র-প্যালেস, কলিকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্যবস্তু হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। প্রাসাদের মালিক রমানাথ মিত্রের স্বর্গারোহণের পর প্রাসাদের সেরূপ জাঁকজমক আর নাই। এখনও ফটকে দুইজন বন্দুকধারী সান্ত্রী পাহারা দেয় বটে, কিন্তু পূর্বেকার মত ষোল জন সান্ত্রীর একটি ছোটখাটো সৈন্য-বহর আর নাই।

প্রাসাদ-সংলগ্ন যে ড্রইং-রুম পূর্বে বহু লোকের পদার্পণে মুখরিত থাকিত, তাহা বর্তমানে একমাত্র অছি ও অভিভাবক করালীচরণের দিবা-বিশ্রাম ও রাত্রে নিদ্রার বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। করালীচরণের স্ত্রী নাই। একমাত্র বিকৃত-মস্তিষ্ক, মূর্খ পুত্র শ্যামাপদকে লইয়া, সে যখের মত রমানাথ মিত্রের ধনসম্পদ পাহারা

দিতেছে। পিতা-পুত্রের বাসস্থানরূপে প্রাসাদের একাংশ ব্যবহৃত হইতেছে।

সেদিন বেলা ১১টার সময় একখানি সুবৃহৎ মোটরকার আসিয়া প্রাসাদের ফটকে প্রবেশ করিল। মোহন গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র একজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া অভিবাদন করিল ও আদেশের প্রতীক্ষায় থাকিলে, মোহন কহিল, "করালীবাবু আছেন ?"

ভৃত্য সসম্ভ্রমে কহিল, "আছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো এখন দেখা হবে না।"

মোহন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "দেখা হবে না! কিন্তু কেন ?"

ভৃত্য নত মস্তকে কহিল, "তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করেন না।"

"আমার সঙ্গে করবেন।" এই বলিয়া মোহন মৃদু হাস্য মুখে তাঁহার নাম-লেখা একখানি কার্ড ভৃত্যের হস্তে দিল।

ভৃত্য দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া কহিল, "এটা তাঁকে দিলে তিনি আমার ওপর বড়ো রাগ করবেন, হুজুর।"

"না দিলে বেশি করবেন। তোমার কোন ভয় নেই, তুমি চল।" এই বলিয়া মোহন ভৃত্যকে তাহার পশ্চাতে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইল।

ভৃত্য এরূপ বিপদে কখনও পড়ে নাই। সে কি করিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া দ্রুতপদে মোহনের নিকট গিয়া কহিল, "আপনি এখানেই একটু দয়া ক'রে অপেক্ষা করুন, হুজুর। আমি তাঁকে সংবাদ দিচ্ছি।"

মোহন ভৃত্যের ভয়-কাতর মুখ-ভাব দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং সেইখানে দাঁড়াইয়া কহিল, "আচ্ছা, যাও।"

ভৃত্য সংকুচিত পদে ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সাক্ষাৎ যম-সদৃশ বর্তমান প্রভু কতকগুলি কাগজ-পত্র দেখিতেছে। ভৃত্য কিছু বলিবার পূর্বেই করালীচরণ কহিল, "কি চাস ? আমি না ডাক্‌লে আসবি না বলেছিলাম না ?"

ভৃত্য কম্পিত স্বরে কহিল, "একজন বাবু দেখা করতে এসেছেন, হুজুর।"

ক্রুদ্ধ স্বরে চীৎকার করিয়া করালীচরণ কহিল, "কি ? বাবু ? কে তা'কে ফটকে ঢুকতে দিলে ? এখনই দূর ক'রে দে, আমার দেখা করবার সময় নেই।"

ভৃত্য ভীত পদে বাহির হইবার পূর্বে প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করিয়া কহিল, "তিনি এইখানা দিয়েছেন।"

উত্তপ্ত করালীচরণ ভৃত্যের হাত হইতে কার্ডখানি ছিনাইয়া লইয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে অশ্রাব্য স্বরে গালি দিয়া কহিল, "লাথি মেরে দূর করব, হতভাগা। বেরো আমার সামনে থেকে!"

ভৃত্য দুই লাফে বাহিরে আসিয়া প্রাণ বাঁচাইল। সেই মুহূর্তে মোহন কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাসি মুখে কহিল, "আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম, সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু কাজও আমার বিশেষ জরুরী কিনা, তা'ই বিরক্ত করতে বাধ্য হ'লাম।"

মোহন একখানি চেয়ারে উপবেশন করিল।

আগন্তুকের সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে এবং ব্যবহারে ক্রুদ্ধ করালীচরণের মুখ

pathagar.net

দিয়া সহসা একটা কথাও বাহির হইতে চাহিল না। কিন্তু ধূর্তের আত্মসংযমের শক্তি অসাধারণ। সে সমস্ত ক্রোধ দমন করিয়া সহজ কণ্ঠে কহিল, "পূর্বে বন্দোবস্ত না ক'রে আমি কারুর সঙ্গে দেখা করি না। কিন্তু যখন এসে পড়েছেন, তখন আপনার বক্তব্য যত সংক্ষেপে বলে বিদায় নিতে পারেন, ততই আমি সুখী হবো।"

মোহন হাসি মুখে কহিল, "আমি জানতাম, আপনি সুখী হবেন।"

করালীচরণ ক্রোধ দমন করিয়া কহিল, "আপনার কি প্রয়োজন? কে আপনি?"

মোহন ছিন্ন কার্ডখানির টুকরাগুলির দিকে একবার চাহিয়া কৃত্রিম ম্লান স্বরে কহিল, "আমার দুর্ভাগ্য যে আমার পরিচয়ের কার্ড আপনি শোচনীয় ভাবে বিলুপ্ত করেছেন। যাই হোক, আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমার অতি প্রচলিত নাম, দস্যু মোহন।"

করালীচরণের সম্মুখে যদি সেই সময়ে মৃত রমানাথ মিত্র জীবিত হইয়া উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলেও সে ততটা চমকিত হইত না, যতটা মোহনের নাম শুনিয়া হইল। সে ভীত-দৃষ্টিতে একাগ্র হইয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "দস্যু মোহন, আপনি দস্যু মোহন? যা'কে গভর্নমেণ্ট Pardon দিয়েছে?"

"আজ্ঞে হাঁ, আমিই সেই হতভাগ্য! কিন্তু আপনি ও-রকম ক'রে চাইছেন কেন? ভয় নেই, আমি ডাকাতি করতে আসি নি। তা' ছাড়া ডাকাতি করা আমি ত্যাগ করেছি।" এই বলিয়া মোহন হাসিয়া উঠিল।

করালীচরণ ভীত কণ্ঠে কহিল, "তবে কি জন্য এসেছেন?"

"আহা ভদ্রলোকের কাছে কি ভদ্রলোক আসে না? তা' ছাড়া আপনার মত মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে যদি পরিচয় না রাখি, তবে সত্য নাগরিক-জীবনটাই যে আমার অসম্পূর্ণ থেকে যায়! যাঁর হাতে মহাত্মা রমানাথ মিত্র তাঁর সমস্ত সম্পদ, এমন কি মেয়েটির ভার পর্যন্ত চোখ বুজে দিয়ে যেতে পারেন, তেমন মহৎ-প্রাণ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হ'তে আসব, তা'তে বিস্ময়ের কি আছে, করালীবাবু?" এই বলিয়া মোহন মৃদু হাসিয়া করালীচরণের দিকে চাহিল।

করালীচরণ নিকটে কোন ভৃত্য আছে কিনা দেখিবার জন্য দ্বারের বাহিরে একবার চাহিয়া কহিল, "কি প্রয়োজনে এসেছেন?"

মোহন হাসিয়া উঠিল। কহিল, "এখনও বুঝলেন না, আমি কি প্রয়োজনে এখানে এসেছি? এইবার সেরেছেন তা' হ'লে! আচ্ছা বেশ, এইবার ভিন্ন আলোচনায় আসা যাক। স্বর্গত মিত্র মহাশয়ের একটি কন্যা ছিল না?"

করালীচরণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "হাঁ, আছে।"

মোহন সবিস্ময় ভাব প্রকাশ করিয়া কহিল, "বটে! কন্যাটির বিবাহ হয়েছে?"

করালীচরণ মোহনের প্রশ্নে বিষম ক্রুদ্ধ হইলেও, স্বাভাবিক স্বরে কহিল, "অনাবশ্যক আলোচনায় কিছু প্রয়োজন আছে? তা' ছাড়া আমি অত্যন্ত ব্যস্ত রয়েছি।"

মোহনের মুখ হইতে কৃত্রিম হাসি সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়া গেল। সে গম্ভীর মুখে কহিল, "কন্যাটির বিবাহের বয়স হিসাবমত অবশ্য এখনও তেমন হয়নি।

আচ্ছা, দেখি……” এই বলিয়া মনে মনে হিসাব করিবার ভান করিয়া পুনশ্চ কহিল, “মেয়েটির বয়েস চৌদ্দ হবে, না ?”

করালীচরণ ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন জানাইল।

“বিবাহের আয়োজন করেছেন ?” মোহন প্রশ্ন করিল।

করালীচরণ ধীর স্বরে কহিল, “চেষ্টা হচ্ছে।”

“কোথায় ? নিশ্চয়ই কোন রাজপুত্রের সঙ্গে ?” মোহন জবাবের প্রত্যাশায় চাহিয়া রহিল।

করালীচরণ গম্ভীর মুখে কহিল, “আমাদের ঘরের মেয়ে রাজরানী হয় না।”

মোহন হাসিয়া উঠিল। কহিল, “আপনার ঘরের মেয়ে হয় না, সত্যি। কিন্তু রমানাথ মিত্রের মেয়ের পক্ষে তা'ই যে স্বাভাবিক। আপনি বিস্মিত হচ্ছেন ? আচ্ছা, আমার ওপর ভার দিন, আমি এক সপ্তাহের মধ্যে রাজপুত্র-জামাই এনে হাজির করছি। কেমন রাজী আছেন ?”

করালীচরণ গম্ভীর মুখে কহিল, “আমার দিনে স্বপ্ন দেখা অভ্যাস নেই।”

“আমার আছে!” এই বলিয়া মোহন হাসিয়া উঠিল। তারপর হাসি থামিলে কহিল, “আচ্ছা, পরিহাস থাকুক। এখন বলুন, কোথায় বিবাহের চেষ্টা করছেন ?”

করালীচরণ প্রশ্ন এড়াইয়া কহিল, “আপনার কি প্রয়োজন, কই বল্লেন না ?”

মোহন সহসা কৃত্রিম বিস্ময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কহিল, “হা হতোস্মি! তা'ই ভুলে বসে কিনা, পরের মেয়ের বিবাহের স্বপ্নে মশগুল আছি! আচ্ছা করালীবাবু, আপনার একটি সুন্দর পুত্র আছে, না ?”

করালীচরণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, “সব পিতামাতার চোখেই আপন পুত্র সুন্দর।”

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, “তবে আর পাত্রের জন্য দেশ-বিদেশে ছুটাছুটির প্রয়োজন কোথায় ? আপনিই তো বন্ধুর কন্যাদায় উদ্ধার করতে পারেন ?”

করালীচরণের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। সে সন্দেহ-প্রবণ চিত্তে কহিল, “আপনার আন্তরিক ইচ্ছা কি তাই ?”

“যদি হয়, আপনি কি আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন ?” মোহন গম্ভীর মুখে কহিল।

করালীচরণ মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিল। কহিল, “আমার মত বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধ রাখতে পারাকেই আমি ভাগ্য বলে মানি।”

মোহন হাসিয়া কহিল, “তবে আপনার আপত্তি কিসের ?”

করালীচরণ একেবারে ধরা না দিবার অভিপ্রায়ে কহিল, “আমারও এক পুত্র আছে। কিন্তু পাছে লোকে অন্য কিছু ভাবে, তাই দ্বিধাগ্রস্থ হ'য়ে পড়েছি। নইলে দেখুন না, বিবাহের আয়োজন প্রায় শেষ ক'রে এনেছি।” এই বলিয়া বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের পাণ্ডুলিপি, গহনার ফর্দ ইত্যাদি টেবিলের ড্রয়ার হইতে বাহির করিয়া মোহনের হাতে তুলিয়া দিল।

মোহনের মুখ অস্বাভাবিক রূপে গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে অতি কষ্টে মনের

pathagar.net

ক্রোধ দমন করিয়া সহজ কণ্ঠে কহিল, "তারপর ?"

বুঝিতে না পারিয়া করালীচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌ছেন ?"

এমন সময়ে এক ঘটনা ঘটিয়া গেল। করালীচরণের বিকৃত-মস্তিষ্ক পুত্র শ্যামাপদ ঊর্ধ্বশ্বাসে কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে তোতলা স্বরে কহিল, "দেখ না বাবা, বউ লাগ কলেচে। আমি বল্‌ছি চিতি দাকে ফেলে দিইচি, কিতুতেই বিত্তাথ কল্‌চে না। আমাল সঙ্গে কতা বল্‌তে না। ও বাবা, বউ লাগ কলেচে।"

করালীচরণ মনে মনে বিষম বিপদ গণিয়া পুত্রকে বাহিরে পাঠাইবার উদ্দেশে ব্যস্ত ভাবে কহিল, "কে আবার এই পাগলাটাকে খেপালে ? যত সব জঞ্জাল জুটেছে এখানে। এই কে আছিস ? এটাকে বাইরে নিয়ে যা।"

শ্যামাপদ আপনাকে পিতা কর্তৃক অস্বীকৃত হইতে দেখিয়া মহা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "কি, বাবা ? তোমাল এত বলো কতা ? আমি তোমাল থেলে, তোমাল বংথধল, তোমাল পিন্ডি দেব আমি, আল আমাকে বলে কিনা বাইলে যেতে ? কল্‌বো না বিয়ে, দেখি তুমি দমিদাল হও কি ক'লে।"

করালীচরণ পুনরায় ভৃত্যাদি ডাকিবার জন্য দ্রুতপদে কক্ষের বাহির হইলে, সহসা মোহন শ্যামাপদর একখানি হাত ধরিয়া, নিকটে টানিয়া লইয়া কহিল, "তুমিই শ্যামাপদবাবু, না ?"

শ্যামাপদ 'বাবু' সম্বোধনে মহাখুশি হইয়া কহিল, "হাঁ, আমিই তো, থামাপদো বাবু। তুমি কে ? কি তাও ?"

মোহন চকিতে একবার ঘরের দিকে চাহিয়া নত স্বরে কহিল, "তোমার 'বউ' যাকে চিঠি লিখেছিল, সেই আমি এসেছি।"

শ্যামাপদর চোখ ও মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে জোর গলায় কহিল, "তবে ? বউ যে বলে···"

বাধা দিয়া মোহন কহিল, "বউ ভুল করেছে। এইবার তুমি বউকে বলোগে যাও যে, তা'র চিঠি পেয়ে মোহন এসেছিল। কোন ভয় নেই তা'র।"

শ্যামাপদ ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "বউ ভয় পেয়েতে ? আমি থাক্‌তে ভয় ? কোন থালাকে আমি ভয় করি না। তা' বাবা থালা হলেও। হুঃ! আমি থামাপদ।"

এমন সময়ে একগাছা বেত হাতে করিয়া করালীচরণ প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া শ্যামাপদ ভীত কণ্ঠে "ঐ লে থালাকে লোগে ধরেচে" বলিয়াই দুই লম্ফে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

করালীচরণ কিছু সাফাই গাহিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া মোহন কঠিন স্বরে কহিল, "এই আপনার পুত্র। এরই সঙ্গে কোটিপতির কন্যার বিবাহের বন্দোবস্ত করেছেন ?"

মোহনের কণ্ঠস্বরে ভীত হইয়াও করালীচরণ গম্ভীর মুখে কহিল, "আপনার অনধিকার চর্চার কোন প্রয়োজন নেই।"

মোহন হাসিয়া উঠিল। হাসির শব্দে করালীচরণের রক্ত জল হইয়া যাইবার

উপক্রম হইল। মোহন কহিল, "অনধিকার চর্চা, না? কিন্তু শুনুন করালীবাবু, আমি আপনাকে বলছি, এ-বিবাহ হতে পারবে না, হবে না!"

করালীচরণ কহিল, "তার মানে? আপনি জোর ক'রে বন্ধ করবেন নাকি!"

"আপনার মত একটা কাপুরুষকে বশে আনতে মোহনের জোর প্রকাশের প্রয়োজন হয় না! মুখের কথাই যথেষ্ট। আমি আপনাকে বলে যাচ্ছি, এ-বিবাহ হবে না। সুতরাং আপনি এর জন্য বৃথা চেষ্টা করে নিজের ক্ষতি করবেন না।"

করালীচরণ কহিল, "যদি আপনার কথা না শুনি?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমার কথা না শোনার পরিণাম কি আপনি শোনেন নি?"

করালীচরণের মুখ রক্তশূন্য হইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আচ্ছা আমি ভেবে দেখি।"

মোহন কিছু সময় চিন্তা করিয়া কহিল, "আচ্ছা দেখুন। আমি আপনাকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এই সময়ের মধ্যে আপনার ভাবার কাজটুকু শেষ করতে হবে। আমি আগামী পরশু ঠিক এই সময়ে আসব। মনে রাখবেন, আগামী পরশু ঠিক এই সময়ে।"

এই বলিয়া মোহন অতর্কিতে কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া অপেক্ষমাণ মোটরে আরোহণ করিল। মোটর দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৪)

মোহনের মোটর ফটকের বাহিরে অদৃশ্য হইয়া যাইবামাত্র করালীচরণ কোনও রকমে বাহিরে যাইবার পোশাকে সজ্জিত হইয়া ৺রমানাথ মিত্রের, বর্তমানে নাবালিকা দীপালীর মোটরে আরোহণ করিয়া, পুলিস হেড-কোয়ার্টারে যাইবার আদেশ করিল।

সোফার গন্তব্য-স্থান জানিয়া বিস্মিত হইলেও, আদেশ পালনে বিন্দুমাত্র দেরি করিল না, মোটর দ্রুতবেগে চালাইয়া দিল।

লালবাজারে উপস্থিত হইয়া করালীচরণ চীফ ডিটেকটিভ ইন্‌স্‌পেক্টার মিঃ বেকারের অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে, তিনি কোন কাজে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছেন, কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিতে এখনও কয়েকদিন বিলম্ব হইবে। সুতরাং সে মিঃ বেকারের পরবর্তী অফিসার ডিটেকটিভ ইন্‌স্‌পেক্টার মিঃ মিলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে মোহনের নামে মিথ্যা ও অর্ধ-মিথ্যায় মিশাইয়া গুরুতর অভিযোগ জ্ঞাপন করিল। মিঃ মিলার ইতিপূর্বে মোহনের সম্বন্ধে এতটা আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, তিনি মনে মনে উপরিওয়ালা মিঃ বেকারের অসাফল্যে বিরক্ত হইতেন ও চিন্তা করিতেন যে, তাঁহাকে একবার সুযোগ দেওয়া হইলে, এই দস্যুকে খুব সহজেই গ্রেফতার করিতে পারেন এবং সাজা দিতে পারেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহার দর্পে কর্তৃপক্ষ কান দেন নাই বা তিনিও কোন সুযোগ তখন পান নাই। যাহা হউক, বর্তমানে মিঃ বেকার মফস্বলে থাকায় এই সুযোগ উপস্থিত

হওয়ায়, তিনি মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আপনার অভিযোগ গুরুতর। একে নিছক 'ব্ল্যাকমেলিং' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। জেল এর একমাত্র শাস্তি। আপনি আপনার অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবেন?"

করালীচরণ উৎসাহ ভরে কহিল, "নিশ্চয়ই পারব, স্যার। সে আমাকে ভয় দেখিয়ে গেছে, যদি আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমি তা'র আদেশে সম্মত না হই, তা' হ'লে আমার পরিণাম মৃত্যু ছাড়া আর কিছু হবে না।"

মিঃ মিলার টেবিলের উপর একটি প্রকান্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কহিলেন, "Simply Blackmailing! উত্তম! আগামী পরশু আমি দু'জন সার্জেণ্টকে সঙ্গে নিয়ে আপনার বাড়ীতে উপস্থিত হবো। যদি দেখি, দস্যু আপনাকে ভয় দেখাতে এসেছে এবং ভয় দেখাচ্ছে, তখন অনায়াসেই তা'কে 'ব্ল্যাকমেলিং' চার্জে গ্রেফতার করব। আমাদের গোপনে থাকবার বন্দোবস্ত হবে তো?"

করালীচরণ মহা খুশি হইয়া কহিল, "নিশ্চয়ই হবে, স্যার। আমার ড্রইং-রুমের পাশের ঘরে আপনারা থাকবেন। সেখান থেকে স্ক্রীনের পাশ দিয়ে সব কিছু দেখতে ও শুনতে পারবেন। কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না।"

মিঃ মিলার খুশি হইয়া কহিলেন, "এই যে এমন একটা ভীষণ দস্যুকে Pardon দেওয়া হ'ল, ঠিক কাজ হ'ল কি? যা'র রক্তে দস্যুতা বিষ সংক্রামিত হয়েছে, সে কখনও সৎ জীবন যাপন করতে পারে? অলরাইট। আপনি আসুন, আমরা ঠিক সময়ে হাজির হব।"

করালীচরণ অপ্রত্যাশিতরূপে সফল হইয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়াই পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইল।

শ্যামাপদ প্রথমে বেতের ভয়ে পিতৃ-সন্নিধানে আসিতে অসম্মত হইল, পরে পিতার বারংবার আশ্বাস পাইয়া আগমন করিল।

করালীচরণ মিষ্টি-কণ্ঠে কহিল, "তুমি আমার শান্ত ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে, আমার বংশধর। তোমার ওপর আমি কি রাগ করতে পারি, বাবা?"

শ্যামাপদ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ব্যবধানে থাকিয়া কহিল, "এখন তো বংথধল, তখন তো থেলেই নই আমি। ভদ্দর লোকের কাছে পাগলা বললে কেন থুনি?"

করালীচরণ হাসিয়া কহিল, "রাগের মাথায় কি বলি, তা' কি ধরতে আছে, বাবা! এখন বল তো, কা'র চিঠি 'বউ' তোমাকে দিয়েছিল?"

শ্যামাপদ মুখ তুলিয়া কহিল, "তা'তে তোমাল দলকাল?"

"দরকার আছে বই কি, বাবা। বউ কি কোন চিঠি ডাকবাক্সে ফেলতে দিয়েছিল?" ধূর্ত করালীচরণ সাগ্রহে প্রশ্ন করিল।

শ্যামাপদ পুনরায় কহিল, "তোমাল দলকাল?"

করালীচরণের ছদ্ম-মিষ্ট কথার সমাপ্তি ঘটল। ঈষৎ তপ্ত স্বরে সে কহিল, "আমার কথার উত্তর দাও, শ্যামাপদ।"

"দেবো না—দাও। তোমাকে আমি তিনি গো-তিনি।" শ্যামাপদ কয়েক পদ পিছু হটিয়া কহিল।

সত্যই শ্যামাপদ তাহার পিতাকে চিনিতে পারিয়াছিল। পুত্রের অস্বীকৃতিতে করালীচরণ ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া কহিল, "বলবি না, শূওর? চাবুকে তোর পিঠ ফাটিয়ে দেবো, জানিস?"

শ্যামাপদ চক্ষের নিমেষে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া কহিল, "থালা আমাল কি খাবা লে!"

ইহার পর শ্যামাপদকে আর সেদিন করালীচরণ দেখিতে পায় নাই। তাহা হইলেও তাহার মন হইতে চিঠির কথা এই ভাবিয়া দূর হইয়াছিল যে, পাগল ছেলে কি বলিতে কি বলিয়াছে, তাই বার বার ভয় প্রদর্শনেও তাহা বলিতে সক্ষম হইল না।

ইহার পরদিন শ্যামাপদ পিতার চক্ষে ধূলি দিয়া গোপনে নিয়মিত ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল। সে সম্মুখ ফটক দিয়া বাহির না হইয়া, প্রাসাদের পশ্চাতে বাগানের পাঁচিল টপকাইয়া রাস্তার উপর অবলীলাক্রমে লাফাইয়া পড়িল। এই উপায়েই তাহার নিয়মিত বাহিরে যাতায়াতের পথ ছিল। সে পথে নামিয়া একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া লইয়া পোস্টাফিস অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সে দেখিল না, অনতিদূর ব্যবধানে থাকিয়া এক ব্যক্তি তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের পোস্টাফিসের নিকট যখন শ্যামাপদ আসিয়া পৌঁছিল, অনুসরণকারী দ্রুতগতিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া কহিল, "এই যে শ্যামাপদ, কোথায় চলেছ ভাই?"

প্রথমে শ্যামাপদ এতটা চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, আগন্তুক তাহা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। শ্যামাপদ একাগ্র-দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া, সহসা সহজ স্বরে কহিল, "ও, তুমি! এই নাও তোমার চিতি।"

এই বলিয়া শ্যামাপদ অতি সাবধানে একখানি পত্র তাহার জামার ভিতর পকেট হইতে বাহির করিয়া অনুসরণকারী অর্থাৎ মোহনের হাতে তুলিয়া দিল।

মোহন পত্রখানির ঠিকানায় একবার চক্ষু বুলাইয়া লইয়া কহিল, "চিঠি যে আমার, তা' তুমি কি ক'রে জানলে, শ্যামাপদ?"

শ্যামাপদ নিরুদ্বিগ্ন স্বরে কহিল, "বউ বলেতে।"

"বউ বলেছে? তোমার বউ কি আমাকে দেখেছে, শ্যামাপদ?" মোহন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

শ্যামাপদ হাসিয়া কহিল, "তোমাকে দেখেতে, তোমাল কথাও থুনেতে, আজ বউ হেথেতে। আমাল সঙ্গে কথা কয়েতে।"

মোহন খুশি হইয়া শ্যামাপদর একখানি হাত ধরিয়া কহিল, "কিছু খাবে, শ্যামাপদ?"

শ্যামাপদ খুশি হইয়া কহিল, "খাবো। মাংস খাবো।"

"তবে এস, তোমাকে মাংস খাইয়ে আনি!" এই বলিয়া মোহন অল্প দূরে অপেক্ষমান মোটরে শ্যামাপদকে লইয়া আরোহণ করিল ও প্রাসাদে যাইবার জন্য সোফারকে আদেশ দিল।

শ্যামাপদ খুশি হইয়া কহিল, "তোমাল গালী?"

pathagar.net

মোহন কহিল, "হাঁ।"

ইহার পর মোহন শ্যামাপদ প্রদত্ত পত্রখানি খাম হইতে বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিল। কুমারী দীপালী লিখিয়াছে:—

পরম পূজনীয়,

দাদা। আপনি যে হতভাগিনীর পত্র পেয়েছেন এবং অবিলম্বে আমার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করেছেন দেখে, আমার আবার বাঁচতে সাধ হচ্ছে। আমি বাঁচবার আশা ত্যাগ করেছিলাম কিনা। আমার সৌভাগ্যের আর অন্ত নেই। যিনি দেবতারও বড়ো, যাঁর দর্শন পাওয়া এতদিন কা'রও পক্ষে সম্ভব ছিল না তাঁকে প্রাণ ভ'রে ডাকতে না ডাকতেই দেখতে পেলাম, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হ'তে পারে?

গতকল্য আপনি যখন আমার অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন আমি শ্যামাপদর নামে অভিযোগ জানাবার জন্য তাঁর কাছে যাচ্ছিলাম। সহসা অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়াই। অল্প সময় পরেই বুঝি, দেবতা সদয় হ'য়ে বর দিতে এসেছে অভাগীকে।

আমার ভাই নেই, বাপও নেই। আপনি আমার উভয়ই। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

গতকল্য হ'তে আমার অভিভাবক অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে উঠেছেন। তাঁকে চিন্তিত দেখলেই আমার ভয় হয়; কারণ যখনই তিনি গভীর ভাবে চিন্তা করেন, তখনই কোন না কোন বদ্ মতলব স্থির করেন। এবারেও কি করছেন, ঈশ্বর জানেন।

শুনলাম, আগামী কল্য আপনি আসবেন। কিন্তু আমার ভয় হয়, করালীবাবু আপনার প্রস্তাবে সম্মত হবেন না। উপরন্তু কিছু না বিপর্যয় ঘটান, এই ভয়ে আমি অস্থির হ'য়ে পড়েছি। আমি আমারই প্রাসাদে নিঃসঙ্গ, একাকী। কয়েকটি বৃদ্ধা পরিচারিকা ভিন্ন আমার সাথী কেউ নেই। করালীবাবু আমার একজন গভর্নেস দেবেন বলে বহুদিন থেকে স্বীকৃত হ'য়ে আছেন, কারণ উইলের শর্তও নাকি তাই; কিন্তু তাঁর মনের মত সর্ব সময়ের জন্য কোন ভদ্র শিক্ষিতা মহিলা পাচ্ছেন না বলেই আমার অভাব পূর্ণ হচ্ছে না। আপনি কি কোন বিশ্বাসী ভদ্র মহিলাকে পাঠাতে পারেন না? তাঁর পরিচয় ভদ্র হ'লে আর কোন কিছুতেই আটকাবে না।

আমি আগামী কালের দিনটির জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা ক'রে আছি। আজও শ্যামাপদর হাতে পত্রখানি ডাকে দিতে পাঠালাম। জানি না, এটির অদৃষ্টে কি আছে!

পরম পূজনীয়া রমা দিদিকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাবেন, আপনি আমার অসংখ্য সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

আপনার ছোট বোন
হতভাগিনী দীপালী

মোহন পত্রখানির পাঠ শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, শ্যামাপদ সাগ্রহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। মোহন কহিল, "কিছু বলবে, শ্যামাপদ?"

"আমলা কোতা দাচ্চি ?"

"আমার বাড়ীতে।"

"থেকানে কে আতে ?"

মোহন হাসিয়া কহিল, "সবাই আছে। তোমার কি ভয় হচ্ছে, শ্যামাপদ ?"

শ্যামাপদ হাসিয়া কহিল, "লা, লা। আত্তা, তুমি বউ-এর কে হও ?"

মোহন হাসিয়া কহিল, "দাদা হই।"

"তা'হলে আমাল কে হ'লে তুমি ?" মুখ টিপিয়া হাসিয়া শ্যামাপদ প্রশ্ন করিল।

মোহন সশব্দে হাসিয়া উঠিল। শ্যামাপদ পুনশ্চ কহিল, "আমি দানি, দানি। তুমি আমাল থালা। থত্তিকাল থালা। না ?"

মোহন হাসি মুখে চাহিয়া রহিল ; কোন জবাব দিল না। ইতিমধ্যে মোটর আসিয়া মোহনের প্রাসাদের ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল ও কিছু দূর গিয়া গাড়ী-বারান্দার নিকট থামিয়া গেল।

মোহন কহিল, "নেমে এস, শ্যামাপদ।"

শ্যামাপদকে সঙ্গে লইয়া মোহন ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ড্রইং-রুমে বসাইয়া কহিল, "একটু অপেক্ষা করো, আমি আসছি।"

শ্যামাপদ কহিল, "আত্তা।"

(৫)

পেটুক শ্যামাপদকে পেট ভরিয়া মাংস খাওয়াইয়া, মোহন গত কল্য আপন মোটরে করিয়া কুমারী দীপালী মিত্রের প্রাসাদের অনতিদূরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। অদ্য করালীচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার পূর্বে যখন সজ্জিত হইতেছিল, তখন রমা আসিয়া কহিল, "দেখ, আমার ইচ্ছা হয় দীপাকে চোখে চোখে রাখি।"

মোহন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। রমা পুনশ্চ কহিল, "বেচারীরও একজন গভর্নেসের প্রয়োজন।"

"বুঝেছি।" এই বলিয়া মোহন মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে কহিল, "আজকার দিনটা শুধু অপেক্ষা কর, রানী। আমাদের কর্ম-পন্থা অদ্যকার ফলাফলের উপর নির্ভর ক বে।"

রমা অনুৎসাহ স্বরে কহিল, "গত কাল শ্যামাপদর মুখে যে পরিচয় তার বাপের আমরা পেয়েছি, তা'তে তোমার তাঁর কাছে যাওয়া-না-যাওয়া উভয়ই সমান হবে, আমার এই ধারণা জন্মেছে। অমন লোককে বিশ্বাস করতে নেই।"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমিও করি নি। তবে সোজা ও সুপথে চলার নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে, রমা। কারণ চোখে তো দেখছি, গভর্নমেণ্টের মার্জনা পেলেও, আমার নীতিবাগীশ ধনী-প্রতিবেশীদের মার্জনা তো এখনও পাই নি। তবেই এক সময় যে-পথে চলে তাঁদের এই বিরাট বিরাগ অর্জন করেছি, আবার সেই পথে চলেই তা' ব্যয় করতে হবে। নইলে কারুর কলমের খোঁচায় কিছুই হবে না। সুতরাং করালীচরণকেও বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হ'য়েও, আমাকে সেখানে যেতে হচ্ছে।"

রমা দু'টি টানা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "বিশেষ ভাবে ?"

"হাঁ রানী, বিশেষ ভাবে। গত কাল আমি অনেক কিছুই এই নিরীহ পাষণ্ডটার সম্বন্ধে সংগ্রহ করেছি। তা' হলেও আমি চলেছি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনে—দেখতে চাই যে, সত্যিই অসম্ভব সম্ভব হয় কিনা!" মোহন হাসিতে হাসিতে এক গাছা ছড়ি হাতে তুলিয়া লইল।

রমা মুখ অন্ধকার করিয়া কহিল, "কোন ভয়ের হেতু নেই তো?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "কিছুমাত্র না। অন্ততঃ আমার পক্ষ থেকে। আমি এখন মনে-প্রাণে অহিংস। মহাত্মা বলেছেন, 'প্রকৃত অহিংস যারা, তাদের শক্তি বজ্রকেও নমনীয় ক'রে দেয়।' তবেই করালীচরণ যে বজ্রাদপি কঠোর, এমন কথা তা'র অতি বড়ো শত্রুকেও বলতে শুনি নি।"

রমা অসহ্য স্বরে কহিল, "সব সময়ে তোমার নিজের প্রতি এই উপেক্ষার ভাব— সত্যি বল্‌ছি—আমার ভাল লাগে না। না, তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই।"

মোহন পরম বিস্মিত হইয়া কহিল, "গিয়ে কাজ নেই! এ কি তুমি বলছ, রানী? দীপাকে উদ্ধার করে কাজ নেই? তুমি ঐ আধ-পাগলাটাকে দেখেও দীপাকে দুর্ভাগ্যের হাত হ'তে বাঁচাতে দিতে চাও না, রমা?"

রমা নত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "ওই লোকটার অসাধ্য-কাজ কিছু নেই। ও সব পারে।"

মোহন স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "হয় তো সবই পারে, কিন্তু মোহনের মাথার এক গাছি কেশের একটিও স্থানচ্যুত করতে পারে না, এ আশ্বাস তুমি নাও, রমা। মিথ্যে উতলা হ'য়ে এমন একটা পবিত্র দায়িত্ব পালনে বাধা দিও না।"

রমা নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মোহন তাহার নিকটে আসিয়া, নিয়মিত প্রথানুযায়ী বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং মোটরে আরোহণ করিয়া, সোফারকে গন্তব্য স্থানে যাইতে আদেশ দিল।

এদিকে করালীচরণ ডিটেকটিভ ইন্‌স্পেক্টার মিঃ মিলার ও দুইজন সার্জেন্টকে পার্শ্বের কক্ষে নির্বাচিত স্থানে বসাইয়া, বার বার ঘড়ির দিকে চাহিয়া সময় দেখিতেছিল। এমন সময়ে ভৃত্য প্রবেশ করিয়া কহিল, "কাল যে বাবু এসেছিলেন, আজ আবার এসেছেন, হুজুর।"

"এসেছে?" এই বলিয়া করালীচরণ সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভৃত্যকে আগন্তুককে আনিবার জন্য দ্রুত কণ্ঠে আদেশ দিল।

অনতিবিলম্বে মোহন শিস দিতে দিতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া অকস্মাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং করালীচরণের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার স্বভাব-সিদ্ধ কৌতুক স্বরে কহিল, "বলি, ব্যাপার কি, করালীবাবু? আপনি যেন সর্বরকমে প্রস্তুত হ'য়ে, আমাকে আহ্বান করবার জন্য অপেক্ষা করছেন! কিন্তু…" এই বলিয়া মোহন কক্ষের ভিতর অবস্থিত বৃহৎ আলমারি দুইটি চাবি-বন্ধ আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া ঘরের পশ্চাদ্ভাগে চকিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল, "তবে?"

করালীচরণ সহজ স্বরে কহিল, "ওসব আপনি কি বলছেন, মোহনবাবু?"

"মোহনবাবু নই, শুধু মোহন। তা'ও উচ্চারণ না করতে পারেন, দস্যু মোহন

পলেই আপনি আহ্বান করবেন, আমি আপত্তি করব না।" এই বলিয়া মোহন স্মিত মুখে করালীচরণের ঠিক বিপরীত দিকে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিল।

করালীচরণ নীরবে চাহিয়াছিল। মোহন তাহার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি পাতিয়া কহিল, "কেন ওই বদ্ মতলবগুলো ভাবছেন বলুন তো? ফলে নিজেই মরবেন। তারপর?"

করালীচরণ প্রশ্নের আকস্মিকতায় কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া অনুচ্চ স্বরে কহিল, "আমার দায়িত্বে আপনার হস্তক্ষেপ করা কি ভাল হচ্ছে?"

"মোহন করালীচরণের কণ্ঠে ভিন্ন সুর এবং দৃষ্টিতে নির্ভয় লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিল। কিন্তু মোহন জীবনে ভয় কাহাকে বলে, তাহা জানিত না। সহজ ও স্বাভাবিক স্বরে কহিল, "নূতন কথা বলছেন যে? নূতন কিছু বন্দোবস্ত করছেন নাকি?"

করালীচরণ একই কণ্ঠে কহিল, "বিবাহের বন্দোবস্ত চলেছে বই-কি! আমার পুত্রের সঙ্গেই বিবাহ হবে, এই আমার শেষ কথা।"

অকস্মাৎ মোহন গর্জন করিয়া উঠিল, "না, হবে না।"

করালীচরণ ঈষৎ চমকিত হইয়া কহিল, "জোর ক'রে নাকি?"

মোহন স্থির জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিল। করালীচরণের উপেক্ষা ভরা উক্তি শুনিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া শান্ত স্বরে কহিল, "শুনুন করালীবাবু, আমি বিবাদ ক'রবার জন্য এখানে আসি নি। আমি চাই, আপনার পিতৃ দায়িত্ব আপনি সুষ্ঠুভাবে পালন করেন।"

করালীচরণ রাগিয়া গিয়া কহিল, "আপনি অনধিকার চর্চা ক'রছেন।"

"হয়তো করছি, কারণ এই হয়তো আমার স্বভাব। কিন্তু থাক আমার নিজের কথা। এখন বলুন তো, আপনি কি হ'লে আমার অনুরোধ রাখতে পারেন?" মোহন ক্রুদ্ধ হইয়াও শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

করালীচরণ কহিল, "আমি আপনার কোন দাবিই মানতে স্বীকৃত নই।"

মোহন চাহিয়া রহিল। তাহার বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। যে-করালীচরণ তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাতে ভয়ে রীতিমত কাঁপিয়াছিল, আজ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এতখানি সাহস অর্জন করিয়া বসিল কোন্ পথে? মোহন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরমুখে কহিল, "আপনি স্বীকৃত নন? আপনার পাগল-পুত্রের সঙ্গেই কুমারী দীপালীর বিবাহ দেবেন?"

"হাঁ দেবো।" করালীচরণ নত অথচ দৃঢ় স্বরে কহিল।

মোহন কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। পরে সহসা সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, "এই আপনার শেষ কথা।"

করালীচরণ কহিল, "হাঁ, শেষ কথা।"

"উত্তম।" এই বলিয়া চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কক্ষের চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু আমার কথাটাও শুনে রাখুন, এ বিবাহ হবে না।"

অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার স্বরে করালীচরণ কহিল, "বিবাহ হবে না আপনার কথায় নাকি? আমি আপনাকে ভয় করি না। যান আপনি আমার বাড়ী থেকে।"

মোহন সবিস্ময়ে চাহিয়াছিল; কহিল, "এতখানি সাহস আপনার কি করে এল, করালীবাবু? আপনি কার সামনে দাঁড়িয়ে আস্ফালন-অভিনয় করছেন, জানেন?"

করালীচরণ একবার পশ্চাতে চাহিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "জানি আমি কা'র সঙ্গে কথা বলছি। আমি জানি একটা ঘৃণিত দস্যু—যে অতীতে বহু লোকের সর্বনাশ করেছে, আমাকে ভয় দেখাতে এসেছে। আমাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে আমার পবিত্র দায়িত্ব পালনে বাধা দিতে এসেছে। কিন্তু শোনো দস্যু মোহন, তুমি যদি আমাকে খুনও করো, তবু আমি তোমার দাবি মানব না। তোমার ভয়ে আমি তোমাকে টাকা ঘুষ দিয়ে নিজেকে খাটো করব না।"

মোহন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "ওসব কি বলছেন?"

এমন সময়ে নিঃশব্দ পদে মিঃ মিলার মোহনের পিছনে আসিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন "হাত তুলে দাঁড়াও!"

মোহন বিদ্যুদ্বেগে দুই পা আগাইয়া আসিয়া হাত তুলিয়া দাঁড়াইল এবং ডিটেকটিভ অফিসারের দিকে চাহিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "এর মানে?"

মিঃ মিলার সার্জেন্টদ্বয়কে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা মোহনের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া দিল। পরে তিনি মোহনের বিস্মিত ও শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "ব্ল্যাকমেলিং চার্জে আমি তোমাকে গ্রেফতার করলুম।" সার্জেন্ট-দ্বয়ের দিকে ফিরিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "নিয়ে যাও।"

মোহন একবার করালীচরণের হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিল, পরে মিঃ মিলারের ততোধিক গাম্ভীর্য-ভাবময় মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "চলুন!"

ভারত-ত্রাস, পুলিস-ত্রাস দস্যু মোহনকে যে এত সহজে, এমন অবলীলাক্রমে গ্রেফতার করা যাইবে তাহা মিঃ মিলারের নিকট এক অপূর্ব বিস্ময়রূপে প্রতিভাত হইল। তিনি আপন সাফল্য-গর্বে আত্মহারা হইয়া কহিলেন, "দস্যু মোহন, আমি মিঃ বেকার নই, আমি মিঃ মিলার।"

মোহনের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। তাহার মুখ অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

দস্যু মোহনকে লইয়া মিঃ মিলার বাহির হইয়া গেলে, করালীচরণ মহোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিয়া পাগলের মত নিজেকে নিজে কহিল, "এইবার করালীচরণ, তোমার সৌভাগ্য-সূর্য উঠবে। তুমি বাধা-বিপত্তি-হীন গতিতে উন্নতির চরম শিখরে উঠবে। তোমার কামনা পূর্ণ হবে। তুমি জমিদার হবে, রায়বাহাদুর হবে, পরিশেষে রাজা রায়বাহাদুর হ'য়ে, তোমার স্বপ্ন তুমি সফল করবে; কে ওখানে?"

একটা মৃদু দ্রুত পদ-শব্দ বাতাসে মিলাইয়া গেল। করালীচরণ দ্রুত-পদে বাহির হইয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে ডাকিলেন, "এই হতভাগা কেষ্টা।"

pathagar.net

পরদিন কলিকাতার প্রাভাতিক সংবাদ-পত্রসমূহ মোহনের অপ্রত্যাশিত গ্রেফতারের কাহিনী প্রকাশিত হইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিল। যে দস্যুকে মাত্র কয়েক দিবস পূর্বে সপারিসদ গভর্নর মহোদয় ক্ষমা করিয়াছিলেন সেই দস্যুই পুনরায় এত শীঘ্র গ্রেফতার হইল দেখিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া পারিল না। যাহারা মোহনের কার্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন, যেমন মিঃ বেকার প্রভৃতি অফিসারবর্গ এবং মোহনের সহকর্মীরা, তাঁহারা সহজে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গলদ ঘটিয়াছে, এই ভাবিয়া তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইলেন।

'বাংলার ডাক' সংবাদপত্র লিখিয়াছেন, "আমরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে ভাবিতেছি যে, যাহা মোহনের অতীত ইতিহাসে যে ঘৃণ্য অপরাধের ছায়ামাত্রও নাই, সে সেই অপরাধ—এমন এক সময়ে এবং এমন এক স্থানে—করিয়া বসিল, যাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের গলদঘর্ম হইতেছে। করালীচরণবাবুর অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই, তাঁহার মত ব্যক্তি কি করিয়া যে মহাত্মা সদৃশ ব্যক্তি রমানাথ মিত্রের এরূপ অটল বিশ্বাস অর্জন করিলেন, আমাদের নিকট তাহাও এক সমস্যার বস্তু। তাহা ছাড়া মোহন কি জন্য এই ব্যক্তির নিকট গিয়াছিল, কি জন্য তাহাকে ভয় দেখাইয়াছিল, কেন দেখাইয়াছিল, সে বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা আশু প্রয়োজন। সকলের উপর আমরা বিশেষ বিস্ময় বোধ করিতেছি এই ভাবিয়া যে, যিনি মোহনের নাড়ী-নক্ষত্রের সহিত সবিশেষ পরিচিত, সেই মিঃ বেকার এক্ষেত্রে হাত না দিয়া, মোহনের কর্মধারার সহিত অপরিচিত একজন অফিসার কর্তৃক মোহন বন্দী হইয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে অপরাধ ঘোষিত হইয়াছে।

আমরা বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ডিটেকটিভ ইন্‌স্‌পেক্টার মিঃ বেকারের নিকট এই আবেদন করিতেছি যে, তিনি যেন অবিলম্বে মোহনের কেস স্বয়ং পরিচালনা করেন। কারণ আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি, যাঁহার প্রচেষ্টায় মোহন মার্জনা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই মোহনের কেস পরিচালনে একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।

পরিশেষে স্বীকার করিতে আমাদের সঙ্কোচ নাই যে, মোহন ব্ল্যাকমেলিংয়ের অপরাধে গ্রেফতার হইলেও (মামলা যখন বিচারাধীন), যাঁহারা মোহনের উচ্চ আদর্শ ভরা মহৎ হৃদয়ের সহিত বিন্দুমাত্রও পরিচিত আছেন, তাঁহাদের নিকট এই ঘটনা সম্পূর্ণ অভিনব বলিয়া অনুভূত হইবে। কারণ মোহনের মত শিক্ষিত, বাগ্মী, উচ্চ হৃদয়, চরিত্রবান, পরোপকারী ব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়া ব্যথিত হইলাম, আমাদের অন্যান্য সহযোগীরা মোহনকে দস্যু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু দস্যুতা অপরাধে ক্ষমা-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে, গভর্নর বাহাদুর কর্তৃক ঘোষিত নিরীহ, নির্দোষ, সম্মানভাজন নাগরিককে যাঁহারা দস্যু বলিয়া স্পর্ধা এখনও দেখাইতে পারেন, তাঁহাদেরও সমুচিত দণ্ড হওয়া একান্ত সমীচীন।

"আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি। আমরা মকদ্দমার ফলাফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।"

অন্যান্যের সহিত সদ্য মফস্বল হইতে প্রত্যাগত মিঃ বেকারও এই সংবাদটি পাঠ করিলেন। তাঁহার বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। তিনি শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেও, তৎক্ষণাৎ সহকারী মিঃ মিলারকে টেলিফোনে আহ্বান করিয়া সমস্ত ঘটনা জানিতে চাহিলেন। মিঃ মিলার সকল ঘটনায় রঙ মাখাইয়া ঘোরালো করিয়া উপরিওয়ালা অফিসারকে জানাইলেন। মিঃ বেকার সবিস্ময়ে কহিলেন, "আপনি ভুল করেন নি তো?"

মিঃ মিলার মৃদু হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "আমি বিশেষভাবে সব দিক দেখে-শুনে তবে দস্যুকে গ্রেফতার করেছি!"

মিঃ বেকার ঈষৎ তপ্ত স্বরে কহিলেন, "দস্যু বলবেন না তা'কে। সে ক্ষমাপ্রাপ্ত সম্মানিত নাগরিক। তা' ছাড়া বর্তমান অপরাধ এখনও প্রমানিত হয় নি।"

মিঃ মিলার লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আমি দুঃখিত, মিঃ বেকার। সে যাই হোক, মোহন নিজের স্বভাব যে ভুলতে পারে না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।"

মিঃ বেকার ঈষৎ ব্যঙ্গ স্বরে কহিলেন, "ধন্যবাদ! মোহনকে কোথায় রেখেছেন?"

"তার মত দুর্দান্ত ব্যক্তিকে তো থানা-হাজতে রাখা যায় না। প্রেসিডেন্সী জেলে উপযুক্ত পাহারার অধীনে রাখা হয়েছে।" মিঃ মিলার জবাব দিলেন।

মিঃ বেকার কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মোহন জামিনের জন্য দরখাস্ত করে নি?"

মিঃ মিলার কহিলেন, "না।"

"তা'র কোন আত্মীয়, কি স্ত্রীও সে জন্য চেষ্টা করে নি?" মিঃ বেকার বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

মিঃ মিলার কহিলেন, "করেছিল। আমি রাজী হইনি, তা' ছাড়া মোহন নিজেও হয়নি।"

"বটে!" মিঃ বেকার চিন্তান্বিত স্বরে কহিলেন।

মিঃ মিলার কিছুক্ষণ কোন উত্তর না পাইয়া, টেলিফোনে কহিলেন, "আর কিছু বলবেন, মিঃ বেকার?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "না। ধন্যবাদ।"

টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া, মিঃ বেকার চিন্তান্বিত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং চাপরাসীকে ডাকিয়া তাঁহার মোটর বাহির করিবার আদেশ দিলেন।

অল্প সময় পরে মিঃ বেকার প্রেসিডেন্সী জেলে উপস্থিত হইয়া যখন মোহনের সেলে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, মোহন বিছানার উপর শয়ন করিয়া দুই চক্ষু মুদিত করিয়া রহিয়াছে।

মিঃ বেকারের পদ-শব্দে মোহন চক্ষু চাহিয়াই সবেগে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল ও সোল্লাসে কহিল, "হ্যালো! মিঃ বেকার? বন্ধু আমার! আমার দুঃখে জরজর হ'য়ে ছুটে এসেছেন! আসুন, আসুন!"

মিঃ বেকার এরূপ সরল, উদ্দাম আবাহনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি

pathagar.net

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "সত্য নাগরিক-জীবনে তোমার এত শীঘ্র বিতৃষ্ণা জন্মাবে, আমি কল্পনাও করতে পারি নি, মোহন। পূর্বাহ্ণে যদি বুঝতে পারতাম…"

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া মিঃ বেকার সেল-মধ্যস্থিত একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলেন।

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "পূর্বাহ্ণে যদি বুঝতে পারতেন, তা' হ'লে Pardon দেবার দুর্ভোগ পোয়াতেন না! কেমন, তাই নয়, মিঃ বেকার?"

মিঃ বেকার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কহিলেন, "অসম্ভব রকমের ধূর্ত, স্কাউণ্ড্রেল করালীচরণের সঙ্গে আবার লাগতে গেলে কেন?"

মোহন হাসিয়া কহিল, "লাগতে যাইনি বন্ধু, সুসভ্য নাগরিক-জীবনে বন্ধুত্ব করতে চেষ্টা করেছিলাম।"

"হেতু?" মিঃ বেকার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন।

"হেতু!" মোহন যেন বিস্ময়ে ডুবিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে দম লইয়া স্বাভাবিক শান্ত স্বরে পুনশ্চ কহিল, "যে ব্যক্তি অল্পকালের মধ্যে কোটিপতি হ'তে চলেছে, তা'র সঙ্গে মোহন যদি বন্ধুত্ব করতে চেয়েই থাকে, তবে আপনার এরূপ বিস্ময়ের হেতু কি, মিঃ বেকার?"

মিঃ বেকার গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তোমার হাতে অফুরন্ত সময় আছে মোহন, তুমি তা' অপব্যয় করতে পারো। কিন্তু আমার সময় অযথা নষ্ট করো না। তা' ছাড়া মাত্র কিছু আগে আমি মফস্বল থেকে ফিরেছি, অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত আমি। অতএব আমার কয়েকটা প্রশ্নের সহজ ও সোজা জবাব দিলেই আমি কৃতার্থ হবো।"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "রমার কাছাকাছি না হ'লেও, বন্ধু বেকারের ভালবাসা আমার জীবনে দ্বিতীয় স্থান যে অধিকার করেছে, সে কথা আমি রানীকেও বলেছি। এই তো সেদিন যখন আপনার কথা হচ্ছিল, আমি রমাকে বলেছিলাম যে, তোমার প্রেমের পরেই বন্ধু বেকারের প্রেমকে আমি আসন দিই। শুনে…"

মিঃ বেকার অসহ্য স্বরে কহিলেন, "তুমি যদি এসব না বন্ধ করো, মোহন, আমি চললাম।"

মোহন হাসি মুখে চাহিয়া কহিল, "উত্তম! আমি আর একটিও অযথা কথা বলব না। প্রশ্ন করুন, বন্ধু।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "আবার আইন ভাঙলে কেন?"

মোহন শান্ত স্বরে কহিল, "আইন আদৌ ভাঙি নি।"

"তবে কিসের জন্য এখানে রয়েছ?" মিঃ বেকার ব্যঙ্গ স্বরে প্রশ্ন করিলেন।

"শপথ ক'রে বলেছি, বন্ধু, আমি জানি না। তবে মিঃ মিলার কিম্বা করালী-চরণ অথবা উভয়েই প্রাঞ্জল ভাবে আপনাকে জানাতে পারবে।" মোহন শান্ত স্বরে কহিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, "এ কেসে জামিন পাওয়া সহজ জেনেও, জামিনে মুক্তি-লাভ অস্বীকার করেছ কেন?"

"ঐটি আমার গোপন কাহিনী, বন্ধু। পীড়াপীড়ি না করলেই আমি সুখী হবো।" মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল।

মিঃ বেকারের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "তা'হলে এবার পালাচ্ছ না, কেমন?"

মোহন উচ্চ স্বরে হাসিয়া কহিল। হাসি থামিলে কহিল, "বন্ধু বেকারের একমাত্র এই কারণেই আমাকে ভয় করতে হয়, না বেকার?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "যে-লোককে গভর্নমেণ্টের সিভিল মৃত বলে সার্টিফিকেট দেবার পরেও মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেঁচে উঠতে পারে, তা'কে অন্যে যেই বিশ্বাস করুক, আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "সুযশ প্রচারের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, বন্ধু।"

"তোমার ধন্যবাদের মূল্য আমার কাছে একটা ফার্দিংও নয়। সুতরাং তোমার বকবকানি রাখো-তো একটু।" এই বলিয়া মিঃ বেকার মোহনের মুখের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "তা হ'লে তোমার আসল উদ্দেশ্যটি বলবে, না আমাকে অনুসন্ধান ক'রে জেনে নিতে হবে?"

মোহন কহিল, "হীন দস্যুকে তোষামোদের চেয়ে, স্বশক্তিতে অবগত হওয়াই বন্ধুর পক্ষে গর্বের বস্তু—এই আমার দৃঢ় ধারণা।"

মিঃ বেকার কিছু সময় নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তুমি স্বেচ্ছায় কোন কথাই বলবে না?"

মোহন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "তবে অনিচ্ছায় বলব, এই কথাই চিন্তা করছেন নাকি, মিঃ বেকার?"

মিঃ বেকার মোহনের প্রশ্নের জবাব না দিয়া কহিলেন, "করালীচরণের একটা আধপাগলা পুত্র আছে না।"

মোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, "বন্ধুর দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "আর মৃত, স্বর্গগত রমানাথ মিত্রের একটি মেয়ে ও বিপুল সম্পত্তি এবং অর্থ এই লোকটার অভিভাবকত্বে আছে না?"

মোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, "বন্ধু বেকার আমার সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ও অন্তর্যামী।"

মিঃ বেকার বলিতে লাগিলেন, "করালীচরণ তা'র পাগল ছেলের সঙ্গে ঐ মেয়েটির যদি বিবাহ দিতে ইচ্ছে ক'রে থাকে, তবে তা'কে নিবৃত্ত করবার সাধ্য আইনেরও নেই। তবেই সেই নাট্য-ভূমিতে আমাদের প্রিয়তম বন্ধু মোহনের যখন আবির্ভাব হয়েছিল, তখন বুঝতে কষ্ট হয় না, তার কি উদ্দেশ্য ছিল। এই-বার হয়েছে?"

মোহন সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "এইবার আমি হেরেছি, বন্ধু। আমি জোর গলায় চীৎকার ক'রে স্বীকার করছি, আমাদের বন্ধু বেকারের মত তীক্ষ্ন দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ভারতে খুব অল্পই আছে।"

মিঃ বেকার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "এক্ষেত্রে তোমার জামিন না নেওয়ার অর্থ

তো প্রাঞ্জল নয়, মোহন ?"

মোহন রহস্যময় হাস্যে আলোকিত হইয়া কহিল, "সব কিছুই যদি সবার কাছে প্রাঞ্জল হ'তো, তবে পরম পরমেশ্বরের আর প্রয়োজন থাকত না, বন্ধু।"

মিঃ বেকার ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "তা বটে। কিন্তু আমি যখন এতদূর অগ্রসর হ'য়েছি, তখন ওটুকুও অনুমান ক'রে নিতে পারবো।"

মোহন কহিল, "তা' পারবেন।"

মিঃ বেকার উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন, "তোমার কেস শীগগির উঠছে, তোমার প্রমাণ প্রস্তুত আছে তো ?"

মোহন হতাশ স্বরে কহিল, "না, বন্ধু। আমি কোন প্রমাণ দাখিল করবো না বা সাক্ষী মানব না।"

মিঃ বেকার সবিস্ময়ে কহিলেন, "জেল খাটবে ?"

"কখনও তো খাটিনি, একবার পরীক্ষা করে না হয় দেখাই যাক।" এই বলিয়া মোহন হাসিয়া উঠিল।

মিঃ বেকর গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া গেলেন।

(৭)

বাড়ন্ত-পুষ্ট মেয়ে চৌদ্দ বছরের কুমারী দীপালী মিত্রকে দেখিলে তাহাকে ষোড়শী বলিয়া ভুল হইত। রাজভোগের ভিতর প্রতিপালিতা মেয়ে শিশু বয়সে মাকে হারাইয়া, কোটিপতি পিতার নয়ন-পুত্তলি হইয়া সর্ব প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর বর্ধিত হইতেছিল। মাত্র এক বৎসর পূর্বে পিতাকে হারাইয়া, পিতার নির্দেশ-দত্ত উইলের বলে বর্তমানে পিশাচ করালীচরণের অভিভাবকত্বে আপন প্রাসাদে বন্দিনী-জীবন যাপন করিতেছে।

মানুষ যেমন প্রিয়জনকে হারাইয়া আকুল হইয়া ক্রন্দন করে, অভাগিনী মেয়েটা তেমনি ভাবে ক্রন্দন করিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। যেটুকু আলো তাহার চক্ষুর সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও পৃথিবীর ঘনান্ধকারে ডুবিয়া গেল।

সেদিন শ্যামাপদ বার বার চেষ্টা করিয়াও দীপালীর দর্শন পাইল না। দীপালীর পরিচারিকার নিকট হইতে বার বার একই উত্তর পাইল যে, দীপালীর শরীর অসুস্থ হইয়াছে; সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল এবং পিতার নিকট গিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "বউয়ের অথুত করেতে, ডাগদার ডাগো!"

করালীচরণের মন সেদিন খুশিতে পূর্ণ ছিল; কহিল, "কি অসুখ করেছে ?"

"জানি না। আমি ডাগদার নই।" শ্যামাপদ অভিযোগ জানাইল।

করালীচরণ কহিল, "আচ্ছা দেখছি, তুই যা।"

এমন সময়ে একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়া কহিল, "একটি মহিলা দেখা করতে এসেছেন।"

"মহিলা!" করালীচরণের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আচ্ছা পাঠিয়ে দে।"

ভৃত্য বাহির হইয়া গেলে, করালীচরণ পুত্রের দিকে চাহিয়া কহিল, "এখন তুই যা, শ্যামা।"

শ্যামাপদ কহিল, "ডাগদার এলে দাবো।"

করালীচরণ পুত্রকে ধমক দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটি আধুনিকা তরুণী মহিলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। করালীচরণ তরুণীর অসামান্য রূপ দেখিয়া তাহাকে কোন বিশিষ্ট ঘরের তরুণী বলিয়া ধারণা করিয়া কহিল, "বসুন। কি চাই আপনার?"

তরুণী নমস্কার করিয়া একখানি পত্র করালীচরণের হাতে দিল। বিস্মিত করালীচরণ পত্রখানি পাঠ করিয়া দেখিল যে, তাহারই একজন বিশিষ্ট আত্মীয় লিখিয়াছেন যে, "পত্রববাহিকা মহিলা উচ্চ শিক্ষিতা, বিশিষ্ট ভদ্রবংশসম্ভূতা। তিনি ইহাকে শ্রীমতী দীপালীর গভর্নেসের কার্য করিবার জন্য সুপারিশ করিয়া পাঠাইতেছেন। যদি তাহার অসুবিধা না হয়, তবে উইলের লিখিত শর্তটি তিনি পূরণ করিতে পারেন।"

করালীচরণ বহুক্ষণ চিন্তা করিল; পরে তরুণীর দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার দেশ কোথায়?"

"বর্তমানে কলিকাতায়। পূর্বে যেখানে ছিল, সেখানে এখন আর কিছুই নেই।" তরুণী নত স্বরে কহিল।

করালীচরণ কহিল, "তুমি আমার খুড়ীমার সঙ্গে পরিচিত হ'লে কি ক'রে?"

তরুণী কহিল, "তিনি আমাকে বরাবর কন্যা-স্নেহে ভালবাসেন।"

করালীচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ক'টা পাশ করেছ?"

তরুণী লজ্জিত স্বরে কহিল, "গোটা তিনেক হবে বোধ হয়।"

"আমি কিন্তু এখন বেশি মাইনে দিতে পারব না। কারণ বর্তমানে স্টেটের আয় কমে যাচ্ছে। এ সময়ে খরচ বাড়াবার আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু হতভাগা উইলের শর্ত না রাখলে পাছে কোন গোলমালে পড়ি—তাই। হাঁ ভাল কথা, আমার নির্দেশ তোমাকে অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে। পারবে?"

তরুণী নত মুখে কহিল, "তা তো পারতেই হবে।"

করালীচরণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "পারতেই হবে কেন?"

"আপনি নিযুক্ত করছেন, আপনি আমার মনিব। মনিবের নির্দেশ না মেনে চাকরি বজায় রাখা চলে কী?" তরুণী শান্ত স্বরে কহিল।

করালীচরণ খুশি হইয়া কহিল, "উত্তম! আমি তোমাকে নিযুক্ত করলুম। হাঁ, আর এক কথা। তুমি কেমন উপযুক্ত, তা' এক মাস দেখতে হবে, তারপর তোমার কাজ দেখে, মাইনে বন্দোবস্ত করব। কেমন, রাজী?"

তরুণী কহিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

"বেশ। তা' হ'লে তুমি আজ থেকেই তোমার ছাত্রীর ভার নিতে পারো। ভাল কথা, তুমি বিবাহিতা-তো?"

তরুণী নত মুখ আরও নত করিয়া কহিল, "হাঁ।"

Pathagar.net

"তোমার স্বামী কোথায় ? কি করে সে ?"

তরুণী কহিল, "তিনি বর্তমানে বিদেশে আছেন !"

"আচ্ছ থাকুন।" করালীচরণ ব্যস্ত ভাবে কহিল, "তোমাকে কি নামে ডাকব ?"

"আমাকে মিসেস গুপ্তা বলে ডাকবেন।" মিসেস গুপ্তা ধীর স্বরে কহিল।

করালীচরণ অপেক্ষমাণ পুত্রের দিকে চাহিয়া কহিল, "একে দীপার কাছে নিয়ে যাও। ইনি দীপার গভর্নেস।" তরুণীর দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার জিনিস-পত্র এনেছ ?"

"আজ্ঞে হাঁ। বাইরে রেখে এসেছি।" এই বলিয়া মিসেস গুপ্তা উঠিয়া দাঁড়াইল ও শ্যামাপদর দিকে চাহিয়া কহিল, "আমাকে নিয়ে চলুন তো।"

শ্যামাপদ কহিল, "আতুন।"

করালীচরণ কহিল, "আমি জিনিস-পত্র ভিতরে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি ওর সঙ্গে যাও।"

শ্যামাপদর পিছনে মিসেস গুপ্তা অন্দর-মহলে প্রবেশ করিল। কিছুদূর অবধি আসিয়া শ্যামাপদ দাঁড়াইয়া পড়িল।

মিসেস গুপ্তা কহিল, "দাঁড়ালেন কেন ?"

শ্যামাপদ কহিল, "আমাল আল যেতে নেই। আপনি থোজা ভেতলে তলে যান। থেখানে বউ আতে।"

মিসেস গুপ্তা করুণ দৃষ্টিতে একটিবার যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া, সোজা অন্দর-মহলে প্রবেশ করিল।

দীপালী শয়ন-কক্ষের বাতায়ন সম্মুখে বিষণ্ণ মুখে বসিয়াছিল ; সহসা একটি অপূর্ব সুন্দরী তরুণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দ্রুতপদে উঠিয়া দাঁড়াইল ; কহিল, "কে আপনি ?"

"তোমার গভর্নেস, দীপা। তা' ছাড়া আমি তোমার বন্ধু।" মিসেস গুপ্তা কহিল।

দীপালীর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিয়া পুনরায় ম্লান হইয়া গেল। সে সবিস্ময়ে কহিল, "আপনি আমার গভর্নেস ?"

"কেন দীপা ? তোমার কি আমাকে পছন্দ হয় নি ?" তরুণী মিসেস গুপ্তা প্রশ্ন করিল।

দীপালী কহিল, "আমার সৌভাগ্য যে, এমন দুঃসময়ে দয়াময় মদনমোহন আপনার মত দেবীকে আমার কাছে এনে দিলেন।"

এই অপরূপ সুন্দর মেয়েটার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মিসেস গুপ্তা কহিল, "আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি, দীপা, আমি তোমাকে সুখী করবার জন্য এসেছি। তোমার জন্যে আমি স্থির থাকতে না পেরে, যে-কাজ কখনও করি নি, তাই করতে ছুটে এসেছি।"

দীপালী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "কে আপনি ?"

"আমি রমা। আমি তাঁর পত্নী—যিনি তোমার অভিভাবকের পৈশাচিক

pathagar.net

চলেছে গ্রেফতার হ'য়ে হাজতে আছেন।" রমা নত স্বরে কহিল।

রমা কিছুমাত্র বাধা দেবার পূর্বেই দীপালী তাহার পায়ের নিকট গড় হইয়া প্রণাম করিয়া অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আর আমার চিন্তা নেই। দাদার গ্রেফতারের সংবাদ পড়া অবধি আমার চোখের জল আর কিছুতেই শুকোতে চাইছিল না। তাই পদে পদে মৃত্যু চিন্তা করছিলাম আমি ; কিন্তু দিদি, আপনি যে-ঘরের মেয়ে তা'তে পরাধীনা্নুর······"

রমা বাধা দিয়া কহিল, "তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নেই, বোন। আমি বাবার সঙ্গে দু'বার ইউরোপ বেড়িয়ে এসেছি। সেখানে শিক্ষালাভ করেছি। আমার মন সকল সময়ে সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকে, দীপা।"

একজন পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া কহিল, "ডাক্তারবাবু এসেছেন, দিদিমণি।"

দীপালী বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন এসেছেন ?"

"খোকাবাবু কর্তাবাবুর কাছে গিয়ে বলেছিলেন যে, আপনার অসুখ করেছে। তাই······"

বাধা দিয়া দীপালী রুক্ষ স্বরে কহিল, "আমার অসুখ করেছে, কে ওকে বলেছিল ?"

পরিচারিকা ভয়ে ভয়ে কহিল, "আমি দিদিমণি। কারণ খোকাবাবু ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাইরের হলে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বিরক্ত করছিল। তাই বলেছিলাম যে, আপনার শরীর ভাল নেই, দেখা হবে না।"

দীপালী ক্ষুণ্ণ হইয়া, রমাকে বসিতে অনুরোধ জানাইয়া, দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। যেখানে পারিবারিক চিকিৎসক আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দীপালী দেখিল, ইডিয়ট-প্রবর শ্যামাপদও সেখানে চিন্তিত মুখে অপেক্ষা করিতেছে। তাহাকে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহারা উভয়েই বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

দীপালী মৃদু হাসিয়া কহিল, "অসুখ আমার করেনি। মিথ্যে আপনাকে কষ্ট দেওয়া হ'ল।"

ডাক্তার হাসি মুখে কহিলেন, "হয়তো বোঝবার ভুল কা'রও হয়েছিল, মা। যাক্, সেজন্যে কিছু নয়, তুমি যে সুস্থ আছো, এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কিছু নেই।"

প্রবীণ চিকিৎসক প্রস্থান করিলেন।

দীপালী কৃত্রিম গাম্ভীর্য মুখে আনিয়া, শ্যামাপদর দিকে চাহিয়া কহিল, "কে বলেছিল আমার অসুখ করেছে, ডাক্তার চাই ?"

এক মুখ হাসিয়া শ্যামাপদ কহিল, "আমি বলেথিলাম।"

দীপালী হাসি গোপন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া কহিল, "কেন বলেছিলে ?"

"তোমার দেখা পাই নি কেন ?" শ্যামাপদ প্রতিবাদ করিল।

"আচ্ছা যাও এখন। এক নম্বরের···" কথা শেষ করিয়া দীপালী অন্দর-মহলে প্রত্যাবর্তন করিল।

শ্যামাপদ মহা খুশি হইয়া লাফাইতে লাফাইতে পিতার উদ্দেশে গমন করিল।

pathagar.net

সে পিতাকে বলিতে চাহে যে, বউ-এর অসুখ করে নাই, বউ বেশ ভাল আছে। কিন্তু তাহার পরিণাম-ফল পিতার নিকট কিরূপ হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখা কর্তব্য বলিয়া সে আদৌ ভাবিবার অবসর পাইল না।

(৮)

মোহন গ্রেফতার হইয়া হাজতে পচিতেছে, এই সংবাদ মোহনের অসংখ্য সহকারীদের মনে নব-উৎসাহ, নব-প্রেরণা যোগাইয়া দিল। মোহনের শান্ত, স্বাভাবিক জীবন যাত্রা গ্রহণে তাহারা প্রকৃত বেকার হইয়া পড়িয়াছিল ; অকস্মাৎ পট-পরিবর্তনে তাহাদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল।

ইহার উপর ইন্ধন যোগাইল, মোহনের খাস ভৃত্য—বিলাস। শ্রীমতী রমার গভর্নেস পদ-গ্রহণে সে-ও প্রকৃত পক্ষে বেকার হইয়া পড়িয়া, প্রধান প্রধান সহযোগীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কর্তার হাজত-বাস ও ধূর্ত পিশাচ করালীচরণের বাড়ীতে রমার দাসীবৃত্তির কাহিনী, তাহার স্থূল-বুদ্ধির মহিমায় ফুলাইয়া-ফাঁপাইয়া প্রচার করিতে লাগিল। ইহার ফল হইল ভীষণ।

একদিন গভীর রাত্রিতে প্রায় তিনশো জন মোহনের সহকর্মী—যাহারা কলিকাতায় ছিল বা সংবাদ পাইয়া আসিতে সক্ষম হইল, মিলিত হইল।

মোহনের অবর্তমানে তাহারা বিশু নামক একজন দুর্দান্ত দস্যুকে সভাপতি করিয়া, বর্তমান পরিস্থিতির আলোচনা করিতে লাগিল। একজন কহিল, "সবার আগে যত নষ্টের গোড়া বেটা করালীর মাথাটা ঘাড় থেকে সরিয়ে ফেলে দেওয়া হোক, তারপর জেল ভেঙ্গে কর্তাকে উদ্ধার করা হবে।"

এই ব্যক্তির সোজা-প্রস্তাবটি অনেকেই সর্বান্তকরণে সমর্থন করিল। কিন্তু সভাপতির সমর্থন পাওয়া গেল না। সে কহিল, "এই উপায়-তো একমাত্র সোজা পথ, তা' আমিও জানি। কিন্তু কর্তার বিনা আদেশে কারুর আইন-সম্মত মাথা ঘাড় থেকে পৃথক করবার হুকুম আমরা দিতে পারি না। তা'র চেয়ে অন্য কোন পথে চেষ্টা করা যাক।"

অন্য এক দস্যু কহিল, "আমার মত যদি শোনো, তবে সোজা কথা বল্‌তে পারি আমি।"

সভাপতি কহিল, "বলো।"

দস্যুটি কহিল, "আমরা বেকার সমস্যা-সমাধানে যেমন বিপদে পড়েছি, বর্তমানে কর্তার অবর্তমানে সে সুযোগ তেমনি পেয়েছি, তা'তে চল, এই করালীচরণের ভার লাঘব ক'রে, কর্তাকে হাজতে পোরার প্রতিশোধ গ্রহণ করি।"

অন্য একজন কহিল, "কি বুদ্ধি রে! বলে, করালীচরণই একজনের মাথায় হাত বোলাবার ফিকিরে আছে ; তা'র আছে কি-যে আমরা ভার লাঘব করতে যাবো? ওসব কথার মত কথা নয়। তা'র চেয়ে বল, মিলার সাহেবের পকেট মারি।"

অন্য একজন দস্যু কহিল, "শালা ছিঁচকে চোর পকেট-মারার ফিকিরে আছে।"

ইহার পর বহু জনে বহু মত প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাদের প্রত্যেকের মত

pathagar.net

যদি এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইত, তাহা হইলে দেখা যাইত, সমগ্র কলিকাতার এমন কোন ধনী লোক নাই, যাঁহার ভার-লাঘবের প্রস্তাব না পেশ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মত সভাপতির মনঃপূত না হওয়ায়, অবশেষে সকলে সভাপতিকেই ইহার মীমাংসা করিয়া দিতে অনুরোধ জানাইল।

সভাপতি কহিল, "উত্তম! আমিই পথ বাতলাচ্ছি; কিন্তু সকলে প্রতিজ্ঞা করো, আমি যা' বলব তা' বিনা-প্রতিবাদে পালন করবে।"

দস্যুদের মধ্যে এই ব্যাপারে ভয়ানক মতৈক্য দেখা গেল। তাহারা সকলে এক বাক্যে জানাইল যে, তাহারা সভাপতির আদেশ বিনা বাক্যে মানিয়া লইবে।

সভাপতি কহিল, "আমাদের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, কর্তাকে উদ্ধার করা। আমি নিশ্চিতরূপে জেনেছি, কর্তাকে এমন পাহারায় রাখা হয়েছে যে, ইচ্ছে থাকলেও তিনি বেরিয়ে আসতে পারবেন না। সুতরাং সব কাজ ত্যাগ ক'রে, সর্বপ্রথমে তাঁকে বার ক'রে নিয়ে আসি চল।"

সকল দস্যু বিনা প্রতিবাদে কহিল, "চল।"

সভাপতি কহিল, "কিন্তু চলব কোথায়? আমরা যদি-না ভেতরে প্রবেশ করতে পারি, তবে কাজ উদ্ধার হ'বে কোন্ পথে? আমাদের সকলকে যে-কোন রকমেই হোক প্রেসিডেন্সী জেলে যেতে হবে।"

সকলে এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া কহিল, "যেতে হবে।"

সভাপতি কহিল, "আমাদের এমন কিছু করতে হবে, যা'তে আমাদের জেল হয়। বুঝেছ তোমরা?"

একজন কহিল, "বুঝেছি। আমি আজই একটা বাড়ীতে ডাকাতি করব।"

"না—ডাকাতি নয়, চুরি নয়। আমাদের কর্তা যখন ও-কাজ ত্যাগ করেছেন, তখন আমরা কিছুতেই তাঁর মতের বিরুদ্ধে যেতে পারি না। তোমরা অন্য উপায় দেখো।" সভাপতি আদেশ দিল।

এইবার সকলের বুদ্ধি-বিপর্যয় দেখা দিল। কেহ কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কারণ তাহারা বুঝিতেই পারিল না যে, চুরি-ডাকাতি না করিয়া কি করিয়া তাহাদের মত ভদ্রলোকেরা জেলে যাইতে পারে! বহুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল; তবু কেহ কিছুই স্থির করিতে পারিল না দেখিয়া, সভাপতি কহিল, "সকলে এক কাজ করি এস। কাল সকালে যখন পুলিস-কোর্ট খুলবে, তখন আমরা সকলে এক যোগে জোর ক'রে সেখানে ঢুকে পড়বো। ঢুকে পড়বো বটে, তবে পুলিসের সঙ্গে মারামারি করা চলবে না। শুধু ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে চীৎকার ক'রে তা'র মাথা ঘুরিয়ে দেবো। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে জেল। ভাবতে আর কিছু হবে না।"

সমবেত প্রায় তিনশত জন দস্যু হর্ষ-ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং সভাপতির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তারিফ করিতে লাগিল।

রাত্রি দুইটায় সভা সাঙ্গ হইল। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এক-এক দল ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

pathagar.net

(৯)

মোহনের হাজত-বাসের চতুর্থ দিবসে মিঃ বেকার মিলারকে সঙ্গে লইয়া প্রেসিডেন্সী জেলে মোহনের সহিত দেখা করিতে গমন করিলেন।

মিঃ বেকারের সহিত মিলার সাহেবকে দেখিয়া মোহন প্রথমে হাসি মুখে মিঃ বেকারকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া কহিল, "এ বেচারীকে আবার কষ্ট দিলে কে, মিঃ বেকার? আহা, বেচারীর সেদিন বড় উৎকণ্ঠায় কেটেছে!"

মিঃ বেকার বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, "কা'র কথা বলছ তুমি, মোহন? মিঃ মিলার, আমার সহকারী, যিনি তোমাকে একদিনে গ্রেফতার ক'রে সুনাম অর্জন করেছেন। এবার চিনতে পেরেছ?"

মোহন যেন আকাশ হইতে পড়িল, এমন ভাব দেখাইয়া কহিল, "হায় অদৃষ্ট! তবে আমি কি বলছি? সেদিন—আচ্ছা ওঁকেই জিজ্ঞাসা করো, বন্ধু, সেদিন ওর হার্ট ঢিপ ঢিপ করেছিল কিনা?"

মিঃ মিলার আরক্ত মুখে কহিলেন, "তোমার মত দস্যুকে গ্রেফতার করতে হার্ট প্যালপিটেসন্ হয় না। কেন-যে মিঃ বেকার অতীতে তোমাকে ধরতে বেগ পেয়েছেন, তা' আমি এখনও বুঝতে পারছি না। কারণ তোমার মত ক্ষীণজীবী, স্থূল-বুদ্ধি বাবু-দস্যুকে গ্রেফতার করা আদৌ শক্ত কাজ নয়।"

"শোনো বেকার, তোমার কাজে এইবার ইস্তফা দেওয়া উচিত।" এই বলিয়া মোহন মিঃ মিলারের আপাদমস্তক কয়েকবার দেখিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিল, "এঁর মত এমন উপযুক্ত অফিসারের মেরিট যে-গভর্ণমেণ্ট বোঝেন না, সে-গভর্ণমেণ্টের অনেক লাঞ্ছনা আমার হাতেই আছে!"

মিঃ বেকার তাঁহার সহকারীর আত্ম-গর্ব শুনিয়া মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও, প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না।

মিঃ মিলার বিরক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "গভর্ণমেণ্টের কি উচিত আর অনুচিত, বোধ-হয় তোমার মত একজন দস্যুর মুখে তা' শোনা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই না।"

মোহন মৃদু হাসিয়া মিঃ বেকারের দিকে চাহিয়া কহিল, "মিঃ মিলার ঘড়িটা বুঝি পথেই হারালেন? আহা ঘড়িটা দামী ছিল!"

মিঃ বেকার চমকিত হইয়া মিঃ মিলারের দিকে চাহিতে দেখিলেন, তিনি পকেট খুঁজিয়া দেখিতেছেন। কহিলেন, "কি হ'ল, মিঃ মিলার?"

মিঃ মিলার কহিলেন, "ঘড়িটা পাচ্ছি না।"

মোহন হাসিয়া কহিল, "পাবেন আর কি ক'রে? আমার মত তুচ্ছ ব্যক্তির চিন্তাতেই দিন-রাত বিভোর থাকলে আর-কি কিছু ঠিক থাকে? এবার পেলেন, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হবেন।" এই বলিয়া মোহন ঘড়িটি বাহির করিয়া মিঃ মিলারের হাতে তুলিয়া দিল।

মিঃ বেকার মৃদু হাসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, মোহন মিলারকে মাত্র সামান্য শিক্ষা দিযাছে।

মিঃ মিলার সবিস্ময়ে কহিলেন, "তুমি আমার ঘড়ি কোথায় পেলে?"

মিঃ বেকার বাধা দিয়া কহিলেন, "যেতে দিন, মিঃ মিলার। এখন আপনার কাজ শেষ করুন।"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "আহা, বেচারীকে উৎকণ্ঠায় রাখা ঠিক হবে না, মিঃ বেকার।" এই বলিয়া মিঃ বেকারের দিকে চাহিয়া কহিল, আপনার ফাউণ্টেন পেনটা এইবার দিন-তো, মিঃ মিলার।"

মিঃ মিলার পকেটে হাত দিয়াই চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দামী শেফারস্ যথাস্থানে নাই। তাঁহার মুখ শুকাইয়া উঠিল।

মিঃ বেকার মোহনের মুখের দিকে একবার চাহিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। মিঃ মিলার পর্যায়ক্রমে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "পেনটা-তো পাচ্ছি না।"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "তার জন্য অত চিন্তা কিসের, মিঃ মিলার? এই নিন্ আপনার পেন। বেশ পেন।"

মিঃ মিলারের মুখে সশ্রদ্ধ ভাব ফুটিয়া উঠিল; যাহাকে তিনি তুচ্ছ ভাবিয়া আত্ম-গর্বে স্ফীত হইতেছিলেন, তাহারই হস্ত-নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি এ সম্বন্ধে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া কহিলেন, "মোহন, তুমি কোন আইনজ্ঞের সাহায্য চাও?"

মোহন বিস্মিত স্বরে কহিল, "কেন বলুন-তো? আমার কি বুদ্ধি-বৃত্তির দৈন্য উপস্থিত হয়েছে?"

মিঃ মিলার বিরক্তি চাপিয়া কহিলেন, "আমি বলতে চাইছি, তোমার কেসতো তুমি প্রমাণ করতে চাও?"

"আমার কেস আমি প্রমাণ করবো, না আপনারা প্রমাণ করবেন? আসামীকে আজকাল কি তা'র দোষও প্রমাণ করতে হয় নাকি?" মোহন প্রশ্ন করিল।

মিঃ মিলার তপ্ত স্বরে কহিলেন, "দোষ প্রমাণ করতে হয় না, নির্দোষিতা প্রমাণের প্রয়োজন হয়।"

"না, তা'ও হয় না। একে-তো দুর্ভাগ্যক্রমে আসামী ক'রে দাঁড় করিয়েছেন আমাকে, তার ওপর যদি নির্দোষিতা প্রমাণের ভারও আমাকে নিতে হয় তা' হ'লে-তো আর পারিনে, বেকার।" এই বলিয়া মোহন মিঃ বেকারের দিকে চাহিল।

মিঃ বেকার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "না, না। ও-কথা নয়। মিলার বলছেন যে, তুমি-তো অপর পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করবে?"

"না, করব না। আমি কিছুই করব না। যা করবার উনিই করবেন।" এই বলিয়া মোহন মিঃ মিলারকে নির্দেশ করিয়া দেখাইল এবং পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু বন্ধু, আপনারা যদি এমন ক'রে আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে আসেন, তা' হলে সত্যি বলছি, কোন্ দিন-না এখানকার মায়া কাটিয়ে বসি।"

মিঃ মিলারের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "একবার না-হয় চেষ্টা ক'রেই দেখ-না, মোহন।"

মোহন কহিল, "সেজন্য আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। আমার যেদিন যাবার প্রয়োজন

হবে, সেদিন আপনার শক্তি হবে না, আমাকে আটকাতে পারেন। কিন্তু কথা তা' নয় এখন! আমি জানতে চাই, আপনারা এখন আমাকে মুক্তি দেবেন কিনা?"

মিঃ মিলার কহিলেন, "তুমি যদি নির্দোষী হও, তবে মুক্তি পাবে বিচারকের কাছ হ'তে। আমরা বিচারক নই।"

মোহন বিরক্ত স্বরে কহিল, "তা' জানি। কিন্তু আপনি যদি একটু বুদ্ধিমানও হতেন, তা' হ'লে আমাকে আজ এই মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'ত না।" এই বলিয়া সহসা উৎসাহিত হইয়া পুনশ্চ কহিল, "আচ্ছা মিঃ বেকার, মহাত্মা করালী-চরণ কি তাঁর উইলের শর্তানুযায়ী চলেন?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "তোমার তা নিয়ে অত মাথা-ব্যথা কেন?"

মোহন কহিল, "বা-রে, আমাকে নির্দোষিতা প্রমাণ করতে হবে না যেন! আমি যদি তা'র দোষ দেখাতে পারি, তা' হ'লে আমার কেসও সেই পরিমাণে হালকা হ'য়ে যায় না, মিঃ মিলার?" মোহন মিলারের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।

মিঃ মিলার কহিলেন, "বুঝেছি। তুমি যখন উইলের শর্তের কথা বলেছ, তখনই জানি তুমি কোন্ শর্তের কথা স্মরণ করেছ, মোহন। কিন্তু আমি তোমাকে জানাচ্ছি, সেক্ষেত্রে তোমাকে নিরাশ হ'তে হবে। কারণ করালী তাঁর ওয়ার্ডের জন্য একজন গভর্নেসও বর্তমানে নিযুক্ত করেছেন।"

মোহনের মুখ চকিতের জন্য উজ্জ্বল হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল। সে মুখ-ভাব ম্লান করিয়া কহিল, "তবে আর উপায় কী?"

মিঃ মিলার হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু মিঃ বেকারের মুখ চিন্তান্বিত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া মোহন মনে মনে প্রমাদ গণিল; কহিল, "আচ্ছা, একটা কথার উত্তর দিন-তো! আজ জেলে এত লোক দেখছি কেন? কোন রকম নিমন্ত্রণ-ব্যাপার চলছে নাকি?"

মিঃ বেকার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তোমারই জ্ঞাতি-গুষ্ঠির দল সদলে শুভাগমন করেছেন।"

"অর্থাৎ?" মোহন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল।

মিঃ মিলার কহিলেন, "প্রায় শ'-তিনেক গুণ্ডা প্রকৃতির লোক আদালতে ঢুকে ম্যাজিস্ট্রেটকে মারতে যায়, ফলে সকলে শ্রীঘরে আগমন করেছেন।"

মোহন কিছু সময় নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, "তা'রা খেপেছে নাকি?"

মিঃ বেকার গম্ভীর মুখে কহিলেন, "তুমি যে বন্দী, তা ভুলে যেও না, মোহন।"

মোহন হাসিয়া কহিল, "না বন্ধু, না। যতদিন তুমি আর আমি এ-জগতে আছি, ততদিন ও ভুলটা আমাদের মধ্যে কারুরই হবে না। কিন্তু আমি সত্যিই ভাবছি কি যে, এক সঙ্গে তিনশো গুণ্ডা প্রকৃতির লোক ম্যাজিস্ট্রেটকে মারতে গিয়েছিল কেন? কিন্তু সত্যিই মেরেছিল কী?"

মিঃ মিলার কহিলেন, "না। এ-সব কাওয়ার্ডদের তেমন সাহস কোথায়?"

"তা' হবে।" এই বলিয়া মোহন অকস্মাৎ শুইয়া পড়িল। পুনরায় কহিল, "গুড্ নাইট, মিঃ বেকার। আমি ক্লান্ত, আজ এই পর্যন্ত।"

(১০)

পরদিন অপরাহ্ণে দুইজন সশস্ত্র প্রহরীর পাহারায় মোহন যখন ভ্রমণের জন্য জেলের ছোট মুক্ত স্থানটিতে গমন করিতেছিল, তখন কয়েদীরা সারাদিনের কর্ম-সমাপনান্তে দলবদ্ধ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিল।

অকস্মাৎ মোহন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, তাহার বহু সহকর্মীর ভিতরে আগমন হইয়াছে। মোহন মৃদু হাস্য মুখে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার দিকে সশ্রদ্ধ ও সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে প্রায় তিনশত সহকর্মীর দলটি তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেল। মোহন বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল।

কি জন্য ইহারা এরূপ দলবদ্ধভাবে আগমন করিয়াছে, মোহন তাহা ভাবিতে ভাবিতে বেড়াইয়া ফিরিল; কিন্তু সেলে ফিরিয়াও চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না।

মোহন ভাবিতেছিল, যে-দলটি আসিয়াছে, তাহার মধ্যে বিশিষ্ট দুঃসাহসী সহকর্মীর দলও রহিয়াছে। ইহারা এমন এক অপরাধ করিয়া আসিয়াছে, যাহার জন্য মাত্র দুই সপ্তাহের জেল হইয়াছে। ইহারা চুরি কিম্বা ডাকাতি করিয়া আসে নাই, এমন কি ম্যাজিস্ট্রেটকে পর্যন্ত অপমানিত করে নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য দেখিয়া মনে হয়, যেন শুধু জেলে আসিবার জন্যই এই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে।

মোহন চিন্তা করিল, সহকর্মীরা আমার মুখের দিকে যে-উল্লসিত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, তাহাতে ধারণা হয় যেন আমার জন্যই তাহারা এখানে আসিয়াছে।

কিন্তু কেন? আমি মুক্তি পাই নাই বলিয়া? আমি কোন সংবাদ ইহাদের দিই নাই বলিয়া? ইহাদের সহিত কোন পরামর্শ করি নাই বলিয়া? অতীতের মত একটা রোমাঞ্চকর উৎসাহধারা উহাদের মনে প্রবাহিত করি নাই বলিয়া?

হয়তো তাহাই হইবে। আমার বিশ্বস্ত সহকর্মীর দল তাহাদের সাধ্যানুযায়ী আমার মনোরঞ্জনে ব্রতী হইয়াছে।

কিন্তু কোন্ পথে? ইহাদের উদ্দেশ্য কী? ইহারা কি আমাকে মুক্ত করিতে চাহে?

অকস্মাৎ মোহন উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণকাল একাগ্র মনে চিন্তা করিয়া সোল্লাসে আপন মনে কহিল, "ঠিক হইয়াছে। ইহাই হইবে। বেচারীরা আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছে।"

মোহনের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে পুনরায় যথাস্থানে উপবেশন করিল।

মোহন বিচারাধীন কয়েদী। তাহা হইলেও সাধারণ বন্দী হইতেও তাহার উপর বিশেষ ভাবে পাহারা নিযুক্ত হইয়াছিল। সে পলাইবে না জানিয়াও, কঠিন পাহারায় বিন্দুমাত্র শিথিলতা দেখা দেয় নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে মিঃ মিলার পুনশ্চ জেলে মোহনের সহিত দেখা করিতে আগমন করিলেন। মিঃ বেকারকে না দেখিয়া মোহন ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "বেকার কোথায়?"

pathagar.net

মিঃ মিলার গম্ভীর মুখে কহিলেন, "বন্দীর কোন প্রশ্ন করবার অধিকার নেই।"

মোহন মৃদু হাসিল, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিল না ; নীরবে বসিয়া রহিল।

মিঃ মিলার পকেট হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পুরো নাম কি ?"

মোহন কোন উত্তর দিল না।

মিঃ মিলার কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া তপ্ত হইয়া কহিলেন, "আমার আদেশ শুনতে পাওনি, বন্দী ?"

মোহন হাসিমুখে কহিল, "পেয়েছি, কিন্তু উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তা' ছাড়া মিঃ বেকার অপেক্ষা নিম্ন-পদস্থ কোন চাকরের সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়।"

"জানো এর জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে ?" মিঃ মিলার অসহ্য ক্রোধে ফাটিয়া উঠিয়া কহিলেন।

মোহন মৃদু হাসিয়া নীরবে চাহিয়া রহিল।

মিঃ মিলার পুনশ্চ কহিলেন, "অবাধ্য হয়ো না মোহন।"

মোহন কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "বেকারকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসুন, নইলে কোন উত্তর পাবেন না আপনি।"

মিঃ মিলার হতাশ স্বরে কহিলেন, "মিঃ বেকার একটা গ্যাং-কেসের কিনারা করতে মফঃস্বলে গেছেন, আগামী তিন দিনের পূর্বে তিনি ফিরবেন না।"

"তবে তিন দিন পরেই আপনি আসবেন।" মোহন নির্বিকার স্বরে জবাব দিল।

মিঃ মিলার ক্ষণকাল রক্ত-চক্ষু-পাকাইয়া মোহনের নির্বিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর কাগজের তাড়াটি পকেটে ভরিয়া কহিলেন, তোমার ঔদ্ধত্যের জন্য সমুচিত প্রতিফল পাবে, মনে রেখো।"

মিঃ মিলার উত্তেজিত পদে সেল হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মোহন পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "এই সব নাবালক অফিসারদের জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হয়।"

সেদিন অপরাহ্ণে জেলার আসিয়া মোহনকে জানাইলেন যে, তাহাকে যে সব সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল—অর্থাৎ অপরাহ্ণে ও প্রাতে ভ্রমণ, বাহির হইতে খাদ্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি—সে-সব প্রত্যাহার করা হইল।

মোহন উৎফুল্ল স্বরে কহিল, "বহুৎ আচ্ছা, ধন্যবাদ।"

জেলার ভদ্রলোক বুঝিতে পারিলেন না যে, এই সব সুবিধা প্রত্যাহৃত হইবার ফলে আনন্দিত হইবার কি থাকিতে পারে। তিনি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ধন্যবাদ কেন ?"

মোহন কহিল, "আপনাদের মিঃ মিলারেরও যে বুদ্ধিবৃত্তি আছে, আমার সে সন্দেহের নিরসন হ'ল বলে।"

জেলার তবুও বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, "কিন্তু তুমি যদি অফিসারদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো, তাঁদের ইচ্ছামত প্রশ্নের জবাব দাও, তা হ'লে এসব সুবিধে

পুনরায় বহাল করা যেতে পারে।"

মোহন হাসিয়া কহিল, "কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। আমি সর্বরকমে এখানকার সর্ব সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে চাই।"

জেলারের মনে সন্দেহ হইল যে, মোহনের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিতেছে না-তো! তিনি মোহনের নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া জেলের প্রধান সার্জেনকে মোহনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

সার্জেন উত্তমরূপে মোহনকে পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দিলেন যে, সমগ্র জেলের মধ্যে মোহনের অপেক্ষা সুস্থ ও স্থির-বুদ্ধি দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

ইহার পর দিন মিঃ বেকার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মোহনের সংবাদ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত মনে অফিসে গমন করিলেন। মিঃ মিলারের মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া, তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তুমি বড়ো বেশি দায়িত্ব নিচ্ছ, মিলার! তুমি জান না, তুমি এমন একটা বৃহৎ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকের সংস্রবে এসেছ, যার তুলনা বৃটিশ সাম্রাজ্যে খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে।"

মিঃ মিলার ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনি একটা দস্যুর ওপর বড়ো বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন, স্যার। আমি ওটার ঔদ্ধত্যের জন্য পাঁচ ঘা বেতের বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কমিশনার রাজী হন নি। আমি তার সকল সুবিধা প্রত্যাহার করেছি।"

বেকার ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "এবার তোমাকেও প্রত্যাহার করা হবে, মিলার। তুমি যদি এতটুকুও বুদ্ধিমান হও, তবে মোহনের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার ক'রে নিজের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার কোরো না।"

মিঃ মিলার গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

মিঃ বেকার পুনশ্চ কহিলেন, "অবিলম্বে মোহনের সকল সুবিধা পুনর্বহাল করো। আর ভবিষ্যতে তুমি একা কখনও তার সঙ্গে দেখা করতে যেও না।"

মিঃ মিলার ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াও শান্ত স্বরে কহিলেন, "একটা হীন দস্যুর ওপর আপনার যতটা শ্রদ্ধা, স্যার, তা'র একাংশও যদি আপনার সহকারীদের জন্য থাক্‌তো, তা' হ'লে তারা সত্যিই সুখী ও ভাগ্যবান হ'ত।"

মিঃ বেকার ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে সহকারীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আজ আমার কথাগুলে তোমার তিক্ত লাগছে, মিলার, কিন্তু ঈশ্বর না করুন, যদি তেমন কিছু হয়, তখন বুঝতে পারবে, আমি তোমার কিরূপ হিতৈষী ছিলাম।" এই বলিয়া মিঃ বেকার অফিস হইতে বাহির হইয়া মোটরে চড়িয়া বসিলেন এবং সোফারকে প্রেসিডেন্সী জেলে যাইবার জন্য আদেশ দিলেন।

(১১)

সব সুবিধা প্রত্যাহৃত হওয়ায় মোহন আপন ক্ষুদ্র সেলে থাকিয়াই সময় অতিবাহিত করিতেছিল। সে আজ প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ হাজতে রহিয়াছে। ইহার মধ্যে শ্রীমতী রমার দীপালীর নিকট গভর্নেস হওয়ার ভাসা-সংবাদ ব্যতীত

[illegible] কিছুই সে শুনিতে পায় নাই। সে এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিল যে, রমা ও [illegible] অসংখ্য সহকর্মী বাহিরে থাকিতে, সে যে-কাজ হাতে লইয়াছিল তাহা [illegible] পণ্ড হইতে দিবে না। কিন্তু তাহার সহকর্মীগণের দলবদ্ধ ভাবে [illegible] আগমন হওয়ায়, একা রমা করালীচরণের মত ধূর্ত, পিশাচ, দুর্দান্ত ব্যক্তির [illegible] কিরূপে যুদ্ধ করিবে, ভাবিয়া না পাইয়া, সে অত্যন্ত বিমর্ষ ও চিন্তান্বিত [illegible] উঠিল।

মোহন ভাবিতেছিল যে, সে ইচ্ছা করিলেই জামিন পাইতে পারিত, কিন্তু এই [illegible] সে তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই যে, তাহার বহির্গমনে করালীচরণ যদি ভীত [illegible], নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পুত্রের বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করিয়া ফেলে, তাহা [illegible] তাহার সকল চেষ্টাই পণ্ড হইবে। অভাগিনী বালিকাকে রক্ষা করিতে [illegible] পাইবে না। সুতরাং সে হাজতে বাস করিয়া, করালীচরণকে নিশ্চিন্ত [illegible] চাহিয়াছে।

[illegible] ইহাতেই কি ফল ফলিবে? আগামী তিন সপ্তাহের পরই বিবাহের নির্ধারিত [illegible] আসিয়া পড়িবে। সে এই বিবাহ বন্ধ করিবে কোন্ পথে? কোন্ উপায়ে?

মোহন গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন হইল। এমন সময়ে তাহার কর্ণে একটি পরিচিত [illegible] প্রবেশ করিল, "এমন অসময়ে ঘুমোচ্ছ নাকি, মোহন?"

মোহন বিদ্যুদ্বেগে বিছানায় উঠিয়া বসিল। দেখিল, মিঃ বেকার সেলের দ্বার-[illegible] দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

মোহনের মুখ হাস্যালোকিত হইয়া উঠিল, সে নাটকীয় ধরনে দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া, অভিনয়ের স্বরে কহিল, "আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, [illegible], তার মুখ যেন প্রত্যহ দেখি!"

মিঃ বেকার মোহনের প্রসারিত হস্ত উপেক্ষা করিয়া পাশ কাটাইয়া ভিতরে [illegible] করিলেন এবং অর্ধ-ভগ্ন চেয়ারটার উপর উপবেশন করিয়া কহিলেন, "[illegible] কাজ করবে না শপথ ক'রে, শেষে জেলে বসেই তা' করতে আরম্ভ [illegible], মোহন?"

মোহনের মুখে অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে [illegible] থাকিয়া কহিল, "বলো কি, বন্ধু? তবে অন্যে একথা বললে আমি বিশ্বাস [illegible] না; কিন্তু তুমি যখন বলছ, তখন নিশ্চয়ই তা' করেছি! শুধু স্মরণ করতে [illegible] না, কবে, কখন এবং কোথায়?"

মোহনের চিন্তান্বিত মুখ-ভাবের দিকে চাহিয়া, মিঃ বেকার হাসিয়া কহিলেন, "[illegible] পরিবেশের মধ্যেও তোমার স্বভাবের এতটুকুও পরিবর্তন হয় নি। আশ্চর্য! [illegible] জানতে চাই যে, তুমি আমার বিশিষ্ট সহকারী মিঃ মিলারের আদেশ শোনো [illegible]? জানো, অফিসারদের আদেশ অবহেলা করা আইন বিরুদ্ধ?"

"ও এই কথা!" এই বলিয়া মোহন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। পুনশ্চ [illegible], "আমি ভাবলাম, বুঝি এমন কিছু গুরুতর বেআইনী কাজই-বা করে [illegible], যার জন্য আমার নীতি-বাগীশ বন্ধু বেকারের মনও নাড়া দিয়েছে। কিন্তু

আমি তোমার কৈফিয়ত চাই, কেন তুমি একটা ফোর্থ-ক্লাসকে আমার নিকট পাঠিয়ে আমার বিশুদ্ধ প্রবৃত্তিকে দূষিত করতে সুযোগ দিয়েছ ?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "তুমি ভুলে যাচ্ছ মোহন, মিঃ মিলারই তোমাকে গ্রেফতার করেছেন।"

মোহন অকস্মাৎ অট্ট-হাসিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে অট্ট-হাসি যেন আর কখনও থামিবে না। মিঃ বেকারের মুখে বিরক্তির আভাস পরিস্ফুট হইয়া উঠিল দেখিয়া মোহন হাসি বন্ধ করিয়া কহিল, "তুমি বিশ্বাস করো, বন্ধু, ঐ মেয়েলী-মুখো অফিসার মোহনকে গ্রেফতার করেছে ?"

মিঃ বেকার সবিস্ময়ে কহিলেন, "মিঃ মিলার তোমাকে গ্রেফতার করেন নি ?"

"না, না, না !" মোহন চীৎকার করিয়া কহিল, "আমার সঙ্গে 'গেট-পাশ' হ'য়ে উনি এসেছেন শুধু, এর বেশি এতটুকুও নয়। মোহনকে গ্রেফতার করবে একটা মেয়ে-মুখো তরুণ ! এর চেয়ে মোহনের মৃত্যু ছিল ভালো !"

মিঃ বেকার বিস্মিত হইলেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "তুমি স্বেচ্ছায় বন্দী হ'য়েছ ?"

মোহন উত্তেজিত স্বরে কহিল, "তবে ? তুমি কি ভাবো বেকার, একটা ছিঁচকে চোর-শ্রেণীর ধূর্ত করালীচরণ এমন সহজে, এমন অবলীলাক্রমে দস্যু মোহনকে বন্দী করতে সক্ষম হবে ? তুমি কি ভাবো, আমি পূর্বাহ্ণে সব কিছুই জানতাম না ? আমি কি জানতাম না যে, করালীচরণ পুলিসের সঙ্গে কিছু বন্দোবস্ত করেছে ? আমি সব জানতাম। প্রকৃত পক্ষে আমি যেমনটি ইচ্ছা করেছিলাম, ঠিক তেমনি আয়োজনই ওদের দ্বারা প্রস্তুত হয়েছিল। তারপর নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রস্তুত জালে পড়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। নইলে, করালীচরণেরও সাধ্য ছিল না আর তোমার নারী-মিলারেরও সাধ্য ছিল না আমাকে এখানে আনে !"

মিঃ বেকার বিস্মিত স্বরে কহিলেন, "কিন্তু কেন এসব ?"

মোহন হাসিতে লাগিল ; কহিল, "যত কিছু সবের তুমিই মূল, বেকার।"

"আমি ?" এই বলিয়া মিঃ বেকার সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

"হাঁ, তুমি। তুমিই চেষ্টা-চরিত্র ক'রে আমার দস্যু নাম খারিজ ক'রে দিয়ে আমাকে সুসভ্য নাগরিকে পরিণত করেছ। তুমি আমার প্রিয়তমা রমার একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ করেছ ; তাই আজ দস্যু মোহন নাগরিক হ'য়ে একটা হীন দুর্বৃত্তের হীন কাজ রুদ্ধ করতে অপারগ হ'য়ে, এই পথ অবলম্বন করেছে। জানো বন্ধু, সেদিন আমি রমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, মানুষ সৎ পথে আইন বাঁচিয়ে কি ক'রে চলতে পারে ? তা'তে সে কি উত্তর দিয়েছিল, জানো ?"

মিঃ বেকার আগ্রহ ভরে কহিলেন, "কি ?"

"বলেছিল, 'সারা পৃথিবীর লোক যদি সৎ পথে চ'লে জীবন-যাপন করতে পারে, বড়ো বড়ো কাজ করতে পারে, তবে তুমিই-বা পারবে না কেন, আমার বুদ্ধিতে আসে না।' তাই আমি বুদ্ধি খাটাতে গিয়ে, এই পথে চলে এসেছি।"

মিঃ বেকার হাসিয়া কহিলেন, "অর্থাৎ তোমার স্বভাব এমনি দাঁড়িয়েছে যে

কোন অন্যায় কাজ না ক'রেও এখানে না এসে পারো নি। কারণ তোমার দ্বিতীয় পথ জানা নেই, মোহন। আচ্ছা এখন বল তো, কোন্ কাজে তুমি হাত দিয়েছ?"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমাকে কি তুমি এতই দুর্বল ভাবো, বেকার? আমি শেষ অবধি না দেখে কোন সাহায্যই কারুর কাছে নেব না।"

মিঃ বেকার নীরবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। মোহন পুনশ্চ কহিল, "আমি খুব গভীর ভাবে পথ অন্বেষণ করছি। আশা আছে, শীঘ্রই পথের দেখা পাব। তারপর যখন সফল হবো, তখন তোমার কাছে এই ইতিহাস জ্ঞাপন করবো।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। আমি ইচ্ছা করলে নিজেই জানতে পারবো। ও-কথা থাক, এখন যা-বলি শোন।"

"বলো।" মোহন কহিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, "তোমার যে-সব সুবিধা প্রত্যাহৃত হ'য়েছিল, তা' আবার পুনর্বহাল হ'ল। কিন্তু ভবিষ্যতে একটু বিবেচনা সহকারে কাজ করবে—এইটুকু আমি তোমার কাছে আশা করছি। আর অফিসারের মুখ মেয়েছেলের মতই হোক বা বানরের মতই হোক, তা'তে কিছু আসে যায় না। একটা সাধারণ সিপাইও হিজ ম্যাজেস্টিসের প্রতীক। তুমি একটা সিপাইকে অপমান করে দেখবে, শেষ অবধি হিজ ম্যাজেষ্টিতে পর্যন্ত তা'র ঢেউ লাগবে। তবেই মিঃ মিলারের আদেশ না মানাতে তোমার মূর্খামিরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে মোহন।"

মোহন সহাস্যে কহিল, "তুমি কি সদুপদেশ দেবার জন্যে এখন এসেছো?"

"আদৌ না। আমি তোমাকে অযথা পীড়নের হাত থেকে রক্ষা করতে এসেছি। আর এক কথা, তোমার কেসের দিন আগামী সপ্তাহে এই দিনে স্থির হ'য়েছে। আচ্ছা সত্যিই কি তুমি কোন ডিফেণ্ড করবে না?"

মোহন কহিল, "না।"

"জেল হ'য়ে যাবে যে।" মিঃ বেকার কহিলেন।

"হওয়াই তো সম্ভব।" মোহন নির্বিকার মুখে কহিল।

"তবে শুধু শুধু বিনা দোষে জেল খাটবে—আর ঠিক সেই সময়ে, যে-সময়ে গভর্নরবাহাদুর তোমাকে মার্জনা ভিক্ষা দিলেন—এর চেয়ে অপমানকর ঘটনা আমার জীবনে আর কিছুই হবে না, মোহন। আমি কোনদিন কোন অনুরোধ করি নি, কিন্তু এবার না ক'রেও পরিত্রাণ পাচ্ছি না; তুমি আমার কথা শোনো, তোমার কেস যে নির্জলা মিথ্যা—তা' প্রমাণ করো।"

মিঃ বেকারের আন্তরিকতাপূর্ণ কণ্ঠ-স্বরে মোহন বিস্মিত হইয়া কিছু সময় বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; পরে কহিল, "আমাকে যদি নির্দোষ বলে মনে হয়, তবে কেস চালাবার কি দরকার?"

মিঃ বেকার গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কেস আমরা চালাচ্ছি না, কেস চালাচ্ছে করালীচরণ। প্রতিবাদী যদি কেস চালাতে চায়, তবে আমরা বাধ্য হই তা'কে সমর্থন করতে।"

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "তা' কেস সত্যিই হো'ক আর মিথ্যেই হো'ক!"

মিঃ বেকার কহিলেন, "এমন কতকগুলি বিষয় আছে, সেগুলি অনুমান করে নেওয়া যায় যে, সম্পূর্ণ মিথ্যা ঘটনা। কিন্তু অনুমানের ওপর কোন কাজ তো হয় না, সুতরাং প্রয়োজন হয় বিচারকের রায়ের। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হ'য়েছে। মিলার কিম্বা আমি কেউই করালীচরণের অভিযোগ বিশ্বাস করি না। কিন্তু সে যে-সব দলিল-পত্র, সাক্ষী-সাবুদ হাজির করেছে, সে-সব বিচারকের কাছে পাঠানো ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। আর তাই আমি তোমাকে অনুরোধ করছিলাম যে, তোমার কেস তুমি ডিফেন্ড করো।"

মোহন চক্ষু মুদিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। কিছু সময় পরে কহিল, "একটু ভেবে দেখি, বন্ধু। আমি আবার তাড়াতাড়ি ভাবতে পারি নে। আর কিছু আছে ?"

মিঃ বেকার চিন্তিত মুখে কহিলেন, "না।"

মোহন ক্ষণকাল বেকারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "শুনলুম, তুমি নাকি বিশেষ কোন গ্যাং-কেসে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছ ?"

মিঃ বেকার সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; কহিলেন "আচ্ছা, আমি এখন চললাম, মোহন। আশা করি, আমার অনুরোধ তোমার মনে থাকবে।"

"থাকবে।" এই বলিয়া মোহন বেকারের প্রসারিত হস্তটি সাগ্রহে চাপিয়া ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

মিঃ বেকার বাহির হইয়া গেলেন।

(১২)

করালীচরণ নব-নিযুক্ত গভর্নের্স্ মিসেস গুপ্তাকে আহ্বান করিয়া কহিল, "তোমাকে কয়েকটি উপদেশ দেবার আছে। মন দিয়ে শোনো।"

রমা কহিল, 'বলুন ?'

করালীচরণ মুক্ত দ্বারের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "আমি দীপালীর সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ দেবার স্থির করেছি। আগামী মাসের চার তারিখে বিবাহের দিন স্থির হয়েছে।"

রমা নীরবে পরবর্তী কথার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

করালীচরণ পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "আমার ছেলেকে আশা করি, তুমি দেখেছ। আরও আশা করি, তোমার পছন্দ হয় নি। কেমন, তাই না ?"

রমা মুখ-ভাব অপরিবর্তিত রাখিয়া কহিল, "আমার পছন্দ-অপছন্দে কি এসে যায় বলুন তো ?"

"কিছু যায় না।" এই বলিয়া করালীচরণ ক্ষণকাল দ্বিধাগ্রস্ত থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু শুনেছি নাকি দীপালীরও পছন্দ হয় নি। না হবারই কথা। কিন্তু একটা কথা তুমি মনে রেখো, পছন্দ, মত-অমত যাই হোক, এ বিবাহ হবেই। কারুর সাধ্য নেই, এ বিবাহ রোধ করে।"

রমা কহিল, "আমাকে এসব কথা বলছেন কেন ?"

"বলছি কেন ? তুমি কি ভাবো, আমার সময় এতই সস্তা যে তোমাকে ডেকে

pathagar.net

খোশ-গল্প ক'রে কাটাবো ? চুপ ক'রে শোনো। আমি তোমাকে এক কথায় কাজ দিলোম, কি তোমাকে করতে হবে সেই কথাটাই তোমাকে বলতে চাই। তুমি দীপালীর মন ধীরে ধীরে আমার ছেলের দিকে আনতে পারবে ?"

রমা নত মুখে কহিল, "তা'-কি সম্ভব কখনও ?"

করালীচরণ চটিয়া গেল ; কহিল, "এই পৃথিবীতে অসম্ভব কি আছে শুনি ? শুন সমন। তুমি দস্যু মোহনের নাম শুনেছ ? যা'কে গ্রেফতার করবার জন্য ভারতের পুলিস হিমশিম খেয়ে গেল, তা'কেই গ্রেফতার ক'রে জেলে পুরেছি আমি। আমি পুরেছি, শুনছ তুমি ? তবেই এ-কাজ যে করতে পারে, তা'র কাছে কোন কাজ অসম্ভব বলা সম্পূর্ণ অবান্তর কথা। বুঝেছ ?"

রমা কহিল, "তারপর বলুন।"

"শোন, তোমার ডিউটি হবে, দীপালীর মন আমার ছেলের দিকে আকৃষ্ট করা, আর দেখা, সে গোপনে বাইরের কোন লোকের সঙ্গে কথা বলে কিনা বা কোন পত্র লেখে কিনা। তা'কে সদা-সর্বদা চোখে চোখে রাখতে হবে। বুঝেছ ?"

রমা বিস্মিত হইয়া কহিল, "দীপালী কি এ-সব কাজ করে ?"

"অর্থাৎ বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলে কিনা বা কোন পত্র লেখে কিনা ? তা আমি ঠিক ক'রে বলতে পারি না। কিন্তু আমার সন্দেহ জেগেছে। কারণ দস্যু মোহনের মত লোক এ-সংবাদ পেল কি ক'রে ? যে-কথা আমি বাড়ীর দেওয়ালের বাইরে প্রচার করি নি, সে-কথা দস্যু মোহন জানে কোন্ উপায়ে ?"

রমা কহিল, "শুনি দস্যুর অসাধ্য কাজ কিছু নেই!"

করালীচরণ মুখ-বিবর স্ফীত করিয়া কহিল, "আরে ছ্যাঃ, সেটা আবার মানুষ নাকি! নইলে এত সহজে আমার জালে ধরা দেয়! ও কথা থাক্, এখন বুঝতে পেরেছ, তোমাকে কি করতে হবে ?"

রমা কথা আর না বাড়াইয়া কহিল, "পেরেছি।"

করালীচরণ খুশি হইয়া কহিল, "বেশ। তুমি অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে। তোমাকে আমি প্রচুর পুরস্কার দেবো। আগে ভালয় ভালয় বিবাহটা হ'য়ে যাক, তারপর আমিই বা কে, আর বর্ধমানের মহারাজাই-বা কে! বুঝেছ ?"

রমা নত মুখে কহিল, "ঐ দস্যুটা কি এখনও হাজতে আছে ?"

করালীচরণ কহিল, "হাঁ। তার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি এমন জাল পেতেছি, এমন ষড়যন্ত্র পাকিয়েছি, যাতে বাছাধনকে অন্ততঃ পক্ষে দু'টি বছরের জন্য শ্রীঘরে বাস করতে হবে।"

রমার মুখ ম্লান হইয়া গেল। ইচ্ছা হইতে লাগিল, জিজ্ঞাসা ক'রে, কি ষড়যন্ত্র করিয়াছে ? কিন্তু সন্দেহের ভয়ে সে-আগ্রহ দমন করিয়া নীরবে রহিল।

করালীচরণ বলিতে লাগিল, "পুলিস আমার হাতে। তা'ছাড়া যে-অফিসার মোহনকে গ্রেফতার করেছিলেন, তাঁ'কেই নাকি দস্যু জেলে অপমান করেছে। তেমনি সাজা পেয়েছে দস্যু।"

রমা কহিল, "কি সাজা ?"

করালীচরণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তোমার প্রয়োজন ?" তোমার আগ্রহ দেখে মনে হয়, দস্যু মোহনের জন্য তুমি যেন উতলা হয়েছো।"

রমা সচকিতে একবার করালীচরণের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "কি-যে বলেন!"

করালীচরণ কহিল, "আচ্ছা, যাও। আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মান্য করবে। আমি তোমাকে প্রচুর অর্থ দেব। চাই-কি একখানা গহনাও দিতে পারি। কিন্তু তা' পরে, এখন নয়। বিবাহের পরে। বুঝেছ ?"

রমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে বুঝিয়াছে।

"আচ্ছা যাও।" করালীচরণ আদেশ দিল।

রমা কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিল, একান্তে শ্যামাপদ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রমাকে দেখিয়া শ্যামাপদ উজ্জ্বল মুখে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "নমতকার! আপনার দন্যই দালিয়ে আতি।"

রমা মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া কহিল, "কেন ?"

শ্যামাপদ কহিল, "কতা আতে।"

রমা পাগলের সঙ্গ এড়াইবার জন্য ব্যস্ত কণ্ঠে কহিল, "এখন আমি বড় ব্যস্ত আছি। অন্য সময়ে বল্‌বেন—শুন্‌বো।"

শ্যামাপদর মুখ শুকাইয়া গেল। সে জড়িত স্বরে কহিল, "বেীত দেলি হবে না। বউ-এল কতা।"

রমা বুঝিল, কথা না শুনাইয়া শ্যামাপদ তাহাকে ছাড়িবে না। অসহায় স্বরে কহিল, "তবে শীঘ্র বলুন।"

শ্যামাপদ একবার চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলাইয়া কহিল, "আমি বউকে ভালবাতি!"

"বেশ করেন। সবাই বউ'কে ভালবাসে। নইলে বউ হতভাগীগুলোর জীবন দুর্বহ হ'য়ে উঠতো। তারপর ?" রমা অসহ স্বরে প্রশ্ন করিল।

শ্যামাপদ ম্লান মুখে কহিল, "বউ আমাকে ভালবাতে না। শুধু কাঁদে, আল কাঁদে। তাই ভাবতি—" এই অবধি বলিয়া সহসা শ্যামাপদ নীরব হইল।

রমার আগ্রহ বর্ধিত হইল। সে কহিল, "কি ভাবছেন ?"

শ্যামাপদর মুখ অশ্রুমুখী হইল। সে অতি কষ্টে সংযত স্বরে কহিল, "তাই ভাবতি, আমি বউকে বিয়ে কল্‌ব না।"

রমার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। সে একদৃষ্টে এই নির্বোধ, কুরূপ, অর্ধ-পাগল, অথচ স্বাস্থ্যবান যুবকটির দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "বিয়ে করবেন না! কিন্তু কেন ?"

শ্যামাপদ কহিল, "বিয়েল নামে বউ কাঁদে। বিয়েল হ'লে আল কাতবে ?"

এই হতভাগ্য যুবকের দুঃখে রমার মন সহসা গলিয়া গেল ; কহিল, "আপনাকে কে বললে যে, সে বিয়ের নামে কাঁদে ?"

"আমি দানি, আমি দানি। বউকে এতো ভালবাতি, আল তাল মনেল কতা

দানি না ? আপনি বউকে বলবেন, আমি তা'কে বিয়ে কল্লবো না।" শ্যামাপদর মুখে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার আভাস ফুটিয়া উঠিল।

রমা কহিল, "আপনার বাবাকে একথা বলেছেন ?"

পিতার নামে শ্যামাপদ অকস্মাৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ক্রোধে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল ; সে তপ্ত স্বরে কহিল, "বাবাল্‌ই তো সব দুত্তু বুদ্ধি। থেই থালাই-তো দতো নত্তেল গোলা !"

রমা হাসি চাপিয়া কহিল, "ছিঃ ছিঃ, বাবাকে কি গাল দিতে আছে, শ্যামাপদ-বাবু। পিতা দেবতার সমান।"

শ্যামাপদ ফুলিতে ফুলিতে কহিল, "দেবতা ! দেবতা ! আমাল বাবা দেবতা ? আমাল বাবা থয়তান, লাক্ষস, বডমাশ, থুত্তুল, থালা !"

রমা কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে করালীচরণের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে বলিতেছিল, "শ্যামাপদ, এখানে আয়তো বাবা। তোর সঙ্গে জরুরী কথা আছে।"

রমা চকিতে শ্যামাপদর মুখের দিকে একবার চাহিয়া দ্রুতপদে অন্দর-মহলের পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শ্যামাপদ সেইখানে কিছু সময় দাঁড়াইয়া নিজেকে শান্ত ও সংযত করিয়া, পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "কি কতা ?"

"ও-মেয়েটা কি বলছিল তোমাকে ?" করালীচরণ সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করিল।

শ্যামাপদ উদাস স্বরে কহিল, "কি আল বলবে !"

"তা' তুমি জানো। আমি তোমার কাছে শুনতে চাই, বাবা।" করালীচরণ আদেশ দিল।

শ্যামাপদ কহিল, "কিত্তু বলে নি। আমিই বলথিলাম।"

"কি বলছিলে ?" করালীচরণ একদৃষ্টে চাহিয়া প্রশ্ন করিল।

শ্যামাপদ কয়েক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত থাকিয়া কহিল, "বলথিলাম যে আমি বউকে বিয়ে কলবো না।"

"কি কর্‌বি না ?" করালীচরণ গর্জ্জিয়া উঠিল। পুনশ্চ কহিল, "কি করবি না ?"

"বিয়ে, বিয়ে, বিয়ে !" শ্যামাপদ উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "আমি বউকে বিয়ে কল্‌বো না, সেই কতাই গবল্‌নেতকে বলথিলাম।"

"তোর বাবা কর্‌বে। শুয়োর ! বিয়ে কর্‌বে না, ওরে আমার ঘুঁটে কুড়োনীর বেটা পদ্মলোচন-রে ! ফের যদি ওকথা মুখে উচ্চারণ কর্‌বি, তবে তোকে আমি খুন করে ফেলব ! তুই-তো-তুই, তোর বাবা বিয়ে কর্‌বে !" করালীচরণ ক্রোধে ফুলিতে লাগিল।

শ্যামাপদ বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া কহিল, "বেত, আমাল বাবাই বিয়ে করুক।"

করালীচরণ আত্মবিস্মৃত প্রায় হইয়া কহিলেন, "দেখ শ্যামা, আমাকে রাগাস্‌নে বলছি ! আমি একবার রাগলে তোকে খুন করতেও দ্বিধা করব না ! যা, দূর হ'য়ে যা। আমার সামনে থেকে দূর হ'য়ে যা হতভাগা !"

শ্যামাপদ কহিল, "তা' দাত্তি ! কিন্তু বিয়ে আমি কল্‌ব না।"

Pathagar.net

শ্যামাপদ বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, করালীচরণ অমানুষিক শক্তিবলে ধৈর্য ধারণ করিয়া শান্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে কহিল, "এদিকে শোন্ একবার।"

শ্যামাপদ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কী?"

"বিয়ে করবি না কেন? কে তোকে কি বলেছে শুনি?" করালীচরণ তীব্র-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

শ্যামাপদ পিতার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "ও থব বদ্ মতলব থালো, বাবা। কেউ কিছু আমাকে বলে নি।"

"তবে কন্দর্প-পুত্রের আমার বৈরাগ্যের হেতু?" বিদ্রূপ স্বরে করালীচরণ কহিল।

শ্যামাপদ স্থির কণ্ঠে কহিল, "বউ কাঁদে।"

"কাঁদে! কেন কাঁদে লাটসাহেবের কন্যা?" দুর্মুখ করালীচরণ প্রশ্ন করিল।

শ্যামাপদ নীরবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সহসা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

এমন সময়ে একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়া কহিল, "একজন সাহেব দেখা করতে এসেছেন হুজুর।"

"সাহেব! সেলাম দে, শীগ্‌গির সেলাম দে, হতভাগা।" করালীচরণ ব্যগ্র-স্বরে কহিল।

ভৃত্য কহিল, "দশবার সেলাম দিয়েছি, হুজুর! তিনি বল্লেন, "বাবুর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।"

করালীচরণ ভৃত্যের অজ্ঞতায় রুষ্ট হইয়া কহিল, "ওরে বেটা, শীগ্‌গির এ-ঘরে নিয়ে আয়!"

ভৃত্য প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে মিঃ মিলার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

করালীচরণ দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া সাহেবকে সেলাম দিতে দিতে কহিল, "আসুন হুজুর, আসুন।"

মিঃ মিলার গম্ভীর মুখে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। সাহেবের গম্ভীর মুখ দেখিয়া করালীচরণ প্রমাদ গণিল; ভয়ে ভয়ে কহিল, "কি সংবাদ হুজুর?"

(১৩)

মিঃ মিলার গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "মোহনের অপরাধ প্রমাণ করবার মত আপনার যথেষ্ট সাক্ষী-সাবুদ, দলিল-পত্র আছে?"

প্রশ্নটি করালীচরণের চিন্তার নিরসন করিল। সে কহিল "আছে, নিশ্চয়ই আছে, হুজুর। এই মামলা-মকদ্দমা ক'রেই করালীচরণের মাথার সব চুলগুলি পাকালো! তা'র কাছে কোন কিছুরই অভাব হবে না!"

মিঃ মিলার সন্তুষ্ট না হইয়া কহিলেন, ঘটনার দিন মাত্র আমরাই ছিলাম, এখানে অন্য কোন সাক্ষী ছিল না, তবে আপনি সাক্ষী আছে বলছেন কি ক'রে?"

করালীচরণ একজন সিনিয়র অফিসারের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া পরম বিস্ময়

বোধ করিল। সে হাসিতে হাসিতে কহিল, "হুজুরের কাছে বলতে লজ্জা পাই তাই, নইলে একটা রসিকতা করতাম। কিন্তু থাক—এখন আপনার কতজন সাক্ষীর প্রয়োজন বলুন ?"

মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ভারতে আগত মিঃ মিলরের মুখে পরম বিস্ময়ের আভাস ফুটিয়া উঠিল ; তিনি কহিলেন, "তার মানে ? প্রয়োজন অনুসারে সাক্ষী হবে, না সাক্ষী অনুসারে প্রয়োজনের অভাব মিটবে ?"

করালীচরণ হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমি মুরুখ্যু মনিষ্যি, হুজুর ! ও-সব ছাই-কোলজী আমার মাথায় ঢোকে না। আমি এইটুকু বুঝি, কেস্ আমাকে প্রমাণ করতে হবে, আর সেজন্য আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। আপনি আমাকে বলুন, কবে শুনানী হবে, ব্যাস্ সেইদিন আমি সব কিছু প্রমাণ-পত্র নিয়ে আদালতে হাজির হব।"

মিঃ মিলার কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে করালীচরণের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "শুনানীর এখনও কিছু বিলম্ব আছে।"

"দস্যুকে জামিন দেওয়া হবে নাতো, হুজুর ? দেখবেন, তা' হ'লে আমাকে পথে বসতে হবে।" করালীচরণ উদ্বেগে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

"পথে বসতে হবে কেন ?" মিঃ মিলার নিরীহ স্বরে প্রশ্ন করিলেন।

"কেন হবে ! দস্যু মোহনকে-তো এখনও আপনি চেনেন না ! যদি চিনতেন, তা'হলে এমন নির্বোধ-প্রশ্ন কখনও করতে পারতেন না। হুজুর, এমন কাজ নেই, যা দস্যু মোহন শত-সহস্র বাধার মুখেও অবলীলাক্রমে করে যেতে না পারে ! ওরে বাপস্-রে ! সে যদি এখন ছাড়া পায়, তা' হলে আমার সর্বনাশ হ'য়ে যাবে ! কেউ রুখতে পারবে না।"

মিঃ মিলার বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, "আহা ! ব্যাপার কি বলুন তো ? সত্যিই কি অন্য কোন ব্যাপার আছে, যা'র জন্য আপনি মোহনকে দূরে রাখতে চান ?"

ধূর্ত করালীচরণ বুঝিল, মিলার সিনিয়র অফিসার হইলে কি হইবে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। অতএব এরূপ সৎ অফিসারের নিকট অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলিতে না পারিলে সব কিছুই-যে পণ্ড হইয়া যাইবে, বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সুতরাং সে মুখ-ভাব কাতর করিয়া কহিল, "অন্য আর কি ব্যাপার থাকবে, হুজুর ? যদি কিছু থাকতো, তা' হ'লে হুজুরের তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে কি আর তা' গোপন থাক্‌তো ? তা' নয়। তবে জানেন-তো আমাকে কি-এক রাজার সম্পদ তত্ত্বাবধান করতে হয় ? দস্যুর লোভও ছিল ওই সম্পদের ওপর। তাই সে ছলে, বলে, কৌশলে আমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা উপায় করবার জন্য এসেছিল। আপনি সেদিন অতি মূল্যবান কথাই বলেছিলেন হুজুর যে, মোহন আমাকে 'ব্ল্যাক্‌মেল' করতে এসেছিল। এর অপেক্ষা ভাল ও উপযুক্ত বিশেষণ আমার কিছু জানা নেই।"

আপন প্রশংসায় মিঃ মিলারের মন অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া গেল। তিনি

কহিলেন, "আচ্ছা, আপনার ওয়ার্ড কি মাইনর্ বালিকা?"

"হাঁ, হুজুর। দেখছি, হুজুর সব খবরই রাখেন।" করালীচরণে মুখে-চোখে কৃতজ্ঞতার আভাস ফুটিয়া উঠিল।

মিঃ মিলার কহিলেন, আপনার একটি ইডিয়ট গোছের পুত্র আছে, সত্যি?"

"আমার পুত্র ইডিয়ট! আপনাকে কেউ ভুল খবর দিয়েছে, হুজুর। নিশ্চয়ই কোন শত্রুর কাজ! বেশ, আমার ছেলে বর্তমানে প্রাসাদে নেই। তা'র একটি সাহেব-বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে। সে ফিরলে, হুজুরের কাছে পাঠিয়ে দেব। আপনি তখন এই কথাই বল্‌বেন যে, এমন পুত্র যে-কোন বাপের গর্বের ধন!"

মিঃ মিলার বিস্মিত হইলেন; কহিলেন, "দেখুন তবে বলি। আপনার নামে এই অভিযোগ উঠেছে যে, আপনি অভিভাবকত্বের সুযোগ নিয়ে আপনার পাগল, ইডিয়েট পুত্রের সঙ্গে মাইনর মেয়েটির বিবাহ দিতে চান। কারণ তা' হ'লে কোটিপতির সমস্ত কোটির আপনিই মালিক হ'য়ে বস্‌বেন এবং এই সম্ভাবনা দূর করবার জন্যই মোহন আপনার কাছে এসেছিল। ফলে আপনি তা'কে ছলে, বলে, কৌশলে, মিথ্যা অভিযোগ ক'রে আমার সাহায্য নিয়ে গ্রেফতার করেছেন। এই অভিযোগ শুনে আমি তদন্তে এসেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, আপনার কোন শত্রু আছে।"

করালীচরণ মুখ-ভাবে অপূর্ব বিস্ময় ও কাতরতা ফুটাইয়া কহিল, "নিশ্চয়ই আছে, হুজুর। এ অভিযোগ কে করেছে? মোহন?"

"উঁ-হু। মোহন কোন কথা বলে নি। আমাদের বিভাগেই এ-কথা উঠেছে। অবশ্য আমি স্বয়ং নিজ কর্ণে সেদিন যে-কথা শুনেছি ঐ ঘরে ব'সে, তা'তো অবিশ্বাস করতে পারি না! সুতরাং আপনি কিছুমাত্র দ্বিধা বা ভয় না করে, শুনানীর দিন সমস্ত প্রমাণ নিয়ে হাজির হবেন। আমি একবার এই অহঙ্কারী, দুর্বিনীত, হাম্‌বগ দস্যুকে এমন শিক্ষা দিতে চাই যে, চিরদিন যেন তা'র স্মরণ থাকে।" এই বলিয়া মিঃ মিলার উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

করালীচরণ মুখ-ভাব বিষণ্ণ করিয়া কহিল, "হুজুরের কাজে উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, এমন ভাষা আমার জানা নেই।"

মিঃ মিলার করালীচরণের বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

করালীচরণ গম্ভীর মুখে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, একমাত্র মোহন ছাড়া অন্য কোন্ অফিসার আমার এই শুভ অভিপ্রায়ের খবর রাখে? ভাবিতে ভাবিতে তাহার মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক রূপে গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে দ্রুতবেগে অন্দর-মহলে প্রবেশ করিয়া, দীপালীকে অন্দর ও বাহির সংযোগ-দ্বারের নিকট আহ্বান করিয়া পাঠাইল।

অবিলম্বে দীপালী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখ গম্ভীর ও চিন্তাচ্ছন্ন। সে কহিল, "আমাকে আপনি ডেকেছেন, কাকাবাবু?"

"হ্যাঁ, ডেকেছি। আমি তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। আশা করি, আমাকে তোমার আইনসম্মত অভিভাবক ও ভবিষ্যৎ আত্মীয় ভেবে সত্য উত্তর

দেবে।" এই বলিয়া করালীচরণ দীপালীর নত মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিল।

দীপালী কহিল, "বলুন।"

"তুমি দস্যু মোহনকে কোন পত্র লিখেছিলে ?" বিভীষণ মুখ করিয়া করালীচরণ প্রশ্ন করিল।

দীপালী চমকিত হইয়া কহিল, "কে আপনাকে বলেছে ? শ্যামাপদ ?"

করালীচরণ ক্রোধ চাপিয়া কহিল, "শ্যামাপদ তোমার গুরুজন, দীপালী। অমন অশ্রদ্ধার স্বরে সম্বোধন করতে নেই।"

দীপালী নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। করালীচরণ পুনশ্চ কহিল, "না, শ্যামাপদ আমাকে বলে নি। আমাকে যে-কেউ বলে থাকুক বা যে-কোন ভাবেই আমার সন্দেহ হোক, আমি তোমার কাছে সত্য জানতে চাইছি।"

দীপালী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস চাপিয়া কহিল, "আমার সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক, কাকাবাবু। আপনি আমাকে বন্দিনী ক'রে রেখেছেন। গেটেরও বাইরে যাওয়া আমার নিষিদ্ধ করেছেন। বাইরের কোন আত্মীয়-স্বজনেরও আমার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ নেই। এমন-যে এক পরিস্থিতির মধ্যে আমাকে রেখেছেন, তা'তেও যদি আপনার সন্দেহ না যায়, তবে আমার কি বলবার আছে, বলতে পারেন ?"

করালীচরণ কহিল, তুমি বিবাহের নামে কাঁদ কেন ? এখন বড়ো হয়েছ, বিবাহের উপযুক্ত হ'য়েছ এ-সময়ে ও-সব ছেলেমানুষি তুমি করো কেন, দীপালী ?"

দীপালী নিরুত্তর রহিল। করালীচরণ ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া পুনশ্চ কহিতে লাগিল, "আমি তোমার পিতৃ-নিযুক্ত অভিভাবক, আমি তোমার মঙ্গলের জন্য যে বন্দোবস্ত করব, তোমার খুশি মনে তা'ই মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু তুমি এমন সব উদ্ভট কাজ আরম্ভ করেছ······"

সহসা বাধা দিয়া দীপালী কহিল, "আপনার পুত্রকে যখন-তখন এসে আমাকে বিরক্ত করতে নিষেধ ক'রে দেবেন। আমার ও-সব ভাল লাগে না।"

সবিস্ময়ে চাহিয়া করালীচরণ কহিল, "কোন্ সব ভাল লাগে না ?"

দীপালী নিরুত্তরে রহিল।

করালীচরণ তপ্ত হইয়া কহিল, "ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, আমি তোমার মঙ্গলের জন্য, আমার ওপর যে-পবিত্র দায়িত্ব তোমার স্বর্গগত পিতাঠাকুর ন্যস্ত ক'রে গেছেন, তা পালনের জন্য যা-কিছু শ্রেয়স্কর ভাবব, তাই দ্বিধাহীন চিত্তে সম্পন্ন করব। কারুরই, এমন কি আইনেরও সাধ্য নেই যে, আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে সক্ষম হয়। বুঝেছ ?"

দীপালীর মন ঘৃণায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল, "আপনার যা' খুশি তাই করতে পারেন। কারণ আমি নিঃসহায়।"

করালীচরণ অকস্মাৎ হাসিয়া ফেলিল ; কহিল, "আমার মত ভবিষ্যৎ নিকট-আত্মীয় থাকতে তুমি নিঃসহায়, একথা লোকে শুনলে হাসবে, দীপা। আগামী মাসের চার তারিখে অর্থাৎ মাত্র দু'সপ্তাহ পরে তোমার বিবাহ হবে। তোমার

pathagar.net

বিবাহের আয়োজন প্রায় শেষ ক'রে এনেছি। তুমি আমার পুত্রবধূ হবে, মা। তুমি যদি নিঃসহায়, তবে সহায়বান কে, দীপালী?"

দীপালীর মন ক্রোধে ও ঘৃণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আমি এখন যাই।"

দীপালী দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং নির্দয়, স্বার্থপর করালীচরণ সেইখানে কিছু সময় দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অকস্মাৎ হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

(১৪)

দীপালীর অশ্রুভারাক্রান্ত মুখের দিকে চাহিয়া, গভর্নেস-রূপিণী শ্রীমতী রমা মৃদু হাসিয়া কহিল, "কি হ'য়েছ, দীপা? ভয় পেয়েছ, বোন?"

দীপালীর সুন্দর মুখখানি অশ্রু-প্রবাহে প্লাবিত হইয়া গেল। সে কাতর দৃষ্টিতে রমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার আর রক্ষা নেই, দিদি।"

"কি ছেলেমানুষের মত কাঁদছ, বোন! আমি তোমার কাছে রয়েছি, তবু তোমার এত ভয়? তুমি কি ভাবো দীপা, তোমাকে রক্ষা করবার শক্তি না নিয়েই আমি এ-পথে নেমেছি?" এই কথা বলিতে বলিতে রমার মুখ স্নিগ্ধ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দীপালী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আপনি একা নারী, এই শয়তানের মুখ থেকে কি ক'রে আমাকে রক্ষা করবেন, দিদি?"

"আমি একা, তায় নারী!" রমার মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। সে পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু আমি যে সিংহ-পত্নী, দীপা, সে-কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন? আমার স্বামীর প্রতিজ্ঞা-পালনের কথা কি তুমি শোন নি?"

দীপালী মাথা দোলাইয়া সম্মতি জানাইয়া কহিল, "কিন্তু তিনি-যে হাজতে!"

"কেউ কি কোন দিন তাঁকে জেলে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছ? তিনি ঠিক সময়ে এসে হাজির হবেন, আমি যেমন দৃঢ় বিশ্বাস করি, আমার অনুরোধে তুমিও তেমনি করো, দীপা। পাছে তুমি উতলা হও, পাছে তুমি ভয় পেয়ে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে বস, এই ভয়েই না আমাকে এখানে আস্‌তে হয়েছে। নইলে তিনি যে-কাজ, যে-দায়িত্ব তোমার অনুরোধে গ্রহণ করেছেন, তা' পালন করা থেকে কোন শক্তি তাঁকে রোধ করতে পারবে না।"

দীপার অশ্রু শুষ্ক হইয়া গেল। রমা পুনশ্চ কহিল, "তোমাকে একটা নূতন সংবাদ দেবার আছে, দীপা। তুমি শ্যামাপদকে বিবাহ করতে অসম্মত আছ, তা' বুঝতে পেরে শ্যামাপদ আমাকে বলেছে যে সে কিছুতেই তোমাকে বিবাহ করে অসুখী করবে না। শুনে অবধি এই হতভাগ্য ছেলেটার জন্য যত বিষ আমার মনে জমেছিল, সব অমৃত হ'য়ে গেছে, বোন। এখন আমি ভাবছি, আমরা যখন বাইরের খোলস দেখে মানুষকে বিচার করি, তখন কি গুরুতর ভুলই ক'রে থাকি!"

দীপালী বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। রমা বলিতে লাগিল, অবশ্য তা'র মতেই কাজ হবে না; তা'র অনিচ্ছা পীড়নের চাপে আবার ইচ্ছাতে পরিণত হবে। বিকৃত-

মস্তিষ্ক, বিকল-ইন্দ্রিয়, মূর্খ, সরল-প্রাণ ব্যক্তি শ্যামাপদ। তা'র সুখের জন্য, কি ভবিষ্যতের জন্য এ বিবাহ নয়! শুধু তা'র নারকী বাপের অর্থ লালসা মেটাবার জন্য এই বিবাহ! নইলে, যত সমস্যা সব তা'র অসম্মতির সঙ্গেই সমাধা হ'য়ে যেত। কিন্তু তা' নয় জানি বলেই এ সবংবাদ শুভ হ'লেও আনন্দিত হবার কোন হেতুই নেই। দীপা ?"

"বলুন, দিদি।" দীপালী আগ্রহ ভরে কহিল।

"দীপা, তুমি কারুকে ভালবাস বোন ?" রমা সস্নেহ স্বরে প্রশ্ন করিল।

দীপালীর মুখ শরমে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে নত মুখে কহিল, "না, দিদি !"

"আমিও তা'ই ভেবেছিলাম, দীপা। যখন দেখলাম, তোমার নির্মল পবিত্র মুখের ওপর ভাবান্তরের রেখামাত্র পড়েনি, তখনই আমি জেনেছিলাম, এই বিশুদ্ধ ফুলটি এখনও অনিবেদিতই রয়ে গেছে।" রমার মুখে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল।

দীপালী সলজ্জস্বরে কহিল,"শ্যামাপদ ও-কথা আপনাকে কখন বলেছে, দিদি ?"

"আজ একটু আগে, বোন।" রমা কহিল।

দীপালী অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "আহা বেচারা !"

রমা সবিস্ময়ে কহিল, "তা'র মানে, দীপা ?"

দীপালী ম্লান স্বরে কহিল, হতভাগা এর জন্য অকথ্য পীড়ন ভোগ করবে, দিদি। আমি ভাবি, যদি তা'র স্বাভাবিক বুদ্ধি এতটুকু থাক্‌ত, তবে এমন ভুল সে করতে পারতো না। সে যদি বুঝতো, এ-বিবাহ তা'র জন্যও নয়, আমার জন্যও নয়, এই বিবাহ তা'র পিশাচ-পিতার স্বার্থপূরণের জন্য, সুতরাং কারুর মতামতে কিছু এসে-যাবে না, তা'হলে তা'র এই নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ না করাই ঠিক হ'তো নাকি, দিদি ?"

রমা ধীর স্বরে কহিল, "হয়-তো হ'ত, দীপা। কিন্তু পৃথিবীতে এত বিস্ময় আছে বোন, যে তা'র ক'টার খবর আমরা পাই ? শ্যামাপদ যদি ভেবে থাকে, তা'র সম্মতির জন্যই তোমার চোখের জল শুকোচ্ছে না, তখন অসম্মতি জানিয়ে তোমাকে এই যে সুখী করবার প্রচেষ্টা, তা মূর্খামি হ'তে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক, বোন। মানুষের হৃদয়ের কারবার হিসাব-বোধ রহিত। তা'ই সময়ে সময়ে আমরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হই। এরও প্রয়োজন আছে দীপা।"

দীপালী বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "এর প্রয়োজন না থাকাই বেচারীর পক্ষে শ্রেয় ছিল, দিদি।"

রমা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "তুমি ওই নির্বোধটাকে সত্যই ভালবাসো, দীপা ?"

দীপালী প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, না, না, দিদি। আপনি যে কি বল্লেন! হতভাগ্য, দুঃখী, স্নেহ-বঞ্চিত একটা অসহায়ের জন্য আমার মনে করুণা আছে, হয়-তো স্নেহও আছে, কিন্তু ও-সব কিছু নেই, দিদি। যদি তাই হ'ত, তা' হলে এত দুঃখের, এত চোখের জলের সমারোহ কি সম্ভব হত ?"

রমা হাসিতে লাগিল। কহিল, "নারীর মন এমনই বিস্ময়কর বস্তু যে, অন্য নারীকেও সময়ে সময়ে তা বিভ্রান্ত করে। নারী পরম শত্রুরও অমঙ্গল কামনা করতে পারে না। যা'র জন্য জীবন বিষময় হ'য়ে উঠেছে, তা'র জন্যও স্নেহের অপ্রতুলতা

pathagar.net

নেই। তোমার মনের পরিচয় পেয়ে, দীপা, আমার গর্বের আর অন্ত নেই। আমি আশীর্বাদ করি, তুমি সুখী হও, বোন।"

দীপালী সহসা গড় হইয়া রমাকে প্রণাম করিল। রমা তাহাকে বক্ষে ধরিয়া চুম্বন করিল। দীপালী ধীর স্বরে কহিল, "দাদা কবে আসবেন, দিদি?"

"কবে? যেদিন আমাদের তাঁকে না হ'লে আর চলবে না, সেই দিনই তিনি আসবেন, দীপা।" রমা দৃঢ় স্বরে কহিল।

দীপালী কহিল, "আপনি এসেছেন, তিনি জানেন?"

"এমন কিছু আমার নেই, দীপা, যা' তিনি জানেন না।" রমার মুখে অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা মূর্ত হইল।

(১৫)

সহসা একসঙ্গে প্রায় তিন শত কয়েদী অল্পদিনের জন্য আসিয়া জেলার ও জেল-সুপারকে বিব্রত করিয়া তুলিল। সুপার তখন জেলারকে আদেশ দিলেন, "যখন মাত্র দু সপ্তাহের জন্য এরা এসেছে, তখন পৃথক পৃথক ভাবে না রেখে, এদের একসঙ্গে রাখবার বন্দোবস্ত করুন।"

জেলার তাহাই করিলেন। একটি দীর্ঘ হলে দুই শত আশি জন কয়েদীকে রাখিবার বন্দোবস্ত হইল। ইহাতে জেল-কর্তৃপক্ষও দুর্ভাবনা হইতে মুক্ত হইলেন এবং মোহনের সহকর্মীগণও আনন্দিত হইল। তাহারা বিশ্রাম-অবসরে আপনাদের কর্মপন্থা বিনা ঝঞ্ঝাটে, বিনা বাধায় আলোচনা করিবার স্বাধীনতা পাইল।

যে দস্যুটি সেদিন তাহাদের সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিল, তাহার নাম বিশ্বনাথ ওরফে বিশু। বিশু ডাকাত সে সময় নাম ও বিশেষ কু-খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।

চতুর্থ জেল-প্রবাস রাত্রের সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে হলে প্রবেশ করাইয়া ওয়ার্ডারগণ ও প্রহরীগণ দ্বার চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার পর বিশু কহিল, "বিলাসবাবু, এদিকে এস।"

মোহনের অতি বিশ্বস্ত, অনুগত ভৃত্য বিলাস আদেশ পালন করিয়া কহিল, "আপনি কি বলছ?"

"আজ কর্তা তোমাকেও দেখেছে, না?" বিশু প্রশ্ন করিল।

বিলাস খুশি মনে মস্তক দোলাইয়া কহিল, "আলবত দেখেছে।"

"কিছু ইশারা করলেন?" বিশু কহিল।

বিলাসের মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; কহিল, "না। তবে কর্তা প্রথমে অবাক হয়ে চাইলেন, তারপর যেন একটু হাসলেন।"

বিশু খুশি হইয়া কহিল, "হেসেছেন? তা' হ'লে কর্তা আমাদের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পেরেছেন। যাক্, এদিকের ব্যাপারে এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।"

অন্যান্য কয়েকজন সহচর আগ্রহ ভরে শুনিতেছিল; একজন কহিল, "কি ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলুম?"

বিশু প্রশ্ন-কর্তার দিকে কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "এই সামান্য কথাটাও

pathagar.net

পারলি না ?"

দস্যু নির্বিকার স্বরে কহিল, "না।"

বিলাস গম্ভীর মুখে কহিল, "ওকে বুঝিয়ে দাও, বাবু।"

বিলাসের 'বাবু' সম্বোধনে বিশু অতিমাত্রায় প্রীত হইয়া কহিল, "এদিকের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম, মানে—কর্তা যদি আমাদের দেখে রাগ করতেন, তবে বোঝা যেত যে, আমাদের এই কাজ অর্থাৎ জেলে আসা, অর্থাৎ তাঁকে উদ্ধার করতে আসায় তিনি রাজী নন। আর কর্তা যদি রাজী না হন, তবে কা'র বাবার সাধ্যি আছে যে, তাঁকে এখান থেকে একটা পা'ও বাইরে নিয়ে যায় ?"

বিশুর বুদ্ধি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া উঠিল। অনেকের ইচ্ছা হইল, একবার জয়ধ্বনি দেয়, কিন্তু হঠাৎ জেল-প্রবাস চলিতেছে স্মরণ হওয়ার আগ্রহ দমন করিতে হইল।

বিলাস গম্ভীর মুখে কহিল, "কবে গাড়ী ছাড়া হবে ?"

বিশু কহিল, "আগে ঘোড়া আসুক।"

ইতিপূর্বে যে-দস্যুটি অর্থ বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, সে পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "গাড়ী আবার কি ?"

বিশু অস্ফুট গর্জন করিয়া কহিল, "এই গাধাটাকে কেন দলে নেওয়া হয়েছে ?"

কেহ কোন উত্তর দিল না। বিশু কোন উত্তরের প্রত্যাশাও করে নাই। সে পুনশ্চ নত স্বরে কহিল, "গাড়ী ছাড়া হবে মানে জেল ভেঙ্গে কর্তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।"

"আর ঘোড়া কি ?" পুনশ্চ দস্যুটি বুঝিবার অক্ষমতা প্রকাশ করিল।

বিশু ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "ঘোড়া হচ্ছে যে রিভলভার, এ কথাটাও আজ পর্যন্ত জানোনি ?"

বিলাস একবার তাচ্ছিল্য সহকারে দস্যুটির দিকে চাহিয়া বিশুকে প্রশ্ন করিল, "ঘোড়া পৌঁছে দেবার কবে দিন স্থির হ'য়েছে ?"

বিশু কহিল, "আগামী কাল।"

"কোন্ সময়ে ?"

"ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময়। আমাদের সেলে ঢোকাবার দশ মিনিট পূর্বে।" বিশু কহিল।

একজন দস্যু কহিল, "ঘোড়া এলেই-তো সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী ছাড়া হবে ?"

"নিশ্চয়ই, নইলে এতগুলো ঘোড়া কি আদৌ গোপনে রাখা যেতে পারবে ? পারবে না। আমি এখন ভাবছি, কাল সকালে তোমাদের আদেশ দেবো, কে কি পার্ট তখন অভিনয় করবে।" বিশু আদেশ দেওয়া স্বরে উচ্চারণ করিল।

বিলাস কহিল, "আচ্ছা কর্তা, এমন ভাবে আমাদের কিছু আদেশ না দিয়ে এখানে এলেন কেন ? আর যদিই-বা এলেন, তবে এমন চুপচাপ বসেই-বা আছেন কেন ? ওঁর গাড়ী ছাড়বার কোন পথই নেই !"

বিশু কহিল, "কর্তা কেন এটা করলেন, কেন ওটা করলেন না, এসব বিষয়

pathagar.net

আলোচনার অধিকারী আমরা নই, বিলাস। আমাদের যা কর্তব্য, তাই মনে-প্রাণে করি এস। আমাদের যে-ভয় ছিল, কর্তা আমাদের দেখে রাগ করবেন, কিন্তু তা' যখন করেন নি, তখন 'অশুভস্য শীঘ্রং' কোরে এখান থেকে বার হওয়া যাক চলো।"

এই প্রস্তাবে কাহারও দ্বিমত ছিল না। সকলেই বিশুর সহিত সম্মতি জানাইল।

বিশু স্বর নত করিয়া কহিল, "ওই তো ক'টা শিখ-চাচার দল! ভারী বন্দুক তোলবার আগেই কম্ম সাবাড় ক'রে দিয়ে চলে যাবো। আর ওই তালপাতার সেপাই ভোঁদড়গুলো (ওয়ার্ডার)—ওদের কানের কাছে একবার ফুক্ দিলেই মূর্ছা যাবে।" এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

একজন দস্যু কহিল, "এমন ক'রে চুপচাপ বসে থাকা আর যায় না। এমন ভাবে শান্ত হ'য়ে থাকতে কোন ভদ্রলোক কি পারে? হাতে-পায়ে বাত ধরে গেল, বাবা!"

বিলাস চিন্তা করিতেছিল, "কহিল, "কর্তা যদি বলে, আমার অনুমতি না নি[illegible] এলেন কেন?"

বিশু কহিল, "তোমার মত দুর্বুদ্ধি কর্তার নেই, বিলাস। এতদিন তাঁর চর[illegible] সেবা ক'রে কাটালে, আর তাঁকে চিনতে পারলে না! তিনি যদি রাগই করতে[illegible] তা' হ'লে আমাদের দেখে হাসতেন না!"

অন্য একজন দস্যু কহিল, "এখনই গাড়ী ছাড়া হোক না কেন?"

বিশু রাগিয়া গেল; কহিল, "ঘোড়া কোথায় বৃকোদর-পুত্র?"

"হুঁ! আমাদের আবার ঘোড়া! কর্তা হুকুম দিলে দশ আঙ্গুলের দশটা ন[illegible] দশটার মাথা ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারি। দেখবে তুমি?" এই বলিয়া এক ভীমক[illegible] দস্যু উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিশু বেগতিক দেখিয়া মিষ্ট স্বরে কহিল, "আহা! তা' কি আর আমি জা[illegible] নে! না, কর্তা জানে না, আমাদের বিলু কতো বড়ো বীর! কিন্তু তোমার মত তো আর আমি নই! তা' ছাড়া বুলেটও ফুলের ঘায়ের মত মনে হবে না বুঝেছ, বিলু?"

নির্বোধ বিলু যেমন সহসা অকারণে উত্তপ্ত হইয়াছিল, বিশুর উক্তির অ[illegible] বোধগম্য না হইলেও, তেমনি দ্রুতগতিতে শীতল হইয়া গেল। শুধু সে যে একজ[illegible] মস্ত বড়ো পালোয়ান এই ভাবটা মুখে ফুটাইয়া, সমষ্টিগতভাবে সকলের উপর দৃ[illegible] বুলাইয়া বসিয়া পড়িল ও তৎক্ষণাৎ শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে শেলের বাহির হইবার পূর্বেই বিশুর আদেশ জারি হইয়া গেল। সে হুকুম দিবে এবং সেই হুকুম নির্বিচারে পালন করিতে হইবে—ইহাই আদেশ। তাহার পর জেলের লাপসী আহার করিয়া, সকলে ওয়ার্ডার এবং প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া জেলের কর্মে শেল হইতে বাহির হইয়া গেল।

এদিকে মোহন তখন সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। মিঃ বেকারের বিশেষ অনুমতিতে তাহাকে একখানি বিশেষ সংবাদপত্র পাঠ করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

সে সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিল না। কারণ সে সময়ে তেম[illegible]

কোন মুখ-রোচক সংবাদের অভাবে সংবাদপত্র-পরিচালন যেন এক সমস্যা লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মোহন কাগজখানির চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইল। মোহন সাগ্রহে সংবাদটি এক নিঃশ্বাসে পাঠ করিয়া ফেলিল। তাহার মুখ-ভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে দ্বিতীয়বার সংবাদটি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

আমরা সংবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

একজন পত্র-প্রেরিকা লিখিয়াছেন ঃ—

রক্ষক যদি ভক্ষক হয় ?

"মহাশয় !

আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, কলিকাতার এক সর্বজন-বরেণ্য, মহাত্মা সদৃশ ধনী ব্যক্তি স্বর্গারোহণের পূর্বে তাঁহার অতুল বিষয়-সম্পত্তি এবং নগদ অর্থের সহিত ত্রয়োদশ বর্ষীয়া এক কুমারী বালিকাকে মৃতের একজন বন্ধুর অভিভাবকত্বে রাখিয়া, সেই মর্মে একটি উইল করিয়া গিয়াছেন।"

আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ উপরে লিখিত নিরীহ সংবাদটি পাঠ করিয়া এইমাত্র ভাবিতে পারিবেন যে, ইহাতে আর কি নূতনত্ব বা চিন্তা করিবার আছে ? কিন্তু এইটুকুই সব নহে। এইবার শুনুন। পত্র প্রেরিকা লিখিতেছেন ঃ—

"মৃত ধনীর নগদ অর্থের পরিমাণ এক কোটির মত। এই বিপুল অর্থের রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাহার হাতে পড়িয়াছে, তাহার অতীত ব্যবহার ও চরিত্র এরূপ মসিলিপ্ত যে, আমরা প্রথমে যখন এই উইলের কথা শুনিলাম, তখন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কারণ মৃত মহাত্মার এরূপ বহু বন্ধু-বান্ধব ছিলেন, যাঁহারা চরিত্রে, সততায় দেবতার মত। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাঁহাদের তিনি উপেক্ষা করিয়া অমন একজন ধূর্ত, চরিত্রহীন ব্যক্তির হস্তে এই কুবেরের সম্পদ এবং একমাত্র কন্যাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট এক দুর্বোধ্য হেঁয়ালি বিশেষ বলিয়া বোধ হইল।

"মৃত মহাত্মার কন্যার বর্তমান বয়স চৌদ্দ। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, ধূর্ত, অভিভাবক-রূপী পিশাচের বিকৃত-মস্তিষ্ক, নির্বোধ, মূর্খ, ভূতসদৃশ এক পুত্র আছে। সেই পুত্র-রূপী পাগলের সহিত এই শয়তান উক্ত বালিকার বিবাহ দিবার জন্য সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। আগামী মাসের ৮ তারিখে বিবাহ হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

"আমরা ইহা জানিয়াও কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছিলাম যে, দীন-দরিদ্র, অনাথ দুঃখীর বন্ধু মোহন (দস্যু মোহন নামে সমধিক পরিচিত) হতভাগিনী ধনী বালিকাকে পিশাচের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মনস্থ করে এবং উক্ত পিশাচরূপী অভিভাবকের সহিত সাক্ষাৎ করে। এইখানে সাধারণের বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা মোহন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া রাখি। ইহা সকলে অবগত আছেন যে, সম্প্রতি গভর্নর মহোদয় দস্যু মোহনকে ক্ষমা করিয়া তাহাকে নাগরিক শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছেন এবং তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে,

অতঃপর মোহন শান্ত, স্বাভাবিক জীবন যাপন করিবে—কোন প্রকার বেআই কার্য-কলাপে রত হইবে না। আমরা ইহাও জানি যে, শ্রীমতী রমাকে বিবাহ কা বার পর মোহন শান্তিময় জীবন-যাপনের অভিলাষ একাধিকবার ঘোষণা করি ছিল। সুতরাং 'দস্যু' নাম হইতে মুক্তি পাইবার পর সে স্বতঃই শান্ত ও আইন-স পথে চলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের এই বিশ্বাস, ঘটনায় সমর্থিত হয় যে, উক্ত অভিভাবকের নিকট গমন করিয়া মোহন আপন প্র পরিচয় দিয়া বলে যে, এই বিবাহ হইতে পারিবে না, কিছুতেই না। তাহা ধূর্ত এই বলিয়া সেদিন মোহনকে নিরস্ত করে যে, সে ভাবিয়া দেখিবে পরবর্তী তৃতীয় দিবসে তাহার অভিমত তাহাকে জানাইবে।

"ইতোমধ্যে ধূর্ত অভিভাবক পুলিসে সংবাদ দেয় যে, দস্যু মোহন তাহাকে দেখাইয়া অর্থ আদায়ের চেষ্টা করিতেছে। ইহার পর যে ঠিক কি ঘটে আ জানি না, কিন্তু সংবাদপত্রে দেখিতে পাই, ব্ল্যাকমেলিং চার্জে পুলিস মোহন গ্রেফতার করিয়াছেন।

"বর্তমানে মোহন হাজতে বিচারের প্রতীক্ষায় দিন-যাপন করিতেছে। ধূ অভিভাবক এই সুযোগে তাহার পাগল-পুত্রের সহিত কুবের-কন্যার বিবাহ-কা সমাধা করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম; শুনিতেছি, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে, অভিভাবকের পুত্র যে-কোন মেয়েকে বিবাহ করিতে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত।

"এই আমাদের নিবেদন। আপনার বহুল-প্রচারিত পত্রিকা মারফত সংবাদটি সাধারণের নিকট ঘোষণা করিতেছি। আমরা উক্ত অভিভাবকের নাম ঠিকানা এবং হতভাগিনী বালিকার নাম ও পিতার নাম লিখিতে বিরত হইল কারণ শীঘ্রই মামলার বিবরণ প্রকাশ কালে সংবাদপত্র মারফত তাহা পাঠকে জানিতে পারিবেন।

"আমরা হতাশ হইয়া ভাবিতেছি, রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, তবে বিধাতাও ব রক্ষা করিতে পারেন না। ইতি—
অনেকা গ-

মোহন লেখিকার ছদ্ম-নামটির দিকে অনন্যমনা হইয়া চাহিয়া রহিল। ধী ধীরে তাহার মুখ চিন্তা-রেখা-শূন্য হইয়া আলোকিত হইয়া উঠিল। সে অস্ফ কণ্ঠে আপনাকে আপনি কহিল, "এইবার বুঝেছি, এমন নিপুণ ভাবে, এমন বি বিবরণ কে লিখতে পারে! আমার রানী! রানী! রানী!"

মোহনের দু'টি চক্ষু আবেশে মুদিত হইয়া আসিল। সে সংবাদ-পত্রখানি ব চাপিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময়ে তাহার কর্ণে একটি পরিচিত স্বর প্রবে করিল, "মোহন!"

(১৩)

মোহন ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, মিঃ বেকার তাহার মুখের দিে চাহিয়া হাসিতেছেন।

মোহন দ্রুত হস্তে সংবাদপত্রটি মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া হাস্য মুখে কহিল, "এস, এস বন্ধু! সুপ্রভাত!"

ডিটেকটিভ চীফ অফিসার মিঃ বেকার ক্ষুদ্র শেলটির ভিতর প্রবেশ করিয়া টুলটার উপর উপবেশন করিলেন।

মিঃ বেকার কহিলেন, "আমি তোমার একটু পরামর্শ নেবার জন্য এলুম, মোহন।"

অকৃত্রিম বিস্ময়ে মোহনের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; সে যেন নিজের শ্রবণ-শক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। সে কহিল, "আর একবার বল, বল, বেকার?"

মিঃ বেকার মোহনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া মৃদু হাসিলেন। হাসি যেমন করুণ তেমনি উদাস। তাহা দেখিয়া মোহন বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "কি হ'য়েছে, সত্যি ক'রে বল তো, বন্ধু?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "বলবার জন্যই এসেছি, মোহন। আমি তোমাকে অনেক বিষয়ে শ্রদ্ধা করি। আর একমাত্র এই কারণেই তোমাকে বন্ধু বলে পরিচয় দিতেও গর্ব বোধ হয়।"

মোহন উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতে লাগিল। সে কহিল, "আরে, তুমি এ-সব কি বলছ বন্ধু বেকার? আমি কি জানি না, আমাদের বেকারের মত এমন জ্ঞানী, গুণী, উপযুক্ত অফিসার ভারতে আর দ্বিতীয় নেই? তুমি যে আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেছ, একটা দস্যুকে যে এতখানি সম্মান দিয়েছ, তা' যে তোমার মহৎ মনের পরিচয় তা'ও কি আমি বুঝি না, বন্ধু? কিন্তু কথা তা' নয়, আমি শুনতে চাই তুমি কি আজ অসুস্থ, না আমার কোন কাজ জটিল হ'য়ে তোমার মনে বেজেছে?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "তুমি যদি আমাকে মুখ খুলতে না দাও, তা' হ'লে কি ক'রে বলি, বলো দেখি?"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "উত্তম। আমি এইবার মুখ বন্ধ করলাম। এখন বল।"

মিঃ বেকার তাঁহার হাতের মোটা ফাইলটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সিগার-কেস বাহির করিয়া একটি মোহনকে দিলেন ও একটি নিজে ধরাইলেন। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "গত ছয় মাস যাবৎ কলকাতায় এবং কলকাতার উপকণ্ঠে কয়েকটা বড়ো বড়ো ডাকাতি হ'য়ে গেছে। পুলিস বহু চেষ্টা ক'রে ডাকাতদের অনুসন্ধান করতে পারে নি। শেষে এই অনুসন্ধানের ভার আমার ওপর পড়ে। আমি অনুসন্ধান করেই দেখি যে..."

সহসা মোহন বাধা দিয়া কহিল, "দেখলে যে, মোহন এর মধ্যে আছে। কেমন?"

মিঃ বেকারের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "তুমি যদি শুনতে না-চাও, তবে অগত্যা আমাকে যেতে হয়। তুমি যদি এর মধ্যে থাকতে, তবে আমার কাজ এমন ভয়ঙ্কর ভাবে জটিল হ'তে দিতাম না।"

"কি করতে?" মোহন সহাস্যে প্রশ্ন করিল।

pathagar.net

"সেরেফ জবাব দিতাম যে, যা' গেছে, তা' আর ফিরবে না, আর যে নিয়েছে তা'কেও পাওয়া যাবে না।" এই বলিয়া মিঃ বেকার ও তাঁহার সহিত মোহন উভয়েই হাসিতে লাগিলেন। মিঃ বেকার পুনশ্চ কহিলেন, "এখন শোনো। আমি প্রথমেই বলেছি, একটা ডাকাতের দল এই সব কাজ ক'রে বেড়াচ্ছে। এরা যেখানেই ডাকাতি করেছে, সেখানেই ঠিক হুবহু একই পন্থায় কাজ সেরেছে, কিন্তু মজা এই যে তা'দের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে না।"

"অর্থাৎ ? মোহন প্রশ্ন করিল।

"অর্থাৎ তারা যে এ-কাজ করেছে, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। কে-কে করেছে, কে-কে দলে ছিল তা'দের নামও আমরা জানি এবং চিনি। কিন্তু দলবদ্ধ হ'য়ে কিছু করতে হ'লে পূর্বাহ্ণে কত মিটিং, কত পরামর্শের প্রয়োজন হয়। তা' ছাড়া কোথায় ডাকাতি করা করা হবে, কে কে যোগ দেবে, কোথায় সব সমবেত হবে ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জন্য পরস্পরে বহু দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় নাকি ?"

মোহন কহিল, "নিশ্চয়ই হয়। এক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই হ'য়েছে।"

"না, হয় নি।" মিঃ বেকার দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "কারণ আজ পর্যন্ত প্রায় ছয় জায়গায় তারা ডাকাতি করেছে। প্রথম কেসের পরই পুলিস তাদের নামধাম জানতে পারে। তাদের গ্রেফতারও করে। কিন্তু বামাল কিংবা কোন প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় নি। ফলে বিচারক কেস ডিসমিস্ ক'রে ডাকাত দলকে মুক্তি দেন।"

"ভারী মজা তো! তারপর!" মোহন একাগ্র হইয়া উঠিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, "তারই অব্যবহিত পরে দ্বিতীয় ডাকাতি হয় দমদম ক্যান্টনমেণ্টে। মস্ত বড়ো ধনী বাঙালীর বাড়ীতে। সেবারেও আমরা যে-সব প্রমাণ সংগ্রহ করি, তা'তে ঐ দলের লোকেরাই যে সেবারও করেছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হই। কিন্তু ওই-তো বলেছি, কোন প্রমাণ সেবারেও পাওয়া গেল না। ফলে সেবারেও মকদ্দমা দাঁড়ালো না। কিন্তু বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কড়া মন্তব্যে কমিশনার সাহেব পুলিসের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে, আমার ওপর ভারার্পণ করেন।"

"উপযুক্ত কাজই করেছেন তিনি।" মোহন মন্তব্য প্রকাশ করিল।

"তারপর আমি প্রত্যেকটি সন্দেহজনক ডাকাতের ওপর চারজন ক'রে স্পাই নিয়োগ করি। এমন ভাবে নিয়োগ করি, যা'তে ২৪ ঘণ্টা প্রত্যেককে নজরে রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু প্রতিদিন প্রত্যেকের রিপোর্ট আসতে থাকে, তারা কেউ অপরের সঙ্গে দেখা করে নি, কোন পত্র লেখে নি। টেলিফোন অফিসেও আমি ডিটেকটিভ রাখি। তা'দের নম্বরের কল্ এলেই ট্যাপ ক'রে শোনে। কিন্তু তার মধ্যে একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা ছাড়া আর কোন কিছুই করেনি।"

মোহন কহিল, "ডাক্তারের সম্বন্ধে অনুসন্ধান হয়েছে ?"

"হয়েছে। কোন কিছুতে ফাঁক নেই। পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে তারা প্রত্যেকে ঘর থেকে ক্বচিৎ বার হ'য়েছে। যা'রা হয়েছে, হয় তারা বাজার করতে গেছে, নয়

তারা কোন আত্মীয়কে দেখতে গেছে। এই ভাবে এক সপ্তাহ চলার পরই কাঁটাপুকুরে এক বিরাট ডাকাতি হয়। সেই ডাকাতিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদে ও গহনায় ডাকাতেরা নিয়ে যায়।"

"সেদিন রাত্রে ডাকাতেরা বাড়ীতে অনুপস্থিত ছিল?" মোহন প্রশ্ন করিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, "হাঁ ছিল। সেইটুকুতেই তা'দের জড়িত করা যায়। কিন্তু বিশেষত্ব এই ছিল যে, প্রত্যেক ডাকাতই আমাদের স্পাইকে কোন না কোন চাতুরিতে এড়িয়ে বার হ'য়ে যায়।"

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "প্রত্যেকেই?"

"হাঁ, প্রত্যেকেই!" মিঃ বেকার বলিতে লাগিলেন, "তারপর ডাকাতি হ'য়ে যায়। পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি লুট হয়, কিন্তু তাদের বাড়ী সার্চ ক'রে একটা টাকা মূল্যেরও অপহৃত বস্তু পাওয়া যায় না!"

"তারপর?" মোহন প্রশ্ন করিল।

"তারপর দু' সপ্তাহ কেটে যায়। আবার পূর্বের মত তা'রা নিরীহ ও নির্জ্জন জীবন যাপন করতে থাকে। ক্বচিৎ বাড়ীর বা'র হয়, তাও তদধিক নিরীহ কোন কাজের জন্য। আমাদের গুপ্তচরেরা ঘণ্টা ধ'রে তা'দের ওপর শকুন-দৃষ্টি পেতে বসে থাকে। কিন্তু কোন কিছু আবিষ্কার করা দূরে থাক, তাদের নিজেদের সন্দেহ জাগে যে, সত্যই তা'রা ঠিক স্থানে কাজ করছে কিনা! অবশেষে ঠিক দু' সপ্তাহ পরে কলকাতায় শ্যামবাজারে দত্তদের বাড়ীতে এক লোমহর্ষণ ডাকাতি ও সঙ্গে সঙ্গে খুন হ'য়ে যায়।"

"সেদিন রাত্রিতেও তারা অনুপস্থিত ছিল?" মোহন প্রশ্ন করিল।

"হাঁ, বাড়ীতে অনুপস্থিত ছিল।" মিঃ বেকার কহিলেন, "কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তা'রা কোন এক সূত্রে ডাকাতির জন্য সমবেত হবার স্থান ও সময় জ্ঞাত হ'য়ে প্রস্তুত হয়ে যায়।"

মোহন কহিল, "এমনও-তো হ'তে পারে, বাইরে থেকে কোন লোক মারফত তা'দের কাছে সংবাদ পাঠানো হ'য়ে থাকে।"

মিঃ বেকার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "না, মোহন, না। যাঁদের কথা বল্‌ছি আমি, তারা কেউই সংসারী ব্যক্তি নয়। একজনও বাইরের লোক তা'দের কাছে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একবারও যায় নি। অবশ্য দু'-একবার দু'একজনে ডাক্তারের বাসায় গিয়েছিল।"

মোহন কহিল, "তাদের সময় কাটে কি ক'রে?"

"সে-ও তেমনি বিস্ময়কর কাহিনী। প্রত্যেকেই নিজে রেঁধে খায়। তাও আবারও এক বেলার রান্না দু' বেলা খায়। তারপর হয় মাদল বাজিয়ে, নয় ত' হারমোনিয়ম টিপে, নয় তবলায় চাঁটি মেরে গান গেয়ে সময় কাটিয়ে দেয়। তাদের প্রত্যেকেরই গান-বাজনায় ঝোঁক আছে। হাঁ, আর একটা বিষয়ে তাদের অদ্ভুত সমতা দেখা যায়।"

মিঃ বেকার সহসা নীরব হইলেন। মোহন কহিল, "কোন্ বিষয়ে?"

pathagar.net

"তা'রা সকলেই সংবাদপত্র পাঠ করে। এটা যেন তাদের নেশায় দাঁড়িয়েছে। প্রতি প্রভাতে হকার এসে তাদের 'বাঙলার ডাক্' সংবাদপত্র দিয়ে যায়। এই বিলাসটুকু তা'দের প্রত্যেকেরই আছে।" মিঃ বেকার মৃদু হাসিয়া কহিলেন।

মোহন কহিল, "ওই হকারদের সম্বন্ধে নিশ্চয় অনুসন্ধান করেছ ?"

মিঃ বেকার হাসিয়া কহিলেন, "মিছে অবান্তর প্রশ্ন তুমি করছ, মোহন। আমি যখন তাদের কাছে হার মেনে এই ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করতে বাধ্য হয়েছি, লজ্জিত হইনি, তখন তুমি ধরে নিতে পারো আপাতঃ দৃষ্টিতে যা' সন্দেহজনক, বিচারকের দৃষ্টিতে তা'র সব কিছুই তন্ন তন্ন ভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে। এখন আমি এইটুকু বল্‌তে চাই, আমি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হ'য়েছি যে, তারা বাইরের কোন সংস্রবে যায় না বা বাইরের কোনও সংস্রব তা'দের কাছে আসে না। সুতরাং একমাত্র এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, হয় তারা অন্তর্যামী নয় তারা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা।"

মোহন কহিল, "এই জন্যই তুমি ঘন ঘন মফস্বলে যাও, বেকার ?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "হাঁ এবং এই জন্যই তোমার অদৃষ্টে এই দুর্ভোগটুকু মিঃ মিলারের হাতে ঘটবার সুযোগ পেয়েছে, নইলে······"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "নইলে কি হ'ত ?"

"নইলে তোমাকে গ্রেফতার করবার আদৌ প্রয়োজন হ'ত না। কিন্তু তোমার কথা যাক, মোহন। এখন আমার রিপোর্ট তো তুমি শুন্‌লে। এক্ষেত্রে আমাকে কি পরামর্শ দিতে পারো তুমি ?"

মোহন সন্ত্রস্ত ভাব দেখাইয়া কহিল, "তোমাকে পরামর্শ দেব তেমন ধৃষ্টতা আমি রাখি না, বেকার।"

"আঃ মোহন! এ-সময়ে ওসব বাজে কথা রাখো তুমি। আমি তো তোমার কাছে স্বীকার করেছি, তোমাকে আমি অনেক বিষয়ে শ্রদ্ধা করি। সত্যই তোমার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির কাছে আমাদের বার বার পরাভব ঘটেছে। সত্য কথা বল্‌তে কি, আজও তুমি অপরাজেয় হয়ে আছো।" মিঃ বেকার সশ্রদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন।

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "অপরাজেয় হয়ে গেছি, না এমন লজ্জাজনক পরাজয় আমার জীবনে কখনও হয়নি ? নইলে মিঃ মিলারের মত তরুণী মুখ অফিসার আমাকে গ্রেফতার করেন, না করালীচরণের মত একটা ছিঁচকে চোরের জালে আমি জড়িয়ে পড়ি ? না বেকার, না। তুমি যতটা আমাকে স্নেহের চোখে দেখ, তা'র অর্ধেকও যদি অফিসারের দৃষ্টিতে দেখো, তা' হ'লেই আমার অপদার্থতা সম্যক ভাবে বুঝতে পারবে।"

মিঃ বেকার হতাশ স্বরে কহিলেন, "তুমি ক্রমশঃ বাক্যবাগীশ হ'য়ে উঠছ, মোহন। বাঙালীর বিশেষত্ব যাবে কোথায় !"

মোহন কৃত্রিম কুপিত স্বরে কহিল, "কি বল্‌লে, বন্ধু ? বাঙালীর বিশেষত্ব। কিন্তু তুমি কোন্ সাহসে এত বড়ো কথা আমার সামনে উচ্চারণ করলে, বল দেখি ? একমাত্র বাঙালীদের জনাই, নইলে তোমাদের ভাবনার কি ছিল ? নাকের সরষের তেল কখনও মোছবার প্রয়োজন হত কি ? তা' ছাড়া যে মুহূর্তে একজন

বাঙালীর কাছে নিজের হীনতা স্বীকার ক'রে……"

বাধা দিয়া মিঃ বেকার কহিলেন, "আঃ মোহন, তুমি থাম। কেন তুমি বুঝছ না, তুমি নিজেই যে বিষয়ের প্রমাণ দিচ্ছ, তাতেই আমার মন্তব্য দৃঢ় ভাবে সমর্থিত হচ্ছে। এখন শোনো, তুমি এই কেসটা একটু ভেবে দেখবে ?"

মোহন ভীত স্বরে কহিল, "ওরে বাবা। তুমি-তো জানো বন্ধু, ভাবনা-চিন্তার আমি ধার ধারি না। আমি যা করি, যা বলি, তা আমার বর্তমানেরই চিন্তা, এক তিলও অতীতের উচ্ছিষ্ট নয়।"

"তার অর্থ ?" মিঃ বেকার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন।

মোহন কহিল, "তার অর্থ এই যে, কোন কিছু আগে থেকে ভেবে নিয়ে বর্তমানের সঙ্গে কারবার করি না। আমার যা কিছু বলা-কওয়া, তা'র প্রতিটি শব্দ বর্তমানের গর্ত থেকে উদ্ভূত।"

"বেশ, তা' হ'লে এখনি বলো, তুমি কোন্ সমাধানে উপস্থিত হয়েছ ?" মিঃ বেকার সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন।

মোহন হাসিয়া কহিল, "আমার সমাধান হ'য়ে গেছে।"

"হ'য়ে গেছে ?" মিঃ বেকার উত্তেজিত ভাবে চেয়ার ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন; পুনশ্চ কহিলেন, "হয়ে গেছে, মোহন ?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "উত্তেজিত হয়ো না, বন্ধু। যদিও আমার সমাধান হ'য়ে গেছে, তা' হ'লেও যদি তুমি হাতে-কলমে প্রমাণ চাও, আমি দিশেহারা হ'য়ে উঠব। তার চেয়ে একটা কাজ করতে পারবে ?"

"কি বলো ?" মিঃ বেকার সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন।

মোহন সহজ স্বরে কহিল, "গত ছয় মাসের 'বাঙলার ডাক' কাগজখানার ফাইলগুলো ওদের অফিস থেকে এক দিনের জন্য ধার নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিতে পারো ?"

মিঃ বেকার হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "কি হবে ?"

"যা' হবে, তা পরে শুনো। এখন তোমাকে এইটুকু জানিয়ে রাখছি যে, আমার সমাধান হ'য়ে গেছে।" মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, "ছয় মাসের রেকর্ড-তো এক মস্ত বোঝা হবে ? অত কাগজ এখানে থাকবেই-বা কোথায়, তা' ছাড়া তুমি করবেই বা কী ?"

মোহন চিন্তিত স্বরে কহিল, "তার পরিবর্তে…"

মিঃ বেকার কহিলেন, "একান্তই প্রয়োজন, মোহন ?"

"তুমি কি ভাব বন্ধু, মোহন অপ্রয়োজনীয় কথা বলে ?" মোহন কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিল।

"আচ্ছা একটু অপেক্ষা করো। আমি জেল-সুপারকে বলে আসি। তোমাকে নিয়েই আমি 'বাঙলার ডাক' অফিসে যাবো।" এই বলিয়া মিঃ বেকার দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

মোহন শিস্ দিয়া ক্ষুদ্র সেলটির ভিতর পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল।

pathagar.net

(১৭)

অনতিবিলম্বে মিঃ বেকার জেল-সুপার ও জেলারের সহিত প্রত্যাবর্তন করিলেন। জেলার সেলের প্রহরীকে মুক্তি দিবার আদেশ দিলেন। মিঃ বেকার উৎফুল্ল স্বরে আহ্বান করিলেন, "এস, মোহন।"

মোহন বিচারাধীন বন্দী থাকায়, তাহাকে স্বাভাবিক পোশাকে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। মোহন বেকারের আহ্বানে সেলের বাহিরে আসিয়া পর্যায়ক্রমে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, "এস।" এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন।

সুপার ব্যস্ত ভাবে মিঃ বেকারকে নত স্বরে কহিলেন, "উপযুক্ত পাহারার অধীনে নিয়ে যাওয়া কর্তব্য, মিঃ বেকার।"

মিঃ বেকারের দু'টি ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "আমারই আদেশে এবং আমারই দায়িত্বে যখন বন্দী চলেছে, তখন আপনার অস্বাভাবিক আগ্রহ এবং অযাচিত উপদেশ একান্ত অর্থহীন।" মোহনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এস, মোহন।"

মোহন একবার শূন্য সেলটির দিকে চাহিয়া, হাস্য মুখে মিঃ বেকারের সহিত গমন করিতে লাগিল।

জেল-ফটকের নিকট ভিতরের পথটি কয়েকজন কয়েদী একজন ওয়ার্ডারের অধীনে মেরামত করিতেছিল। কয়েদীদের ভিতর কয়েক জন মোহনের অনুগামী ছিল। মোহনের দৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হইলে, সে তাহাদের শুনাইয়া মিঃ বেকারকে কহিল, "ফিরতে আমাদের কত দেরি হবে, বেকার?"

মিঃ বেকার প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি সহসা সেখানে দাঁড়াইয়া কয়েদী দিগের আগ্রহ ভরা মুখ-ভাব দেখিয়া, মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "এক ঘণ্টার বেশি না-হওয়াই উচিত। তোমাকে আমি ৯০ মিনিটের মধ্যে এখানে ফিরিয়ে আনব, মোহন।"

মোহন হাসিয়া কহিল, "ধন্যবাদ! তা' হ'লেই হবে।"

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বেকার কহিলেন, "সহচর নাকি?"

"তোমার কি মনে হয়, বন্ধু?" মোহন প্রশ্ন করিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, "আমাদের অনেক কিছুই মনে করতে হয় মোহন। সব কিছুই কি প্রকাশ ক'রে বলা চলে?"

ভীষণ শব্দে জেল-ফটক খুলিয়া গেল। মিঃ বেকারের সুবৃহৎ মোটরখানি মোহনকে লইয়া জেল-জীবনের বাহিরে মুক্ত ও স্বাধীন আকাশ-তলে ছুটিয়া বাহির হইল।

মিঃ বেকার নীরবে বসিয়াছিলেন। তিনি যে ভয়ানক দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়াছেন, তাহা পালনে অসমর্থ হইলে, তাঁহার কৈফিয়ত দিবার কিছুই থাকিবে না। তিনি প্রাণ গেলেও বলিতে পারিবেন না যে, তাঁহার অক্ষমতার দরুন মোহন তাহাকে সাহায্য করিতে সক্ষম হওয়ায়, তিনি তাহাকে বাহিরে আনিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও শত গুণে শ্রেয়।

pathagar.net

সহসা মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "ভয় হচ্ছে, মিঃ বেকার ?"

প্রত্যুত্তরে মিঃ বেকার মৃদু হাসিলেন। মোহন পুনশ্চ কহিল, "আমি কি ভাবছি জান ? আমি ভাবছি, আমার দুর্দম মনের এতখানি অধঃপতন হ'ল কি করে। কিছুতেই যেন আর কোন উৎসাহ নেই, উদ্যম নেই, আগ্রহ নেই। আমি যেন সে মোহন আর নেই। আজ মিঃ বেকার আমাকে বিনা পাহারায়, এমন কি একটা রিভলভার পর্যন্ত সঙ্গে না নিয়ে, পথে বার করতে ভীত হয় না।"

মিঃ বেকার বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমার সঙ্গে রিভলভার নেই, তোমাকে কে বল্‌লে ?"

মোহন হাসিল। কহিল, "কে বল্‌লে ? বলছ তুমি, বলছে তোমার সারা অঙ্গ। যে-মুহূর্তে পকেটে হাত ভরে দেখলে যে রিভলভার নেই, সেই মুহূর্তে তোমার মুখ ভয়ে রক্ত শূন্য হ'য়ে গেল। মোহনের অনেক কিছু অবনতি ঘটেছে, তা' ঠিক, কিন্তু তা'র পর্যবেক্ষণ-শক্তি এতটুকুও হ্রাস পায় নি, বেকার।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "তুমি কি পালাবার মতলব ভাঁজছ ?"

মোহন সশব্দে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে মিঃ বেকারের পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া কহিল, "ভয় নেই বন্ধু, ভয় নেই। আমি তোমাকে বিপদে ফেল্‌ব না। আমাদের চাণক্য পণ্ডিত একটা ভারি জুৎসই শ্লোক লিখে গেছেন। আচ্ছা, অপেক্ষা করো বলছি।" এই বলিয়া মোহন শ্লোকটি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মিঃ বেকার মৃদু রহস্যময় হাসি হাসিয়া কহিলেন, "রাজদ্বারে শ্মশানে চ— ইত্যাদি শ্লোকটিকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলে, না মোহন ?"

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "তুমি সত্যিই এক অদ্ভুত বিস্ময়, বন্ধু। তাই-না আমি সকলকে বলি, আমাদের বেকারের মত পণ্ডিত, জ্ঞানী……"

প্রবল ভাবে বাধা দিয়া মিঃ বেকার কহিলেন, "দোহাই তোমার। তোমার ওই বলাটা একটু থামাও, মোহন।"

এমন সময়ে মোটর 'বাঙলার ডাক' সংবাদপত্রের অফিসে প্রবেশ করিয়া থামিয়া গেল।

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "এ-যে বিরাট ব্যাপার, বেকার।"

মিঃ বেকার নত স্বরে কহিলেন, "তুমিই এদের এতখানি উন্নতির মূলে, মোহন।"

"আমি ?" মোহনের দুটি ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"হাঁ তুমি। তোমার বিবৃতি, তোমার পত্র এদেরই সর্বপ্রথম প্রকাশ করবার অধিকার দিয়েছ তুমি।" এই বলিয়া তিনি একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "নেমে এস।"

মিঃ বেকারের পশ্চাতে মোহন সংবাদপত্রের অফিসে প্রবেশ করিলে, একজন কেরানী তাঁহাদের প্রয়োজন জানিতে চাহিলেন। মিঃ বেকার কহিলেন, "ম্যানেজারের ঘরে নিয়ে চলুন।"

কেরানী সমাদর দেখাইয়া তাঁহাদিগকে ম্যানেজারের কক্ষের সম্মুখে ওয়েটিং-রুমে বসাইয়া, ম্যানেজারকে সংবাদ দিলেন।

pathagar.net

ম্যানেজার ব্যস্ত ছিলেন। তিনি হাতের কাজটুকু সারিয়া তাঁহাদের আহ্বান করিলেন।

মিঃ বেকার আপন পরিচয় দিয়া কহিলেন, "আপনাদের গত ছয় মাসের কাগজের ফাইলগুলো যদি আমার এই বন্ধুকে দেখতে দেন, তা' হলে বড়ই বাধিত হবো। অবশ্য আপনাদের চার্জ আমি পুরা মাত্রাতেই দেবো।"

ম্যানেজার কহিলেন, "অফিসে ফাইল দেখে গেলে কোন চার্জ দিতে হয় না, মিঃ বেকার। তা' ছাড়া আপনার জন্য আমাদের সকল দ্বারই মুক্ত আছে। আপনারা দয়া করে এখানেই একটু অপেক্ষা করুন, আমি আবশ্যকীয় ফাইলগুলো আনবার আদেশ দিচ্ছি।"

মিঃ বেকার ও মোহন উপবেশন করিলেন। ম্যানেজার যথাস্থানে যথোপযুক্ত আদেশ পাঠাইয়া মিঃ বেকারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। অবশ্য সেজন্য আপনি আমাকে মার্জনা করবেন, মিঃ বেকার।"

মিঃ বেকার মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোহনের কথা-তো? জিজ্ঞাসা করুন।"

ম্যানেজার সশ্রদ্ধ স্বরে কহিলেন, "আমাদের কাগজে গত পরশু তারিখে এক-খানা পত্র বার হয়েছে দেখেছেন?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "দেখেছি। কিন্তু দুঃখিত হওয়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই।"

ম্যানেজার বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "এত বড়ো একটা শয়তানের শাস্তি হবে না? সে একটি কিশোরী মেয়ের জীবন চিরতরে নষ্ট করে দেবে, আপনারা নির্বিকার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবেন, কোন প্রতিকার করতে পারবেন না?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "যে-অপরাধ আইনানুমোদিত নয়, সে অপরাধের জন্য আমরা কি করতে পারি, স্যার?"

ম্যানেজার সশ্রদ্ধ নত কণ্ঠে কহিলেন, "এই জন্যই মোহনের আমাদের এত বেশি প্রয়োজন।" এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "মোহনের কেস সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি, মিঃ বেকার?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "যে ব্যাপার বিচারাধীন, সে ব্যাপার সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করতে পারি না।"

ম্যানেজার উত্যক্ত স্বরে কহিলেন, "কিন্তু সত্যই কি আপনি ব্ল্যাকমেলিং চার্জের কথা বিশ্বাস করেন?"

মিঃ বেকার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু আসে যায় না, স্যার। সব কিছু নির্ভর করবে ফরিয়াদীর সাক্ষ্য-প্রমাণে উপর।"

এমন সময়ে কয়েকজন বেয়ারা ছয় মাসের ফাইল উপস্থিত করিল। মোহন বিনাবাক্যে আপন কার্যে নিযুক্ত হইয়া গেল।

মোহনের মুখের দিকে, অতি সুশ্রী অবয়বের দিকে ম্যানেজার বার বার দৃষ্টি-পাত করিতেছেন দেখিয়া, মিঃ বেকার সহাস্যে কহিলেন, "আপনার ধারণা ভুল

pathagar.net

রছে। আমার এই বন্ধু মোহন নন!"

মোহন বিস্মিত হইয়া মিঃ বেকারের মুখের দিকে একবার চাহিয়া, পুনশ্চ কার্যে লিপ্ত হইয়া গেল।

ম্যানেজার সলজ্জ কণ্ঠে কহিলেন, "আমাদের দুর্ভাগ্য যে অমন একজন বিরাট পুরুষের সঙ্গে আমাদের চাক্ষুস পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটল না। আজ-তো একথা আর গোপন নেই যে, আমাদের যা-কিছু উন্নতি, একমাত্র তাঁর অনুগ্রহেই।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "না, তা নেই।"

অন্য দিকে মোহন মাসের পর মাস সংবাদপত্র উল্টাইয়া যাইতেছিল এবং একটি কাগজে মাঝে মাঝে কিছু নোট করিতেছিল। ক্রমশঃ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। মিঃ বেকার উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন আর কত দেরি, বন্ধু?"

মোহন কহিল, "এখনও পূর্ণ একটি ঘণ্টা, বন্ধু। ও, বুঝেছি। তোমার লাঞ্চের সময় হয়েছে।" এই বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তিত হইয়া কহিল, "তুমি তা সেরে আসতে পারো না, না?"

মিঃ বেকার লজ্জিত স্বরে কহিলেন, "একদিন একটু দেরি হ'লে কিছু হবে না, তুমি কাজ সেরে নাও।"

মোহন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "ও তা'ও বটে। আমি যে রয়েছি!"

মিঃ বেকার লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আমারই ভুল, বন্ধু। কারণ আমি জানি, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান। কারণ তার পরীক্ষা ইতিপূর্বে সুনিশ্চিত ভাবে হ'য়ে গেছে। উত্তম! আমি তোমার নির্দেশই মাথায় তুলে নিলাম, বন্ধু। আমি ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যেই লাঞ্চ সেরে ফিরে আসব।" এই বলিয়া তিনি মোহন কিছু বলিবার পূর্বেই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

মোহন মৃদু হাস্য মুখে চাহিয়া রহিল; পরে আপন কাজে মনোনিবেশ করিল।

'বাঙলার ডাক' সংবাদপত্রের ম্যানেজার মিঃ বেকার বা মোহনের কথাবার্তা কিছু বুঝিতে না পারিলেও, সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি লাঞ্চ করবেন না, স্যার।"

কথাবার্তা ইংরাজীতে চলিতেছিল। মোহন বুঝিল, ম্যানেজার তাহাকেও ইউরোপিয়ান ভাবিয়া সন্দেহ করিয়াছে। সে মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমি বাঙালী। আমাদের ঘড়ি ধরে খাওয়া অভ্যেস নেই।"

"সর্বনাশ! আপনি বাঙালী?" এই বলিয়া ম্যানেজার পরম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "বাঙালী যে এমন বর্ণের হ'তে পারে, আমার সে-অভিজ্ঞতা ছিল না, আর আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য কি লাভ করতে পারি?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমি বেকারের বন্ধুস্থানীয় কোন ব্যক্তি।"

ম্যানেজার হাসিয়া কহিলেন, "তা'তো তাঁর মুখেই শুনেছি। কিন্তু আপনার পরিচয়-তো তা' নয়!"

মোহন হাসিয়া কহিল, "আমার পরিচয় পেলেও আপনি বিশেষ সুখী হতে পারবেন না। তা ছাড়া আমি একটু ব্যস্ত রয়েছি। দয়া করে কিছু সময় যদি

অপেক্ষা করেন, তবে আমার পরিচয় দেবার চেষ্টা করতে পারি।"

ম্যানেজার লজ্জিত স্বরে কহিলেন, "আপনার কাজের ব্যাঘাত ঘটালাম, আমাকে মার্জনা করুন।"

মোহন একবার মৃদু হাসি মুখে চাহিয়া আপন কাজের মধ্যে ডুবিয়া গেল। ম্যানেজার সকল কাজ ভুলিয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে ৪৫ মিনিট অতিক্রম করিয়া গেল। মোহনের যাহা জানিবার, যাহা অনুসন্ধান করিবার, তাহা শেষ হইয়া গেলে, সে যেমন ম্যানেজারের দিকে ফিরিয়া কিছু বলিতে যাইবে, এই সময়ে এক অঘটন ঘটিল। রিটায়ার্ড অফিসার মিঃ স্যানিয়েল কোন কাজের জন্য ম্যানেজারের কক্ষে আগমন করিলেন। ম্যানেজার তাঁহাকে বিশেষ সমাদরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "মিঃ বেকার এসেছিলেন। লাঞ্চ করতে গেছেন, এখনি আবার ফিরে আসবেন।"

"মিঃ বেকার?" আনন্দিত কণ্ঠে মিঃ স্যানিয়েল কহিলেন এবং মোহনের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই অভ্যাসমত সকল আগ্রহ তাহার উপর কেন্দ্রীভূত হইল; তিনি বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "এ কি, মোহন! তুমি এখানে?"

"হ্যালো, মিঃ স্যানিয়েল।" এই বলিয়া মোহন সাগ্রহে ও সানন্দে মিঃ স্যানিয়েলের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া করমর্দন করিতে করিতে পুনশ্চ কহিল, "আমি আপনার অনেক দুঃখের হেতু হয়েছি, আমাকে মার্জনা করুন, মিঃ স্যানিয়েল।"

মোহন! দস্যু মোহন! যাহার দয়ায় আজ 'বাঙলার ডাক' কাগজখানির এত সম্ভ্রম, এত প্রতিপত্তি, সেই মোহন তাঁহাদের অফিসে। ম্যানেজার কি করিবেন, কি বলিবেন, ভাবিয়া না পাইয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মিঃ স্যানিয়েল কহিলেন, "না না, মোহন, আমি তোমার ওপর কোন বিদ্বেষ ভাব পোষণ করি না। বুদ্ধি যুদ্ধে আমি হেরেছি বটে, কিন্তু এতটুকু হিংসা বা দ্বেষ আমার মনের কোন স্থানেই নেই। বাজে কথা থাক। কিন্তু তুমি এখানে? আমার ধারণা ছিল, তুমি ব্ল্যাকমেলিং চার্জে মিঃ মিলারের দ্বারা গ্রেফতার হ'য়ে প্রেসিডেন্সী-জেলে হাজতে আছো। ব্যাপার কি বল-তো, মোহন।"

মিঃ বেকার হাসি-মুখে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "হ্যালো ফ্রেণ্ড, গুড-ডে।"

মিঃ স্যানিয়েল অতীতের উপরিওয়ালা অফিসারকে প্রত্যভিবাদন করিয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই কোন গোপনীয় কাজে আপনাদের আগমন হয়েছে!"

মিঃ বেকার প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া কহিলেন, "আপনি এখানে কেন, মিঃ স্যানিয়েল?"

মিঃ স্যানিয়েল ম্লান মুখে কহিলেন, "আমার টেরিয়ার কুকুরটা হারিয়েছে। বিজ্ঞাপন দিয়ে পুরস্কার ঘোষণা করেছিলাম; তাই দেখতে এসেছি, কোন জবাব এসেছে কিনা"

এমন সময়ে 'বাঙলার ডাক' সংবাদপত্রের ম্যানেজিং ডিরেক্টার হইতে প্রত্যেক কর্মচারী কক্ষে প্রবেশ করিয়া মোহনকে অভিবাদন করিলেন এবং পুলিস-অফিসারের সম্মুখে বেশি কিছু প্রকাশ করিতে সক্ষম না হইলেও, ভূরি ভূরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে মোহনকে ও অফিসার দুইজনকে জলযোগ করাইয়া তবে

নিষ্কৃতি দিলেন।

সেদিন মোহনকে দেখিবার জন্য 'বাঙলার ডাক' অফিসের কাজকর্ম কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হইয়া গেল এবং অবশেষে মিঃ বেকার মোহনকে লইয়া মোটরে আরোহণ করিলেন এবং মোটর ছুটিতে আরম্ভ করিলে, তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তুমি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর লোক, মোহন।"

মোহন বিদ্রূপ স্বরে কহিল, "নই আবার।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "আমি যে একজন উচ্চপদস্থ পুলিস-অফিসার সঙ্গে রয়েছি, এই ভদ্রলোকগুলি তা যেন ভুলে গেলেন। আর আমারই সম্মুখে একজন হাজত-বাসী দস্যুর গুণাগুণে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। একবারও কেউ ভাবলেন না যে, কেবল ওই কথা বলার জন্যই তাঁদের আমি শ্রীঘর বাস করাতে পারি।"

মোহন কহিল, "তবে এমন সৌভাগ্য থেকে ভদ্রলোকগুলিকে বঞ্চিত করলে কেন।"

মিঃ বেকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মোহনের দিকে একবার চাহিয়া নত দৃষ্টিতে কহিলেন, "তা' করতে হ'লে প্রথমে আমার নিজেকেই গ্রেফতার করতে হয়।" এই বলিয়া তিনি উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "তাই দয়াময়ের এতখানি দয়া। শুনেও সুখী হ'লাম, বন্ধু।"

সহসা বেকার উদ্বিগ্ন মুখে কহিলেন, "তারপর ?"

"এর পর নিদ্রা। দীর্ঘ নিদ্রা। ভদ্রলোকগুলি সামান্য ও তুচ্ছ জলযোগ বলে যে-বস্তুগুলি আমাকে গলাধঃকরণ করতে বাধ্য করেছেন, তা'র হজমের জন্য অন্ততঃ পক্ষে ছ'টি ঘণ্টা গভীর ঘুমের প্রয়োজন।"

মিঃ বেকার বিরক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "এক এক সময়ে স্টুপিড বনে যাও, মোহন। আমি কি প্রশ্ন করলাম, আর তা'র কি উত্তর পেলাম! আমি জানতে চাইছি, যে-জন্য এতখানি ভীষণ দায়িত্ব আমার নেওয়া, তার ব্যবস্থা কিছু হ'ল ?"

মোহনের ভ্রূ দু'টি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "ভীষণ দায়িত্বই বটে। আচ্ছা থাক্ ও-কথা। কারণ আমার বেকার বন্ধুও জানেন, আমি সবার চেয়ে কাজ বেশি ভালবাসি। সুতরাং কাজে তা' দেখাতে হ'লে যা করতে হয় আমাকে, তা' কারুর পক্ষেই সুখের নয়। সুতরাং···"

প্রবল ভাবে বাধা দিয়া মিঃ বেকার কহিলেন, "দোহাই মোহন। আর আমাকে উৎকণ্ঠায় অস্থির কোরো না। এখন তুমি বলো, যে-কাজে তুমি এসেছিলে, তাতে সফল হ'য়েছ কিনা।"

মোহন শান্ত স্বরে কহিল, "হয়েছি।"

"হয়েছ ? আঃ বাঁচলাম !" এই বলিয়া মিঃ বেকার ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "তা'হলে কখন তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করবে ?"

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া, মোহন পকেট হইতে কয়েক টুকরা লেখা কাগজ বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে একটি পাঠ করিয়া কহিল, "তার আগে তুমি আমাকে

দু'টি সংবাদ এনে দাও। কাল প্রাতে যদি এই সংবাদ দু'টি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারো, তা'হলে তোমার সমস্যা নিঃশেষে সমাধা ক'রে দিতে পারি।"

মিঃ বেকার আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "কি সংবাদ ?"

"এই ঠিকানায় আগামী সপ্তাহের শেষ থেকে ত্রিশজন কর্মচারী চাইছে। আর অন্য এই ঠিকানায় তাদের শনিবার আটটার সময় কাজে যোগ দিতে বলছে। তুমি দয়া ক'রে এই দুই ঠিকানাতেই লোক পাঠিয়ে সংবাদ আনো, কা'রা লোক নিযুক্ত করছে, কিসের অফিস, কি কারবার, আর এত জরুরী কি কাজের জন্য তাদের এতগুলি লোক প্রয়োজন, তা' যেন সবিশেষ ভাবে অবগত হ'য়ে আসে। কেমন, পারবে-তো ?"

মিঃ বেকার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ডাকাত দলের সম্বন্ধ কী ?"

"কিছুই না, তবে আমি এই দু'টি খবর চাই। আমার এই অনুরোধ রক্ষার ওপর তোমার কেসের জটিলতা খুলবে কিনা, সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করছে।"

"উত্তম তা'ই হবে। আমি স্বয়ং এ-বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে কাল তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

এমন সময়ে মোটর জেল-ফটকে প্রবেশ করিল।

(১৮)

মোহনকে পুনরায় জেলের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তাহার যে-সব অনুগামী ফটকের নিকট পথটি মেরামতের কার্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা যেন মৃতদেহে জীবন লাভ করিল। বেলা দুইটার সময় তাহাদের পথ-মেরামত কাজটুকু শেষ হইয়া গেল এবং তাহাদিগকে অন্যান্য সহযোগীদের নিকট কার্য করিবার জন্য চালান করিয়া দিল।

জেল-ফটকের অদূরে একটি বৃহৎ বাগান সুসংস্কৃত করা হইতেছিল। এই বিরাট ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট নূতন আগত দুইশত আশিজন কয়েদীকে হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ দেখিয়া, নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এতগুলি কয়েদীকে একত্রে কার্যে নিযুক্ত করা এবং তাহাদিগকে পাহারা দেওয়া সামান্য কাজ নহে। ইহাদের চারিদিকে উপযুক্ত সঙ্গিনধারী মিলিটারী প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত ছিল।

প্রথম দিন কাজ করিবার সময় এই লোকগুলি এরূপ শান্ত ও ভদ্র ব্যবহার দেখাইয়াছিল যে, ওয়ার্ডারগণের ও প্রহরীগণের মন হইতে সকল শঙ্কা প্রায় নিঃশেষে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া, জেলারের মনও উদ্বেগ-শূন্য হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিন প্রহরীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম করিতে কর্তৃপক্ষ আদৌ দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই। এই কয়েদীগুলির দ্বিতীয় দিনের আচরণ একেবারে অভিনব বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। দিন-শেষে একে একে সকল কয়েদী ফটকে প্রবেশ করিয়াছে; নিশ্চিন্ত হইয়া যখন সুবৃহৎ লৌহ-ফটক কড়কড় শব্দে বন্ধ হইতেছিল, এমন সময়ে

[illegible] ছিল দুইজন কয়েদী, ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য সে কি [illegible] প্রার্থনা! অবশেষে ফটক পুনর্মুক্ত করিলে, ভিতরে আগমন করিয়া তাহারা [illegible]। এই ঘটনা যখন জেল-সুপারের কানে প্রবেশ করিল, তিনি এতটা পরিমাণে [illegible] হইলেন যে, উক্ত কয়েদী দুইজনকে দেখিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন এবং [illegible]দের দুই সপ্তাহ দণ্ড কাল হইতে পুরা দুইদিন মকুব করিয়া দিলেন।

[illegible]দের সময়। মিলিটারী প্রহরীর দারুণ অভাব চারিদিকে দেদীপ্যমান, এ-[illegible]ন আদর্শ কয়েদী-কুল পাওয়া সত্যই ভাগ্যের বিষয় ভাবিয়া, সুপার হইতে [illegible] কর্মচারী কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

[illegible] হউক, তৃতীয় দিবসে প্রহরীর সংখ্যা প্রথম দিনের এক-চতুর্থাংশে দাঁড়াইল। [illegible] দিনান্তে যখন কয়েদীরা জেলে প্রত্যাবর্তন করিল, তখন রিপোর্ট শুনিয়া [illegible]হইতে জেলার পর্যন্ত সকলেই এই ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইলেন যে, এমন আদর্শ [illegible] কয়েদীরা কিনা মাত্র দুই সপ্তাহের জন্য আগমন করিয়াছে। দুই বৎসর না [illegible] মাসের জন্য হইলেও অনেক অসমাপ্ত জরুরী কাজ সমাপ্ত করিয়া লওয়া [illegible]।

চতুর্থ দিবসে প্রহরীর সংখ্যা আরও হ্রাস করা হইল। সেদিন নিয়মিত সময় [illegible] একটা গাছকে টানিয়া তুলিবার জন্য প্রায় পনেরো মিনিট বিলম্ব হইয়া গেল। [illegible] উপর পথের মাঝখানে একটা ঘোড়াহীন ঘোড়ার গাড়ী পথ রোধ করিয়া [illegible]ছিল।

পাঁচটা বাজিবার বিশ মিনিট পূর্বেই কাল বৈশাখীর ঘনঘটা পশ্চিম আকাশ [illegible] অন্ধকার করিয়া তুলিল, তাহার উপর বেগে বাতাস বহিতেছিল। প্রহরীরা [illegible] প্রত্যাবর্তন করিতে আরম্ভ করিল, তখন এরূপ অন্ধকার চারিদিকে নামিয়া [illegible]ছে যে, এক হাত দূরের মানুষ দেখা যায় না। প্রহরীদের হুঁশিয়ার রব, [illegible]দের শঙ্কিত জেলকোডের আদেশ থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ লাইন বাঁধিয়া চলমান [illegible]দের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল।

[illegible] কয়েদী যখন ঘোড়াশূন্য ঘোড়ার গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল, দেখিল, [illegible] লোক সেখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কয়েদীর উপর দৃষ্টি পড়িতেই লোকটি [illegible] গাড়ী দেখাইয়া কহিল, "ঘোড়া।"

[illegible] কথা শুনিবামাত্র কয়েদীর বাম হাত গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল ও তাহা [illegible] মুহূর্তে বাহির হইয়া আসিল। শুধু হাতই আসিল না; মুষ্টিবদ্ধ হইয়া [illegible] রিভলভারও আসিল।

দ্বিতীয় কয়েদী পূর্ব হইতে উপদেশ এবং শিক্ষামত কয়েদীর অনুকরণ করিল [illegible] একটি রিভলভার লইয়া অগ্রসর হইয়া গেল। এইরূপে প্রত্যেকের গাড়ীর মধ্যে [illegible] লুকাইয়া পরে অস্ত্রটি কাপড়ের তলায় লুকাইয়া লইয়া যাওয়া, কোন স্বাভাবিক [illegible] সম্ভব হইত কিনা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু সেদিন প্রকৃতিও যেন এই [illegible]দের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। অন্ধকার, মেঘ, প্রবল বায়ু ও পরি-[illegible] বৃষ্টি আসিয়া এই অভিনব অভিনয়টিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিল।

pathagar.net

পশ্চাতের লৌহদ্বার ঘড়ঘড় শব্দে মুক্ত হইয়া গেল এবং সর্বপ্রথমেই বিশু তাহার পশ্চাতে বিলাস ফটকে প্রবেশ করিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইল এবং হুড়ো করিয়া সেই বিশাল জনতা গেট-ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র, যেমন দ্বারী বন্ধ করিতে যাইবে, অমনি বিশুর রিভলভার গর্জিয়া উঠিল। দ্বারী 'বাবা বলিয়া একটা শব্দ করিয়া তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেল।

কোথা হইতে কি হইল বুঝিবার পূর্বেই যে কয়জন সঙ্গিনধারী সশস্ত্র মিলিটা রক্ষী তাহাদের সঙ্গে ছিল, তাহারা পরমুহূর্তে বুলেট ভরা বন্দুক সমেত লুটাই পড়িল। ওয়ার্ডারগণ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহারা চীৎক করিতে করিতে কে কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, তাহা বোঝা গেল না।

বিশু উদ্দীপ্ত কণ্ঠে তাহার সহকারীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া জলদমন্দ্র ক কহিল, "ভাই সব! একটা মুহূর্তেও নষ্ট করবার সময় নেই। এস, আমাদে উদ্দেশ্য সাধন ক'রে, কর্তাকে উদ্ধার ক'রে বেরিয়ে যাই।"

সকলে উল্লাস ধ্বনিতে সারা জেল-প্রাঙ্গণ কম্পিত করিয়া তুলিল এবং রিভ ভারের শব্দ করিতে করিতে বিশুর পশ্চাতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এমন সময় সমস্ত জেল কম্পিত করিয়া পাগলা-ঘণ্টি অট্টনিনাদে বাজি লাগিল। জেল-শীর্ষে বৃহৎ বৃহৎ সার্চলাইট জীবন্ত হইয়া চারিদিকে আলোক বিকী করিতে লাগিল। জেলের মিলিটারী সৈন্য বন্দুক লইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করি দিল। তাহারা বিদ্রোহীদিগকে পাইবার পূর্বেই বিশু ও তাহার সহচরগণ মোহনে সেলে উপস্থিত হইয়া, প্রহরীকে গুলিবিদ্ধ করিল এবং দ্বার মুক্ত করিয়া কহি "কর্তা বার হ'য়ে আসুন, কারুর সাধ্যি নেই আপনাকে জেলে পুরে রাখে।"

মোহন শান্ত ও সংযত স্বরে কহিল, "কে তোমাদের এমন কাজ করতে উপদে দিয়েছিল, বিশু? যেই দিয়ে থাকুক, কাজ ভাল করো নি। আমি যাবো না তোমরা যাও।"

"যাবেন না, কর্তা?" বিলাস একেবারে মোহনের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল

মোহন গম্ভীর স্বরে কহিল, "আমি বলেছি, যাবো না। যখন প্রয়োজন হবে তখনই যাবো, তোমরা বাঁচতে চাও-তো আর একটি মুহূর্তও দেরি কোরো না যাও, নইলে সবাইকে মরতে হবে।"

বিশু ও বিলাস তাহাদের প্রভুকে চিনিত, প্রভুর স্বর বুঝিত। তাহারা নিঃসন্দেহে বুঝিল, তাহারা ভুল করিয়াছে। বিশু নত হইয়া প্রণাম করিয়া একটা অট্টরবে চীৎকার করিয়া কহিল, "চল ভাই সব, কর্তা এখন যাবেন না, তাঁর কাজ শেষ হয় নি। আমাদের যেতে আদেশ দিয়েছেন। আমরা যাবো। ওই যে ওরা ঘণ্টা বাজিয়ে, আলো ফেলে, বন্দুক দেগে, আমাদের ভয় দেখাতে শুরু করেছে; ওদের দেখিয়ে দিয়ে যাবো, আমরা যখন যেতে চাই, তখনই যাই। কারুর সাধ্যি নেই আমাদের গতি রোধ করে। বল, জয় মোহনের জয়!"

"জয়!" শব্দে জেল কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর এক অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়া গেল। সেই প্রায় তিনশত দস্যু দৃঢ় পদক্ষেপে মার্চ করিয়া রিভলভারের বুলেট চারিদিকে

[illegible] ড়িতে পিছনের ফটকে উপস্থিত হইল। সেখানে যে-আলো জ্বলিতেছিল, মেঘের মধ্যে নির্বাপিত হইয়া গেল; তাহার পর অন্ধকারে সেই পৈশাচিক [illegible]নিত হইতে হইতে যখন সব কিছু শান্ত হইয়া পড়িল, তখন দেখা গেল, [illegible]দ্বার মৃতদেহ পড়িয়া আছে; অবশিষ্ট কাহারও কোন চিহ্নই নাই।

[illegible]র কয়েদীরা বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা প্রেসিডেন্সী জেল আক্রমণ করিয়াছে, [illegible] কেল্লায়, পুলিস অফিসে ও অন্যান্য নানা স্থানে বিদ্যুৎ প্রবাহের মত [illegible] পড়িল। অবিলম্বে কেল্লা হইতে ভ্যানে চড়িয়া দলে দলে সৈন্য আসিয়া [illegible] বাড়ীটাকে ঘিরিয়া ফেলিল। জেল-সুপার, জেলার প্রভৃতি অফিসারগণ— [illegible] বিদ্রোহীদের গ্রেফতারের সংবাদ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা—কমিশনার, [illegible]র প্রভৃতি বড় বড় অফিসারদের লইয়া ছুটিয়া আসিলেন।

[illegible]মোহনের অনুচরেরা মোহনকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল, উদ্ধার করিয়া লইয়া [illegible] গিয়াছে, তাহাদের দুইজন প্রাণ দিয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট পক্ষের কত জনের [illegible] গিয়াছে, তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই—এই সংবাদ শুনিয়া কমিশনার [illegible] বেকার ভয়ানক আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

মিঃ বেকারও ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জেল-সুপারের রিপোর্ট শুনিয়া [illegible], "মোহন পালিয়েছে বলছেন? আর তা'র অনুচরেরা এই কাজ করেছে? [illegible] কি ক'রে জানলেন?"

জেল-সুপার কহিলেন, "কি ক'রে জানলাম? দেখুন-গে যান, বেচারা সেল-[illegible] প্রাণ দিয়েছে। মোহনের সেলের দ্বার খোলা। তা' ছাড়া মোহনের নামে [illegible] আমাদের কারুর শুনতে বাকি নেই।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "আসুন, আমি দেখতে চাই।" কমিশনারের দিকে চাহিয়া [illegible], আপনিও আসুন, স্যার।"

বিদ্রোহের সময়কার নিয়মানুযায়ী সকল কয়েদীকে সেলে চাবি বন্ধ করা হইয়া-[illegible]। অফিসারের ছোট দলটি মোহনের সেলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, [illegible] দ্বার মুক্ত। দ্বার-সম্মুখে টাটকা তাজা রক্ত পড়িয়া রহিয়াছে। প্রহরীকে [illegible]কিৎসার জন্য উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

মিঃ বেকারের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। যে-মোহন সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে [illegible] ঘণ্টার সুযোগ পাইয়াও পলায়ন করে নাই, ইচ্ছা করিয়া জামিন নেয় নাই, [illegible] লোক এরূপ গুরুতর অভিযোগের কারণ পশ্চাতে রাখিয়া পলায়ন করিবে?

[illegible]র তখনও মুক্ত পড়িয়াছিল। মিঃ বেকার হতাশ স্বরে কহিলেন, "আমি [illegible] দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, মোহন......"

"আদেশ কর, মিঃ বেকার। কিন্তু একটা কথা সবিনয়ে জানতে চাই, আজ কি [illegible]তে একটু ঘুমুতেও পাবো না?" যে মোহন পলাইয়াছে ধারণা করিয়া মিঃ [illegible] আক্ষেপ করিতেছিলেন, সেই মোহন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি কয়টি প্রথমে এতটা পরিমাণে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন যে, [illegible]রা নির্বাক হইয়া গেলেন।

pathagar.net

ধীরে ধীরে মিঃ বেকারের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি গর্বিত দৃষ্টিতে একবার সুপার ও কমিশনারের দিকে চাহিয়া মোহনকে কহিলেন, "শুনেছি তোমা দল জেল আক্রমণ করেছিল, সত্যি মোহন?"

মোহনের মুখে তাহার বিশেষ ধরণের হাসিটি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল "তা'রা কোথায়?"

"পালিয়েছে। দুর্বৃত্তগণ দু'জনের মৃতদেহ রেখে গেছে।" সুপার গর্জ করিয়া উঠিলেন।

মোহনের দু'টি ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "তবে আমি রইলুম কেন

মোহন প্রশ্নটি বেকারের দিকে চাহিয়া করিল।

সুপার জবাব দিলেন। কহিলেন, "আমরা তোমার মুখেই সে-ইতিহাস শুনতে চাই।"

মোহন অপূর্ব ভঙ্গিতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কহিল, "ও ডিয়ার! এমন এক সুযোগ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলুম।" এই বলিয়া মিঃ বেকারের দিকে চাহিয়া পুনঃ কহিল, "এই সব অদ্ভুত, অভিনব, কল্পনাহীন প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে বেকার?"

মিঃ বেকার ভাবিতেছিলেন, মোহনের দল যদি হইত, তবে মোহনের পক্ষে তা না জানা কি সম্ভবপর? মোহন ত পলায়ন করে নাই। উপরন্তু যাহার পলাইবা ইচ্ছা কোন অজ্ঞাত কারণে আদৌ নাই, তাহার উপর দোষারোপ করা সম্পূ অন্যায় কার্য হইবে। তবু তাহার সন্দেহ মিটাইবার জন্য কহিলেন, "তবে তা' তোমার সেলের দ্বার ভাঙ্গলেই বা কেন, সেলের প্রহরীকেই-বা হত্যা করলে কেন?"

মোহন যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, এইরূপ ভাব দেখাইয়া কহিল, "ওঃ ডিয়ার আমি যদি কিছু পূর্বেও বুঝতে পারতাম, এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে তা' হ'লে যে-ভদ্রলোক আমার ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে নাক-মুখ কুঞ্চিত ক'রে ভু করেছে জানিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, তা'কে একবার জিজ্ঞাসা করে রাখতাম।" বলিতে বলিতে মোহনের অকস্মাৎ অদ্ভুত পরিবর্তন হইল; সে কুপিত-স্বরে পুনশ্চ কহিল, "মিঃ বেকার, আপনি জানেন, আমার কোন অনিয়ম সহ্য হয় না। তা' ছাড়া আমি এক গভীর সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় আছি, এ সময়ে অনর্থক আমার বর্তমান নিরীহ অবস্থাকে পীড়িত না করলেই সুখী হবো। এদিকে যতক্ষণ আপনার অকাজে সময় নষ্ট করছেন, ততক্ষণ আসল কাজে মন দিলে অনেক কিছুই করতে পারতেন। গুড নাইট!"

এই বলিয়া সেলের ভিতর গমন করিতে উদ্যত হইয়াই, ফিরিয়া কহিল, "যাবার আগে দয়া ক'রে দ্বারে চাবি-বন্ধ ক'রে যাবেন। নইলে আবার কেউ ভুল ক'রে আমাকে বিরক্ত করলে, ধৈর্য ধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নাও হ'তে পারে।"

মোহন ভিতরে প্রবেশ করিল। অফিসার কয়জন সেইখানে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া কিছু সময় দাঁড়াইয়া রহিলেন। অকস্মাৎ কমিশনার হাসিয়া কহিলেন, "মোহনের যুক্তি অখণ্ডনীয়।"

মিঃ বেকার সমর্থন জানাইলেন।

জেল-সুপার কহিলেন, "আমারও তাই মনে হয় স্যার।"

এমন সময়ে জেলারের সহিত একজন প্রহরী আসিলে, প্রহরীকে মোহনের সেলে পাহারায় নিযুক্ত করিয়া, সকলে সেখান হইতে অফিস-কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

(১৯)

মোহনের যেমন কোন অপরাধের প্রমাণ বা সূত্র পিছনে পড়িয়া থাকে না, তেমনি এতগুলি লোকের এরূপ বিরাট কার্যেরও এমন কোনও সূত্রই পাওয়া গেল না, যাহা ধরিয়া দস্যুদলের কোন কিনারা হইতে পারে বা সেজন্য মোহনকে জড়িত করা যাইতে পারে।

সারারাত্রি ধরিয়া অনুসন্ধান কার্য চলিল। সারা-কলিকাতার প্রবেশ-পথে ও বাহির হইবার পথে কড়া পাহারা বসিল। প্রত্যেকটি ট্রেন ছাড়িবার পূর্বে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কার্য চলিতে লাগিল, কিন্তু একজন দস্যুরও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

পুলিস-কমিশনার প্রভৃতি অফিসারগণ এই ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন যে, এতগুলি লোক জেলে বসিয়া এতগুলি রিভলভার সংগ্রহ করিল কোন্ পথে? ব্যতীত কোন্ উদ্দেশ্যে তাহারা এরূপ বিপদজনক, দুঃসাহসের কার্য করিল, তাহারও কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ পাওয়া গেল না।

মিঃ বেকার গভীর ভাবে চিন্তা করিলেন, নানা পথে অনুসন্ধান কার্য চালাইতে লাগিলেন; কিন্তু মোহনকে জড়িত করিতে পারা যায়, এমন কোন সূত্রই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রভাতে মিঃ বেকার মোহনের নিকট আসিয়া দেখিলেন, মিঃ মিলার উত্তেজিত হইয়া মোহনকে জেরা করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং মোহনের শান্ত ও নিরীহ উত্তরে তপ্ত হইয়া উঠিতেছেন। মিঃ বেকার সেখানে উপস্থিত হইয়া নিঃশব্দে টেবিলের উপর উপবেশন করিলেন। তাঁহার আগমন মিঃ মিলার এবং মোহন লক্ষ্য করিল বটে, কিন্তু কেহই কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না।

মিঃ মিলার বলিতেছিলেন, "আমি বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান ক'রে জেনেছি যে, অন্য কোন সেলের দ্বার দস্যুরা জোর ক'রে ভাঙ্গেনি কিম্বা খোলেনি, মাত্র তোমার দ্বারই খুলেছে। এর কৈফিয়ত কি তোমার?"

মোহন যেন আকাশ হইতে পড়িল। কহিল, "আমার?"

"হাঁ তোমার। আমি শুনতে চাই, বলো।" মিঃ মিলার গর্জন করিয়া উঠিলেন।

মোহন সোজা হইয়া বসিয়াছিল; অকস্মাৎ চেয়ারে হেলান দিয়া পা ছড়াইয়া আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কহিল, "ওঃ ডিয়ার! আমার ভীষণতম শত্রুকেও আমার এই বন্ধুর হাত থেকে রক্ষা করুন।"

মিঃ মিলার গর্জন করিয়া কহিলেন, "দেখ মোহন, আমার ধৈর্যেরও সীমা আছে। তোমাকে এই শেষবার সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, আমার প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেবার চেষ্টা

কর, নইলে…"

মোহন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "নইলে কী?" এই বলিয়াই পুনশ্চ কহিল, "আজ ঘড়িটা বোধ হয় বাঙলোতে রেখে এসেছেন?"

"চুলোয় যাক্ ঘড়ি। আমার প্রশ্নের জবাব দাও, মোহন।" তীব্র স্বরে মিঃ মিলার কহিলেন।

"কি প্রশ্ন?" নিরীহ স্বরে মোহন জিজ্ঞাসা করিল।

মিঃ মিলারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল; তিনি অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মোহনের মনে হইল, মিলার যেন তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন।

মোহন বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মিলারের যে-বজ্রমুষ্টিটা তাহার মাথার উপর নামিয়া আসিতেছিল বলিয়া তাহার অনুমান হইয়াছিল, তাহা ধরিয়া ফেলিল এবং তাঁহার হাতে এমন একটু চাপ দিল যে, মিঃ মিলার আত্ম-মর্যাদা, পদ-মর্যাদা, মিঃ বেকারের উপস্থিতি সব কিছু ভুলিয়া আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং কলের পুতুলের মত অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

এই ঘটনা লিখিতে যত সময় লাগিল, ঘটিতে শতাংশের একাংশ সময় লাগিল না। এই ঘটনা এরূপ আকস্মিক ঘটিয়া গেল যে, মিঃ বেকার কিছু বুঝিবার পূর্বেই মোহন মিঃ মিলারের হাত ছাড়িয়া দিয়া গম্ভীর অথচ শান্ত স্বরে কহিল, "ভবিষ্যতে ভদ্রতা ও অপরের মর্যাদাজ্ঞান যা'তে মেনে চলতে পারেন, সেজন্য একটু শিক্ষা দিয়ে রাখলুম, মিঃ মিলার! আপনার হাত যদিও শীঘ্র আরোগ্য হবে, কিন্তু হাতের দাগ কিছুকাল থাকবে। আপনার মনে এই ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

মিঃ বেকার মিঃ মিলারের দিকে চাহিয়া শুধু কহিলেন, "ছিঃ, মিঃ মিলার।"

মিঃ মিলার বাম হাতে ডান হাতের কবজি ধরিয়া সেল হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মোহন মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "বিশেষ গুরুতর কিছু হয় নি। তারপর মিঃ বেকার? তোমার অনুসন্ধানের কি হল বল, শুনি?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "বিজ্ঞাপনে বুধবারে যেখানের ঠিকানায় যেতে বলেছে সেখানটা একটা চায়ের দোকান। আর শনিবারে যেখানে যেতে বলেছে, সেটা হচ্ছে হরিপুরে কুমার বাহাদুরের আস্তাবল-বাড়ী।"

মোহন মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "আমিও এমন কিছু আশঙ্কা করেছিলাম।"

মিঃ বেকার সন্দিগ্ধ স্বরে কহিলেন, "স্পষ্ট করে বলো, মোহন।"

মোহন হাস্য মুখে কহিল, "বন্ধু আগামী শনিবার হরিপুরে কুমার বাহাদুরের বাড়ীতে ডাকাতি হবে।"

মিঃ বেকার অসহ বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, "ডাকাতি হবে?"

"হাঁ, হবে। আর এঁদের দ্বারাই হবে, যাঁরা কখনও বাড়ী থেকে বার হয় নি, কোন লোকের সঙ্গে দেখা করে নি, কোন সন্দেহজনক কাজ করে নি।" এই বলিয়া মোহন হাসিতে লাগিল।

মিঃ বেকার বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "আমাকে তুমি সব বলো,

মোহন।"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "আজ শুক্রবার, তবে আমার হিসাব অনুযায়ী আগামী কল্য রাত্রি ১২টার সময় হরিপুরের কুমার বাহাদুরের বাড়ীতে ত্রিশজন সশস্ত্র ডাকাতের একটি দল চড়াও হ'য়ে তাঁর সম্পদ লুট করবে। আশা করি, এতটা পূর্বাহ্ণে সংবাদ পেয়ে তুমি তাদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হবে, বন্ধু। যে সমস্যার ভারে তোমার মূল্যবান মস্তিষ্ক এতটা আলোড়িত হচ্ছিল, এইবার তা শান্ত হবে। তোমার যশ-বিভায় আবার দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হবে—আমার বন্ধু বেকারের যশোগানে দিক্ হতে দিগন্তর প্রতিধ্বনিত হবে।"

"আঃ মোহন! তোমার ছেলেমানুষি স্বভাবটা রয়েই গেল। কিন্তু আমি জানতে চাই, তুমি হঠাৎ এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লে কোন প্রমাণের জোরে?"

"প্রমাণ? একান্তই দাখিল করতে হবে, বন্ধু?" এই বলিয়া মোহন গত কল্য 'বাংলার ডাক' সংবাদপত্র হইতে যে সব বিবরণ টুকিয়া আনিয়াছিল, তাহা মিঃ বেকারের হস্তে তুলিয়া দিয়া পুনশ্চ কহিল, "এই সব কর্মখালি আর ইনটারভিউয়ের তারিখগুলি পাঠ কর, তারপর প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের ইনটারভিউয়ের তারিখেই সেই ঠিকানার নিকটবর্তী যে-সব ধনীর বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে তাও আমার নোটে দেখতে পাবে; তা ছাড়া তোমার কথিত ছয়টি বড় ডাকাতির বিবরণই আমার নোটে দেওয়া আছে। তুমি যদি ইচ্ছা করো, তবে ঐ তারিখের সংবাদ-পত্রগুলো একবার মিলিয়ে দেখতে পারো।" এই বলিয়া মোহন নীরব হইল।

মিঃ বেকারের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আর আমার কোন সন্দেহ নেই, মোহন। ধন্যবাদ! কিন্তু তোমার মন হঠাৎ এদিকে আকৃষ্ট হ'ল কেন?"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "হঠাৎ নয় বন্ধু, হঠাৎ নয়। গত কয়েক মাস থেকেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু নীরবে ছিলাম। ভেবেছিলাম, যখন এদেশে এখনও মিঃ বেকার রয়েছে, তখন এই নিতান্ত কাঁচা-বুদ্ধি দলটিকে অচিরেই খেলা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু তোমার মন আমাকে নিয়েই এতটা আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে যে, অন্য কোনদিকে দৃষ্টি দেবার সময় কিম্বা সুযোগও নেই।"

মিঃ বেকার চিন্তিত স্বরে কহিলেন, "এইবার তোমার সম্বন্ধে কি করতে পারি, বলো মোহন। কারণ এমন অহেতুক ব্যাপারে তোমার এখানে আবদ্ধ থাকা আমাদের পক্ষে সুনামের বিষয় নয়।"

মোহন সমধিক বিস্মিত হইয়া কহিল, "অহেতুক! তবে কি মিঃ বেকার তার নিজের সহকারীর ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন?"

মিঃ বেকার বিরক্ত স্বরে কহিলেন, "তোমার ঐ এক রোগ, মোহন, কোন কিছুই সহজ ভাবে নিতে পারো না। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি যে-মেয়েটিকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নিয়ে, এক সম্পূর্ণ অভিনব অহেতুক ভুলময় পথে চলতে আরম্ভ করেছ, আরও কয়েকদিন এইভাবে গত হ'লে তোমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।"

মোহন সজাগ হইয়া, সোজা হইয়া বসিল এবং মিঃ বেকারের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে

pathagar.net

চাহিয়া কহিল, "ব্যর্থ হয়ে যাবে ? তুমি এ সব কথা জানলে কোন্ সূত্রে ?"

মিঃ বেকারের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "মিসেস গুপ্তার সাধ্য নেই, মেয়েটিকে দুর্বৃত্তের গ্রাস থেকে রক্ষা করেন। তাই আমার ধারণা তোমার এ সময়ে বাইরে থাকা উচিত।"

মোহন হতাশ স্বরে কহিল, "কিন্তু আমি কোন বে-আইনী পথে চল্‌ব না, শপথ করেছি, বন্ধু। তবেই কোন্ পথে কাজ উদ্ধার হ'বে ?"

মিঃ বেকার হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এমনিই হয়। যে-লোক আজীবন অন্যায় পথে বিচরণ করেছে, সে লোক সোজা পথে চল্‌তে গেলে, পদে পদে আঘাত পায়। তোমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, মোহন। কিন্তু তুমি কি ভাবো, বাঁকা পথ ছাড়া আর পথই নেই চল্‌বার ?"

মোহন অকৃত্রিম স্বরে কহিল, "দেখিয়ে দাও ?"

"তুমি নিজেই দেখতে পাবে। কিন্তু আর একটা দিনও তোমার এখানে থাকায় বিপদের সম্ভাবনা আছে। কারণ আমি শুনতে পেলাম, তোমার মকদ্দমায় তেমন কিছু না-হবার সম্ভাবনায় করালীচরণ মেয়েটিকে নিয়ে স্থানান্তরে যাবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ ক'রে এনেছে। আজই যাবে কিম্বা গেছে, তা' আমি এ মুহূর্তে ঠিক ক'রে বল্‌তে পারি না।"

মোহন চিন্তিত হইয়া কহিল, "তবে ?"

"তবে আবার কি ? তোমাকে আমরা জামিনে ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি বাইরে গিয়ে চেষ্টা করো, মোহন।" মিঃ বেকার সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন।

মোহনের মুখ গম্ভীর আকার ধারণ করিল। সে কহিল, "যে-ভয়ে এতদিন জামিন নিই নি, সেই ভয় বর্তমান থাকতে এখন জামিন নেওয়া সমীচীন হবে কিনা তা'ও তো বুঝতে পারছিনে।"

"কি ভয়ে ?" মিঃ বেকার জানিতে চাহিলেন।

"যে-মুহূর্তে ধূর্ত করালীচরণ জানতে পারবে যে, আমি হাজত থেকে বাইরে গেছি, সে নিশ্চয়ই যে-কোন প্রকারে, যে-কোন দিনে মেয়েটির বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করবে। তা'কে রক্ষা করার কোন উপায়ই আমি দেখতে পাবো না। কিন্তু…" এই বলিয়া মোহন চিন্তিত হইয়া পড়িল।

"কিন্তু কি, মোহন ?" মিঃ বেকার প্রশ্ন করিলেন।

মোহন ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "কিন্তু তোমরা যদি আমার দায়িত্বে আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে আদালত থেকে জামিন নিতে না হয়, তবে বোধ হয় মেয়েটিকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে পারি।"

মিঃ বেকার কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তাই হোক, মোহন। তোমাকে তোমারই দায়িত্বে আমরা কেসের দিন হাজির হবার শর্তে ছেড়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া মিঃ বেকার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বাহির হইবার পূর্ব মুহূর্তে কহিলেন, "একটু অপেক্ষা করো। প্রস্তুত হ'য়ে থাকো। আমি আদেশ পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

মিঃ বেকার দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। মোহন তাহার স্বল্প-পরিসর

pathagar.net

বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

তখনও দশ মিনিট অতিবাহিত হয় নাই। জেলার ও একজন সার্জেণ্ট আসিয়া মোহনের সেলে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মোহন, আগামী ২৩শে তারিখে তোমার কেস আছে। ঐ দিনে ঠিক সময়ে হাজির হবে জেনে, আমরা তোমাকে তোমারই দায়িত্বে মুক্তি দিলাম। তুমি বেরিয়ে এসো।"

মোহন মৃদু হাস্য মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাহির হইতে উদ্যত হইয়া কহিল, "আমার ছড়ি, ঘড়ি ?"

মোহনের ছড়ি, ঘড়ি এবং টাকার ব্যাগ লইয়া বাহিরে একজন ওয়ার্ডার অপেক্ষা করিতেছিল; জেলার কহিলেন, "বাইরে চল। সবই পাবে।"

মোহন শুধু কহিল, "ধন্যবাদ।"

(২০)

করালীচরণ পাগলের মত প্রাসাদের ড্রইং-রুমে বসিয়া অট্টরবে হাসিতেছিল; কক্ষে দ্বিতীয় জনপ্রাণী ছিল না। যে-ভৃত্য দ্বারের বাহিরে আদেশের প্রতীক্ষায় থাকিত, সে দুর্দান্ত প্রভুকে এরূপ ভাবে বিকট হাস্য করিতে শুনিয়া দারুণ ভয়ে কণ্টকিত হইয়া দূরে সরিয়া গেল।

মিসেস গুপ্তা-রূপিণী গভর্নেস শ্রীমতী রমা করালীচরণের আহ্বানে ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিয়াই ভীত হইয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিবার উপক্রম করিতেই, করালী-চরণ অস্থির ও হাস্য-বিকৃত স্বরে কহিল, "যেও না, আরে যেও না, মিসেস গুপ্তা, শোন এদিকে।" এই বলিয়া তাহার হাস্য বেগ অতি কষ্টে প্রশমিত করিয়া পুনশ্চ কহিল, "আরে, আমি হাসছি একটা কথা মনে পড়ে গেল বোলে। শুনবে তুমি ?" এই বলিয়া সে আবার হাসিয়া উঠিল।

রমা বিরক্তি চাপিয়া কহিল, "শোনবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাকে কি জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন, বলুন ?"

করালীচরণ তপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "প্রয়োজন আছে। মোহন—আরে দস্যু মোহন মিলার সাহেবকে এমন কামড়ে দিয়েছে যে, বাছাধনকে এখন আরও দীর্ঘ কিছুদিন হাজতে বাস করতে হবে।"

pathagar.net

রমা আগ্রহ ভরে কহিল, "মিলার সাহেবকে ?"

"আরে না না, দস্যু মোহনকে। এই কথাই বলবার জন্য তোমাকে ডেকেছি। এইশা কামড়ে দিয়েছে…" এই বলিয়া করালীচরণ পুনশ্চ সবেগে হাস্য করিয়া উঠিল।

রমা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া কহিল, "কামড়ে দিয়েছে ?"

করালীচরণের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, "কেন, তোমার বিশ্বাস হয় না, মিসেস গুপ্তা ?"

রমা অস্থির হইয়া কহিল, "না, না, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়, আমি শুধু জিজ্ঞাসা করেছি, কামড়ে দিয়েছে ?"

ধূর্ত করালীচরণের দু'টি চক্ষু ক্ষুদ্র ও গোলাকার হইয়া উঠিল। সে কহিল, "কে কামড়ে দিয়েছে ?"

রমা বিস্মিত হইয়া তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "এই-যে আপনি বল্‌লেন যে, মিঃ মিলারকে কামড়ে দিয়েছে ?"

"নিশ্চয় বলেছি।" এই বলিয়া করালীচরণ গর্জিয়া উঠিল। পুনশ্চ কহিল, "আর তুমিও শুনেছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ঠাকরুন, ওই মিষ্টি নামটা উচ্চারণ করতে তোমার এত বাধছে কেন ? কে তুমি ?"

রমা মনে মনে বিপদ গণিল। কিন্তু সাহস না হারাইয়া কহিল, "আমি কে, সে-প্রমাণ আপনাকে ভাল ভাবেই দিয়েছি। কিন্তু এখন আপনার যদি আর কিছু বলবার না থাকে, আমি যেতে পারি কী ?"

পিশাচ করালীচরণ ক্ষণকাল একদৃষ্টে থাকিয়া সহসা অট্টহাস্যে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তেমনি অকস্মাৎ হাস্যবেগ রুদ্ধ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "তুমি কে, আমি বিশেষ ভাবেই জেনেছি, ঠাকরুন। কিন্তু আমি নারী-জাতকে কিছু বলি না তাদের পুলিসেও দিই না। কে তুমি ? শুনবে ? মোহন-গৃহিণী, তুমি এসেছিলে কামার ঘরে ছুঁচ বেচতে! কি বল্‌ব, মেয়েছেলেদের গায়ে আমি হাত দিই না, নইলে তোমার ঘাড় ধরে হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে ধাপার মাঠ অবধি নিয়ে যেতাম। করালী-চরণকে ফাঁকি দেবে একটা দস্যুর স্ত্রী, এত বড়ো দুঃসাহস তোমার হল কি প্রকারে, যাও, বেরিয়ে যাও বল্‌ছি।"

রমার বিস্ময় ও বিহ্বল ভাব কাটিয়া গেল। সে দৃপ্ত তেজে সিংহিনীর মত মাথা তুলিয়া কহিল, "আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনাকেও সাবধান ক'রে যাচ্ছি, আমার স্বামীর আদেশ অবহেলা করবেন না। তাঁর ক্রোধ থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য এ পৃথিবীতে কাউকেই সহায় পাবেন না। আপনি যদি আপনার, আর আপনার পুত্রের মঙ্গল চান, তবে—"

রমার কথা অসমাপ্ত রহিল। করালীচরণ ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া কহিল, বেরিয়ে যাও বলছি, নইলে—"

শ্যামাপদ কোথায় ছিল, সে দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "তুমি বাবা, না থালা ? তোমাল এত্তো সাহস যে দিদিকে অপমান কলো ?"

করালীচরণ একগাছা ছড়ি তুলিয়া লইয়া, সক্রোধে পুত্রের দিকে অগ্রসর হইতেই, শ্যামাপদ দ্রুত কণ্ঠে কহিল, "পালাও দিদি, পালাও, থালা খেপেতে।" এই বলিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। রমাও দ্রুতপদে বাহির হইয়া, একে-বারে ফটকের বাহিরে গিয়া রাস্তার উপর দাঁড়াইল।

রমা একখানা গাড়ীর জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বে চাহিতেই, একখানা অতি পরিচিত মোটর-কার নিঃশব্দে দ্রুত আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পড়িল এবং মোটর হইতে অতি-পরিচিত একটি স্বর কহিল, "আমি অনেকক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। এত দেরি হ'ল কেন, রানী ? এস, ভেতরে এস।"

রমার দেহ উৎকট উল্লাসে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিত পদে মোটরে

প্রবেশ করিয়া স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিল, "আমি-যে আজ ধরা পড়বো তুমি জানতে ?"

মোহন মোটরের বেগ বর্ধিত করিয়া দিয়া কহিল, "নিশ্চয় জানতাম। নইলে রমাহীন জীবন যাপন করা হতভাগ্য মোহনের পক্ষে যে অসম্ভব হ'তো।"

রমা আবেগে স্বামীর অঙ্গ ঘেঁষিয়া বসিয়া কহিল, "কিন্তু দীপার জন্য আমার বড় মন কেমন করছে। বেচারীকে বোধ হয় রক্ষা করা গেল না।"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমার রানীর কোন ইচ্ছা অপূর্ণ আছে কী ? যদি না থাকে, তবে এই ইচ্ছাও পূর্ণ হবে।"

রমা আবেগ ভরে কহিল, "তা' আমি জানি-গো জানি।" কিছু সময় নীরব থাকিয়া সে পুনশ্চ কহিল, "তবে কি করালীবাবুকে তুমিই সংবাদ দিয়েছিলে যে, তোমার স্ত্রী তাঁকে প্রতারিত করেছে ?"

মোহন হাসি মুখে মুখ ফিরাইয়া চাহিল, কহিল, "তা' না হ'লে কি তোমাকে পেতাম আমি ? অবশ্য আমি নিজে খবর দিই নি। মিঃ মিলার আমার বকলমে তাকে জানিয়েছেন।"

রমা সবিস্ময়ে কহিল, "তিনি জানলেন কি ক'রে ?"

"আমিই তাঁকে ইঙ্গিতে বলেছিলাম। দেখছি, ভদ্রলোক বন্ধুত্ব রাখতে জানেন।" মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল।

"কে বন্ধু ?" রমা প্রশ্ন করিল।

"করালীচরণ।" মোহন কহিল।

সহসা রমার মনে পড়িয়াছে এমন ভাব দেখাইয়া কহিল, "ওহো, আসল কথাই ভুলে গেছি। তুমি মিলার সাহেবকে কামড়েছ ? সত্যি ?"

"কামড়েছি ?" এই বলিয়া মোহন সশব্দ হাস্যে ভাঙ্গিয়া পড়িল ; পুনশ্চ কহিল, "কামড়াইনি, তবে···" এই বলিয়া মোহন প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিল।

রমা নীরবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল ; মোটর দ্রুতবেগে ছুটিতেছিল। এক সময়ে মোহন কহিল, "আজ রাত্রেই পালাবার চেষ্টা করবে।"

"কে ? করালীবাবু ? আমি জানি, তিনি কোথায় যাবার আয়োজন করেছেন।" ধীরে ধীরে রমা কহিল।

"আমিও জানি।" এই বলিয়া মোহন মোটরের গতি বর্ধিত করিল।

রমা দুঃখিত স্বরে কহিল, "আজ দীপার চোখের জল আর শুকোবে না-গো, শুকোবে না। মা-হারা এই মেয়েটিকে আমার মন ঠিক ছোট বোনটির মত ভালবেসে ফেলেছে। আমি ভাবছি, তা'কে যত আশ্বাস দিয়েছি, যত সান্ত্বনার কথা কয়েছি, সে আজ ভাববে বুঝি আমি তার সঙ্গে প্রতারণা করেছি।"

মোটর আসিয়া রাসবিহারী এভিনিউর রমা-প্রাসাদের গাড়ী-বারান্দায় উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইল।

বিলাস আসিয়া প্রথমে মোহনকে পরে রমাকে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া নত মস্তকে আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। মোহন কহিল, "সেদিন গুলি লাগে নি ?"

বিলাসের মুখ ঈষৎ আলোকিত হইয়া উঠিল। সে বাম হস্তের উপরিভাগের আচ্ছাদন তুলিয়া, প্রভুকে একবার দেখাইয়া সম্পূর্ণ নির্বিকার স্বরে কহিল, "ও কিছু নয়। গুলি বার করে ফেলেছি।"

রমার মুখ আতঙ্কে রক্তশূন্য হইয়া গেল। সে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "কি হয়েছিল? কে তোকে গুলি মেরেছিল, বাবা?"

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "জেল-ভাঙ্গার সংবাদ সংবাদপত্রে পড়োনি, রানী?"

"তা পড়েছি বই কি! কিন্তু তা-যে এরা অর্থাৎ তোমার অনুগত দল ভেঙ্গেছিল, তেমন কথা-তো কোন কাগজে লেখে নি। বিলাস বুঝি তাদের সঙ্গে ছিল?"

মোহন চলিতে চলিতে কহিল, "হাঁ। প্রায় তিনশো বুদ্ধিমান একত্র হ'য়ে বসে স্থির করেছিল, যে তাদের কর্তাকে একটা জেলে আটক ক'রে রেখেছে। তাকে জেল ভেঙ্গে বার ক'রে আনতে হবে। আর ভাবামাত্র কাজ। সকলে একত্রে পুলিস-ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে প্রবেশ ক'রে চীৎকার আরম্ভ করে। ম্যাজিস্ট্রেট ভয়ে দু'-সপ্তাহের জন্য বাবাজীদের জেলে পাঠিয়ে দেন।"

এই অবধি বলিয়া মোহন নীরব হইল। রমার নিকট এ সকল নূতন সংবাদ; সে সাগ্রহে কহিল, "তারপর?"

মোহন হাসিয়া কহিল, "জেলে যাবার ফন্দিটা মন্দ করে নি। কিন্তু বাইরে রিভলভারের বন্দোবস্ত করে রেখে গিয়েছিল। এক সন্ধ্যায় বাবাজীবনরা রিভলভার দাগ্‌তে দাগ্‌তে আমার কাছে হাজির হ'য়ে বলে, 'প্রভু, আসুন।' কিন্তু প্রভু তাদের নিরাশ ক'রে বিদায় দেন। এই হ'ল এক অঙ্ক।"

"দ্বিতীয় অঙ্কটা কী?" ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিয়া, একটি সোফার উপর বসিয়া রমা প্রশ্ন করিল।

"দ্বিতীয় অঙ্কে দীপালী-উদ্ধার। কিন্তু…" এই বলিয়া মোহন গম্ভীর হইয়া উঠিল।

বিলাস দ্বার-দেশ হইতে কহিল, "কর্তা কি চা খাবেন, মা?"

মোহন রমার দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি?"

রমা বিলাসের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমাদের দু'জনের জন্যেই ঠাকুরকে দিতে বল, বাবা।"

pathagar.net

(২১)

করালীচরণ মোট-ঘাট, পুত্র, কুমারী দীপালী এবং ভৃত্য ও পরিচারিকাদের লইয়া হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে উঠিয়া বসিল। দীপালী অধৈর্য স্বরে কহিল, "গভর্নেস এলেন না যে, কাকাবাবু?"

করালীচরণ কহিল, "ট্রেন ছাড়তে এখনও দশ মিনিট দেরি আছে। ঠিক সময়েই সে আসবে, আমাকে বলে গেছে।"

দীপালী মুখ ভার করিয়া কহিল, "এমন মানুষও দেখিনি। যাবার সময় আমাকে একবারের জন্যও বলে গেলেন না যে, বাড়ীতে যাচ্ছেন। আমি কি তাঁকে

জোর ক'রে ধরে রাখতাম ?"

শ্যামাপদ মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়াছিল। সে কিছু বলিতে চেষ্টা করিলে, করালীচরণ বাধা দিয়া কহিল, "বাবা শ্যামাপদ, তুমি এবার একটু শুয়ে পড়ো, বাবা। তোমার আজ অনেক পরিশ্রম হয়েছে।"

শ্যামাপদর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। সে একবার দীপালীর মুখের দিকে চাহিয়া, কিছু না বলিয়া শুইয়া পড়িল।

এদিকে ট্রেন ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা সরবে বাজিয়া উঠিল। দীপালী রমার জন্য অশান্ত অধৈর্য হইয়া জানালার ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইয়াছিল। করালী-চরণ সুমিষ্ট স্বরে কহিল, "কেন তুমি অধীর হচ্ছ, মা ? এই সব আধুনিক মেয়েদের শিক্ষা, ধরণ-ধারণ সবই আলাদা।" এই বলিয়া সহসা কুপিত হইয়াছে এইরূপ স্বরে পুনশ্চ কহিল, "আমাকে বল্‌লি, টাকার দরকার, তা দিলুম। সরল বিশ্বাসে দিলুম। আর তুই কিনা শেষে এমন অধর্ম করতে পারলি, হতভাগি। কি বল্‌ব মা, ইংরেজ রাজত্ব এখানে, নইলে যদি চন্দননগর হ'তো, তা' হ'লে—" করালীচরণ এক অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিল।

দীপা কহিল, "কিন্তু কাকাবাবু, তিনি-তো তেমন মেয়ে নন। তিনি এমন এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে যে, তাঁর কাছ থেকে এমন ব্যবহার স্বপ্নেও ভাবা যায় না।"

করালীচরণের মুখ কঠিন আকার ধারণ করিল। সে কিছু না বলিয়া সহসা মোট-ঘাট লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

দীপালীর দুই পদ্ম-চক্ষু জ্বালা করিয়া, তাহার চক্ষুর সম্মুখের যাবতীয় বস্তুকে অন্ধকারে ডুবাইয়া দিল। তাঁহার ছোট্ট হৃদয়ের অন্তস্থল মর্মভেদী শ্বাস বাহিরে আসিল। সে কোনদিকে না চাহিয়া অবশ ভাবে বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল।

ট্রেন ছাড়িলে করালীচরণের মন হইতে পাষাণ-চাপ অপসৃত হইয়া গেল। সে ... আনন্দ গোপন করিতে না পারিয়া হাসি মুখে দীপালীর দিকে চাহিয়া ..., "তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও, দীপা। আশা করি, তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে ... হতভাগী গভর্নেস তার কথা রাখলো না ভেবে, অনর্থক মাথা খারাপ ক'রে ... স্বাস্থ্য নষ্ট করবে না।"

দীপালী প্রাণপণ চেষ্টায় মনের রাগ দমন করিয়া কহিল, "আমরা কোথায় ..., কাকাবাবু ?"

করালীচরণ যেন এমন অপূর্ব প্রশ্ন আর কখনও শুনে নাই। বিস্মিত ও ...ত হইয়া কহিল, "আমার ওপর যে-পবিত্র দায়িত্বের বিপুল বোঝা আমার ... বন্ধু, তোমার দেবতুল্য পিতা চাপিয়ে গেলেন দীপা, আমি সর্বান্তঃকরণে ...য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার পবিত্র কর্তব্য সমাধানের অন্য মা'কে দেশভ্রমণে ... চলেছি। আমরা এখন এ-যাত্রায় এলাহাবাদ যাবো, দীপা।"

দীপালী স্তম্ভিত বিস্ময়ে কহিল, "এলাহাবাদ। তবে যে আমরা চন্দননগরে যাচ্ছি শুনলুম, কাকাবাবু ?"

করালীচরণ টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। কহিল, "তাই-তো প্রচার করে-

ছিলুম, মা। আমার দায়িত্ব-তো কম নয়! যা'কে এতগুলি টাকার সম্পত্তি দেখতে হয়, তা' নিরাপদে রাখবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়, তা'কে কত সাবধানে চল্‌তে হয়, তুমি বালিকা, তুমি তা' বুঝতে পারবে না, মা। এখন দয়াময়ের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি তিনি যেন এ-যাত্রায় আমার বাসনা পূর্ণ করেন।"

দীপালীর চক্ষুর সম্মুখে একমাত্র গাঢ় অন্ধকার ব্যতীত আশার ক্ষীণ রশ্মিও আর দেখা গেল না। হতভাগী মেয়েটা বুঝিল, তাহার অতি-ধূর্ত অভিভাবক যে কোন কারণের জন্যই হোক রমাকে দূর করিয়াছে এবং পাছে বিবাহে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এই ভয়ে দূরদেশে পলাইতেছে।

দীপালী হতাশ হইয়া শয়ন করিল এবং আপাদমস্তক একটা চাদরে আবৃত করিয়া পিশাচ করালীচরণের দৃষ্টি হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। সে হিসাব করিয়া দেখিল, তাহার বিবাহের আর মাত্র পাঁচ দিন অবশিষ্ট আছে। সে-যে এলাহাবাদে পৌঁছাইয়া মোহনকে গোপনে পত্র লিখিবে, তাহারও সম্ভবপর কোন পথই করালীচরণ মুক্ত রাখিবে না। তদুপরি মোহন এখন জেল-হাজতে। কি হইবে? দীপার দুই চক্ষু ভরিয়া অশ্রু জমিয়া উঠিল; সে আপন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, 'কিছুতেই রক্ষা পাইব না। আমাকে ওই বিকৃত-মস্তিষ্ক এক উন্মাদ মূর্খের হাতে জীবন সঁপিতে হইবে।'

মেল ট্রেন উল্কা-গতিতে ছুটিতেছিল। শীতল বাতাস তপ্ত মস্তিষ্কে লাগিয়া শ্রান্তি দূর হইলে, দীপালী এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। যে বৃদ্ধা পরিচারিকা তাহার নিকট বসিয়াছিল, সে-ও ধীরে ধীরে ঢুলিতে ঢুলিতে মেঝের উপর শয়ন করিল এবং অচিরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

করালীচরণ আপন কৃতকার্যতায় আপনি বিভোর হইয়া বসিয়াছিল। তাহার মানস চক্ষুতে অদূর ভবিষ্যতের রূপ-রস-গন্ধ-ভরা রঙীন আকাশে নানা অভূতপূর্ব দৃশ্যের সমাবেশ হইতেছিল। করালীচরণ ভাবিতেছিল, অতি নিকট ভবিষ্যতে করালীচরণ যে রাজাবাহাদুর হইবে না, তাহা কি কেউ অস্বীকার করিতে পারে? পুরুষের ভাগ্যের কথা স্বয়ং বিধাতাও সবটুকু জানেন না!

মোহন! দস্যু মোহন! শয়তান দস্যু নিজে হাজত-বাস করিয়া, স্ত্রীকে পাঠাইয়াছিল আমার সর্বনাশ করিতে! এইবার? অপেক্ষা করো দস্যু, প্রথমে বড় কাজ শেষ করিয়া আসি, তাহার পর তোমাকেও শেষ করিব!

করালীচরণের দুই চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল। সে জোর করিয়া চাহিতে চাইতে শেষে অপারগ হইয়া শয়ন করিল এবং নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

ট্রেন আপন উন্মাদ-গতিতে নৈশগগন ও সুপ্ত-পৃথিবী কম্পিত করিয়া ছুটিতে লাগিল।

(২২)

অপরাহ্নে মোহন বাহির হইয়াছিল। রাত্রি ৯টার সময় বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিল, শ্রীমতী রমা ড্রইং-রুমে তাহার পথ চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

pathagar.net

মোহনের মুখে যে-হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিল, তাহা যে সর্বরকমে ব্যর্থতার হাসি তাহা বুঝিতে বুদ্ধিমতী রমার বিলম্ব হইল না। সে স্বামীর হাত হইতে ছড়ি লইয়া কহিল, "কি হ'লো ?"

মোহন পাঞ্জাবি খুলিতেছিল, কহিল, "পাখী উড়েছে !"

রমার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। মোহন উপবেশন করিলে, নিকটে বসিয়া কহিল, "করালীবাবু পালিয়েছেন ?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "তিনি পুত্র ও অচির-ভবিষ্যৎ পুত্র-বধূ শ্রীমতী দীপালীর সঙ্গে কলিকাতা ত্যাগ করে বোম্বে মেলে শুভযাত্রা করেছেন এবং নদ, নদী, প্রান্তর অতিক্রম করে বর্তমানে উল্কাবেগে ধাবিত হচ্ছেন !"

স্বামীর ব্যঙ্গোক্তিতে কিছুমাত্র আনন্দিত না হইয়া রমা ম্লান স্বরে কহিল, "তবে ? তাঁর যাওয়া রোধ করতে পারলে না ?"

মোহন হাসিয়া উঠিল ; কহিল, "না দেবী, না। কারণ যে-মোহন এতদিন দস্যু-মোহন রূপে অসাধ্য সাধন ক'রে এসেছে, সেই মোহন বর্তমানে সাধু, সৎ ও নাগরিক। সুতারাং একজনের আইন-সঙ্গত দেশ ভ্রমণে বাধা দেবার কোন অধিকারই নেই তার ! শুনলাম, পেনাল-কোডে অনধিকার প্রবেশ ও প্রতিরোধের জন্য একটা ভয়ংকর জমকালো রকমের ধারা আছে, যার কৃপায় শ্রীমোহনকে পাঁচটি বছরের জন্য শ্রীঘর বাস করাতে পারে ! সুতরাং কোন ভদ্রলোক কি এসব কাজ করতে পারে, না করা উচিত ? সুসভ্য সমাজে বাস করছি না আমরা ?"

রমা হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কহিল, "আহা ! হতভাগী মেয়েটাকে কিছুতেই রক্ষা করা গেল না। কেন-যে মরুতে মিথ্যে আশা দিয়েছিলুম !"

মোহন ক্ষণকাল একদৃষ্টে প্রিয়তমা নারীর মুখের দিকে সস্মিত মুখে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তবে আর ভাবনা নেই, আমি এইবার পথ দেখতে পেয়েছি।"

রমা বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। মোহন পুনশ্চ কহিল, "আমার ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-দুর্নীতি, যে মুখের দিকে চেয়ে অতীতে নির্ধারিত হ'য়ে আমার জীবন, আমার মন আনন্দ-ঘন সত্তায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল, আমি সন্দেহ দোলায় দুলে আজ তা'কে ভুলতে বসেছিলুম বলেই, এত সংশয়, এত দ্বিধা আমার মনে পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছিল। আর চিন্তা নেই রমা, আমি এবারে পথ দেখতে পেয়েছি।"

রমা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "তুমি ও-সব কি বলছ ? আবার নিষিদ্ধ পথে চলবে ?"

মোহন ঈষৎ হাস্য মুখে কহিল, "নিষিদ্ধ পথে ! না, রানী। যে-সুধা মরণ-শীলকে অমর করে, সে-সুধা কখনও বিষাক্ত হয় না।"

"তবে ?" রমার কণ্ঠে গভীর কৌতূহলের স্বর ধ্বনিত হইল।

মোহন ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "এর মধ্যে কোন 'তবে' কিম্বা 'কিন্তু' নেই রমা। আমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবো, আমি দীপাকে পিশাচের ক্ষুধা থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখব। এর বেশি, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ রানী, তুমি কিছু জানতে চেও না।"

রমার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। সে নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল চক্ষু মুদিত করিয়া মোহন চিন্তা করিল ; পরে পুনশ্চ কহিল, "স্যার ইন্দ্রনারায়ণ পালিত, রায়বাহাদুর অমর ব্যানার্জি, আর রায়সাহেব বিরূপাক্ষ বটব্যাল—এঁরাই রমানাথ মিত্রের উইলের সাক্ষী না ?"

রমা নত স্বরে কহিল, "হাঁ। দীপার সুটকেসে উইলের যে-নকল ছিল, তা'তে দেখেছি

মোহন ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল, "দশটা এখনও বাজে নি, আমি একবার রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, রানী।"

এই বলিয়া মোহন উঠিয়া দাঁড়াইল ও দ্রুত হস্তে জামা পরিধান করিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমার বেশি দেরি হবে না।"

রমা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মোহন প্রায় ছুটিতে ছুটিতে প্রাসাদের লনটি অতিক্রম করিয়া, অপেক্ষমাণ মোটরে প্রবেশ করিল এবং সোফার আসিয়া পৌঁছাই-বার পূর্বেই স্বয়ং মোটর চালাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

রায়বাহাদুর অমর ব্যানার্জি কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের সহিত বসিয়া খোশ-গল্প করিতেছিলেন, এমন সময়ে বেয়ারার পিছনে মোহন প্রবেশ করিয়া কহিল, "আমাকে মার্জনা করবেন, রায়বাহাদুর, আমার একটু বিশেষ জরুরী প্রয়োজন আছে।"

রায়বাহাদুর বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে এক অতি রূপবান, বিশিষ্ট পরিচ্ছদে বিভূষিত ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; তিনি চেয়ার ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "কে আপনি ? কি প্রয়োজন বলুন ?"

মোহন একবার দ্রুতগতিতে অন্যান্য সকলের মুখের উপর চক্ষু বুলাইয়া লইয়া কহিল, "আমার প্রয়োজন সবিশেষ গোপনীয়, রায়বাহাদুর। সুতরাং আপনি যদি আমার কথা গোপনে নিবেদন করতে অনুমতি করেন, তা' হ'লে অত্যন্ত সুখী হই আমি।"

রায়বাহাদুর বন্ধু-বান্ধবগণের দিকে একবার চাহিতেই, তাঁহারা উঠিয়া অপর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি তখন কহিলেন, "কে আপনি ?"

মোহন হাসিমুখে কহিল, "আমি মোহন। লোকে যাঁকে দস্যু মোহন নামে অভিহিত করে।"

রায়বাহাদুরের মুখ-ভাব মলিন হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, মোহন পুনশ্চ কহিল, "আপনার ভয় নেই। আপনাকে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হতে হবে না। আমি মাত্র কয়েকটি প্রশ্নের জবাব চাই। বসুন রায়বাহাদুর।"

দস্যু মোহনের নামে রায়বাহাদুরের অন্তরাত্মা ছটফট করিতে লাগিল। তিনি ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন। মোহন তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া কহিল, "আপনি রমানাথ মিত্রের উইলের একজন স্বাক্ষরকারী না ?"

রায়বাহাদুর ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "হাঁ।"

"উইল কি আপনার সম্মুখে লেখা হয়েছিল ?" মোহন প্রশ্ন করিল।

"না। আমি মিত্র মহাশয়ের স্বাক্ষরের সাক্ষী মাত্র।" রায়বাহাদুর উত্তর দিলেন।

pathagar.net

মোহন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "বটে। তা' হ'লে আপনি উইলের লিখিত ব্যাপারের সম্বন্ধে সে-সময়ে কিছুই অবগত ছিলেন না ?"

রায়বাহাদুর ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "তাই-তো মিত্তির মশায়ের মৃত্যুর পর যখন জানতে পারলাম যে, করালীবাবু অছি নিযুক্ত হয়েছে, তখন অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলাম।"

মোহন কহিল, "বিস্মিত হয়েছিলেন কেন ?"

রায়বাহাদুর কহিলেন, "করালীবাবুর মত ব্যক্তি কিভাবে তাঁর এতখানি গভীর বিশ্বাস অর্জন করেছিল, সত্যই আমাদের সকলকে বিস্মিত করেছিল। কারণ করালীবাবুর মত অসৎ প্রকৃতির ব্যক্তি বর্তমান সময়ে খুব কমই আছে।"

মোহন কহিল, "উইলের লেখককে আপনি চেনেন ?"

রায়বাহাদুর সহসা উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "চিনি। কিন্তু এমনি আশ্চর্যের বিষয় যে, রমানাথবাবুর মৃত্যুর পর থেকে তাকে আর কলকাতায় দেখা যাচ্ছে না। সে কলকাতার সব কিছু সম্পত্তি বিক্রি ক'রে দেশ ত্যাগ ক'রে চলে গেছে।"

মোহন উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল, "তার নাম এবং আগেকার ঠিকানা কী ?"

রায়বাহাদুর কহিলেন, "তার নাম হরিপদ দে। সিমলা স্ট্রীটে তা'র একখানা খোলার বাড়ী ছিল। সে এই দলিল-পত্র লিখেই জীবিকা অর্জন করত।"

মোহন পকেট হইতে নোট-বই বাহির করিয়া উইল-লেখকের নাম ও ঠিকানা টুকিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং রায়বাহাদুরকে অভিবাদন করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেই, রায়বাহাদুর কহিলেন, "কি ব্যাপার ঘটেছে, কিছুই কি আমাকে বলা চলে না ?"

মোহন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "অনায়াসে চলে। কিন্তু উপস্থিত সময় হবে না। তা' হ'লেও আশা করি, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সকল বিষয়ই জানতে পারবেন।"

মোহন মোটরে আরোহণ করিয়া সিমলা স্ট্রীটে গমন করিল এবং হরিপদ দে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া মাত্র এইটুকু জানিতে পারিল, তাহার কোন সংবাদ কেহ জানে না ; তবে শুনিয়াছে, হরিপদ বর্তমানে বড়লোক হইয়াছে এবং কোন মফস্বল গ্রামে জমিদারী ক্রয় করিয়া জমিদার সাজিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেছে।

হরিপদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া মোহন যখন বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা বাজিয়াছে।

পরদিন প্রাতে জলযোগ সারিয়া, মোহন অপর দুইজন উইলের সাক্ষীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। উভয় সাক্ষীই তাহাকে জানাইলেন যে, তাঁহারা কেহই উইলে লিখিত বিবরণের সহিত পরিচিত ছিলেন না। মাত্র রমানাথ মিত্র যে স্বহস্তে উইলে সহি করিয়াছেন, তাহারই সাক্ষী তাঁহারা হইয়াছেন।

রায়বাহাদুরের মত তাঁহারাও করালীচরণ সম্বন্ধে অতীব বিস্ময় প্রকাশ করিলেন এবং উভয়েই একবাক্যে স্বীকার করিলেন, নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্র ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। নহিলে করালীচরণের মত ব্যক্তিকে মহাত্মা-সদৃশ ব্যক্তি রমানাথবাবু

কিছুতেই তাঁহার সর্বস্বের সহিত একমাত্র কন্যা-সন্তান দীপালীর অহি করিয়া যাইতে পারিতেন না।

মোহন পুনশ্চ সিমলা স্ট্রীটে গমন করিয়া, হরিপদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিল। কিন্তু কিছুমাত্র সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিল না। মোহন দুশ্চিন্তায় পতিত হইল। অবশেষে সে রমানাথ মিত্রের প্রাসাদে আসিয়া দেখিল, মাত্র দুইজন পুরাতন ভৃত্যকে প্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখিয়া করালীচরণ সদলবলে অজ্ঞাত স্থানে যাত্রা করিয়াছে।

মোহন মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, বিবাহের তারিখ আর মাত্র চারদিন পরে। এই সময়টুকুর মধ্যে সে কি করিয়া বালিকাকে রক্ষা করিবে, ভাবিয়া না পাইয়া বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে একজন ভৃত্যের দিকে চাহিয়া কহিল, "হরিপদকে মনিঅর্ডারে টাকা পাঠানো হয়, না সে নিজে এসে নিয়ে যায় ?"

বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া কহিল, "কার কথা বলছেন আপনি, হুজুর ?"

উত্তেজিত মোহন অতি দুঃখে হাসিয়া ফেলিল ; কহিল, "করালীবাবু কোথায় গেছেন ?"

ভৃত্য ম্লান স্বরে কহিল, "আমাদের কোন কথাই বলে নি, হুজুর। এইটুকু জানি, ছোট মা'র শরীর অসুস্থ, তা'ই হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন তা জানি না।"

মোহন দুই করতলের উপর মাথা রাখিয়া হেঁট হইয়া বসিল এবং গভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। এক অপরিচিত ব্যক্তিকে এইরূপ ভাবে প্রশ্ন করিতে শুনিয়া এবং নিশ্চিন্ত মনে চিন্তা করিতে দেখিয়া, ভৃত্য দুইজন অতিমাত্রায় অস্থির ও ভীত হইয়া উঠিল। কারণ তাহাদের উপর করালীচরণের কঠিন আদেশ ছিল যে, তাহারা যেন কোন ব্যক্তিকে—তা' সে পরিচিত হোক বা অপরিচিত হোক—প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিতে না দেয়। কিন্তু এই ভদ্রলোক এমন আকস্মিক ভাবে ভিতরে মোটর লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল যে, তাহাদের ইচ্ছা থাকিলেও বাধা দিতে পারে নাই। একজন কহিল, "হুজুর, আমাদের কাজ আছে।"

মোহন মুখ তুলিয়া চাহিল। হাসি-মুখে কহিল, "আমার নেই।"

বৃদ্ধ কহিল, "হুজুর, কর্তা যদি জানতে পারেন আপনাকে আমরা ভিতরে আসতে দিয়েছি, তা' হ'লে চাকরি যাবে।"

"যদি এক কাজ করতে পারো, যাবে না। কাজ করতে পারলে আমি তোমাদের প্রত্যেককে একশো টাকা পুরস্কার দেব। পারবে ?" মোহন প্রশ্ন করিল।

ভৃত্য দুইজনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ কহিল, "কি কাজ, হুজুর ?"

"তোমাদের হুজুরের ড্রইংরুমে আমি একবার যেতে চাই। চাবি আছে ?" মোহন উঠিয়া দাঁড়াইল।

উভয় ভৃত্যই এরূপ ভাবে চমকিত হইয়া উঠিল যে, তাহারা যেন ভূত দেখিয়াছে। উভয়েই এক সঙ্গে কহিল, "ওরে বাবা রে ! ও কাজ পারব না, হুজুর !"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "তবে তোমাদের একটা গল্প বলি শোনো।

pathagar.net

দস্যু মোহনের নাম শুনেছ? ধরো, আমিই, দস্যু মোহন। আমি তোমাদের দিকে রিভলভার দেখিয়ে বলছি, 'হয় ড্রইং রুমের চাবি খুলে দাও, নয় ...।" এই বলিয়া মোহন অকস্মাৎ একটি টয়-রিভলভার বাহির করিয়া ভৃত্য দুজনের দিকে উদ্যত করিয়া দাঁড়াইল।

ভৃত্য দুইজনের মুখ রক্তশূন্য হইয়া গেল। তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে ড্রইং-রুমের দ্বার চাবি-মুক্ত করিয়া দিল। মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "তোমরাও আমার সঙ্গে ভিতরে এস। আমি শুধু তোমাদের হুজুরের হিসাবের খাতা, আর চিঠির ফাইলটা একবার পরীক্ষা করে দেখব। তারপর খুব মজার একটা গল্প শুনিয়ে পুরস্কার দিয়ে চলে যাবো। এসো।"

মোহন ভৃত্য দুইজনকে অগ্রবর্তী করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

(২৩)

ইতিপূর্বে মোহন লক্ষ্য করিয়াছিল, করালীচরণ তাহার যাবতীয় বিষয়-কর্ম হইতে রাত্রের শয়ন-ব্যবস্থা পর্যন্ত সমস্তই এই ড্রইং-রুমটিতে সম্পন্ন করিত। সুতরাং যাহা কিছু সে পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে, যে-কোন ব্যক্তির তাহা জানিবার আগ্রহ, এই ঘরটির চারিদিকের দেওয়ালের মধ্যেই নিবৃত্ত হইতে পারে। ইহা চিন্তা করিয়া মোহন প্রথমেই কক্ষের চারিদিকে একবার চক্ষু বুলাইয়া লইল এবং একস্থানে রক্ষিত পত্র একটি ফাইল দেখিতে পাইয়া আগ্রহ ভরে হাতে তুলিয়া লইল এবং নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া তাহার প্রত্যেকটি কাগজ পাঠ করিয়া দেখিতে লাগিল।

ভৃত্য দুইজন এই 'অবাঞ্ছিত অতিথি'র দিকে ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া একান্তে দাঁড়াইয়াছিল এবং তাহাকে কোন ধন-রত্নের অনুসন্ধান কার্যে রত হওয়ার পরিবর্তে পুরাতন পত্রের ফাইল পাঠ করিতে দেখিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া পড়িল। তাহারা এরূপ পরিমাণে ভীত হইয়া পড়িয়াছিল যে, একটি কথাও বলিবার সাহস খুঁজিয়া পাইল না।

মোহন পুরাতন পত্রগুলি পাঠ করিয়া দেখিল, অধিকাংশ পত্রই প্রজাদের নিকট হইতে আসিয়াছে, অধিকাংশ পত্রই টাকা পরিশোধের জন্য সময় প্রার্থনা করিয়া কাকুতিমিনতিতে পূর্ণ রহিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে একটি ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রথম বারের ফাইলের চিঠি পাঠ শেষ হইয়া গেলে, মোহন দ্বিতীয় ফাইলটি আরম্ভ করিল, কিন্তু তখনও তাহার অভীপ্সিত বস্তু মিলিল না। মোহন এতটুকুও হতাশ হইল না; মাত্র মাঝে একবার ভৃত্যদের কম্পিত কলেবরের দিকে চাহিয়া, তাহাদের বসিবার জন্য ইঙ্গিতে আদেশ দিয়া, পুনশ্চ অধ্যয়ন-কার্যে-মগ্ন হইয়া পড়িল।

অকস্মাৎ মোহন অস্ফুট-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "পেয়েছি, পেয়েছি।"

ভৃত্যদ্বয় সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, 'অবাঞ্ছিত অতিথি' একখানি পত্র ফাইল হইতে অতি যত্নের সহিত বাহির করিতেছে।

মোহন পত্রখানি বাহির করিয়া পুনরায় পাঠ করিতে লাগিল। আমরা পত্রখানি

নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কাশীধাম
৯ই চৈত্র

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং,

করালীবাবু, আপনাকে অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে অদ্যাবধি আপনি আমার গত পত্রের উত্তর কিংবা তাহাতে লিখিত অর্থ পাঠাইলেন না। ইহার কারণ কী? আপনি জানেন, আমি আপনার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সব ছাড়িয়া এই বিদেশে বাস করিতেছি। আমার দ্বিতীয় কোন পথই আপনি রাখেন নাই। ইহা সত্ত্বেও আপনি-যে এরূপ ভাবে আমার পত্র পাইবার পরও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, নিজে ভুক্তভোগী না হইলে, কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

যাহা হউক অধিক কিছু লেখা বাহুল্য মাত্র। আপনি সকলই জানেন, সে-সব পত্রে লিখিয়া আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া শুধু সময় ও শক্তির অপব্যবহার মাত্র। আশা করি, আপনি শারীরিক ও মানসিক সুস্থ আছেন।

যদি ইতোমধ্যে টাকা ইন্সিওর করিয়া না পাঠাইয়া থাকেন, তবে আমার নামে টেলিগ্রাফ মনি-অর্ডারে পত্র পাইবা মাত্র পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দিন। আমি আগামী ১২ই তারিখে টাকার জন্য বাড়ীতে উপস্থিত থাকিব।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনয়াবনত
শ্রীহরিপদ দে।

মোহন পত্রখানি ভাঁজ করিয়া পরম যত্নে পকেটে রাখিয়া হাসি মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভৃত্যদের নিকটে আহ্বান করিয়া কহিল, "কাজটা কি আমার বেআইনী হ'ল?"

বৃদ্ধ ভৃত্য প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "এখন পর্যন্ত হয় নি, হুজুর।"

"উত্তম! এখন দু-একটা প্রশ্নের উত্তর দাও আমার।" এই বলিয়া সে পুনশ্চ উপবেশন করিল।

বৃদ্ধ কহিল, "আজ্ঞা করুন, হুজুর।"

"তুমি কত দিন এই বাড়ীতে কাজ করছ?" মোহন প্রশ্ন করিল।

ভৃত্য মনে মনে হিসাব করিয়া কহিল, "তা হবে বই কি, হুজুর। বিশ বছর হবে।"

মোহন বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তুমি ছাড়া আর কেউ পুরাতন চাকর আছে?"

ভৃত্য মাথা নাড়িয়া কহিল, "না হুজুর।"

"কেন বলো তো?"

বৃদ্ধ ভৃত্য ধীর স্বরে কহিল, "আপনি কে তা' জানি না, হুজুর। তবে

আপনার কথা শুনে, আপনার কাজ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি আমাদের বর্তমান প্রভুর ওপর খুশি নন। তা'ই আমি আপনাকে সব কথা বলছি। উইলে কর্তা আমাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করতে হবে বোলে আদেশ দিয়ে গেছেন। তাই অন্য সব চাকরকে করালীবাবু তাড়ালেও আমাকে পারেন নি।"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "বটে! তবে ছেলের বিয়েতে তোমাকে নিয়ে গেল না-যে?"

ভৃত্যের মুখ ম্লান হইয়া উঠিল; কহিল, "হুজুর, আমার রাজরানী-মা'র অদৃষ্টেও এই ছিল।"

বৃদ্ধের চক্ষু ভরিয়া অশ্রু জমিয়া উঠিল। মোহন সবিস্ময়ে এই পুরাতন ভৃত্যটির দিকে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "কর্তা আমাকে আদর ক'রে 'যুধিষ্ঠির' বোলে ডাক্‌তেন। কারণ আমি ভুলেও কখনও চুরি করতে পারি নি, হুজুর, তা'ই তিনি আমার ওপর সদয় হ'য়ে উইলে পাঁচ হাজার টাকাও দিয়ে গেছেন। এমন মনিবের চাকরি ক'রে, এখন-যে কি নরকে পড়েছি হুজুর, দিন-রাত্তির ভাবি আর বলি, 'ভগবান! আমি আর চোখে দেখতে পারছি না, আমাকে নাও, আর কেন প্রভু'!"

মোহন পকেট হইতে দুইখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া সহসা দ্বিধা-গ্রস্ত হইয়া পড়িল। এই লোকটির মুখে যে-বৃত্তান্ত এইমাত্র সে শুনিল, তাহার পরও কি ইহাকে টাকা দিয়া অপমানিত করিতে পারা যায়?

বৃদ্ধ মোহনের মনোভাব বুঝিল; চক্ষু মুছিয়া কহিল, "হুজুরের আশীর্বাদই আমার সব। টাকার প্রয়োজন আমার নেই। এই ছেলেটিকে আপনি দিতে পারেন। বেচারা গরীব, আজ তিন মাস একটি টাকা মাইনে বলেও পায়নি।"

মোহন বালক-ভৃত্যের হাতে একখানি নোট দিয়া কহিল, "শোন যুধিষ্ঠির, তোমার কথা শুনে আমি ভারি খুশি হয়েছি। আমি তোমার মনিবের মেয়ে দীপালীর বিবাহ বন্ধ কর্‌তে চাই। আর আশা করি তা' হবেও। এখন এই পর্যন্ত শুনে রাখো।"

মোহন বাহির হইবার উপক্রম করিতেই, ভৃত্য দুইজন তাহাকে সশ্রদ্ধ মনে অভিবাদন করিল। মোহন বাহিরে আসিয়া মোটরে আরোহণ করিল।

সোফার আদেশের জন্য অপেক্ষা করিলে, মোহন চিন্তিত স্বরে কহিল, "দমদম এরোড্রোম।"

সোফার এক মুহূর্ত দ্বিধা করিল। পর মুহূর্তে সুবৃহৎ গাড়ীখানি নিঃশব্দে উল্কা-গতিতে ধাবিত হইল।

এরোড্রোমে উপস্থিত হইয়া মোহন অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে, ডাকবাহী ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের এরোপ্লেন অদ্য প্রাতে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে এবং আগামী পরশুর পূর্বে কোন ডাক-প্লেন নাই।

মোহন হিসাব করিয়া দেখিল, মাঝে মাত্র চারিটি দিন রহিয়াছে। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে হরিপদকে বাহির করিয়া কলিকাতায় আসা এবং আবশ্যকীয় আয়ো-

boiboi.net

ভজনাদি করিয়া বিবাহ বন্ধ করিতে যাওয়া এমনিই তো একান্ত অসম্ভব ব্যাপার, তাহার উপর মধ্যে একটা দিন নষ্ট করার অর্থ একমাত্র বিফলতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

মোহন ডাকবাহী প্লেনের আশা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে কিনা একজন অফিসারকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, "আপনি যদি অর্থ ব্যয় করতে রাজী থাকেন, তবে আমি আধ ঘণ্টার ভিতর সব কিছু বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারি।"

মোহন উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠিল ; কহিল, "পারেন ? তবে করছেন না কেন ?" এই বলিয়া পকেট হইতে চেক বহি বাহির করিয়া পুনশ্চ কহিল, "কত টাকার চেক লিখব বলুন ?"

অফিসার বিস্ময় ও বিমূঢ় দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমি যদি বলি এখান থেকে এলাহাবাদ এবং এলাহাবাদ থেকে এখানে যাতায়াতের এবং অপেক্ষা করার সর্ববিধ ব্যয় দশ হাজার টাকার কাছাকাছি হবে, তবুও কি আপনি এমন উৎসাহ দেখাতে পারবেন ?"

মোহন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই।"

সঙ্গে সঙ্গে চেকখানি পূরণ করিয়া সহি করিল এবং হাসি মুখে অফিসারের হাতে তুলিয়া দিল ?

অফিসার স্তম্ভিত বিস্ময়ে একবার মোহনের দিকে অন্যবার চেকখানির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি মোহন ? অর্থাৎ···যাকে···"

অফিসারের বাক্য দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া অসমাপ্ত রহিল দেখিয়া, মোহন মধুর স্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "হ্যাঁ স্যার, দস্যু মোহন। কিন্তু এখন আমি আর লাল কালির দাগ দেওয়া অবাঞ্ছিত ব্যক্তি নই। আমি এখন সুসভ্য, আইন-মান্যকারী সৎ নাগরিক।" এই বলিয়া মোহন অকস্মাৎ অট্টরবে হাসিয়া উঠিল।

অফিসার লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "না না, আমি আপনাকে তা' বলছি না। কারণ আপনার অতীত ও বর্তমান ইতিহাস আমি সর্ব-প্রযত্নে সংগ্রহ করেছি, সত্য বলতে কি, আপনাকে যারা দস্যু বলে অপমানিত করে, তারা কৃপার পাত্র।"

মোহন সহসা অস্থির কণ্ঠে কহিল, "ও-সব আলাপ-আলোচনা একদিন পরে করবার সুযোগ নেবো। এখন আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে, আপনাকে প্রস্তুত দেখতে পাবো ত ?"

অফিসার ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এখন থেকে তিন কোয়ার্টারের মধ্যে আপনি যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আসুন। আমাকে প্রস্তুত দেখতে পাবেন।"

মোহন ধন্যবাদ দিয়া সাগ্রহে করমর্দন করিয়া, মোটরে আরোহণ করিল এবং সোফারকে আদেশ দিল, "শীগগির বাড়ী যাও।"

মোটর উল্কাবেগে ধাবিত হইল।

(২৪)

মোহন কোন রকমে আহার শেষ করিয়া, আকাশ-পথে উড়িবার উপযুক্ত পোশাকে সজ্জিত হইতেছিল। রমা আকুল আগ্রহে কথা কহিতেছিল। কি একটা প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া, সে পুনশ্চ কহিল, "যদি হরিপদ বাবুর সন্ধান করতে দেরি হ'য়ে যায়, যদি ঠিক সময়ে ফিরে আসতে না পারো, যদি দীপার বর্তমান ঠিকানা না পাওয়া যায়, তা' হ'লে?"

মোহন টাইটি সুচারুরূপে বন্ধ করিয়া হাসিয়া কহিল, "অতগুলো 'যদি'র সঙ্গে আমি কখনও কারবার করি নি, রানী!"

রমা শান্ত না হইয়া কহিল, "বুঝলাম। কিন্তু সব চেয়ে যার ঠিকানা বেশি প্রয়োজন, তা'র কোন সন্ধান না করে এ-সবের পিছনে ছোটার কোন সার্থকতা যে আমি দেখ'তে পা'চ্ছি নে।"

মোহন হাসিয়া কহিল, "বিলাসের তার কাল পাওয়া যাবে।"

রমা পরম বিস্মিত হইয়া কহিল, "বিলাস কি তাদের সঙ্গে গেছে?"

মোহন সহজ কণ্ঠে কহিল, "তা ছাড়া তার কি উপায় ছিল, রানী? আমি যখন তোমার পরিচয় দিয়ে, তোমাকে আমার কাছে টেনে নিলুম, তখন বেচারী দীপার দিকটা কি না ভেবে শান্ত হ'তে পেরেছি? সুতরাং বিলাসকে তাদের সঙ্গে, অবশ্য তাদের অলক্ষ্যে যেতে হয়েছে।"

রমা কিছু সময় একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে অকস্মাৎ মোহন কিছু বুঝিবার পূর্বেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আমি মিছে উতলা হ'য়ে তোমার ওপর আস্থা হারাচ্ছিলুম, তুমি আমাকে মার্জনা করো।"

মোহন প্রিয়তমা পত্নীকে নিকটে টানিয়া লইয়া বিদায় প্রার্থনা করিল এবং বাহির হইবার পূর্ব-মুহূর্তে কহিল, "আমি আগামী কাল যে-কোন সময়ে ফিরে আসবো।"

রমা একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কহিল, "আচ্ছা।"

মোহন যখন পুনরায় এরোড্রোমে প্রবেশ করিল, তখন নির্ধারিত সময় আসিতে মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড বিলম্ব ছিল।

মোহনকে দেখিয়া অফিসার অতিমাত্রায় উল্লসিত হইয়া কহিলেন, "আপনার রথ প্রস্তুত, মিঃ মোহন।"

মোহন হাসি মুখে কহিল, "আমি মিঃ গুপ্ত।"

"তাই বটে!" এই বলিয়া অফিসার মৃদু হাসিলেন এবং পুনশ্চ কহিলেন, "আপনাকে যে-কোন অন্য নামে অপরিচিত বলে মনে হয়। তা' ছাড়া আপনার মোহন নামের সঙ্গে যে সম্ভ্রম, যে বিস্ময়, যে শ্রদ্ধা, যে শক্তির উৎস জড়িত আছে, তা' কি অন্য কোন নাম উদ্রেক করতে পারে?"

মোহন হাসিতে হাসিতে অফিসারের সহিত একটি অপেক্ষমাণ এরোপ্লেনের নিকটে আসিয়া দেখিল, পাইলট অপেক্ষা করিতেছে।

অফিসার পাইলটকে মোহনের সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়া কহিলেন, "ইনি

pathagar.net

আপনার প্লেন ভাড়া নিয়েছেন। যে পর্যন্ত না, যতদিন পর্যন্ত না এঁর অনুমতি পাবেন ততদিন পর্যন্ত আপনি এঁর সর্ব নির্দেশ মান্য করবেন। অবশ্য ইনি আগামী কল্যই এলাহাবাদ হ'তে প্রত্যাবর্তনের আশা রাখেন।"

ইহার পর অভিবাদন ও ধন্যবাদের পালা শেষ হইলে, প্লেনখানি একমাত্র আরোহীকে লইয়া গভীর আরাবে গগন-মণ্ডল কম্পিত ও বিদীর্ণ করিতে করিতে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইল।

মোহন এরোপ্লেনের কথা কহিবার টিউবের ভিতর দিয়া পাইলটকে জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণে পৌঁছাবেন, আশা করেন?"

পাইলট কহিল, "দু' ঘণ্টার মধ্যে, স্যার।"

"উত্তম!" বলিয়া মোহন বসিবার চেয়ারে হেলান দিয়া চক্ষু মুদিত করিল।

(২৫)

প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহরে এলাহাবাদ এরোড্রোমে অবতরণ করিয়া, মোহন পাইলট ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি শহরে যাবেন?"

পাইলট কহিল, "আজ্ঞে হাঁ। আমি হোটেলে থাকবো। হুজুরের প্রয়োজন হ'লেই, আমাকে সেখানে পাবেন।"

মোহন খুশি হইয়া পকেট হইতে কয়েকখানা নোট বাহির করিয়া পাইলটের হাতে দিয়া কহিল, "আপনার যখন-যা প্রয়োজন হবে, পাবেন। উপস্থিত এতেই চলবে বোধ হয়?"

পাইলট টাকার পরিমাণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, "মাত্র-তো একটা রাত আর অর্ধেক দিন আপনি এখানে থাকবেন, তা'তে এত টাকার প্রয়োজন কোথায়, হুজুর?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "একটা ট্যাক্সি আমার চাই। এখানে পাওয়া যাবে কী?"

একটু চেষ্টাতেই ট্যাক্সির বন্দোবস্ত হইল। মোহন ট্যাক্সিতে আরোহণ করিলে পাইলট কহিল, "হুজুর, এখানে কোথায় থাকবেন?"

"আমি বেনারসে যাচ্ছি। সেখানে আমার বাড়ী আছে। ডঃ গুপ্তের বাড়ী কোথায়, কাশীর রামনগরে যে কোন বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসা করলেই আপনি জানতে পারবেন।" এই বলিয়া মোহন ট্যাক্সিকে যাইতে বলিল।

ট্যাক্সি গঙ্গার পুল অতিক্রম করিয়া বেনারসের সীমানায় প্রবেশ করিল। মোহনের স্মৃতি-পটে তাহার বিবাহের দিনটির কাহিনী বায়োস্কোপের ছবির মত পর পর উদয় হইতে লাগিল। তাহার হৃদয় ও মন পরম তৃপ্তির ভিতর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

ট্যাক্সি-ড্রাইভারের আহ্বানে মোহন সচকিত হইয়া শ্রবণ করিল, সে বলিতেছে, "হুজুর, এসে গেছি।"

মোহন চাহিয়া দেখিল, মোটর তাহার বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইয়াছে এবং

বিশ্বস্ত ও পুরাতন ভৃত্যদ্বয় যাহারা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে নিযুক্ত ছিল, মোটরের আগমন-শব্দে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিতেছে।

মোহন হাস্য মুখে একজন ভৃত্যকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "ভাল আছিস মধু?"

মধু আবক্ষ মাথা নত করিয়া কহিল, "হুজুরের কৃপায় কোন অভাব নেই।"

ট্যাক্সিকে বিদায় করিয়া দিয়া মোহন ভৃত্যের পশ্চাতে ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরখানি ভৃত্যেরা এরূপ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছে যে, মনে হয় গৃহের অধীশ্বর এইখানেই বাস করিতেছেন। মোহন তৃপ্ত হইয়া কহিল, "শোবার ঘর খুলে দে।"

শয়ন-কক্ষের অবস্থাও অনুরূপ পরিচ্ছন্ন। কক্ষের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মোহন অত্যন্ত খুশি হইয়া কহিল, "আমি খুব খুশি হ'য়েছি, মধু।" বলিতে বলিতে মোহনের হাত পকেটে প্রবেশ করিল এবং অবিলম্বে যখন বাহির হইয়া আসিয়া মধুর দিকে প্রসারিত হইল, মধু দুই হাত পাতিয়া যে অঙ্কের পুরস্কার গ্রহণ করিল, তত অর্থ একত্রে সে ইতিপূর্বে জীবনে আপনার বলিয়া স্বপ্নেও দেখে নাই।

মধু ও তাহার সহকারী প্রভুকে দ্বিতীয়বার প্রণাম করিল। মধু নম্র কণ্ঠে কহিল, "কি আহার হবে, হুজুর?"

মোহন হাসিয়া কহিল, "কিছুই হ'বে না। আমি কলকাতায় খেয়ে এসেছি।"

মধু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিল। মধুর বিস্ময় বুঝিতে পারিয়া মোহন পুনশ্চ কহিল, "আমি উড়োজাহাজে এসেছি, মধু।"

মধু ভক্তি-ভরে কহিল, "মা জননী এলেন না?"

"না।" এই বলিয়া মোহন বেশ পরিবর্তন শেষ করিয়া কহিল, "আমার গাড়ী ঠিক আছে-তো?"

মধু আভূমি নত হইয়া কহিল, "আছে, হুজুর। তবে একজন…"

বাধা দিয়া মোহন কহিল, "সোফার দরকার। তা'র প্রয়োজন নেই। কয়েকটা দিন আমিই চালিয়ে নেব। আচ্ছা, এখন ঘুমো-গে যা। কাল সকালে তোর সঙ্গে কথা বলব।"

মোহন তৃপ্ত মনে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সেদিন রাত্রে যখন অঙ্গ ঢালিল, তখন রাত্রি ১টা বাজিয়া গিয়াছে। কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মোহন নিদ্রিত হইয়া পড়িল এবং অভ্যাস মত পরদিন অতি প্রত্যুষে যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন দেখিল, ঠিক নিয়মানুযায়ী মধু দ্বারের বাহিরে তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

যথারীতি প্রাতঃকৃত্য, ভ্রমণ ও প্রাতর্ভোজন সমাপনান্তে মোহন সজ্জিত হইয়া, বাহির হইবার পূর্বে মধুকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিল, "এখানে তুই কত বছর আছিস, মধু?"

"আমার জ্ঞান হওয়া অবধি কাশীধামেই আছি, হুজুর।" মধু সবিনয়ে নিবেদন করিল।

"এখানে হরিপদ দে নামে কোন লোককে চিনিস?" মোহন প্রশ্ন করিল।

মধু ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "না, হুজুর। কিন্তু

লোকটা দেখতে কেমন, হুজুর ?”

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, “তা' তো জানিনে, মধু !”

মধু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মোহন পুনশ্চ কহিল, “আমার মোটর বা'র করেছিস ?”

“করেছি, হুজুর।” মধু সসম্ভ্রমে নিবেদন করিল।

মোহন ঘড়ির দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িল ও কহিল, “কেউ যদি আমাকে খোঁজে তা'কে দশটার সময় আসতে বলবি, মধু।”

মোহন বাহির হইবার উপক্রম করিলে, মধু কহিল, “আহার-তো এখানেই হবে, হুজুর ?”

“আর কোথায় হবে, মধু ? এই নে বাজার খরচ।” এই বলিয়া মোহন একখানি দশ টাকার নোট মধুর হাতে দিল এবং বাহির হইয়া মোটরে আরোহণ করিল।

মোহন সস্নেহ দৃষ্টিতে আপন প্রিয় মোটরটির দিকে একবার চাহিয়া, মধুকে কহিল, “বাবা ভাল আছেন ?”

মধু শশব্যস্তে কহিল, “আছে, হুজুর। তা'কে কি দেখবেন, হুজুর ? তা' হ'লে কেল্লাবাড়ী থেকে আনিয়ে নিই।”

মোহন এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল, “না, থাক মধু, আমি নিজে গিয়ে দেখে আসব, অবশ্য যদি সময় করে উঠতে পারি।”

মোহন মোটরে স্টার্ট দিল। বিশ্বস্ত, প্রভু-ভক্ত মোটরটি যেন প্রভুর স্পর্শ চিনিতে পারিয়া, চাপা উল্লসিত স্বরে কলরব করিয়া উঠিল এবং ইঙ্গিত-প্রাপ্তি মাত্রেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হইল।

মোহন ভাবিতেছিল, যেখানে লক্ষ লক্ষ বাঙালী বাস করে, সেখানে একজন হরিপদ দে'র মত এক অখ্যাত ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা সত্যই একান্ত অসম্ভব ! তাহা হইলেও অদম্য উৎসাহী মোহনের পক্ষে কোন কার্যই অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত না।

মোহন কাশীতে উপস্থিত হইয়া, বাঙালীটোলার কয়েকজন পুরাতন বাসিন্দার নিকট অনুসন্ধান করিলে, তাঁহারা কয়েকজন হরিপদর সন্ধান দিলেন বটে, কিন্তু যে হরিপদকে প্রয়োজন, তাহার কোন সন্ধান মিলল না।

বাঙালীটোলায় অনুসন্ধান করিতে করিতে আটটা বাজিয়া গেল। এরূপ ভাবে অর্থহীন অনুসন্ধানে মাসের পর মাস অতিবাহিত হইলে, তবে যদি একটি তুচ্ছ ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

মোহন তাহার বিবাহের সময়কার বন্ধু, ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্র রথীন্দ্রের সহিত দেখা করিবার জন্য তাহাদের কামাচ্চার বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

মোহনকে পাইয়া রথীন্দ্রের আনন্দ রাখিবার স্থান যেন ছিল না। তখন রথীন্দ্রের পিতা প্রাতঃকালীন আদালতে গিয়াছেন। ভগ্নী চারুর বিবাহ হইয়াছে। সে শ্বশুর-বাড়ীতে, সুতরাং কিশোর-বন্ধু ডাঃ গুপ্ত, ওরফে দস্যু মোহন, ওরফে নাগরিক মোহনকে পাইয়া, রথীন্দ্র কি করিবে, কোথায় বসাইবে, কি ভাবে তাহার উপযুক্ত

আদর-আপ্যায়ন জানাইবে, ভাবিয়া না পাইয়া রীতিমত ভাবে অস্থির হইয়া উঠিল।

মোহন মোটর হইতে বাহির হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল; রথীন্দ্রের সনির্বন্ধ আবাহনে হাসিমুখে কহিল, "আমাকে মার্জনা করুন, বন্ধু। আমি একটা লোকের অনুসন্ধানে এখানে এরোপ্লেনে এসেছি। আজই আমাকে কলকাতা ফিরে যেতে হবে। আমার বর্তমান কেস এত জরুরী যে পাঁচটা মিনিটও অন্য কাজে ব্যয় করা অসম্ভব। আপনি আমাকে মার্জনা…"

প্রবল ভাবে বাধা দিয়া রথীন্দ্র কহিল, "আপনি ভাবছেন ডাঃ গুপ্ত, আপনার সম্বন্ধে আমরা কোন সংবাদ রাখি না? আমরা সংবাদপত্রের কল্যাণে আপনার মোটামুটি ইতিহাস অবগত আছি। আপনি যে কুমারী দীপালীর ব্যাপার নিয়ে এখানে এসেছেন, যে-বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্ কাজে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন, অবশ্য সেটুকু জানি না। কিন্তু আমি কি কোন কাজেই লাগতে পারি না, ডাঃ গুপ্ত?"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমি মোহন, দস্যু মোহন।"

রথীন্দ্র কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া কহিল, "আপনি নাগরিক মোহন। আপনি অভিজাত মোহন। আপনি নীচ দস্যু কোন সময়েই ছিলেন না, ডাঃ গুপ্ত। দেখলেন তো আমরা আপনার সব খবর রাখি! এখন বলুন, আপনার কোন সাহায্যে আমি লাগতে পারি কি-না?"

মোহন সহাস্যে কহিল, "তবে মোটরে আরোহণ করেন, যেতে যেতেই সব কথা হবে।"

বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা চিন্তা না করিয়া, রথীন্দ্র মোটরে আরোহণ করিয়া মোহনের পার্শ্বে বসিল এবং মোহন মোটর ছাড়িয়া দিয়া, সংক্ষেপে তাহার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে, রথীন্দ্র চিন্তিত মুখে কহিল, "আমার মনে হয়, এমন এক জটিল সমস্যা অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া একরূপ অসম্ভব বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।"

মোহন হাসিয়া কহিল, "আমার মনেও ঠিক ঐ কথা প্রথমে উঁকি দিতে চেষ্টা করেছিল, রথীনবাবু!"

রথীন্দ্র সবিস্ময়ে কহিল, "আর এখন?"

"এখন অন্য চিন্তা উঁকি দিচ্ছে।" মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল।

রথীন্দ্র কহিল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"পোস্ট অফিসে।" মোহন সহজ স্বরে কহিল।

রথীন্দ্রের মুখ-ভাব পরিষ্কার হইল না। সে কহিল, "হরিপদর মত একজন তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তির বিশেষ কোন সংবাদ পোস্ট অফিস রাখে বলে আমার মনে হয় না, ডাঃ গুপ্ত।"

মোহন ধীর কণ্ঠে কহিল, "রাখা উচিত।"

"উচিত কেন?" সবিস্ময়ে রথীন্দ্র প্রশ্ন করিল।

মোহন কোন উত্তর দিল না। সে মোটর থামাইয়া কহিল, "আসুন দেখা যাক, পোস্ট অফিস কোন সংবাদ রাখে কি-না!"

মোহনের পশ্চাতে রথীন্দ্র বেনারস জি-পি-ও-তে প্রবেশ করিল এবং ইনসিওরেন্স ডেলিভারী কাউণ্টারে গিয়া, মোহন কেরানীকে প্রশ্ন করিল, "হরিপদ দে নামে যে-ব্যক্তির নামে কিছুদিন আগে একটা পাঁচশো টাকার ইন্‌সিওর কলকাতা থেকে পাঠানো হ'য়েছিল, তা' ডেলিভারী হ'লো না কেন ?"

কেরানী সবিস্ময়ে কহিল, ডেলিভারী হয় নি ?"

মোহন নির্বিকার স্বরে কহিল, "না।"

ইহার পর কেরানী কহিল, "আপনারা ওপরে দরখাস্ত করুন।"

কেরানী এক কথায় তাহাদের বিদায় করিতেছে বুঝিতে পারিয়া মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "ওপরে যে দরখাস্ত করতে হয়, তা' আমরা জানি ; কিন্তু আমার কি কোন দাবিই আপনাদের ওপর নেই ?"

প্রশ্নের ধারা শুনিয়া হিন্দুস্থানী যুবক সবিস্ময়ে কহিল, "কে আপনি ?"

"আমি রামনগরের ডাঃ গুপ্ত অর্থাৎ দস্যু মোহন। না না, আপনি অস্থির হবেন না। আমি বর্তমানে নিরীহ ব্যক্তি। এমন-কি বাঙলার গভর্নর মহোদয় পর্য্যন্ত আমার ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'য়ে, আমার দস্যু নাম খারিজ করে দিয়ে, আমাকে জাতে তুলে নিয়েছেন।" মোহন হাসিয়া উঠিল।

কেরানী-যুবকের নির্লিপ্ত, উদাসীন ভাব দূর হইয়া গেল। সে সবিনয় কণ্ঠে কহিল, "আমরা সকলে আপনার সম্বন্ধে সকল কথাই জানি। এখন বলুন, কে ইনসিওর পাঠিয়েছিলেন এবং কা'র নামে ?"

মোহন প্রশ্নের উত্তর দিলে, কেরানী কিছু সময় যত্ন সহকারে পুরাতন কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া, অকস্মাৎ উল্লসিত হইয়া কহিল, "কেন, ইনসিওর-তো ডেলিভারী দেওয়া হ'য়েছে, স্যার ?"

"হয়েছে ?" মোহন প্রীত স্বরে কহিল এবং ক্ষণকাল চিন্তার ভান করিয়া কহিল, "কোন ঠিকানায় দেওয়া হ'য়েছে ?"

কেরানী পুনশ্চ রেকর্ড দেখিয়া কহিল, "হরিপদবাবু এখানে এসে ডেলিভারী নিয়ে গেছেন।"

মোহন ঈষৎ হতাশ হইয়া কহিল, "তিনি জি-পি-ওতে ডেলিভারী নেবেন, এমন মর্মে কি পূর্বাহ্ণে কিছু জানিয়েছিলেন ?"

কেরানী দৃঢ় অথচ নম্র স্বরে কহিল, "নিশ্চয়ই, স্যার। নইলে আমরা কিছুতেই ডেলিভারী দিই না। তা'ছাড়া লোক্যাল পোস্ট-ম্যানকে তাঁকে সনাক্ত করতে হয়েছে।"

মোহন সানুনয় স্বরে কহিল, "হরিপদবাবুর পত্রখানা একবার দেখুন তো, কোন্ ঠিকানা থেকে তিনি লিখেছিলেন ?"

কেরানী রেকর্ড দেখিয়া কহিল, "৬৫, সারনাথ রোড থেকে তিনি পত্র দিয়েছেন।"

মোহন প্রফুল্ল চিত্তে ঠিকানাটি লিখিয়া লইয়া, কেরানীকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া রথীন্দ্রের সহিত বাহির হইয়া আসিল এবং উভয়ে মোটরে আরোহণ করিল।

মোটরের স্পীড্ বাড়াইয়া দিয়া মোহন হাস্য মুখে কহিল, "ইংরাজের পোস্ট অফিস এক অদ্ভুত বিস্ময়কর কীর্তি। এখানে নিতে জানলে, এমন কোন গু

সংবাদ নেই, যা জানতে পারা যায় না।"

রথীন্দ্র সবিস্ময় মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; মোটর সারনাথ অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।

(২৬)

অনতিবিলম্বে মোটর সারনাথে উপস্থিত হইল এবং নম্বর খুঁজিতে খুঁজিতে ৬৫ নম্বরেতে উপস্থিত হইয়া, মোহন ও রথীন্দ্র দেখিল, তাহারা একটি নব-নির্মিত ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

মোহন উক্ত অট্টালিকা হইতে কিছুদূরে মোটর রাখিয়া, রথীন্দ্রের সহিত অবতরণ করিল এবং বাড়ীর সদর-দ্বারে উপস্থিত হইয়া কড়া নাড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ভিতর হইতে কেহ বলিল, "কৌন হ্যায় ?"

"মোহন বিশুদ্ধ হিন্দীতে কহিল, "বিশেষ জরুরী প্রয়োজন, একবার বাইরে আসুন।"

"কাকে চাই ?" পুনশ্চ ভিতর হইতে লোকটি কহিল।

"হরিপদ বাবুকে চাই।" মোহন কহিল।

অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া গেল এবং নাতি-দীর্ঘ চেহার একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি বাহিরে আসিয়া, আগন্তুকদ্বয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি প্রয়োজন আপনাদের ?"

"আপনিই হরিপদবাবু ?" মোহন সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

হরিপদ একমুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত থাকিয়া কহিল, "হাঁ। কিন্তু আপনি কে ?"

"ভিতরে চলুন, বলছি।" এই বলিয়া মোহন বাহিরের ঘরটির দিকে অগ্রসর হইল।

হরিপদ এক পা'ও অগ্রসর না হইয়া কহিল, "কে আপনি ?"

"একান্ত শুনতে চান ? আমি দস্যু মোহন। আপনার কু-কীর্তির, জাল, জুয়াচুরির সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে, আপনাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করবার জন্য গ্রেফতার করতে এসেছি। যদি পালাবার চেষ্টা করেন বা মিথ্যা কথা বলে আমার অমূল্য সময় নষ্ট করেন, তবে…"

মোহন কথা অসমাপ্ত রাখিয়া চাহিয়া দেখিল, হরিপদর মুখ রক্তশূন্য বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মোহন বিদ্যুদ্বেগে তাহার এক-খানা হাত ধরিয়া কহিল, "অস্থির হবেন না। আপনাকে আমি বাঁচালেও বাঁচাতে হয় পারি। অবশ্য আপনি যদি সত্য কথা বলেন।"

হরিপদ শুষ্ক মুখে অতি কষ্টে কহিল, "আমি সত্য কথাই বলবো। আমাকে দয়া রক্ষা করুন। এই বয়সে আমি জেল খাটতে পারব না।" এই বলিয়া হরিপদ অকস্মাৎ মোহনের দুই পা জড়াইয়া ধরিল এবং ক্রন্দন করিতেকরিতে পুনশ্চ কহিল, আমি আগেই শুনেছি, আপনি এই কেস অনুসন্ধান করছেন; আমি জানি, আপনার ভয়ে পিশাচ, ধূর্ত করালী বাঙলা ছেড়ে পালিয়েছে। আমি আরও জানি আগামী তারিখে সে তা'র পাগল ছেলের সঙ্গে দীপালীর বিবাহ দেবে।"

মোহন গর্জন করিয়া উঠিল। কহিল, "দেওয়াচ্ছি বিয়ে!"

হরিপদ মোহনকে সঙ্গে করিয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলে, মোহন কহি "এইবার বলুন, শয়তান কোন্ চক্রান্তে আপনাকে জড়িয়েছে?"

হরিপদ কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে টেলিগ্রাফ-পিয়ন আসিয়া কহি "বাবু তার হ্যায়।"

হরিপদ সচকিত হইয়া উঠিল। মোহন কহিল, "আপনি বসুন, আমি দেখি কি তার এসেছে।"

মোহন রথীন্দ্রকে নিম্ন স্বরে উপদেশ দিলে, সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল এ অনতিবিলম্বে তারটি হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিল ও মোহনের হাতে তুলিয়া দিল

মোহন দ্রুত হস্তে তারখানি খাম হইতে বাহির করিয়া পাঠ করিল। তাহার মু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হরিপদর দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনার বন্ধু করালীচর তার করে জানিয়েছেন যে, তাঁর পুত্রের বিবাহ আগামী দুই তারিখে এলাহাবাদে আপনাকে বিনা ওজরে শুভ কাজে যোগদান করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।"

এই বলিয়া মোহন তারখানি হরিপদর হাতে তুলিয়া দিল।

হরিপদ একবার চক্ষু বুলাইয়া কহিল, "শয়তান!"

মোহন কহিল, "এইবার বলুন।"

হরিপদ বার বার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রথীন্দ্রের দিকে চাহিতেছে দেখিয়া, মোহ পুনশ্চ কহিল, "আসুন, আমরা অন্য স্থানে যাই।" রথীন্দ্রের দিকে চাহিয়া মৃ হাসিয়া কহিল, "আশা করি, আপনি মনে কিছু করবেন না, রথীন বাবু?"

রথীন্দ্র হাসিয়া কহিল, "কি-যে বলেন আপনি, ডাঃ গুপ্ত!

মোহন ও হরিপদ বাহির হইয়া গেল এবং প্রায় বিশ মিনিট পরে যখন তাহা প্রত্যাবর্তন করিল, তখন রথীন্দ্র বিস্মিত হইয়া দেখিল, হরিপদ হাতে এক সুটকেশ লইয়া এবং বাহির হইবার সাজে সজ্জিত হইয়া আগমন করিয়াছে।

মোহন উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল, "হরিপদ বাবু আমার সঙ্গে এরোপ্লেনে এলাহাবা থেকে কলকাতায় যাবেন। এইবার চলুন, রথীন বাবু। আপনার অমূল্য সা চর্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে, আপনাকে বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে বর্তমানের জ বিদায় গ্রহণ করি।"

হরিপদ ম্লান হাস্যে কহিল, "আমার এই দুঃখ রয়ে গেল যে, আপনাদের কিছু মাত্র আদর-আপ্যায়ন করতে সক্ষম হলাম না।"

মোহন উল্লাস ভরে কহিল, "আপনি এমন আপ্যায়ন করেছেন যে, সে-ঋ কোনদিন শোধ করতে পারব কিনা সন্দেহ আছে আমার। আসুন।"

হরিপদ সদর দ্বারে চাবি বন্ধ করিল দেখিয়া, রথীন্দ্র বিস্মিত কণ্ঠে কহি "এখানে কি আপনার পরিবারবর্গ থাকেন না?"

"হরিপদ দে'র যদি পরিবারবর্গই থাক্‌তো বাবু, তা হ'লে আজ সে অধঃপতনে অতল তলে এমন নির্বিবাদে নামবার সুযোগ পেত না।"

মোহন সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "হরিপদ বাবু, আপনি আমার পা

pathagar.net

রথীন্দ্র বাবু ?”

“নমস্কার, ডাঃ গুপ্ত ?” রথীন্দ্র হাসি মুখে চাহিল।

“আপনি দয়া করে পিছনের আসনে বসুন।” এই বলিয়া মোহন রহস্যময় হাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মোটর পূর্ণবেগে ছুটিল।

(২৭)

তখন দশটা বাজে নাই, মোহন হরিপদ দে'কে লইয়া রামনগরের বাঙলোতে উপস্থিত হইয়া মধুকে কহিল, “আমার এই বন্ধুটিও আহার করবেন, মধু।”

মধু সবিনয়ে কহিল, “তা আমরা জানতাম, হুজুর।”

মোহন বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, “জানতিস্ কি রকম, মধু ?”

মধু মৃদু স্বরে কহিল, “প্রভু যাঁ'র সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, তাঁর দেখা পাবেন না, এমন চিন্তা আমরা করি না, হুজুর।”

মোহন হাসিয়া উঠিল এবং হরিপদর সহিত স্নানাহার সমাধা করিয়া, যখন পুনরায় মোটরে আরোহণ করিল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে।

মোহন কহিল, “মধু আমার সঙ্গে আয়, মোটরটা ফিরিয়ে আনবি।”

মধু পিছনের আসনে উপবেশন করিল।

মোহন পার্শ্বে উপবিষ্ট হরিপদের দিকে চাহিয়া কহিল, “করালীবাবুর নিমন্ত্রণ রাখতে আপনার যাওয়া উচিত, হরিপদবাবু।”

হরিপদ কহিল, “তা'র রক্ত দর্শন করলেও আমার রাগ যায় না, হুজুর। আমি যদি পূর্বে বুঝতে পারতাম, যে, শয়তানের পেটে এত শয়তানী আছে, তা' হ'লে অর্দ্ধেক পৃথিবীর লোভেও এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতাম না।”

মোহন মৃদু হাসিয়া মোটর ছাড়িয়া দিল।

হরিপদ পুনশ্চ কহিল, “আসল উইলখানা যে আমার কাছে এখনও আছে, সে সংবাদ যদি সে পেতো, তা' হ'লে আমাকে খুন করতেও সে দ্বিধা করত না।”

মোহন তাহার জামার ভিতর পকেটে রক্ষিত আসল উইলখানা নিরাপদে আছে বুঝিতে পারিয়া কহিল, “আপনাকে আমি কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি নে, হরিপদ বাবু! এই আসল উইলখানা যদি আপনি না রাখতেন বা আমাকে না দিতেন, তা' হ'লে ধূর্তকে জব্দ করা আমার পক্ষে কষ্টকর হ'তো। কিন্তু আমার বিস্ময় লাগে যে, আসল উইলখানা নষ্ট হ'ল কিনা স্বচক্ষে না দেখে, কালীচরণ এমন নিশ্চিন্ত হ'ল কি ক'রে! সে কি আপনাকে এর জন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নি ?”

“করে নি আবার! আমি তা'কে বলি যে, আসল উইলখানা আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। তা'ই সে বিশ্বাস করে। তা' ছাড়া রমানাথবাবু সই করেন জাল উইলে, এবং সই-বিহীন আসল উইলখানার কোন মূল্যই যে-আর থাকে না এই কথাই বিশ্বাস করেছিল।” হরিপদ ধীর স্বরে কহিল।

মোহন চিন্তিত স্বরে কহিল, “সত্যিই তা'ই। কারণ আপনার স্বীকৃতির ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে। এক্ষেত্রে আপনার দণ্ড যাতে নামমাত্র হয়, সে-বিষয়ে আমি

বিশেষ চেষ্টা করব, হরিপদবাবু।”

হরিপদ কৃতজ্ঞ চিত্তে কহিল, “তা’ যদি না বিশ্বাস করতাম, তা’ হলে কি নিজের গলায় ফাঁস টানি, হুজুর? আমি আর এমন দুর্বহ জীবন সহ্য করতে পারছি না। যখনই মনে হয়, শয়তান করালীচরণ সেই সদাশিব তুল্য মহাত্মার একমাত্র নয়নমণি-সদৃশ কন্যার জীবন চিরতরে নষ্ট ক’রে দিতে চলেছে, তখন বল্‌ব কি হুজুর, আমার মাথায় খুন চড়ে যায়। কিন্তু কোন দিকে কোন পথ দেখতে না পেয়ে, এতদিন সব সহ্য করে বসেছিলাম। তা’ ছাড়া চোখের ওপর অত্যাচার দেখতে না পেরে, কাশী ধামে পালিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু…”

মোহন কহিল, “কিন্তু কি?”

হরিপদ কহিল, “কিন্তু একদিনের জন্যও শান্তি পাই নি, হুজুর। আমাকে যে অর্থ দেবে বলে শপথ করেছিল, তা’র শতাংশের এক ভাগও সে আমাকে দেয় না অনেক কষ্টে, অনেক অনুনয়-বিনয় করতে ঐ বাড়ীখানি সে আমাকে তৈরি করিয়ে দিয়েছে। তারপর তা’র পুত্রের বিবাহ একবার হ’য়ে গেলে, আর-কি সে একটা কানাকড়িও আমাকে দিত, হুজুর?”

মোহন কহিল, “একটা কথা, হরিপদবাবু। আপনার আদালতে স্বীকার-উক্তির ফলে জেলও হ’তে পারে।”

হরিপদ উত্তেজিত স্বরে কহিল, “আমার যদি ফাঁসিও হয়, তবুও আমি অকপটে সব কিছু স্বীকার করব, হুজুর? আমি আর পারছি না। আমি নিজের বিষে নিজে জ্বলে পুড়ে মরে গেলুম। আমার এই মানসিক যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যুও ঢের শান্তিদায়ক।”

এলাহাবাদে যে হোটেলে পাইলট উঠিয়াছিল, সেখানে মোটর লইয়া মোহন আসিয়া উপস্থিত হইল।

পাইলট মধ্যাহ্ন-আহারের পর বিশ্রাম করিতেছিল, মোহনের আহ্বান শুনিয়া ছুটিয়া আসিল এবং তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিতে হইবে শুনিয়া, হোটেলের বিল মিটাইয়া দিয়া, ছোট স্যুটকেশটি হাতে লইয়া মোটরে আরোহণ করিল।

মোহন এরোড্রোমে উপস্থিত হইলে, পাইলট আবশ্যকীয় কাগজপত্রে সহি করিয়া এবং পেট্রল-ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করিয়া যখন কহিল, “সব ঠিক আছে, হুজুর। তখন মোহন ভৃত্য মধুকে বিদায় দিয়া এরোপ্লেনে হরিপদ দে’র সহিত আরোহণ করিল।

অল্প সময় পরে প্লেনখানি গভীর নির্ঘোষে ধরিত্রী ও মহাশূন্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, ডানা মেলিয়া কলিকাতা অভিমুখে উড়িয়া চলিল।

এলাহাবাদ ত্যাগ করিবার পূর্বে মোহন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দুই হাত একত্র করিয়া মাথায় ঠেকাইল এবং মনে মনে কহিল, “দয়াময়, তুমি সত্যই দয়াময়! অনাথের নাথ তুমি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।”

(২৮)

এলাহাবাদ। সিভিল রোডে অবস্থিত একটি সুবৃহৎ উদ্যান বেষ্টিত অট্টালিকা নানাবিধ লতা-পাতায় ও ফুলে এলাহাবাদের এক বিখ্যাত কনট্রাক্টারের লোকজন সজ্জিত করিতে অতিমাত্রায় ব্যস্ততা দেখাইতেছিল! প্রাতঃকাল হইতে ফটকের সম্মুখে কৌতূহলী জনতার সমাবেশের আদৌ বিরাম ছিল না। ফটকের দারোয়ান এই কথা বার বার বলিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল যে, বাঙলা হইতে এক জমিদার-কন্যা আসিয়াছেন, আগামী কল্য তাঁহার শুভ-পরিণয় হইবে।

শুভ পরিণয় হইবে! সত্যই শুভ কি অশুভ, তাহা অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইবার গরজ যদি জনতার থাকিত, তাহা হইলে করালীচরণ হাসি মুখে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া তদারক করিতে পারিতেন না। করালীচরণ, তাহার পুত্রের সহিত দীপালী বিবাহ যদিও সম্পূর্ণ জোর জবরদস্তি করিয়া সম্পন্ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, তাহা হইলেও সমারোহে ত্রুটি কোন দিকেই কিছু রাখিবে না, ইহা স্থির করিয়াছিল। কারণ দীপালী হতভাগীর চোখের জল ও বিকৃত-মস্তিষ্ক পুত্রের অর্থ-হীন আপত্তি সমারোহের কলরবে ডুবিয়া যাইবে, ইহাই ছিল তাহার ধারণা।

বাহিরে একটি সুসজ্জিত ঘরে অফিস খুলিয়া, সর্ব বিষয়ে বন্দোবস্ত করিতে গগন সেদিন প্রাতঃকালে অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন টেবিলের উপর রক্ষিত একখানি সংবাদপত্রের উপর তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; সে কলিকাতার নূতন সংবাদ জানিবার আশায় সংবাদপত্র দেখিতে লাগিল। অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি ও মনোযোগ একটি সংবাদের উপর পড়িল। সে সকল কিছু ভুলিয়া গিয়া সংবাদটি তন্ময় হইয়া পাঠ করিতে লাগিল। তাহার মুখভাব অতিমাত্রায় গম্ভীর ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল। আমরা সংবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বিশিষ্ট ধনীর উইল জাল

অপরাধীর নামে ওয়ারেণ্ট জারি

নাগরিক মোহনের বিস্ময়কর আবিষ্কার।

অভিনব, লোমহর্ষণ জাল ও জুয়াচুরি

pathagar.net

"আমরা প্রথমেই স্বীকার করিতেছি, আমরা এই বিস্ময়কর অভূতপূর্ব ঘটনা অবগত হইয়া স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি-প্রায় হইয়াছি! আমরা সর্বান্তঃকরণে আমাদের বিশিষ্ট ও সম্মানিত নূতন নাগরিক মোহনের দীর্ঘ জীবন ও অটুট স্বাস্থ্য প্রার্থনা করিতেছি। যে-ঘটনা বৎসরাধিকাল পূর্বে সংঘটিত হইয়াছে, এক ধূর্ত দুর্বৃত্তের অসমসাহসিক কার্যের ফলে একটি নিষ্পাপ কুসুম-তুল্য বালিকার সারা জীবন ও ভবিষ্যৎ চিরতরে যে মসীলিপ্ত হইতে চলিয়াছে, তাহা মোহন না জানাইলে আমরা কিছুতেই জানিতে পারিতাম না। অভিযোগ সংক্ষেপে এই যে, কুবের-সদৃশ্য ধনী মহাত্মা রমানাথ মিত্র মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যে উইল করিয়া যান, তাহাতে তাঁহার

সমুদয় অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি এবং একমাত্র কন্যা-সন্তান কুমারী দীপালীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার এক বিশ্বস্ত আত্মীয়ের উপর প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু করালী নামে এক দুর্বৃত্ত তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে একজন হওয়ায় ও তাঁহার মৃত্যু-শয এই দুর্বৃত্ত সেবা-শুশ্রূষা করিবার অভিনয় করিয়া, তাঁহার আস্থা অর্জন করি সদা-সর্বদা নিকটে থাকে। উক্ত করালীচরণ উপরে বর্ণিত শেষ উইল লিখিবার ভ রমানাথবাবুর ইচ্ছানুসারে লেখক হরিপদ দে নামক এক ব্যক্তির উপর অর্পণ ক যে-আত্মীয়ের উপর সমস্ত অভিভাবকত্ব দেওয়া হয়, তাঁহার নামের বিনিময়ে ধ করালীচরণ লেখককে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করিয়া নিজ নাম লিখিতে বাধ্য ক হরিপদ দে অর্থের লোভে আসল উইলের পরিবর্তে দ্বিতীয় উইল সম্পাদন করি রমানাথবাবুর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার স্বাক্ষর গ্রহণ করে এবং কলিকাত কয়েকজন বিশিষ্ট ধনী ও মানী ব্যক্তি সে সময়ে রমানাথবাবুর শয্যা-পার্শ্বে উপস্থি থাকায়, তাঁহারা স্বাক্ষরের সাক্ষী হিসাবে শেষ উইলে সহি করেন।

ইহাই হইল লোমহর্ষণ জুয়াচুরির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। যাহা হউক মহা রমানাথবাবুর মৃত্যুর পর করালীচরণ সব কিছুর অভিভাবক সাজিয়া বসে এ তাহার বিকৃত মস্তিষ্ক এক পুত্রের সহিত মৃত রমানাথবাবুর পরমা সুন্দরী ক কুমারী দীপালীর বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করিবার কু-অভিপ্রায় পোষণ করিয়া গোপ বিবাহ সম্পন্ন করিবার সকল আয়োজন সম্পন্ন করে। এই সংবাদ আমাদের দীনব মোহনের কর্ণে কোন সূত্রে প্রবেশ করে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ দুর্বৃত্ত করালীচর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে সচেষ্ট হন। ফলে ধূর্ত করালীচ এক ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিয়া মোহনকে 'ব্ল্যাকমেলিং' অপরাধে গ্রেফতার করাই হাজতে পাঠাইবার সুবন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হয়।

ইহার পর কাহিনী যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অভূতপূর্ব। করালীচরণ আপনা সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিবার অভিপ্রায়ে, উইল-লেখক হরিপদ দে'কে কিরূপে মাসি অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া কাশীধামে নির্বাসনে পাঠাইয়া দেন, কি করিয়া লেখককে মোহন আবিষ্কার করিয়া এরোপ্লেন-যোগে কলিকাতায় আনিয়া আদাল নালিশ পেশ করেন, বিবাহ বন্ধ করিতে ওয়ারেণ্ট ইস্যু করান, তাহা আমাদের প বর্তী সংখ্যায় বিস্তারিত ও ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

আমরা অবগত হইলাম ধূর্ত করালীচরণ আগামী দুই তারিখে কুমারী দীপাল সহিত আপন পাগল-পুত্রের বিবাহ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কলিকাতা হইতে পলা করিয়া এলাহাবাদে গমন করিয়াছে।

আমরা উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবিতেছি, এই স্বল্প সময়টুকুর ভিত দীনবন্ধু মোহন হতভাগিনীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কি?

আমরা গভর্নমেণ্টের নিকট দাবি করিতেছি যে, মোহনকে তাঁহারা যেন স প্রকারে সর্ব সুবিধা দিয়া অকৃপণ হস্তে সাহায্য করেন। কারণ ঘটনায় যেরূপ ষ যন্ত্রের কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কুমারী দীপালীর জীবন যদি চিরত কলঙ্কিত হইয়া যায়, তাহা হইলে উহা অমার্জনীয় অপরাধ হইবে। আমরা দুর

[redacted]লীচরণকে অবিলম্বে গ্রেফতার করিবার জন্য এলাহাবাদ পুলিসের নিকট [redacted]রোধ এবং দাবি জানাইতেছি।

পরিশেষে এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের মূল অপরাধী করালীচরণ এবং হরিপদ দে'কে (হরিপদ যদিও আপন দোষ স্বমুখে স্বীকার করিয়া বর্ণনা করিয়াছে) উপযুক্ত [redacted]ে দণ্ডিত করিতে ও দীনবন্ধু নাগরিক মোহনকে যথোপযুক্ত পুরস্কারে অলঙ্কৃত [redacted]তে অনুরোধ জানাইতেছি।"

করালীচরণের চক্ষুর সম্মুখের তাবৎ বস্তু অন্তর্হিত হইয়া অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। ... মন হইতে সকল আনন্দ, আশা, উৎসাহ নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। ... উত্তেজনায় তাহার সারা দেহ কাঁপিতে লাগিল। তাহার মনে শুধু এই চিন্তাই ...রে আসন পাতিয়া বসিল যে, এলাহাবাদের পুলিস তাহাকে কোন্ সময়ে-যে ...র করিতে আসিবে, তাহার যখন কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, তখন অবিলম্বে এ-...্যাগ করিয়া বাঁচিতে হইবে। করালীচরণ অতি গম্ভীর মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল ...ংবাদপত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে ভৃত্যকে দেখিয়া আদেশ দিল, "জলদী দোঠো ট্যাক্সি বোলাও।"

...্য আদেশ পালনে ছুটিল। করালীচরণ অন্দর মহলের প্রবেশ-পথে পুত্রের ...ং পাইল। পিতাকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া শ্যামাপদ কহিল, "আমি বিয়ে ... না, বউ কাঁদিতে।"

করালীচরণ কঠিন মুখ করিয়া একমুহূর্ত দাঁড়াইল; পরে শান্ত কণ্ঠে কহিল, ... প্রয়োজন নেই। এ বিবাহ হবে না। চল, আমরা এখনি বাড়ী ফিরে ...।"

শ্যামাপদ উল্লাস ভরে চীৎকার করিয়া কহিল, "বিয়ে হবে না?"

"না, হবে না। যা, শীগগির জামা-কাপড় প'রে তৈরি হ'য়ে নে। এখনি ...বে।" করালীচরণ দ্রুত কণ্ঠে আদেশ দিল।

শ্যামাপদ দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া আপন কক্ষ উদ্দেশে ছুটিয়া গেল।

দীপালী অদূরেই ছিল। বোধহয় শ্যামাপদ তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ভিতর [redacted]ে আহ্বান করিয়াছিল। করালীচরণের কথা শুনিয়া দীপালীর বিস্ময় ও ...ন্দের পরিসীমা ছিল না। সে কম্পিত পদে তাহার সম্মুখে আসিয়া কহিল, ...পনি সত্য কথা বলছেন?"

করালীচরণ এক মুহূর্তের জন্য ভ্রূ-কুঞ্চিত-মুখে দীপালীর দিকে চাহিয়া ...া শান্ত ও সহজ স্বরে কহিল, "না, বিবাহ হবে না। আমি এই মুহূর্তে ...ী যাবো মনস্থ করেছি। তুমি আর তোমার পরিচারিকা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ... হ'য়ে নাও। জিনিসপত্র সব পরে যাবে। শুধু পথের জন্য কিছু কাপড়-... একটা ছোট সুটকেশে ভ'রে নাও। ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে বাইরে আসবে, ... গাড়ী নিয়ে অপেক্ষায় থাকবো।" বলিয়া করালীচরণ দ্রুতপদে সে-স্থান ...তে চলিয়া গেল।

যদিও দীপালী ইহার হেতু বুঝিল না, তবু আগামী বিবাহের হাত হইতে

অকস্মাৎ মুক্তি পাইয়া, তাহার মন ও হৃদয় কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহার আয়ত চক্ষু দু'টি অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল এবং অতি দ্রুতপদে অন্দর মহলে প্রবেশ করিল।

বাড়ী সাজাইবার কার্যে শত শত মজুর ও কর্মচারীর ব্যস্ততার ভিতর দুইখানি ঢাকা-ট্যাক্সি ধীরে ধীরে অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া পথে নামিল এবং নির্দেশ অনুসারে উল্কাবেগে পূর্বাভিমুখে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

একখানি ট্যাক্সিতে সপুত্র করালীচরণ ও অন্যখানিতে দীপালী ও তাহার দুই জন পরিচারিকা আরোহণ করিয়াছিল। ট্যাক্সি দুইখানি যখন এলাহাবাদ হইতে প্রয়াগ এবং প্রয়াগ অতিক্রম করিয়া মাঠের ভিতর দিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল, তখন করালীচরণ আসন্ন বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া, পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

(২৯)

সেদিন দ্বিপ্রহরের অব্যবহিত পরে একখানি এরোপ্লেন আসিয়া এলাহাবাদের এরোড্রোমে অবতরণ করিল। এলাহাবাদের পুলিস-কমিশনার কয়েকজন অফিসার, সার্জেণ্ট ও কনস্টেবলের সহিত এরোড্রোমের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। এরোপ্লেন হইতে যে দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অবতরণ করিলেন, তাঁহাদের কমিশনার সাহেব করমর্দন করিয়া সম্ভাষণ জানাইলেন।

আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে একজন মোহন ও অন্য জন স্বনামধন্য পুলিস অফিসার মিঃ বেকার।

মিঃ বেকার এলাহাবাদের কমিশনারের সহিত মোহনের পরিচয় করাইয়া দিয়া কহিলেন, "আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা পরে হবে। এখন আসামীর কোন সন্ধান পেয়েছেন কি-না বলুন?"

কমিশনার মোহনের সহিত দ্বিতীয়বার করমর্দন করিয়া কহিলেন, "পেয়েছি। আগামী কল্য বিবাহ। বাড়ীতে অসংখ্য লোকজন খাটছে। কিন্তু গ্রেফতার করবার নির্দেশ ছিল না। সুতরাং নজর-বন্দী করা ছাড়া আর কিছুই করতে সক্ষম হই নি।"

মোহন অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া কহিল, "ধন্যবাদ! আসামী তা' হ'লে পালাতে সক্ষম হয় নি?"

কমিশনার কহিলেন, "আমার মনে হয়, সে এসবের কোন সংবাদই পায়নি। যা হোক, এখন সোজা আসামীর বাড়ীতে যাবেন?"

মোহন একবার মিঃ বেকারের দিকে চাহিয়া দৃঢ় স্বরে কহিল, "নিশ্চয়ই আপনি সেই বন্দোবস্তই করুন, স্যার।"

ইহার পর কমিশনারের মোটরে মিঃ বেকার, মোহন, দুইজন সার্জেণ্ট ও কমিশনার আরোহণ করিলেন। পশ্চাতে পুলিশ-ভ্যানে করিয়া অবশিষ্ট পুলিস দলটি এলাহাবাদের সিভিল লাইন অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল।

অনতিবিলম্বে তাঁহারা যখন নির্দিষ্ট বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, বাড়ীর মালিককে খুঁজিয়া না পাইয়া এবং উপদেশ না পাইয়া মজুরদের ভিতর

গোলমাল শুরু হইয়াছে।

কিন্তু গোলমাল ঘটিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, মোহন বেকার ও কমিশনারের সহিত অন্দরমহলে প্রবেশ করিল এবং নূতন ভৃত্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জ্ঞাত হইল যে, তাঁহারা দুইখানি ট্যাক্সি করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন বলিয়া বাড়ীর মালিকেরা গমন করিয়াছিল, এখন পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করে নাই।

মোহন চিন্তিত মুখে কহিল, "আর করবেনও না!"

মিঃ বেকার কহিলেন, "সর্বনাশ! এখন উপায়?"

কমিশনার কহিলেন, "আমার ধারণা ছিল,…" তিনি কথা অসমাপ্ত রাখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মিঃ বেকার দ্রুত চিন্তা করিতেছিলেন, কহিলেন, "কোথায় যাওয়া সম্ভব, তুমি বলো মোহন?"

মোহন কহিল, "আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। তবে নিশ্চিন্ত মনে ভাববার সময় আছে কিনা তা'ও বুঝতে পারছি না।" এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া, পুনশ্চ কহিল, "আমি বলি কি এক সঙ্গে সকলে চিন্তা না ক'রে বা একদিকে সন্ধান না চালিয়ে ভিন্ন দিকে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এখন কাজ আরম্ভ করা উচিত। আপনিও তো তাই বলেন, মিঃ কমিশনার?"

কমিশনার কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। কহিলেন, "তাই তো বটে।"

"অতএব আমি বিদায় গ্রহণ করছি।" এই বলিয়া মোহন প্রথমে মিঃ বেকার, পরে কমিশনারের সহিত করমর্দন করিয়া কহিল, "আমি যদি এলাহাবাদ ত্যাগ করেই যাই, তা' হ'লেও আপনাদের খুব শীঘ্রই খবর দেব।"

মিঃ বেকার সবিস্ময়ে কহিলেন, "তুমি কি আমাকে এলাহাবাদে অপেক্ষা করতে বলছ?"

মোহন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "না। কারণ আসামী-যে এলাহাবাদের সীমানায় নেই, তা' আমি হলফ ক'রে বলতে পারি। যখন তারা গঙ্গা অভিমুখে গেছে, তখন আমি বলি কি, তুমি এরোপ্লেনে আজই কলকাতায় ফিরে যাও এবং সেখানে আমার তারের জন্য অপেক্ষা কর।"

মিঃ বেকার জানিতেন, মোহনের চিন্তাধারার উপর তর্ক করা বা তাহার প্ল্যান বদলাতে চাওয়া নিতান্তই মূর্খামির পরিচয় দেওয়া। তিনি কহিলেন, "উত্তম! তাই হবে। কারণ এই কেস তোমার, সুতরাং তোমার নির্দেশ মেনে চলাই আমাদের পক্ষে একমাত্র পথ।"

"এই গুণেই তোমাকে এত ভালবাসি ও পছন্দ করি, বেকার।" নত স্বরে বলিয়া মোহন পুনশ্চ উভয় অফিসারের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল ও পথে বাহির হইয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া আরোহণ করিল এবং প্রয়াগ যাইবার জন্য আদেশ দিল।

ট্যাক্সি প্রয়াগ স্টেশনের নিকট উপস্থিত হইলে, মোহন অবতরণ করিয়া দু-

তিনজন দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইল যে, দুইখানি আচ্ছাদিত ট্যা[ক্সি] অদ্য প্রাতঃকালে এই পথে গিয়াছে।

মোহন আর বিলম্ব না করিয়া পুনশ্চ ট্যাক্সিতে আরোহণ করিল এবং মির্জাপুর অভিমুখে যাইবার জন্য আদেশ দিল।

ট্যাক্সি ছুটিতে আরম্ভ করিলে, মোহন আপন মনের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। সে আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিল, "এইরূপ অবস্থায় আমি যদি পতিত হইতাম, তাহা হইলে আমি কি করিতাম?"

মোহন ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "আমি সর্বপ্রথমে বিবাহ-কার্য সমাধা করিবার জন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতাম। কারণ হিন্দু আইনানুযায়ী একবার বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইয়া গেলে তাহা আর কিছুতেই যখন নাকচ করা যায় না, তখন সর্ব প্রযত্নে বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য নিরাপদ স্থান আবিষ্কারের সচেষ্ট হইতাম।"

মোহন পুনশ্চ আপনাকে আপনি কহিল, "এ-স্থলে নিরাপদ স্থান বলিতে আমি কি বুঝিতাম?"

"কি বুঝিতাম আমি? এই বুঝিতাম যে, যেখানে ইংরাজদের পুলিস গিয়া কোন কিছু প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিতে পারে না, গ্রেফতার করিতে পারে না, আমার ইচ্ছার পথে অন্তরায় হইতে পারে না, এমন স্থানের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এমন স্থান কোথায় আছে? কোথায় আছে, মোহন?"

অকস্মাৎ মোহন অস্ফুট কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "পেয়েছি, এমন স্থান পেয়েছি।"

ট্যাক্সি-ড্রাইভার মনে করিল, তাহাকে থামিবার জন্য আদেশ হইয়াছে; সে ট্যাক্সি দাঁড় করাইয়া কহিল, "কি আদেশ, হুজুর।"

মোহন সোল্লাসে কহিল, "আমরা এখন কোথায়?"

ড্রাইভার সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, "পথে হুজুর।"

"আঃ! পথে নয়-তো কি আকাশে আছি, আমি মনে করেছি, তুমি তাই ভেবেছ? এটা কোন্ জায়গা?"

ড্রাইভার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, "ওই রেলওয়ে স্টেশন মির্জাপুর দেখা যাচ্ছে, হুজুর।"

"উত্তম! আমাকে রেলের-তার অফিসে নিয়ে চলো।" মোহন দ্রুত কণ্ঠে আদেশ দিল।

(৩০)

চন্দননগর। গঙ্গার ধারে এক সুন্দর অট্টালিকার ফটকের উপর নহবত বাজিতেছিল ফটকের সম্মুখে বন্দুক-ধারী কয়েকজন ফরাসী-পুলিস সঙ্গিন চড়াইয়া পাহারা দিতেছিল। পথচারি জনতা নহবতের সহিত সঙ্গিনের সংমিশ্রণ দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া ভাবিতেছিল, ইহা কিরূপ বিবাহ। ইহার অর্থ কী? কিন্তু কেহই

pathagar.net

গম্ভীর গম্ভীর মুখী পুলিস অফিসারের নিকট ইহার হেতু জানিবার জন্য সাহসী হইতে পারিতেছিল না।

অবশেষে করালীচরণ ইংরাজ রাজত্বের আইনের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া ফরাসী-রাজ্যে উপস্থিত হইয়া নিজেকে সর্বরকমে বিপদ-মুক্ত ভাবিতে সক্ষম হইয়াছিল। সে এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, ইংরাজ আদালতের ওয়ারেণ্ট ফরাসী রাজত্বে জারি করিতে হইলে, ফরাসী আদালতের ও ফরাসী পুলিসের অনুমতি লইতে হইবে। তাহার পর তাহা জারি করিতে পারা যাইবে। কিন্তু ইতোমধ্যে তাহার উদ্দেশ্য সফল করিয়া লইতে তাহাকে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না।

উপরন্তু করালীচরণ পুলিসের নিকট দরখাস্ত করিয়া, প্রচুর টাকা জমা দিয়া একদল মিলিটারী পুলিসের সাহায্যে এই অজুহাত দেখাইয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল যে, দস্যু মোহন তাহাকে প্রাণে মারিবার জন্য এবং তাহার ভাবী পুত্র-বধূকে হরণ করিবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছে এবং সেই ভয়ে ভীত হইয়া তিনি ফরাসী সরকারের রাজত্বে পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। অতএব সরকার মা-বাপ, অধীনকে রক্ষা করিবার যেন আদেশ হয়।

করালীচরণের আর্জি পাঠ করিয়া ফরাসী পুলিস হাসিয়াছিলেন। তাঁহারা যদিও দস্যু মোহন নামে এক দস্যুর কাহিনী সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা ইংরেজ-পুলিসের নিকট সম্ভব হইয়াছে, তাহা তাহাদের নিকট কিরূপ অসম্ভব হইত, তাহাদের অপেক্ষা আর কে বেশি জানে! সুতারং করালীচরণ অভয় লাভ করিয়া নির্ভয় হইয়া বিবাহের শুভ-লগ্নের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছিল।

করালীচরণের নির্ভয় হইবার অন্য হেতুও ছিল। প্রথমতঃ সে ছিল এলাহাবাদে। দ্বিতীয়তঃ এলাহাবাদ হইতে ফরাসী রাজ্য চন্দননগরে যে সে আসিবে, এমন কোন প্রমাণ পশ্চাতে রাখিয়া আসে নাই; সুতরাং দস্যু মোহন সহস্র রকমে চেষ্টা করিলেও এই সময়টুকুর মধ্যে এলাহাবাদ হইতে চন্দননগরে উপস্থিত হইয়া বিবাহ-কার্য বন্ধ করিবে, ইহা একমাত্র বাতুলেই ভাবিতে পারে।

ভাবিতে ভাবিতে করালীচরণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে অস্ফুট কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আগে বিবাহ হ'য়ে যাক, তারপর দেখে নেবো শয়তান হরিপদ দে'কে। যদি-না তা'কে সাতটি বছরের জন্য জেল খাটাই, তবে আমার নাম করালীচরণ নয়!"

এমন সময়ে শ্যামাপদ আসিয়া কহিল, "বউ কাঁদে।"

করালীচরণ বোমের মত ফাটিয়া পড়িয়া কহিল, "বউ কাঁদে! কেন, কান্না কিসের শুনি? শুভ কাজ এমন দিনে কান্না কেন বউ-এর? কাঁদুক, আর হাসুক, আজ আর বিয়ের নড়চড় হবে না। শ্যামাপদ?"

"কী?" শ্যামাপদ নীরস স্বরে কহিল।

"তুই-না পুরুষ ছেলে? একটা একরত্তি মেয়ে তোকে বিয়ে করতে হবে বোলে দিনরাত প্যানর প্যানর করে কাঁদবে, তুই সহ্য করবি? তোর কি পুরুষত্ব এত-টুকুও নেই?"

শ্যামাপদ দুই পা পিছাইয়া গিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "তুমি একতি থালা। আমি বিয়ে কলব'না।"

করালীচরণ আপন পুত্রের মুখে 'শালা' সম্বোধন শুনিয়া শুনিয়া গা-সহা করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু বিকৃত-মস্তিষ্ক পুত্রকে শাসন করিতে গেলে পাছে বিপরীত ফল হয়, এই ভয়ে মনের রাগ মনে চাপিয়া যাওয়া ভিন্ন দ্বিতীয় পথ পাইল না কহিল, "বিয়ে করব না। যদি তুই বিয়ে না করিস, তবে মেধো চাকরটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবো। দেখি হতভাগা, তুই কত সুখী হস্।"

শ্যামাপদ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "মেধো থালার সঙ্গে?"

"হাঁ, মেধো শালাকেই দেব। আজ বিয়ে হবেই হবে।" করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্যামাপদ বিপদ গণিল। কারণ তাহার মতো দীপালীর হিতাকাঙ্ক্ষী আর দ্বিতীয় কেহ সে বাড়ীতে ছিল না। কিছুক্ষণ ভাবিয়া-চিন্তিয়া কহিল, "আত্তা আমিই বিয়ে কল্‌ব।"

করালীচরণ খুশি হইয়া উঠিল। কহিল, "যাও, মেয়েদের বর সাজাতে বলো-গে। সন্ধ্যার পরই লগ্ন। আমি এদিকের বন্দোবস্ত দেখি।"

করালীচরণ বাহির হইয়া গেল। শ্যামাপদ কিছুক্ষণ চিন্তা করিল ও পরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

দীপালীর ক্রন্দনের আর বিরাম ছিল না। তাহার মনে মুক্তির সকল আশা বিলুপ্ত হইলেও, সে এই ভাবিয়া কিঞ্চিত সাহস পাইতেছিল যে, নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটিয়াছে, যাহার ভয়ে করালীচরণ সেখানে বিবাহ না দিয়া, চন্দননগরে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। তবে কি দেবতা-মোহন আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন?

কিন্তু আজ রাত্রেই বিবাহ। এই সময়ের মধ্যে আমাকে কি তিনি মুক্ত করিতে পারিবেন? আমি কি আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব? না শেষ মুহূর্ত অবধি মুক্তি দূতের অপেক্ষা করিব? দীপালী চিন্তিত হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিল যে, মরিবার ক্ষণ-তো আর পলাইয়া যাইতেছে না! যখন এই বিবাহ বন্ধ না হওয়ার অর্থই হইবে—আমার মৃত্যু, তখন আমি শেষ মুহূর্ত অবধি অপেক্ষা করিব। তারপর কেহ না আসেন, দয়াময় পরমেশ্বর বিরূপ হন, তাহা হইলে তখন আর আমাকে কে ধরিয়া রাখিবে? মরিব, আমি মরিব।

বালিকার মন আশায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। চন্দননগর! বিদেশে আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই। মাত্র কয়েকটি ঝি ও চাকরের মেলা। ফটকে নহবত বাজিতে-ছিল। দীপালীর মনে হইতেছিল, কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে।

অবশেষে সন্ধ্যা আসিল। পরিচারিকারা বর ও কনেকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। সময় যত নিকটবর্তী হইতেছিল, দীপালীর চক্ষু তত শুষ্ক হইয়া উঠিতেছিল। সে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তবে আর কিসের জন্য ক্রন্দন করিবে?

অপরিচিত পুরোহিত আসিয়া বর ও কন্যাকে বিবাহ স্থানে আনিবার আদেশ দিলেন। নির্বাক শ্যামাপদ অপলক দৃষ্টিতে দীপালীর মুখের দিকে চাহিয়া, পিঁড়ের উপর বসিল। পরিচারিকারা শঙ্খধ্বনিও উলুধ্বনি করিতে লাগিল। করালীচরণ সম্মুখে বসিয়া দীপালীর মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, মেয়েরা প্রথমে বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করুক, কাজের সময়ে তাহারা আর আপত্তি জানায় না। দীপালী কত কান্নাই-যে কাঁদিয়াছে, সে শুনিয়াছে ; কিন্তু ঠিক বিবাহের সময় তাহার চক্ষুতে এক ফোঁটাও অশ্রু নেই। রমণীর মন এমনই বিচিত্র।

পুরোহিত একটা কড়ি বাঁধা হুঁকায় তামাকু টানিতেছিলেন। শেষ টান মারিয়া পুরোহিতের আসনে উপবেশন করিয়া আচমন করিলেন এবং বরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "শুধু তুমি বলবে, ভায়া।" কনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এখন তুমি বোলো না, দিদি।"

"আর তুমিও বোলো না, বন্ধু।" এই বলিয়া কেহ পুরোহিতের মুখ চাপিয়া ধরিল।

করালীচরণ ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, মোহন পুরোহিতের মুখ চাপিয়া ধরিয়া পুরোহিতকে দাঁড় করাইয়াছে ও তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে এবং তাহার পশ্চাতে রিভলবার হস্তে অসংখ্য লোক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে ও তখনও করিতেছে। সে বিহ্বল স্বরে কহিল, "এ সব কী ?"

মোহন পুরোহিতকে স্থির থাকিতে আদেশ দিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল, "তোমার নামে ওয়ারেণ্ট জারি হয়েছে। হুলিয়া বার হ'য়েছে, তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছি, বন্ধু করালীচরণ।"

করালীচরণ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "আমি, আমি, ফরাসী রাজত্বে বাস করি জানো ?"

মোহন বুঝিল, করালীচরণ পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। সে এক লম্ফে তাহার নিকটে গিয়া একখানি হাত ধরিয়া কহিল, "অস্থির হচ্ছ কেন, বন্ধু ? আমি তোমাকে ইংরাজ রাজত্বে নিয়ে গিয়েই না হয় গ্রেফতার করবো।" এই বলিয়া তাহার অনুচরগণের দিকে চাহিয়া কিছু ইঙ্গিত করিল এবং হাসি মুখে দীপালীর বিস্মিত ও বিস্ফারিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভয় নেই বোন, আমি এসেছি।"

দীপালী থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। সহসা কাহার স্পর্শ পাইয়া সচকিত হইয়া দেখিল, শ্রীমতী রমা তাহাকে বক্ষে চাপিয়ে ধরিয়াছে। দীপালী মোহন ও রমাকে প্রণাম করিয়া হতাশ ভাবে উপবিষ্ট শ্যামাপদকে দেখাইয়া কহিল, "একে আপনারা কিছু বলবেন না। এর মত শত্রু এবং হিতৈষী আমার বর্তমান জীবনে আর কেউ ছিল না।"

মোহন ইঙ্গিতে আদেশ দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনখানি মোটর আসিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল।

মোটর তিনখানি ফটকের নিকটে আসিলে, মোহন পশ্চাতে প্রায় একশত অনু-

চরের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমরা অদৃশ্য হও, বন্ধু।" পরে বন্ধাবস্থায় পতিত ফরাসী পুলিসগুলির দিকে চাহিয়া মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "বন্ধুগণ! আমি থানার খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারা এসে তোমাদের বাঁধন খুলে দেবে, কারণ বন্দুক হাতে বিশ্বাস করতে দস্যু মোহনেরও বাধে; বিদায় বন্ধু!"

করালীচরণ গজগজ করিতে করিতে কহিল, "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি দেশ ছেড়ে চলে যাবো।"

"তা কি হয়, বন্ধু? তোমাকে ছেড়ে কি বাঙলার জেল বাঁচতে পারে!" মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল।

অন্য মোটরে দীপালী রমার একখানি হাত আপন দুই হাতে লইয়া চাপিয়া ধরিল, কহিল, "আর দু'মিনিট বাদে যদি আসতেন, তবে আমার মৃত দেহটাকে পেতেন, দিদি।"

রমা শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "তার মানে, দীপা?"

দীপালী একটি আঙটি হাত হইতে খুলিয়া রমার হাতে দিয়া কহিল, "এই আঙটির মধ্যে বিষ আছে। অনেক কষ্টে এলাহাবাদে সংগ্রহ করে রাখি। যখন দেখতাম যে আর কোন আশাই নেই, তখন···"

রমা আঙটি-টি সবেগে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "ভগবান রক্ষা করেছেন, দীপা। এস তাঁর চরণে আমরা প্রণাম করি।"

উভয়ে যুক্তকরে প্রণাম করিল। দীপালী কহিল, "এবার থেকে আর আপনাকে ছেড়ে থাক্‌ব না, দিদি, তা' বলে দিচ্ছি।"

রমা মৃদু হাসিয়া কহিল, "কতক্ষণ দীপা? যতক্ষণ না একটি টুকটুকে···"

———

pathagar.net

মোহনের জার্মানী অভিযান

(১)

ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে, পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-অফিস খোলা হইয়াছে। যাঁহারা এই সব প্রতিনিধিগণের অফিস কোন কার্যোপলক্ষে পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারই জার্মান-প্রতিনিধি বিভাগের বৈশিষ্ট্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। একটি বৃহদাকার অট্টালিকার উপরের ফ্ল্যাটটি সুসজ্জিত অবস্থায় রূপান্তরিত করিয়া, তন্মধ্যে অফিস খোলা হইয়াছে। হের জোমার ভারতের দৌত্য-বিভাগের প্রধান পরিচালক ও দূত হিসাবে ভারতে জার্মান-গভর্নমেণ্টের স্বার্থ রক্ষা করিয়া থাকেন!

সেদিন এই প্রতিনিধি-অফিস কক্ষে বসিয়া হের জোমার জার্মান গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত, কোড হইতে অনূদিত একখানি গোপনীয় পত্র পাঠ করিতেছিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মুখভাব পরিবর্তিত হইতেছিল! আমরা পত্রখানি বাঙলায় অনূদিত করিয়া এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

রীস্, পররাষ্ট্র বিভাগ
বার্লিন।

প্রিয় জোমার,

আমি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে এই পত্রখানি লিখিতেছি। ইহার হেতু কিরূপ গুরুত্বব্যঞ্জক তাহা পাঠান্তে আপনি সম্যক বুঝিতে পারিবেন। গত বৎসর আমাদের গভর্নমেণ্টের সহিত ভারত গভর্নমেণ্টের এক ব্যবসা-সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যে সময়ে উহা সম্পাদিত হয়, সে-সময়ে ঐ চুক্তি আমাদের পক্ষে বিশেষ লাভজনক না হলেও, ক্ষতিকর ছিল না। কিন্তু বর্তমানে অকস্মাৎ আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনে এবং আমেরিকার বাজার আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বাধা-নিষেধ-মুক্ত হওয়ায়, ঐ চুক্তি আমাদের পক্ষে শঙ্কাজনক-ভাবে ক্ষতিসাধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, উহার আশু লয় না হইলে, আমাদের গভর্নমেণ্টকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

pathagar.net

কিন্তু স্বাভাবিক পথে ওই চুক্তির পরিবর্তন বা পরিবর্জন যদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে আমার গভর্নমেণ্ট কোন চেষ্টারই ত্রুটী করিতেন না ; আমরা সর্বদিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি যে তাহা হইবার নহে। যদিও আমরা আশা করি, ভারত গভর্নমেণ্ট তথা বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এখন পর্যন্ত আমাদের এই দারুণ অসুবিধার বিষয় অবগত নহেন, তাহা হইলেও যে-মুহূর্তে আমরা কোন কিছু প্রস্তাব করিব, সেই মুহূর্তেই তাঁহারা সতর্ক হইয়া পড়িবেন। ফলে আগামী ৯টি বৎসর ধরিয়া আমাদের নিদারুণ ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে।

অতএব আমি আপনাকে গোপনে লিখিতেছি যে, আপনি কি কোন উপায়ে এই অনিষ্টকর চুক্তির মেয়াদ চিরতরে শেষ করিতে পারেন না ? ইহার জন্য আমরা আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অথরিটি প্রদান করিতেছি। আপনি যদ্যপি কোন অছিলায় এই চুক্তিটি দিল্লী হইতে রীসের নিরাপদ আশ্রয়ে লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে আমার গভর্নমেণ্ট আপনাকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত তো করিবেনই, উপরন্তু আপনার পদোন্নতি অনিবার্যভাবেই আপনাকে সম্মানিত করিবে।

কিন্তু আপনাকে বিশেষ সাবধানতা সহকারে কার্য করিতে হইবে। আমি চাহি না, আপনি এমন কোন অসুবিধার সৃষ্টি করেন, যাহা এই মহা-সম্মানিত গভর্নমেণ্টের নামে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে। আপনি যাহা করিবেন, তাহা আপনাকে ব্যক্তিগত দায়িত্বেই করিতে হইবে, নচেৎ আদৌ করিবেন না।

পরিশেষে আপনাকে জানাইতেছি যে আপনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু, আপনার পদোন্নতি ও অর্থ-স্বাচ্ছল্য দেখিতে পাইলে, আমার অপেক্ষা আপনার অন্য কোন বন্ধুই বেশী সুখী হইবেন না। তাহা ব্যতীত আপনি অতীতে গুপ্তচর বিভাগে যে যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার জন্যই আমি আপনাকে প্রথম সুযোগ দান করিতেছি। এই পত্রখানি আমার নিকট ফেরত মেলে পাঠাইয়া দিবেন। কারণ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের দায়িত্ব আমি কিছুতেই হস্তান্তর করিতে পারি না। আপনি এই পত্র পরবর্তী মেলেই ফেরৎ পাঠাইতে কোন কারণের জন্যই অন্যথা করিবেন না। কারণ আপনি বিশেষরূপেই জানেন, এই সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমার গভর্নমেণ্ট কিরূপ সজাগ ও নির্দয়।

আমি আশা করি, আপনার উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর পাইব। ইতি।

অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, হের স্টেসার

হের জোমার ফরেন মিনিস্টারের পত্রখানি দুইবার পাঠ করিলেন, পরে কন্‌ফিডেন্সিয়াল সেক্রেটারীকে আহ্বান করিয়া, একখানি পত্র দ্রুতহস্তে লিখিয়া টাইপ করিতে দিলেন, কহিলেন, "পাঁচ মিনিটের মধ্যে চাই।"

"অল রাইট স্যার।" এই বলিয়া সেক্রেটারী দ্রুতপদে আপন কক্ষে প্রবেশ করিল।

হের জোমার যে-পত্রখানি টাইপ করিতে দিলেন, তাহাও আমরা পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

pathagar.net

জার্মানি-প্রতিনিধি, দিল্লী বিভাগ অফিস

সম্মানিত মহাশয়,

আপনার বিশেষ গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পত্রখানি পাঠ করিয়া আমি নিজেকে ভাগ্যবান ভাবিতেছি। আপনি যে-দয়াপরবশ হইয়া আমাকে আপনার বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, অভিহিত করিয়াছেন, সেজন্য আমি যে কিরূপ কৃতজ্ঞ রহিলাম, তাহা আপনাকে কোন দিনই বুঝাইতে পারিব না। আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

আপনার পত্রখানি আদেশমত ইহার সহিত ফেরৎ পাঠাইলাম—নকল পর্যন্ত রাখিলাম না।

আপনার আদেশ প্রাণ দিয়াও (যদি প্রয়োজন হয়) পালন করিবার জন্য এই মুহূর্তে হইতে অবহিত হইলাম। আপনার লিখিত প্রতি-আদেশ ও উপদেশ আমি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলাম।

পরিশেষে নিবেদন করিতেছি, যে-মুহূর্তে কার্য উদ্ধার হইবে, আমি আপনার আদেশমত যাত্রা করিব। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত

হের জোমার, জার্মান কনসাল

সেক্রেটারী পত্রখানি টাইপ করিয়া লইয়া আসিলে, হের জোমার একখানি খামের ভিতর ফরেন মিনিস্টারের পত্রের সহিত আবদ্ধ করিয়া স্বয়ং শীল মারিয়া, বিশেষ সাহেবের মারফৎ পাঠাইয়া দিলেন। পরে সেক্রেটারীকে পুনরায় আহ্বান করিয়া বলিলেন "একখানি চিঠি লিখুন, আমি বলে দিচ্ছি।"

সেক্রেটারী হের জোমারের সম্মুখে কাগজ-পেন্সিল লইয়া উপবেশন করিল। বলিল, "বলুন, স্যার;"

হের জোমার কহিলেন, "ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট হোম-মেম্বারকে লিখুন যে, আমি আমার গভর্নমেণ্ট কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমার গভর্নমেণ্টের সহিত আপনার গভর্নমেণ্টের যে-ব্যবসা-চুক্তি গত বৎসর সম্পাদিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমাকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে হইবে এবং ব্যবসা-চুক্তি যাহাতে পরিপূর্ণভাবে পালিত হয় সে বিষয়ে আমাকে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখ সহকারে আপনাকে জানাইতেছি যে, উক্ত চুক্তির নকল—যাহা আমার অফিসে রক্ষিত ছিল—খুব সম্ভবতঃ অফিসের কর্মচারী পরিবর্তন হওয়ার দরুণ, তাহা নষ্ট না হয় গোলমাল হইয়া গিয়াছে।"

এইখানে কন্‌ফিডেন্সিয়াল সেক্রেটারী বাধা দিয়া কহিল, "না স্যার, নকল নষ্ট হয় নি, আমার সেফে আছে।"

হের জোমার বিরক্ত হইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "আমি জানি, আমি জানি। আপনাকে যা আদেশ দিচ্ছি, আপনি তেমনি লিখুন।"

সেক্রেটারী লজ্জিত হইয়া কহিল, "বলুন স্যার।"

হের জোমার বলিতে লাগিলেন, "আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি

যে, উক্ত-চুক্তির অরিজিনাল কপি, যাহা আপনার নিকট রহিয়াছে, তাহা আমাকে কয়েক মিনিটের জন্য আপনার সমক্ষে দেখিতে দিয়া চির-বাধিত করিবেন।

আমি অরিজিনাল চুক্তিই দেখিতে চাই, কারণ নকলকারীরা অনেক সময়ে নকলে গুরুতর ভুল রাখিয়া থাকে এবং যেহেতু আমাকে উক্ত চুক্তির সফলতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে, তখন আমার প্রার্থনা কি সমীচীন নহে? ইতি—

আপনার ভৃত্য

হের জোমার, কনসাল জেনারেল

পত্রখানি টাইপ হইয়া আসিলে, হের জোমার সহি করিয়া একজন বিশেষ বাহক মারফত সেক্রেটারিয়েট অফিসে পাঠাইয়া দিলেন। পরদিন হোম-মেম্বারের সেক্রেটারীর নিকট হইতে উক্ত পত্রের জবাব আসিল। সেক্রেটারী লিখিয়াছেন ঃ—

সেক্রেটারিয়েট—দিল্লী

প্রিয় মহাশয়!

আপনার গতকল্যকার তারিখের মাননীয় হোম-মেম্বারের নিকট লিখিত পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। আমি আপনাকে জানাইতে আদেশ পাইয়াছি যে, আপনার প্রার্থনামত মাননীয় হোম-মেম্বার আগামী কল্য অপরাহ্ণ ৪টার সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং প্রার্থিত চুক্তি পরীক্ষা করিতে দিতে, সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মত হইয়াছেন। অতএব আপনাকে লিখিতেছি যে, আপনি দয়া করিয়া উক্ত তারিখে, উক্ত সময়ে এখানে আসিয়া আপনার কার্য সমাধা করিয়া যাইবেন। এই পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকারের প্রতীক্ষা করিতেছি।

ইতি—

আপনার অনুগত ভৃত্য

ডব্লিউ ওয়াটকিনসন, প্রাইভেট সেক্রেটারী

হের জোমার পত্রখানি পাঠ করিয়া, তৎক্ষণাৎ একখানি প্রাপ্তি-স্বীকার পত্র হোম-মেম্বারের সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং জানাইলেন যে, তিনি হোম-মেম্বারের এই সৌজন্যের জন্য আজীবন বাধিত রহিলেন এবং নির্ধারিত দিনে ও সময়ে হোম-মেম্বারের সমীপে গমন করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া আসিবেন।

সেদিন প্রতিনিধি অফিস বন্ধ হইলে, হের জোমার হোয়াইটওয়ে লেডল অফিসে গমন করিয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া পছন্দ করিয়া দুইটি মূল্যবান স্যুট খরিদ করিলেন। তাঁহার মন সেদিন এমন খুশিপূর্ণ ছিল যে, সম্পূর্ণ অকারণে এম্ব্যাসী দারোয়ানকে একখানি দশ টাকার নোট পুরস্কার দিলেন।

দারোয়ান তাহার চির-রুক্ষ, চির-গম্ভীর প্রভুর এরূপ ব্যতিক্রম দেখিয়া, মনে মনে খুশি হইয়াও ভাবিল যে, সাহেবের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায় নাই-তো!

(২)

সেক্রেটারিয়েট হাউস। হোম-মেম্বারের চেম্বার একটি সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত কক্ষে অবস্থিত। সেদিন অপরাহ্ণ চারিটা বাজিবার পাঁচমিনিট পূর্বে জার্মান-কন্সাল

জেনারেল হের জোমার সেক্রেটারিয়েট হাউসের ওয়েটিংরুমে উপস্থিত হইলেন ও তাঁহার আগমন সংবাদ সেক্রেটারীর নিকট কার্ড পাঠাইয়া জানাইয়া দিলেন।

চারিটা বাজিবার দুই মিনিট পূর্বে একজন সেক্রেটারী ওয়েটিংরুমের দ্বারদেশে আসিয়া, হের জোমারকে তাঁহার সঙ্গে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

হের জোমার সেক্রেটারীর সহিত নিম্নতল হইতে দ্বিতলে উঠিয়া, একটি দীর্ঘ দালান অতিক্রম করিয়া হোম-মেম্বারের চেম্বারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সেক্রেটারী বন্ধ-দ্বারে দুইবার মৃদু আঘাত করিয়া হের জোমারকে ভিতরে যাইবার জন্য নির্দেশ দিয়া আপন অফিসে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

হের জোমার দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হোম-মেম্বার হাস্যমুখে মাননীয় অতিথির সহিত করমর্দন করিয়া তাঁহাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

একটি গোলাকার বিরাট টেবিলের একদিকে হোম-মেম্বার উপবেশন করিয়াছিলেন; হের জোমারকে বিপরীত দিকে বসিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। হোম-মেম্বার মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার গভর্মেণ্টের সংবাদ শুভ?"

হের জোমার সম্ভ্রম-নত স্বরে কহিলেন, "সব শুভ, স্যার।"

হোম মেম্বার হাসিতেছিলেন; কহিলেন, "ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী, হের জোমার?"

হের জোমার বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি কি ভবিষ্যৎ-যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন, স্যার?"

"আপনার অনুমান সত্য, হের জোমার।" হোম-মেম্বার ধীরে ধীরে কহিলেন।

হের জোমার কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার দেশের অনেকেই চিন্তা করেন, জার্মানীর ওপর অন্যায় করা হয়েছে। সে অন্যায়ের প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন তবে যে যুদ্ধই একমাত্র পথ, তেমন চিন্তা আমার মনে স্থান পায় না, স্যার।"

হোম-মেম্বারের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আপনার চিন্তাধারাই যেন আপনার দেশে সংক্রামিত হয়, হের জোমার।"

"আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার।" এই বলিয়া হের জোমার এক মুহূর্ত দ্বিধা করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "পূর্বে ঝড় ওঠবার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, সেদিকে আপনার গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি পড়েনি, স্যার?"

হোম-মেম্বার অকস্মাৎ সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। হাসি থামিলে কহিলেন, "পশ্চিমের মেঘই মানুষকে ভাবিয়ে তোলে, হের জোমার। পূর্বের মেঘ একটু জোরে বাতাস বইলেই উড়ে যাবে। কিন্তু পশ্চিমাকাশে যে মেঘ ধীরে ধীরে জমে উঠেছে, সেদিকে যদিও সকলের দৃষ্টি এখনও আকৃষ্ট হয় নি, কিন্তু দেরিও আর আছে বলে আমার ধারণা হয় না। আচ্ছা ও-কথা থাক। আপনি ট্রেড-প্যাক্ট দেখতে চান না?"

"যদি আপনার অসুবিধা না হয়।" বিনীত স্বরে হের জোমার নিবেদন করিলেন।

হোম-মেম্বার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিকটবর্তী একটি লৌহ সেফ মুক্ত করিয়া মধ্যস্থিত লেফাফাখানি বাহির করিয়া টেবিলের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। পরে

pathagar.net

লেফাফার ভিতরের দলিলখানি পরীক্ষা করিয়া হের জোমারের হাতে দিয়া কহিলেন, "আপনি পাঠ করুন।"

হোম-মেম্বার হের জোমারকে চুক্তিটি পাঠ করিবার সুযোগ দিয়া অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন এবং সেক্রেটারীকে আহ্বান করিলেন।

যে-সময়ে হোম মেম্বার সেক্রেটারীর সহিত নত স্বরে অন্য বিষয়ে কথা কহিতেছিলেন, তখন হের জোমার তাঁহারই সম্মুখে বসিয়া চুক্তিটি পাঠ করিতেছিলেন এবং ফাউণ্টেন পেনে অন্য কাগজে কিছু লিখিতেছিলেন।

হোম-মেম্বার সেক্রেটারীর সহিত কথা কহিলেও, তাঁহার দৃষ্টি হের জোমারের উপর নিবদ্ধ ছিল। কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইবার পর সেক্রেটারী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং হোম-মেম্বার চেয়ার ত্যাগ করিয়া মাত্র এক মিনিটের জন্য একটি সেফের নিকট গিয়া একটি ফাইল লইয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিলেন, জার্মান এ্যামবাসাডার হের জোমার অতি দ্রুতপদে চেম্বার হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন।

হোম-মেম্বার সচকিত হইয়া টেবিলের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, ব্যবসা-চুক্তি নাই। তিনি বিপদ-জ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। ভীষণ শব্দে সেক্রেটারিয়েট হাউসের সর্বস্থানে বিপদ-জ্ঞাপক ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারীগণ, সার্জেণ্ট, মিলিটারী অফিসার, ভৃত্যগণ ছুটিয়া আসিল। ঘণ্টাধ্বনি করিয়াই হোম-মেম্বার চেম্বার হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া দেখিলেন, হের জোমার দ্রুতবেগে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে হের জোমারকে গ্রেফতার করিবার আদেশ দিলেন। হের জোমার দ্বিতল হইতে নামিয়া সিঁড়ির মুখে উপস্থিত হইবার পূর্বেই সার্জেণ্টগণ উদ্যত রিভলভার হস্তে তাঁহার পথ ঘিরিয়া ফেলিল। গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিল, "Hands up!"

হের জোমার সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত উপর দিকে তুলিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "এর মানে?"

ইতিমধ্যে স্বয়ং হোম-মেম্বার সেক্রেটারীগণের সহিত সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। "হোম-মেম্বার গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, "চেম্বারে নিয়ে এস।"

বন্দী অবস্থায় হের জোমার হোম-মেম্বারের চেম্বারে সেদিন দ্বিতীয়বার প্রবেশ করিলেন।

হের জোমার হোম-মেম্বারের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "জার্মান গভর্নমেণ্টের সম্মানিত কনসাল জেনারেলের সঙ্গে এরূপ ব্যবহারের অর্থ কী, হোম-মেম্বার?"

হের জোমারের নির্ভীক ও সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া হোম-মেম্বার ঈষৎ বিস্মিত হইলেও, কহিলেন, "এর অর্থ আপনিই ভাল ভাবে জানেন, হের জোমার!" মিলিটারী অফিসারের দিকে চাহিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "সার্চ করো!"

হের জোমার তীক্ষ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "সার্চ করো। এর মানে? জানেন আপনাকে এর জন্য আমার গভর্নমেণ্টের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে?"

হের জোমারের সকল প্রতিবাদ নিষ্ফল হইল। তাঁহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

করা হইল, কিন্তু ব্যবসা-চুক্তি পাওয়া গেল না। তাঁহার পকেট হইতে একটি কেস, একটি সিগারেট কেস্, একটি দিয়াশলাই ও কয়েক টুকরা লেখা কাগজ খানি রুমাল ব্যতীত আর কিছুই বাহির হইল না।

হোম-মেম্বার ও সেক্রেটারীগণ বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। হোম-মেম্বার ভ্রূ-করিয়া কহিলেন, "ট্রেড-প্যাক্ট কোথায় ?

বিনয় কণ্ঠে জোমার কহিলেন, "সে-কথা আমি বলব ? আমার কাজ শেষ আপনার টেবিলে রেখে আমি বিদায় অভিবাদন জানিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, সময়ে আপনার আদেশেই এই সব নীচ, ছোটলোক অফিসাররা আমার মত ক গ্রেফতার করে আপনার সম্মুখে এবং আপনার আদেশে আমার চরম অব-া ক'রে দেহ সার্চ করে। এর জন্য আমি আবার বলছি, আপনাকে কৈফিয়ত হবে।"

হের জোমার বন্দী ব্যাঘ্রের মত গর্জন করিয়া উঠিলেন।

হোম-মেম্বারের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। তিনি চেম্বার হইতে সিঁড়ির অবধি সার্চ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনু-ন করা হইল, কিন্তু দলিল পাওয়া গেল না। হের জোমারকে একটি নির্জন লইয়া গিয়া পুনশ্চ পোশাক-পরিচ্ছদ মুক্ত করিয়া দেখা হইল, দলিল পাওয়া না।

হোম-মেম্বারের চেম্বার হইতে যে-দালান সিঁড়ি অবধি চলিয়া গিয়াছে, তাহার দিকেই জানালা নাই। আলো ও বাতাস উপর হইতে এক অদ্ভুত উপায়ে িত হইয়া থাকে। সুতরাং ট্রেড-প্যাক্টখানি ছুঁড়িয়া ফেলিবার সুযোগ নাই। কি হইল ?

হোম-মেম্বার স্বয়ং অনুসন্ধান-কার্য পরিচালনা করিলেন, তিনি হতবুদ্ধি-প্রায় গেলেন। এই অতি প্রয়োজনীয় অতি জরুরী অরিজিনাল চুক্তি-পত্র হারাইবার প্রসারী অনিষ্টকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। প্রথমত রিজনাল দলিল হারাইল, দ্বিতীয়ত একজন সম্মানিত এ্যামবাসাডারকে অপ-মানিত করা হইল, ইহার ফল শেষ অবধি কি-না হইতে পারে ? এমন কি যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। হোম-মেম্বার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। হের ার তখন আই-বি অফিসারের সম্মুখে গর্জন করিতেছিলেন ; বলিতেছিলেন, ম যাবার পূর্বে আবার বলছি, আপনার গভর্নমেন্টকে এর জন্য কৈফিয়ত হবে। আমি আগামী কাল দশটার মধ্যেই এই অপমানের জন্য প্রতিবাদ-পত্র করবো।"

হোম-মেম্বার জীবনে এরূপ বিস্মিত হন নাই, এরূপ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির পতিত হন নাই। তিনি চেম্বারর ভিতর নীরবে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন ; সময়ে সেক্রেটারী আসিয়া নিবেদন করিলেন, "ট্রেড-প্যাক্ট কোথাও নেই।"

হোম-মেম্বারের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি চিন্তান্বিত মুখে লেন, "তারপর ?"

সেক্রেটারী কহিলেন, "স্পেশ্যাল আই-বি বিভাগের চীফ এসেছেন, তাঁর : এসেছেন। জোমারকে তাঁরা পুনরায় পরীক্ষা করেছেন, প্রশ্ন করেছেন, কিছুতেই কিছু হয় নি, স্যার।"

হোম-মেম্বারের ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলন, "এর ‹ আপনি বুঝতে পারেন ?"

সেক্রেটারী কহিলেন "পারি, স্যার। এর ফল সুদূরপ্রসারী হ'তে পারে, তা' হবার পূর্বে আমাদের ঐ প্যাক্ট আবিষ্কার করতে হবে। সেজন্য আই-বি বিশেষ তৎপর হ'য়ে উঠেছেন, স্যার।"

হোম-মেম্বার গম্ভীর মুখে শুধু কহিলন, "হু।"

সেক্রেটারী কহিলেন, "সমস্যা নিশ্চয়ই অতি গুরুতর। জার্মান গভর্নমেণ্ট যে ট্রেড-প্যাক্টের জন্য এতটা উতলা হ'য়ে পড়েছেন, কিছুদিন পূর্বে আপনাকে নিবেদন করেছি, স্যার। সুতরাং সব কিছু পরিস্থিতি বাদ দিলেও, আমাদের সানের দায় হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্যও ঐ চুক্তিখানার উদ্ধার হওয়া চাই।"

হোম-মেম্বার কহিলেন, "কিন্তু কোথায় সেই চুক্তি ?"

"প্রশ্নই এখন তাই, স্যার। কিন্তু চুক্তিখানা এমন জিনিস নয়, যা জোমার চি গলাধঃকরণ করতে পারে বা মায়া নয় যে বাতাসে মিশিয়ে যেতে পারে। তবেই মধ্যে এমন কিছু আছে, যা আমরা বর্তমানে ধরতে পারছি না বটে, কিন্তু আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে না, স্যার।" এই বলিয়া সেক্রেটারী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনঃ কহিলেন, "হের জোমারকে কি এখন ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে ?"

হোম-মেম্বার কহিলেন, "তা'ছাড়া আর উপায় কী ? তার বিরুদ্ধে প্রমাণ ‹ কিছুই নেই, তখন তা'কে আমরা গ্রেফতার করতে পারি না। তা'কে এখনি ‹ দিতে বলুন।"

সেক্রেটারী বাহিরে গিয়া, যে আই-বি-চীফ জোমারকে প্রশ্ন করিতেছিলেন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার কাজ শেষ হয়েছে ?"

আই-বি-চীফ হাস্যমুখে কহিলেন, "এই ভদ্রলোকের সঙ্গে নিশ্চয়ই হয়েছে। এখন যেতে দিতে পারেন।"

সেক্রেটারী হের জোমারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি নিশ্চয়ই জা‹ সত্যিই কি ঘটেছে। সুতরাং সেজন্য আপনাকে একটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছে ‹ আমরা দুঃখবোধ করলেও, আমাদের সম্মুখে দ্বিতীয় পথ মুক্ত ছিল না। যাই হে‹ আপনি এখন যেতে পারেন।"

হের জোমারের মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, তিনি বিদ্রূপপূর্ণ ‹ কহিলেন, "যেতে পারি ? ধন্যবাদ। কিন্তু এই অপমানের জন্য কি রকম প্রতি‹ নেওয়া হবে, সেজন্য আপনারা প্রস্তুত থাকতে পারেন। একজন নিরীহ, ভদ্র, স‹ নিত ব্যক্তিকে, সবার উপর জার্মান গভর্নমেণ্টের প্রধান কনসালকে চোর্য-অপ‹ অভিযুক্ত করা, পীড়ন করা কতখানি যে গুরুতর অপরাধ, তা আপনারা অচি‹ বুঝতে পারবেন।"

হের জোমার উত্তর শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

(৩)

হের জোমার সেক্রেটারিয়েট হাউস হইতে বাহির হইয়া গেলে, সেক্রেটারী প্রস্তর-মূর্তির মত দাঁড়াইয়াছিলেন। অবশেষে চীফ অফিসারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আশ্চর্য, বিস্ময়কর ব্যাপার।"

আই-বি চীফ গম্ভীর মুখে কহিলেন, "হতবুদ্ধিকর বললেও অত্যুক্তি হয় না। ...া বহু বিস্ময়ের সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু এমন এক অদ্ভুত অমানুষিক ...ার সঙ্গে পরিচিত হবার দুর্ভাগ্য কখনও হয় নি।"

সেক্রেটারী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "হোম-মেম্বার অত্যন্ত চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে ...েন। যেমন ক'রেই হোক আপনাদের এই সমস্যার সমাধান করতেই হবে। ...কি আপনি এটা কোন অলৌকিক ঘটনা বলে মনে করেন?"

"অলৌকিক! আই-বি-চীফ মিঃ হ্যারোর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; কহিলেন, ...লৌকিকে আস্থা আমাদের নেই, স্যার। আমার দৃঢ় ধারণা যে, ব্লেড-প্যাক্ট ও ...জোমার—এদের মধ্যে এমন কিছু রহস্য আছে, যা আমি বর্তমানে দেখছে ...না সত্যি, কিন্তু আমাকে কিছু সময় দিন, আমি এর সব কিছু গোপন-...ভেদ ক'রে দেব। একটা বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, এই অপহরণ ব্যাপারটি ...-কল্পিত ঘটনা।"

সেক্রেটারী কহিলেন, "আপনার অনুমান সত্য। আমরা এখন জানতে পেরেছি ...ই চুক্তিখানা জার্মান গভর্নমেণ্টের পক্ষে দারুণ লোকসানের বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়ে-...। কিন্তু এমন অসম্ভব ঘটনা ঘটল কি উপায়ে! হোম-মেম্বার এই উদ্বেগ প্রকাশ ...ন যে, আগামী কাল দশটার সময় প্রতিবাদ আসবার পরই এই ঘটনা ব্রিটিশ ...মেণ্টের দৃষ্টিতে পড়বে। তখন আমাদের পক্ষে কৈফিয়ত দেবার কিছুই থাকবে ...সত্যই ঘটনা অত্যন্ত পীড়াদায়ক, মিঃ হ্যারো। আমাদের ইচ্ছা, আপনি সর্ব-...দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করুন।"

মিঃ হ্যারো কহিলেন, "নিশ্চয়ই, স্যার। যে কাজের ফলে স্বয়ং হোম-মেম্বার ...ন হ'য়ে পড়েছেন, সে বস্তু যে আমাদের পক্ষে কতখানি পীড়াদায়ক, তা' আমি ...না করতে নিশ্চয়ই পারি। বাঙলা গভর্নমেণ্টের সুযোগ্য চীফ ডিটেকটিভ ...পেক্টার মিঃ বেকার এখানে আমার অতিথি হ'য়ে কয়েকদিন ছুটি উপভোগ ...ন, আমি তাঁকে টেলিফোন করেছি এখানে অবিলম্বে চলে আসবার জন্য। ...এলে, তাঁর অভিমত গ্রহণ করে, আমরা কাজে অগ্রসর হবো।"

সেক্রেটারী কহিলেন, "উত্তম! আমি হোম-মেম্বারকে আপনার কথা জ্ঞাত করি ...ইতোমধ্যে যদি কিছু সুসংবাদ পান, তবে নিশ্চয়ই যে আমাদের জানাবেন, তা' আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।" এই বলিয়া সেক্রেটারী প্রস্থান করিলেন।

অল্প সময় পরে একজন কর্মচারী আসিয়া মিঃ বেকারের উপস্থিতি মিঃ হ্যারোকে

নিবেদন করিলে, তিনি মিঃ বেকারকে অবিলম্বে সেখানে আনিবার জন্য আদেশ দিলেন।

মিঃ বেকার আসিলেন। তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে মিঃ হ্যারোর বর্ণিত ঘটনা শ্রবণ করিলেন, হলঘরটি পরীক্ষা করিলেন ; পরে মিঃ হ্যারোর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিলেন, "আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।"

"বলুন ?" মিঃ হ্যারো আগ্রহভরে কহিলেন।

"হের জোমারের সঙ্গে কোন এ্যাটাচি কেস ছিল ?" মিঃ বেকার প্রশ্ন করিলেন।

মিঃ হ্যারো কহিলেন, "না। কিছুমাত্র ছিল না।"

"প্যাক্ট-দলিলখানার আকৃতি কিরূপ ও কি প্রকার কাগজে লিখিত ছিল ?" মিঃ বেকার জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আকৃতি ফুলস্-ক্যাপ কাগজের মত। পূর্ণ চারি পৃষ্ঠা ঘন টাইপ করা ছিল এবং সাধারণতঃ দলিল যে-সব মোটা কাগজে প্রস্তুত হয়, এখানিও ঠিক সেইরূপ কাগজে ছিল। আপনি হয়ত এই ভেবে প্রশ্ন করছেন যে, দলিলখানা ভাঁজ ক'রে ক্ষুদ্র আকারে করা যায় কি-না! তা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার, মিঃ বেকার।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "আশা করি, জোমারের দেহ অনুসন্ধানে কোন দুর্বলতা বা লজ্জা প্রকাশ করা হয় নি, মিঃ হ্যারো ?

মিঃ হ্যারোর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "সাধারণ হীন কয়েদীদের যে-প্রথায় জেলে পরীক্ষা করা হয়, মিঃ জোমারের দেহ সার্চে তা' অপেক্ষাও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল।"

"তাঁর সঙ্গে কোন সহকারী ছিল, মিঃ হ্যারো ?"

"না, তা'ও ছিল না। সিঁড়ির মুখে ও নীচে যে-সার্জেণ্টরা পাহারায় ছিল তা'রা কাউকেই দেখে নি।" মিঃ হ্যারো গম্ভীর মুখে কহিলেন।

"অদ্ভুত ব্যাপারে, মিঃ হ্যারো। মিঃ বেকার গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন হইলেন। বহুক্ষণ পরে অনিশ্চয়তার স্বরে কহিলেন, "এরূপ ঘটনা যে এরূপ স্থানে ঘটতে পারে, মন যেন তা বিশ্বাস করতে চায় না, কিন্তু ঘটেছে। আমি ধারণাই করতে পারছি না যে, আগামী কাল বেলা দশটার আগে এই প্যাক্টখানা যদি উদ্ধার করতে না পারা যায়, তবে তা'র পরিণতি কি দাঁড়াবে! বিশেষ ক'রে যে-ব্যাপারের সঙ্গে হোম-মেম্বারের সম্মান বিজড়িত, তেমন ব্যাপারের সমাধান হওয়া চাই-ই চাই!"

এমন সময় সেক্রেটারী আসিয়া কহিলেন, "মিঃ বেকারের সঙ্গে হোম-মেম্বার দেখা করতে পেলে সুখী হবেন।"

সেক্রেটারীর সহিত মিঃ বেকার হোম-মেম্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া যথারীতি অভিবাদনান্তে দাঁড়াইলে, হোম-মেম্বার কহিলেন, "আমি আপনার বহু বিস্ময়কর সমাধানের ইতিহাস শুনেছি, মিঃ বেকার। যখন আমি সেক্রেটারীর মুখে শুনলাম যে, আপনি দিল্লীতে আছেন এবং আপনার সাহায্য পাওয়া যাবে, তখন সত্যই আমি আনন্দ বোধ করছি। আশা করি, আপনি এই কেস সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছেন।"

মিঃ বেকার সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "আমি গভীর ভাবে চিন্তা করেছি, স্যার, কিন্তু ঘটনাটি এমন এক বিস্ময়কর কাহিনী যে, অলৌকিক ভিন্ন অন্য কোন বিশেষণে অভিহিত করা যায় না। আমার সর্বশক্তি দিয়ে এই ব্যাপারে সমাধান করতে চেষ্টা করবো, কিন্তু—..."

হোম-মেম্বার কহিলেন, "আমি বুঝেছি, মিঃ বেকার, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন। সত্যিই একে অবিশ্বাস্য ঘটনার পর্যায়ে ফেলা চলে। তা' হ'লেও এর চেয়ে বড়ো সত্য নেই যে, দলিলখানা অদৃশ্য হয়েছে।"

"এবং হের জোমারের দ্বারাই হ'য়েছে, স্যার।" এই বলিয়া মিঃ বেকার কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "কিন্তু এই ঘটনা, যত দূর শুনেছি, এক পাও যে অগ্রসর হবার মত কোন প্রমাণ মিলেছে তা' বলা শক্ত, স্যার। তবে......" এই বলিয়া মিঃ বেকার পুনশ্চ চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িলেন।

হোম মেম্বার কহিলেন, "আপনি কি বলতে চান, মিঃ বেকার ?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "আমি একটা প্রস্তাব করতে চাই, স্যার। গভর্নমেণ্টের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য একটা মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করা। ঘোষণায় বলা প্রয়োজন যে, যিনি এই দলিলখানা উদ্ধার করে আনতে পারবেন, তাঁকেই প্রতিশ্রুতি পুরস্কারের অর্থ দেওয়া হবে।"

হোম-মেম্বার আগ্রহ ভরে কহিলেন, "আপনার উদ্দেশ্য কি, মিঃ বেকার ?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "আমার ধারণা, স্যার এর মধ্যে একাধিক ব্যক্তির হাত আছে। আর যারই হাত থাক, সে-যে কাজ করেছে, শুধু অর্থলোভেই করেছে। সুতরাং আমরাই যদি তা'কে তার আশাতীত অর্থ দিই, তবে দলিলখানার হদিশ দিতে সে ইতস্ততঃ না করতেও পারে। অবশ্য তাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না বা দলিল সে কোথায় পেলে, এমন কোন প্রশ্ন করা হবে না বা কোনরূপ দণ্ড দেওয়া হবে না, এমন কথাও ঘোষণায় বলা চাই, স্যার।"

হোম-মেম্বার চিন্তিত স্বরে কহিলেন, "যদিও আপনার অনুমান আমার অনুমানের সঙ্গে মেলে না, মিঃ বেকার, তবুও আমি আপনার প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করছি। আমি পাঁচলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করবার আদেশ দিচ্ছি। আশা করি, আপনার বিবেচনায় চোরের পক্ষে তা' আশাতীত হবে ?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "হবে স্যার।"

হোম-মেম্বার কহিলেন, "আচ্ছা আপনি বিশেষভাবে চেষ্টা করুন। শুধু মনে রাখবেন আগামী কল্য বেলা দশটার মধ্যেই দলিলখানার উদ্ধার না হলে অনেক কিছু বিপদের সম্মুখীন হ'তে হবে।"

মিঃ বেকার হোম-মেম্বারকে অভিবাদন করিয়া, মিঃ হ্যারোর নিকট আসিয়া কহিলেন, "এখনি দলিলখানা উদ্ধারের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হবে। আপনি দেখবেন, যেন এই ঘোষণার কথা সেক্রেটারিয়েট হাউসের প্রত্যেকটি কর্মচারী শুনতে পান, জানতে পারেন। আমি এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।"

মিঃ হ্যারো উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "এসময়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা স্থগিত করাও

চলে না, মিঃ বেকার ?”

মিঃ বেকার হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “যে-কাজের ভার মাথায় নিয়েছি, তা' নামাতে না পারা পর্যন্ত আমার সব কিছু কাজই এই দায়িত্বকে কেন্দ্র ক'রেই চলবে, মিঃ হ্যারো।”

মি বেকার বাহির হইয়া গেলেন।

(৪)

দিল্লী শহরের রাইসানায় একটি নূতন অট্টালিকায় মোহন পত্নী রমার সহিত কিছু দিন যাবৎ বাস করিতেছিল। মোহনের মানসিক অবস্থা দিন দিন বিষণ্ণ হইতে দেখিয়া, শ্রীমতী রমা এক রূপ জোর করিয়াই তাহার স্বামীকে শারীরিক উন্নতির জন্য দিল্লীতে লইয়া আসিয়াছিল।

মোহনের মানসিক বিষণ্ণতার হেতুটি এই ছিল যে, সে অতীতে পর্যাপ্ত অর্থ নানা ভাবে উপার্জন করিয়া, দীন-দুঃখী, অনাথ, বিধবা, অসহায় প্রভৃতি বহুজনকে নিয়মিতভাবে মাসিক সাহায্য করিত। সে ধনীর রক্ত শুষিয়া যে বিপুল অর্থ আনিত, তাহার সমস্তই, মায় শেষ আধলাটি পর্যন্ত দরিদ্রদের দান করিয়া দিত। নিজের জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করিত না। তাহার নিজস্ব প্রয়োজন—ভিন্ন নামে ছবি আঁকিয়া, সাহিত্য-সেবা করিয়া, স্থপতির কাজ করিয়া—স্বচ্ছলতার সহিত মিটাইত। গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে মার্জনা লাভ করায়, তাহার ধনীদের নিকট হইতে দস্যুতা করিয়া অর্থোপার্জনের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই কারণে গত কয়েকমাস হইতে সে আর প্রার্থীদের নিয়মিত অভাব মিটাইতে পারে নাই। শত শত দরিদ্রের আকুল ক্রন্দন-ভরা, অনাহার-যাতনা-ক্লিষ্ট দরখাস্ত আসিয়া তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। বহু চেষ্টা করিয়াও দস্যুতা ভিন্ন তেমন প্রচুর উপার্জনের পথ সে আবিষ্কার করিতে পারে নাই। উপরন্তু তাহার নিজস্ব পরিশ্রমলব্ধ আয় হইতে যাহা সঞ্চয় হইত, অভাবের তুলনায় তাহার অঙ্ক নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়াই অনুভূত হইত।

রমা বহু সান্ত্বনা দিয়াছে! বলিয়াছে, ‘পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য চুরি করিবার কোন অধিকার কাহারও নাই। মানুষ কষ্ট পায়, দুঃখ ভোগ করে আপন কর্মের দরুণ। ঈশ্বর যাহাকে অসুখী করিয়াছে, মানুষ তাহাকে চিরদিন সুখী করিতে পারে না। অবশ্য সাময়িক অভাব তাহার দূর হয় ঠিক, কিন্তু তাহা চির-দিনই চলিতে পারে না। ইহা ব্যতীত তুমি যখন ডাকাতি-লব্ধ অর্থ পাপ বলিয়া স্বয়ং স্পর্শ করিতে পারো না, তখন সেই পাপ-ভরা বস্তু অন্যের হাতে তুলিয়া দেওয়াও তোমার কর্তব্য নহে।’

রমার যুক্তি শুনিয়া মোহন প্রথম প্রথম প্রতিবাদ করিত। কিন্তু পরে তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিল। সে তাহার স্বোপার্জিত সঞ্চিত সমস্ত অর্থ গোপনে বিতরণ করিয়া দিত। তাহাতে দরিদ্রেরা কিছুদিন শান্ত ছিল বটে, কিন্তু পুনশ্চ তাহারা

আবেদনের পর আবেদন পাঠাইয়া মোহনের সকল শান্তি ধ্বংস করিবার উপক্রম করিল।

রমা অনেক চিন্তা করিল। পরিশেষে মোহনের নামে যে-সব আবেদন, দরখাস্ত পত্র আসিতেছিল, তাহা সেক্রেটারীকে অনুরোধ করিয়া মোহনের নিকট পাঠানো বন্ধ করিল। কিন্তু তাহার জন্য কিছুদিন মোহনের মানসিক অবস্থার উন্নতি দেখা গেল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে প্রচুর অর্থ উপার্জনের জন্য কঠোর ভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিল। কিন্তু যেখানে সমুদ্রের তৃষ্ণা, সেখানে শিশির বিন্দুতে কি কাজ করিবে? ফলে মোহনের মানসিক অবস্থা ও দৈহিক দৌর্বল্যের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

রমার সকল সুখ-শান্তি চিরতরে লয় পাইবার উপক্রম হইল। রমা অনেক কাঁদিল, মোহনের নিকটে অনেক অনুযোগ জানাইল, মোহন আদর করিয়া হাসিয়া, তাহার সকল অভিযোগ উড়াইয়া দিল। রমা শেষে কহিল, "চল, আমরা কলকাতা থেকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুদিন বাস ক'রে আসি।"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "অনেক অপব্যয় তা'তে হবে, রানী। সেই টাকায় কতোকজন দরিদ্র দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকবার অবলম্বন পাবে।"

রমা অভিমান ভরে কহিয়াছিল, "তোমার স্বাস্থ্যের চেয়েও তা'দের ক্ষুধা বড়ো হ'ল?"

মোহন মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, "আমার স্বাস্থ্যের তো কোন ব্যতিক্রম হয় নি, রমা। তুমি যে চোখে আমাকে দেখ, আমার ভয় হয়, যদি কোন দিন সত্য সত্যই আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, তবে তোমাকে শান্ত রাখব আমি কোন্ উপায়ে?"

রমা মুখ ভার করিয়া বসিয়াছিল; তাহাকে মোহন আদর করিয়া বলিয়াছিল, "আচ্ছা বলো তুমি, কোথায় নিয়ে যেতে চাও আমাকে?"

রমা বলিয়াছিল, "চল, আমরা দিল্লীতে যাই।"

মোহন বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিল, "দিল্লী কেন, রানী? দিল্লীতে তো আমাদের বাড়ী নেই। তার চেয়ে পুরী যাই চল। সেখানে বাড়ী আছে, তার খরচও কম হবে।"

রমাকে যে কখনও স্বামীর মুখে এরূপ অভাবের, দুর্ভাবনার অভিব্যক্তি শুনিতে হবে, তাহা সে স্বপ্নেও কোনদিন ভাবে নাই।

রমার দিল্লী যাইবার একান্ত আগ্রহ দেখিয়া, অবশেষে মোহন বলিয়াছিল, "তাই হোক, রানী। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। সত্যই আমার কিছু ভাল লাগছে না এখানে। দিনকতক ঘুরে এলে যদি তোমাকে আবার পূর্বের মত মনে-প্রাণে পেতে পারি, তা হবে আমার পরম লাভ।"

তার পর রমা ও মোহন দিল্লীতে আসিয়া কিছুদিন হইল রাইসানাতে বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতেছে। কলিকাতার কোলাহল হইতে এবং সর্ব কর্ম হইতে মুক্তি পাইয়া মোহনের মন সাময়িক শান্তিতে পূর্ণ হইয়া, রমার মনে আনন্দ বর্ধন করিয়াছিল।

সেদিন অপরাহ্নে মোহন ড্রইংরুমে বসিয়া রমার সহিত গল্প করিতেছিল। সেই সময়টা তাহার ভ্রমণ করিয়া অতিবাহিত করিত। কিন্তু সেদিন সারা আকাশ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া, তাহারা ভ্রমণ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এমন সময়ে বিলাস দ্বারদেশে দেখা দিয়া কহিল, "বেকার সাহেব, কর্তা।"

মোহন ও রমা যুগপৎ বিস্মিত হইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "কে! মিঃ বেকার?"

বিলাস কহিল, "ঐ যে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

মোহন দ্রুতবেগে বাহির হইয়া, সম্মুখে মিঃ বেকারকে হাসিমুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল এবং দুই হাত বাড়াইয়া সাগ্রহে মিঃ বেকারের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "উঃ! এত বড়ো বিস্ময়, এত বিরাট আনন্দ আমি জীবনে খুব কমই ভোগ করেছি, বেকার। এস, এস, গরীবের ভাড়া-কুটিরে পায়ের ধুলো দিয়ে কৃতার্থ কর।"

মিঃ বেকার এরূপ অত্যধিক বিরাট অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি পরম বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "তুমি ভাল আছ, মোহন? মিসেস গুপ্তা ভাল আছেন?"

"সব ভাল বন্ধু, সব ভাল। মিসেস গুপ্তা এখানেই আছেন, এস, ভেতরে এস।" এই বলিয়া মোহন মিঃ বেকারকে লইয়া ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিল।

রমা হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাননীয় অতিথিকে সাদর-সম্ভাষণ জানাইল। কহিল, "সত্য বলছি, মিঃ বেকার, এখানে আমরা আপনাকে প্রত্যাশা করি নি।"

মিঃ বেকার উপবেশন করিয়া কহিলেন, "আমি কলকাতা হতে যাত্রা করবার পূর্বে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে দারোয়ানের মুখে শুনলাম, আপনারা দিল্লীতে আছেন। তারপর মোহনের সেক্রেটারীর কাছ থেকে ঠিকানা জেনে নিয়ে এখানে আসি।"

মোহন সহাস্যে কহিল, "রমা, আমি চিরদিনই ব'লে আসছি যে, মিঃ বেকারের মত আমার অকৃত্রিম সুহৃৎ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। যখন শত্রুতা করেছে, তখন ওর মত শত্রুও আমার কেউ ছিল না। তুমি মাননীয় অতিথিকে একটু মিষ্টি-মুখ করিয়ে দাও রমা। কত দিন পরে দেখা, যেন কত যুগ বলে মনে হচ্ছে।"

মিঃ বেকার লজ্জিত কণ্ঠে কহিলেন, "আঃ মোহন, তুমি থামো।"

"থামবো? কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে আলোড়ন উঠেছে, তা'কে শান্ত রাখি আর কোন্ দ্বিতীয় উপায়ে, বন্ধু? ছিলাম দুর্ধর্ষ, পুলিশ-ত্রাস, গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তার স্থল, ধনীর দুঃস্বপ্ন—এক নির্মম, নির্দয় দস্যু। তোমার সংস্পর্শে এসে কি হলাম শুনবে? হলাম এক অতি নিরীহ, নিরামিষাশী সুসভ্য নাগরিক। তার অতীতের অসংখ্য বন্ধু বান্ধব দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে! যে সব অনাথ, দরিদ্রের অন্ন উপার্জনের যন্ত্র ছিলাম, তারা অনেকে ভাবছে, হয়তো যন্ত্র বিকল হ'য়ে গেছে! আবার অনেকে ভাবছে, শুধু ভাবছে নয়, রীতিমত দরখাস্ত পেশ ক'রে জানাচ্ছে, আমি তাদের প্রাপ্যে বঞ্চিত ক'রে নিজে ধনবান হবার চেষ্টা করছি!

[illegible] দস্যু মোহনকে তারা চিনতো, বিশ্বাস করতো, তারা বর্তমানের নাগরিক [illegible]কে চেনে না, চিনতে চায় না! তারা ভাবে, বর্তমানে যে অভিনয় করছে, [illegible] প্রতারক, সে শয়তান। দেবতা মোহন মরেছে। তারপর…”

মোহনের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া মিঃ বেকার কহিলেন, “আঃ মোহন, তুমি থামো। [illegible] একটু বিশেষ কাজে তোমার কাছে এসেছি।”

মোহন প্রবল প্রতিবাদ করিয়া কহিল, “না বন্ধু, না। আমার হৃদয়-ভার লাঘব [illegible] দাও। আমি পারি না। এই ব্যবস্থা আমার দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে। এই [illegible] সুসভ্য নিঃস্বতা আমার দম বন্ধ ক'রে আনছে। আমার দৃষ্টির সম্মুখে [illegible] সর্বদা শত শত অনাহারী, বুভুক্ষু নরনারীর কাতর মুখ ভেসে উঠছে, আমার [illegible] শক্তি, সকল সুখ, বিষময় করে তুলেছে। মানুষের নিঃস্বতা যে কতখানি [illegible] দেয় যদি তা পূর্বে বুঝতাম, বন্ধু, তা' হলে কখনও রানীর গা স্পর্শ করে [illegible] করতাম না।”

মিঃ বেকার রমার দিকে চাহিতে দেখিলেন, সে কোন্ সময়ে বাহির হইয়া [illegible]ছে। বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, “কিন্তু তুমি তো দস্যুতা-লব্ধ অর্থ নিজের [illegible] ব্যয় করতে না, মোহন!”

“না, করতাম না। কিন্তু সেই বিপুল অর্থ এই হাত দিয়েই অকাতরে দান [illegible]তাম, বন্ধু। তুমি কি করে বুঝবে, সেই দানের মধ্যে কি প্রচ্ছন্ন মহানন্দ, মহা [illegible] না আমার প্রত্যেকটি রক্ত-বিন্দুতে শিহরণ তুলতো! অনাথের মুখে, [illegible]সহায়ের মুখে, অনাহারীর মুখে যে অপূর্ব আলো ফুটে উঠতো, দেখে আমার [illegible] আর মিটতো না বন্ধু, মিটতো না।”

মিঃ বেকার কহিলেন, “পরের ধন দান ক'রে পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ তৃপ্তি কি পাওয়া [illegible], মোহন?”

মোহন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, “ওই পুরানো যুক্তির উত্তর তো বহুবারই [illegible]য়েছো, বন্ধু?”

“তা পেয়েছি, কিন্তু আমি বলতে চাই, বিপুল অর্থ উপার্জনের দস্যুতাই এক-[illegible] পথ নয়। বরং ওটা ভুল পথ, মোহন। কিন্তু এ তর্ক'ও থাক। এখন তুমি [illegible] করলে বিপুল অর্থ উপার্জন করতে পার। আমি তোমাকে সে-সংবাদই [illegible] এসেছি।”

মোহন চীৎকার করিয়া কহিল, “বিপুল অর্থ উপার্জন করতে পারি? সেই [illegible]দই তুমি আমাকে দিতে এসেছো?

মিঃ বেকার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, “অত উত্তেজিত হয়ো না, বন্ধু। আমি [illegible] বলতে এসেছি, দয়া ক'রে আমাকে তা' বলবার সুযোগ দাও তুমি।”

এমন সময়ে রমা ও রমার পিছনে একজন পরিচারিকা নানাবিধ ফল-মূল, [illegible] এবং চা লইয়া উপস্থিত হইল। রমা প্রথমে মিঃ বেকারকে, পরে মোহনকে [illegible]র করিতে দিয়া, কহিল, “একটু জলযোগ করুন, মিঃ বেকার।”

মিঃ বেকার খাবারের ভূরি আয়োজন দেখিয়া চমকিত হইয়া কহিলেন, “এত

pathagar.net

তো আমি খেতে পারবো না, মিসেস গুপ্তা।"

"পারবেন, খুব পারবেন। আপনি আরম্ভ করুন।" এই বলিয়া রমা স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, স্বামীর দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "এইবার মিঃ বেকার কি বলতে এসেছেন, আমরা শুনি ?"

মিঃ বেকার এইবার ধীরে ধীরে তাঁহার আগমনের হেতুটি বলিয়া, হোম-মেম্বারের টেবিল হইতে ট্রেড-প্যাক্ট দলিলখানি অদৃশ্য হওয়ার সমস্ত বিবরণ বিশদভাবে বর্ণনা করিলেন।

মোহন গভীর অভিনিবেশ সহকারে সমস্ত বিবরণ, একটি প্রশ্নও না করিয়া শ্রবণ করিল। মিঃ বেকার চায়ের কাপে একটি চুমুক দিয়া কহিলেন, "এই হ'ল সমস্ত ঘটনা। দিল্লীর চীপ আই-বি অফিসার মিঃ হ্যারো, তাঁর সহকারীগণ, অফিসের সেক্রেটারী প্রভৃতি এবং স্বয়ং আমি তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু এমন কিছুই দেখতে পাইনি, যার ওপর নির্ভর করে কোন কিছুই স্থির করা যায়। অবশেষে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি, মোহন। আমি গভর্নমেণ্টকে পরামর্শ দিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা যে পুরস্কার ঘোষণা করিয়েছি, সত্য কথা বলতে কি, সে শুধু তোমার সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে ব'লে।"

মোহনের আহার করা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; মিঃ বেকার নীরব হইলে সে কহিল, "হের জোমারকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ?"

"নিশ্চয়ই! তা' ছাড়া দ্বিতীয় পথ আমাদের কি ছিল ? কিন্তু বিপদ যে কিরূপ গুরুতর হ'য়ে দেখা দেবে, তা' কি তুমি ধারণা করতে পারছ না, মোহন ? প্রথমতঃ, এই চুক্তি নষ্ট হওয়ার ফলে আমাদের গভর্নমেণ্ট জার্মানী থেকে পূর্বের দরে মাল পাবে না। খবর এসেছে, যে দরে কতিপয় মালের চুক্তি হয়েছিল, বর্তমানে সে মালের দর শতকরা একশো ভাগ বেড়ে গেছে। তা' হ'লেই কত কোটি টাকা যে ভারত গভর্নমেণ্টকে লোকসান দিতে হবে, ভাবতেও আমাদের ভরসা হয় না। মাননীয় হোম-মেম্বার এরূপ উতলা হ'য়ে উঠেছেন যে, তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর চাকুরি ছাড়া আর না-ছাড়ায় কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই আমাদের। মহা অনিষ্ট যা হয়েছে, তা'তে তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হবে না।"

রমা শিহরিয়া কহিল, "কি ভয়ানক কাণ্ড!"

মিঃ বেকার রমার দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন, "সত্যই ভয়ানক কাণ্ড, মিসেস গুপ্তা। দ্বিতীয়তঃ, এই সংবাদ যখন বিলেতে পৌঁছাবে, তখন ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে যে অবস্থার উদ্ভব হবে, তার ফলে যে কি হবে, আর না হবে, ভেবে স্বয়ং ভাইসরয় পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। তিনি আদেশ জারি করেছেন যে, যেমন করেই হোক এই দলিলখানার উদ্ধার সাধন করতে হবে।"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "সব শুনলাম। কিন্তু তুমি যেখানে বিফল হয়েছো, সেখানে আমার দ্বারা কি যে সুরাহা হতে পারে, তা তো জানিনে। রমা তুমি কি বলো শুনি ?"

pathagar.net

রমা এই প্রশ্নে বিব্রত হইয়া পড়িল। কারণ সে স্বামীকে কখনও কোন বিষয়ে পরামর্শ দেয় নাই। অতীতে সেরূপ সম্ভাবনা উদয় হইবার পূর্বেই সে সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু মিঃ বেকারের সম্মুখে জিজ্ঞাসিত হইয়া, সে বিষম লজ্জিত হইয়া কহিল, "মিঃ বেকার যেখানে অসহায়, তুমি বিস্মিত, সেখানে আমার অভিমত আমার কি সার্থকতা থাকতে পারে, বলতে পারো ?"

মোহন বহুক্ষণ পরে সশব্দে হাসিয়া উঠিল এবং সিগারেট-কেস বাহির করিয়া কহিল, "এস, বেকার, আমরা পাশের ঘরে বসে ধূমপান করি আর তোমার প্রস্তাবিত পাঁচ লক্ষকে গৃহে আনবার পথ খুঁজে বার করি।"

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। মিঃ বেকার তাহার অনুগমন করিলেন।

(৫)

মোহন চিন্তান্বিত স্বরে কহিল, "যেখানে সফল হবার বিন্দুমাত্র সুযোগও নেই, সেখানে এই পাঁচ লাখ টাকাই আমার উৎসাহ সঞ্জীবিত রেখেছে, মিঃ বেকার। সত্য বলতে, আমার টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই পাঁচ লাখ পেলেও, অন্ততঃ দু' একটা মাস নিশ্চিন্ত শান্তিতে বাস করতে পারি। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধু।"

মিঃ বেকার গম্ভীর মুখে চাহিয়াছিলেন ; অকস্মাৎ হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "তোমার কথা শুনে মনে হয়, তুমি ট্রেড-প্যাক্টখানা হাতে করে নিয়ে এসে পাঁচ লাখের চেকখানা নেবার পূর্বে আমাকে খুশি মনে ধন্যবাদ দিচ্ছ। যদিও আমি প্রার্থনা করি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক, তবুও তোমার কথা শুনে না হেসে থাকাও যায় না।"

মোহন অপ্রত্যাশিত গম্ভীর মুখে কহিল, "হুঁ। কিন্তু এ-কথা তো সত্য যে ট্রেডপ্যাক্টখানা অদৃশ্য হয়েছে ?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "এর চেয়ে নিদারুণ সত্য আমাদের জীবনে আর কিছু নেই, মোহন।"

"উত্তম ! হাঁ আর এক কথা। চুরি হবার পর অকুস্থল দেখা অনিবার্য প্রয়োজন ব'লে তোমাদের খাতায় একটা নির্দেশ আছে না ?" মোহন সহাস্যে প্রশ্ন করিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, "নিশ্চয়ই। চল, এখনি তোমাকে সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, সেখানে তুমি কিছুই দেখতে পাবে না।"

"অর্থাৎ কোন 'ক্লু'ই চোর রেখে যায় নি। তা' হ'লেও বন্ধু, আমি যখন অন্তর্যামী নই, আর তুমি যখন এই অভাগার দুঃসময়ে এমন সম্পদ বয়ে এনেছো, তখন সফল হই আর না হই, একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে চাই। যদিও বহু দিন সৎভাবে জীবন যাপন ক'রে অকর্মণ্য হ'য়ে পড়েছি, তবু Necessity is the mother of invention' নামে যে-প্রবাদ-বাক্য আছে, তা যদি কার্যকরী হয়, তবে কারুরই আপত্তি থাকা উচিত নয়।"

pathagar.net

মিঃ বেকার কহিলেন, "আমারও নেই। তা' হলে এখানে বৃথা মাথা না ঘামিয়ে উঠে এস।"

"চল।" বলিয়া মোহন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পুনশ্চ কহিল, "এক মিনিটের জন্য আমাকে মার্জনা করো, বন্ধু। আমি প্রস্তুত হয়ে আসি।"

মোহন ড্রইং-রুমে ফিরিয়া গিয়া দেখিল, রমা বসিয়া চিন্তা করিতেছে। সে মোহনকে দেখিয়া অকস্মাৎ উদ্বেগে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কহিল, "কাজ নেই আমাদের টাকায়। তুমি ওসব দুর্দান্ত লোকের পিছনে লাগতে যাবে না।"

মোহন এইরূপই কিছু প্রত্যাশা করিতেছিল এবং সে প্রস্তুত হইয়াও আসিয়াছিল, সে সশব্দে হাস্য করিয়া কহিল, "এমন সোজা পথ, সহজ উপায় ছেড়ে দিতে বলছ, রানী ?"

"পথ সোজা নয়, উপায় সহজ তো নয়ই।" এই বলিয়া রমা স্বামীর বক্ষের উপর মুখ রাখিয়া পুনশ্চ কহিল, "তুমি কি জান না, কোন ইংরাজ লেখক লিখেছেন জার্মান গেস্টাপোরা কিরূপ দুর্দান্ত আর বেপরোয়া জীব ? ওরা পারে না, এমন দুঃসাধ্য কাজ নাকি জগতে নেই। তুমি যাই বলো, আমি তোমাকে যেতে দেব না।"

মোহন নিঃসন্দেহে বুঝিল, এই প্রতিরোধ সহজে থামিবে না বা থামানোও যাইবে না। সে নিঃশব্দে রমার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে নত মুখে কহিল, "কিন্তু রানী, মিঃ বেকার বিপদে পড়েছেন, তাই না ছুটে এসেছেন আমাদের কাছে। মিঃ বেকারের মত অকৃত্রিম বন্ধুকে আমরা নিরাশ করতে পারি কী ? তা' ছাড়া দিল্লীতে এত বড় বড় মাথাওয়ালা লোক থাকতেও আমার কাছেই যখন বড়ো মুখ করে ছুটে এসেছে, তখন আমরা কি কোন কারণের জন্যই ওকে ফিরিয়ে দিতে পারি ? তা' ছাড়া আমাকে বিশেষ কিছুই করতে হচ্ছে না। আমি যদি বুঝি, সত্যই আমার দ্বারা কিছু হবে না, তবে আমি নিজেই মিঃ বেকারকে তা জানিয়ে দেব। মিঃ বেকার বাইরে অপেক্ষা করছে রানী, আমি যাই।"

রমা নিঃশব্দে সরিয়া দাঁড়াইল ; মোহন মৃদু হাস্য মুখে তাহার দিকে চাহিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিঃ বেকার মোটরের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন, মোহনকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "অনুমতি মিলেছে ?"

মোহন বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "তুমি কি অন্তর্যামী, বেকার ?"

মিঃ বেকার মোটরে আরোহণ করিলেন, মোহন তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিবার পর মোটর ছুটিতে আরম্ভ করিলে, তিনি কহিলেন, "যখন দেখলাম, তুমি পোশাক পরিবর্তন করোনি, অথচ দীর্ঘ সময় আমাকে অপেক্ষা করতে হ'ল, তখন কি মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক নয় যে মিসেস গুপ্তা অসম্মত হয়েছেন ?"

মোহন হাসিয়া কহিল, "শুধু তোমার দোহাই দিয়ে এবার অনুমতি পেয়েছি। নইলে সে যে বেঁকে বসেছিলো, পরিত্রাণের কোন পথই ছিল না।"

মোটর ছুটিতেছিল। অবশেষে সেক্রেটারিয়েট হাউসের নিকট উপস্থিত হইলে, মিঃ বেকার কহিলেন, "এস, মোহন।"

pathagar.net

মিঃ বেকারের সহিত মোহন যখন হোম-মেম্বারের অফিসে উপস্থিত হইল, তখন ...টা বাজিতেছে। মোহনের সহিত দেখা করিতে যাইবার পূর্বে মিঃ বেকার ...খুলিয়া রাখিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং আসিয়া ...ল, একজন কেরানী ও একজন চাপরাসি অপেক্ষা করিতেছে।

মিঃ বেকার মোহনের নিকট বিপদভাবে পুনরায় বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "এই ...পথ, এখান থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলার কোন উপায় নেই। তা' ছাড়া ...খানা এরূপ একটি বস্তু যা বাতাসের সঙ্গে বেমালুম মিশিয়ে যেতে পারে না। ...বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দলিলখানা কোথাও আর পাওয়া গেল না।"

মোহন চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিল। পরে ...মুখে প্রশ্ন করিল, "সার্জেন্টদ্বয় যারা সিঁড়ির মুখে ও নীচে পাহারায় ছিল, ...কাউকে দেখে নি?"

"না দেখে নি। তা' ছাড়া কোন বাইরের লোকেরা বিনা প্রয়োজনে নীচে ...মুখে দাঁড়িয়ে থাকবার নিয়ম পর্যন্ত নেই।"

সহসা মোহন প্রশ্ন করিল, "সার্জেন্টদ্বয় কোন্ দেশের লোক?"

"উভয়েই ইংরাজ।" মিঃ বেকার কহিলেন।

"ইংরাজ! তবে আমার আর বিশেষ কিছুই বলবার নেই। কিন্তু আমি যদি ...হ্যারো হতাম, তা, হ'লে সার্জেন্ট দু'জনকেও সার্চের অবমাননা থেকে রেহাই ...ম না।" মোহন ধীর স্বরে কহিল।

মিঃ বেকার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার সন্দিগ্ধ মনের আদেশ মেনে চলতে ... মিঃ হ্যারোকে, হোম-মেম্বারকে পর্যন্ত সার্চ ক'রে দেখতে হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ...শ্যক বিষয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ মোহন। গভর্নমেন্টের প্রত্যেক কর্মচারী— ... ক'রে যাদের হাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার আছে—সন্দেহের অতীত। ...রাং ওদিক দিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, যদি সত্যকার কোন পথ দেখতে পাও, চিন্তা ...ত পারো।"

"তা' পারি।" এই বলিয়া মোহন মিঃ বেকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল, "...র জোমার যে-সব কাগজে নোট লিপিবন্ধ করছিলেন, সেগুলি কি তাঁকে আবার ফেরৎ দেওয়া হয়েছে?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "সম্ভবতঃ হয় নি। আচ্ছা এক মিনিট অপেক্ষা করো, আমি দেখছি।" এই বলিয়া তিনি টেলিফোন কক্ষে গমন করিলেন।

মোহন ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছিল এবং শিস দিয়া একটি গানের সুর ভাঁজিতেছিল।

মিঃ বেকার ফিরিয়া আসিলেন। কহিলেন, "না, ফেরত দেওয়া হয় নি। মিঃ হ্যারো সেগুলিকে নিয়ে এখনি এখানে আসছেন।"

মোহন কহিল, "তবে এস, বসা যাক।"

হোম-মেম্বারের কক্ষে উভয়ে উপবেশন করিলে, মিঃ বেকার কহিলেন, "তারপর?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "এক পা'ও না।

অর্থাৎ আমাদের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে আছে ?" মিঃ বেকার গম্ভীর মুখে কহিলেন।

"হাঁ, কারণ দস্যু এমন কোন ক্লু রেখে যায় নি, যা' ধরে এক পা'ও অগ্রসর হ' যায়। সত্য বলতে কি, আমি এই ভেবে মর্মাহত হ'য়ে পড়ছি যে, ভারতে আর। মোহনের বুঝি আবির্ভাব হয়েছে !"

মিঃ বেকার কহিলেন, "যদি দস্যুতা এমন প্রকাশ্যভাবে, প্রকাশ্য স্থানে না হ'ত তা'হলে তোমার দিল্লীতে এই উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, শুধু এখানের পুলিশ বে আমি শুদ্ধ তোমার পিছনে ধাওয়া করতাম। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে, তা' নি, মোহন !"

মোহন কৃত্রিম শঙ্কার ভাব দেখাইয়া কহিল, "ওরে বাবা ! আমার উপর আ বন্ধুর কি প্রগাঢ় অনুরাগ !"

মিঃ বেকার হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "দেখ, আমাদের এই একটা। অভিজ্ঞতা আছে যে, স্বভাব সহজে বদলায় না। তা'র প্রমাণ তোমার কাছেই আছে"

মোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, "আমার কাছে ?"

"হাঁ, তোমার কাছে। তুমি যে সৎপথে থেকে দিন দিন এমন ভাবে অসুখী উঠছ, এর হেতুটি কি, মোহন ? দস্যুতা-লব্ধ কাজে প্রচুর উপার্জন না হওয়ার দ যখন তোমার মনের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়েছে তখন স্বভাব ছাড়া আর কি যেতে পারে ?" এই বলিয়া মিঃ বেকার দ্বারের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, " যে মিঃ হ্যারো এসেছেন।"

মিঃ হ্যারো প্রবেশ করিলেন ও মিঃ বেকারের সহিত করমর্দন করিলে মিঃ বে কহিলেন, "মিঃ হ্যারো, ইনিই আমার বিশিষ্ট বন্ধু মোহন। এঁর কথা আপ আমার মুখে শুনেছেন।"

মিঃ হ্যারো মোহনের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিলেন, "হ্যালো, আপন সঙ্গে পরিচিত হ'তে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান বোধ করছি।"

মোহন বিনিময়ে মৃদু হাসিল। মিঃ বেকার কহিলেন, "আপনি স্লিপগু এনেছেন-তো ?"

মিঃ হ্যারো পকেট হইতে অতি সন্তর্পণে একটি ছোট খাম বাহির করিলেন এ তাহার ভিতর হইতে কয়েকটি স্লিপ বাহির করিয়া মিঃ বেকারের হাতে তুলি দিলেন।

মিঃ বেকার স্লিপগুলি মোহনের হাতে দিলে, সে অভিনিবেশ সহকারে সেগু পরীক্ষা করিতে লাগিল এবং পনেরো মিনিট পর সেগুলি মিঃ বেকারকে ফেরত দি কহিল, "আমার কাজ হয়েছে।"

মিঃ হ্যারো ও মিঃ বেকার মোহনের কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। হ্যারো কহিলেন, কিছু বুঝতে পারলেন, মিঃ মোহন ?"

মোহন কহিল, "কিছুমাত্র না।"

মিঃ হ্যারো গম্ভীরমুখে কহিলেন, "হোম-মেম্বার এই ভীষণ চুরির কাহি ভাইসরয়ের নোটিশে এনেছেন। তারপর হ'তেই হোম-মেম্বার যেন ক্ষিপ্ত

।। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর তিনি আমাকে টেলিফোন ক'রে নিজের উদ্বিগ্নতা ন। কি যে বলি প্রত্যেকবার, ভেবে পাচ্ছি নে। এখন কি করা কর্তব্য ।, মিঃ বেকার ?"

মিঃ বেকার মোহনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "উত্তর দাও, মোহন।"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "প্রশ্ন আমাকে নয়, মিঃ বেকার। তবে আমার খবর যদি শুনতে চাও, তবে এইটুকু বলতে পারি, আগামী কাল আমি শেষ খবর দেব।"

মিঃ হ্যারো কহিলেন, "কাল দশটার সময় জার্মান গভর্ণমেণ্টের প্রতিবাদ-পত্র এসে পৌঁছাবে।"

মোহন চিন্তিত স্বরে কহিল, "দশটার মধ্যে ? উত্তম, দশটার পূর্বে আমি খবর দেব।"

মিঃ বেকার আশান্বিত দৃষ্টিতে মোহনের দিকে চাহিলেন। মোহন পুনশ্চ কহিল, "এখানের কাজ আমার শেষ হয়েছে। এখন যেতে পারি বোধ হয়, মিঃ বেকার ?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "নিশ্চয়ই! চল আমি তোমাকে বাড়ীতে পেঁছে দিয়ে আসি।"

মোহন প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "ধন্যবাদ! তার কোন প্রয়োজন নেই। আমি একাই যেতে পারবো। গুড নাইট, মিঃ বেকার, গুড নাইট, মিঃ হ্যারো!"

উভয় অফিসারই যুগপৎ কহিলেন, "গুড নাইট!"

মোহন বাহির হইয়া গেল। মিঃ হ্যারো কহিলেন, "এমন সুন্দর ছোকরা! এমন মোলায়েম আভিজাত্য ভরা ব্যবহার দেখলে কিছুতেই একে দস্যু মোহন ব'লে ধারণা করা যায় না।"

মিঃ বেকার হাসিয়া কহিলেন, "বিপদ ঐখানেই। মোহন দস্যুতা করত ঠিক, কিন্তু কখনও দস্যুতা-লব্ধ অর্থ ভোগ করত না। ওর পাপার্জিত বিপুল সম্পদের শেষ পাইটি পর্যন্ত দরিদ্রদের বিলিয়ে দিয়েছে। এইটুকু ওর বিশেষত্ব যে, নিজে সৎপথে উপায় ক'রে নিজের জীবিকা অর্জন করে। আরও বিশেষত্ব এই যে, জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলে নি। ওর মত সত্যের পূজারী আমি খুব কম দেখিনি বললেও অত্যুক্তি হয় না।"

মিঃ হ্যারো কহিলেন, "আশ্চর্য ?"

"সত্যই আশ্চর্য, মিঃ হ্যারো। মোহনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে যে পরিচিত নয়, সে ধারণা করতে পারবে না যে, মোহন কত দ্রুত চিন্তা করে এবং কিরূপ দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ওর চিন্তার ধারা।" মিঃ বেকার উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন।

মিঃ হ্যারো কহিলেন, "মোহন কোন ক্লু পেয়েছে বলে কি আপনি ধারণা করেন ?"

"না, করি না, কারণ আগে হতেই ওর চিন্তাধারা ধারণা করা যায় না। আমাদের আগামী কল্য বেলা দশটা অবধি অপেক্ষা করতে হবে, তা' ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু আপনি আর কিছুমাত্র অগ্রসর হতে পারেন নি ?"

মিঃ হ্যারো গম্ভীর মুখে কহিলেন, "সত্য বলছি, মিঃ বেকার, এই ব্যাপ মাথা-মুণ্ড আমি কিছুই ধারণা করতে পারছি না। সময়ে সময়ে ভাবি, হোম-মেম্বারের বুদ্ধি-বিকৃতি ঘটেছে। নয় এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার এই মধ্যে আছে, যা আমরা কিছুই জানি না।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "আসুন, কাল প্রাতঃকাল অবধি অপেক্ষা করা শুধু বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তো আর কিছু হবে না।"

ভারী দামী কথা বলেছেন, মিঃ বেকার। কিন্তু সমস্যা-তো আমার একার সুতরাং……" বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়া মিঃ হ্যারো হাসিয়া উঠিলেন।

(৬)

মোহন সারারাত্রি সুনিদ্রায় কাটাইয়া প্রভাতে স্নান সারিয়া, সুসজ্জিত হ যখন প্রাতর্ভোজন করিতেছিল, তখন রমা মোহনের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চা তাহার বিপরীত দিকে বসিয়াছিল। এক সময়ে মোহন মুখ তুলিতেই তা সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল। মোহনের মুখে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল

রমা কহিল, "কোথায় যাচ্ছ ?"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "একটু বেড়িয়ে আসি। এগারোটার ম ফিরবো।"

"কোথা যাচ্ছ ?" রমা প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল।

"না, তোমাকে আর পারলাম না, রানী।" এই বলিয়া সস্নেহ হাসিতে উদ্ভা হইয়া, মোহন ক্ষণকাল নীরবে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "এক জার্মান কন্সাল অফিসে গিয়ে, তাদের কন্সাল-জেনারেলের সঙ্গে দেখা ক চলেছি।"

"তা' বুঝেছি!" এই বলিয়া রমা মুখ ভার করিয়া বসিল।

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "তোমার দস্যু স্বামীকে এতটা দুর্বল, এ নিঃসহায় ভাবতে পারছো, রানী ?"

রমা কোন উত্তর দিল না, নতমুখে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মোহন বলিতে লাগিল, "একদিন যে-লোক বাঘের গুহায় বাঘের সঙ্গে মিতা পাতিয়ে বাস করতো, সে দিনের আলোকে ভারতের রাজধানী দিল্লী শহরে এ সুসভ্য নামে ঘোষিত গভর্নমেণ্টের মাননীয় ভদ্র-প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা ক যাচ্ছে। তা'তে এতখানি ভয় বা উদ্বেগের কি আছে, রমা ?"

রমা ভারী গলায় কহিল, "ভারী ভদ্র, মাননীয়! যে-লোক এত বড়ো অমায়িক তা'র কাছে গভর্নমেণ্টের অত কর্মচারী থাকতেও, কেন যে তোমাকে হচ্ছে তার অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারো ?"

মোহন গর্বিত স্বরে কহিল, "এ-তো তোমার স্বামীর পক্ষে গৌরবের রানী।"

"অমন গৌরব আমি চাইনে। কোথায় আমরা শান্তিতে দিন-কয়েক থা

এখানে এলুম, না এখানেও ওই সব ঝঞ্ঝাট পিছু পিছু ছুটে এল ! এমন জানলে আমি পুরীতেই যেতাম।" রমা ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল।

মোহন সহাস্যে কহিল, "তা'হলে ঝঞ্ঝাটও যে পুরীতে ছুটে যেত, রানী।"

মোহনের আহার শেষ হইয়াছিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। পুনশ্চ কহিল, "হাসি মুখে বিদায় দাও, রানী।"

রমা ক্ষণকাল পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "এগারোটার বেশী দেরি হবে না তো ?"

মোহন সোল্লাসে কহিল, "নিশ্চয়ই না। তার পূর্বেও আসতে পারি।"

এই বলিয়া মোহন রমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে বিলাস কর্তৃক আনীত ট্যাক্সিতে আরোহণ করিল এবং ট্যাক্সিকে জার্মান কনসাল অফিসে যাইবার আদেশ দিল।

মোহন কনসাল অফিসে যখন উপস্থিত হইল, তখন বেলা ৯টা বাজিয়াছে এবং জার্মান প্রতিনিধি অফিস খুলিয়াছে ; মোহন ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া ও বকশিশ দিয়া বিদায় করিয়া দিল এবং উপরে উঠিয়া জার্মান-প্রতিনিধি অফিসে প্রবেশ করিল।

একজন ক্লার্ক অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, "কি চাই, স্যার ?"

"আমি হের জোমারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি অফিসে এসেছেন ?" মোহন প্রশ্ন করিল।

কেরানী সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে কহিল, "হ্যাঁ, এসেছেন, স্যার। আপনার কার্ড ?"

মোহন নোট-ওয়ালেট হইতে একখানি মূল্যবান কার্ড বাহির করিয়া কেরানীর হাতে দিলে, সে সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে পুনশ্চ কহিল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, স্যার।"

মোহনকে একটি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া, কেরানী দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে ফিরিয়া কহিল, "আসুন, স্যার।"

কেরানীর পিছনে মোহন কনসাল জেনারেলের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে দ্বারের উপর দুইবার আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে আহ্বান আসিল, "ভিতরে আসুন।"

মোহন ভিতরে প্রবেশ করিল। দেখিল, কনসাল জেনারেল হের জোমার তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

মোহন হাসিমুখে কহিল, "গুড মর্নিং স্যার।"

হের জোমার প্রত্যাভিবাদন না করিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত মুখে কহিলেন, "কে আপনি ? কি চাই ?"

মোহন বুঝিল, তাহাকে বসিতেও বলিবে না। সে হাসিমুখে একখানা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিয়া কহিল, "আমি কে তা' আগের কার্ডেই দেখেছেন। কি চাই, তা' বলবার জন্যই এসেছি। না বলে যাব না। সেজন্য মিথ্যে উদ্বেগে অস্থির হবেন না !"

এই বলিয়া মোহন প্রাণ-খোলা হাসিতে মুখর হইয়া উঠিল। মোহনের জার্মান

pathagar.net

ভাষায় সুন্দর ব্যুৎপত্তি ছিল। সে জার্মান ভাষাতেই কথা কহিতেছিল।

মোহনকে হাসিতে দেখিয়া হের জোমার গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমার মূল্যবান। আপনি কি চান চট্‌পট্‌ বলে বিদায় নিলেই সুখী হবো।"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমিও সুখী হবো হের জোমার, যদি আ আমার সময়েরও মূল্য বুঝতে পেরে, আমাকে চট্‌পট্‌ ক'রে ছেড়ে দিতে পারেন"

হের জোমার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অতি কষ্ট কহিলেন, "কি আপনি?"

মোহন হাসিতেছিল; কহিল, "আপনি নিশ্চয় জানেন, আমি কি চাই।"

গর্জ্জন করিয়া হের জোমার কহিলেন, "কে আপনি?"

মোহন বুঝিল, জোমার ক্রুদ্ধ হইয়াছে। সে কয়েক-মুহূর্ত্ত হাসিমুখে চা থাকিয়া কহিল, "দেখছি আমার কার্ডখানা একবার দেখার প্রয়োজনও করেননি। সে যাই হোক, আপনি কি মোহনের নাম কখনও শোনেননি?"

হের জোমার দ্বিতীয়বার মোহনের কার্ডখানি পাঠ করিয়া কহিলেন, "মো গুপ্ত। কিন্তু নাম চুলোয় যাক, কি চান আপনি?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "নাম চুলোয় যাওয়ায় আমার আপত্তি আছে, জোমার। আচ্ছা ওকথা যাক। এখন শুনুন, আমি কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জান এসেছি। প্রথম প্রশ্ন আমার......"

অধৈর্য্যভাবে বাধা দিয়া হের জোমার কহিলেন, "আমি জানতে চাই, আপ বিদায় নেবেন কি-না?"

মোহন কহিল, "নিশ্চয়ই নেবো—কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পাবার প নয়। আপনি নিজেই বিলম্ব করছেন। আমার প্রশ্ন ও প্রশ্নের উত্তর দিতে প মিনিটের বেশী সময় অপব্যয় হবে না।"

হের জোমার ক্ষণকাল তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কিছু চিন্তা করিলেন পরে কহিলেন, "আচ্ছা বলুন, শুনি।"

মোহন হাসিয়া কহিল, "এই-তো ভদ্রলোকের কাজ! আমার প্রথম প্রশ্ন এই আপনি গত কাল হোম-মেম্বারের অফিসে গিয়েছিলেন কি-না?"

"হাঁ, গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?" হের জোম গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

"আমার সম্পর্ক এই যে, আমাকে হোম মেম্বার আপনার নিকট পাঠিয়েছেন তিনি অসংখ্য ধন্যবাদ আর সেলাম দিয়ে আপনাকে জানিয়েছেন, যদি ট্রেড প্যা খানার কাজ আপনার শেষ হ'য়ে গিয়ে থাকে, তবে ফেরৎ দিলে তিনি অতিমাত্রা বাধিত হবেন।" এই বলিয়া মোহন হাসিল।

হের জোমার চীৎকার করিয়া কহিলেন, "চালাকি করবার আর জায়গা পা নি। জানেন, আমি আপনাকে পুলিসের হাতে দিতে পারি?"

মোহন হাসিয়া কহিল, "তা'তে আপনার পণ্ডশ্রম হবে। কারণ আমাকে পুলিস আমাকে গ্রেফতার করবে না।"

... জোমার কঠিন স্বরে কহিলেন, "আমার গভর্ণমেণ্টের প্রতিবাদপত্র এখনি ...। তারপর আপনার হোম-মেম্বার বুঝতে পারবেন, কা'র সঙ্গে তিনি বন্ধুতা প্রকাশ করে অপমানিত করেছেন।"

... ঘড়ির দিকে চাহিতে দেখিল, দশটা বাজিতে তখনও কয়েক মিনিট বিলম্ব ...। অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "শুনুন হের জোমার, আমি বিবাদ করতে ... না কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি করতে চাইনে। আমি চাই সেরেফ ওই ...। আপনি রেগে আপনার ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটালেও আমি এতটুকু বিচলিত হবো ... কারণ আপনি আমাকে চেনেন না। যদি চিনতেন, তবে এতক্ষণের মধ্যে ... যে, এই লোকটার সামনে চক্ষু রক্ত-বর্ণ করা সুবিধাজনক ব্যাপার কি-না! তা' যাই হোক, এখনও সময় আছে, আমি শেষবার আপনাকে জিজ্ঞাসা ..., ট্রেড-প্যাক্টখানা আপনি ফেরত দেবেন কি-না?"

... জোমার ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "আপনি যদি আবার ঐ একই প্রশ্নের ... করেন, তা' হ'লে আপনার অদৃষ্টে এমন অনেক দুর্ভোগ আছে, যা ... কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেন না। আমি দু'মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে ...কে যেতে হবে যদি না যান, তা' হলে......"

...তে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিতে লাগিল।

মোহন আপন ঘড়ির সহিত সময় মিলাইয়া শান্ত মুখে কহিল, "দু'মিনিট সময়! ...। আমি দু'মিনিট সময় আপনাকে দিচ্ছি, ওই সময়ের মধ্যে যদি প্যাক্টখানা ...কে ফেরত না দেন, তা'হলে..."

... জোমারের জীবনে এমন একটিও লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই, ...তার পদ-মর্যাদা—বিশেষ করিয়া তাঁহার জাতিত্ব ও ব্যক্তিত্বকে এরূপ ভাবে ... দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ হইয়াছে। তিনি পকেট হইতে একটি অতি সুদৃশ্য ... বাহির করিয়া সময় দেখিতে লাগিলেন। এক মিনিট অতিবাহিত হইল। ...সেকেণ্ড, দশ সেকেণ্ড বিশ সেকেণ্ড অতিবাহিত হইল, এমন সময়ে পোস্ট ... পিওন দ্বারে দুইবার মৃদু আঘাত করিয়া কহিল, "চিঠি হুজুর।"

পোস্ট-পিওন একখানি দীর্ঘ লেফাফায় ভরা একখানি পত্র হের জোমারের ... তুলিয়া ধরিল।

মোহনের দৃষ্টি পিওনের উপর ছিল। সে চক্ষুর নিমেষে পকেট হইতে একটি ...ম্যাটিক রিভলভার বাহির করিয়া কহিল, "ঐ পত্র আমি চাই!"

সঙ্গে সঙ্গে পিওন কিছু বুঝিবার পূর্বে মোহন পত্রখানি তাহার হাত হইতে ...য়া লইল এবং হের জোমারের মস্তকে রিভলভার উদ্যত করিয়া কহিল, "তুমি ...ছলে তোমার মত ধূর্ত আর দুটি নেই, হের জোমার। আমি গত রাত্রে ...টারিয়েটের হল ঘরে ডাকবাক্সটি দেখে বুঝেছিলাম, ট্রেড-প্যাক্ট কোথায় অদৃশ্য ...ছে।"

হের জোমারের মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে ...য়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "দস্যু! আমার চিঠি ফেরৎ দে বলছি, নইলে..."

মোহন এক পা পিছু হটিয়া কহিল, "আর এক পা এগিয়েছ কি তোমাকে কুকুরের মত গুলি করেছি আমি, হাত তুলে দাঁড়াও, জোমার।"

মোহনের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে হের জোমারের সন্দেহ রহিল না যে, মোহন যা বলিতেছে, তাহা করিতে সে দ্বিধা করিবে না। সুতরাং হের জোমারের হাত দু'টি শূন্যে উত্থিত হইল।

মোহন বাম হস্তে লেফাফাটি পকেটে পুরিয়া হাসিমুখে কহিল, "যাবার আগে তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে যাচ্ছি, কন্সাল জেনারেল। বিদায় বন্ধু, বিদায়! কিন্তু সাবধান করে যাচ্ছি, যদি কোন গোলমাল বা চালাকি করবার চেষ্টা কর, তবে তোমাদের কটাকেই হত্যা করতে আমি বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করব না।"

এই বলিয়া মোহন কক্ষের দিকে মুখ করিয়া পা পা করিয়া পিছন হটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

মোহনের চলিবার ধারা ও তাহার হাতে উদ্যত রিভলভারের দিকে চাহিয়া, হের জোমার স্তব্ধ ভাবে কক্ষের ভিতর দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সেক্রেটারী ও কেরানী ভিন্ন-কক্ষে ব্যস্ত ছিল, তাহারা এ সবের কিছুই জানিতে পারিল না।

মোহন বারান্দায় আসিয়া অটোম্যাটিক লিফ্‌টের ভিতর প্রবেশ করিল এবং নিচে অবতরণ করিবার বোতাম টিপিতেই, লিফ্‌ট নামিতে আরম্ভ করিল। মোহনের মন হইতে গুরুচাপ অপসৃত হইয়া গেল। সে হাসিয়া রিভলভারটি গুপ্ত পকেটে রাখিয়া দিল।

মোহনের লিফ্‌ট যখন মধ্য পথে উপস্থিত হইল, তখন সহসা একটা ঝাঁকানি খাইয়া তাহার গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। মোহনের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কি হইল, কেন গতিরোধ হইল, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মোহন পুনশ্চ নিচে যাইবার বোতামটি টিপিতে লাগিল, কিন্তু লিফ্‌ট আর নড়িল না, স্থির ভাবে সে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

মোহন দেখিল, সে এমন এক স্থানে, এমন এক জিনিসের ভিতর বন্দী হইয়াছে, যাহা হইতে বাহির হইবার কোন পথই নাই। লিফ্‌টের ইলেকট্রিক চালিত ঘর যথাস্থানে না পৌঁছাইয়া খুলিবার সাধ্য মানবের নাই। মোহন চিন্তিত হইয়া উঠিল। সে উপরের দিকে চাহিল। লিফ্‌টের ভিতরকার ছিদ্রে দেখিতে পাইল, জার্মান কনসাল জেনারেল এবং অন্যান্য কয়েকজন ব্যক্তি উপরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মোহন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিল, ইহা ধূর্ত দস্যু হের জোমারের হীন কৌশল। মোহন চীৎকার করিয়া কহিল, "চালাকি কোরো না জোমার, যদি বাঁচতে চাও, অবিলম্বে লিফ্‌টকে নামাতে দাও।"

মোহনের কানে ব্যঙ্গ হাসির স্বর প্রবেশ করিল এবং সে এক অস্বস্তিকর অসুবিধা অনুভব করিতে লাগিল। তাহার দম যেন বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল, মোহনের দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইতে লাগিল। সে লিফ্‌টের ভেতর দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া পড়িল। সে এইবার বুঝিল,

... গ্যাস প্রয়োগ করা হইতেছে।

...নের চৈতন্য দ্রুত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইল, ট্রেড-...না তাহার পকেটে রহিয়াছে, তাহাকে সাবধান থাকিতেই হইবে। কিন্তু ...তেই মোহন আপন অজ্ঞাতসারে লিফ্‌টের ভিতর লুটাইয়া পড়িল। তাহার ...দেহ মুহূর্ত মধ্যে সেই গভীর অন্ধকারে লুপ্ত হইয়া গেল।

(৭)

...নের যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, দেখিল, সে একটি পরিচিত কক্ষের ভিতর ...ইয়া আছে এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কয়েকটি পরিচিত ও অপরিচিত ...মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার মনে ধীরে ধীরে সকল কাহিনী উদয় হইতে ...। তাহাকে চাহিতে দেখিয়া মিঃ বেকার উল্লসিত কণ্ঠে কহিলেন, "অস্থির ...না, মোহন! তুমি আগে সুস্থির হও, তারপর আমরা সব শুনবো।"

...সে সকলের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে চাহিয়া, অবশেষে রমার মুখের উপর ...পড়িয়া তাহার দৃষ্টি স্থির হইয়া গেল। সে সস্মিত মুখে কহিল, "এ-যাত্রা বেঁচে গেছি, রানী! কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে কে?"

"দাদা এসেছেন।" রমা ভারী গলায় কহিল।

...নিকটে আসিয়া কহিল, "আমি এসেছি, ভাই।"

মোহনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যে চিকিৎসক তাহার নাড়ী পরীক্ষা ...ছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া সে কহিল, "কিছুই হয় নি আমার। দয়া ক'রে ...কে উঠে বসতে দিন। দস্যু আমাকে ক্লোরোফরম ক'রে অজ্ঞান ক'রে দিয়েছিল।"

...বলিয়া অকস্মাৎ মোহন কেহ কিছু বাধা দিবার পূর্বেই, সবেগে ...র উপর উঠিয়া বসিয়া কহিল, "ট্রেড-প্যাক্ট কোথায়?"

মিঃ বেকার বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তার মানে?"

মিঃ হ্যারো নিকটেই বসিয়াছিলেন; কহিলেন, "তুমি কি প্যাক্টখানা উদ্ধার ...", মিঃ গুপ্ত?"

"...চয়ই করেছিলাম।" এই বলিয়া মোহন আপন জামার পকেট অনুসন্ধান ...হতাশ স্বরে কহিল, "না, গেছে। দস্যু আমাকে অজ্ঞান ক'রে আবার কেড়ে ...।"

চিকিৎসক মোহনকে খানিকটা গরম দুধ দিতে নির্দেশ দিয়া কহিলেন, "আর ...চিন্তা নেই, ক্লোরোফরমের আমেজ কিছু পরেই দূর হয়ে যাবে।"

মিঃ হ্যারোর নিকট হইতে গভর্নমেন্ট-চিকিৎসক বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। ...র হাত হইতে দুধের বাটি লইয়া মোহন পান করিল ও পরে মিঃ বেকার ও ...রোর নিকট ধীরে ধীরে সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিল।

মিঃ হ্যারো পরম বিস্ময়ে উত্তেজনায় ভরিয়া কহিলেন, "মাই গড্! এমন ...না আমাদের মনে আদৌ উদয় হয়নি। ধূর্ত যে দালান অতিক্রম করবার সময় ...প্যাক্ট ভরা লেফাফাখানায় নিজের ঠিকানা লিখে পোস্ট বক্সে ফেলে দেবে, এমন

pathagar.net

সন্দেহ কি ছাই আমরা কেউ করিনি!" বলিতে বলিতে তিনি মোহনের করমর্দন করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "এখন বুঝেছি মিঃ গুপ্ত, কেন আপনি এতটা বিখ্যাত মিঃ বেকারের মত অফিসারের দুর্ভাবনার স্থল হ'য়ে উঠেছিলেন।"

মোহন কিছুমাত্র উল্লসিত না হইয়া কহিল, "কিন্তু আমার সকল বুদ্ধি তার কাছে পরাজিত হয়েছে, মিঃ হ্যারো। ধূর্ত যে লিফ্টের মধ্যেও এমন কারসাজি করতে পারে, তেমন চিন্তা যদি আমার মনে ঠাঁই পেত, তা'হলে, আমি সিঁড়ি-পথে নির্বিঘ্নে চলে আসতে পারতাম, কিন্তু তা' হয় নি।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "আমি মিসেস গুপ্তার টেলিফোন পাই। উনি বলেন, 'আমার স্বামীকে অজ্ঞান অবস্থায় ট্যাক্সি ক'রে কোন লোক পাঠিয়ে দিয়েছে। আপনি শীঘ্র আসুন, চিকিৎসার বন্দোবস্ত করুন।' এই কথা শুনে আমি মিঃ হ্যারোকে টেলিফোনে জানাই, আর এখানে ছুটে আসি।"

মোহন গম্ভীর মুখে কহিল, "এখন নষ্ট করবার মত সময় আমাদের নেই, মিঃ বেকার। আমার মনে হয়, জার্মান প্রতিনিধি অফিসের ওপর আপনাদের সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখা উচিত। তা' ছাড়া আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, হের জোমার ভারতবর্ষ থেকে খুব শীঘ্র পালাবে। তা'কে গ্রেফতার করা কি চলে না?"

মিঃ হ্যারো কহিলেন, "একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের কন্সালকে বিনা অপরাধে, বিনা প্রমাণে কি গ্রেফতার করা চলে, মিঃ গুপ্ত? তা ছাড়া বিপদ বর্তমানে বেড়েছে বই কমেনি। জার্মান গভর্নমেণ্টের তীব্র প্রতিবাদ-পত্র এসে গেছে। তার ফলে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে, তা' প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার।"

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "আপনারা জানেন, এমন একটি মূল্যবান দলিল নিয়ে একটা দস্যু দিনের আলোকে বুক ফুলিয়ে চলে যাচ্ছে, আপনারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ওই লোকটাই চোর, ওই লোকটাই ঘৃণ্যতম অপরাধী, তবু তা'কে গ্রেফতার করতে পারবেন না?"

"কিন্তু প্রমাণ কোথায়?" মিঃ হ্যারো ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

মোহন উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "প্রমাণ তা'র দেহের মধ্যেই আছে।"

"যদি না পাওয়া যায়?" মিঃ হ্যারো প্রশ্ন করিলেন।

"নিশ্চয় পাওয়া যাবে।" মোহন দৃঢ় স্বরে কহিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, "তার কোন নিশ্চয়তা নেই, মোহন। কারণ হের জোমার যদি সত্য সত্যই জার্মানী ফিরে যেতে চায়, তবে তা'র হেতু বহু দেখাতে পারবে। প্রথমত এই ঘটনার রিপোর্ট দেওয়ার জন্য তা'র গভর্নমেণ্টের নিকট যাওয়াও একান্ত প্রয়োজন হ'তে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাই হবে-ও।"

এমন সময়ে বিলাস প্রবেশ করিয়া, মিঃ বেকারকে কহিল, "একজন সাহেব এসেছে, কর্তা।"

মোহন একবার রমার দিকে ও সরোজের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলে তাহারা উভয়েই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। রমা যাইবার পূর্বে নতস্বরে বলিয়া গেল, "তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন।"

pathagar.net

মোহন বিলাসের দিকে চাহিয়া কহিল, "সাহেবকে এখানে নিয়ে আয়, বিলাস।"
অনতিবিলম্বে একজন অফিসার প্রবেশ করিয়া মিঃ হ্যারোকে অভিবাদন করিলেন। কহিলেন, "হোম-মেম্বার আপনার সঙ্গে এখনই দেখা করবার জন্য এসেছেন, স্যার।"

মিঃ হ্যারো উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মিঃ বেকারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এদের কাজ সারা হ'লেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করবো, মিঃ বেকার!"

মিঃ হ্যারো মোহনের সহিত করমর্দন করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "মিঃ গুপ্ত, আপনার সঙ্গেও আমার বিশেষ পরামর্শ করবার আছে। পরে আবার দেখা হবে।"

মোহন কহিল, "কিন্তু ইতিমধ্যে জার্মান প্রতিনিধি অফিস কভার করবার জন্য লোক পাঠানো কি প্রয়োজন বোধ করেন না?"

"নিশ্চয়ই করি! আমি এখনই আদেশ জারি করছি।" এই বলিয়া মিঃ হ্যারো বাহির হইয়া গেলেন।

মোহন কহিল, "তোমার কি মনে হয় শুনবো, বন্ধু?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "জোমার প্যাক্টখানা নিয়েই আজই হোক বা কালই হোক জার্মানী পালাবে।"

মোহন কহিল, "অথচ আমরা দেখব, কিন্তু কোন বাধা দিতে পারবো না। আমি আশ্চর্যেও লজ্জিত হই যে, আজ পর্যন্ত দিল্লী-পুলিস জার্মান কনসাল অফিসের উপর নজর রাখবার প্রয়োজন বোধ করে নি।"

মিঃ বেকার হাসিয়া কহিলেন, "তুমি কি পাগল হ'য়েছ, মোহন? যদি জোমারের উপর দৃষ্টি না থাকতো, তবে কি তোমার সোজা বাড়ীতে আসা সম্ভব হ'তো, বন্ধু?"

মোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, "তা'র মানে?"

"তার মানে খুব সম্ভব এই যে, তুমি জ্ঞান হারাবার পর তোমার পকেট থেকে প্যাক্টখানা বার ক'রে নিয়ে তোমাকে নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়। পরে এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যখন গমন করছিল, তখন একজন ভদ্রব্যক্তিকে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে থাকতে দেখে হৈ-চৈ করে। গভর্নমেণ্টের চর নিকটেই ছিল, সে তোমাকে ভিতরে যেতে দেখেছিল এবং সেই ব্যক্তিই তোমাকে গত সন্ধ্যায় সেক্রেটারিয়েট অফিসে দেখেছিল এবং পরিচয় জেনেছিল, সুতরাং তোমাকে নিয়ে তোমার বাঙলোয় আসা তা'র পক্ষে একটুকুও অসুবিধাজনক হয় নি।" মিঃ বেকার হাসিতে হাসিতে কহিলেন।

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "তবে যে মিঃ হ্যারো আমার অনুরোধ শুনে বলে গেলেন যে, এখনই আদেশ জারি করবেন?"

মিঃ বেকার সহাস্যে কহিলেন, "ওই হ'ল আমাদের মন্ত্রগুপ্তি, বন্ধু। ভিতরের কথা আমাদের কারুর বলবার অধিকার নেই। সেজন্য তোমার দুঃখিত হবার প্রয়োজন নেই। ওই বুঝি রিপোর্ট এল।"

বাহিরে একটি মোটর থামিবার শব্দ শ্রুত হইল। অনতিবিলম্বে বিলাসের সহিত একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক প্রবেশ করিল ও মিঃ বেকারকে অভিবাদন করিয়া কহিল, মিঃ হ্যারো আমাকে জানবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন যে, হের

জোমার আগামী কাল এয়ার মেলে জার্মানী যাবার জন্য টিকিট কেটেছেন। পাশপোর্টের জন্য দরখাস্ত করেছেন।"

"পাশপোর্টে হেতু জানিয়েছেন ?" মিঃ বেকার প্রশ্ন করিলেন।

"হাঁ স্যার। তিনি জানিয়েছেন যে, গভর্নমেণ্ট-সংক্রান্ত কোন বিশেষ জরুরী কার্যের জন্য কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন হওয়ায়, তাঁকে সহসা ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে হচ্ছে।" যুবকটি কহিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, "উত্তম। আপনি মিঃ হ্যারোকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।"

যুবকটি পুনরায় অভিবাদন করিল ও কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিঃ বেকার মোহনের দিকে চাহিতে দেখিলেন, সে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে চিন্তা করিতেছে। তিনি কহিলেন, "কি ভাবছ, মোহন ?"

মোহন কহিল, "আমার দুঃখ হচ্ছে। এমন দুঃখ আমি জীবনে ভোগ করিনি।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "তুমি কি বলতে চাও ?"

"বলতে চাই ?" এই বলিয়া মোহন অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল ; পুনশ্চ কহিল, "ঐ নরাধমের নাকের ওপর একটি প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে বলতে চাই, তুমি একটি গর্দভ, তুমি একটি শয়তান, তোমার মত হীন, জঘন্য, ক্ষুদ্র, ছিঁচকে চোরকে আমি ঘৃণা করি।"

মিঃ বেকার হাস্যমুখে কহিলেন, "কিন্তু তুমি ভুল করছ, মোহন। যে লোক এতটা সাবধানী, সে লোক যে তা'র দেহের সঙ্গে অমন একটা বিপজ্জনক বস্তু নিয়ে যাবে, তা' কি ভাবতে পারা যায় ? আমার মনে হয়, তার এই জার্মানী যাওয়া শুধু আমাদের দৃষ্টি বিভ্রান্ত করা।"

মোহন কহিল, "বুঝলাম না।"

"অর্থাৎ আমি বলতে চাই, সে প্যাকেটখানা অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে, আমাদের জানাতে চাইছে যে, সে স্বয়ং ওখানাকে নিয়ে জার্মানী চলেছে। ফলে তা'কে যদি আবার সার্চ করা হয়, আর দলিলখানা না পাওয়া যায়, তা'হলে আবার যে জার্মান-ওয়ার বাধবে না এমন কথা কে বলতে পারে ? বা এমন দায়িত্ব কে গ্রহণ করতে পারে ?"

মোহন কহিল, "তবে তোমরা নিশ্চিন্ত মনে বসে থেকে, নির্বিকার দৃষ্টিতে জোমারের ভারত-ত্যাগ দেখবে ?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "দ্বিতীয় পথ কি আছে ?"

মোহন কহিল, "পথের কথা থাক। এখন আমি জানতে চাই, এই যে অনুসন্ধানের ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছে, আমাকে কি নিজের পথে চলবার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে ?"

"নিশ্চয়ই। তোমার সঙ্গে যতবারই কাজ করতে হয়েছে, ততবারই তোমার প্রথম ও প্রধান শর্ত যে তাই—তা' জেনেই দেওয়া হয়েছে। এবারেও তার ব্যতিক্রম করি নি, মোহন। যদিও আমি এখানের কেউ নই, তবুও যখন মিঃ হ্যারো তোমার

pathagar.net

...। নেবার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তখন তাঁকে আমি তোমার ঐ শর্তটি ... জানাই এবং তিনি সম্মত হবার পর তোমার কাছে আসি।"

...ন সহসা বিছানা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একবার পায়চারি ..., মিঃ বেকারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "তবে শোন, বেকার, আমি জোমারের ...মানী যাবো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যেমন করেই হোক ট্রেড-প্যাক্টখানা ... ক'রে আনবো। আমার মন বল্‌ছে, আমি সফল হবো। আমার এই ...ন তোমার কাছে, আমার যাবার আয়োজন করবার সমস্ত ভার তুমি গ্রহণ কর। ... জোমারের সঙ্গে জোমারের প্লেনে যেতে চাই।"

মিঃ বেকার ক্ষণকাল ভ্রূ-কুঞ্চিত মুখে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ছদ্মবেশে তো?"

"নিশ্চয়ই বন্ধু। আর তবে দেরি করা নয়। আমি এ দিকের ঝড়-ঝাপটা ...র বন্দোবস্ত করি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, সরোজ ঠিক এই সময়ে এখানে ...ড়েছে।" এই বলিয়া মোহন মিঃ বেকারের অনিচ্ছুক হাত লইয়া মর্দন করিয়া ... কহিল, "গুড-ডে! আবার দেখা হবে।"

মিঃ বেকার ধীরে ধীরে চিন্তান্বিত মুখে বাহির হইয়া গেলেন।

(৮)

সেদিন অপরাহ্নে হোম-মেম্বারের অফিসে দিল্লীর পুলিস কমিশনার, সি-আই-... এবং মিঃ বেকার হোম-মেম্বারের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন। হোম-...রের কোন প্রশ্নের উত্তরে মিঃ বেকার বলিতেছিলেন, "মোহনের অনুমান যদি ... বলেই ধরে নেওয়া যায়, তা' হ'লেও হের জোমারের দেহ ও লগেজ সার্চ ... যে ট্রেড-প্যাক্টখানা পাওয়া যাবে, তেমন না-ও হতে পারে।"

হোম-মেম্বার কহিলেন, "আরও বিশদভাবে বলুন, মিঃ বেকার।"

মিঃ বেকার মৃদু স্বরে কহিলেন, "হের জোমারের মত ধূর্ত চোর যে অমন এক-... মহা জরুরী দলিল এমন তাচ্ছিল্যভাবে অর্বাচীনের মত নিয়ে যেতে কল্পনাও ...—আমি কিন্তু ভাবতে পারি না স্যার।"

"তবে তা'র এত তাড়াহুড়ো ক'রে বার্লিনে যাওয়ার হেতু, মিঃ বেকার?" হোম-...র প্রশ্ন করিলেন।

"হেতু যে আমরা বিশেষভাবেই কল্পনা করেছি, সে বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ ... স্যার।" মিঃ বেকার গম্ভীর স্বরে কহিলেন।

কমিশনার গম্ভীর মুখে কহিলেন, "এদিকে কঠিন প্রতিবাদ-পত্র এসে গেছে।"

"শুধু গেছে, কমিশনার? ভাইসরয় পর্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে উঠেছেন। তাঁর আদেশ ..., যেমন ক'রেই হোক প্যাক্টখানা উদ্ধার করতে হবে।" হোম-মেম্বার গম্ভীর ... কহিলেন।

সকলেই নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক সময়ে মিঃ বেকার কহিলেন, ...মার মতে মোহনকে হের জোমারের পিছনে যেতে দেওয়া ছাড়া ট্রেড-প্যাক্ট ...রের কোন আশা নেই, স্যার।"

pathagar.net

হোম-মেম্বার কহিলেন, "আপনি কি তাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, মিঃ বেকার ?"

"করি, স্যার। মিঃ হ্যারো আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, মোহন ভিন্ন কি ভারতে দ্বিতীয় কর্মক্ষম, কৌশলী, সাহসী, তীক্ষ্নবুদ্ধি ব্যক্তি নেই ? আমি জবাব দিয়েছিলাম —'আছে। কিন্তু ভারতে দ্বিতীয় মোহন নেই, মিঃ হ্যারো।' তবেই এক্ষেত্রে এই কেসের ভার যখন আমাদের পক্ষ হ'তে মোহনের ওপর দেওয়া হয়েছে এবং মোহন তা' গ্রহণ করেছে, তখন আমাদের কর্তব্য তা'র পথে বাধা না দেওয়া।"

কমিশনার কহিলেন, "সত্যই কি আপনি মোহনের ওপর এতখানি আস্থা রাখেন যে, সে এমন ক্ষেত্রেও সফল হবে, মিঃ বেকার ?"

মিঃ বেকারের মুখে সশ্রদ্ধ মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আমি এই আস্থা রাখি যে, মোহন যদি সফল না হয়, তবে আর কোন ব্যক্তিই সফল হ'তে পারবে না। আপনি কি ভাবেন, মিঃ স্মিথ, যে আমি মোহনের সম্যক পরিচয় না পেয়েই অন্ধভাবে তার পিছনে ঘুরে মরি ? অতীতে কত ঝড়-ঝাপটা এই মোহনকে কেন্দ্র ক'রে আমাকে সহ্য করতে হয়েছে, তার ফলে আমরা পরস্পরের প্রকৃত পরিচয়ের সহিত পরিচিত হ'তে সক্ষম হয়েছি। বিশেষ ক'রে এই ক্ষেত্রেই দেখুন। যখন আমরা সকলেই চোর কোন্ পথে চুরি করে পালালো কিছুমাত্র ধারণা করতে পারিনি, তখন সে-ই কয়েক মিনিটের মধ্যে পরীক্ষা ক'রে, চোর এবং মাল কোথায় আছে সঠিক ধারণা করতে সক্ষম হয়েছিল। পরে মালও উদ্ধার করেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে সে পরাজিত হয়। সুতরাং আমাদের অর্থাৎ আপনাদের কর্তব্য, স্যার, মোহনকে তা'র ইচ্ছামত পথে চলতে দেওয়া। নইলে ট্রেড-প্যাক্ট উদ্ধারের আশা চিরতরে ত্যাগ করতে হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।"

মিঃ হ্যারো এতক্ষণ নীরবে সমস্ত শুনিতেছিলেন ; অকস্মাৎ কহিলেন, "এইবার আমি বুঝেছি মিঃ বেকার। আপনার অভিমতই ঠিক।"

হোম-মেম্বার কহিলেন, "তবে তাই হোক। মিঃ হ্যারো, আপনি আবশ্যকীয় পাশপোর্ট, টিকিট এবং ভ্রমণের জন্য প্রচুর অর্থ মোহনকে বন্দোবস্ত করে দেবার ভার গ্রহণ করুন। আপনি আমার কাছে প্রয়োজনীয় আদেশ-পত্র পাঠিয়ে দেবেন, আমি সই ক'রে দেব।"

কমিশনার মিঃ বেকার এবং মিঃ হ্যারো, হোম-মেম্বারের নিকট বিদায়-অভিবাদন জানাইয়া অফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

কমিশনার অপর মোটরে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। মিঃ বেকার মিঃ হ্যারোর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া কহিলেন, "উপস্থিত কোথায় যাবেন ?"

মিঃ হ্যারো কহিলেন, "মোহনের সঙ্গে দেখা করতে।" এই বলিয়া তিনি শোফারকে মোহনের বাড়ীতে যাইবার জন্য আদেশ দিলেন।

অল্প সময় পরে মোহনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা যখন মোহনের ড্রইংরুমে হাজির হইলেন, তখন মোহন তাঁহাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, "আমার মন জানি না কেন, তোমাদের উভয়েরই শুভাগমন প্রত্যাশা করছিল, বেকার। তারপর, খবর শুভ ?"

pathagar.net

মিঃ হ্যারো কহিলেন, "শুভ, মিঃ গুপ্ত। আমি জানতে এসেছি পাশপোর্ট এবং রিটার্ন টিকিট বাদে কত নগদ টাকা আপনি সঙ্গে নিতে চান?"

প্রশ্ন শুনিয়া মৃদু হাসি মোহনের মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে একবার মিঃ বেকারের দিকে চাহিয়া মিঃ হ্যারোকে কহিল, "রিটার্ন টিকিট এবং পাশপোর্টই যথেষ্ট। আর হের জোমারের প্লেনে সুবিধাজনক একটা বার্থ—এই হলেই আমার পক্ষে প্রচুর হবে। নগদ অর্থ আমি এখন কিছু চাই না, মিঃ হ্যারো। মাত্র আপনাদের ঘোষিত পুরস্কারটা নিতে পারলেই এই পরিশ্রমটুকু সফল জ্ঞান করবো।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "মিসেস গুপ্তা রাজী হয়েছেন?"

"সে তোমাকে অভিশাপ দেবে, কি কা'কে দেবে ভেবে না পেয়ে অবশেষে রাজী হয়ে পড়েছে।"

"সুসংবাদ, মোহন। মিঃ বেকার মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন।

মোহন কহিল, "এরোপ্লেন কখন ছাড়বে?"

মিঃ হ্যারো কহিলেন, "ক্যালকাটা থেকে প্লেন দিল্লী এরোড্রোমে ভোর ৭টার সময় পৌঁছোবে। সেখানে আরোহীরা ছোট হাজরি খাবে। তারপর ঠিক ৮টার সময় আকাশে উঠবে।"

"হের জোমার সিট রিজার্ভ করেছেন?" মোহন প্রশ্ন করিল।

"হাঁ, মিঃ গুপ্ত। হের জোমারকে নিয়ে প্লেনে সাতজন যাত্রী হয়েছে। অবশ্য আপনার নম্বর আট। পথে আরো দু'একজন হ'তে পারে। আপনার সীট নম্বর A8।" মিঃ হ্যারো জানাইলেন।

"হের জোমারের নম্বর জানেন? মোহন প্রশ্ন করিল।

"A7, মিঃ গুপ্ত। কারণ পর পর যেমন আরোহী টিকিট কাটে, তেমনি ক্রমিক-নম্বর সিটের দেওয়া হয়ে থাকে। যাই হোক আমি সন্ধ্যার পর আপনার পাশপোর্ট ও রিটার্ন টিকিট পাঠিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া মিঃ হ্যারো উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মিঃ বেকার কহিলেন, "মিসেস গুপ্তা কি দিল্লীতেই তোমার জন্য অপেক্ষা করবেন, মোহন?"

"নিশ্চয়ই, বন্ধু। মাত্র এক সপ্তাহ, নয় দুয়ের বেশী যখন পথ-প্রবাস কিম্বা য়োরোপ-প্রবাস হচ্ছে না, তখন মিছামিছি প্রিয়াকে সরিয়ে দেওয়া নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু নয়, বন্ধু। তুমিও তো আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবে?" মোহন জিজ্ঞাসা করিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, "না, মোহন। আমি আগামী দু'দিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে যাবো। মিসেস গুপ্তার জন্য তোমার কিছুমাত্র চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই। মিঃ হ্যারো ওঁর সুখ-সুবিধা এবং নিরাপত্তার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখবেন।"

মিঃ হ্যারো মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ওকথা বলাই বাহুল্য মাত্র।"

ইহার পর অফিসার দুইজন বিদায় গ্রহণ করিলেন। মোহন পার্শ্ববর্তী কক্ষের দিকে চাহিয়া ডাকিল, "রানী।"

"এই ঘরে এস।" পার্শ্ব-কক্ষ হইতে রমা কহিল।

মোহন দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল।

(৯)

মোহনকে দেখিয়া সরোজ হাস্যমুখে কহিল, "ভাগ্যিস্ আমি এসময়ে এ পড়েছিলাম, নইলে রমার কথা ভাবতেও আমার ভয় হয়।"

মোহন হাসিতেছিল; কহিল, "সিংহিনীকে এতখানি দুর্বল ভাবার হে কি বন্ধু?"

রমা লাজনত মুখে কহিল, "ওসব বাজে কথা বন্ধ করো-তো! তোমার কি প্রয়োজন হবে আমাকে যদি বলো, তবে দাদাতে-আমাতে গুছিয়ে দিতে পারি।"

মোহন কহিল, "এরোপ্লেনের যাত্রীর প্রয়োজন খুবই সামান্য। তুমি শুধু আ ঐ ছোট এ্যাটাচি কেসটায় গোটা দুই গরম স্যুট ভরে দাও। আর যা-কিছু আ অঙ্গেই থাকবে।"

সরোজ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "মাত্র দু'খানি স্যুট নিয়ে জার্মানী যা লোকে শুনলে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, উৎপল।"

মোহনকে 'উৎপল' বলিয়া সম্বোধন করায়, রমা ও মোহন উভয়েই সরো দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল। মোহন কহিল, "উৎপল মানে?"

সরোজ হাসিতে হাসিতে কহিল, "যে-নামে আমি চিনি, যে-নামের অধিকা সঙ্গে একদিন হৃদয়-বিনিময় পর্যন্ত হ'য়েছিল, সেই নামে তা'কে ডাকতেই আ আনন্দ হয়, ভাই। কিন্তু তোমাদের আপত্তি করবার কিছু আছে কি?"

মোহন হাসিমুখে কহিল, "কিছুমাত্র না। গোলাপকে ঘেঁটু বললেই কি ও সৌরভের কোন হানি হয়? তেমনি মোহনকে অর্থাৎ অতীতের দস্যু মোহনকে নামেই ডাকো ভাই, সেই নামেই সৌরভ ঝরে পড়বে।"

সরোজ মৃদু হাসিয়া কহিল, "তোমার গর্বের একটি বর্ণও অবাস্তর বা মি নয়। সত্যই তোমার গুণে আমি মুগ্ধ হ'য়ে আছি, উৎপল। লোকে কত ব তো বলছে, কত কথাই তো শুনছি, কিন্তু তোমার ব্যতিক্রম হ'তে তো এতটু দেখলাম না ভাই!"

"এতদিন পরে এসব কি আবার নূতন কথা, সরোজ?" মোহন বিস্মিত মু প্রশ্ন করিল।

সরোজ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কহিল, "এমন কি বাবাও কিছুদিন তোমা মার্জনা করতে পারেন নি। তাঁর মন জ্বলে-পুড়ে খাক হ'য়ে গেছে, তাঁর স্বাস্থ্য তি তিল ক'রে ঝরে ঝরে পড়ে গেছে, তবু তিনি সোজা-পথটি দেখতে পান নি, প তাঁর চোখ খোলে। আমাকে কারাগারে যেতে, আমাকে ভীষণ বিপদের মুখে পড় দেখে তিনি তোমাকে মার্জনা করবার সুযোগ পান। কিন্তু আমার মনে কি ছ কোনদিনের জন্যই তোমার ওপর ভুল ধারণা হয়নি! একটুকু বিদ্বেষ ভাব আম মনের কোন স্থানেই দেখা দেয় নি। যেদিন আগ্রার দুর্গ-প্রাসাদে তোমার স্বর

ধরা পড়ল, সেদিনও আমার মন তোমার ওপর এতটুকু বিরূপ হয় নি। কিন্তু সেদিন......" এই অবধি বলিয়া সহসা সরোজ নীরব হইল।

মোহনও বুঝিল, রমাও বুঝিল, কোন্ দিনের কথা সরোজ বলিতে চাহিতেছে। যে দিন মোহন রমাকে দুর্গ-প্রাসাদ হইতে চুরি করিয়া লইয়া যায়, সেদিনের কথা মনে পড়ায় সরোজের যে মনোভাবের ব্যতিক্রম হইয়াছিল তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না।

মোহন কহিল, "সেদিনও তুমি আমাকে মার্জনা করেছিলে, সরোজ। যদিও আমার মন তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিল, তবুও তুমি কিছুতেই যে আমাকে অবিশ্বাস করতে পারো নি। তুমিও যেমন জান, আমিও তেমনি জানি।"

সরোজ দেখিল, রমা কোন্ সময় কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। সে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "এই যে তুমি চলেছ, কিন্তু আমার মনে হয় এমন একটা ভয়ানক লোকের পিছনে না গেলেই ভাল হ'ত। হের জোমার ভারতে, আর হের জোমার জার্মানীতে, এই দু'য়ের মধ্যে যে ভীষণ ব্যবধান আছে, তা' কি তুমি ভেবে দেখনি, উৎপল?"

"দেখছি ভাই, দেখছি। আমি যেমন নিজের শক্তি-সামর্থ্যের কথা জানি, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি-সামর্থ্যের বিষয়েও বিশেষ খবর রাখি। তোমার বোনের সামনে এসব বিষয় আলোচনা না করে, তোমার পক্ষে শান্তিতে কয়েকটা দিন কাটানোই উচিত নয় কি, সরোজ?" মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল।

সরোজ কিছুমাত্র প্রীত না হইয়া কহিল, "আমার শান্তির জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পড়ি নি, উৎপল, কিন্তু সত্যিই যদি ভেবে থাকো, এক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা আছে, তবে শুধু টাকার জন্য---"

মোহন প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বাধা দিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমাকে তুমি উৎপল ভাবছ বলেই তোমার মন শঙ্কা, উদ্বেগ, হতাশায় ভরে উঠেছে, সরোজ। আমি উৎপল নই—আমি মোহন, আমি দস্যু মোহন। আমি পুলিস-ত্রাস, আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, আমি আজও অজেয়, আমি আজও জানিনে পরাজয় কাকে বলে। পরাজয়ের দুঃখ কত ব্যথা দেয়—আমার সকল অনুভূতির বাইরে। আমি অজেয়, সরোজ, আমি অজেয়। তাই আমার দ্বারে বেকারের মত পদ-মর্যাদা সম্পন্ন অফিসার, হ্যারোর মত ঝুনো ইংরেজ ছুটে আসিতে লজ্জা পায় না, আমার সাহায্য ভিক্ষা করতে কুণ্ঠিত হয় না। আমি বুঝি, আমি জানি, আমি কি, আমি কতখানি! আমাকে যে-মুহূর্তে স্নেহের চোখে দেখেছ, অমনি ভুল করেছ। তাই রমা কাঁদে, ভয়ে আকুল হয়ে উদ্বেগে ভেঙ্গে পড়ে। তাই সে আমার পথ চেয়ে সারা রাত্রি বিনিদ্রায় যাপন করে। কিন্তু..."

এমন সময় বিলাস দ্বারদেশ হইতে কহিল, "টেলিফোন বাজছে, কর্তা।"

"আবার টেলিফোন বাজে কেন?" বলিতে বলিতে মোহন দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

অন্য দ্বার দিয়া রমা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "দাদা, তুমি আর ওঁকে বাধা

pathagar.net

দিও না। মিথ্যে বাধা হবে, উপরন্তু ওঁর মন শান্তি-হারা হয়ে উঠবে। যখন যাবেনই তখন হাসিমুখে না পারো, শান্ত মুখে বিদায় দাও।"

সরোজ বিস্মিত দৃষ্টিতে ভগ্নীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার মনে হইল, রমাকে সে চিনিত, এ-রমা যেন সে-রমা নহে—অন্য কেহ। সরোজ কহিল, "ত হোক বোন।"

রমা কহিল, "তুমি বৌদিকে আসবার জন্য তার ক'রে দিয়েছ?"

সরোজ কহিল, "না, রমা। আমি ভাবছি, দু'সপ্তাহের জন্য হলেও বাব অসুবিধা হবে। যদিও তিনি তা' মুখে প্রকাশ করবেন না, তবুও আমি বেশ জা তাঁর মন পীড়িত হ'য়ে উঠবে, বোন।"

রমা কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "তবে থাক। বাবার কষ্ট হবে আ আমি নিজের খেয়াল মেটাবো, না দাদা, থাক। এখন চল তুমি চা খাবে। ড্রই রুমে তোমাদের চা দেওয়া হ'য়েছে।"

রমার পিছনে সরোজ ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মোহন টেলিফোনে ক কহিতেছে। মোহনের কথা শেষ হইলে, সে রমার দিকে চাহিয়া কহিল, "সুখব আছে, রানী।" পরে রমার পিছনে সরোজের উপর দৃষ্টি পড়িতে পুনশ্চ কহি "সুখবর আছে সরোজ।"

সরোজ কহিল, "কি খবর?"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমি বরাবর দেখে আসছি, যখনই আ কোন প্রার্থনা মন-প্রাণে বিধাতার চরণে জানাই, তখনই তা' পূর্ণ হয়ে যায়।"

রমা কহিল, "আগে জলযোগ ক'রে নাও। চা আবার ঠাণ্ডা হয়ে না যায়!"

মোহন চায়ের কাপে চুমুক দিয়া কহিল, "যে-প্লেনে আমরা অর্থাৎ আমি আ বন্ধু জোমার জার্মানী যাত্রা করছি, সেই প্লেনের চীফ অফিসার দিল্লীতে ব আছেন। তিনিও আগামী কাল আমাদের সঙ্গে প্লেনে যোগদান করবেন।"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "যদিও শুনে সুখী হলাম, কিন্তু একে খুব জোর একটা খবর হিসাবে নেওয়া যায়, তা'হলেও 'সু' বলা যায় না?"

"তোমার মাথায় গোবর ভরা আছে, সরোজ। নইলে এমন একটা মহা সুযোগকেও যদি সুখবর বলতে না চাও, তবে আমি জানি না, তোমাকে সু-খবরে অর্থ বোঝানো যাবে কোন্ উপায়ে?"

রমা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "তোমার কি হ'য়েছে, বলতে পারো? কোথাকা কোন এক অপরিচিত এরোপ্লেনের ততোধিক অপরিচিত এক চীফ অফিসার দিল্লী থেকে শুভ-যাত্রা করবেন শুনে, আমরা যদি আনন্দে কলরব করতে না পারি, তবে তুমি আমাদের দোষ দিতে কি পারো?"

মোহন সশব্দে হাসিয়া উঠিল এবং সরোজও হাসিতে লাগিল দেখিয়া, রমা নিজেও হাসিয়া উঠিল। সরোজ কহিল, "এইবার তোমার ভাষ্যের টীকা হোক, উৎপল!"

মোহন কহিল, "টীকা এখন থাক। আমি সেই চীফ অফিসার-রূপী মহা-

... সঙ্গে একবার পরিচয় ক'রে আসি। এমন সুযোগ তো জীবনে দু'বার ... না ভাই। বিশেষ ক'রে যেখানে পাঁচলক্ষ মুদ্রা চোখের সামনে নৃত্য শুরু ...।"

...বোস বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, তুমি যদি না আমাদের বুঝিয়ে দাও, আমাদের বোঝবার পথ থাকে না। তা' হ'লেও যে নীরস খবর তোমার কাছে ... এবং সু হ'য়ে উঠেছে, আমাদের কাছে তা' অর্থহীন হ'লেও অবাঞ্ছিত হবে না, ...ম জানো। অতএব গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মুখরাবিন্দ দর্শন ক'রে এসে আমাদেরও ...' করো।"

মোহন হাসিতে লাগিল এবং চা-পান ও জলযোগ শেষ করিয়া, পোশাক পরি-... করিল এবং একটি ট্যাক্সিতে আরোহন করিয়া, বাহির হইয়া পড়িল।

(১০)

পরদিন নির্ধারিত ভোর সাতটার সময়ে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের ডাক ও ...রোহী প্লেন 'ভারতবর্ষ' দিল্লী এরোড্রোমের আকাশে চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে ...ভীর গর্জনে আপনার উপস্থিতি সংবাদ ঘোষণা করিয়া অবতরণ করিল। যে সব ...রোহী কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়াছিল, তাহারা প্লেন হইতে ...বতরণ করিয়া এরোড্রোম-হোটেলে ছোট হাজরি খাইবার জন্য প্রবেশ করিল।

তখনও গাছ-পাতায় অন্ধকার জমিয়া রহিয়াছে। কয়েকখানি মোটর হেড-...ট জ্বালিয়া হর্ন দিতে দিতে শহর হইতে বাহির হইয়া এরোড্রোম-ময়দানে প্রবেশ করিতে লাগিল।

যাহারা দিল্লীতে এরোপ্লেনে আরোহণ করিবেন, তাঁহাদের সিট পূর্ব হইতে রিজার্ভ করা ছিল। প্রায় একটি ঘণ্টা নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও গোলমালের মধ্যে কাটাইয়া ঠিক আটটার সময় প্লেনখানি পুনরায় আকাশে উঠিতে আরম্ভ করিল।

যাহারা স্বজন-আরোহীদের বিদায় অভিনন্দন জানাইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্লেনটি দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলে, এরোড্রোম ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

'ভারতবর্ষ' প্লেনটি ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে উঠিয়া, উত্তর-পশ্চিম দিকে গভীর গর্জনে নভোমণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া উল্কাবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

আরোহীগণের ভিতর হের জোমার অন্যতম। দিল্লী এরোড্রোম হইতে মাত্র দুইজন যাত্রী প্লেনে উঠিয়াছিলেন। একজন হের জোমার এবং অন্যজন একটি ...বয়স্ক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক—নাম মিঃ ওয়েব, রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার। ... ওয়েবই ছদ্মবেশী মোহন। মোহনের অতি সুন্দর দেহ-বর্ণে, ইউরোপীয়ান-...শে স্বভাবতই তাহাকে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলিয়া ভ্রম হইত। তাহার উপর ...বেশ ধরিলে, তাহাকে অন্য কোন জাতীয় বলিয়া সন্দেহ করিতে কাহারও সাধ্য ...ত না।

হের জোমারের ৭নং চেয়ারের পরবর্তী ৮নং আসনটি মিঃ ওয়েব ওরফে মোহনের

জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং হের জোমারের উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখা এবং তাহার সহিত আলাপের নিরবচ্ছিন্ন সুবিধা লাভ করা তাহার আয়ত্তাধীন হইয়াছিল।

প্লেন ছুটিতে আরম্ভ করিল, মোহন কাহারও সহিত আলাপ করিবার কিছুমাত্র আগ্রহ না দেখাইয়া, এরোড্রোমে ক্রীত সেদিনের সংবাদপত্রখানি পাঠ করিতে মনোনিবেশ করিল।

মোহনকে বিদায়-অভিনন্দন জানাইবার জন্য এরোড্রোমে কেহই আসে নাই। মিঃ বেকার কিম্বা মিঃ হ্যারো, তাঁহারা ভোর রাত্রে মোহনের বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, যা কিছু বলিবার ও শুনিবার ছিল, শেষ করিয়া শুভ ইচ্ছা জানাইয়া বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছিলেন।

গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব মুহূর্তে রমার মানসিক দৃঢ়তা একেবারে লয় পাইয়া সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। মোহনের বক্ষে মাথা রাখিয়া সে বলিয়াছিল, "কোন প্রয়োজন নেই আমাদের অর্থের। তোমার যাওয়া হবে না। আমি কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিনে গো, পারছিনে।"

মোহন এই মুহূর্তের জন্য পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। সে রমার মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিয়াছিল, "সর্ব আয়োজন শেষ ক'রে যাত্রা করবার পূর্ব মুহূর্তে আমি যদি না যাই রানী, তবে কি জগতের সামনে আমি ভীরু, কাপুরুষ প্রতিপন্ন হবো না? তোমার স্বামী, যে স্বামীর জন্য তোমার গর্বের আর শেষ নেই, তাকে লোকসমাজে তুমি হেয় করার বেদনা-তো সহ্য করতে পারবে না, রানী!"

রমা ক্রন্দনের বেগে ফুলিতে ফুলিতে বলিয়াছিল, "কিন্তু যেখানে এত বড় বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে আমি তোমায় যেতে দেব না—তার চেয়ে আমি সে সব সহ্য করতে পারবো। তুমি যেতে পাবে না, তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই একটা দিনও বাঁচবো না গো, বাঁচব না।"

এমন সময়ে বিলাস দ্বারের বাহির হইতে বলিয়াছিল, "সাতটা বেজে গেছে কর্তা। বেকার সাহেব ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন।"

"হাঁ বিলাস—আমি এখনি আস্‌ছি, মিঃ বেকারকে বল্‌ গে যা।" এই বলিয়া মোহন রমার দুইখানি হাত আপন বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, "রানী, মুখ তুলে চাও, আমার দিকে দেখ?"

রমা তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া বলিয়াছিল, "কি বলো?"

মোহন স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল, "আসি?"

রমার মস্তক তৎক্ষণাৎ মোহনের বক্ষের উপর এলাইয়া পড়িয়াছিল।

মোহন দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া দেখিল, মিঃ বেকার এবং মিঃ হ্যারোর সহিত সরোজ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে ইংরাজীতে কহিল, "সরোজ, যখনই কোন অসুবিধা বা শঙ্কিত হবার হেতু দেখতে পাবে, যদিও কিছুই পাবে না বলেই আমার বিশ্বাস, তথাপি যদি পাও, তবে তৎক্ষণাৎ আমার এই বিশিষ্ট, সম্মানিত বন্ধুদের জানাতে বিলম্ব বা দ্বিধা করবে না।" এই বলিয়া সে বেকার ও হ্যারোকে দেখাইয়া

pathagar.net

দিয়াছিল।

সরোজ কহিল, "কতদিন তোমার দেরি হতে পারে?"

মোহন হাসিমুখে কহিল, "বলেছি তো ভাই, খুব জোর দু'সপ্তাহ, এর বেশী যদি দেরি হয়, তবে তোমাকে তার ক'রে জানাবো।"

মোহন সরোজকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল এবং পরে অফিসার দুই জনের সঙ্গে করমর্দন করিয়া মোটরে আরোহণ করিল।

প্লেন যাত্রা করিবার পূর্বক্ষণে মিঃ হ্যারো বলিয়াছিলেন, "আপনার পরিবার-বর্গের কোন চিন্তা মনে ঠাঁই দেবেন না, মিঃ গুপ্ত। আপনি সর্বদা মনে রাখবেন ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁদের রক্ষা করবেন। এই মুহূর্তে আমি সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।"

মোহন প্রসন্ন কণ্ঠে বলিয়াছিল, "ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, মিঃ হ্যারো।"

তার পর প্লেন ছাড়িয়া দিয়াছিল। সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে করিতে মোহনের মন একান্ত ভাবে এই সব চিন্তা করিতেছিল, সংবাদ-পত্র পাঠে মন তাহার ছিল না। তাহার দৃষ্টি অর্থহীন হইয়া ধাবমান প্লেনের ক্ষুদ্র গোলাকার বাতায়নের ফাঁকে ... ছিল। সহসা তাহার গভীর চিন্তা বাধা প্রাপ্ত হইল; সে শুনিল, পাশের ... হইতে হের জোমার ইংরাজীতে বলিতেছেন, "আপনার সংবাদ-পত্রটি কি ...র ধার পেতে পারি, স্যার?"

মোহন ঈষৎ চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে ... হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে কহিল, "নিশ্চয়ই, স্যার।"

মোহন সংবাদ-পত্রখানি জোমারের হাতে তুলিয়া দিল এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন না ...য়া, দুই চক্ষু মুদিত করিয়া চিন্তার ভান করিতে লাগিল।

হের জোমার যখন এরোড্রোমে ভোর ৭টার সময় উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সঙ্গে ... এ্যাটাচি-কেস ব্যতীত দ্বিতীয় কোন লগেজ-পত্র ছিল না। তিনি সারাক্ষণ ...ড্রোমের ময়দানে পায়চারি করিতে করিতে আগন্তুকগণের উপর খরদৃষ্টি ...য়াছিলেন। হের জোমার নিশ্চিন্ত ভাবে ধারণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ... গভর্নমেণ্টের কর্মচারী ও পুলিসের সম্মুখীন হইতে হইবে। সেজন্য তিনি ...রূপে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন।

তাঁহাকে যদি সেদিন সে সময়ে এরোড্রোমের মাঠে সার্চ করা, হইত, তাঁহার ...টাচি-কেস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইত, তাহা হইলেও ট্রেড-... পাওয়া যাইত না তিনি সর্বরকমে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ঠিক ৭॥০টার সময় তাঁহার সেক্রেটারী তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন জানাইতে ...ন করেন। সেক্রেটারী জিজ্ঞাসা করেন, "কিছু নূতন খবর আছে, স্যার?"

হের জোমার একবার সতর্ক দৃষ্টিপাত করিয়া বলেন, "না। তবে প্রতি মুহূর্তে ...আশা করছি।"

সেক্রেটারী গম্ভীর মুখে বলেন, "আমার বিশ্বাস স্যার, ও-সব কোন কিছু এখানে

ঘটবে না। কারণ একবার তারা বিফল হ'য়ে, যে-অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে, তার
দ্বিতীয়বার ঐ পথ অনুসরণ করতে আর সাহসী হবে না।"

হের জোমার বলেন, "আমি কিন্তু যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত আ
তা'ছাড়া আমি চাই, তারা আবার আমাকে অপমানিত করুক। তা'হলে আ
কেস আরও দৃঢ় হবে।"

"তা' হবে, স্যার।" এই বলিয়া সেক্রেটারী একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত ক
বলেন, "এখান থেকে মাত্র একজন যাত্রী চলেছেন। তাঁর নাম মিঃ ওয়েব, ডিভিস
রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার।"

"আপনি তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন?" হের জোমার সাগ্রহে প্রশ্ন ক

"করেছি, স্যার। আমি এখানে আসবার পূর্বে মিঃ ওয়েবের বাঙলোয় টেলি
করেছিলাম, তাঁর খানসামা বললে, 'সাব আজকার প্লেনে লণ্ডন যাচ্ছে।
এখন অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, আপনার কি প্রয়োজন?' আমি বলি, "আচ্ছা তবে থা
তাঁকে বিরক্ত করবার প্রয়োজন নেই।'" এই বলিয়া সেক্রেটারী ক্ষণকাল পরে পু
বলেন, "সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্যার, আপনার পশ্চাতে কোন ব্যক্তি যাচ্ছে না। অত
কোন কিছু ঘটবার পূর্বেই আপনার নিরাপদ-যাত্রা হ'লেই আমি খুশি হই।"

ইহার পর দুইজন জার্মান অফিসার প্রত্যেকটি আগন্তুকের দিকে প্রখর দৃ
রাখেন। অবশ্য এরোড্রোমের কয়েকজন কর্মচারী ব্যতীত, এরোপ্লেনে যাত্রা করিবা
কয়েক মিনিট পূর্বে মিঃ ওয়েবের আগমন পর্যন্ত অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই অ
ভোরে এরোড্রোমে আসিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিল।

প্লেনে আরোহণ করিবার সময় অকস্মাৎ প্লেনে লাগিয়া হের জোমারের টু
ময়দানে পড়িয়া যাওয়ায়, তাঁহার সেক্রেটারী দ্রুতপদে গিয়া তাঁহার হাতে টুপি তুলি
দেন। এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও জার্মান কনসাল কিছুমাত্র দুঃখিত না হই
তাঁহার সেক্রেটারীকে প্রচুর ধন্যবাদ দেন এবং বিদায় গ্রহণ করেন।

প্লেন অসীমের বক্ষ ভেদ করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। হের জোমার তাঁহা
পার্শ্বে উপবিষ্ট মিঃ ওয়েবের দিকে চাহিয়া, তাঁহাকে সংবাদ-পত্র পাঠের পরিব
চিন্তা করিতে দেখিয়া, সংবাদ-পত্রখানি চাহিয়া লইয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়া
কিন্তু তাঁহার সংবাদ পত্র পড়িবার মত মনের অবস্থা আদৌ ছিল না। তিনি
ওয়েবের সহিত আলাপ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ ওয়েবকে
চক্ষু মুদিত করিতে দেখিয়া, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে চিন্তা
করিলেন, মিঃ ওয়েব সন্দেহের অতীত ব্যক্তি।

কিন্তু মোহনের কি হইল? তবে কি সে আপন অভিজ্ঞতা ইণ্ডিয়া গভর্ন-
মেণ্টকে জানায় নাই? সে তবে কোথায়? তাহাকে স্থানান্তরিত করিলই বা কে?
ইত্যাদি প্রশ্ন হের জোমারের মনে উদয় হইতে লাগিল। তিনি পুনশ্চ চিন্তা করিতে
লাগিলেন, যদি মোহন তাহার অভিজ্ঞতা গভর্নমেণ্টকে জানাইত, তাহা হইলে
তাহারা কি কখনও আমাকে এরূপ ভাবে চলিয়া যাইতে দিতে পারে? তবে কি
ক্লোরোফরমের ডোজ অত্যধিক হইয়াছিল? তবে কি তাহার ফলে মোহনের জান

ফিরিয়া আসে নাই ? না তাহার মৃত্যু হইয়াছে ? হের জোমার পুনরায় ওয়েব-ওরফে মোহনের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

(১১)

এই সময়ে মিঃ ওয়েব চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই, উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইয়া গেল। মিঃ ওয়েব, ওরফে মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "আপনি কি ডাচ ?"

হের জোমার আলাপ করিবার সূত্র পাইয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "না, আমি জার্মান।"

"জার্মান ! আপনি-তো দিল্লীতে উঠেছেন ?" মোহন বিস্ময় প্রকাশ করিল।

হের জোমার কহিলেন, "হাঁ। আপনার অনুমান ঠিক। আমি কিছু দিনের জন্য হেড কোয়ার্টারে চলেছি। আপনি কি গভর্নমেণ্ট অফিসার ?"

মোহন বাঙ্গচ্ছলে কপালে মৃদু করাঘাত করিয়া কহিল, "ও ডিয়ার, নো। আমি একজন পেটী রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার। আমি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।"

হের জোমার হাস্যমুখে কহিলেন, "আপনার বাড়ী কি লণ্ডনে ?"

"লণ্ডনে ! না স্যার, না ! আমার কুটির...পৈত্রিক আমলের কুটির সাসেক্সে। আমার স্ত্রী সেখানে আছেন। আমি তাঁকে আনবার জন্য চলেছি।" মোহন মৃদু হাস্যমুখে কহিল।

হের জোমার কহিলেন, "আপনার জন্মস্থান যদিও ইণ্ডিয়া, তবুও কি আপনি ইণ্ডিয়াকে পছন্দ করেন না ?"

মোহন সহাস্যে কহিল, "ওর জবাব পরে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলুন, আপনাকে আমি কোন্ নামে সম্বোধন করবো ?"

হের জোমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করিয়া কহিলেন, "আমার নাম হের জোমার। আমি ভারতের কন্সাল জেনারেল, বর্তমানে রীস থেকে জরুরী আহ্বান আসায় উড়ে চলেছি। এইবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন।"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "অর্থাৎ আমি ইণ্ডিয়াকে পছন্দ করি কি-না! কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, যদিও আমার ইংল্যাণ্ডে একটি আস্তানা আছে, তা' হলেও আমি ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছি, ভারতের জল-হাওয়ায় মানুষ হয়েছি। তা' ছাড়া আমার দেহের মিশ্রিত রক্ত আছে।"

"কি রকম ?" হের জোমার প্রশ্ন করিলেন।

"আমার মা জার্মান ছিলেন।" মোহন মুখ টিপিয়া মৃদু হাস্য করিল।

হের জোমার অতীব প্রীত হইয়া কহিলেন, "তবে তো জার্মানীও আপনাকে আপন জন বলে সম-দাবি করতে পারে, মিঃ ওয়েব ?"

"তা' পারে বৈ-কি, হের জোমার! কিন্তু আপনার গভর্নমেণ্ট কি আমার জাতীয়ত্ব সমর্থন করবে আশা করেন ?" মোহন হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করিল।

হের জোমার চিন্তান্বিত স্বরে কহিলেন, "খুব সম্ভব কিছু বিঘ্ন দেখা দেবে, মিঃ ওয়েব। কিন্তু থাক ও কথা, এখন বলুন, আপনি কতদিন দিল্লীতে আছেন ?"

মোহন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া কহিল, "প্রায় পাঁচ বছর হ'ল। এর আগে আমি কিছুদিন লক্ষ্ণৌতে ছিলাম, তারও আগে ছিলাম ক্যালকাটা হেড অফিসে।"

হের জোমার কহিলেন, "পাঁচ বছর দিল্লীতে আছেন যখন, তখন নিশ্চয়ই দিল্লী সম্বন্ধে আপনার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে, মিঃ ওয়েব?"

মোহন কহিল, "প্রচুর না হোক কিছু কিছু যে আছে, তা' স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু কেন বলুন তো?"

"ও এমনই!" এই বলিয়া হের জোমার সহসা নীরব হইয়া গেলেন।

মোহন কহিল, "আপনি কতদিন দিল্লী অফিসে আছেন?"

"মাত্র একটি বছর। কিন্তু ইণ্ডিয়াকে জানবার পক্ষে একটা বছরই কি য[...] নয়, মিঃ ওয়েব?" হের জোমার রহস্যময় হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া কহিলেন।

মোহন ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "কিন্তু সত্য বলতে কি, আমি প্রা[...] আজীবন ভারতবর্ষে থেকেও ভারতকে চিনতে, জানতে পারলাম না। এত ব[...] একটা দেশকে জানা-চেনার জন্য আরও একটু বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় বৈ-কি!"

হের জোমার সাফল্য-হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া কহিলেন, "তা' হয়-তো হয়। কিন্তু সকলের পক্ষে তো আর সমস্যা সমান নয়, মিঃ ওয়েব! হয়তো এমন দু'-একজন ভাগ্যবানও থাকতে পারে, যারা অবিশ্বাস্যভাবে কম সময়ের মধ্যে তাদের সফলতা অর্জন করেছে।"

মোহন কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "সংবাদপত্রখানার কাজ আপনার শেষ হয়েছে, হের জোমার?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ! এই বলিয়া হের জোমার সংবাদপত্রখানি মোহনের হাতে ফিরাইয়া দিবার সময় তাঁহার দৃষ্টি একটি সংবাদের হেডিংয়ের উপর পড়ায়, তিনি অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "এক মিনিট অপেক্ষা করুন, মিঃ ওয়েব। এই সংবাদটুকু পাঠ ক'রে নিই।"

মোহন দেখিল, সংবাদটি পাঠ করিতে করিতে হের জোমারের মুখভাব অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সেদিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া মোহন সহসা চীৎকার করিয়া কহিল, "হ্যালো ক্যাপ্টেন, সংবাদ কি বলুন?"

এরোপ্লেনের ক্যাপ্টেন অফিসার সেখান দিয়া উপর-তলায় যাইতেছিলেন; মোহনের আহ্বানে তাহার নিকট আসিয়া সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "আমি কি মিঃ ওয়েবের সঙ্গে কথা বলছি?"

"নিশ্চয়ই!" এই বলিয়া মোহন গর্জন করিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই হাসিতে হাসিতে পুনশ্চ কহিল, "আবহাওয়া কিরূপ বলুন?"

"চমৎকার! এমন অবস্থা যদি প্রতিদিন থাকে, তবে আমরা পাঁচদিনে লণ্ডন পোঁছাবো।" ক্যাপ্টেন সোৎসাহে জানাইলেন।

"মোহন কহিল, "এখন আমরা কোথায়?

ক্যাপ্টেন আপন হাতের কাগজ-পত্র ও ঘড়ি পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "আমরা যোধপুরের কাছাকাছি চলে এসেছি।"

"এখানেও কি এরোপ্লেন থামবে ?" মোহন জিজ্ঞাসা করিল।

"হ্যাঁ, মিঃ ওয়েব। আমরা ওয়্যারলেস পেয়েছি যে, একজন স্টেট-অফিসার—আশা করি, এইটি শেষ যাত্রী—প্লেনের যাত্রী হবেন।" ক্যাপ্টেন হাসিমুখে কহিলেন।

মোহন বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, আপনাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলতে হবে। নইলে কি আর এই মন্দার সময়েও এতগুলি যাত্রী-লাভে ভাগ্যবান হ'তে পারতেন ?"

"সত্য কথা বলেছেন, মিঃ ওয়েব। অসংখ্য ধন্যবাদ।" এই বলিয়া ক্যাপ্টেন উপরে উঠিবার সিঁড়ির দিকে গমন করিলেন।

মোহন দেখিল, হের জোমারের মুখ চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদ-পত্রে এমন কি সংবাদ বাহির হইল, যাহা পাঠান্তে হের জোমারের মত ব্যক্তিও এতখানি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে পারেন, তাহা জানিবার জন্য মোহনের সাতিশয় আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু মুখে তাহা না দেখাইয়া শান্তভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

হের জোমার চিন্তা করিতেছিলেন। সহসা সংবাদ-পত্রের কথা তাঁহার স্মরণ হওয়ায় তিনি সেখানি মোহনের হাতে ফেরত দিয়া কহিলেন, "মাপ করবেন, আপনার সময় নষ্ট করলুম।"

মোহন সশব্দে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে কহিল, "যাদের সম্মুখে আহার আর নিদ্রা ছাড়া আগামী প্রায় সপ্তাহব্যাপীকাল কিছুই করবার নেই, তাদের সময়ও যদি এমন ভাবে নষ্ট হয়, তবে তা হওয়াই উচিত।"

হের জোমারের মুখে ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। তিনি অকস্মাৎ চক্ষু মুদিত করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

মোহন অন্যমনস্কভাবে সংবাদ-পত্রখানি দেখিতে দেখিতে সহসা একটি সংবাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। মোহন চকিতে হের জোমারের দিকে চাহিতে দেখিল, তিনি সত্যসত্যই দুই চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া আছেন ; তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন না। মোহন অন্যমনস্কভাব বজায় রাখিয়া সংবাদটি পাঠ করিতে লাগিল। আমরা সংবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

লোমহর্ষণ কাহিনী—অত্যাশ্চর্য ব্যাপার
জার্মান কনসাল অফিসের নিম্নতলে
মোহন অচেতন অবস্থায় শায়িত

আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, অতীতে 'দস্যু মোহন' নামে পরিচিত বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি, যিনি বর্তমানে সুসভ্য 'নাগরিক মোহন' নামে চলিত, তাঁহাকে গতকল্য অনুমান বেলা ১টার সময় দিল্লীর জার্মান কনসাল অফিসের লিফ্‌টের পাদদেশে অচেতন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া, কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাকে তাঁহার দিল্লীর বাসা বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। পরে টেলিফোনে মোহনের এইরূপ সাংঘাতিক অবস্থার সংবাদ পাইয়া গভর্নমেণ্ট-সার্জেন ও দুইজন উচ্চপদস্থ গভর্নমেণ্ট অফিসার তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাসভবনে গমন করেন ও মোহনের জ্ঞান ফিরাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে যত্নবান হন।

murchona.net

আমরা সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে এক অসমর্থিত সংবাদ পাই যে, মোহনের জ্ঞান ফিরিয়াছে এবং তিনি তাঁহার এইরূপ অবস্থার জন্য দোষী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে সমস্ত অভিযোগ বর্ণনা করিয়াছেন। সংবাদ পাইবামাত্র এই ব্যাপারের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কথা নির্ণয় করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে জানাইবার জন্য আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি মোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার রাইসানা-স্থিত ভবনে গমন করেন। কিন্তু আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এই সংবাদ প্রেসে যাওয়ার সময় পর্যন্ত মোহনের জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই, যদিও সর্বরকম চেষ্টা পুরোদমে চলিতেছে।

যাহা হউক, অফিসারগণের সহিত আলাপে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি অবগত হন যে, মোহন গভর্নমেণ্টের কোন বিশেষ কাজে কোন বিশেষ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই বিশেষ ব্যক্তি নামে পরিচিত ব্যক্তিটিই মোহনের এইরূপ অবস্থার জন্য দায়ী।

আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি যে, এমন এক ব্যক্তি, যাহাকে গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত বিশেষ আখ্যায় অভিহিত করিতে বাধ্য হন, তিনি কিরূপে এইরূপ জঘন্য দস্যু-নিন্দিত কার্য করিতে সক্ষম হইলেন! যাহা হউক, আমরা আগামী কল্য প্রাতে আমাদের কাগজের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া মোহনের সংবাদ জ্ঞাপন করিব।

পরিশেষে আমরা এই ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইতেছি যে, অতীতে মোহনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, বর্তমানে অকৃত্রিম বন্ধু মিঃ বেকারও মোহনের এই দারুণ বিপর্যয়ের সময় তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত আছেন।"

সংবাদটি পাঠ করিয়া মোহনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, মিঃ বেকারই এই প্রকার রচিত-সংবাদ-পত্রে বাহির করিয়া তাহার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। মোহনের মন মিঃ বেকারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। সে হের জোমারের দিকে চাহিয়া দেখিল যে, জোমারও অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে চক্ষু মুদিত করিয়া হয় নিদ্রা যাইতেছে, নয় চিন্তা করিতেছে।

এরোপ্লেন যোধপুরে কিছু সময়ের জন্য দাঁড়াইয়া আবার উড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। যোধপুরে যে-যাত্রীর উঠিবার কথা ক্যাপ্টেন ঘোষণা করিয়াছিলেন, কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁহার যাত্রা স্থগিত হইয়াছে।

মোহনের উত্তেজিত ও চিন্তান্বিত মস্তিষ্কে শীতল বাতাসের স্পর্শ লাগিয়া তাহাকে নিদ্রাতুর করিয়া তুলিল, সে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে এক সময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

(১২)

করাচীতে এরোপ্লেন উপস্থিত হইল। এইস্থানে যাত্রীগণের মধ্যাহ্ন ভোজনের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। প্লেনখানি অবতরণ করিবামাত্র যাত্রীগণ এরোড্রোম-সংলগ্ন হোটেলে গমন করিল।

pathagar.net

হের জোমার মোহনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনিও তো ডিনার খাবেন এখানে ?"

"নিশ্চয়ই, হের জোমার। চলুন, আহার সেরে আসি।" মোহন সাগ্রহে কহিল।

হের জোমার কহিলেন, "চলুন যাওয়া যাক।"

উভয়ে একই টেবিলে আহার করিতে বসিলে মোহন কহিল, "মিসেস্ জোমার জার্মানীতে আছেন ?"

হের জোমারের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "মিসেস্ এখনও ভবিষ্যতের অঙ্কে, মিঃ ওয়েব!"

মোহন যেন আকাশ হইতে পড়িল; সে কহিল, "তবে আর কোন আনন্দে আপনি দেশে ফিরছেন, হের জোমার! সত্য বলছি, আপনার জন্য আমার বড়ো দুঃখ হচ্ছে।"

হের জোমার বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "কবে থেকে ইংলিশম্যানেরা বিবাহকে এমন চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন, মিঃ ওয়েব ?"

মোহন যেন লজ্জিত হইয়াছে, এইরূপ ভাব দেখাইয়া কহিল, "আমার বলবার উদ্দেশ্য ঠিক তা' ছিল না, হের জোমার!"

"হাঁ, তা'ই ছিল, মিঃ ওয়েব। সারা পৃথিবীর সম্পদ অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংগ্রহ করে এসে, ইংল্যান্ড এত বেশী সম্পদ জড়ো করেছে যে, সে ভেবে পাচ্ছে না এত ধন, সম্পদ সে ব্যয় করবে কোন্ পথে? তা'ই তাদের মন বর্তমানে আয়েসী ও সুখ-প্রবণ হয়ে উঠছে। তারা চায় শান্তি। নিশ্চিন্ত আরাম। কোন অশান্তি, কোন কলরব যেন তাদের শান্তির ব্যাঘাত না করে—এইটুকুই তাদের কাম্য। আর এই সব কারণের জন্যই ইংরাজ বিবাহ করাকে বর্তমানে অবশ্য পালনীয় বিষয় হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে এবং আপনার মনও ঠিক এই স্বাভাবিক গতির নির্দেশ করছে, মিঃ ওয়েব।" এই বলিয়া হের জোমার গম্ভীর মুখে আহার করিতে লাগিলেন।

মিঃ ওয়েব-রূপী মোহন কহিল, "কিন্তু আমার উক্তির ওপর ভিত্তি করে আপনি সমগ্র ইংরাজ সমাজকে অভিযুক্ত করতে পারেন না। কারণ আমি তাদের সমাজের কেউ নই।"

হের জোমার কহিলেন, "আপনি এই কথাই বলতে চাইছেন যে, আপনি এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, আপনার সমাজের সঙ্গে খাস ইংরাজসমাজ একত্র চলে না। তাঁরা আপনাদের তাদের স্বজন বলেও চিন্তা করেন না। আপনাদের স্ট্যাটাস নাকি ইজিনীয়ার বলে তাঁরা ডিক্রি জারি করেছেন? কিন্তু এবার থাক আপনাদের কথা। এইবার আমাদের কথা শুনুন?"

"হাঁ, বলুন?" মোহন শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল।

হের জোমার বলিতে লাগিলেন, "আমাদের দেশ এখনও ধন-সম্পদে আপনাদের ত্রিসীমানাতেও যেতে সক্ষম নয়। আমরা বুঝি, আমাদের বাঁচতে হ'লে আমাদের

আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, বিনাবাক্যে অস্ত্রধারণ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে, প্রাণ দিতে হবে। আমরা আনন্দ পাই দেশের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ক'রে। আর সেই কর্তব্য সাধনের জন্য যদি প্রাণও যায়, তাও হবে আমাদের কাম্য বস্তু। আমরা রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য কোন কাজকেই ঘৃণা ভাবি না, কোন কিছু হেয় মনে করি না। গভর্নমেণ্টের আদেশে আমরা হাসতে হাসতে প্রাণ বিসর্জন করতে পারি। আর এমনই এক আনন্দে বিভোর হয়ে আমি রাষ্ট্রের আহ্বানে আমার পিতৃ-ভূমিতে ছুটে চলেছি, মিঃ ওয়েব। আপনি যদি জানতেন, আপনি যদি বুঝতেন, আমার যদি সাধ্য থাকতো আপনাকে আমার ইতিহাস বলবার, তা'হলে আমি জোর গলায় বলতে পারি, আপনি কিছুতেই আমার শ্রীহীন সংসারের কথা ভেবে—দয়া-প্রকাশ করতে রূঢ় শোনায় বটে—সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারতেন না।"

মোহন কহিল, "আমি সত্যই দুঃখিত যে, আপনি আমার বক্তব্যের বিকৃত অর্থ করেছেন। কারণ ইংরাজের দেশপ্রেমে সন্দেহ করতে পারে এক অসাধারণ দুঃসাহসী ব্যক্তিরা, আর বিকৃত মস্তিষ্ক বাতুলেরা। সে যাই হোক, আপনার একটি বিষয় প্রাঞ্জল হয় নি। আপনি কি দয়া ক'রে বুঝিয়ে দেবেন যে, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য স্বার্থের জন্য কোন জঘন্য কাজ বলতে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন, হের জোমার?"

হের জোমার কহিলেন, "যে কোন জঘন্য কাজ বলতে সব জঘন্য কাজই বোঝায়, মিঃ ওয়েব। যথা চুরি, খুন, ডাকাতি, হরণ—ইত্যাদি, ইত্যাদি।" এই বলিয়া তিনি সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "রাষ্ট্রের জন্য আপনি চুরি করতে পারেন, হের জোমার? আপনি কিন্তু স্বীকার করলেও আমি বিশ্বাস করতে পারব না।"

হের জোমারের ডিনার খাওয়া আগে শেষ হইয়াছিল; কহিলেন, "পারবেন না কেন শুনি?"

"পারব না। এমনিই পারব না। কারণ আপনার মত বিশিষ্ট ভদ্রলোক কখনও কিছুর জন্যই এমন কাজ করতে পারেন না।" মোহন দৃঢ় কণ্ঠে কহিল।

হের জোমার কহিলেন, "এতেই বোঝা যাচ্ছে, আপনি কতটুকু জার্মান জাতিকে চেনেন, মিঃ ওয়েব।" এই বলিয়া সহসা তিনি উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিলেন; হাসি থামিলে কহিলেন, "আসুন, প্লেনে যাওয়া যাক। সেইখানেই বসে আলাপ করা যাবে।"

মোহন কহিল, "উত্তম।"

প্লেনে উঠিয়া হের জোমার কহিলেন, "পরবর্তী স্টেশনের নাম কি, মিঃ ওয়েব?"

মোহন কহিল, "বোধ হয় পরবর্তী স্টেশন 'জাস্ক'। আমি ঠিক জানিনে, হের জোমার।"

এরোপ্লেন পুনরায় ছুটিতে আরম্ভ করিল। হের জোমার মোহনের দিকে বহুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "দেখুন মিঃ ওয়েব, জার্মানীর স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত জানে, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তাদের জীবন-মরণ যুদ্ধে আর একবার

আসতে হ'তে হবে। সেই ভীষণ যুদ্ধে জয় তাদের করতে হবে। নইলে ভবিষ্যতে জার্মান জাতির কোন অস্তিত্ব আর থাকবে না। এই যে যুদ্ধ করতে হবে, এই যুদ্ধের মত ভীষণ, অমানুষিক যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও দেখা যায় নি বলে বলা যায় না।"

মোহন কহিল, "আপনারা কি ভবিষ্যৎ-যুদ্ধের জন্য এখন থেকে প্রস্তুত হচ্ছেন, জোমার ?"

"আপনার এ-প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে অক্ষম, মিঃ ওয়েব। কিন্তু আমি ও আপনি যদি আরও কয়েকটা বছর জীবিত থাকি, তা' হ'লে আমার আজকার এই ভবিষ্যদ্বাণী অতি সত্য বলেই প্রমাণিত হতে দেখব বলে আশা করি।"

মোহন চিন্তান্বিত স্বরে কহিল, "সেই ভীষণ যুদ্ধ-জয় তাদের করতেই হবে ? যদি ব্যতিক্রম হয়, হের জোমার ?"

"ব্যতিক্রম !" এই বলিয়া হের জোমার তীব্র দৃষ্টিতে ওয়েব-বেশী মোহনের দিকে চাহিলেন এবং ক্ষণকাল পরে আপনাকে সংযত করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "যদি ব্যতিক্রম হয়, তা হ'লে আগামী এক শতাব্দীর জন্য জার্মান জাতির নাম জগতের আর কেউ শুনতে পাবে না।"

মোহন দেখিল, হের জোমারের মুখে অকৃত্রিম দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে বিস্মিত হইয়া কহিল, "সেই ভীষণ অনাগত যুদ্ধের জন্য আপনারা নিশ্চয়ই প্রস্তুত হচ্ছেন, হের জোমার ?"

হের জোমার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "ঐ একই প্রশ্ন বারবার করবার অর্থ কী, মিঃ ওয়েব ?"

মোহন সহসা সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিল। হাসির বেগে যেটুকু সন্দেহ হের জোমারের মনে সঞ্চিত হইয়াছিল, ধুইয়া মুছিয়া সাফ হইয়া গেল। তিনি মোহনের হাস্যময় মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হাসির বেগ কমিলে মোহন কহিল, "আমি একজন পেটি ইঞ্জিনীয়ার, হের জোমার। আমি যদি লণ্ডনের রাজপথে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে এই কথা বলতে থাকি যে, জার্মানী যুদ্ধের জন্য এখন থেকে প্রস্তুত হচ্ছে, অতএব হে ইংলণ্ডবাসী! তোমরা সাবধান হও, প্রস্তুত হও। তা' হলে কি ফল ফলবে জানেন ? আমার জ্ঞাতি গোষ্ঠীরা আমাকেই পাগল ঠাহর ক'রে পাগলা-গারদে ভরে রাখবে, তবু আমার কথা এতটুকুও আমল দেবে না।"

হের জোমারের মুখ প্রসন্ন-আভাসে ভরিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "আপনাদের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী আমাদের কর্তার পরম নৈষ্ঠিক অনুগামী। তিনি জানেন, আমরা যা করছি, যে জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তা' সম্পূর্ণ অন্য কারণে। পৃথিবীকে বোলশেভিজমের বিষ থেকে মুক্ত করবার জন্য আমরা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছি। আমাদের যুদ্ধও পূর্ব সীমান্তে আরম্ভ হবে। অতএব আপনার কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই।"

মোহন রহস্যময় হাস্যের সহিত কহিল, "আমার অতি বড়ো শত্রুও কখনও এই অপবাদ দিতে পারে নি যে, কখনও কোন কিছু কারণের জন্য আমি উদ্বিগ্ন হয়েছি।

আচ্ছা এসব নীরস আলোচনা থাক। আপনি কবে আবার ভারতে প্রত্যা[illegible] করছেন ?"

হের জোমার হাসি মুখে কহিলেন, "আমি ভারতকে শেষ বিদায় জানিয়ে এসেছি, আমি আর ইণ্ডিয়ায় ফিরবো না। আমাকে অন্য মহত্তর ও বৃহত্তর কর্তব্য সম্পাদনের ভার নিতে হবে। খুব সম্ভবতঃ" এই অবধি বলিয়া সহসা হের জোমার নিস্তব্ধ হইলেন।

মোহন কোন কৌতূহল প্রকাশ করিল না। সে এরোপ্লেনের ক্ষুদ্র বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিল, নিম্নে অসীম নীল সমুদ্র, ঊর্ধ্বে নীলাকাশ, মধ্যে আকাশ-নীল বর্ণের "ভারতবর্ষ" প্লেনখানি এক অদ্ভুত বিস্ময়ের মত ডানা মেলিয়া ধাবিত হইতেছে। মোহনের মুখ হইতে বাহির হইল, "চমৎকার!"

হের জোমার মোহনের ভাবমুগ্ধ মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আপনি কি এই প্রথম এরোপ্লেনে ইংল্যাণ্ড চলেছেন ?"

মোহন প্রশ্ন শুনিয়া মৃদু হাসিল। কহিল, "হাঁ, জীবনে এই প্রথম সুযোগ এসেছে, হের জোমার!"

হের জোমার তাচ্ছিল্য স্বরে কহিলেন, "আমি যে-কয়বার আনাগোনা করেছি, প্রত্যেকবারই আকাশে উড়ে যেতে হয়েছে। অবশ্য আমাদের চাকুরি আর আপনার চাকুরিতে প্রভেদ আছে!"

"আছে বই-কি, হের জোমার! আপনি হলেন এক পরাক্রান্ত গভর্নমেণ্টের কন্সাল জেনারেল, আর আমি এক রেলওয়ে কোম্পানীর সেকেণ্ড গ্রেড ইঞ্জিনীয়ার। আপনাতে আর আমাতে যে প্রভেদ আছে তা আবার বলতে হবে।" এই বলিয়া মোহন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পুনশ্চ কহিল, "আমি ধূমপান ক'রে আসি, হের জোমার।"

মোহন ধীরে ধীরে ধূমপান-কক্ষে গমন করিয়া দেখিল, সেখানে উড়ো-জাহাজের ক্যাপ্টেন একজন যাত্রীর সহিত বসিয়া ধূমপান করিতেছেন। তিনি মোহনকে দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, "আসুন, আসুন, মিঃ...মিঃ..."

"ওয়েব।" মোহন স্মরণ করাইয়া দিল এবং ক্যাপ্টেনের পাশে চেয়ারে উপবেশন করিল।

ক্যাপ্টেন লজ্জিত স্বরে কহিল, "হাঁ মিঃ ওয়েব, আমি বহুক্ষণ অবধি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য সুযোগ খুঁজছিলাম। বসুন, আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।"

মোহন স্মিত মুখে কহিল, "ধন্যবাদ!"

ক্যাপ্টেন অমর যাত্রীকে নতস্বরে কহিলেন, "মঁসিয়ে সিমোভস্কি, আপনি যদি মনে কিছু না করেন, আমি তা'হলে আমার বন্ধুর সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!" বলিয়া মঁসিয়ে সিমোভস্কি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মোহন সিগারেট-কেস বাহির করিয়া ক্যাপ্টেনের হাতে দিল এবং স্বয়ং একটি ধরাইয়া কহিল, "এইবার বলুন।"

"আপনি কোথায় অভিনয় করতে চান ?" ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করিলেন।

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "অভিনয়ই বটে। কিন্তু আমরা এখন কোথায় ?"

"এইবার আমরা জাস্কে পৌঁছাবো। জাস্ক-এরোড্রোমে রাত্রি কাটিয়ে আবার যাত্রা করবো।" ক্যাপ্টেন কহিলেন।

মোহন বাতায়ন-পথে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমরা কি রেড-সী অতিক্রম করছি ?"

"হাঁ, মিঃ ওয়েব" ক্যাপ্টেন কহিলেন।

"জাস্কের পর আমরা কোথায় অবতরণ করবো ?" মোহন প্রশ্ন করিল।

"বাগদাদে।" ক্যাপ্টেন জানাইলেন।

"বাগদাদে কখন পৌঁছাব ?" মোহন প্রশ্ন করিল।

"আগামী কল্য সকাল ৯টার সময়।" ক্যাপ্টেন কহিলেন।

মোহন চিন্তা করিয়া কহিল, "ভোরের দিকে যেখানে আমরা উপস্থিত হবো, সেখানে যদি পাহাড় বা জঙ্গল না থাকে, তবে সেই স্থানেই আপনি অভিনয় শুরু করে দেবেন। তারপর যা করবার আমি করবো।"

ক্যাপ্টেন কহিলেন, "আপনি-তো সর্বরকমে প্রস্তুত ?"

মোহন কহিল, "হাঁ, ক্যাপ্টেন। ধন্যবাদ।"

"আপনার প্যারাচুট কাজ করবে তো ?" ক্যাপ্টেন উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করিলেন।

"সেজন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ক্যাপ্টেন! আমার মন জুড়ে এ চিন্তা আসন পেতেছে যে, সফলতা আসবে তো! কিন্তু থাক অলস জল্পনা-কল্পনা। তা'হলে এই বন্দোবস্তই স্থির হ'ল, ক্যাপ্টেন ?"

"হাঁ, এর আর নড়-চড় হবে না, মিঃ ওয়েব। আমার সাধ্যমত গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করতে ত্রুটী করবো না। কিন্তু এখন সকলই ঈশ্বরের হাত।" ক্যাপ্টেন মৃদু স্বরে কহিলেন।

মোহন মৃদু হাস্য করিল। পরে নতস্বরে, কহিল, "আমার মন অনেক কিছুই পূর্ব থেকে বুঝতে পারে, ক্যাপ্টেন। আমার জীবনে এমন বহু সন্ধিক্ষণ এসেছে, এমন বহু অদৃশ্য, অপ্রত্যাশিত বিপদের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে; যদি না এই মনোভাবের সাহায্য পেতাম, তা'হলে আমার কল্পনা করতে ভয় হয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাকে পরাজিত হ'তে হতো। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমার মন তেমন কিছু উৎসাহ জ্ঞাপক অবস্থা উপলব্ধি করতে পারছে না, ক্যাপ্টেন।"

ক্যাপ্টেন বিস্মিত স্বরে কহিলেন, "অর্থাৎ এক্ষেত্রে আপনি সফল হবেন কি-না সন্দেহ জেগেছে ?"

মোহন উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "না, স্যার না। আমাকে নিরুৎসাহ করবেন না। আমি শেষ চেষ্টা না ক'রে কোন প্রতিবন্ধকই মানবো না। উত্তম! আমি এখন আসি। নইলে আমার বন্ধু জোমারের মনে সন্দেহ হ'তে পারে। গুড বাই, ক্যাপ্টেন!"

"গুড বাই, স্যার!" ক্যাপ্টেন প্রত্যাভিবাদন করিলেন।

(১৩)

জাংক। রাত্রি তখন ৯টা বাজিয়াছে। অন্ধকার রাত্রি। অকস্মাৎ নিম্নে শত শ দীপমালা শোভিত নগরী জাগিয়া উঠিল। "ভারতবর্ষ" এরোপ্লেনের আরোহী বুঝিলেন, তাঁহারা এইবার শূন্য হইতে পৃথিবীর বুকে নামিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন তাঁহাদের শূন্যে ভ্রমণ মাটির স্পর্শে আবার পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

এরোড্রোমের আকাশে কয়েকবার চক্রাকারে পরিক্রমা করিয়া এরোপ্লেনটি নামিতে লাগিল এবং অবশেষে মাটির উপর নামিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার অশা কলরব অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যও নিস্তব্ধ হইল।

প্রত্যেকটি যাত্রী এরোড্রোমের হোটেলে ডিনার খাইলেন। হের জোমার ও মি ওয়েব-রূপী মোহন একত্রে এক টেবিলে বসিয়া রাত্রের আহার সমাধা করিলেন।

হের জোমার আহার করিবার সময় কহিলেন, "এখানের রান্নার মত এম সুস্বাদু রান্না আমি আর কোথাও খাই-নি, মিঃ ওয়েব। আপনার অভিমত কি

ইংলিশ-খানায় মোহনের রুচি কোন কালেই ছিল না। সে আপন বিরা চাপিয়া রাখিয়া কহিল, "কেন, ভারতের বাবুর্চি'রাও মন্দ রান্না করে না, হে জোমার।"

হের জোমার কহিলেন, "এখানকার লোকই বেশীর ভাগ সেখানে গিয়ে বাবুর্চি কাজ করে।"

মোহন কহিল, "তা' করে। আমাদের লোভের জন্যে বেচারারা এমন সুন্দ দেশেও থাকতে পায় না।"

হের জোমার বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, "আপনি কি বলতে চাইছেন মিঃ ওয়েব?

"আমি বলতে চাইছি যে, ভারতে যত বাবুর্চি'রা ইউরোপীয়ানদের জন্য খানা তৈরি করে, তাদের বেশীর ভাগই ভারতের বাইরের লোক।"

হের জোমার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "তাতে আপনার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?"

"বৃদ্ধি নেই বটে, কিন্তু—" এই অবধি বলিয়া মোহন সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

হের জোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া আহার শেষ করিলেন। মোহন মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, হের জোমার?"

"কোন জাতি অন্য কোন বিজাতীয় জাতির জন্য দুঃখ অনুভব করবে, আমি তা সহ্য করতে পারি না। ভারতের লাভ-লোকসানে আমাদের অর্থাৎ ইউরোপীয়ান-দের যদি মাথা ব্যথা দেখা দেয়, তা'হলে অন্ততঃ পক্ষে আপনাদের তথা ইংরাজদের কর্তব্য ভারতবর্ষ ত্যাগ করা।" এই বলিয়া হের জোমার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং খানসামাকে বকশিশ দিয়া এরোড্রোমের মাঠে বাহির হইয়া পড়িলেন।

মোহনেরও আহার শেষ হইল। খানসামাকে মোটা রকম বকশিশ দিয়া মোহন বাহির হইয়া আসিল এবং এরোড্রোমের আলোকিত মাঠে পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল।

মোহন দেখিল, হের জোমারও অল্পদূরে পায়চারি করিতেছেন। এরোপ্লেন

[illegible]ছাড়িবার তখনও আধ ঘণ্টা দেরি ছিল।

মোহন চিন্তা করিতেছিল, রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাগ্য-পরীক্ষার [illegible] আসিবে। সে সফল হইবে, না অতি-ধূর্ত, অপূর্ব জাতীয়তাবাদী জোমারের [illegible] তাহার পরাভব হইবে?

যে দুঃসাহসী ব্যক্তি ভারত গভর্নমেণ্টের সকল শক্তি, সকল চাতুর্য তুচ্ছ করিয়া [illegible]ভাবে বুক ফুলাইয়া ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে পারে, তাহাকে [illegible]রত করিয়া পরাজিত করা বিশেষ সহজ-সাধ্য যে হইবে না, তাহাতে মোহনের [illegible] সন্দেহ ছিল না। মোহন গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িল।

সে ভাবিতে লাগিল, ধূর্ত, বদমায়েশ কোথায় সে অমূল্য দলিলখানি গোপন [illegible]য়াছে? ঐ ক্ষুদ্র এ্যাটাচি-কেসের ভিতর যে নহে, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে [illegible] না। কারণ দিল্লী-এরোড্রোম পরিত্যাগ করা অবধি সে একটিবারের জন্যও [illegible]্যাটাচি কেস স্পর্শ করে নাই। তাহা ব্যতীত ভারত গভর্নমেণ্ট তীক্ষ্ন বুদ্ধি-[illegible] অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন সি-আই ডি বিভাগ যে ওই এ্যাটাচি কেসটি পুঙ্খানু-[illegible]রূপে সার্চ করিয়া দেখিতে পারিত, তেমন সম্ভাবনাও সম্পূর্ণরূপে ছিল। [illegible] সে এই দস্যুর সঙ্গ লইয়াছে বলিয়া তাহাও করা হয় নাই; হের জোমারের মত [illegible], দুঃসাহসী দস্যুও কি তাহা পূর্বাহ্ণে প্রত্যাশা করে নাই, ইহাও কি সম্ভব [illegible] পারে? কখনই না। তবে কোথায় সেই ট্রেড-প্যাক্ট!

মোহন অস্ফুট কণ্ঠে আপনাকে পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "কোথায় সেই বহুমূল্য [illegible] প্যাক্ট? কোথায়!" মোহনের ভ্রূ দু'টি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার [illegible]সারে সে পায়চারি করা বন্ধ করিয়া একস্থানে প্রাণ-হীন মূর্তির মত দাঁড়াইয়া [illegible] এবং তাহার আপন প্রশ্নের উত্তর খুঁজিবার জন্য অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া [illegible]।

"কি হ'ল, কিছু হারিয়েছেন, মিঃ ওয়েব?" পশ্চাত হইতে হের জোমার প্রশ্ন [illegible]লেন।

মোহন সহসা এরূপভাবে চমকিত হইয়া উঠিল যে, এরোড্রোমের আলোকেও [illegible]রের ব্যবধানে দণ্ডায়মান হের জোমারের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারিল না। [illegible] বিস্মিত কণ্ঠে পুনশ্চ কহিলেন, "কি হারিয়েছেন?"

অসাধারণ মানসিক শক্তিবলে আপনাকে সংযত করিয়া, মোহন হাসি মুখে [illegible], "হারাই-নি, হের জোমার। তবে ভুল করেছি।"

"কি ভুল করেছেন?" হের জোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন।

"কয়েকটা জরুরী বিষয় আমার সহকারীকে বলে আসা হয় নি। তাই ভাবছি, [illegible] যেতে পারে!" মোহন কৈফিয়ৎ দাখিল করিল।

হের জোমার কহিলেন, "সেজন্য অত চিন্তার কি প্রয়োজন বলতে পারেন? [illegible] তো অনায়াসে টেলি ক'রে ভুল সংশোধন করতে পারেন।"

[illegible]রের দিন শেষ রাত্রে প্লেন ছাড়িবার প্রথম সিগন্যাল পড়িল। সুমধুর স্বরে [illegible]ড্রোমের ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ করিল। আহারের পর প্রায় সকল যাত্রীই ময়দানে

boiRboi.net

ভ্রমণ করিতেছিল ; সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন এবং প্লেন অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

হের জোমার কহিলেন, "আসুন, প্লেনে ওঠা যাক।"

"চলুন।" বলিয়া মোহন তাঁহার পিছু লইল। প্লেনের নিকট ক্যাপ্টেনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, হের জোমার তাঁহাকে শুভরাত্রি জানাইয়া কহিলেন, "O. K. ক্যাপ্টেন ?"

"O. K. স্যার।" ক্যাপ্টেন প্রত্যভিবাদন করিয়া, সসম্ভ্রমে জবাব দিলেন।

অল্পক্ষণ পরে "ভারতবর্ষ" প্লেনটি ভীষণ আরাবে জাস্কের নৈশ-গগন কম্পিত করিয়া, ডানা মেলিয়া অসীম পথে যাত্রা করিল। রাত্রে গুরু ভোজনের পর, প্লেনের নির্মল, শীতল বাতাস লাগিয়া স্বল্প সময়ের মধ্যে যাত্রীগণ ঢুলিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রায় সকলেই সুগভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

মোহনের তন্দ্রার আমেজ লাগিতেছিল। সে হের জোমারের দিকে চাহিতে দেখিল, ভদ্রলোক টুপি মাথায় দিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তাহার একবার ইচ্ছা হইল, মাথা হইতে টুপিটা খুলিয়া রাখিয়া দেয়। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার স্মরণ হইল, দিল্লী হইতে যাত্রা করা অবধি তিনি এক মুহূর্তের জন্যও টুপিটা ত্যাগ করেন নাই।

উপরন্তু তাহার মনে পড়িল যে, রাত্রের আহার কালে টুপি মাথায় দিয়া হের জোমারকে খাইতে দেখিয়া, মোহন মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিয়াছিল যে, লোকটি যেমন দুর্দান্ত, তেমনি অসভ্য ; আদৌ আদব-কায়দা-দুরস্ত নহে। কিন্তু হের জোমার তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন যে তাঁহার টুপি মাথায় দিয়া আহার করিতে বসার জন্য মিঃ ওয়েব যেন তাঁহাকে মার্জনা করেন। তিনি অনেক বদ অভ্যাস ছাড়িয়াছেন মাত্র এটিকে পারেন নাই।

মোহন তখন হাসিয়া বলিয়াছিল, "আমি এজন্য কিছু মনে করব না। আপনি ইচ্ছে করলে, আর একটা টুপিও ব্যবহার করতে পারেন।"

মোহন হাসিতে হাসিতে ইহা বলিলেও, জোমার তাহা হাসিতে হাসিতে লইতে পারেন নাই। তিনি মুখ গম্ভীর করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কি বোঝাতে চাইছেন ?"

মোহন প্রশ্ন ও স্বর শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিল ; সে তখনও হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল, "আমি বোঝাতে চাইছি যে, এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ব্যথা করবার সময় আমার নেই। আপনারও থাকা উচিত নয়।"

সুতরাং মোহন সবিস্ময়ে আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিল, "ইহাও কি সম্ভব। ইহাও কি সম্ভব।"

(১৪)

মোহন টুপিটির দিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার বক্ষে আশার বাণী মুখর হইয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে দুই হাত দিয়া দুর্বৃত্তের কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়া মাথা হইতে টুপিটা ছিনাইয়া লয়।

কিন্তু যদি তাহার সকল ধারণা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়? তাহার সকল আশা বিফল হইয়া যায়? তাহা হইলে তাহার পরে মহামূল্য দলিলখানি উদ্ধারের আর কোন আশাই থাকিবে না! জোমার সতর্ক হইবে এবং এমন এক দারুণ অবস্থার সৃষ্টি করিবে, যাহাতে ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিতে পারেন। মোহন আপনাকে সংযত করিয়া, ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিত করিল।

কিছু সময় পরে মোহন আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল। সে দেখিল, জোমার অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। সে তাহার প্যারাচুটটি পরিধান করিয়া বসিয়াছিল, তাহা ঠিক আছে কিনা একবার পরীক্ষা করিয়া পুনশ্চ চক্ষু মুদিত করিল এবং অবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

এরোপ্লেন নদ-নদী, প্রান্তর, পর্বত কম্পিত করিয়া উর্ধাকাশে ধাবিত হইতেছে। নিম্নে পৃথিবী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। শুধু একটা ভয়াল পরিস্থিতি সমাবেশের বক্ষ চিরিয়া এই উম্মাদ জীব উল্কা গতিতে ধাবিত হইতেছে। যাঁহারা কখনও এইরূপ ভ্রমণের সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তাঁহারা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিবেন না যে এমন মৃত্যু-ভয়াল পরিস্থিতির মধ্যেও মানুষ কিরূপে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে পারে! যে-কোন সময়ে যে কোন মুহূর্তে এরোপ্লেনের ইঞ্জিন বিগড়াইয়া প্লেনে আগুন লাগিয়া যাইতে পারে এবং সেই ভয়াবহ অগ্নি জ্বালা পরিবৃত হইয়া ঘুমন্ত মানুষের ঘুম মহাঘুমে পরিণত হইতে পারে। কিম্বা মেঘ ও কুয়াশায় ঢাকা গুপ্ত পর্বত শৃঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া পলকের মধ্যে সকল অস্তিত্ব লয় পাইয়াও যাইতে পারে।

পারে কেন! কত-যে গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই! কত মহামূল্য জীবন যে এইরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারও আর সংখ্যা নাই! তবু মানুষ ভয় পায় নাই, তবু মানুষ পশ্চাদপদ হয় নাই, তবু মানুষ এই মৃত্যু-ভয়াল আনন্দ আহরণ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করে নাই।

এরো-দানব গভীর গর্জনে ছুটিতেছে। নিম্নে পৃথিবীর বক্ষে সুপ্তি-মগ্ন কত মানুষ গুরু-গম্ভীর শব্দে ঘুম হইতে অকস্মাৎ জাগরিত হইয়া ভাবিতেছে, আকাশের বুক চিরিয়া মানব ধাবিত হইতেছে। কত শিশু গভীর আরাবে ভয় পাইয়া মাতার বক্ষে জাগরিত হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছে। কোন দিকে কোন দৃকপাতের মধ্যে না আনিয়া এরোপ্লেন অবিচ্ছিন্ন গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে পূর্বাকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিল। ক্যাপ্টেন বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া চক্ষুতে দূরবীণ লাগাইয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি হাত-ঘড়িটার দিকে একবার চাহিয়া তাহার সম্মুখে বিস্তৃত ম্যাপ-খানার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তারপর তাহার সহকারী ও পাইলটকে কথা কহিবার টিউবের ভিতর দিয়া কহিলেন, "আর দশ মিনিট পরে এক্সপেরিমেণ্ট আরম্ভ হবে। আপনারা প্রস্তুত হোন।"

তিনি জবাব পাইলেন, "অল রাইট, স্যার। আমরা প্রস্তুত আছি।

ধীরে ধীরে পূর্বাকাশ আলোকিত হইতেছিল। গাছের মাথার উপর দিয়া পাখীরা উড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে দশ মিনিট সময় অতি-

বাহিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেনের বিপদ-জ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনিতে সকল আরোহী জাগিয়া উঠিল।

এরোপ্লেনের উল্কা গতি স্তিমিত হইয়া আসিল। প্লেনখানি চক্রাকারে ধীরে ধীরে আকাশের বক্ষে পরিক্রমা আরম্ভ করিল।

প্রত্যেকটি যাত্রী আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কি ব্যাপার? সর্বনাশ হয়েছে? কল বিগড়েছে? কি হয়েছে?"

এমন সময়ে ক্যাপ্টেন ঘোষণা করিলেন, "অতীব দুঃখের সঙ্গে আমার সম্মানিত যাত্রীগণকে জানাচ্ছি যে, আমাদের এরোপ্লেনটির ইঞ্জিন হঠাৎ এমন খারাপ হয়েছে যে রক্ষা পাবার বোধ হয় কোন chance নেই। আমার ভয় হয়, আগামী দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের সকলকে প্রাণ দিতে হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে যে-দৃশ্যের সমাবেশ হইল, তাহা বর্ণনাতীত, কল্পনাতীত দৃশ্য। সম্মুখে মৃত্যুকে দেখিয়া যাত্রীগণ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। যিনি জীবনে কখনও ক্রন্দন করেন নাই, তিনি প্রিয়তম আত্মীয়-স্বজনের নাম ধরিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিলাপ-ধ্বনি, আর্তনাদে প্লেনের কক্ষ পূর্ণ হইয়া গেল। হের জোমারের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তিনি কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, প্রথমে সক্ষম হইলেন না, পরে অতি কষ্টে কহিলেন, "আমরা কত উচ্চে আছি, ক্যাপ্টেন?"

"প্রায় দশ হাজার ফিট, স্যার। এমন দুর্বিপাক-যে প্লেনে একটাও প্যারাচুট নেই। আমাদের রক্ষা পাবার কোন উপায়ই দেখছি-নে, স্যার।"

এমন সময় প্লেনটি একবার ডিগবাজি খাইল। যাত্রীগণ এ-উহার গাত্রে আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেলেন, পুনরায় প্লেনটি সোজা হইলে মৃত্যু-পথের যাত্রীগুলি সোজা হইয়া বসিলেন।

একজন যাত্রী কহিলেন, "প্লেন নামিয়ে ফেলুন, এখনি নামিয়ে ফেলুন।"

"সে চেষ্টা কি আর না হ'য়েছে, স্যার, কিছুতেই না পারা যাচ্ছে নামাতে, না পারা যাচ্ছে এগিয়ে নিয়ে যেতে। পাইলট বলছে, আর ৭ মিনিটের মধ্যে ইঞ্জিন ফেটে যাবে, তারপর······ওঃ ভগবান!" এইরূপ আর্তনাদ করিয়া ক্যাপ্টেন দুই হাতে মুখ চাপিয়া বসিলেন।

মোহন শুষ্ক মুখে কহিল, "ভাগ্যিস আমার প্যারাচুটটা সঙ্গে ছিল, ক্যাপ্টেন!"

সকল যাত্রী মোহনের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, একজন ইংরাজ প্যারাচুট ভূষিত হইয়া দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন। মোহন সকলের দিকে একবার চাহিয়া ম্লানকণ্ঠে ডাকিল, "ক্যাপ্টেন?"

"আদেশ করুন স্যার।" ক্যাপ্টেন মুখ না তুলিয়া ধরা গলায় কহিলেন।

"আমি এই মুহূর্তে লাফিয়ে পড়বো। আমি দুঃখিত, আমার কাছে এই একটি প্যারাচুট ছাড়া আর দ্বিতীয় নেই। এখন বলুন, আপনার কোন শেষ ইচ্ছা আপনার অফিসে জানাতে হবে?"

ক্যাপ্টেন মুখ তুলিয়া কহিলেন, "ধন্যবাদ, স্যার। তবে দয়া ক'রে আমার

[illegible] বলবেন, আমি সর্বচেষ্টা ক'রেও প্লেন বা যাত্রীদের মহামূল্য জীবন রক্ষা [illegible] পারি নি। আর এই আংটিটা আমার স্ত্রীকে দেবেন, স্যার। দয়া করে [illegible], এটি যেন আমার শেষ লভের প্রতীক বলে চিরদিন অঙ্গে ধারণ করে।"

[illegible] হাত বাড়াইয়া আংটিটী লইল। এমন সময়ে প্লেনের বাঁশী উচ্চরবে [illegible] উঠিল। ওয়েব-রূপী মোহন ভয়ার্ত কণ্ঠে কহিল, "ও-কি, ক্যাপ্টেন ?"

[illegible] পাঁচ মিনিট, স্যার। তারপর সব শেষ হয়ে যাবে।" ক্যাপ্টেন একটা [illegible] শব্দ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

[illegible] সঙ্গে যাত্রীগণ কেহ-বা রুমাল, কেহ-বা মনিব্যাগ, কেহ-বা আংটি, কেহ-বা [illegible] পত্র লিখিয়া মোহনের হাতে দিতে লাগিলেন।

[illegible] সকলের ঠিকানা তাহার নোট-বুকে লিখিয়া লইতে লাগিল। সে হের [illegible] দিকে চাহিতে দেখিল, তিনি একখানি পত্র লিখিতেছেন। দীর্ঘ পত্র। [illegible] অস্থির কণ্ঠে কহিল, "বিদায় ভদ্রমহোদয়গণ, বিদায়! আমি আর অপেক্ষা [illegible] পারিনে। আপনাদের শেষ ইচ্ছা আমি যথাস্থানে পৌঁছে দেব। আপনারা [illegible] শেষ পরিণতির জন্য প্রস্তুত হোন। বিদায় বন্ধুগণ......"

[illegible] শক্তিতে চীৎকার করিয়া হের জোমার মোহনকে বাধা দিয়া আকুল কণ্ঠে [illegible], "এক মুহূর্ত মিঃ ওয়েব, এক মুহূর্ত। আমার শেষ ইচ্ছা যদি না-নিয়ে [illegible] তবে মৃত্যুতেও আমার শান্তি আসবে না। দয়া ক'রে এক মুহূর্ত অপেক্ষা [illegible]। এরোপ্লেনে আপনার সঙ্গে আমারই একা বন্ধুত্ব হ'য়েছিল, আমার দাবি [illegible] করুন।"

মোহন অস্থির কণ্ঠে কহিল, "শীঘ্র করুন, হের জোমার। দীর্ঘ প্রেমপত্র লেখ-[illegible] সময় এটা নয়।"

হের জোমারের মুখে বিষাদ-চিহ্ন প্রতিফলিত হইল; তিনি কহিলেন, "কি-যে [illegible], বন্ধু! প্রেম-পত্র লিখবো আমি! কিন্তু দয়া করে মন দিয়ে শুনুন। এই [illegible], আর টুপি আপনি যদি জার্মানীতে গিয়ে আমার প্রিয়তম ঘনিষ্ঠ বন্ধু হের [illegible]—রাইসের পররাষ্ট্র সেক্রেটারীর হাতে দিতে পারেন, তবে আপনাকে এক মিলিয়ন [illegible] পুরস্কার দেবার জন্য পত্রে অনুরোধ করেছি। আপনি সকল ব্যয় ও মিলিয়ন [illegible] পাবেন, যদি দয়া করে আমার জাতির প্রতি শেষ কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য [illegible]।" বলিতে বলিতে হের জোমার মোহনের দু'টি হাত আকুল বেগে জড়াইয়া [illegible] এবং পুনশ্চ কহিলেন, "আমাকে কথা দিন, বন্ধু, কথা দিন বন্ধু, কথা [illegible], আপনি আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবেন।"

এমন সময় দ্বিতীয় অফিসার আসিয়া কহিলেন, "আর দু'মিনিট, মাত্র দু'-[illegible]। তারপর—ওঃ ভগবান! এ তুমি কি করলে, প্রভু!"

মোহন দ্রুতবেগে হের জোমারের হাত হইতে পত্র ও টুপিটি লইয়া আপন মাথায় [illegible] এবং দ্রুত কণ্ঠে কহিল, "আমি আপনাকে ভদ্রলোকের কথা দিচ্ছি, হের [illegible], আমি সব কাজের আগে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করবো। বিদায়! বিদায় [illegible], বিদায়!"

পর মুহূর্তে দশ হাজার ফিট উপর হইতে দুঃসাহসী, অপরাজেয় মোহন দ্বিধাহীন মনে লাফ দিল ও কিছুদূরে প্রস্তর খণ্ডের মত সবেগে নামিবার পর তাহার প্যারাচুট খুলিয়া গেল এবং তাহার গতিবেগ রুদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে অজানা, অপরিচিতের উদ্দেশে নামিতে আরম্ভ করিল।

যে-মুহূর্তে মোহন অজানার উদ্দেশ্যে লাফ দিল, এরোপ্লেনটি দুইবার ডিগবাজি খাইয়া সহসা সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তখন যাত্রীদের অবস্থা অবর্ণনীয়। সকলেই জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব প্রিয়জনের নাম ধরিয়া, কেহ বা ঈশ্বরের নাম ধরিয়া বিলাপ করিতেছিল। সকলেই প্রাণে বাঁচিবার জন্য যে আকুলতা প্রকাশ করিতেছিল, তাহা দেখিলে মানবের নিকট মৃত্যু যে কি অবাঞ্ছনীয় পরিণতি পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায়।

এদিকে এরোপ্লেনটি সোজা হইয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে বিপদ-জ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি অকস্মাৎ নীরব হইয়া গেল। ক্যাপ্টেন হাল ছাড়িয়া দিয়া হতাশ ভাবে বসিয়া ছিলেন; তিনি প্রবল বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই হাত উপর দিকে তুলিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "জয় ভগবান! জয় পরমেশ্বর! আর ভয় নেই, আমরা এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছি।"

সত্যই দেখা গেল, মৃত্যুপথ-যাত্রীরা রক্ষা পাইয়াছে। প্লেনটি পুনশ্চ ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্যাপ্টেন পাইলটের নিকট হইতে এই শুভ সংবাদ বহন করিয়া আনিলেন যে, যদিও প্লেনটি এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে, তাহা হইলেও, তাহার পূর্ব গতি ও শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে। বাগদাদের এরোড্রোমে পৌঁছাইয়া, ইহার সংস্কার করিতে হইবে, তবে আবার যাত্রা করা চলিবে।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার যে আনন্দ, তাহা মানুষের মুখে হাসি-আকারে প্রকাশ পায় না, পায় অবিচ্ছিন্ন অশ্রু ধারায়। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। যাত্রীগণ মনে-প্রাণে ঈশ্বরের নিকট সাশ্রুনয়নে কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন। সকলেই অভিনব সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ হইলেও, মাত্র হের জোমার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মাথার চুল টানিতে টানিতে এমন উন্মত্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, যেন তিনি আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া, সাতিশয় নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন।

হের জোমারের এরূপ ভাব দেখিয়া, ক্যাপ্টেন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "ব্যাপার কি আপনার বলুন-তো? আমরা রক্ষা পাওয়ায় কি আপনি নিরাশ হ'য়ে পড়েছেন?"

হের জোমার তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "আমার কি সর্বনাশ করেছেন আপনি জানেন?"

ক্যাপটেন সবিস্ময়ে কহিলেন, "সর্বনাশ করেছি আমি?"

"হাঁ, আপনি, আপনি, আপনি! আর শুনবেন?" চীৎকার করিয়া হের জোমার জবাব দিলেন। পরে কিছু সময় একাগ্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমি যা হস্তান্তর করেছি, আপনার এই হতভাগা এরোপ্লেনের জন্য আমাকে যে

...মূল্য বস্তু সম্পূর্ণ এক অপরিচিত ব্যক্তির হাতে দিতে হ'য়েছে, তা আপনি কি ... বুঝবেন, ক্যাপটেন? যদি আমার জীবন নষ্ট হ'তো, তা' হ'লে আমি ...তে মরতে পারতাম যে, আমি আমার কর্তব্য সাধন করেছি।"

"আপনি-যে কর্তব্য সাধন করেন নি, এমন কথা বলবার কার সাধ্য আছে, হের ...? তা' ছাড়া আপনি-যে ভদ্রলোকের হাতে একখানা পত্র, আর আপনার ...বান বস্তু বলতে যদি ওই পুরানো টুপিটা বোঝায়, তা দিয়েছেন, আমি দৃঢ়-... বিশ্বাস করি, মিঃ ওয়েব সেগুলি যথাস্থানে যথা সময়ে পৌঁছে দেবেন। ...রাং বৃথা উদ্বেগে মন খারাপ ক'রে লাভ কী?"

"পুরানো টুপি?" হের জোমারের মুখে মৃদু রহস্যময় হাসি ফুটিয়া উঠিল। ... ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "মিঃ ওয়েব যে স্থানে লাফিয়ে ...লেন, সেস্থান কোথায় ক্যাপটেন?"

ক্যাপটেন কহিলেন, "ম্যাপ দেখে যতটুকু বুঝেছি, সেই স্থানটি বাগদাদের ...র নিকট। অবশ্য যতদূর আমার জানা আছে, এ অঞ্চলে লুটতরাজ বা ...নি কিম্বা ডাকাতির কোন ভয় নেই। সুতরাং মিঃ ওয়েব যে নিরাপদে ...স্থানে পৌঁছুতে পারবেন, তা'তে আমার সন্দেহ নেই।"

হের জোমার কহিলেন, "এই ওয়েব লোকটির সম্বন্ধে আপনি বিশেষ কিছু ...নেন?"

ক্যাপটেন হাস্য করিলেন; কহিলেন, "বিশেষ কিছু জানবার সুযোগ আমাদের ...থায়, হের জোমার? আপনার সম্বন্ধেই আমি কি জানি বলুন তো? কিছুই ...। কিন্তু আপনার একখানা পত্র ও পুরানো একটা টুপির জন্য এতটা উদ্বেগের ... কী, হের জোমার?"

হের জোমার গম্ভীর মুখে কহিলেন, "আমি আর আপনার সঙ্গে আলাপ করতে ...ক নই।"

"আমার সময় কম, হের জোমার।" এই বলিয়া ক্যাপটেন ছদ্মগাম্ভীর্য বজায় ...খিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এরোপ্লেন ধীর গতিতে ছুটিতেছিল। এই মন্থর গতির জন্য একমাত্র হের জোমার ...া অন্য কাহারও কোন অভিযোগ ছিল না। হের জোমার ব্যতীত সকলেই পুনর্জীবন লাভে যেরূপ পরমানন্দে বিভোর হইয়াছিল, জীবন ধারণ অবধি ...হাদের তেমন আনন্দের সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। মানুষ মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি ... হইলে, জীবনের মূল্য বুঝিতে পারে না। জীবন-ধারণে যে এত মধু, আনন্দ, ...সব সঞ্চিত আছে, তাহা এই যাত্রী কয়টির নিকট এমন প্রাঞ্জল ও বিশদ ভাবে ...পূর্বে ধরা দেয় নাই। ইহারই জন্য তাহাদের অভিযোগের কোন কিছুই ছিল ..., সকলেই পরমানন্দে নবজীবনের প্রথম প্রভাতে রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ ভুলিয়া পরস্পরের সহিত আলাপে মত্ত হইয়াছিল।

মাত্র একজন যাত্রী—হের জোমার—এই আনন্দ সম্মেলন হইতে নিজেকে দূরে ...খিয়া দিলেন, তিনি কিছুতেই জীবনের এই আনন্দ-উৎসবে যোগ দিতে পারিতে-

banglapdf.net

ছিলেন না, তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল, ইহার অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রে[illegible] কাম্য ছিল!

নির্দিষ্ট সময়ের বহু পরে 'ভারতবর্ষ' এরোপ্লেনটি আলেকজান্দ্রিয়ার এরো[illegible] প্রবেশ করিল এবং প্লেনটি বহু কষ্টে অবতরণ করিলে, প্লেনের ক্যাপটেন ঘো[illegible] করিলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার পূর্বে এই প্লেন আর আকাশে উড়িতে সক্ষম হ[illegible] না। অতএব এই ২৪ ঘণ্টা আরোহীদিগকে আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান ক[illegible] হইবে।

(১৫)

মোহন শূন্য ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে নামিতেছিল। প্রত্যুষের আলোক [illegible] পড়িয়া তাহার মুখ সাফল্য-গর্বে উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। মোহন নি[illegible] প্যারাচুটিস্ট। পৃথিবীর উপর ধূম ও কুয়াশা জমিয়া তাহাকে অদৃশ্য রাখিয়া[illegible]

কোথায়, কোন অপরিচিত দেশে, কোন অপরিচিত স্থানে সে নামিতেছে [illegible] না। তবুও তাহার মনে এতটুকু ভয়, উদ্বেগ বা অশান্তির স্থান ছিল না। মো[illegible] হের জোমার প্রদত্ত টুপিটি বারবার মাথা হইতে তুলিয়া লইয়া এক দৃষ্টে চা[illegible] দেখিতেছিল এবং পুনরায় মাথায় স্থাপন করিতেছিল। তাহার মনে এতটুকু স[illegible] ছিল না, যে মহামূল্য বস্তুর পিছনে সে উন্মাদের মত ছুটিয়া চলিয়াছে, তা[illegible] তাহার আয়ত্তের ভিতর আসিয়াছে।

মোহনের মনে চিন্তাস্রোতের ধারা সহসা ভিন্ন পথে বহিতে লাগিল। সে ভা[illegible] যদি হের জোমার তাহার সহিত প্রতারণা করিয়া থাকে? যদি তাহাকে চিনি[illegible] পারিয়া থাকে এবং সমস্ত ব্যাপারটাই একটা চক্রান্ত ও অভিনয় ভাবিয়া, তাহা[illegible] প্রতারিত করিয়া বিদায় করিয়া থাকে? তাহা হইলে কি হইবে? আর কি তাহা[illegible] নাগাল পাওয়া যাইবে, না ব্লেড-প্যাক্ট উদ্ধার করিবার এতটুকু সম্ভাবনাও অবশি[illegible] থাকিবে?

মোহন পুনশ্চ মাথা হইতে টুপিটি খুলিবার উপক্রম করিলে, সহসা দেখিল, সে প্রায় পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং প্যারাচুট অপেক্ষাকৃত বেগে নামিতেছে! মোহনের টুপি পরীক্ষা করিবার আর সময় হইল না। সে শিক্ষিত সৈন্যের মত প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। কারণ সে জানে প্রায় ৮/১০ হাত উপর হইতে লাফাইলে, মানুষ যেটুকু আঘাত প্রাপ্ত হয়, প্যারাচুট হইতে অবতরণ কালে প্রত্যেক মানুষকে ততটুকু আঘাত সহ্য করিতে হয়।

তাহাই হইল। প্রায় আট হাত উচ্চ হইতে প্যারাচুট শিথিল হইয়া পড়িল এবং মোহন প্রস্তুত হইয়া সশব্দে পৃথিবীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পতনের আঘাত সামলাইতে কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইবার পর, মোহন ধীরে ধীরে মাটির উপর উঠিয়া বসিল। প্রভাতালোকের ভিতর দিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় বেষ্টিত এক সমতল ভূমির উপর সে অবতরণ করিয়াছে। তাহার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভগবানকে

ধরিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল যে, 'দয়াময়! শুধু তোমার করুণা-বলেই আমি কোন পাহাড়ের ঢালু শৃঙ্গের উপর পতিত হইয়া, মৃত্যুবরণ করি নাই।'

মোহন তাহার একমাত্র লাগেজ স্যুটকেশটি পর্যন্ত সঙ্গে লইয়াছিল। ভূমির উপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্বে সে স্যুটকেশটিকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এখন তাহা উঠাইয়া লইয়া চাবি লাগাইয়া মুক্ত করিল এবং ভিতর হইতে একটি ছুরি বাহির করিয়া হের জোমারের টুপিটি হাতে লইয়া অতি সন্তর্পণে তাহার সেলাই কাটিতে আরম্ভ করিল।

অল্প পরিশ্রমের পর মোহনের সকল কষ্ট, অধ্যাবসায় সফল হইল। মোহন যাহার জন্য ভারতবর্ষ হইতে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া, এমন বিপদ-সংকুল পথে পা বাড়াইয়াছিল, তাহাই প্রাপ্ত হইল। মোহন ট্রেড-প্যাক্টখানি পরীক্ষা করিয়া আপন অজ্ঞাতসারে বলিয়া উঠিল 'জয় ভগবান! তোমার দয়ার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, প্রভু! তুমি তোমার অধম ও অক্ষম সন্তানের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করো!'

মোহন ট্রেড-প্যাক্টখানি পরীক্ষার পর অতি যত্নে আপন জামার গুপ্ত-পকেটের মধ্যে রাখিল এবং পরে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া আপনার স্বাভাবিক বেশে সজ্জিত হইল ও অপরিচিত দেশের লোকালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করিল।

মোহন চলিতে চলিতে নানা চিন্তায় বিভোর হইয়া উঠিলেও তাহার একমাত্র সমস্যা মনে উদয় হইতে লাগিল যে, ইহার পর সে কি করিবে? ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবে, না অন্য কিছু করিবে?

হের জোমার কর্তৃক জার্মানীর ফরেন সেক্রেটারীকে লিখিত পত্রখানি সে পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিল যে টুপিটি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলে এক লক্ষ মার্ক ও যাতায়াতের সমুদয় খরচ তাহাকে দেওয়া হইবে।

এক লক্ষ মার্ক! মোহনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে মাথা হইতে হের জোমারের টুপিটি হাতে লইয়া কৌতুক ছলে, কহিল, "তোমার এই জীর্ণ দেহের মূল্য লক্ষ মার্ক? তোমার টুপি-জীবন ধন্য হ'য়েছে, বন্ধু! এক রাজনীতির খেলায় দাবার ঘুঁটি হ'য়ে তোমার অসাধারণ গুরুত্ব বেড়েছে, বন্ধু!"

একজন বিদেশীকে আপন মনে হাসিতে ও কথা বলিতে বলিতে যাইতে দেখিয়া, দুইজন পথচারী সবিস্ময়ে একজন অপরকে কহিল, "লোকটা পাগল না-কি?" তাহাদের কণ্ঠস্বর মোহনের কর্ণে প্রবেশ করিলে, সে চমকিত হইয়া তাহাদের দিকে দেখিল, এবং সানন্দে তাহাদের অভিবাদন করিয়া উল্লসিত কণ্ঠে কহিল, "সুপ্রভাত বন্ধুগণ! আমি কোথায় এখন বলতে পারো?"

মোহনের অহেতুক উল্লাস ও প্রশ্ন শুনিয়া পথচারি দুইজনের পূর্ব সন্দেহ দৃঢ় হইল এবং তাহারা কোন কথা না বলিয়া যত দ্রুত সম্ভব সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

মোহন বিস্মিত হইল এবং দুই ব্যক্তি যেদিকে গমন করিল, সেই দিকে দ্রুত পা চালাইয়া দিল।

অবশেষে পথের ধারে একজন প্রহরী পুলিসকে দেখিতে পাইয়া, মোহন ইংরাজীতে প্রশ্ন করিল, "এটা কোন্ জায়গা?"

প্রহরী তাহার প্রশ্ন বুঝিতে না পারিয়াও বুঝিল যে লোকটি বিদেশী এবং খুব সম্ভবতঃ পথ হারাইয়াছে। সুতরাং সে মোহনকে তাহার সঙ্গে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

মোহন দ্বিধাগ্রস্ত হইলেও, প্রহরীর পশ্চাতে চলিতে চলিতে চিন্তা করিতে লাগিল যে, লোকটা তাহাকে নিশ্চয়ই নিকটবর্তী ফাঁড়িতে লইয়া যাইতেছে। সুতরাং তাহার অমত না করিয়া যাওয়াই এক্ষেত্রে সমীচীন।

মোহনের অনুমান সত্য হইল। প্রহরী তাহাকে একটা ফাঁড়িতে উপস্থিত করিয়া, একজন পুলিস অফিসারের নিকট লইয়া গিয়া, তাহার দেশীয় ভাষাতে আপন বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অফিসার মোহনের দিকে চাহিয়া সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে ইংরাজীতে কহিলেন, "বসুন। আপনি কি পথ হারিয়েছেন?"

মোহন উপবেশন করিয়া কহিল, "পথ হারিয়েছি কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। কারণ কোথায় এসেছি, তা'ই আমার ধারণা নেই।"

অফিসার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "আকাশ থেকে বললে, রূঢ় কথা হবে। কিন্তু সত্যই আমি আকাশ থেকে আপনাদের এই পবিত্র ভূমিতে আশ্রয় নিয়েছি।" এই বলিয়া মোহন এরোপ্লেনের ইঞ্জিন বিগড়াইবার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

অফিসারের সকল সন্দেহের নিরসন হইল। তিনি মোহনের পাশপোর্ট পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনি রক্ষা পেয়েছেন। যাক্ এরোপ্লেনটির কি অবস্থা ঘটল, তা' বোধ হয় জানেন না?"

মোহন বিমর্ষ মুখে কহিল, "খুব সম্ভবতঃ রক্ষা পেয়েছে। নইলে তেমন কোন বড় দুর্ঘটনা ঘটলে আপনারা নিশ্চয়ই সংবাদ পেতেন।"

"নিশ্চয়ই।" এই বলিয়া অফিসার একজন জমাদারকে ডাকিয়া, দেশীয় ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মোহনকে কহিলেন, "হাঁ, রিপোর্ট এসেছে যে, 'ভারতবর্ষ' এরোপ্লেনের কল বিগড়ায়, পরে প্রায় দশ মিনিট ধরে আকাশের ওপর পরিক্রমা করে, শেষে ধীরে ধীরে আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে চলে যায়।"

"আলেকজান্দ্রিয়া এখান হ'তে কত দূর?" মোহন প্রশ্ন করিল।

"প্রায় দু'শো মাইল দূরে। আপনি ইরাক ও মিশরের সীমান্তে উপস্থিত হ'য়েছেন।" অফিসার মোহনকে জানাইলেন।

মোহন ব্যগ্রস্বরে কহিল, "এখান থেকে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছাতে সবচেয়ে সোজা কোন্ পথ পাওয়া যেতে পারে?"

অফিসার চিন্তিত স্বরে কহিলেন, "ক্রিশ্চিয়ার মেল সন্ধ্যায় আসে, আবার রাত্রি দশটায় ছেড়ে যায়। কিন্তু আগামী কল্য প্রভাতের পূর্বে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছাতে পারবেন না।"

মোহন শঙ্কিত কণ্ঠে কহিল, "তার মানে ২৪ ঘণ্টা পথে আটক থাকতে হবে। কিন্তু আর কি কোন পথ নেই?"

"আছে, স্যার। কিন্তু বড় খরচাবহুল। আপনি স্পেশাল ট্যাক্সিতে যেতে পারেন। কিন্তু অত্যন্ত অপব্যয় হবে।" অফিসার ধীর স্বরে কহিলেন।

"তা, হোক। খরচার জন্য এ সময়ে মায়া করলে চলবে না। আপনি দয়া ক'রে একটা স্পেশ্যাল ট্যাক্সি বন্দোবস্ত ক'রে দিন।" মোহন আগ্রহভরে কহিল।

তার পর এক ঘণ্টা অতীত হইবার পূর্বেই মোহন অফিসারকে ধন্যবাদ ও সিপাইকে বকশিশ দিয়া, স্পেশ্যাল ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল এবং মোটা বকশিশের প্রলোভন দেখাইয়া, ড্রাইভারকে দ্রুত যাইবার আদেশ দিল।

স্পেশ্যাল ট্যাক্সি ছুটিল।

অপরিচিত নূতন দেশের নূতন দৃশ্যের পর দৃশ্য মোহনের সম্মুখে আসিয়া বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। মোহনের তখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইবার মত মনের অবস্থা ছিল না। তাহার মনে তখন একমাত্র চিন্তা উদয় হইতেছিল, যদি তাহার পৌঁছাইবার পূর্বে এরোপ্লেন আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করিয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে?

মোহন ড্রাইভারকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "ঘণ্টায় কত মাইল run করছে, ড্রাইভার?"

"৪৫ মাইল, হুজুর।" ড্রাইভার জানাইল।

"৫৫ হয় না? মোটা বকশিশ দেবো।" এই বলিয়া ড্রাইভারকে উৎসাহিত করিল। ড্রাইভার মোটরের গতিবেগ বর্ধিত করিয়া দিল।

দুইধারে পাহাড়ের উপর হইতে ঢল নামিয়া আসিয়া মধ্যস্থলে সমতল প্রশস্ত রাস্তা পরিণত হইয়াছে। মোহন পরবর্তী প্রোগ্রাম মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল। কর্তব্য স্থির হইয়া যাওয়ায় তাহার মন সকল চিন্তা, সকল উদ্বেগ হইতে মুক্ত হইয়া গেল। মোহন শিস দিয়া গান গাহিতে লাগিল।

মোটর সীমান্ত হইতে বেলা আটটার সময় যাত্রা করিল। মোহন মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, অপরাহ্ণ ১টার পূর্বে সে আলেকজান্দ্রিয়াতে পৌঁছাইতে পারিবে না। কিন্তু বকশিশের প্রচণ্ড লোভে মিশরীয় চালক বেলা ১২টা বাজিয়া দশ মিনিট হইবার পূর্বেই আলেকজান্দ্রিয়াতে উপস্থিত হইল। শহরে প্রবেশ করিবার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবেন, হুজুর?"

"ভাল ইয়োরোপিয়ান হোটেলে চল।" মোহন আদেশ দিল।

ড্রাইভার অল্প সময় পরে আলেকজান্দ্রিয়ার এক অভিজাত হোটেলের করিডোরে গাড়ী দাঁড় করাইল।

মোটর থামিতে না থামিতেই হোটেলের দুইজন এ্যাটেন্ড্যান্ট ছুটিয়া আসিয়া মোহনকে অভিবাদন করিল। মোহন কহিল, "প্রথম শ্রেণীর রুম খালি আছে?"

"আছে হুজুর।" এ্যাটেন্ড্যান্ট পুনরায় অভিবাদন করিল।

এক উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তির আগমনে হোটেলের প্রত্যেক কর্মচারী সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার দেখাইয়া, মোহনকে আধুনিক প্রথায় সুসজ্জিত একটি বৃহৎ কক্ষের ভিতর লইয়া গেল এবং যথারীতি নাম-ধাম ও গন্তব্য স্থান রেজিস্ট্রী করিয়া লইল।

pathagar.net

স্পেশ্যাল ট্যাক্সি ড্রাইভার ভাড়া ও বক্‌শিশ পাইয়া হৃষ্ট-চিত্তে বিদায় গ্র
করিল।

মোহন স্নানের জল প্রস্তুত রাখিবার আদেশ দিয়া, তাহার কক্ষের টেলিফো
এরোড্রোমের কনেকসান চাহিল এবং কনেকসান পাইবার পর, ভারত হইতে আগ
'ভারতবর্ষ' এরোপ্লেনের ক্যাপ্টেনের সহিত কথা কহিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে
এরোড্রোমের কেরানী কহিল, "আপনার ফোন নম্বর দিন, তাঁকে পাওয়া গে
আপনাকে ডাকতে বলব।"

মোহন কহিল, "তিনি-তো এখানেই আছেন?"

কেরানী কহিল, "হ্যাঁ, আছেন। কাল প্রাতের পূর্বে প্লেনটি মেরামত শে
হবে না।"

"উত্তম!" এই বলিয়া মোহন হোটেলের ফোন নম্বর দিয়া পুনশ্চ বলি
"ক্যাপ্টেনকে রুম নং ২২-এর অধিকারীকে ডাকতে বলবেন।"

কেরানী কহিল, "আপনার নাম বলুন, স্যার?"

ইতোমধ্যে মোহন কনেকসান কাটিয়া দিয়াছিল। মোহন বাথরুমে প্রবেশ করি
গরম ও শীতল মিশ্রিত জলে উত্তমরূপে স্নান সারিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিল
কিন্তু এরোড্রোমের টেলিফোন কল তখনও পর্যন্ত না আসায়, পুনশ্চ কল করি
কি-না ভাবিতেছে এমন সময়ে বেয়ারা একটি ভিজিটিং কার্ড লইয়া প্রবেশ করিল
মোহনের হাতে দিল।

মোহন উল্লাসে চীৎকার করিয়া কহিল, "জলদী সাবকো ভেজ দেও।"

মিশরীয় চাপরাসী হিন্দুস্থানী ভাষা না বুঝিয়া ইংরাজীতে নিবেদন করি
"সাহেবকে কি আসতে দেব, হুজুর?"

"হাঁ হাঁ, এখনি আসতে দাও।" মোহন ইংরাজীতে বলিল।

(১৬)

অবিলম্বে 'ভারতবর্ষ' প্লেনের ক্যাপ্টেন হাসি মুখে প্রবেশ করিয়া মোহনে
সহিত করমর্দন করিতে করিতে কহিলেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনাকে আবা
দেখতে পেলাম। আপনার কার্য সফল হ'য়েছে-তো, মিঃ গুপ্ত?"

মোহন হাসি মুখে কহিল, "আপনার ঋণ পরিশোধ হবে না। যাই হো
আমিই যে আপনাকে টেলিফোনে ডেকেছিলাম এ-ধারণা আপনার হ'ল কি প্রকারে?"

ক্যাপ্টেন হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "অত্যন্ত সহজে মিঃ গুপ্ত। কার
আলেকজান্দ্রিয়ায় আমার এমন কোন বন্ধু নেই যে, আমাকে ডাকবে বা তাঁর না
বলতে কুণ্ঠিত হবে। সুতরাং আমি যখন কেরানীর মুখে এই অভিনব বা
শুনলাম, তখনই বুঝতে পারলুম, কে আমাকে ডেকেছেন কিন্তু সময় হিসাব ক'
একটু সন্দেহও জেগেছিল, সীমান্ত হ'তে অত শীঘ্র আসা সম্ভব হয় কি প্রকারে
কিন্তু মিঃ গুপ্তর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই, মনে পড়ায়—অনর্থক টেলিফো
সময় নষ্ট না ক'রে ছুটে এসেছি। ঠিক করি নি, মিঃ গুপ্ত?"

মোহন কৃতজ্ঞ চিত্তে কহিল, "নিশ্চয়ই ঠিক করেছেন। এখন হের জোমারের খবর কি ?"

ক্যাপ্টেনের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "এখনও পুরো উন্মাদ হয় নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা কয় কা'র সাধ্য! প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর রেডিওগ্রামের সংবাদ নিচ্ছেন, আর শপথ উচ্চারণ করছেন। অন্ততঃপক্ষে আমাকে পঞ্চাশবার প্রশ্ন করেছেন, "মিঃ ওয়েবের সম্বন্ধে আপনি কি বিশেষ কিছু জানেন ?"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "অর্থাৎ প্যাক্টখানা ফাঁকি দিয়ে কেউ নিলো কি না!" মোহন সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

ক্যাপ্টেন কহিলেন, "আমার ভয় হয়, জোমার যখন নিশ্চিতরূপে জানবে যে, সে প্রতারিত—না ঠিক প্রতারিত নয়, পরাজিত হ'য়েছে, তখন সে নিশ্চয়ই উন্মাদ হ'য়ে যাবে।"

"হওয়াই উচিত, ক্যাপ্টেন। এই সব হীন দস্যু, ষড়যন্ত্রকারীর সংখ্যা পৃথিবীতে যত কম হয়, ততই জগতের মঙ্গল হবে। কিন্তু আসল প্রয়োজনীয় কথাই হচ্ছে না। আমি যে জন্য আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম……" সহসা মোহন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্রুতপদে দ্বারের নিকট গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

ক্যাপ্টেন কহিলেন, "কি কথা, মিঃ গুপ্ত ?"

"আপনার প্লেন কখন যাত্রা করবে ?" মোহন প্রশ্ন করিল।

"আগামী কাল বেলা ৮টার সময়, ঘোষণা করেছি। আমাদের এই বিলম্বের জন্য আপনাকে গভর্ণমেণ্টের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে, মিঃ গুপ্ত!" এই বলিয়া ক্যাপ্টেন মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

মোহন কহিল, "তা' হোক। গভর্ণমেণ্ট যখন তাঁর অমূল্য প্যাক্ট ফেরত পাবেন, তখন যে কোন কৈফিয়ৎ তাঁরা হাসতে হাসতে গ্রহণ করবেন। ও কথা থাক! এখন বলুন, আপনার প্লেনের কোন কিছু সত্য সত্যই খারাপ হয় নি-তো ?"

"নিশ্চয়ই না, মিঃ গুপ্ত। আমাদের প্লেনটি এত নূতন যে, আগামী দশ বৎসর কালের মধ্যে একটি যন্ত্রও বদল করতে হবে না।" ক্যাপ্টেন আশ্বাস দিলেন।

মোহন কহিল, "যাত্রীরা সকলেই কি এরোড্রোম-হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন ?"

"একমাত্র অর্ধ-ক্ষিপ্ত হের জোমার ব্যতীত। তিনি টাউনের কোন জার্মান-বন্ধুর বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করেছেন।" ক্যাপ্টেন জানাইলেন।

অকস্মাৎ মোহন প্রবল বেগে ক্যাপ্টেনের সহিত করমর্দন করিতে করিতে কহিল, "যা মনে-প্রাণে প্রার্থনা করছিলাম, তাই হয়েছে ক্যাপ্টেন, আমার এই শেষ অনুরোধটি আপনাকে রাখতে হবে। আমাদের আজ রাত্রি আটটার সময় যাত্রা করতে হবে। নইলে যেটুকু সফলতা অর্জন করতে পেরেছি, সব নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

ক্যাপ্টেন বুঝিতে না পারিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন, "কিন্তু আগামী কালের পূর্বে-যে যাওয়া চলবে না ঘোষণা করেছি!"

"তা' করেছেন। কিন্তু কি জন্য করেছেন, ক্যাপ্টেন ? আপনার অচল এঞ্জিন সচল করবার জন্য-তো ?"

"নিশ্চয়ই ওই হেতুতে, মিঃ গুপ্ত। তা' ছাড়া আমরা রাত্রে সাধারণতঃ চলি না।" ক্যাপ্টেন জানাইলেন।

"ধরুন, আপনার প্রত্যাশিত সময়ের বহু পূর্বে প্লেনটি যাত্রার উপযোগী ও নির্দোষ হ'য়ে উঠল, তা সত্বেও কি আপনি যে সময়টা নষ্ট হয়েছে, সেই সময়টা 'মেক আপ' করে নেবার চেষ্টা করবেন না?"

ক্যাপ্টেন কহিলেন, "কিন্তু……"

"এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই, ক্যাপ্টেন। আপনি ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টকে যে অমূল্য সাহায্য করেছেন, তা' আমি বিশদভাবে তাঁদের রিপোর্ট করবো। তার পরেও এই অমূল্য সাহায্য যদি পাওয়া যায়, আমি এইটুকু আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে, ভবিষ্যৎ আপনার মহোজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দেবে, ক্যাপ্টেন।"

ক্যাপ্টেন কহিলেন, "উত্তম, তাই হোক, মিঃ গুপ্ত। কিন্তু সময় থাকতে সকলকে সংবাদ দিয়ে প্রস্তুত রাখতে হবে।"

মোহন ক্ষুব্ধ হাস্যে কহিল, "কিন্তু সময় আপনি পাচ্ছেন কোথায়? কখন যে আপনার এঞ্জিন আরোগ্য হবে, আপনি জানছেন কোন পথে? মাত্র দু'ঘণ্টার নোটিশ আপনি আরোহীদের দিতে পারেন।"

ক্যাপ্টেন কহিলেন, "কিন্তু হের জোমার-তো এরোড্রোম-হোটেলে নেই, মিঃ গুপ্ত! আর তাঁর আত্মীয়ের ঠিকানাও আমি জানি না। তাঁকে খুঁজে বার করা তো সহজ হবে না!"

"সহজ করতেও চাইনে আমি। আচ্ছা প্রথমে বলুন, দু'ঘণ্টার নোটিশ কি যথেষ্ট নয় আপনাদের আইনে?" মোহন প্রশ্ন করিল।

"যথেষ্টরও বেশী মিঃ গুপ্ত!" ক্যাপ্টেন কহিলেন, "কারণ যাত্রাপথে যদি প্লেন কোন দুর্বিপাক বশতঃ খারাপ হ'য়ে যায়, তবে যতক্ষণ না তা' যাবার উপযুক্তরূপে মেরামত করা হয়, ততক্ষণ যাত্রীরা অপেক্ষা করতে বাধ্য হবেন এবং তাঁরা প্লেনের নিকটে থাকতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু কোন আরোহী যদি স্বেচ্ছায় এই আইন অমান্য ক'রে অন্য কোন স্থানে যান, যথা সময়ে ফিরে না আসেন, তবে তিনি আপনার দায়িত্বে পিছনে পড়ে থাকবেন। সাধারণতঃ আমরা এই নিয়ম মেনে চলি।"

মোহন উল্লসিত কণ্ঠে কহিল, "এই নিয়ম এবারেও মানুন, ক্যাপ্টেন, এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। কারণ আমি বুঝতে পেরেছি, হের জোমার কোন জঘন্য উপায়ে আমাকে হত্যা করেও এই দলিল কেড়ে নেবার জন্য আয়োজন করেছেন। খুব সম্ভবতঃ আমাকে গ্রেফতার করবার জন্য তিনি লোক নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং আপনি যদি আমার প্রাণ-রক্ষা করতে চান, তবে আমার প্রস্তাবিত পথে চলা ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নেই।"

ক্যাপ্টেন কহিলেন, আপনি ভারতে ফিরবেন না?"

"না ক্যাপ্টেন। কারণ আমার ভয় হয়, আমার নিরাপদে ফেরবার পথ এই দুর্বৃত্ত বন্ধ করবে অর্থাৎ যে মুহূর্তে মিশরে আমার অনুসন্ধান ব্যর্থ হবে, সেই মুহূর্তেই সে সম্ভাবিত সমস্ত পন্থা আবিষ্কার করবে ও রোধ করবে।" এই বলিয়া

পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল।

ক্যাপ্টেন চিন্তিত মুখে কহিলেন, "যদিও আপনার যুক্তিতে ফাঁক আছে, মিঃ গুপ্ত, তবুও আপনি যদি এইরূপই বিবেচনা করেন, তবে আপনার নির্দেশিত পথই আমি গ্রহণ করছি।"

মোহন ঔৎসুক্যভরে কহিল, "আমার যুক্তিতে ফাঁক আছে, ক্যাপ্টেন?"

"হাঁ, মিঃ গুপ্ত। কারণ আমার ধারণা এই যে, হের জোমার যদিই আপনার খোঁজ করেন এবং না পান, তা' হ'লে আপনাকে সহসা সন্দেহ করতে পারবেন না। কারণ তিনি এ দিকটাও ভাববেন যে, আপনি হয়ত মিশরের পথে না এসে ইরাকের ভিতর দিয়ে তুর্কীস্থানে গেছেন এবং সেখান থেকে ভারতে ফিরে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে নীরব থাকা ভিন্ন দ্বিতীয় পথ থাকবে না।"

মোহন কহিল, খুব সম্ভব তাই হবে, ক্যাপ্টেন। আমিও ঐ পরিণতিতে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু আমি ভারতে প্রত্যাবর্তন করছি কি-না হের জোমারের খর-দৃষ্টি যে এদিকে থাকবে, তা'তে আপনি সন্দেহ করেন?"

"না, করি না।" এই বলিয়া ক্যাপ্টেন সচকিত হইয়া উঠিলেন এবং পুনশ্চ কহিলেন, "ঠিক, আপনার কথাই ঠিক, মিঃ গুপ্ত। হের জোমার আপনার ভারতবর্ষে ফেরবার সব পথ রুদ্ধ করবার চেষ্টা করবে। সেক্ষেত্রে আপনার এ সময়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করা আদৌ নিরাপদ নয়। কারণ আমি বিশেষরূপে জানি, জার্মানীর দুর্ধর্ষ গেস্টাপোর দল পৃথিবীতে এমন স্থান নেই, যেখানে পিপীলিকার মত ছেয়ে না আছে। এই মিশরেও গেস্টাপো-বাহিনী যে কাজ করছে, তা'তেও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

মোহন মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল এবং কহিল, "আমি ঠিক সাতটার সময় এরোড্রোমে হাজির হবো। আপনি ইতোমধ্যে সব কিছু গোপন রাখুন। মাত্র এক ঘণ্টার নোটিশেই অন্যান্য যাত্রীরা এরোড্রোম-হোটেল থেকে এসে যাবেন। গুড ডে, ক্যাপ্টেন।

"গুড ডে, মিঃ গুপ্ত!" এই বলিয়া ক্যাপ্টেন উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বাহির হইবার পূর্বে কহিলেন, "আপনি সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছেন তো?"

হাসিয়া মোহন কহিল, "আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। আমি পরিপূর্ণভাবেই সফল হয়েছি।"

মোহন বাতায়ন-পাশে ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে দেখিল, একখানি ট্যাক্সিতে করিয়া ক্যাপ্টেন হোটেল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর মোহন শুভ্র সুকোমল শয্যার উপর অঙ্গ ঢালিয়া চক্ষু মুদিত করিল। ধীরে ধীরে তাহার উদ্বেগমুক্ত মনে প্রিয়তমা নারী পত্নী শ্রীমতী রমার মুখখানি জাগরিত হইল। তাহা সকল কিছু ভুলিয়া সেই মুখখানিকে লইয়া তাহার সকল চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হইল এবং অবিলম্বে গাঢ় সুষুপ্তির মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

(১৭)

হের জোমার তাঁহার বন্ধু মিশরের কন্সাল জেনারেল হের কিটেলের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

বন্ধু কিটেলের নিকট হের জোমার তাঁহার কাহিনী বর্ণনা করিলে তিনি কহিলেন, "মিঃ ওয়েব যখন আপনার সন্দেহের অতীত ব্যক্তি, তখন তিনি একটা ব্যবহৃত টুপির জন্য লোভ করে বিশ্বাস-ঘাতক হবেন, এমন চিন্তা আপনার মনে ঠাঁই পায় কি ক'রে, জোমার ?"

হের জোমার কহিলেন, "তা' ঠিক। কিন্তু আমার নির্ধারণে যদি ভুল হয়ে থাকে, মিঃ ওয়েবই যদি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রেরিত কোন চর হয়, তা' হলে কি ভাবনার কথা নয়, কিটেল ?"

হের কিটেল হাস্য করিলেন, কহিলেন, "দেখছি আপনার বুদ্ধি-ভ্রম ঘটেছে। কারণ অতগুলি 'যদি' দাঁড় করানো কোন কিছুর ওপরই মত প্রকাশ করা যায় না জোমার। কিন্তু আপনার সন্দেহ ক্রমে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, মিঃ ওয়েব ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের ইনটেলিজেন্স অফিসার, তা' হলেও তিনি কি ক'রে পূর্বাহ্ণে জানতে পারবেন যে, আপনার প্লেন অকস্মাৎ পথের মাঝে বিকল হয়ে যাবে, ক্যাপ্টেন কর্তৃক সকলের নির্ধারিত মৃত্যু ঘোষিত হবে, আর সে বিপদ এড়ানোর জন্য গুপ্তচর একটা প্যারাচুট নিয়ে যাত্রা করবে। এতগুলি বিষয়ের একমাত্র সম্মেলন ও যোগাযোগ সম্ভব, তা, একমাত্র দৈব আর উন্মাদ কল্পনা করতে পারে। কিন্তু যদিই ধরে নেওয়া যায়, এ সবই পূর্ব-চক্রান্ত বলে হয়েছে, তবে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথগুলির উপর দৃষ্টি রাখলেই তো সব সন্দেহের নিরসন হয়।"

হের জোমার কহিলেন, "আপনি সেই বন্দোবস্ত করুন, কিটেল। আপনি এখানে চীফকে জরুরী আদেশ দিন, যেন মিঃ ওয়েবের মত চেহারার প্রত্যেক ব্যক্তিকে তারা সার্চ ক'রে প্যাক্টখানা উদ্ধার করেন।"

হের কিটেল গম্ভীর মুখে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন এবং বন্ধুকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অফিস-কক্ষে চলিয়া গেলেন।

হের জোমার সাঙ্কেতিক ভাষায় একখানি দীর্ঘ তার লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে হের কিটেল বন্ধুর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে, হের জোমার কহিলেন, "আমি এই তারখানা ফরেন মিনিস্টারকে পাঠাচ্ছি। আমি লিখলাম, পথে এরোপ্লেন ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা হওয়ায় ট্রেড-প্যাক্টখানা একটি ফেল্টহ্যাটের মধ্যে রক্ষিত অবস্থায় মিঃ ওয়েব নামে এক ইংরাজের হাতে পাঠিয়েছি। ঐ ব্যক্তি টুপি ও আমার পত্র নিয়ে উপস্থিত হলে, তাহাকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার যেন দেওয়া হয়। আমি শীঘ্র পৌঁছাচ্ছি।"

হের কিটেল কহিলেন, "উত্তম! দিন পাঠিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি টেলিগ্রাফটি একজন এ্যাসিস্‌টেণ্টকে আহ্বান করিয়া তাহার হাতে দিয়া যথাযথ উপদেশ দান করিলেন; পরে কহিলেন, "আমি ইরাকে টেলিগ্রাফ করে সেখানকার গেস্টাপো-হেডকে এবং মিশরের সর্ব প্রদেশের কর্তাকে বিশেষ অর্ডার পাঠিয়ে লক্ষ্য

...র আদেশ দিয়েছি। মিঃ ওয়েবের সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।"

...র জোমার সহসা আশার ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমার আশঙ্কা ... প্রতিপন্ন হবে। কারণ যদি আমাদের প্লেনটা মারাত্মক ভাবে খারাপ না হতো, ... কোন এয়ার মেলের পক্ষে ২৪ ঘণ্টা সময় নষ্ট করা কি সম্ভবপর হোত ?"

...শ্চয়ই। হের কিটেল সমর্থন জানাইলেন ; কহিলেন, "সুতরাং এই সময়টুকু ... যাপন করাই আপনার পক্ষে প্রশস্ত বিধি।"

...র জোমার কহিলেন, "উত্তম, তাই হবে। আমি বিশেষ চেষ্টা করবো, বন্ধু। ...ঐ ট্রেড-প্যাক্টখানা এরূপ মূল্যবান এবং ওর ওপর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমি কিছুতেই শান্ত হতে পারছিনে। আচ্ছা আর এক কথা। আপনি ...শুধু ভারতবর্ষের পথে ওয়েবকে লুণ্ঠন করতে ও আটক করতে বলেছেন ? ... যদি ইউরোপের পথে তারা মিঃ ওয়েবকে দেখতে পায়, তবে কি করবে, ...শ দিয়েছেন ?"

"সসম্মানে পথ ছেড়ে দূরে দাঁড়াবার আদেশ দিয়েছি। কারণ যে-ব্যক্তি আপনার ...চ্ছা এমন বিশ্বস্তভাবে পালন করছেন, তাঁকে প্রতিরোধ করা বা প্রতিশ্রুত ...র পাবার পথে বাধা আরোপ করা কোন মতেই আমাদের জাতির পক্ষে ...জনক হবে না। আপনার অভিমতও ত তাই, জোমার ?" হের কিটেল প্রশ্ন ...রিলেন।

হের জোমার কহিলেন, "হুঁ। কিন্তু আপনি যদি জানতেন যে, ঐ প্যাক্টখানা ... কি বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে হস্তগত করেছি, তা' হ'লে আমার অর্জিত কোন ...র কোন ব্যক্তিকে এতটুকু দিতেও সম্মত হতেন না।"

হের কিটেল সবিস্ময়ে কহিলেন, "অর্থাৎ যে-ব্যক্তি আপনার শেষ সময়ের ইচ্ছা ...রে অক্ষরে পালন করছে, তাকে বঞ্চিত করতেন ?"

হের জোমার কোন উত্তর দিলেন না, নিরুত্তরে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হের কিটেলের বিস্ময় বর্ধিত হইল। তিনি কহিলেন, "কৈ, জবাব দিলেন ...? আমি কি জানতে পারি, আপনি ঐ প্যাক্টখানা কিরূপে হস্তগত করেছেন, ...মার ?"

হের জোমার মৃদু হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু কোন জবাব দিলেন না।

"ও আমি বুঝেছি, নিশ্চয়ই আপনি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের কোন সংশ্লিষ্ট কর্ম-...কে মোটা ঘুষ দিয়ে বার ক'রে এনেছেন, না, হের জোমার ?"

হের জোমার সহসা অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, হাসি থামিলে কহিলেন, ...র মত বন্ধুর কাছেও কি আমি এমন রোমাঞ্চকর এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ... রাখতে পারি ? আমি কি জানিনে, হের কিটেলের অতীত রেকর্ড এমন রোমাঞ্চকর কাহিনীতে পূর্ণ !" এই বলিয়া হের জোমার তাঁহার অভিনব ... কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন।

হের কিটেল চমৎকৃত স্বরে কহিলেন, "এইবার গেস্টাপো-চীপ না হোক, আপনার ...টির পদ কেউ মারতে পারবে না, হের জোমার। সত্য বল্‌তে কি, আমি এত-

খানি আপনার কাছে প্রত্যাশা করি নি। কিন্তু আপনার মনক্ষুণ্ণ হবার কো হেতুই নেই। কারণ এখন প্যাকেটখানা মিঃ ওয়েবই ফরেন মিনিস্টারের হাতে পৌঁ দিক, আর জোমার স্বয়ংই দিক একই কথা—কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হবে না।"

হের জোমার কহিলেন, "আপনি কি সত্যই ভাবেন, এর মধ্যে ওয়েবের কো চাতুরীই থাকতে পারে না?"

হের কিটেল দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "কিছুতেই না। আপনার নিজের মনে পা আছে, তাই মিঃ ওয়েবের মত উদার ব্যক্তিকেও সন্দেহ করতে পেরেছেন। যাক্‌, এখন চলুন, লাঞ্চের সময় হয়েছে, যাওয়া যাক।"

লাঞ্চের পর হের জোমার কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণ তিনটার স গেস্টাপো-কোয়ার্টারে গমন করিলেন। জার্মানীর গেস্টাপো অফিস আলেকজান্দ্রি শহরের বাহিরে এক নগণ্য দরিদ্র-পল্লীর ভিতর অবস্থিত। এক প্রথম শ্রেণী গভর্নমেন্টের গেস্টাপো-বিভাগের মত অতি প্রয়োজনীয় এবং দুর্দান্ত বিভাগ এমন এক স্থানে থাকিতে পারে, তাহা না দেখিলে কিছুতেই ধারণা করিতে পা যায় না।

হের জোমার পূর্বাহ্ণে গেস্টাপোর ঠিকানা জানিয়া লইয়াছিলেন। তদ্ব্যতী হের কিটেলের সোফার উত্তমরূপে স্থানটি জ্ঞাত থাকায়, হের জোমারকে আর কিছু মাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই।

বহু রকম পরীক্ষার পর হের জোমার যখন অবশেষে গেস্টাপোচীফের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন চীফ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "এখনও পূর্ণ রিপোর্ট এসে পৌঁছায় নি। আগামী কাল প্রভাতের মধ্যেই, আশা করি, আপনি সব কিছু জানতে পারবেন।"

হের জোমার কহিলেন, "অবশ্য যদি প্রাতে ৮টার মধ্যে পাই তবেই, নইলে আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না।"

গেস্টাপো-চীফ কহিলেন, "আপনার প্লেন আগামী কাল ঠিক ৮টার সময় যাত্রা করবে। কিন্তু আপনার যাত্রার পূর্বেই আপনাকে সঠিক সংবাদ দিতে পারবো আশা করছি।"

হের জোমার ধন্যবাদ দিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই চীফ কহিলেন, "বসুন। আপনাকে দেবার মত একটু সংবাদ আছে।"

হের জোমার পুনশ্চ বসিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কি সংবাদ!"

"আপনার লগেজ, ব্যাগ-ব্যাগেজ, যা এস এস কন্টিভার্ডোয় দিল্লী থেকে করে এসেছিলেন, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট সে সব আটক করেছেন। তাঁরা আপ নামে রিপোর্ট করবার উপাদান সংগ্রহে ব্যস্ত আছেন। তাঁরা আশা করেন, আগা দু'সপ্তাহের মধ্যেই সঠিক প্রমাণ তাঁরা হস্তগত করবেন।"

হের জোমার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "আমার ব্যাগ-ব্যাগেজ আট করবার ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের অধিকার আছে? আর আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট— তা'র অর্থও-তো বুঝলাম না, চীফ।"

pathagar.net

চীফ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "বললাম না-যে, তাঁরা প্রমাণ সংগ্রহে ব্যস্ত আছেন ? তা'ছাড়া যে-কোন গভর্নমেণ্ট সন্দেহ বশে যে-কোন গভর্নমেণ্টের যে কোন ব্যক্তির জিনিস-পত্র সার্চ করতে পারেন, এমন কি আটক করতেও পারেন। তবে আসল বস্তুই তো আপনার হাতছাড়া হয়ে গেছে।"

হের জোমারের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। তিনি চীফকে জেরা করিয়া তিনি কি জানেন, জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলে, চীফ পুনশ্চ কহিলেন, "না, কোন প্রশ্ন নয়, হের জোমার। অবশ্য এখন পর্যন্ত আমি অন্ধকারে আছি। মিঃ ওয়েব যদি সত্যিই ওয়েব বলে প্রমাণিত হন, তা' হ'লে চিন্তার কারণ কোথাও কিছু নেই। কিন্তু..."

হের জোমার বাধা দিয়া কহিলেন, "ওয়েবকে সন্দেহ করবার কোন কারণ, অর্থাৎ কোন প্রমাণ আপনি পেয়েছেন ?"

"না, কিছু মাত্র নয়। আমি ইণ্ডিয়ায় জরুরী তার প্রেরণ করেছি, ইঞ্জিনীয়ার ওয়েবের বর্তমান বাসস্থানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা ক'রে এবং তা' আগামী কাল অথবা পরশুর পূর্বে পাবার সম্ভাবনা দেখছি নে। সে যাই হোক, আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, মিঃ ওয়েব কিছুতেই আমাদের ফাঁকি দিয়ে ইণ্ডিয়ায় চ'লে যেতে পারবেন না।"

হের জোমার অতি-মাত্রায় বিষণ্ন হইয়া কহিলেন, "আমার কিন্তু মিঃ ওয়েবের উপর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ঘটে নি।"

"তা জানি, হের জোমার। আমারও না ঘটলে আমি আপনার মত সুখী হবো।" গেস্টাপো-চীফ গম্ভীর মুখে কহিলেন।

হের জোমার চিন্তান্বিত স্বরে কহিলেন, "আপনি কি সত্যই......"

ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া চীফ কহিলেন, "না না, আমি এখন কোন সন্দেহই করি না। আচ্ছা আপনি এখন আসতে পারেন, যে-মুহূর্তে আমি সঠিক বিবরণ পাব, আপনাকে জানাতে বিলম্ব করবো না।"

হের জোমার বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং মোটরে আরোহণ করিয়া কহিলেন, "এরোড্রোমে যাও।"

মোটর ছুটিতে আরম্ভ করিল এবং প্রায় আধঘণ্টা পরে আলেকজান্দ্রিয়া এরোড্রোমে উপস্থিত হইলে হের জোমার দ্রুতপদে মোটর হইতে অবতরণ করিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, 'ভারতবর্ষ' প্লেনটির মেরামত-কার্য পুরাদমে চলিতেছে। তিনি ক্ষণকাল সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া এরোড্রোম অফিসে প্রবেশ করিলেন এবং ক্যাপ্টেনের সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

কিছু সময় পরে ভারতবর্ষের ক্যাপ্টেন সেখানে আসিয়া হের জোমারের সহিত হাসি মুখে করমর্দন করিয়া কহিলেন, "তারপর, হের জোমার, আনন্দে আছেন তো।"

"আনন্দ !" হের জোমার গর্জন করিয়া উঠিলেন; পুনশ্চ কহিলেন, "এমন আনন্দে যেন আমার অতি বড়ো শত্রুও না থাকে, ক্যাপ্টেন। তারপর আপনার সংবাদ কি বলুন ?"

pathagar.net

"ওই একই রকম, হের জোমার। এখন পর্যন্ত এঞ্জিন চালু হয়নি।" ক্যাপ্টে বিষণ্ণ মুখে কহিলেন।

হের জোমার উৎসাহিত স্বরে কহিলেন, "নিশ্চয়ই কোন অংশ একেবারে খারাপ হ'য়ে গেছে?"

"আমি কিছু এখন বলতে পারিনে, স্যার। তবে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি, যাতে অযথা বিলম্ব না ক'রে আমরা যাত্রা করতে পারি। প্রতি ঘণ্টার লোকসানের অঙ্ক স্মরণ করলে, আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।" এই বলিয়া ক্যাপ্টেন হৃৎকম্প কিরূপ বস্তু তাহা অনুভব করিতে নীরব হইলেন।

হের জোমার কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া কহিলেন, "মিঃ ওয়েবের কো সংবাদ পান নি?"

"না, হের জোমার। আমি একান্ত ইচ্ছা করেছিলাম, ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে এখানে যোগ দেবেন। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই অন্য পথে ইউরোপ গমন করেছেন ভদ্রলোকের দায়িত্ব আমরা যে কিরূপ গুরুতর ক'রে ছেড়ে দিয়েছি, তা' ঈশ্বর জানেন।" ক্যাপ্টেন সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

হের জোমার ব্যগ্র কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি কি ভাবেন, তিনি সব পবিত্র দায়িত্ব রক্ষা করবেন?"

"না ভাববার কোন কারণ আমি দেখিনে, হের জোমার। তা'ছাড়া আপনা একটা পুরাতন টুপির জন্য শোক সত্যই অভিনব বলে আমার ধারণা হয়। কিন্তু যে সব ভদ্রলোক তাঁদের যথাসর্বস্ব তাঁর হাতে অর্পণ করেছেন, তাঁদের তো এতটুকুও চিন্তিত হ'তে দেখি না? মার্জনা করবেন আমাকে হের জোমার, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, হয় আপনি আমাদের সঙ্গে বিদ্রূপ করছেন, নয় এমন কোন কিছু আপনার টুপির মধ্যে লুক্কায়িত আছে, যা'র মূল্য আপনার নিকট অপরিসীম।"

"অপরিসীম, ক্যাপ্টেন।" হের জোমার গম্ভীর স্বরে কহিলেন।

ক্যাপ্টেনের মুখ আলোকিত হইল। তিনি নিরীহ স্বরে কহিলেন, "এমন কি বস্তু, স্যার? প্রকাশ্যে বলবার পথে কোন বাধা যদি আপনার না থাকে, তবে জানতে ইচ্ছা হয়।"

"হয় বুঝি? কিন্তু উপায় নেই, ক্যাপ্টেন। আমি ত অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। আগামী কাল আটটার পূর্বে উপস্থিত হবো। গুড্-বাই ক্যাপ্টেন!" হের জোমার দ্রুত কণ্ঠে কহিলেন।

"গুড্-বাই স্যার।" ক্যাপ্টেন তেমনই দ্রুত ফিরাইয়া দিলেন।

(১৮)

কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা। মিশরের সন্ধ্যাকাশ গভীর কৃষ্ণবর্ণে একেবারে লেপিয়া-মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। অগণিত তারকারা অপূর্ব শোভায় ঝিকমিক করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এমন সময় একখানি ট্যাক্সি আলেকজান্দ্রিয়া এরোড্রোমে প্রবেশ করিল এবং

[illegible]বর্ষ' হইতে আগত 'ভারতবর্ষ' এরোপ্লেনটির নিকট দাঁড়াইল।

মিঃ ওয়েব ট্যাক্সি হইতে অবতরণ করিল, এবং সেখানে সমবেত পুরাতন যাত্রী-[illegible] তাহাকে দেখিয়া মহানন্দে কলরব করিয়া, তাহার সহিত করমর্দন করিবার [illegible] একযোগে ধাবিত হইল।

মিঃ ওয়েব-রূপী মোহন সকলের সহিত হাসিমুখে করমর্দন করিল এবং [illegible]প্লেনের আর কোন বিপদ ঘটে নাই শুনিয়া, সবার উপর সকলকে জীবিত [illegible], তাহার মুখ কৃত্রিম আনন্দ-বাণীতে অত্যন্ত মুখর হইয়া উঠিল।

এমন সময় অকস্মাৎ প্লেনটির এঞ্জিন গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং ক্যাপটেন যাত্রীদের [illegible] করিবার জন্য জরুরী অনুরোধ জানাইলেন। সকলে দ্রুতবেগে আরোহণ [illegible]লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মিশরের মাটি ত্যাগ করিয়া, প্লেনটি গভীর আরাবে আকাশ-[illegible] প্রকম্পিত করিয়া আকাশে ধাবিত হইল।

যাত্রীগণ আপন আপন সীটে উপবেশন করিয়া, ওয়েব-রূপী মোহনের মুখে [illegible] অভিনব আত্মরক্ষার কাহিনী শ্রবণ করিলেন এবং সারাদিন পথে অতিবাহিত [illegible] কেমন করিয়া মাত্র আধ ঘণ্টা পূর্বে সে আলেকজান্দ্রিয়াতে পৌঁছিয়াছিল [illegible] লোক মুখে প্লেনটি এখনও এরোড্রোমে আছে শ্রবণ করিয়াছিল, তাহা কাল্পনিক [illegible] সুন্দর জমাইয়া তুলিল এবং পরিশেষে যাত্রীদের নিকট হইতে যে সব বস্তু [illegible]দের আত্মীয়স্বজনকে দিবার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা প্রত্যর্পণ [illegible] এবং অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করিল।

অবশেষে হের জোমারকে দেখিতে না পাইয়া ওয়েব-রূপী মোহন অত্যন্ত বিচলিত [illegible]ছে, এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া কহিল, "তিনি কোথায়? আমার বন্ধু জোমার কোথায়?"

ক্যাপটেনের ডাক পড়িল। তিনি আসিয়া জানাইলেন, "হের জোমার শহরে [illegible] আত্মীয়ের বাড়ীতে অবস্থান করছেন, তিনি কোন ঠিকানা আমাদের দিয়ে যান নি সুতরাং প্লেন যখন ঠিক হয়ে গেল, তারপর আমার পক্ষে আরও ১২ ঘণ্টা বিলম্ব [illegible] কোন সঙ্গত কারণ না থাকায়, তাঁকে ফেলে রেখেই আসতে হয়েছে। যদিও [illegible] দুঃখিত মহাশয়, তবুও আমি অন্য কিছুই করতে পারতাম না।"

মোহন কৃত্রিম গাম্ভীর্য-পূর্ণ মুখে কহিল, "অবশ্য পারতেন না। কিন্তু তিনি [illegible]মাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা' থেকে মুক্তি পাব কোন পথে?"

ক্যাপটেন মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "সেকেণ্ড হ্যাণ্ড টুপিটা তো?"

"হাঁ স্যার হাঁ। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড হোক আর ফাস্ট-হ্যাণ্ডই হোক, আমার নিকট [illegible] পবিত্র দায়িত্ব। অবশেষে কি আমাকে জার্মানীই যেতে হবে? তা' ছাড়া [illegible]ও তো কিছু দেখিনে।" মোহন যেন সাতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে [illegible]রূপ ভান করিল।

একজন যাত্রী কহিলেন, "আপনি ইংল্যাণ্ড থেকে ডাকেও পাঠিয়ে দিতে পারেন। [illegible]বেন না, মিঃ ওয়েব?"

"বোধ হয় পারি না, স্যার। কিন্তু সে যাই হোক, আমি একটু চিন্তা ক'রে

দেখি। কিন্তু চিন্তা করব আমার মাথা আর মুণ্ডু। আমাকে জার্মানী যেতেই হ
কিন্তু বড়ই হতাশ হ'লাম ক্যাপ্টেন। মোহন চাপা বিদ্রূপ স্বরে কহিল।

ক্যাপ্টেন হাসি গোপন করিয়া কহিলেন, "তাতো দেখছিই স্যার। কাল স
দশটার আগে আর কিছুতেই ইটালীতে পৌঁছাব না।"

"ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন।" বলিয়া মোহন হের জোমারের টুপিটা মাথায় দিয়া
মুদিত করিল।

এরোপ্লেনটি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত ও তৈলাক্ত হওয়ায় গতিবেগ অসম্ভব র
বাড়িয়া গিয়াছিল, মিশর পরিত্যাগ করিয়া উহা মেডিটারেনিয়ান সমুদ্রের আক
পাড়ি জমাইতে আরম্ভ করিল।

মোহন এক সময়ে চক্ষু চাহিয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়া নিম্নে সমুদ্রের ভা
রূপ দেখিয়া উত্তেজিত আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নিম্নে সমুদ্রের গর্জ
আকাশে প্লেনের অট্টরব উভয়ের মিলিত উৎকট শব্দে দিগন্ত পূর্ণ হইয়া উঠি
মোহনের মন অকস্মাৎ সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র, মাটি, পাহাড়-পর্বত,
নদী অতিক্রম করিয়া ভয়াবহ বেগে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া, রাইসানার একটি বা
ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিল। সেখানে সে কি দেখিল, কি শুনিল, সেই জানে, সে ত
হইয়া চক্ষু মুদিয়া রহিল।

এক সময়ে ক্যাপ্টেন আসিয়া মোহনের পার্শ্বে হের জোমারের শূন্য সীটে ব
নত স্বরে ডাকিলেন, "মিঃ গুপ্ত?"

"বলুন, ক্যাপ্টেন?" মোহন চক্ষু চাহিয়া কহিল।

"সত্যই কি আপনি জার্মানী যাবেন?" ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করিলেন।

"নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন। আমার পবিত্র দায়িত্ব-তো এড়াতে পারি নে।" মো
মৃদু হাসি মুখে কহিল।

"আপনার দায়িত্বও থাক, আর পবিত্রতাও থাক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, নেই
বিপদের মুখে পা বাড়ালেন? আপনি কি জানেন এই জাতটা কতদূর হিংস্র হ
পারে?" ক্যাপ্টেন মৃদু স্বরে প্রশ্ন করিলেন।

মোহনের মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল একদৃষ্টে বা
আকাশে দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "আমি চলেছি তাদের উপকার করতে, আমি চলে
এমন এক বস্তু তা'দের প্রত্যর্পণ করতে, যার জন্য তাদের বহু লক্ষ টাকা র
পাবে, সেক্ষেত্রে আমি বিশেষ ভাল ব্যবহারই প্রত্যাশা করছি, ক্যাপ্টেন।"

ক্যাপ্টেন ঈষৎ ক্ষুন্ন স্বরে কহিলেন, "যদি সত্যই আপনি তেমন কিছু করতে
তবে আমার সাবধান করবার কোন হেতুই থাকতো না। কিন্তু তা-তো নয়,
গুপ্ত! আপনার প্রতারণা যে মুহূর্তে ধরা পড়বে, তারা দেখবে টুপিতে কিছুই
তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হবে, তা' কি আপনি কল্পনা করতেও পারেন না?"

মোহন শান্ত স্বরে কহিল, "তারা টুপিটা দেখে ভাববে, তারা যা প্রত্যাশা ক
ছিল, সেই বস্তু আছে। সে ক্ষেত্রে আমার পক্ষে অন্য কিছু প্রত্যাশা করার সুযো
কিম্বা দুর্যোগ কোথায়, বলুন, ক্যাপটেন?"

ক্যাপটেন সবিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আপনার বক্তব্য প্রাঞ্জল মিঃ গুপ্ত।"

"গুপ্ত নয়, দয়া করে মিঃ ওয়েব বলুন। হাঁ, কি বলছেন, আমার উক্তি প্রাঞ্জল হয়-তো হবে। কিন্তু এক লক্ষ মার্ক আমার কাছে অত্যন্ত প্রাঞ্জল, ...ন।" এই বলিয়া ওয়েব-রূপী মোহন অকস্মাৎ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

অনতিদূরে একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অল্প নিদ্রাতুর হইয়াছিলেন। তিনি জড়িত স্বরে কহিলেন, "কি হ'ল, মিঃ ওয়েব? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে ...না কি?"

"স্বপ্নই বটে, মিঃ ভার্গব। আমি দুঃখিত যে আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত করলুম। আপনার ঘুমুন—আর বিরক্ত করবো না।" এই বলিয়া মোহন ক্যাপটেনের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য সহকারে পুনশ্চ কহিল, "গুড নাইট, বন্ধু! আজ এই পর্যন্ত, আবার যদি কখনও দেখা হয়, তখন সম্পূর্ণ গল্পটি জানাতে পারবো।"

"গুড নাইট, মিঃ ওয়েব!" এই বলিয়া ক্যাপটেন হাসি-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আপন কেবিনে প্রস্থান করিলেন।

অবিরাম অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্লেনটি ধাবিত হইতেছিল। শীতল বাতাস অঙ্গে লাগিয়া মোহনের শীত করিতে লাগিল, সে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র জানালাটি বন্ধ করিয়া দিল এবং অনতিবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

অতি প্রত্যূষে প্লেনটি রোমের এরোড্রোমে অবতরণ করিল। প্লেনটি অবতরণ করিবার বহু পূর্বেই যাত্রীগণের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। যাঁহারা ইটালীতে অবতরণ করিলেন, তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

ক্যাপটেন মোহনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন মোহন সবরকমে প্রস্তুত হইয়া অবতরণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ক্যাপটেন কহিলেন, "দেখছি আপনি মত পরিবর্তন করেন নি।"

"না, করি নি, ক্যাপটেন। কারণ করবার যদি উপায় থাকতো, তা হ'লে নিশ্চয়ই করতাম।" এই বলিয়া মোহন হাসিতে লাগিল।

ক্যাপটেন কহিলেন, "আজই বার্লিনে গমন করবেন?"

"হাঁ স্যার, আজই। কারণ আমাকে সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কিন্তু সে কথা থাক, আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে বলুন?"

ক্যাপটেন কহিলেন, "আমি রিটার্ন-মেলেই ভারতে ফিরে যাবো। দিল্লীর কাজ আমার এখনও শেষ হয় নি। আশা করি দিল্লীতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার সৌভাগ্য লাভ করবো।"

মোহন স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "বর্তমানে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন আপনি। তারপর আমি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের কাছে আপনার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দেব আশা করি তা'তেই আমার আন্তরিকতা আপনি বুঝতে পারবেন।"

ক্যাপটেন শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার সৌভাগ্য লাভে আমি ধন্য হয়েছি, মিঃ গুপ্ত। আপনি ভারতের একটি মহোজ্জ্বল রত্ন।

আপনি দীর্ঘজীবী হোন, সফল হোন, আমি আন্তরিক প্রার্থনা জানাচ্ছি। আশা করি, খুব সাবধানে জার্মানীতে চলা-ফেরা করবেন, মিঃ গুপ্ত।"

মোহন হাসি মুখে কহিল, "নিশ্চয়ই ক্যাপটেন। আমি প্রয়োজনের চেয়ে বেশী একটি মুহূর্তও জার্মানীতে অপেক্ষা করবো না। আসুন, ছোট হাজরি খেয়ে বিদায় গ্রহণ করি।"

ক্যাপটেনকে সঙ্গে লইয়া মোহন এরোড্রোম-সংলগ্ন হোটেলে প্রবেশ করিল এবং ছোট হাজরির অর্ডার দিল। দুইজন ইতালীয় বালিকা টেবিলে খাদ্য সরবরাহ করিল।

মোহন মৃদু হাসি মুখে ইতালীয় ভাষায় কহিল, "ধন্যবাদ।"

ক্যাপটেন বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনি কি এর পূর্বে ইউরোপে এসেছিলেন, মিঃ গুপ্ত?"

মোহন সহাস্যে কহিল, "হ্যাঁ, ক্যাপটেন। আমি জীবনের এক ভাগ সময় ইউরোপ ও আমেরিকায় অতিবাহিত করেছি। আমি কয়েকটি বিষয়ের জন্য ইউরোপের কাছে ঋণী। যদিও এশিয়া, ভারতবর্ষই আমাকে সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতার পরমানন্দ দান করেছে, তা' হলেও ইউরোপের কাছে আমার ঋণের অঙ্ক সামান্য নয়।"

ক্যাপটেন কহিলেন, "আপনার মত ঋণ স্বীকার করতেও আমি খুব কম ব্যক্তিকে দেখেছি, মিঃ গুপ্ত। শুধু এই গুণেই আপনি এত বড়ো হ'তে পেরেছেন।"

মোহন লজ্জিত স্বরে কহিল, "আপনারা স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন বলেই আমার দোষ দেখতে ভুল করেন।"

ছোট হাজরি শেষ হইলে উভয়ে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন এবং মোহনের সহিত আন্তরিক ও সাগ্রহ করমর্দনান্তে ক্যাপটেন তাহাকে বিদায় অভিনন্দন জানাইলেন।

মোহন একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া চালককে স্টেশনে যাইবার জন্য আদেশ দিল।

রেলওয়ে-স্টেশনে উপস্থিত হইয়া, মোহন জার্মানীর একখানি টিকিট কাটিয়া মেল-ট্রেনে আরোহণ করিল।

ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের প্রদত্ত জোরালো পরিচয়-পত্র এবং প্রথম শ্রেণীর পাশ-পোর্ট থাকায়, মোহন পথে উল্লেখযোগ্য কোন অসুবিধায় না পড়িয়া যথাসময়ে ইতালীর সীমান্ত ব্রেনার গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া জার্মানীতে প্রবেশ করিল এবং সেখানে পাশ-পোর্ট ইত্যাদির হাঙ্গামা মিটাইয়া বার্লিন-গামী মেলে আরোহণ করিল।

মোহন বার্লিনের যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যদিও আলেকজান্দ্রিয়ায় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছিল যে আগামী দুই দিনের পূর্বে ইউরোপ-গামী কোন এরোপ্লেন সেখানে পাওয়া যাইবে না, তবুও তাহার মনে এই আতঙ্ক স্থান পাইয়াছিল যে, যদি হের জোমার তাহাকে সন্দেহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে গ্রেফতার করিবার নির্দেশও টেলিগ্রাফে পাঠাইয়া থাকিতে পারেন। মোহন অস্ফুট কণ্ঠে কহিল,

"কিন্তু আমি কি অসাবধানতাবশত এমন কোন প্রমাণ পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, যাহার ফলে তাহা সম্ভব হইতে পারে ?"

মোহন গভীর ভাবে কিছু সময় চিন্তামগ্ন থাকিয়া আপনাকে আপনি কহিল, 'অসম্ভব। মিথ্যে উদ্বেগে আমি দগ্ধ হচ্ছি।' এই বলিয়া মোহন অকস্মাৎ সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

মুদ্রিত চক্ষু মোহনকে এরূপ ভাবে হাস্য করিতে দেখিয়া কামরার অন্যান্য যাত্রীরা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিল। একটি জার্মান ভদ্রলোক মোহনের সম্মুখের সীটে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "সুপ্রভাত, জেন্টেলম্যান। আপনি কি বিদেশী ?"

মোহন ঈষৎ চমকিত হইয়া চক্ষু চাহিতে দেখিল, তাহার সম্মুখে একটি ভদ্র আকারের মধ্য-বয়স্ক জার্মান সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিতেছে। মোহন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "সুপ্রভাত! হাঁ, আমি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।"

"এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।" এই বলিয়া ভদ্রলোক ক্ষণকাল বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আপনার স্টেটাস্ কী ?"

"ইণ্ডিয়ান।" মোহন সহাস্যে জবাব দিল।

"ও ইণ্ডিয়ান।" ভদ্রলোকের মন সন্দেহ মুক্ত হইল, তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন ?"

"ইণ্ডিয়া থেকে।" মোহন কহিল।

"কোথায় যাবেন ?" পুনশ্চ প্রশ্ন হইল।

"বার্লিন।" মোহন বিস্ময় বোধ করিয়াও জবাব দিল।

"বার্লিন! কিন্তু কেন ?" ভদ্রলোক বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করিলেন।

মোহন মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "তা আপনাকে জানাবার আমি কোন প্রয়োজন বোধ করছি না, স্যার।"

ভদ্রলোকের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল তীব্র দৃষ্টিতে মোহনের হাস্যময় মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমি কে, আপনি জানেন না দেখছি। যদি জানতেন তা' হ'লে আপনার এই দুঃসাহস দেখা দিত না।" এই বলিয়া ভদ্রলোক তাঁহার ভেস্টের অভ্যন্তর হইতে একটি চিহ্ন দেখাইলেন।

মোহন সবিস্ময়ে দেখিল, প্রতীকটি জার্মান গভর্নমেণ্টের ঈগল চিহ্ন খোদিত একটি তাম্র খণ্ড। তাহার উপর জার্মান ভাষায় 'গেস্টাপো' শব্দটি পরিষ্কার ভাবে খোদিত রহিয়াছে। মোহনের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সে জার্মান গুপ্তচর বিভাগের হস্তে পড়িয়াছে। তবুও সে না বুঝিবার ভান করিয়া কহিল, "কিছুই বুঝলাম না-তো ;"

ভদ্রলোক চাপা ক্রুদ্ধ অথচ মৃদু স্বরে কহিলেন, গেস্টাপো-অফিসার আমি। গেস্টাপোর নাম শুনেছেন ? যদি শুনে না থাকেন, তবে আপনাকে পরবর্তী স্টেশনে নেমে আমার সঙ্গে তা' জানতে যেতে হবে।"

pathagar.net

মোহন বুঝিল, পরিহাস বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এইখানেই ইহার পরিসমাপ্তি করা প্রয়োজন। সে কহিল, "এইবার বুঝেছি। কিন্তু আমি কে তা' আপনিও জানেন না দেখছি!" সে বলিয়া মোহন হের জোমার কর্তৃক ফরেন সেক্রেটারীকে লিখিত পত্রের খামের উপর ফরেন সেক্রেটারীর নাম ও ঠিকানা দেখাইল।

সঙ্গে সঙ্গে অফিসার ভদ্রলোকের অত্যদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি সাগ্রহ স্বরে কহিলেন, "আপনি মিঃ ওয়েব?"

মোহন বিস্মিত হইলেও কহিল, "হাঁ, আমিই মিঃ ওয়েব। আমি সেই সুদূর মিশর থেকে এক পবিত্র দায়িত্ব পালন করবার জন্য আপনার গভর্ণমেণ্টের কাছে ছুটে চলেছি; পথে সেই গভর্ণমেণ্টের কর্মচারীই ভয় দেখাচ্ছে আমাকে হাজতে পুরবে ব'লে। চমৎকার নয় কি, স্যার?"

ভদ্রলোক অতিমাত্র দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমাকে মার্জনা করবেন, মিঃ ওয়েব। আপনি যদি প্রথমেই আপনার পরিচয় দিতেন, তা' হ'লে আপনাকে অনর্থক কড়া কথা শুনতে হ'তো না। কিন্তু যাই হোক, আপনি যে প্রথমে আমার চোখেই পড়েছেন, এজন্য আপনাকে এবং ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

মোহন কহিল, "আপনার কথা শুনে মনে হয়, আপনারা আমার অনুসন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু সত্যই কি তাই?"

"আপনার অনুসন্ধান!" অফিসার মৃদু হাস্য করিলেন, "আপনার অনুসন্ধানের জন্য জার্মান গভর্ণমেণ্টের গেস্টাপো বিভাগ দিবারাত্র ব্যস্ত হ'য়ে রয়েছে। কিন্তু আপনি যে এত শীঘ্র সব কাজ পরিত্যাগ ক'রে পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে আসবেন, আমরা ধারণা করতে পারি নি।"

মোহন সহসা অত্যন্ত ব্যগ্র স্বরে কহিল, "যদি আমি আলেকজান্দ্রিয়ায় হের জোমারের সাক্ষাৎ পেতাম, তা' হ'লে আর এই অসুবিধা ভোগ করতে হ'ত না।"

ভদ্রলোক হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "একেই বলে, দৈব বা গ্রহের ফের যাই বলুন, মিঃ ওয়েব। হের জোমার তাঁর বন্ধুর বাড়ি'তে থাকার দরুণই তিনি ট্রিপ মিস করেছেন। নইলে আপনাকে আদৌ কষ্ট ভোগ করতে হ'ত না।"

ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে বার্লিন ওভারল্যাণ্ড মেল ধাবিত হইতেছিল। মোহন মেলের প্রচণ্ড গতি লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "আপনি কি জানেন, এই মেল ঘণ্টায় কত মাইল বেগে ছুটছে?"

গেস্টাপো ভদ্রলোক তাচ্ছিল্যস্বরে কহিলেন, "ষাট, পঁয়ষট্টি হ'বে আর কি। রাত্রি দশটার পর থেকে মেলের গতি ঘণ্টায় ৮০ মাইল হবে।"

"আশী মাইল ঘণ্টায়!" মোহনের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। মোহনের এই বিস্ময় গেস্টাপো ভদ্রলোকের চক্ষুতে এড়াইল না। তিনি কহিলেন, "আপনি বোধ হয় ভাবছেন, জার্মানী খুব উন্নতি করেছে, কিন্তু সত্য কথা বলতে কি আমরা এতটুকুও বিস্মিত হইনি। ঘণ্টায় আশী মাইল, কিম্বা খুব জোর একশো মাইল, এর বেশী আর কিছুতেই সম্ভব হবে না! তবেই একটি পূর্ণ ঘণ্টায় মাত্র একশো মাইল ভ্রমণ করলে এই পৃথিবীর পরিচয় এতটুকুও নিকট হবে বলে আমরা বিশ্বাস

না। আমরা অবশ্য অন্য ক্ষেত্রে গতিবেগ বহুগুণে বেশী বর্ধিত করতে সক্ষম ।"

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "এরোপ্লেনের গতিবেগ, হের……"

"নিউম্যান।" ভদ্রলোক আপনার নাম বলিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "হাঁ, মিঃ । কিন্তু বর্তমান আকাশের বুকে প্লেনের গতিবেগ কতদূর বেড়েছে, তা যদিও র পথে নিষেধ আছে, তা' হ'লেও এইটুকু বলতে পারি, আমরা আশাতীত ভাবে হ'য়েছি এবং আমাদের রিপোর্টের এখনও শেষ হয় নি।"

"অথবা আরও বিস্ময়কর গতিবেগ সম্বন্ধে গবেষণা চলবে।" মোহন হাসিতে তে কহিল।

হের নিউম্যান কহিলেন, "আপনার পিতৃভূমি ইংল্যাণ্ডও এ বিষয় নিশ্চিন্ত নেই, ওয়েব।"

"না থাকাই সম্ভব, হের নিউম্যান।" মোহন চিন্তিত স্বরে কহিল।

হের নিউম্যান ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "আপনি-তো কিছুদিন দের অতিথি হ'য়ে বাস করবেন, মিঃ ওয়েব ?"

মোহন সচকিত হইয়া কহিল, "না, হের নিউম্যান, কর্তব্য সম্পাদনের পরেই আমাকে জার্মানী ত্যাগ করতে হবে।"

"বিশেষ জরুরী প্রয়োজন বোধ হয় ? ইংল্যাণ্ডে যাবেন তো ?" হের নিউম্যান করিলেন।

ইংল্যাণ্ড নয়, তুর্কী, আমার এক আত্মীয়া সেখানে আছেন তাঁর সঙ্গে বিশেষ রী বৈষয়িক ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করার পর তবে ইংল্যাণ্ড ফিরছে গো। হাঁ, ভাল কথা, শুনেছি, বার্লিন ও আঙ্কারায় এয়ার সার্ভিস আছে। এ দ সত্য, হের নিউম্যান ?"

"হাঁ সত্য, মিঃ ওয়েব। আপনি আগামী কাল বেলা দশটার সময় যদি বার্লিন ার বন্দোবস্ত করতে পারেন, তবে এয়ার সার্ভিসে যেতে পারবেন।"

মোহন খুশি হইয়া কহিল, "ধন্যবাদ! আমাকে তেমন বন্দোবস্ত করতেই হবে।"

রাত্রি দশটা বাজিল। পথে এক স্টেশনে মোহন হের নিউম্যানের সহিত তের ভোজন-পর্ব শেষ করিয়া লইয়াছিল, এইবার শয়নের জন্য প্রস্তুত হইল। নিউম্যানের কথামত মেলের গতি অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পাইল। মোহনের মনে ল, একশত মাইলের অধিক বেগে ট্রেনখানি উন্মাদ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

মোহন গেস্টাপো-অফিসার হের নিউম্যানকে শুভরাত্রি জানাইয়া শয়ন করিল, তু অন্যান্য রাত্রির মত সহসা নিদ্রিত হইতে পারিল না। সে চিন্তা-জ্বরে রিত হইয়া উঠিল।

সে ভাবিতে লাগিল, হের জোমার তাহার গতিবিধির উপর জার্মান গভর্নমেণ্টের র্ব গুপ্তচর বিভাগকে নিয়োজিত করিয়াছেন। তবে কি তিনি তাহাকে চিনিতে রিয়াছেন ? নহিলে এরূপ ভাবে তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন অনুভব লেন কেন ? যদিও হের নিউম্যান তাহার প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার এখন পর্যন্ত

করেন নাই অথবা তাহার নিকট হইতে টুপিটি কাড়িয়া লন নাই, তাহা হইলে তিনি যে তাহার পিছু লইয়াছেন এবং বার্লিন অবধি থাকিবেন, তাহাতে তাহা সন্দেহ ছিল না।

যে স্টেশনে তাহারা রাত্রির ভোজন সমাপ্ত করিয়াছিল, সেখানে হের নিউম্যান কয়েকটি টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছেন তাহা সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কিন্তু কি সংবাদ পাঠাইয়াছেন তাহা সে অবগত নহে। এ ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় কি ঘটবে, আর ঘটিবে না, মোহন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

সে বিশেষ রূপেই জার্মানীর গেস্টাপো বিভাগের বিস্ময়কর কর্ম-প্রতিভার বিষয় অবগত আছে। সেই দুর্ধর্ষ গেস্টাপোর চক্ষু এড়াইয়া সে যে নিরাপদে পরিকল্পনা লইয়া পলায়ন করিতে পারিবে সে বিষয়ে মোহনের দারুণ সন্দেহ জাগরিত হইল। তাহার নিদ্রা নিঃশেষে চক্ষু হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সে অস্থির চিত্তে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে বসিয়া হের নিউম্যান তাহার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া চিন্তা করিতেছেন।

মোহন অতিমাত্রায় সাহসী হইলেও, এই দৃশ্য তাহাকে চমকিত করিয়া তুলিল। কিন্তু পাছে তাহার দুর্বলতা হের নিউম্যানের চক্ষুতে ধরা পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় সে মৃদু হাসিয়া কহিল, "আপনি ঘুমোবেন না, হের নিউম্যান?"

হের নিউম্যান মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "শয়ন করলেই ঘুমানো হয় না, তা তো আপনি বিশেষ রূপেই বুঝতে পারছেন? তবেই নিদ্রা না আসা পর্যন্ত শয়নের ইচ্ছা আমার না থাকলে, আপনি কিন্তু দোষ দিতে পারেন না!"

মোহন মনে মনে চিন্তিত হইলেও, হাসিয়া কহিল, "তা' সত্য! কিন্তু এইবার আমি ঘুমোবো, আর কোন কিছুই আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করতে পারবে না।"

হের নিউম্যান রহস্যময় ভাষায় কহিলেন, "ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, মিঃ ওয়েব।"

মোহন জোর করিয়া মন হইতে সকল চিন্তা দূর করিয়া দিয়া, চক্ষু মুদিত করিল এবং অনতিবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

(১৯)

মোহনের যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন ভোর পাঁচটা বাজিয়াছে। মোহন শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল। হের নিউম্যান তাহার পূর্বেই জাগরিত হইয়াছিলেন, সুপ্রভাত জানাইয়া কহিলেন, "আর তিন কোয়ার্টার পরে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছাব, মিঃ ওয়েব।"

মোহন হাত মুখ-ধুইতে বাথরুমে প্রবেশ করিল এবং প্রায় পনেরো মিনিট পরে বাহিরে যখন আসিল, তখন তাহাকে অত্যন্ত সুন্দর-সুশ্রী বোধ হইতে লাগিল। মোহন একটি অতি মূল্যবান স্যুট পরিধান করিয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া হের নিউম্যানের চক্ষুতে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আপনি কি বাস করতেন, মিঃ ওয়েব?"

pathagar.net

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "এখনও অভ্যাস আছে, হের নিউম্যান?"

"তা আপনার দিকে চেয়েই বুঝেছি। আমাদের দেশে বক্সিং খেলায় যে সম্মান লাভ হয়, অনেক রাজার নিকট তা' হিংসার বস্তু। আমার শুধু এই দুঃখ যে, আপনি একটা দিনও জার্মানীতে অবস্থান করবেন না।" হের নিউম্যান অকৃত্রিম ভাবে কহিলেন।

মোহন মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল; কহিল, "আমিও বিশেষ দুঃখিত হচ্ছি যে আপনাকে কিছুতেই আপ্যায়িত করতে সক্ষম হ'বো না। কিন্তু আপনার দেশে এসে কিছুদিন বাস করবো এ আকাঙ্খা আমার বহুদিনের। এক্ষেত্রে যদিও সম্ভব নয়, তথাপি আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে আমি আপনার অনুরোধ পালন করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবো।"

ট্রেনের গতি ক্রমশ মৃদু হইতেছিল। হের নিউম্যান কহিলেন, "যদি আপনার আগমন অদূরে হয় তবেই আশা করা সম্ভব হয় আমার পক্ষে, মিঃ ওয়েব! নইলে যুদ্ধের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। বেশীদিন যে আকাশ পরিষ্কার থাকবে, আমাদের বিশ্বাস হয় না।"

মোহন একমুহূর্ত চুপ করিয়া হাসিয়া কহিল, "যুদ্ধ কি এমনই আসন্ন হয়ে পড়েছে, হের নিউম্যান?"

"দয়া করে ঐ নাম উচ্চারণ করবেন না। আপনি জানেন না আমরা যুদ্ধকে কিরূপ ঘৃণা করি। কিন্তু ওই ঘৃণিত বস্তুটা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবার জন্য বহুদিন হ'তে বহু চক্রান্ত চলেছে। শেষ পরিণতি যে প্রায় এসে গেছে, সে কথাই আপনাকে আমি বলতে চেয়েছি।" হের নিউম্যান মৃদু ও রহস্যময় স্বরে কহিলেন।

মোহন নীরবে বসিয়া রহিল। মেল-ট্রেন একটা স্টেশনে দাঁড়াইল। হের নিউম্যান কহিলেন, "আসুন, ব্রেকফাস্ট সেরে আসি।"

"চলুন।" এই বলিয়া মোহন হের নিউম্যানের পশ্চাতে ডাইনিং সেলুনে প্রবেশ করিল।

চা-পান করিতে করিতে হের নিউম্যান কহিলেন, আর তিন মিনিট পরে আমরা পৌঁছে যাবো।"

মোহন সহসা বলিল, "আমার জন্য আপনাকে অনর্থক বার্লিন পর্যন্ত ছুটতে হলো।"

হের নিউম্যান কয়েক মুহূর্ত মোহনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমার কর্তব্য কাজ, ইংরাজিতে যাকে আপনারা বলেন 'ডিউটি', তা সম্পাদন করাকে অর্থহীন বলে কি, মিঃ ওয়েব? তা'ছাড়া আপনার মত একজন সম্মানিত অতিথিকে সঙ্গে ক'রে আনাও আমার গভর্নমেণ্টের পবিত্র দায়িত্ব। আমি গভর্নমেণ্টের আদেশ অনুসারেই আপনার সঙ্গে চলেছি।"

মোহন বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "আদেশানুসারে কি রকম, হের নিউম্যান? আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নিতান্তই আকস্মিকভাবে পথে হয়েছিল, আমার বিশ্বাস। তবে আপনার ......"

pathagar.net

বাধা দিয়া হের নিউম্যান হাস্যমুখে কহিলেন, "আমিও তা' অস্বীকার ক না, মিঃ ওয়েব। কিন্তু আপনি-তো জানেন, গত রাত্রে আমি কয়েকটা প পাঠিয়েছিলাম। তন্মধ্যে একটা ছিল ফরেন মিনিস্টারকে। তিনি তার এক ঘ পরেই আমাকে জানান, আমি যেন আপনাকে সসম্মানে সঙ্গে ক'রে বার্লিনে নি যাই।"

মোহন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "কাল রাত্রেই জবাব পেয়েছিলেন ?"

হের নিউম্যান মোহনের বিস্ময় দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলে কহিলেন, "আমাদের টেলি সব কিছুর অগ্রে প্রেফারেন্স পায়, মিঃ ওয়েব। সুত বিস্মিত হ'বার কিছুই নেই।"

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "তবে কি আমার ডিনার প্রভৃতি সমস্ত কিছুর ম আপনার গভর্নমেণ্ট দিচ্ছেন, হের নিউম্যান ?"

"নিশ্চয়ই স্যার, নিশ্চয়ই। আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি। আপনি পরম পবিত্র দায়িত্ব বিশ্বস্তভাবে পালন করতে এসেছেন। সেক্ষেত্রে এটুকু করা এমন কিছু বেশী, মিঃ ওয়েব ? দুঃখের বিষয় এই-যে, আপনার পৌঁছান সং আমরা পাই নি। তা' হ'লে আপনার জন্য স্পেশ্যাল সেলুন-ট্রেনের বন্দো আমার গভর্নমেণ্ট করতেন। কিন্তু যা হয় নি, হ'তে পারতো, সে সবের জন্য ব দুঃখ প্রকাশ ক'রে সময় নষ্ট না করে, যেটুকু এখনও করা সম্ভব সেটুকু করবার জ আমি আদিষ্ট হ'য়েছি, মিঃ ও য়ব।"

মোহন মনে মনে কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। যে গেস্টাপোর নৃশংস ব্যবহারের ক অবিরত শুনিয়া শুনিয়া, তাহার মন একান্ত বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, প্রতিষ্ঠানের একজন অফিসারের এরূপ সৌজন্য ও ব্যবহারের জন্য তাহার আদৌ প্রস্তুত ছিল না। মোহনের মন এক অর্থহীন চিন্তার ভারে ভারাক্রান্ত হ উঠিল। সে নীরবে আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিয়া পড়িল।

হের নিউম্যান মোহনকে সঙ্গে লইয়া পুনশ্চ ট্রেনে আরোহণ করিলেন। সময় পরেই গাড়ী ছুটিতে আরম্ভ করিল। এক সময়ে মোহন কহিল, "ফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা হবার সৌভাগ্য কোন্ সময়ে হতে পারবে, আশা ক আপনি ?"

হের মিউম্যান মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "আপনি যে আজ সাড়ে দশ এয়ার সার্ভিসে আঙ্কারা যাবেন, তা' তিনি অবগত আছেন এবং আমার বিশ্বাস, তিনি আপনার যাত্রার জন্য সব কিছু আয়োজনের আদেশ দিয়াছেন।"

মোহন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "অর্থাৎ..."

বাধা দিয়া হের নিউম্যান কহিলেন, "অপেক্ষা করুন, এখনও আমার বক্তব্য হয় নি। আপনার আগেকার প্রশ্নের উত্তরে আমি এই বলতে চাই যে, যাবা এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র, আপনি ফরেন মিনিস্টা সাক্ষাৎ পাবেন। হাঁ, আর এক কথা, তিনি আপনার সম্ভাব্য তুর্কী-যাত্রা সম্ব আমার নিকট হতে সব কিছু অবগত হ'য়েছেন। গতরাত্রে আপনি নিদ্রিত হবার

কোন স্টেশন থেকে টেলিফোনে আপনার ইচ্ছা তাঁকে জ্ঞাপন করি। আশা এবার আপনার বিস্ময় অপনোদন হ'য়েছে।"

"তা হয়েছে।" এই বলিয়া মোহন এই অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তিটির দিকে চাহিয়া বিস্ময় বোধ করিল। সে এই ভাবিয়া পরম সুখী হইয়া উঠিল যে, গভর্ণ-মেন্টের কৃপায় তাহার জার্মানী-ত্যাগ অতি সত্বর হইয়া উঠিবে।

মোহন এক সময়ে শুধু কহিল, "ধন্যবাদ।"

হের নিউম্যান মৃদু হাস্য করিয়া উঠিলেন। তিনি তাদের ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "আর আধ মিনিট, মিঃ ওয়েব।"

অবশেষে মেল ট্রেন গন্তব্য স্টেশনে উপস্থিত হইল। বিরাট দানবের উন্মত্ততা শেষ হইল। ট্রেনটি সম্পূর্ণরূপে দাঁড়াইবার পূর্বেই মোহনের কম্পার্টমেন্টের সম্মুখে জার্মান গভর্নমেন্টের কয়েকজন অফিসার উপস্থিত হইলেন। হের নিউম্যান মোহনকে তাঁহাদের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলে, অফিসারগণ মোহনকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং তাহাকে লইয়া রাইখস্ট্যাগ হইতে প্রেরিত একটি সুবৃহৎ মোটরে আরোহণ করিলেন।

মোটর ছাড়িবার পূর্বে একজন অফিসার মোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ফরেন মিনিস্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, না আপনার জন্য নির্দিষ্ট হোটেলে যাবেন এবং বিশ্রামের পর মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করবেন ?"

মোহন প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, না, আমি এই মুহূর্তে মাননীয় ফরেন মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে চাই, অবশ্য তাঁর যদি অবসর হয়।"

অফিসার সম্ভ্রম-কণ্ঠে কহিলেন, "তিনি যে-কোন মুহূর্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য প্রস্তুত আছেন।"

ইহার পর মোটর বার্লিনের প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। মোহন [illegible] আগতপ্রায় দেখিয়া মন হইতে সকল চিন্তা, সকল উদ্বেগ, সমস্যা নিঃশেষে [illegible] করিয়া, টাটকা, তাজা মন ও উৎসাহ লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

হের নিউম্যান তাঁহার দায়িত্বকে অপেক্ষাকৃত শক্তিবানের হস্তে অর্পণ করিয়া [illegible] হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার দ্বারা মিঃ ওয়েব-রূপী মোহন [illegible] আবিষ্কৃত হওয়ায়, তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হইয়া-ছিলেন।

মোটর আসিয়া রাইখস্ট্যাগে উপস্থিত হইলে অফিসারগণ মোহনকে লইয়া [illegible]র একটি প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মোহন কক্ষটিতে প্রবেশ করিয়াই [illegible], তাহাকে ওয়েটিং-রুমে লইয়া আসা হইয়াছে।

একজন অফিসার মোহনকে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া, ফরেন মিনিস্টারের [illegible] গমন করিলেন এবং অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া মোহনকে কহিলেন, "[illegible] ক'রে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।"

মোহন প্রতি মুহূর্তে আহ্বান প্রত্যাশা করিতেছিল। কিছু সময় অপেক্ষা করিতে [illegible] শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইয়া অফিসারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অফিসার পুনশ্চ কহিলেন, "তিনি হের জোমারের সঙ্গে টেলিফোনে আলা করছে‌ন, মাত্র পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।"

হের জোমারের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন শুনিয়া, মোহনের চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল। কিন্তু তাহা মুহূর্তের জন্য, পর মুহূর্তে সে শান্ত ও স্বাভা স্বরে কহিল, "উত্তম! আমার তাড়া নেই।"

(২০)

তখনও পাঁচ মিনিট পূর্ণ হইতে কয়েক সেকেন্ড বিলম্ব ছিল, একজন অ আসিয়া মোহনকে কহিল, "আসুন, মিঃ ওয়েব।"

মিঃ ওয়েব-রূপী মোহন দৃঢ় পদে ও শান্ত-সমাহিত মনে অফিসারের সা ফরেন মিনিস্টারের কক্ষ-সম্মুখে উপস্থিত হইলে, অফিসার সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "ভিতরে যান।"

মোহন বন্ধ দ্বারে দুইবার মৃদু আঘাত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ফরেন মিনিস্টার হাস্য মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হস্ত প্রসারিত করিয়া মোহনের সহি করমর্দন করিয়া কহিলেন, আসুন, মিঃ ওয়েব। আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। বসুন।"

মোহন ফরেন মিনিস্টারের সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করিলে, তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "আমি হের জোমারের সঙ্গে পূর্বেই আলাপ করছিলাম। তিনি ইটালীতে এসে পৌঁছেছেন, সেখান থেকে এরোপ্লেনে আসবার বন্দোবস্ত করছেন। সে যাই হোক, আমি আপনার সম্বন্ধে সকল কথাই শুনেছি। আপনার মত ব্যক্তিরা সভ্য জগতের গর্বের স্থল।"

মোহন নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কারণ সে বুঝিল যে, ফরেন মিনিস্টারের বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। তাহাই হইল; ফরেন মিনিস্টার পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "আরও আমি শুনলাম, আপনি দশটার এয়ার সার্ভিসে তু যাবেন। আমি আপনার জন্য সমস্ত আয়োজন ঠিক করবার আদেশ দিয়েছি যদিও হের জোমার আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ দেবার জ অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হ'য়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে জানিয়েছি, তিনি যদি দশটার মধ্যে আসতে পারেন, তবে তাঁর আশা পূর্ণ হ'তে পারবে। তিনি বিশেষ চেষ্টা করবে বলেছেন। হাঁ মনে পড়েছে, আপনি টুপিটা এনেছেন?"

মোহন টুপিটা হাতে করিয়া বসিয়াছিল; সে টুপি ও হের জোমারের লিখি পত্রখানা ফরেন মিনিস্টারের হাতে দিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই, স্যার।"

আমাকে এক মিনিট মার্জ্জনা করুন।" এই বলিয়া ফরেন মিনিস্টার দ্রুতপদে পার্শ্ব কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মোহনের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তিনি টুপি হইতে ব্লেড-প্যাক্টখানি বাহির করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে গেলেন।

মোহনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার আলেকজান্দ্রিয়া হোটেলে অবস্থানকালীন বিপুল পরিশ্রম ও সতর্কতার কথা স্মরণ-পথে উদিত হইল। সে

মনে মৃদু হাসিল।

[illegible] কয়েক মিনিট পরে ফরেন মিনিস্টার হাসি মুখে প্রবেশ করিলেন এবং [illegible] সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আমি আপনাকে অভিনন্দিত করছি, [illegible]। আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আপনার জন্য হের জোমার যে লক্ষ মার্ক অনুরোধ করেছেন, আমি সেই পরিমাণ স্বর্ণ আপনার জন্য প্রস্তুত রেখেছি, [illegible]পে প্যাক ক'রে আপনার এরোপ্লেনে ডেলিভারি দেবার জন্য আদেশ দিয়েছি। [illegible] বলিয়া ফরেন মিনিস্টার ঘড়ি দেখলেন এবং পুনশ্চ কহিলেন, "এখন সবে সাড়ে [illegible]। আপনাকে আমাদের একজন কর্মচারী আপনার জন্য নির্দিষ্ট হোটেলে [illegible] নিয়ে যাবে, সেখানে স্নানাহার শেষ ক'রে নিন। তারপর আমাদের মোটর [illegible] যথাসময়ে এরোড্রোমে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আপনার আর কিছু বলবার [illegible]?"

মোহন সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে কহিল, "আপনার সহৃদয় ব্যবহারের জন্য অসংখ্য [illegible] গ্রহণ করুন। আমি সত্যি বলছি, আমি বিহ্বল হ'য়ে পড়েছি। আমি [illegible]তেই কোন সামঞ্জস্য রাখতে পারছিনে। এমন ব্যবহার করা যে কোন জাতির মহাগৌরবের বস্তু। কিন্তু প্রদীপের নীচেই অন্ধকার থাকে। আমার মন [illegible]প প্রত্যাশা করেছিল বলে, আমাকে মার্জনা করবেন, স্যার।"

[illegible] সেক্রেটারী মোহনের সব কথা অনুধাবন করিতে না পারিলেও হাস্য [illegible] কহিলেন, "ধন্যবাদ, মিঃ ওয়েব। আপনার যাত্রা নিরাপদ ও সফল হোক, এই [illegible] আমি প্রকাশ করছি।" এই বলিয়া তিনি একজন অফিসারকে আহ্বান [illegible] এবং মোহনকে বিদায় অভিনন্দন জানাইয়া তাহাকে তাহার সহিত যাইতে [illegible]লেন।

মোহন বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া, অফিসারের সহিত মোটরে আরোহণ [illegible]। মোটর ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বার্লিনের এক প্রথম শ্রেণীর হোটেলে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীতে মোহনের জন্য একটি [illegible] গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। অফিসারের সহিত মোহন [illegible] উপস্থিত হইল, হোটেলের ম্যানেজার স্বয়ং সম্মানিত অতিথিকে লইয়া [illegible] জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে চলিয়া গেল।

মোহন অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিল এবং বাথরুমে প্রবেশ করিল। [illegible] ঠাণ্ডা জলে উৎকৃষ্ট সাবান ও টয়লেটের দ্রব্য সম্ভারের সাহায্যে স্নান ও [illegible] শেষ করিয়া, নূতন স্যুট পরিধান করিয়া মোহন যেন নব-জীবন লাভ করিল।

মোহন দশটার সময় হোটেল ত্যাগ করিবে ঠিক থাকায়, তাহার জন্য বিশেষ [illegible] প্রস্তুত হইয়াছিল। সে বেলা ৯টার সময় আহার শেষ করিয়া যাত্রা [illegible] জন্য সর্বরকমে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মোহন চিন্তা করিতে লাগিল, লক্ষ মার্ক মূল্যের স্বর্ণ তাহার পুরস্কার স্বরূপ [illegible] হইয়াছে। সেই স্বর্ণ সম্পদ লইয়া তাহাকে নিরাপদে গমন করিতে হইবে। জোমার তাহাকে ধন্যবাদ জানাইবার জন্য প্রাণপণে যথাসময়ে পৌঁছিবার

চেষ্টা করিতেছেন। তিনি যদি সফলকাম হন অর্থাৎ তাহার জার্মানী ত্যাগ করিবার পূর্বেই তিনি এখানে আগমন করিতে পারেন এবং প্রথমেই ট্রেড-প্যাক্টখানি পরীক্ষা করেন, তাহার পর তিনি কি করিবেন, আর কি করিবেন না, তাহা ভাবিতেও মোহনের ভরসা হইল না।

কিন্তু কেন হের জোমারের প্রবল আগ্রহ? কেন তিনি ফরেন মিনিস্টারের উপরও নির্ভর করিয়া দুইদিন ইটালীতে যাপন করিতে পারিতেছেন না? কেন তিনি রেল-ভ্রমণ না করিয়া আকাশের বুকে উড়িয়া আসিতেছেন? তবে কি তিনি মিঃ ওয়েবের মত উদার-হৃদয় ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না? হইবে। ভাবিতে ভাবিতে মোহনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিয়াই তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল। মোহন ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, তখনও দশটা বাজিতে বিশ মিনিট বিলম্ব রহিয়াছে।

মোহন পুনশ্চ চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িল। সে ভাবিতে লাগিল, এখন হইতে বিশ মিনিট পরে সে কিছু সময়ের জন্যও ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে চলিয়া যাইবে। কিন্তু এই বিশ মিনিটের মধ্যে কত কিছুই না ঘটিতে পারে। হের জোমার আসিতে পারেন, ট্রেডপ্যাক্টটা পরীক্ষা করিতে পারেন, ওয়েব-রূপী শ্রীমান মোহনের জামাই আদরের সৌভাগ্য অর্জন হইতে পারে, এমন কি তাহার ভাবলীলা-খেলার সমাপ্তি ঘটিতে পারে। আরও কত কি যে পারে, ভাবিতেও মোহনের ইচ্ছা করিল না। সে পুনশ্চ ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, দশটা বাজিতে তখনও দশ মিনিট বিলম্ব আছে।

মোহন সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্রুত বেগে কক্ষ মধ্যে পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল। আরো দশ, তারপর পাঁচ, এই একুনে ১৫ মিনিট···ইহা কি কাটিবে না? ইহা কি অক্ষয় অব্যয় হইয়া মোহনেয় ভাগ্যাকাশের বিধিলিপি নিয়ন্ত্রিত করিবে?

এমন সময়ে কক্ষের বাহিরে মৃদু-শব্দ শোনা গেল এবং আগন্তুকের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিয়া কক্ষ মধ্যে সবুজ আলো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মোহন সবুজ আলোর সঙ্কেতের দিকে চিন্তান্বিত মনে চাহিয়া রহিল। সে ভাবিল, কে আসিয়াছে? হের জোমার? না, অন্য কোন অফিসার?

মোহন কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল; পরে দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিল, ফরেন অফিসের যে কর্মচারী তাহাকে কিছু পূর্বে হোটেলে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি আসিয়াছেন।

অফিসার মোহনকে দেখিয়া ধীর স্বরে কহিলেন, "এরোড্রোমে যাবার সময় হয়েছে, স্যার।"

মোহনের মন আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে অতি কষ্টে স্বাভাবিক ও শান্ত হইয়া কহিল, "হয়েছে? চলুন।"

মোহনের স্যুটকেসটি হোটেলের বয় বাহিরে লইয়া গিয়া মোটরে স্থাপিত করিল। মোহন হোটেল ম্যানেজারের অভিবাদনের প্রত্যাভিবাদন জানাইয়া মোটরে আরোহণ

দিলে, মোটর এরোড্রোম অভিমুখে ছুটিতে লাগিল।

মোহনের একবার ইচ্ছা হইল, অফিসারকে জিজ্ঞাসা করে যে হের জোমার ফিরিয়াছেন কি-না, কিন্তু এই ভাবিয়া নিরস্ত হইল যে তাহার প্রশ্ন একান্ত অবান্তর হবে। কারণ আর কেহ না জানুক তাহার তো অবিদিত নাই যে, হের জোমার প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার ভারতে প্রত্যাবর্তন কিরূপ সংশয়াকুল করিয়া তুলবে।

মোটর ঠিক ন'টা সাতান্ন মিনিটের সময় এরোড্রোমে প্রবেশ করিল। মোহন ও অফিসার তুরস্ক-গামী এরোপ্লেনের নিকট মোটর হইতে অবতরণ করিল। মোহন কিছু ভাবিয়া অফিসারকে কহিল, "আমি অফিস থেকে একটু সংবাদ জেনে আসি।"

মোহন এরো-অফিসে প্রবেশ করিয়া এনকোয়ারী অফিসারকে প্রশ্ন করিল, "হোলী-সার্ভিস কখন পেঁছাবে?"

অফিসার কহিলেন, "দশটা দশে পেঁছাবার সময় ছিল। কিন্তু…"

মোহন অধৈর্য স্বরে কহিল, "কিন্তু?"

"পথে এঞ্জিন কিছু গোলমাল হ'য়ে যায়, ফলে আরও তিন ঘণ্টার পূর্বে পৌঁছুতেই আশা করা যায় না।" অফিসার চিন্তান্বিত স্বরে কহিলেন।

মোহনের ইচ্ছা হইল, সে দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করে এবং এই সুসংবাদ শুনাইবার জন্য অফিসারকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার প্রজাপতি-গুম্ফ শোভিত মুখে একটি চুম্বন বসাইয়া দেয়। কিন্তু সে কিছুই করিল না; আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, "আরো তিন ঘণ্টা পরে?"

"হ্যাঁ স্যার, আরো তিন ঘণ্টা পরে। কোনও উপায় নেই, স্যার। অবশ্য মাঝে মাঝে এসব উপদ্রবে বিব্রত হতে হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে সংবাদ পেলুম যে, গভর্নমেণ্টের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসারের আদেশে এঞ্জিন দ্রুতবেগে চালাবার জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। নইলে কিছু হ'তো না।" অফিসার কৈফিয়ৎ প্রদান করিলেন।

মোহন বুঝিল, হের জোমার অতি অধৈর্যতার ফলেই এই শাস্তি ভোগ করিয়াছেন। মোহন অফিসারকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া, মাঠে এরোপ্লেনের নিকট ফিরিয়া আসিলে, অফিসার তাহার হাতে একটি রসিদ প্রদান করিলেন এবং নত স্বরে কহিলেন, "তুরস্কে পেঁছে এই রসিদ দাখিল করলেই, সেখানের এরো-অফিস আপনাকে স্বর্ণ-কেস ডেলিভারী দেবে।"

মোহন আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া রসিদটি অতি সাবধানে পকেটে রাখিল। ইহার অল্প সময় পরে মোহন অফিসারের নিকট বিদায় লইয়া এবং ফরেন মিনিস্টার ও জার্মান-গভর্নমেণ্টকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া এরোপ্লেনে আরোহণ করিল এবং ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে তুরস্ক-বার্লিন সার্ভিস এরোপ্লেনটি মোহন ও মোহনের লক্ষ্য মার্ক মূল্যের স্বর্ণ সম্পদের রসিদ লইয়া ভীমবেগে আকাশে উত্থিত হইল।

মোহনের চক্ষুর সম্মুখ হইতে দ্রুত এরোড্রোম ও বার্লিন শহর অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে এইবার চক্ষু মেলিয়া অন্য বিষয়ে মন দিবার সময় পাইল।

মোহনের মন এই ভাবিয়া পরম খুশি হইয়া উঠিল যে, তুরস্কে নিরাপদে

পৌঁছাইবার পূর্বে হের জোমার বার্লিনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। তিনি যে সময়ে বার্লিনে উপস্থিত হইয়া সকল সমাচার অবগত হইবেন, সে সময়ে মোহন তাহার স্বর্ণ-সম্পদ লইয়া নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে।

মোহন অকস্মাৎ শিস দিয়া গান গাহিয়া উঠিল। তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট সম-বয়সী একটি ভদ্রলোকের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সে ভদ্রলোককে সুপ্রভাত জানাইয়া কহিল, "আপনি কোথায় যাবেন?"

ভদ্রলোক কহিলেন, "আমি তুরস্কে চলেছি, একটু গোপনীয় কার্য উপলক্ষে।"

"আপনি কি জার্মান?" মোহন প্রশ্ন করিল।

"ও নো ডিয়ার। আমি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। ভারতে গভর্নমেণ্ট সার্ভিসে ছিলাম। বর্তমানে জার্মানীর ব্রিটিশ-এম্ব্যাসিতে কাজ করছি।" ভদ্রলোক কহিলেন।

মোহন অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া ভদ্রলোকে তাহার স্বর্ণ সিগারেট কেস হইতে একটি সিগারেট দিয়া কহিল, "আসল নামটি জানতে পারি কি?"

"নিশ্চয়ই। আমার নাম মিঃ ওয়েস্ট।" এই বলিয়া মিঃ ওয়েস্ট কহিলেন, "আপনার নাম, স্যার?"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "মিঃ ওয়েব, আমিও একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। ভারত-গভর্নমেণ্টের কোন কাজের জন্য জার্মান রাইখস্ট্যাগে ফরেন মিনিস্টারের অফিসে গিয়েছিলাম। এখন ভারতে ফিরে চলেছি।"

মিঃ ওয়েস্ট বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনি এম্ব্যাসিতে গেলেন না যে?"

মোহন কহিল, "আমার মিশন ঠিক অফিসিয়াল ছিল না, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ধরনের। সুতরাং আমি আর কোন ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের গোলযোগ পাকাতে ইচ্ছা করিনি। অবশ্য শেষ অবধি যদি প্রয়োজন হতো তা' হ'লে আমি নিশ্চয় এম্ব্যাসির সাহায্য গ্রহণ করতাম। সে যাই হোক, আপনি আঙ্কারায় কোথায় থাকবেন?"

"হোটেলে, মিঃ ওয়েব। আমি যদিও এই প্রথম যেখানে চলেছি, তবুও শুনেছি, সেখানে অনেক প্রথম শ্রেণীর হোটেল আছে। আপনার যদি ইচ্ছা হয়, আমরা একই হোটেলে থাকিতে পারি।" মিঃ ওয়েস্ট ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

"নিশ্চয়ই পারি। আর পারি কেন, আমাকে পারতেই হবে। কারণ আপনার সঙ্গ আমি আর সহজে ত্যাগ করতে পারি না, যেহেতু আপনি আমার স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয়। ভাল কথা, মিসেস ওয়েস্টও কি বার্লিনে আছেন?"

মিঃ ওয়েস্ট মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "মিসেস ওয়েস্ট এখনও আমার কল্পনা-রাজ্যে রঙিন প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছেন, মিঃ ওয়েব।"

মিঃ ওয়েস্ট সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। পরে কহিলেন, "মিসেস ওয়েব নিশ্চয়ই ভারতে আপনার পথ চেয়ে উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করছেন।"

মোহনের মুখ স্নিগ্ধহাস্যে ভরিয়া গেল। সে কহিল, শুধু ওই দুর্নিবার আকর্ষণেই আমাকে এমন উল্কাবেগে ইয়োরোপ পরিত্যাগ ক'রে যেতে হচ্ছে। নইলে ইচ্ছা ছিল, আর একবার ইয়োরোপ ভ্রমণ ক'রে যাই।"

মিঃ ওয়েস্ট কহিলেন, "আপনি টার্কী কোন্ পথে যাত্রা করবেন ?"

"সবই নির্ভর করছে সময় ও সুযোগের ওপর। প্রথমত আমি ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের মেল ধরতে চেষ্টা করবো, কিন্তু তা যদি একান্ত সম্ভব না হয় তা' হ'লে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হবে।" এই বলিয়া মোহন একবার নিম্নে অদৃশ্যমান পৃথিবীর দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "আপনাদেরও কি পাশপোর্টের প্রয়োজন হয় ?"

"নিশ্চয়ই।" এই বলিয়া মিঃ ওয়েস্ট তাঁহার কোটের পকেট হইতে একখানি পাশপোর্ট বাহির করিয়া মোহনের হাতে দিলেন।

মোহন পাশপোর্টখানি অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিতে করিতে কহিল, "অবিকল একই আকারের ও ডিজাইনের।" এই বলিয়া আপন পাশপোর্টখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া উভয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিল এবং পরে মিঃ ওয়েস্টের হাতে পাশপোর্টখানি ফেরত দিয়া কহিল, "ধন্যবাদ !"

মিঃ ওয়েস্ট হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "আমরা আজকাল বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয়েও 'ধন্যবাদ' ব্যয় করতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছি। বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে এসে আমরা এতটা ঠুনকো স্বভাবের হ'য়ে পড়েছি যে, অকারণেই ধন্যবাদের অপব্যয় করতে হয় !"

মোহন রহস্যময় হাস্যে কহিল, "কোন্টা প্রয়োজনীয় আর কোন্টা অপ্রয়োজনীয় বোঝাও অনেক সময় অনেকের পক্ষে কষ্টকর হ'য়ে ওঠে, মিঃ ওয়েস্ট। আপনার দৃষ্টিতে আপাত ভাবে যা অপ্রয়োজনীয় বলে বোধ হচ্ছে, অপরের দৃষ্টিতে ঠিক সেই পরিমাণেই যদি প্রয়োজনীয় হ'য়ে তার গুরুত্ব বেড়ে যায়, তা' হ'লে আপনি কোন দোষ দিতে পারেন না।"

"না, পারি না।" এই বলিয়া মিঃ ওয়েস্ট হাসিতে লাগিলেন।

মোহন কহিল, "আমারই জীবনে আমি এমন বহু সমস্যার মধ্যে পড়েছি যে, সেখানে ধন্যবাদ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন কি-না বুঝতে পারিনি। বর্তমানে আমি যে-কাজের জন্য জার্মান গভর্নমেন্টের সঙ্গে দেখা ক'রে এলাম, এটিও তেমনি একটি বিষয়। এক দিক দিয়ে দেখলে, লক্ষ কোটি ধন্যবাদেও ঋণ শোধ হয় না, আবার অন্য দিক থেকে বিচার করলে ধন্যবাদের কথাও মনে উদয় হয় না। তবুও ধন্যবাদ দিতে হয়েছে। তা কি এক কথায় ? বহুবার, বহু রকমে।"

মিঃ ওয়েস্ট বিস্মিত মুখে কহিলেন, "কি এমন কাজ, মিঃ ওয়েব ? নিশ্চয়ই গোপনীয় ?"

"হাঁ, মিঃ ওয়েস্ট। আমি দুঃখিত যে, আপনাকে আমি সে বিষয়ে কোন কিছু বলতে পারি না।" মোহন দুঃখিত স্বরে কহিল।

এমন সময়ে এরোপ্লেনটির গতিবেগ হ্রাস পাওয়ায়, চক্রাকারে পরিক্রমা আরম্ভ করিল। মিঃ ওয়েস্ট কহিলেন, "আমরা লাঞ্চ স্টেশনে এসে পড়েছি, মিঃ ওয়েব। আসুন, এখানে দিনের আহার শেষ করে নিই।"

একটি এরোড্রোমে এরোপ্লেনটি অবতরণ করিল। যাত্রীগণ লাঞ্চ খাইয়া পুনরায়

এরোপ্লেনে উঠিলেন এবং এরোপ্লেন যথারীতি ধাবিত হইল। ইহার পর এরোপ্লেন কোথাও না থামিয়া আঙ্কারায় উপস্থিত হইল। মোহন মিঃ ওয়েস্টের সহিত তাহা স্বর্ণ-কেস ডেলিভারী লইয়া একটি প্রথম শ্রেণীর হোটেলে গমন করিল এবং সেথানে উভয়ে পাশাপাশি দুইখানি ঘর ভাড়া করিয়া লইল।

(২১)

আঙ্কারা হোটেলে অল্প সময় বিশ্রাম করিয়া, মোহন একটি ট্যাক্সি আনাইয়া তাহার স্বর্ণকেস লইয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং ট্যাক্সি ড্রাইভারকে তুরস্ক স্টেট ব্যাঙ্কে যাইবার জন্য আদেশ দিল।

ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইয়া মোহন তাহার স্বনামে স্বর্ণ-কেসটি ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিল্লীর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে চালান দিবার জন্য লিখিত উপদেশ দান করিল এবং ব্যাঙ্ক-প্রদত্ত রসিদ লইয়া প্রফুল্ল চিত্তে বাহির হইয়া পড়িল।

ট্যাক্সিতে আরোহণ করিয়া মোহন ড্রাইভারকে শহরে যাইবার জন্য আদেশ দিল। ট্যাক্সি শহরে উপস্থিত হইলে মোহন একটি দোকান হইতে পছন্দ করিয়া একটি নূতন স্যুট ক্রয় করিল এবং হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মোহন দেখিল, মিঃ ওয়েস্ট বাহিরে গিয়াছেন। সে আপন কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। নব-ক্রীত পরিচ্ছদের বাণ্ডিলটি একটি টেবিলের উপর রাখিয়া বাতায়ন সন্নিকটস্থ একটি কোচের উপর উপবেশন করিল।

মোহন ভাবিতে লাগিল, এইবার হের জোমার বার্লিনে পৌঁছিয়াছেন এবং ফরেন মিনিস্টারকে প্রদত্ত জাল ট্রেড-প্যাক্টখানি পরীক্ষা করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন অথবা অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া, আমাকে দগ্ধ করিবার জন্য উল্কাবেগে ধাবিত হইতেছেন।

মোহনের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল, এরূপ ক্ষেত্রে জার্মান গভর্নমেন্ট কোন্ পথে অগ্রসর হইতে পারেন? আঙ্কারায় পরবর্তী মেলে ছুটিয়া আসা শুধু সময়ের অপব্যয়ই হইবে, কাজ কিছুই হইবে না। কারণ তাহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছে, আমি তাহাদিগকে ধরা দিবার জন্য এখানে অপেক্ষা করিব না।

মোহন আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিল, 'তবে আমি অপেক্ষা করিতেছি কেন? কেন আমি তুরস্ক হইতে অন্য দেশে চলিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি না? জার্মান গভর্নমেন্টের মত এক দুর্ধর্ষ গভর্নমেন্টের ততোধিক দুর্ধর্ষ গেস্টাপো বিভাগকে ফাঁকি দিয়া ইয়োরোপ হইতে পলায়ন করা কি এমনই সহজ কাজ? না, তাহাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং জয়লাভ করা সহজ ব্যাপার? কিছুই নয়। তবে আমি কি করিব? কে আমাকে বলিয়া দিবে, আমি কি করিব?

মোহন উত্তেজিত মনে কোচ হইতে উঠিয়া পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার মুখভাব ক্ষণ ক্ষণে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। বহু সময় কাটিয়া গেল। তবুও তাহার চিন্তার বিরাম হইল না। মোহন এক সময়ে পায়চারি করা বন্ধ

pathagar.net

খোলা বাতায়ন সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিম্নে রাজপথের উপর লোক-চলাচলের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে দেখিল, কাতারে কাতারে বহু বিভিন্ন আকৃতির ও বর্ণের গাড়ীসমূহ অবিরাম গতিতে ছুটিতেছে। ফুটপাথের উপর দিয়া লোক চলাচলের বিরাম নাই। সহসা মোহনের দৃষ্টি রাস্তার বিপরীত দিকস্থ ফুটপাথের উপর পতিত হইলে, সে দেখিল, একস্থানে একটি বৃহৎ খোলা মোটরে বসিয়া জনা তিনেক ব্যক্তি হোটেলের দিকে, বিশেষ করিয়া তাহার কক্ষের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। জানালার অর্ধেকাংশ স্ক্রীনে আবৃত থাকায় তাহারা মোহনকে দেখিতে পায় নাই। মোহন দুই পা কক্ষ মধ্যস্থলে পিছাইয়া আসিয়া, লোক কয়েকটিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল।

মোহনের দৃঢ় ধারণা হইল যে, ঐ লোকগুলি তুর্ক-তো নহেই, উপরন্তু ইরাজও নয়। উহারা কি দেখিতেছে? কি উহারা চাহে?

মোহন কয়েক মুহূর্ত আপন মনে তোলপাড় করিয়া, তাহার সুটকেশ হইতে একটি ঝুটা দাড়ি ও গোঁফ বাহির করিয়া মুখে ধারণ করিল ও কক্ষ বন্ধ করিয়া হোটেল হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

হোটেল হইতে বাহির হইয়া মোহন কিছুদূর বিপরীত মুখে গমন করিয়া রাস্তা অতিক্রম করিয়া বিপরীত দিকের ফুটপাতে গমন করিল এবং নির্বিকার মনে অনির্দিষ্ট ধীর গতিতে উক্ত ব্যক্তিগুলির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মোহন লোকগুলির নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহার মনিব্যাগ সহসা মুক্ত হইয়া পথের উপর পড়িয়া গেল ও তন্মধ্যস্থিত মুদ্রাগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মোহন হেঁট হইয়া মুদ্রাগুলি কুড়াইতে আরম্ভ করিল।

মোটরের ভিতর লোকগুলি একবার মোহনের কার্যব্যস্ত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, পরে সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া আপনাদের আলাপ-আলোচনায় রত হইল।

মোহন শুনিল, লোকগুলি জার্মান ভাষায় বলিতেছে, "আমি হোটেলের রেজিষ্ট্রি দেখেছি। ওয়েব ৬১ নং রুম রিজার্ভ করেছে। হোটেলের চার্ট দেখে আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে, ওই তিনতলার ঘরটাই ৬১ নং।"

অন্যজন কহিল, "তা' হ'লে আমাদের কাজ অসম্ভব রকমের সহজ হ'য়ে উঠল। আমরা অনায়াসেই ওয়েবকে ব্যাগ-ব্যাগেজ সমেত জানলা দিয়ে বা'র করে আনতে সক্ষম হবো।"

অপর একজন ভীমকায় ব্যক্তি কহিলেন, "আরে ছোঃ! কাপুরুষের মত কাজ করতে যাবো কেন? আজ রাত্রি ১২টার সময় আমরা হোটেলে আক্রমণ করব। কে আমাদের বাধা দেবে? তুর্ক-পুলিসের সাধ্য নেই জার্মান গেস্টাপোর ত্রিসীমানায় প্রবেশ করে।" এই বলিয়া বীভৎস-দর্শন ব্যক্তিটি মুখ বিকৃত করিয়া হাসিতে লাগিল।

মোহনের অর্থ কুড়াইয়া লওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে আর সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল না। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মোহন ভাবিতে লাগিল, এইসময় উহাদের

pathagar.net

দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া হোটেলে প্রবেশ করা সমীচীন হইবে না। সুতরাং সে অন্য-মনস্কভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দোকানের শো-কেস মধ্যস্থ দ্রব্যগুলি দেখিয়া সময় কাটাইতে লাগিল।

প্রায় অর্ধঘণ্টা অতীত হইবার পর, সহসা এক ব্যক্তি আসিয়া মোহনের পৃষ্ঠে মৃদু আঘাত করিয়া সোল্লাসে কহিলেন, "এই-যে বন্ধু, আপনি এখানে, আর আমরা ভেবে ভেবে অস্থির হচ্ছি!"

মোহন সচকিত হইয়া বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দেখিল, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটি ইয়োরোপীয়ান ভদ্রলোক হাসিতেছেন। মোহন কহিল, "কে আপনি? কি চান?"

ভদ্রলোক হাসিমুখেই কহিলেন, "আপনাকেই চাই, বন্ধু। এতটা বিস্মিত হবার প্রয়োজন তো দেখিনি! আপনি কি ভয় পেয়েছেন নাকি?" মোহন পকেটের মধ্যে হাত দিয়া রিভলভার চাপিয়া কথা কহিতেছিল; দৃঢ় স্বরে কহিল, "আমি বিস্মিতও হয়নি, ভয়ও পাই নি। কিন্তু আপনাকে আমি চিনি না, কখনও দেখেছি বলে মনেও হয় না।"

ভদ্রলোক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "মনে হয় না? আশ্চর্য তো! সেই যে আমরা দু'জনে নরকের দ্বারে পাহারা দিতাম হে! তুমি একদিন মদ খেয়ে শয়তানকে ধরেই মারলে এক ঘুঁষি। মনে পড়ে না?"

মোহন নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল; এইবার তাহার মুখভাব কমল ও হাস্যময় হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, লোকটি পাগল। হাসিতে হাসিতে কহিল, "হাঁ, এইবার মনে পড়েছে, বন্ধু। আমি শয়তানকে ঘুঁষি মেরেই আপনাকে নিয়ে সটান সরে পড়লুম; তারপর এতদিন পরে আবার দুই বন্ধুর পরিচয় হ'ল। বেশ ভাল আছেন তো?"

লোকটি মোহনের মুখের দিকে চাহিয়া কথা শুনিতেছিল; সহসা দাঁত কড়মড় করিয়া কহিল, "মিথ্যাবাদী! আমি তখন নরকে হাবুডুবু খাচ্ছি, আর উনি বলেন কি-না আমাকে নিয়ে সরে পড়লেন! এমন নেমক হারামের মুখ দেখলেও মহা পাপ আছে।" এই বলিয়া লোকটি হনহন করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

মোহন ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে লোকটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মন নানা সন্দেহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, এই লোকটি কি সত্যই উন্মাদ নহে? গেস্টাপোর চর? না সত্যই পাগল?

মোহন অন্যমনস্কভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, পাগল আবার ফিরিয়া আসিতেছে। মোহন দুই পকেটে দুই হাত ভরিয়া লোকটির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু পাগল তাহার দিকে মুহূর্তের জন্যও চাহিয়া দেখিল না, সে আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেল।

মোহন সেখানে আর দাঁড়াইল না। একটি খালি গাড়ী দেখিতে পাইয়া তাহাকে দাঁড় করাইল এবং আরোহণ করিয়া কহিল, "হোটেলে যাও।"

অনতিবিলম্বে গাড়ী আসিয়া হোটেলের করিডোরে প্রবেশ করিল। মোহন

গাড়ীর বাতায়ন মধ্য দিয়া দেখিল, জার্মানীর গুপ্তচর-পূর্ণ মোটরটি সেইখানে একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

মোহন গাড়ীকে আবরণ রাখিয়া হোটেলের ভিতর প্রবেশ করিল এবং ভাড়া দিয়া ড্রাইভারকে বিদায় করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

মোহন মিঃ ওয়েস্টের কক্ষ সম্মুখে আসিয়া দেখিল, তিনি ফিরিয়াছেন। মোহনকে দেখিতে পাইয়া মিঃ ওয়েস্ট তাহাকে সাদরে ভিতরে আহ্বান করিলেন। মোহন প্রবেশ করিলে কহিলেন, "আমি একটু বাইরে গিয়েছিলুম, মিঃ ওয়েব। আমি আশাতীত ভাবে সফল হয়েছি।"

মোহন বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "আপনার কাজ এরই মধ্যে শেষ হ'য়ে গেল?"

মিঃ ওয়েস্ট কহিলেন, "অপ্রত্যাশিত রূপে। আমার ধারণা ছিল যে, কাজ শেষ হ'তে অন্ততঃ পক্ষে একটি সপ্তাহ লাগবে। কিন্তু একটি ঘণ্টার ভিতর সব শেষ হ'য়ে গেল।"

"আপনি তা' হ'লে অদ্যই জার্মানী যাত্রা করবেন, মিঃ ওয়েস্ট?" মোহন প্রশ্ন করিল।

"ক্ষেপেছেন আপনি! শুধু আজ কেন, আগামী দু'দিন পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না। এই শহরটায় একটু আমোদ-আহ্লাদ না ক'রে যদি চলে যাই, তবে দুঃখ থেকে যাবে, মিঃ ওয়েব। আপনি তো এখন দু'-একদিন এখানে থাকবেন?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "না, মিঃ ওয়েস্ট। আমিও আমার আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বার হ'য়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এখানে নেই। মাত্র দু'দিন পূর্বে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেছেন।"

মিঃ ওয়েস্টের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "তা' হ'লে আপনি কি আজই ইংল্যাণ্ড যাবেন না-কি?"

মোহন চিন্তার ভান করিয়া কহিল, "আজকার ভোরে একটা এয়ার-সার্ভিস আছে। আমি টিকিট কেটে সিট রিজার্ভ করেছি। রাত্রি-শেষে যাত্রা করবো।" এই বলিয়া সে কক্ষের চতুর্দিকে ঘুরিয়া কি পরীক্ষা করিতে লাগিল।

মিঃ ওয়েস্ট কহিলেন, "কি দেখছেন?"

ওয়েব-রূপী মোহন রহস্যপূর্ণ স্বরে কহিল, "আমি যা ভয় করেছিলাম, তাই ঠিক দেখছি।"

মিঃ ওয়েস্ট চিন্তিত স্বরে কহিলেন, "কি ব্যাপার, মিঃ ওয়েব?"

মিঃ ওয়েব ওরফে মোহন কহিল, "আপনি ভূত বিশ্বাস করেন, মিঃ ওয়েস্ট?"

সহসা মিঃ ওয়েস্ট সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। হাসির বেগ থামিলে কহিলেন। "ভূত? ভূত বিশ্বাস করি আমি? আমি নিজেই একটি প্রকাণ্ড ভূত, মিঃ ওয়েব। কিন্তু ও-কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

মোহন ম্লান স্বরে কহিল, "আমি করি।"

মিঃ ওয়েস্ট পুনশ্চ সশব্দ হাস্যে মুখর হইয়া উঠিলেন। সগর্বে কহিলেন,

"আপনি করেন ? আপনি ভূত বিশ্বাস করেন ? এই বিংশ শতাব্দীতে মানুষ, বিশেষ ক'রে সুসভ্য জাতির সভ্য হ'য়ে আপনার এমন দুর্বলতা আছে ? সত্যই লজ্জার কথা, মিঃ ওয়েব।"

মোহন কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিল, "লজ্জার কথা হোক, আর না হোক, আমি বিশ্বাস করি। আমি আরও বিশ্বাস করি, আমার রুমে ভূত আছে। সুতরাং আমি ঐ ঘরটা ছেড়ে অন্য ঘর নেব মনস্থ করেছি।"

মিঃ ওয়েস্ট সোল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আপনার রুমে ভূত আছে ? আমি দেখতে চাই, আপনি আমাকে দেখাতে পারেন, মিঃ ওয়েব ?"

"সত্যিই আপনি বিশ্বাস করেন না ?" মোহন নিরীহ স্বরে প্রশ্ন করিল।

"আলবত না। আপনি যদি আমাকে ভূত দেখাতে পারেন, তবে আমি ৫০ পাউণ্ড আপনার কাছে হেরে যাবো। আপনি রাজি আছেন ?" মিঃ ওয়েস্ট উত্তেজিত স্বরে কহিলেন।

মোহন একটু দ্বিধাগ্রস্ত থাকিয়া কহিল, "মিথ্যে বাজি ধরছেন, কারণ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আপনি হেরে যাবেন, মিঃ ওয়েস্ট। সুতরাং আমার বন্ধুর লোকসান আমি করতে পারি কি ?"

"না, না, না। আমি কোন কথা শুনতে চাইনে। আমি আজ রাত্রে আপনার ঘরে শোবো, আপনি এই ঘরে থাকবেন। রাত্রে যদি ভূত দেখতে পাই, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ আমি ৫০ পাউণ্ড আপনাকে দেব। নচেৎ আমার কথা বিশ্বাস ক'রে আপনাকে ঐ পরিমাণ অর্থ হারাতে হবে।" মিঃ ওয়েস্ট উত্তেজিত স্বরে কহিলেন।

মোহন ক্ষণকাল দ্বিধাগ্রস্ত থাকিবার ভান করিয়া কহিল, "উত্তম, তাই হোক। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আপনাকে রাত্রে ঐ ঘর থেকে পালিয়ে আসতে হবে এবং ৫০টি পাউণ্ডও আমাকে দিতে হবে।"

"আমি আনন্দের সঙ্গে দেবো।" এই বলিয়া মিঃ ওয়েস্ট তাহার ব্যাগ লইয়া মোহনের কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং মোহন তাহার ব্যাগ মিঃ ওয়েস্টের কক্ষে লইয়া আসিল।

রাত্রি আটটা বাজিল। ডিনারের ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। মিঃ ওয়েস্ট ও মোহন একত্রে আহার সমাপ্ত করিয়া উপরে ফিরিয়া আসিল।

মিঃ ওয়েস্ট হাসিমুখে শুভরাত্রি জানাইয়া কহিলেন, "পঞ্চাশটি স্বর্ণ মুদ্রা পৃথক ক'রে রেখে সুনিদ্রা দিন, বন্ধু। আবার কাল প্রভাতে দেখা হবে। গুড নাইট !"

মোহন ম্লানমুখ করিয়া কহিল, "গুড নাইট !"

(২২)

যে মুহূর্তে মিঃ ওয়েস্ট মোহনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার চাবিবন্ধ করিলেন, সেই মুহূর্তে মোহনের সারামুখ ব্যাপিয়া সফলতার মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল, "আজকার রাত দেখছি জেগে কাটিয়ে দিতে হবে। আজ আর ঘুমোতে পারা যাবে না।"

মোহন কক্ষের আলো নির্বাপিত করিয়া দিয়া স্ক্রীন দিয়া বাতায়ন অর্ধ আবরিত করিয়া বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

মোহন রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিল, যেখানে সন্ধ্যা অবধি মোটরটি অপেক্ষা করিতেছিল, সেখানে এখন তাহা নাই। পরিবর্তে একটি লোক দাঁড়াইয়া যেন কোন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

মোহন অতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া লোকটিকে চিনিবার প্রয়াস পাইল। সে অপরাহ্ণে মোটরে যাহাদের দেখিয়াছিল বা যে উহাদের সহিত কথা কহিয়াছিল, অপেক্ষমান ব্যক্তিটি যে তাহাদের মধ্যে কেহ নহে, তাহাতে মোহনের সন্দেহমাত্র রহিল না।

মোহন একটি সিগারেট ধরাইল এবং ধীরে ধীরে কক্ষ-দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিল, বন্ধু মিঃ ওয়েস্টের কক্ষের আলোও নির্বাপিত হইয়াছে। মোহন মনে করিল, মিঃ ওয়েস্ট শয়ন করিয়াছেন।

মোহন পুনরায় দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বাতায়ন-পার্শ্বে আসিয়া বসিল এবং দেখিল, সেই লোকটি একই ভাবে একই স্থানে দাঁড়াইয়া একই ভাব প্রদর্শন করিতেছে। মোহন মনে মনে হাস্য করিল। সে ভাবিল, যদি ভূতের গল্প কাজ না করিত, যদি মিঃ ওয়েস্ট ও অন্যান্য অনেকের মত ভূত বিশ্বাস করিত, ভয় পাইত, তাহা হইলে সে আর কোন্ দ্বিতীয় পন্থা আবিষ্কার করিতে পারগ হইত?

মোহন আপনাকে আপনি ধন্যবাদ দিল। সে ভাবিতে লাগিল যে, কিছু সময়ের জন্য মিঃ ওয়েস্ট পীড়ন ভোগ করিতে পারেন, কিন্তু পরিশেষে এম্‌ব্যাসি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইতে সক্ষম হইবে। কিন্তু সে তাহাদের হাতে পড়িলে, আর কোন ক্রমেই তাহাতেই পৈত্রিক প্রাণটা লইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইবার উপায় থাকিবে না।

মোহন মনে মনে একবার সমস্ত দৃশ্যটা দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিল। সে ভাবিল, অদ্যকার প্ল্যান সফল হইলে, সে অন্তত পক্ষে তিন-চারি দিন সময় পাইবে, তাহার ভিতর সে নিরাপদে বহুদূর অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে।

কিন্তু কোন্ পথে যাইবে সে? ইংল্যান্ড হইয়া এয়ার সার্ভিসে, না জলপথে দীর্ঘ দিনের যাত্রায় গমন করিবে?

মোহন গভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। হোটেলের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি দশটা বাজিতে লাগিল।

'বন্ধু মিঃ ওয়েস্ট দীর্ঘ জীবনের পরবর্তী দিনগুলি আমাকে অভিশাপ দিয়া কাটাইবে, কিন্তু উপায় কী? আমাকে বাঁচিতেই হইবে, ভারত গভর্নমেণ্টের বহু লক্ষ টাকা আয়ের পথ বাঁচাইতেই হইবে। সবার উপর আমার রানীর জন্য আমাকে বাঁচিতেই হইবে।'

'রানী!' অকস্মাৎ মোহনের মন হইতে সকল চিন্তা নিঃশেষে লয় পাইয়া গেল। তাহার সকল মন ও সত্তা ভরিয়া শ্রীমতী রমার মুখখানি ভাসিয়া উঠিল। মোহন ভুলিল, তাহাকে অপহরণ করিবার জন্য গেস্টাপোর হিংস্র ব্যাঘ্রদল নীচে অপেক্ষা করিতেছে। মোহন ভুলিল, সে সহস্র সহস্র মাইল দূরে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা

pathagar.net

শহরের একটি হোটেলে বাস করিতেছে। মোহন ভুলিল, তাহার জীবনে প্রতিটি ক্ষণ দারুণ বিপদে পরিপূর্ণ। মোহন এক ও একান্ত হইয়া, প্রিয়তমা নারীর মুখখানি চিন্তা করিতে লাগিল। কোথা দিয়া যে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, তাহার কোন হিসাব রহিল না। মোহন চিন্তা-সাগরে ডুবিয়া গেল।

এমন সময়ে ঢং ঢং করিয়া নিস্তব্ধ গভীর রাত্রির বক্ষ ভেদ করিয়া, ১২টা বাজিবার শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল, মোহনের সকল চিন্তা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া তাহাকে সজাগ ও সচকিত করিয়া তুলিল। মোহন নিম্নে চাহিয়া দেখিল, অপরাহ্ণের মোটরখানি পুনরায় যথাস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইবার মোটরটির চারিদিকে আবরণ আচ্ছাদিত হইয়াছে।

সাহসী মোহনের মনও অকস্মাৎ দমিয়া গেল। সহসা সে নিজের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। এমন হীন উপায়ে প্রাণ বাঁচাইতে সে যে কি করিয়া সম্মত হইল, উপায় স্বয়ং উদ্ভাবন করিল, ভাবিতে সে লজ্জিত হইয়া পড়িল। শত্রুকে সামনা-সামনি দেখিয়া যাহার রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে, বিপদের মুখে যাহার উৎসাহ, উদ্যম, সাহস শতগুণে বর্ধিত হইয়া যায়, সে কি এইরূপ নারীর মত অন্তরালে লুকাইয়া বসিয়া থাকিবে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য? ছিঃ মোহন, ছিঃ দস্যু মোহন!

মোহন সকল কিছু ভুলিয়া ঋজু ভাবে মেঝের উপর দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছিল। সহসা তাহার মনে পড়িল, প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধে ছলনা-চাতুরি দোষের নহে। যেখানে জয়ের আশা নাই, সেখানে অসমসাহসিকতাকেও নির্বুদ্ধিতা বলিয়া থাকে। আমার উপর যে পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে, অবিবেচনা প্রসূত কোন কাজ করিয়া আমি কি তাহা হারাইতে পারি, না হারাইবার অধিকার আমার আছে?

মোহন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছিল, চারিদিক নিস্তব্ধ। সুবৃহৎ হোটেলের প্রতিটি কক্ষ মৃত্যুর মত নীরব। নিম্নে ক্বচিৎ একখানা মোটরকার চলিবার শব্দ উঠিয়া বাতাসে মিলাইয়া যাইতেছিল। মোহন ধীরে ধীরে বাতায়ন পার্শ্বে স্ক্রীনের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিল। সে দেখিল, মোটরকার ঠিক পূর্বেকার মতই অপেক্ষা করিতেছে; নিকটে কি দূরে কোন ব্যক্তিকেই দেখা যাইতেছে না।

মোহন দেখিল, একজন পুলিস-প্রহরী মোটরকারের নিকট উপস্থিত হইয়া, শোফারের আসনের নিকট অবনত মস্তকে দাঁড়াইল। মোহন বুঝিল, শোফারের সহিত পুলিস কথা কহিতেছে। পুনশ্চ চাহিতে মোহন দেখিল, পুলিস সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল।

কোথাও কোন শব্দ নাই, কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তবে কি গেস্টাপোর দল এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই?

মোহন আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিল, হঠাৎ সে একটা চাপা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শুনিতে পাইল। পরক্ষণেই সব নীরব হইয়া গেল। মনে হইল, শব্দটি পার্শ্বের

...হইতে আসিয়াছে। মোহন উৎকর্ণ হইয়া রহিল। কিন্তু আর কোন শব্দ সে শুনিতে পাইল না।

মোহন ভাবিল, একজন বলবান যুবককে ত্রিতল হইতে নিম্নতলে জলের পাইপ বাহিয়া লইয়া যাওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার উপর গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতায় সামান্য শব্দও গভীর হইয়া হোটেলের লোক-জনের নিদ্রা-ভঙ্গ করিতে পারে। কিন্তু কিছুই হইল না, কোন শব্দ মাত্র একবার ব্যতীত আর মোহন শুনিতে পাইল না। মোহনের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না; সে ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই গেস্টাপোগণ তাহাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই।

সহসা মোহনের দৃষ্টি রাস্তার উপর আকৃষ্ট হইল। সে দেখিল, কৃষ্ণবর্ণ পোশাকে আচ্ছাদিত কতিপয় ব্যক্তি দ্রুতবেগে অপেক্ষমাণ মোটরে আরোহণ করিতেছে। মোহন সবিস্ময়ে দেখিল, চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে মোটরটি নিঃশব্দে অতি দ্রুত ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। মোটর ছোটার এতটুকু শব্দও উত্থিত হইল না।

মোটর চলিয়া গেলে, হোটেলের পার্শ্ববর্তী বড় রাস্তাটি একেবারে জনমানবশূন্য হইয়া উঠিল। মোহন দাঁড়াইয়া থাকিতে ক্লান্তিবোধ করিয়া কৌচের উপর উপবেশন করিল ও বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাত্রি একটা বাজিল—গেস্টাপোর দেখা নাই। দুইটা বাজিল, দেখা নাই এবং তিনটা বাজিবার শব্দ শুনিবার পূর্বেই শ্রান্ত, ক্লান্ত ও চিন্তাগ্রস্ত মোহন আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি কিরূপে অতিবাহিত হইতে লাগিল, সেদিকে দৃষ্টি দিবার তাহার আর সাধ্য রহিল না।

পরদিন প্রভাতে মোহনের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সে মহা ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মোহন কক্ষের চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল, দ্বার একইভাবে চাবি-বন্ধ রহিয়াছে। সে দ্রুত হস্তে দ্বার মুক্ত করিয়া পার্শ্বের কক্ষে গমন করিয়া দেখিল, দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ রহিয়াছে। মোহন উদ্বিগ্ন মনে এক মুহূর্ত চিন্তা করিল এবং কর্তব্য স্থির করিয়া লইল। বৃহৎ হোটেলের প্রত্যেক দ্বারের তালাই প্রায় একরকম হওয়ায় মোহন আপন চাবি দিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

মোহন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, মিঃ ওয়েস্ট নাই। তাঁহার স্যুটকেশটি পর্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। কক্ষের ভিতর মিঃ ওয়েস্টের রাত্রিতে পরিবর্তিত পরিচ্ছদ পর্যন্ত নাই, কিছুই নাই।

মোহন পরম বিস্ময়ান্বিত হইয়া কয়েক মুহূর্ত স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে দ্রুতপদে মিঃ ওয়েস্টের কক্ষে গিয়া স্বীয় স্যুটকেশ, পোশাক ইত্যাদি আপন কক্ষে বহন করিয়া আনিল।

এমন সময়ে হোটেলের খানসামা ছোট হাজরী লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং টেবিলের উপর রাখিয়া প্রস্থান করিল।

মোহন দ্রুতবেগে বাথরুমে প্রবেশ করিল এবং স্নান ইত্যাদি শেষ করিয়া ছোট হাজরী আহার করিল।

দ্বারে টোকার শব্দ শুনিয়া মোহন বিস্মিত হইলেও কহিল, "ভেতরে আসুন।"

হোটেলের একজন কর্মচারী প্রবেশ করিল। সে সুপ্রভাত জানাইয়া কহিল, "আপনার বন্ধু কি প্রাতেই চলে গেছেন?"

মোহন পরম বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিল, "আমার বন্ধু? কা'র কথা বলছেন আপনি?"

কর্মচারী কহিল, "আমি মিঃ ওয়েস্টের কথা বলছি, স্যার। তিনি চলে গেছেন বলেই মনে হচ্ছে। কারণ তাঁর জিনিস-পত্র নেই।"

মোহন উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া কহিল, "তিনি বন্ধু আমার নন, সহযাত্রী বলতে পারেন। তাঁর কাজের শেষে যদি চলে গিয়েই থাকেন, তবে আপনাদের এত দুর্ভাবনা কেন? তাঁর কাছে কি কিছু পাওনা আছে?"

কর্মচারী লজ্জিত মুখে কহিল, "না স্যার, না। তিনি আমাদের এক সপ্তাহের চার্জ অগ্রিম জমা দিয়েছিলেন। সে কথা নয়, কথা এই যে, তিনি আমাদের না জানিয়েই চলে গেলেন, স্যার?"

মোহন কহিল, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কারণ আপনার সমস্যা আমি মেটাতে আপাতত অক্ষম। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে যেতে চাই। যদি দয়া করে আমার বিলটা পাঠিয়ে দেন, তবে বাধিত হই।"

কর্মচারী কহিলেন, "আপনার বিল তৈরি আছে, স্যার; কারণ আপনি গত কালই নোটিশ দিয়ে রেখেছেন। আমি এখনই নিয়ে আসছি।" এই বলিয়া অফিসার চলিয়া গেলেন।

মোহন সজ্জিত হইতে মত্ত হইল। অনতিবিলম্বে হোটেল-কর্মচারী প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং মোহনের হস্তে বিল দিলে, মোহন তাহা মিটাইয়া দিল এবং একখানি ট্যাক্সি হাজির রাখিবার জন্য অফিসারকে অনুরোধ জানাইল।

অফিসার নীচে চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই মোহন একরূপ লাফাইতে লাফাইতে হোটেলের করিডোরে উপস্থিত হইল এবং অপেক্ষমাণ ট্যাক্সিতে আরোহণ করিয়া কহিল, "রেলওয়ে স্টেশনে যাও।"

pathagar.net

গাড়ী ছাড়িবার পূর্বে হোটেলের দুইজন বয়, যাহারা মোহনের স্বল্পকাল অবস্থানের মধ্যে তাহার সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিল, তাহারা আসিয়া দীর্ঘ অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। মোহন পকেট হইতে দুইখানি এক পাউন্ডের নোট বাহির করিয়া, তাহাদের প্রত্যেকের ব্যগ্র-প্রসারিত হস্তের উপর স্থাপন করিল।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল। রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হইয়া মোহন ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল। এন্‌কোয়ারী অফিসে উপস্থিত হইয়া মোহন একখানা টাইম টেবিল ক্রয় করিল এবং রেলওয়ে রিফ্রেশমেন্ট রুমে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ছোট হাজরীর আদেশ দিল।

মোহন টাইম-টেবিলটি লইয়া পাঠ করিতে লাগিল। কোন্ পথে যাইবে, কোথায় এবং কোন্ উপায়ে গেলে বিপদের মাত্রা কমিবে, তাহা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল।

মোহন এই ভাবিয়া খুশি হইয়া উঠিল যে, জার্মান-মিনিস্টার প্রদত্ত লক্ষ মার্ক মূল্যের স্বর্ণ আর কোন অছিলাতেই তাহার নিকট হইতে কেহ অপহরণ করিতে পারিবে না, তাহা তাহার স্বনামে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

মোহন মনের আনন্দে শিস দিয়া উঠিল। রিফ্রেশমেণ্ট রুমের খানসামা সেলাম দিয়া কহিল, "হুজুর যে কিছুই খাচ্ছেন না?"

মোহন টাইম টেবিল ও চিন্তায় এতদূর অন্যমনস্ক হইয়াছিল যে, তাহার অন্য কিছুই মনে ছিল না। সে খানসামাকে ধন্যবাদ দিয়া ছোট হাজরী আহার করিল এবং বিল ও বকশিশ-চুকাইয়া দিয়া, স্টেশন ওয়েটিং রুমে ফিরিয়া আসিল।

মোহন স্থির করিল যে, সে অষ্টিয়ার মেলে দার্দানেলিসে উপস্থিত হইবে এবং সেখান হইতে জাহাজযোগে ইরাকে গমন করিবে।

অস্টিয়ার মেল ছাড়িতে তখনও কয়েক ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। মোহন চিন্তাশূন্য মনে একটু ঘুমাইয়া লইবার ইচ্ছা করিয়া একটি সুবৃহৎ ইজিচেয়ারে অঙ্গ ঢালিয়া দিল এবং চক্ষু মুদিত করিল।

একজন রেলওয়ে অফিসার ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিয়া, সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "আপনি কোথায় যাবেন?"

মোহন কহিল, "কে আপনি?"

"আমি রেলওয়ে অফিসার।" ভদ্রলোক জানাইলেন। মোহন নির্বিকার মুখে আপন পাশ-পোর্টখানি অফিসারের হাতে তুলিয়া দিলে তিনি নিবিষ্ট চিত্তে তাহা পরীক্ষা করিয়া মোহনের হাতে ফেরত দিয়া কহিলেন, "আপনি কি কিছুদিন জার্মানীতে থাকবেন?"

মোহন তাহার গতিবিধি গোপন রাখিবার অভিপ্রায়ে কহিল, "কিছু মাত্র ঠিক নেই। তবে আপনার সুন্দর দেশটা একটু ঘুরে দেখবার প্রবল লোভ আছে আমার।"

স্বদেশের সুখ্যাতি শুনিয়া অফিসার প্রীত হইয়া কহিলেন, "এখন কোথায় চলেছেন?"

মোহন কহিল, "কোথায় যাওয়া যায় বলুন দেখি? আমার ভবঘুরে জীবন, একটু ঘুরে বেড়াতে চাই। আপনিই আমাকে পরামর্শ দিন, কোথায় গেলে আমার দেখা ও ভ্রমণ দুইই সার্থক হবে।"

অফিসার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমাকে মার্জনা করবেন আপনি। কারণ মানুষ স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী দেখে ও শুনে তৃপ্তি পায়। আমার তৃপ্তি যদি আপনার অতৃপ্তি আনে, তা'র চেয়ে স্বদেশদ্রোহিতা আমার অন্য কিছুতেই হবে না। কারণ এইমাত্র আপনি বলেছেন যে আমার জন্মভূমি আপনার চোখে সুন্দর মূর্তিতে প্রতিভাত হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমি কোন পরামর্শ দিতে পারব না, স্যার।"

pathagar.net

মোহন অত্যধিক প্রীত হইয়া কহিল, "ধন্যবাদ! আমি ফ্রন্টিয়ার মেলে কিছুদূর বেড়িয়ে আসবো মনস্থ ক'রে বার হয়েছি। কিন্তু মেলের দেরি থাকায় একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করছি, অবশ্য যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে।"

অফিসার অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "আপনি নিদ্রা যান। আমি দেখবো, যেন কেউ আপনাকে বিরক্ত না করে এবং মেলের সময় আমি স্বয়ং আপনাকে জাগিয়ে দেব।"

মোহনের অসংখ্য ধন্যবাদ লইয়া অফিসার বাহির হইয়া গেলেন। মোহন মনে মনে কহিল, "কোন রকমে একবার তুর্কীস্থান ত্যাগ করতে পারলে হয়, তারপর হের জোমার, আমি একবার তোমাকে দেখিয়ে দেব, দস্যু মোহনের সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধে জেতা বড় সহজ ব্যাপার নয়!"

মোহন শয়ন করিল এবং অনতিবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। মোহন স্বপ্ন দেখিল, যেন সে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে আবাহন করিয়া লইবার জন্য মিঃ বেকার ও গভর্নমেণ্টের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী দিল্লীর রেলওয়ে স্টেশনে সমবেত হইয়াছেন। সকলের সহিত করমর্দনের পালা শেষ হইলে, যখন মিঃ বেকার বলিলেন, 'ট্রেড-প্যাক্ট কৈ, মোহন', অমনি মোহন পকেটে হাত দিল, কিন্তু দেখিল, ট্রেড-প্যাক্ট নাই। মোহন গর্জিয়া উঠিল, 'জোমার' দস্যু, আমার সঙ্গে চালাকি? এই বলিয়া সে যেন এক লম্ফে জোমারের উপর লাফাইয়া পড়িয়াছে, আর হের জোমার বলিতেছেন, "উঠুন মিঃ ওয়েব, উঠুন, এইবার সময়ে হয়েছে, উঠুন।"

মোহনের নিদ্রা ছুটিয়া গেল। সে দেখিল, ভদ্র অফিসারটি অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগরিত করিতে নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন ও মেলের সময় হইয়াছে বলিতেছেন।

মোহন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া দ্রুতবেগে উঠিয়া বসিল এবং আপন কোটের বক্ষ স্পর্শ করিয়া ট্রেড-প্যাক্ট যে যথাস্থানে আছে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া হাসিমুখে কহিল, "অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলাম, তাই ঘুম এত গাঢ় হয়েছিল। আপনাকে কষ্ট দিলুম, সেজন্য আমাকে মার্জনা করুন।"

অফিসার কহিলেন, "আমার কর্তব্য আমি করেছি, মিঃ ওয়েব, সে জন্য ধন্যবাদের কোন কথাই ওঠে না। আপনি আসুন, মেল ছাড়তে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে।"

মোহন সুটকেশটি হাতে লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

(২৩)

ফ্রন্টিয়ার মেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় মোহন আরোহণ করিল। সে দেখিল, কক্ষে একটি তুর্কী বালিকা ও একটি বৃদ্ধা এবং দুই জন ভদ্রলোক রহিয়াছেন। ভদ্রলোক দুইজনকে ইয়োরোপীয়ান বলিয়াই মোহন অনুমান করিল।

যথাসময়ে ফ্রন্টিয়ার মেল ছাড়িয়া দিল। মোহন আড়চোখে ভদ্রলোক দুইজনের দিকে একবার চাহিয়া লাঞ্চ খাইবার জন্য ডাইনিং-সেলুনে গমন করিল।

খাইয়া মোহন আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দুইজন ভদ্রলোক তাঁহাদের শার্থে শয়ন করিয়াছেন এবং মহিলা দুইজন পরস্পর কথা বলিতেছেন।

মোহন কাহারও সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া স্টেশনে ক্রীত পূর্বের একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র পাঠ করিতে লাগিল।

সংবাদ-পত্রে ইয়োরোপের নানা সংবাদের মধ্যে ভারতবর্ষের খবর কোথাও দেখিতে না পাইয়া, মোহন অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু একটি সংবাদের উপর দৃষ্টি পড়িতেই, তাহার একাগ্র মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। আমরা সংবাদটির অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করলাম।

"আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি একটি অভিনব এবং অদ্ভুত ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তাহা প্রকাশের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া, এখানে সংবাদটি প্রকাশিত করলাম। আশা করি, পুলিসের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইবে এবং সত্য ঘটনা নির্ধারিত হইবে।"

"গত পরশ্ব রাত্রে জার্মানী হইতে আগত কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর মধ্যে মিঃ ওয়েস্ট নামীয় একজন ইংরাজ ভদ্রলোক আকারা গ্র্যান্ড হোটেলে একটি রুম রিজার্ভ করেন। তিনি এক সপ্তাহ হোটেলে বাস করিবেন জানাইয়া এক সপ্তাহের চার্জ অগ্রিম দেন।"

"মিঃ ওয়েস্ট হোটেলে প্রবেশ করিবার অল্প সময় পরেই বাহিরে চলিয়া যান। রাত্রির পর প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বাহিরে ডিনার সারিয়া আসিয়াছেন বলিয়া হোটেলের ম্যানেজারকে সংবাদ দেন। যাহা হউক, যথাসময়ে তিনি রাত্রে শয়ন করিতে যান। কিন্তু পরদিন প্রাতে তাঁহাকে আর পাওয়া যায় না। হোটেলের কর্তৃপক্ষগণ এই ভাবিয়া উদ্বিগ্ন এবং শঙ্কিত হইয়াছেন যে, মিঃ ওয়েস্টের পক্ষে এরূপভাবে অদৃশ্য হওয়া বা আগমন করার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন নিবিড় রহস্য নিহিত আছে। নহিলে যে ব্যক্তি এক সপ্তাহের চার্জ অগ্রিম দিয়া হোটেলে এক সপ্তাহ বাস করিতে আসেন, তিনি এরূপ রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হইতে পারেন —কোন উপায়েই তাহার সমর্থন মিলে না।"

"মিঃ ওয়েস্টের সহিত তাহার একমাত্র লগেজ স্যুটকেশটিও অন্তর্হিত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি রহস্যজনকভাবে হোটেল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

"আমরা এ বিষয়ে পুলিস কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আকর্ষণ করার কারণ ইহা নহে যে, মিঃ ওয়েস্টের কোন বিপদ ঘটিয়াছে বা তিনি কোন বিপদে পতিত হইয়াছেন। আকর্ষণ করিতেছি এইজন্য যে, সত্যই কি তিনি তাহাই, যে পরিচয়ে তিনি হোটেলে উঠিয়াছিলেন?"

মোহন সম্পাদকীয় মন্তব্যটি পাঠ করিয়া মনে মনে হাস্য করিল এবং কাগজখানি রাখিয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল, একজন ভদ্রলোক তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। মোহন মৃদু অস্বস্তি বোধ করিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইলে, ভদ্রলোক বলিলেন, "মার্জনা করবেন আমাকে। কিন্তু আপনার মুখ আমার অত্যন্ত পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কোথায় দেখেছি, স্মরণ করিতে পারছিনে।"

মোহন কহিল, "আমি যে কোথাও আপনাকে দেখেছি, তেমন মনে হয় না।"

ভদ্রলোক কহিলেন, "আপনি কি হালফিল জার্মানী গিয়েছিলেন ?"

মোহন একমুহূর্ত লোকটির দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া স্পষ্ট কহিল, "না।"

"আপনি কি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ?" ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন।

মোহন শঙ্কিত হইয়াও, বিরক্ত কণ্ঠে কহিল, "আপনার জেরা করবার বা করবার কোন অধিকার আছে বলে স্বীকার করিনে। তা'ছাড়া কোন সহযা বিরক্তির কারণ হওয়াও নিশ্চয়ই প্রত্যেক সুসভ্য দেশে অপরাধ বলেই গণ্য হয়।"

ভদ্রলোক উঠিয়া বসিলেন এবং পকেট হইতে একটি প্রতিক চিহ্ন বাহির করিয়া মোহনের হাতে দিলেন। মোহন সবিস্ময়ে দেখিল, প্রতীক চিহ্নটিতে 'গেস্টাপো' কথাটি লেখা রহিয়াছে। মোহন ইতিপূর্বে এরূপ প্রতীক-চিহ্ন দেখিয়াছে, সুতরাং ভদ্রলোক যে জার্মানীর গোয়েন্দা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার তাহা বুঝিতে এতটুকু বিলম্ব হইল না। মোহন মনে মনে অতি মাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। প্রকাশ্যে কহিল, "বুঝলাম না তো ?"

ভদ্রলোক হাস্য করিয়া কহিলেন, "গেস্টাপো নাম ইতিপূর্বে শোনেননি ?"

মোহন চিন্তার ভান করিয়া কহিল, "কৈ না। 'গেস্টাপো' কি কোন ইংরাজী শব্দ ?"

গেস্টাপো অফিসার হা-হা শব্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। হাসির রূপ দেখিয়া মোহন চিন্তিত হইয়া উঠিল। অফিসার কহিলেন, "গেস্টাপো ইংরাজী শব্দ না। অবশ্য ইংরাজের দেশেও এই কথাটির সম অর্থবাচক শব্দ আছে। তাঁরা সি, আই, ডি বিভাগ বোধ হয় বলে থাকেন। সি, আই, ডি বিভাগের নাম শুনেছেন ? না তাও কোনদিন শোনেন নি ?"

মোহন হাস্য করিয়া কহিল, "ভারতীয় হ'য়ে 'সি, আই, ডি' নাম শুনিনি, এমন ভাগ্যবান আমি নই, স্যার। আপনার 'গেস্টাপো'র অর্থ যদি 'সি, আই, ডি' হয়, আপনি গেস্টাপো অফিসার হন তা' হ'লে আপনার পরিচয়ের এতটুকু রহস্য আমার কাছে আর থাকে না। এইবার বলুন, আপনি আর কি জানতে চান ?"

অফিসার কহিলেন, "আপনি ভারতীয় ?"

"খাঁটি ভারতীয়—আমি হিন্দু।" মোহন গর্বিত স্বরে কহিল।

অফিসার চিন্তিত স্বরে কহিলেন, "আপনি নিশ্চয় জানেন, এর পূর্বে আপনার সঙ্গে আমার কখনও আলাপ হয় নি ?"

মোহন বুঝিল, অফিসার ধাঁধায় পড়িয়াছেন। সে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। তাহার এরূপ অহেতুক হাস্যের নিগূঢ়ার্থ কি হইতে পারে, অফিসার ভাবিবার চেষ্টা না করিয়া কহিলেন, "আপনি কোথায় যাবেন ?"

"কিছু স্থির নেই, স্যার ; কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন ? যদি জানতে পারতাম, তা' হ'লে আমার গন্তব্য-স্থানও স্থির করতে পারতাম।" মোহন পরিহাস স্বরে কহিল।

pathagar.net

গেস্টাপো ভদ্রলোক হাসিলেন; কহিলেন, "আমাদের দৃষ্টির বাইরে যাওয়া একটু রীতিমত সমস্যার বস্তু, মিঃ মিঃ…"

মোহন কহিল, "গুপ্ত।"

অফিসার কহিলেন, "হাঁ, মিঃ গুপ্ত।"

মোহনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনি কোথায় যাবেন?"

অফিসার রহস্যজনক স্বরে কহিলেন, "আমার সন্দেহভঞ্জন না হওয়া পর্যন্ত আপনার বন্ধু হ'তে দোষ কি, মিঃ গুপ্ত?"

"কিছুমাত্র না, মিঃ গেস্টাপো। তবে আপনার কোন্ সন্দেহ বলুন তো?" মোহন প্রশ্ন করিল।

"আমি মিঃ গেস্টাপো নই। আমার নাম হের রাম। হাঁ, আমার সন্দেহ হচ্ছে এই যে, আপনাকে কোথায় দেখেছি এ-সন্দেহ আমার নিরসন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আপনি যে পরিচয় আপনার দিলেন, তা'তে সত্য বলতে কি, সন্দেহ আমার বেড়েছে ভিন্ন কিছুমাত্র কমেনি।" হের রাম কহিলেন।

মোহন বুঝিল, গেস্টাপো পিছু লইতেছে। সে ইহাতে কিছুমাত্র উদ্বেগের ভাব প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "ভগবান যে কখন কোন্ পথে তাঁর সন্তানদের সাহায্য করেন, তা' কল্পনাতীত। নইলে যে সময়ে একজন বন্ধুর, একজন সাক্ষীর আমার বিশেষ প্রয়োজন, ঠিক সেই সময়েই আপনাকে মিলিয়ে দিলেন। কাকে যে ধন্যবাদ দেব জানিনে।"

"অর্থাৎ আমাকে, কি ভগবানকে?" এই বলিয়া হের রাম হাসিয়া উঠিলেন। হাসি থামিলে পুনশ্চ কহিলেন, "কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের কেউ ধন্যবাদ দিয়েছেন কি-না তা' স্মরণ করা সত্যই এক দুরূহ ব্যাপার।"

মোহন হাসিয়া উঠিল; কহিল, "এইবার বন্ধুর মত ব্যবহার করছেন, হের রাম। আলাপ আমাদের প্রচুর হয়েছে, বিশ্রামের প্রয়োজন এখন। কি বলুন, রাজি?"

হের রাম হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "রাজি না হওয়া ছাড়া উপায় কী? এটা জার্মানী নয় যে, আপনাকে আমি সার্চ করবো বা আপনার পাশপোর্ট দেখতে চাইব।"

মোহন মনে মনে আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়াও হাসিয়া উঠিল এবং আপাদমস্তক একখানা চাদরে আবৃত করিয়া কহিল, "গুডডে, হের রাম!"

"গুড ডে, মিঃ গুপ্ত!"

(২৪)

সেদিন রাত্রে ডিনারের টেবিলে মোহন ও গেস্টাপো অফিসার হের রাম একত্রে বসিয়া আহার করিলেন এবং গাড়ীর ভিতর একত্রে শয়ন করিলেন।

মোহনের অন্যান্য সহযাত্রীরা পথে কোন না কোন স্টেশনে নামিয়া গিয়াছেন। শুধু 'গেস্টাপো' আপন কথামত মোহনের পিছু ছাড়ে নাই। অবশ্য আর কোন প্রশ্ন বা জেরা তিনি মোহনকে করেন নাই, কিন্তু অসীম অধ্যবসায় সহকারে তাহার

সঙ্গ লইয়াছেন।

এরূপ পরিস্থিতি মোহনের মনের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া আনিল। রাত্রে ডিনারের পর তাহারা উভয়ে যখন কম্পার্টমেণ্টে ফিরিয়া আসিল এবং হের রাম 'শুভরাত্রি' জানাইয়া শয়ন করিলেন, তখন মোহন বার্থের উপর বসিয়া ধাবমান ট্রেনের বাতায়ন দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

মোহনের ধৈর্য শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিল। তাহার মনে একথা বারবার জাগরিত হইয়াছিল যে, সে যদি এই দুর্বিনীত, জেদী অভদ্র লোকটাকে এই অবসরে পোঁটলা পাকাইয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে লোকটার বিরক্তিকর সঙ্গ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেরূপ করিলে হতভাগ্য যে প্রাণ হারাইবে, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মোহন আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতে লাগিল যে, সে প্রাণ লইবে? একটা মানুষকে হত্যা করিবে? কিন্তু কিসের জন্য? তাহার সঙ্গ লইয়াছে বলিয়া? তাহাকে সন্দেহ করিয়াছে বলিয়া? কিন্তু কেন এই লোকটা তাহাকে সন্দেহ করিতেছে?

মোহন গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিল, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিল না, তাহাকে কোথায় দেখিয়াছে অথবা লোকটাই-বা তাহাকে কোথায় দেখিয়াছে? মোহনের মনে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত একটা সম্ভাবনা জাগরিত হইল। সে অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "তবে কি আমাকে গ্র্যাণ্ড হোটেলে দেখিয়াছে? যে সব দুর্বৃত্ত-দল আমাকে অপহরণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কি এই দুর্বৃত্তও ছিল?"

মোহন হের রামকে নিদ্রিত মনে করিয়া তাহার দিকে চাহিতেই দেখিল, তিনি তাহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। মোহনের সহিত তাহার দৃষ্টি বিনিময় হইতেই তিনি এমন স্বরে হাসিয়া উঠিলেন, যাহা শুনিয়া অতীব সাহসী মোহনের রক্তও ঠাণ্ডা হইয়া গেল। মোহন গম্ভীর স্বরে কহিল, "এসবের অর্থ কী, হের রাম? উঠুন, কৈফিয়ৎ দিন।"

মোহনের দৃঢ় স্বরে হের রাম উঠিয়া বসিলেন; কহিলেন, "আপনি অতটা উতলা হচ্ছেন কেন? ভয়ের কোন হেতুই নেই।"

মোহন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার ধৈর্য নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল; হের রাম কিছু সন্দেহ করিবার পূর্বে মোহন ভীমবলে তাঁহার দুইখানি হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "নিরীহ ভদ্রলোককে উত্যক্ত করার সাজা আপনাকে নিতে হবে। আমি যথেষ্ট সহ্য করেছি, এইবার সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে, উঠে দাঁড়াও।"

মোহনের হাতের লৌহ-পেষণে হের রামের মুখ যন্ত্রণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি আর্তস্বরে কহিলেন, "হাত ভেঙ্গে গেল ছাড়ুন। বলুন, আপনি কি চান?"

মোহন হাতের পেষণ ঈষৎ হালকা করিয়া কহিল, "প্রথমত তোমার রিভলভার দুটো চাই।" এই বলিয়া হের রামের দুই পকেট হইতে টোটা ভরা রিভলবার বাহির

pathagar.net

[illegible] আপন পকেটে রাখিল এবং তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া পুনশ্চ কহিল, "এই-বার কথার জবাব দাও।"

"[illegible]!" হের রাম হাতের আহত স্থান দু'টিতে পর্যায়ক্রমে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন।

"কে আপনি? কেন আমার পিছু নিয়েছেন?" মোহন গর্জিয়া উঠিল।

হের রাম মোহনের রক্তবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমি গেস্টাপো অফিসার। হেড কোয়ার্টারের আদেশ ক্রমে আমরা কোন এক ব্যক্তির ওপর নজর রাখছিলাম। পরে......"

মোহন অধৈর্য স্বরে কহিল, "চুলোয় যাক কোন এক ব্যক্তি। আমার সঙ্গে তা'র সম্পর্ক আছে?"

"আপনি অবিকল তা'র মত দেখতে। যদিও সে ব্যক্তিকে আমরা নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করেছি, কিন্তু আপনাকে আঙ্কারা স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে ঘুমোতে দেখে, আমার সন্দেহ জাগে, আমি পিছু নিই। এই হ'ল আমার যা কিছু বক্তব্য।" হের রাম ম্লান স্বরে কহিলেন।

মোহন বুঝিল, হের রাম সত্য কথা বলিতেছেন। সে দ্রুত চিন্তা করিতে লাগিল, যেমন করিয়াই হউক এই ব্যক্তির সংস্রব এড়াইতে হইবে। কি প্রকারে? মোহন প্রকাশ্যে কহিল, "তারপর এখন?"

"আমাকে যদি ছেড়ে দেন, আমি পরের ট্রেনে আঙ্কারায় ফিরে যাবো।" হের রাম ধীর স্বরে কহিলেন।

মোহন কহিল, "হাঁ, তোমাকে ছেড়ে দেবো। আমি এই ধাবমান ট্রেনের জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দেবো নর-পিশাচের দল!" মোহনের কণ্ঠস্বরে অপরিমেয় ঘৃণা উপছাইয়া উঠিল।

হের রামের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি কম্পিত স্বরে কহিলেন, "আমি শপথ ক'রে বলছি, যাই হোক্ না কেন, আমি আপনাকে আর বিরক্ত করবো না। করবো না, কারণ আমার একার সাধ্যে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করা চলবে না। যদিও আমি বুঝেছি ভুল আমাদের হয়েছে এবং সে ভুল যখন অন্যের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, তখন আমি আর জ্বলন্ত আগুন নিয়ে খেলা করতে চাই না। আপনি আমাকে পরবর্তী স্টেশনে মুক্তি দিন, মিঃ ওয়েব, আমি আমার সব কিছু পবিত্র বস্তুর নামে প্রতিজ্ঞা করছি, আপনাকে আমি আর বিরক্ত করবো না, আপনার সঙ্গে আমার এই সাক্ষাতের কথাও কারুর নিকট ব্যক্ত করবো না।"

মোহন নীরবে চিন্তা করিতেছিল। কহিল, "গেস্টাপো কি শপথবাক্যের পবিত্রতা রাখে?"

হের রামের মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, "গেস্টাপোও মানুষ, মিঃ ওয়েব। যখন সে দুঃখিত হয়, তখন যে কোন মানুষের মতই হয়। কিন্তু সৈন্য দলের যেমন নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা, বিবেক, প্রবৃত্তি বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি রাষ্ট্রের অধীনে নিয়োজিত কর্মী'র দলেরও কোন স্বাধীন

মতামত থাকতে পারে না। তা' হলেও যেখানে মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়, সেখানে কথা চিরকালই স্বতন্ত্র হ'য়ে দেখা দেয়। আমরা বর্তমান ক্ষেত্রেও সেই এক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি। এখানে গেস্টাপো শপথ করছে না মিঃ ওয়েব, হের রাম তা'র প্রাণ ভিক্ষা চাইছে।"

ট্রেনের গতি মন্দ হইতেছিল; মোহন বুঝিল, কোন একটা স্টেশনে মেল দাঁড়াইতে চলিয়াছে। সে কহিল, "উত্তম! আমি আপনাকে মুক্তিই দেব। কিন্তু এই দু'টি বস্তু বর্তমানের জন্য আমার কাছে থাকবে।" এই বলিয়া হের রামের রিভলভার দুইটি বাহির করিয়া একবার দেখাইল এবং পুনশ্চ আপনার পকেটে রক্ষা করিয়া কহিল, "যদি ভবিষ্যতে কোনদিন কোন সুযোগ দেখা দেয়, তবে তখন আমি সানন্দে এই দু'টি আপনার হাতে প্রত্যর্পণ করবো।"

হের রাম কহিলেন, "তা' ছাড়া আর উপায়ও দেখি নে, মিঃ ওয়েব। আপনার ক্ষেত্রে আমি থাকলেও, ঠিক একই ব্যবস্থা করতাম।"

মেল-ট্রেন একটা স্টেশনে দাঁড়াইল। মোহন হের রামকে অবতরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। হের রাম তাঁহার সুটকেশ হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্ল্যাটফরমের উপর নামিয়া কহিলেন, "শুভরাত্রি!"

মোহন কহিল, "শুভরাত্রি, হের রাম! কিন্তু চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না যেন! আমি দু'বার কারুকে মার্জনা করি না।"

পর মুহূর্তে হের রাম ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মোহন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। মেল-ট্রেন নিয়মিত সময় অতিবাহিত করিয়া আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল। মোহন টাইম টেবিলের সহিত সময় মিলাইয়া জানিতে পারিল যে, গন্তব্য-স্থানে পৌঁছাইতে এখনও তিন-চারি ঘণ্টা বিলম্ব আছে। অতি প্রত্যূষে মেল-ট্রেন যাত্রা শেষ করিবে।

মোহন দ্বিতীয় কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া শয়ন করিল এবং অবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

সহসা মোহন বক্ষে একটা দারুণ চাপ অনুভব করিয়া জাগরিত হইল এবং চাহিয়া যাহা দেখিল তাহাতে আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে দেখিল, হের রাম তাহার নিদ্রিত অবস্থায় তাহার দুই হাত ও পা বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন এবং বক্ষের উপর বসিয়া, তাহার গলা একহাতে চাপিয়া ধরিয়া অন্য হাতে পকেট অনুসন্ধান করিতেছেন। মোহন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সমস্ত অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিল। সে যে জাগরিত হইয়াছে, হের রাম তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, কণ্ঠনালীর ভীম পেষণে মোহন জ্ঞান হারাইয়াছে।

কোটের বাহিরের পকেট অনুসন্ধান শেষ করিয়া হের রাম যখন ভিতরের পকেটে হাত প্রবেশ করাইবেন, তখন, মোহন তাহার নিজস্ব কৌশল বলে হস্তের ও পায়ের বন্ধন মুক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে অকস্মাৎ ভীম বেগে রামকে দুই হাতে এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিল, হের রাম সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিটকাইয়া পড়িলেন এবং গড়াইতে গড়াইতে দেওয়াল গাত্রে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ মোহন উঠিয়া দাঁড়াইল

[illegible] উদ্যত করিলেন। তাঁহার দুই ধূসর বর্ণ চক্ষুতে মৃত্যু নৃত্য করিয়া [illegible]।

মোহনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। হাসি নয়, পরমক্রোধ হাসি আকারে [illegible] করিল। একটি দুর্বোধ্য অস্ফুট চীৎকার করিয়া মোহন—হের রাম [illegible] চালাইবার পূর্বেই—তাঁহার দুই পায়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। সেই [illegible] সহ্য করিতে না পারিয়া, হের রাম ছিটকাইয়া সশব্দে পশ্চাতের দ্বারের [illegible] পড়িলেন, যে দ্বার মুক্ত করিয়া কিছু পূর্বে তিনিই প্রবেশ করিয়াছিলেন, বন্ধ [illegible] নাই, সেই মুক্ত দ্বারের ভিতর দিয়া কিছু বুঝিতে পারিবার পূর্বেই ঘণ্টায় [illegible] মাইল বেগে ধাবমান মেল-ট্রেনের বাহিরে গিয়া পড়িলেন। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, [illegible]পর সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

মোহন বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দ্বারের নিকট গেল এবং অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া [illegible]বেগে ধাবমান ট্রেনের গর্জন শুনিতে লাগিল। মোহনের কণ্ঠস্বর হইতে [illegible] হইল, "হায়! হতভাগ্য!"

ইহার পর মোহনের পথে আর কোন বিপদ দেখা দেয় নাই। সে দার্দানেলিস [illegible] জাহাজ যোগে আলেকজান্দ্রিয়া এবং সেখানে হইতে ইম্পিরিয়াল এয়ার-[illegible]জের এরো-মেল যোগে দিল্লীতে উপস্থিত হইল।

সেদিন দিল্লীর এরোড্রোমে গভর্নমেন্টের হোম-মেম্বার হইতে বাঙলার চীফ্ [illegible]টিভ ইন্‌স্পেক্টার মিঃ বেকার, দিল্লীর ইণ্টেলিজেন্সের বড়কর্তা মিঃ হ্যারো [illegible] বহু অফিসারের সমাগম হইয়াছিল। করমর্দনের পালা শেষ হইলে, মোহন [illegible]মুখে ট্রেড-প্যাক্টখানি হোম-মেম্বারের হাতে তুলিয়া দিলে, তিনি একটিবার [illegible] পরীক্ষা করিয়া, বিনিময়ে মোহনের হাতে প্রতিশ্রুত পাঁচলক্ষ টাকার একখানি [illegible] দিয়া, হাসিয়া কহিলেন, "ইরাক হ'তে আপনার তার পেয়ে আমরা প্রস্তুত [illegible]লাম, সুতরাং আপনাকে চেকের জন্য যাতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব করতে না হয়, [illegible] মিঃ বেকারের নির্দেশে সব কিছুই প্রস্তুত রেখেছিলাম।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "মিঃ ওয়েষ্ট প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি পেয়েছেন।"

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "কি রকম! তোমার······"

মিঃ হ্যারো বাধা দিয়া কহিলেন, "জার্মানীতে ব্রিটিশ এ্যাম্বাসাডার সনাক্ত করেন এবং তাঁর নিদারুণ ভুলের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা আদায় করেন রাইখের কাছ থেকে।"

"কিন্তু আপনারা খবর পেলেন কোথা হতে?" মোহন প্রশ্ন করিল।

"আজকাল বাতাসে বিদ্যুৎ চলে যে, বন্ধু!" এই বলিয়া মিঃ বেকার মোহনের [illegible] কানে কোন কথা বলিলেন।

মোহন সচকিত হইয়া লাফাইতে লাফাইতে অদূরে অপেক্ষমাণ একটি মোটরের [illegible] উপস্থিত হইল। সেখানে একটি তরুণী রমণীর আনন্দাশ্রুসজল মুখখানি [illegible] চাপিয়া ধরিয়া কহিল "রানী! রানী আমার!"

রমা আরক্ত মুখে কহিল, "ছিঃ! ছাড়ো, দাদা রয়েছেন গাড়ীতে।"

পরমুহূর্তে মোহন সরোজের হাত দুটি চাপিয়া ধরিল।

Pathagar.net

মোহনের অজ্ঞাতবাস

(১)

প্রচুর অর্থ দস্যুতা-বৃত্তিতে উপার্জন করিয়া মানিকলাল সহসা একদিন তাহার বৃত্তির উপর বীতস্পৃহ হইয়া উঠিল এবং দস্যুতা ত্যাগ করিয়া রীতিমত ভদ্র নাগরিক সাজিয়া বসিল।

একদিন রাত্রে কলিকাতার সিনেমায় কোন একটি রোমাঞ্চকর ছবি দেখিয়া যখন সে পথে বাহির হইয়া পড়িল, তখন তাহাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাইতেছিল। ইহার হেতু এই যে, সে যে-ছবিখানি কিছু পূর্বে দেখিয়াছে, উহা এক দস্যুর জীবন-আলেখ্য এবং তাহা প্রায় নিখুঁতভাবেই তাহার জীবনের অতীত কার্য-কলাপের সহিত মিলিয়া যায়।

মানিকলাল ভাবিতে লাগিল, কিছুদিন পূর্বে সে-ও ঠিক এইভাবে দস্যুতা করিত, পরে পুলিসের দ্বারা গ্রেফতার হইয়া ঠিক ঐভাবেই কারাদণ্ড ও অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে। কিন্তু অতীতকে সে ভুলিতে বসিয়াছে! অতীত জীবনকে সে সমাধিস্থ করিয়াছে, আর কোন প্রলোভনই তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবে না। কিছুতেই না, কোন প্রলোভন-বশেই না।

মানিকলাল পুনশ্চ নূতন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে উদয় হইল, মাত্র কয়েক মাস পূর্বে সে লৌহ-সিন্দুক খোলার ব্যাপারে একজন বড় বিশেষজ্ঞ ছিল। কলিকাতা শহরে এমন কোন নিরাপদ, সুদৃঢ় লৌহ-সিন্দুক ছিল না, যাহা সে কয়েক মিনিটের মধ্যে খুলিতে না পারিত। ইহার জন্য পুলিস তাহার নাম দিয়াছিল, "সিন্দুক-রাক্ষস!"

ভাবিতে ভাবিতে মানিকলালের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, 'না, আর না।' সে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত করিয়াছে। তাহার অবশিষ্ট জীবনের পক্ষে তাহা যে পর্যাপ্ত হইবে—কোন সন্দেহই তাহাতে নাই। সে সৎ পথে আরামদায়ক জীবন উপভোগ করিতেছে, নিঃশঙ্ক ভাবে দিবালোকে পথ চলিতে পারিতেছে, সে এইবার সুখী হইয়াছে। মানিকলাল অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে পথ চলিতে লাগিল।

পুলিশ-বিভাগও মানিকলালের বর্তমান পরিবর্তনের বিষয় অবগত ছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিলেন। মানিকলালের মত এক দুর্বৃত্ত ও দুর্ধর্ষ দস্যু যে দস্যুতায় বীতরাগ ও বীতস্পৃহ হইয়া তাঁহাদের উৎকণ্ঠা নিরসন করিবে, ইহাও এক অপ্রত্যাশিত ও অভিনব ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

মানিকলাল অবশেষে তাহার বিবেকানন্দ রোডের ফ্ল্যাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সম্পূর্ণ একটি ফ্ল্যাট লইয়া বাস করিতেছিল। একত্রে পাচক ও পরিচারকের কার্য করিত, এমন এক ব্যক্তিকে সে নিযুক্ত করিয়াছিল।

মানিকলাল ফ্ল্যাটে প্রবেশ করিয়াই ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়া দিল। সহসা তাহার দৃষ্টি মেঝের একস্থানে নিবদ্ধ হইল। সে মনে মনে চিন্তা করিল, 'আমার অতীত জীবনের ব্যবসার যন্ত্র-পাতি সমস্তই মেঝের ঐ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছি। ইচ্ছা করিবামাত্র আমি এই নাগরিক পোশাক দূরে ফেলিয়া, পুরাতন জীবন অবলম্বন করিতে পারি! কিন্তু কেন করিব? যে জীবনে একটি রাত্রির জন্যও নিঃশঙ্ক হইতে পারি নাই, যে জীবনের অধিকাংশ সময় জেলে অতিবাহিত হইয়াছে, সেই জীবনে আর কোন্ প্রলোভনে ফিরিয়া যাইব? আমি কি দিবালোকের মত লজ্জাহীন এই জীবন ত্যাগ করিয়া আবার অন্ধকারময় বিপদসঙ্কুল জীবনে ফিরিয়া যাইতে চাহিব? না—কখনই না।'

একাধারে পাচক ও পরিচারক হরিদাস প্রবেশ করিল। মানিকলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কোন লোক দেখা করতে এসেছিল, হরিদাস?"

হরিদাস কহিল, "না, বাবু। শুধু এই চিঠিখানা একটা ছোঁড়া এসে দিয়ে গেছে।" এই বলিয়া হরিদাস একখানি পত্র মানিকলালের হাতে দিল।

মানিকলাল পত্রখানির খাম পরীক্ষা করিল; কিন্তু হাতের লেখা দেখিয়া কাহার পত্র তাহা চিনিতে পারিল না। সে পত্রখানি একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। পত্র পাঠ করিবার কোন আগ্রহ তাহার দেখা গেল না। সে হরিদাসকে কহিল, "আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছ-তো?

"হ্যাঁ বাবু, রেখেছি।" হরিদাস কহিল।

"উত্তম। তুমি এখন যেতে পারো, আমার কোন প্রয়োজন নেই।" এই বলিয়া মানিকলাল ভৃত্যকে রাত্রের মত ছুটি দিল।

হরিদাস খুশি মনে অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মানিকলাল ধীরে সুস্থে পোশাক পরিবর্তন করিয়া বাথরুমে প্রবেশ করিল এবং হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া একটি চেয়ারে, উপবেশন করিল। পরে পত্রখানি লইয়া পাঠ করিতে করিতে মানিকলালের মুখভাব বিবর্ণ হইয়া উঠিল; সে অতিমাত্রায় গম্ভীর হইয়া পড়িল। তাহার দৃষ্টি পত্রখানির কয়েক ছত্র লেখার উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। পত্রখানি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

মানিকলাল!

অদ্য রাত্রি ১২টার সময় "অবসর ক্লাবে" উপস্থিত হইবে। আসিবার সময়

pathagar.net

সিন্দুক খুলিবার যন্ত্রপাতি সঙ্গে লইয়া আসিবে। এই আদেশ অমান্যের শাস্তি—মৃত্যু। 'রুদ্রবিষাণ।'

"রুদ্রবিষাণ!" মানিকলাল অস্ফুট কণ্ঠে আপনাকে আপনি কহিল, "কৈ, ইহাকে-তো চিনিতে পারিলাম না! কে এই ব্যক্তি?"

মানিকলাল চিরদিন নিজে একাই দস্যুতা করিয়া বেড়াইয়াছিল। কখনও দল-বদ্ধ হইয়া করে নাই, সুতরাং সে ছদ্ম-নামা দস্যু "রুদ্রবিষাণ'কে চিনিতে পারিল না।

চিনিতে না পারিলেও, অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং পত্রখানিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং উহার টুকরাগুলি জানালা গলাইয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিল। সে আপনাকে আপনি কহিল, "না, আমি আদেশ মানিব না। আমি চিরদিনের জন্য দস্যুতা পরিত্যাগ করিয়াছি, 'রুদ্রবিষাণে'র কোন শাস্তিই আমাকে পুনরায় ঐ পথে লইয়া যাইতে পারিবে না। না, কিছুতেই না।"

মানিকলাল কিছু সময় ঘরময় পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তাহার উত্তেজনা শান্ত হইয়া আসিল। সে আহার সারিয়া নিশ্চিন্ত মনে শয্যা গ্রহণ করিল।

পরদিন প্রাতে দস্যু মানিকলালের মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসিতে দেখা গেল। জল-পুলিস তাহার মৃত-দেহকে উদ্ধার করিয়া মর্গে পাঠাইয়া দিল। প্রথমে পুলিসের ধারণা হইয়াছিল, মানিকলাল আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু তাহার দেহ পরীক্ষা করিতে দেখা গেল তাহার বক্ষ-ভেদ করিয়া একটি বুলেট হৃদয়ে প্রবেশ করায়, তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে। তাহার দেহ অনুসন্ধান করিয়া এক টুকরা কাগজ পাওয়া গেল, তাহাতে লেখা আছে "রুদ্রবিষাণ এমন ভাবেই আদেশ-অমান্যকারীগণকে সাজা দিয়ে থাকে।"

কলিকাতা-পুলিসের ইনটেলিজেন্স-বিভাগ মানিকলালের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত কার্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা মানিকলালের একাধারে পাচক ও পরিচারক হরিদাসকে জেরা করিলেন; সে বলিল, তাহার প্রভুর কোন শত্রু আছে কি-না সে জানে না, তাহার প্রভু তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন। হরিদাস গত রাত্রের পত্রের কথাও পুলিসকে জানাইল। যদিও তাহার কোন ধারণা ছিল না যে, সেই পত্রই তাহার প্রভুর মৃত্যু আনিয়াছে, তবুও জেরার মুখে পত্রের কথা বাদ দিল না।

পরিশেষে এই ব্যাপার পুলিস-কমিশনারের গোচরে আসিল। তিনি সকল বিবরণ অবগত হইয়া, অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার সহকারীকে কহিলেন, "এই ব্যাপার ক্রমশঃ অত্যন্ত সঙ্গীন হ'য়ে উঠছে। ইতিপূর্বেও তিনটি মৃত্যু এই একই আদেশ অমান্যের ফলে 'রুদ্রবিষাণ' কর্তৃক সংঘটিত হ'য়েছে। আমি আর এ বিষয়ে উপেক্ষা করতে পারি না। আপনি ডিটেক্‌টিভ ইন্‌সপেক্টার মিঃ পাইনকে এখুনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।"

সহকারী-কমিশনার তৎক্ষণাৎ কমিশনারের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

(২)

সেদিন পুলিস-কমিশনারের খাস-চেম্বারে একটি গুপ্ত অধিবেশন চলিতেছিল। ঊর্ধ্বপক্ষ স্থানীয় কয়েকজন অফিসার কমিশনারের জরুরী আহ্বানে সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন।

স্বয়ং কমিশনার এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতেছিলেন। তিনি সকল অফিসারের মুখের দিকে একবার পর্যায়ক্রমে চাহিয়া কহিলেন, "আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে আপনাদের আহ্বান করেছি—তা'র কারণ আপনারা অল্প-বিস্তর সকলেই অবগত আছেন। তা'হ'লেও আমি প্রথম থেকে বিস্তারিতভাবে ঘটনা বিবৃত করছি।

দস্যু মানিলালকে নিয়ে সবশুদ্ধ চারটি লোকের মৃত্যু ঐ একই লোক, ছদ্মনামী 'রুদ্রবিষাণ' কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে। প্রত্যেকটি কেসেরই কোন কিনারা পুলিস-বিভাগ করতে পারে নি। এমনি বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রত্যেকটি মৃত্যু-শাস্তি ঐ একই অপরাধের জন্য অর্থাৎ আদেশ অমান্যের জন্য এই 'রুদ্রবিষাণ' কর্তৃক দেওয়া হয়েছে। এমন সতর্কভাবে প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ড করা হ'য়েছে যে, সামান্য কোন প্রমাণ কোনও কেসে পাওয়া যায় নি। একে একে চার-চারটে হত্যা-কাণ্ড এই শহরের বুকে ঘটে গেল, অথচ কোন কিনারা হ'ল না, এর চেয়ে লজ্জার বিষয়, দুর্নামের বিষয় আমার বিভাগের আর কি হ'তে পারে? সত্য বল্‌তে কি, এই ঘটনা আমাকে এতটা লজ্জিত ও উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছে, যদি অদূর ভবিষ্যতে এই হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা না যায় বা হত্যাকাণ্ডের কোন সুরাহা না হয়, তা' হ'লে বাধ্য হ'য়ে আমাকে পদত্যাগ করতে হবে।" এই বলিয়া কমিশনার ক্ষণেকের জন্য নীরব রহিলেন। তিনি দেখিলেন, প্রত্যেকটি অফিসারের মুখ গুরু-গভীর আকার ধারণ করিয়াছে। তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "এই 'রুদ্রবিষাণ' কে, তা' আমাদের আবিষ্কার করতেই হবে। এখন আমি আপনাদের অভিমত শুনতে চাই। আপনারা একে একে আপনাদের মন্তব্য প্রকাশ করুন, যাতে আমাদের কাজ সহজ হ'য়ে ওঠে।" এই বলিয়া তিনি ডিটেকটিভ ইন্‌সপেক্টার মিঃ পাইনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মিঃ পাইন, আপনার অভিমত আমি প্রথমেই শুনতে চাই। আপনি কি বলেন?"

ডিটেকটিভ ইন্‌সপেক্টার মিঃ পাইন, যিনি পর পর চারিটি হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তিনি কমিশনারের আদেশ পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "স্যার! গভীর লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে আমি জানাচ্ছি যে, এই চারটি কেসের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান-কার্য চালিয়েছি, কিন্তু কোন একটিরও কিনারা করতে পারি নি। এইধূর্ত দস্যু 'রুদ্র-বিষাণ' এমন বিস্ময়কর সতর্কতার সঙ্গে প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ড করে গেছে যে, আমাকে একটি পা'ও অগ্রসর হ'তে দেয় নি। প্রত্যেকটি হত্যা—আপনি যে হেতু প্রদর্শন করেছেন—সেই 'আদেশ অমান্য'র ফলেই ঘটেছে। আমার দৃঢ় ধারণা, এই দস্যু এই ভাবে নিজের প্রভাব অসম্ভব রকমে দস্যুদলের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।

আমার আশঙ্কা হয় যে, তার উদ্দেশ্য বোধ হয় বহুল পরিমাণে সফল হ'য়েছে। ভবিষ্যতে সে যা'তে অপ্রতিহত গতিতে আপন উদ্দেশ্য সফল করতে পারে, তা'র আদেশ পালন করতে কোন দস্যু অস্বীকৃত না হয়, এই জন্যই যে এতগুলি হত্যা-কাণ্ড সাধিত হ'য়েছে, সে বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দস্যু কে, ছদ্মনামে এমন দুঃসাহসিক ভাবে হত্যা কেনই বা ক'রে চলেছে—আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই, স্যার—তার কোন হদিশই আমি পাই নি।"

এমন সময়ে ডেপুটি কমিশনার কহিলেন, "দস্যু মোহন আবার নতুন ছদ্মনামে এই কাজ করছে না তো ?"

সকলেই ডেপুটি কমিশনারের উক্তি শুনিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন, একজন বিভাগীয় চীফ কহিলেন, "একমাত্র মোহনের দ্বারাই এরূপভাবে বেমালুম প্রমাণহীন ভাবে কাজ শেষ করা সম্ভব।"

অন্য একজন ডিটেকটিভ ইন্‌সপেক্টার কহিলেন, "দস্যু মোহন সম্বন্ধে আপনি কোন অনুসন্ধান করেছিলেন, মিঃ পাইন ?"

মিঃ পাইন কহিলেন, "হাঁ করেছিলাম। প্রত্যেকটি কেসের একই ধারা ও প্রমাণহীন অস্তিত্ব দেখে, আমার সকল সন্দেহ সর্বাগ্রে দস্যু মোহনের ওপরই পতিত হয়। আপনারা সকলে জানেন, দস্যু মোহন এখন ভদ্র ও নাগরিক জীবন যাপন করলেও, পুলিসের দৃষ্টি তা'র ওপর সকল সময়েই আছে। দিন ও রাত্রি প্রত্যেকটি ঘণ্টা তা'র ওপর আমাদের চরেরা নজর রাখে, নিয়মিতভাবে রিপোর্ট দেয়। আমি তাদের রিপোর্ট মিলিয়ে দেখেছি এবং তা'দের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা ও জেরা করেছি, দেখে ও শুনে বিস্মিত হয়েছি যে. প্রথম তিনটি হত্যাকাণ্ডের সময় মোহন খোস-মেজাজে কখনও-বা বাড়ীতে নিদ্রিত ছিল, কখনও বা পুলিস কমিশনারের সঙ্গে কন্‌ফারেন্স করছিল, আর কখনও-বা গভর্ণর হাউসে গভর্ণরের সঙ্গে কথা বলছিল। সুতরাং একই ব্যক্তি একই সময়ে দুই স্থানে থাকবে, তা ভাবা যেমন অসম্ভব তেমনি হাস্যকর। কিন্তু…"

সহসা মিঃ পাইন নীরব হইলে, ডেপুটি কমিশনার আগ্রহভরে কহিলেন, "কিন্তু কি বলুন ?"

"কিন্তু গত এক মাস যাবৎ মোহনকে পাওয়া যাচ্ছে না। তা'র কলকাতার বাড়ীতে চাবি পড়েছে. মাত্র দু'জন দারোয়ান বাড়ী-পাহারার কাজে নিযুক্ত আছে। মোহনের স্ত্রী রমা দেবী পিত্রালয়ে পুরীতে আছেন। আমি সেখানেও গিয়েছিলুম, রমা দেবীকে তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করি ; তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর স্বামীর বর্তমান ঠিকানা সম্বন্ধে আদৌ কিছু অবগত নন্। আরও তিনি বলেন যে, তাঁর স্বামী কখনও কোন সময়েই কোথায় তিনি যাচ্ছেন, তা' বলে যেতে অভ্যস্ত নন। সুতরাং যদি মানিকলালের হত্যা সম্বন্ধে মোহনকে জড়িত করতে চান, তবে আমার পক্ষে বলবার কিছু নেই। কিন্তু অপর তিনটি সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ যে, মোহনকে কোন মতেই সন্দেহ করা চলে না।"

একজন অফিসার কহিলেন, "কিন্তু এমনও-তো হতে পারে, মোহন যে সময়ে

নিজেকে নিরাপদে অন্য স্থানে নিযুক্ত রেখেছে, ঠিক সেই সময়ে সে তারই কোন সহকারীর দ্বারা হত্যাকাণ্ড সাধন করেছে ?”

মিঃ পাইন কহিলেন, “অসম্ভব নয় স্যার। কিন্তু যে মোহনকে আমরা জানি, যে-মোহনের অতীত ইতিহাস বিরাট অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারতকেও ছাড়িয়ে গেছে, সে কোন ধার্মিক লোকের মত সেই মোহনও হত্যা করাকে ঘৃণার চোখে দেখে। রিপোর্টে দেখেছি, এমন ভাব-প্রবণ কোমল মন তা'র যে পশু-পক্ষীকে হত্যা করতেও সে পারত না। সুতরাং মোহন তা'র স্বভাবের আমূল পরিবর্তন করেছে, এমন উদ্ভট চিন্তা আর যা'র মনেই বাসা বাঁধুক, স্যার, আমার মনে স্থান পাবে না কোন দিন।”

পুলিস কমিশনার প্রসন্ন দৃষ্টিতে মিঃ পাইনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আমি আপনার সঙ্গে একমত, মিঃ পাইন। আমি আপনার যুক্তি-বলে নিঃসন্দেহে যে, মোহন এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে নেই। এই কেসে মোহনকে জড়িত করার একমাত্র অর্থ আমাদের সময় বৃথা নষ্ট করা হবে—এই আমার বিশ্বাস। সুতরাং আমার মনে হয়, আমাদের অন্য পথে চলতে হবে। কারণ যে ব্যক্তি অতীতে হত্যাকে ঘৃণা করেছে, সে ব্যক্তির পক্ষে এত শীঘ্র স্বভাব পরিবর্তন না করাই সম্ভব। তবুও কিছুই নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না।”

সকলেই গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কমিশনার পুনশ্চ কহিলেন, “আমার ইচ্ছা আপনি এই কেসের ভার গ্রহণ করুন, মিঃ পাইন।”

মিঃ পাইন কিছু বলিবার পূর্বে অন্য একজন ডিটেকটিভ অফিসার কহিলেন, “মোহনকে গত একমাস পাওয়া যাচ্ছে না—না, মিঃ পাইন ?”

“হাঁ মিঃ ইভান্স।” মিঃ পাইন কহিলেন।

মিঃ ইভান্স কমিশনারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “সন্দেহজনক ব্যাপার নয়, কি, স্যার ?”

কমিশনার শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, “সব অপরাধের দায়িত্ব মোহনের ওপর নিক্ষেপ করে, কর্তব্যকে এড়িয়ে যেতে আমার মন চায় না, মিঃ ইভান্স।”

মিঃ ইভান্স কহিলেন, “অতীতে যে দস্যু বহু অসমসাহসিক কাজ করেছে, যার প্রত্যেকটি কাজ পুলিস বিভাগকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে, যার কাছে, বার বার আমাদের বিভাগের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কসমূহকে পরাজিত হ'তে হ'য়েছে, তার পক্ষে কি সম্ভব, আর সম্ভব নয়, তা স্থির ক'রে নিঃসন্দেহ হ'তে এত সহজে মন চায় না, স্যার। অবশ্য আপনার নির্দেশমত আমরা চলতে চাই।” এই বলিয়া মিঃ ইভান্স উপবেশন করলেন।

কমিশনার কহিলেন, “মিঃ পাইন, আমার ইচ্ছা আপনি এই কেসের ভার গ্রহণ করুন। অবশ্য আপনার একার স্কন্ধে আমি সব দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই না, আমি প্রফেসার বসুকে আপনার সম-মর্যাদা দিয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছি, তিনি সম্মত হয়েছেন।”

মিঃ পাইন বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, “প্রফেসার বসু, যিনি অতি অল্প দিন হ'ল

পুলিস বিভাগে যোগ দিয়েছেন, স্যার ?" এই বলিয়া একান্তে উপবিষ্ট একটি ভদ্রলোকের দিকে মিঃ পাইন দৃষ্টিপাত করিলেন।

কমিশনার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "অবশ্য আমাদের বিভাগে উনি অল্পদিন। যোগ দিয়েছেন সত্যি, কিন্তু উনি আজীবন এই বিষয়ে গবেষণা ও কাজ ক'রে আসছেন। প্রফেসার বসুর কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে আমার কোন ভুল ধারণা নেই, মিঃ পাইন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, আপনারা দু'জনে সম-মর্যাদাসম্পন্ন হ'য়ে ভ্রাতৃভাবে উভয়ে উভয়ের ইচ্ছা মান্য ক'রে চলে, আন্তরিক সহযোগিতার দ্বারা এই নিদারুণ সমস্যার সমাধান করুন।"

মিঃ পাইন সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, আপনার আদেশ শিরোধার্য, স্যার।"

"প্রফেসার বসু !" কমিশনার আহ্বান করিলেন।

একটি ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়স্ক সুশ্রী ভদ্রলোক কমিশনারের আদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। সকলের দৃষ্টি এই ভদ্রলোকের উপর পতিত হইল। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, তিনি অত্যন্ত ভাবুক ও আপন-ভোলা ব্যক্তি। কমিশনার সহাস্যে কহিলেন, "আপনি সম্মত, প্রফেসার বসু ?"

"আপনার এই সম্মান-প্রদর্শনের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, স্যার।" প্রফেসার বসু কহিলেন।

কমিশনার কহিলেন "ধন্যবাদ, প্রফেসার বসু। হাঁ আর এক কথা, গত তিনটি হত্যাকাণ্ডের পর হত্যাকারীকে গ্রেফ্‌তার করবার জন্য গভর্নমেণ্ট একলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে কেসের গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, আমি ওই এক লক্ষকে দু'লক্ষতে পরিণত করলুম। আগামী কল্য ঘোষণা প্রকাশিত হবে। আশা করি, আপনারা উভয়ে এই পুরস্কার অদূর ভবিষ্যতে গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।"

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ পাইন প্রফেসার বসুর সহিত করমর্দন করিয়া কহিলেন, "আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ ক'রে বড় আনন্দিত হ'লাম, প্রফেসার বসু। তা'ছাড়া আপনার সঙ্গে একত্রে কাজ করতে পারব ভেবে, বড় গর্ব বোধ করছি।"

প্রফেসার বসুর মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি আয়ত চক্ষু দু'টি বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "আমাকে যে সম্মান আজ কমিশনার দিলেন, এর জন্য আমি চিরদিন ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌ব। আমার শক্তি সামান্য হ'লেও আমি সবটুকু দিয়ে গভর্নমেণ্টকে সেবা করতে পারবো ভেবে, অত্যন্ত বাধিত হ'য়েছি, মিঃ পাইন। আমাকে আপনি সকল সময়ে সহযোগী হিসেবে পাবেন, এ আশ্বাস আমি দিয়ে রাখ্‌ছি।"

ইহার পর সভা ভঙ্গ হইল। মিঃ পাইনের অফিসে দেখা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া, প্রফেসার বসু মিটিং-রুম ত্যাগ করিয়া গেলেন।

(৩)

মিঃ পাইন দেখিতে দীর্ঘকায় সবল ব্যক্তি। তাঁহার বয়স এখনও দুইয়ের কোঠা পার হয় নাই। বলিষ্ঠ-দর্শন, স্বাস্থ্যবান যুবক মিঃ পাইন রাজসাহী গ্যাং-কেসের নেতা পালুকে তাহার সহকারীবর্গের সহিত গ্রেফ্‌তার করিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ যে সমুজ্জ্বল সম্ভাবনায় পূর্ণ তাহা পুলিস কমিশনার পর্যন্ত বার বার বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন।

মানিকলালের হত্যাকাণ্ডের পর কনফারেন্স করিয়া মিঃ পাইন ও প্রফেসার বসুর উপর ভারাপর্ণ করিয়া, পুলিস কমিশনার কেসের পর দিন প্রাতে মিঃ পাইনকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "এই কেসের উপর আপনার অনেকখানি ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, মিঃ পাইন। আপনার সকল শক্তি দিয়ে হত্যাকারীকে গ্রেফ্‌তার করুন। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে এমন অনেক রহস্য লুকানো আছে যা আমরা হয়ত সাদা চোখে দেখতে পাচ্ছি না। এই 'রুদ্রবিষাণ'কে গ্রেফ্‌তার করতে সক্ষম হ'লেই আমরা সকল কিছু রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হবো।"

মিঃ পাইন কহিলেন, "আমার মনে হয় স্যার, মানিকলালকে হত্যা ক'রে 'রুদ্রবিষাণ' এই ভয়ই দেখিয়েছে, যে তা'র আদেশ অমান্য করবে, তা'কেই মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে। ফলে সে অপ্রতিহত গতিতে নিজেকে গোপন রেখে, আপন অভীষ্ট সিদ্ধ ক'রে যেতে সক্ষম হবে।"

"ঠিক তাই। আমার বিশ্বাস এই কেস আপনার রাজসাহী কেসকে—শুধু রাজসাহী কেন—মোহনের কেসকেও ছাপিয়ে যাবে।" কমিশনার উৎসাহ দিয়া কহিলেন।

মিঃ পাইন বিস্মিত স্বরে কহিলেন, "ঠিক এই সময়ে মোহনও অদৃশ্য হ'য়েছে। কিন্তু মানিকলালের পূর্বে যে তিনটি হত্যাকাণ্ড যে সময়ে এই 'রুদ্রবিষাণ' করেছে, সে সময়ে মোহনকে আমরা এখন সব স্থানে দেখি, যা'তে তা'কে সন্দেহ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। কিন্তু—"

বাধা দিয়া কমিশনার কহিলেন, "মোহন-ম্যানিয়া ত্যাগ করতে হবে, মিঃ পাইন। খোলা মন নিয়ে এই কেসের বিশ্লেষণ করতে হবে। তখন যদি দেখতে পান, দস্যু মোহনই এই সব কাজের নায়ক, তখন তা'র সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য চালানই সমীচীন ব'লে আমি ভাবি। প্রফেসার বসু আপনাকে এ-বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করতে সক্ষম হবেন।"

মিঃ পাইনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "প্রফেসর বসুকে দেখলেই আমার মনে হয় স্যার, তিনি একজন মস্ত বড়ো ভাবুক কবি। তিনি যেন স্বপ্নরাজ্যের মানুষ। সর্বদা এমন গম্ভীরভাবে থাকেন, তা'তে মনে হয় তিনি যেন আকাশ-কুসুম চিন্তা করছেন।"

কমিশনার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "প্রফেসার বসুর চিন্তা-শক্তি অসাধারণ। এই অল্প সময়ের মধ্যে উনি এমন সব কঠিন কঠিন সমস্যা সমাধান ক'রেছেন যে, আমাদের স্তম্ভিত হতে হয়েছে।"

কমিশনারের নিকট বিদায় লইয়া, মিঃ পাইন আপন অফিসে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন, প্রফেসার বসু তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। নমস্কার বিনিময়ের পালা শেষ হইলে প্রফেসার বসু কহিলেন, "শেষে কমিশনার আমাকেই দিলেন আপনাকে সাহায্য করতে, মিঃ পাইন? কিন্তু আমি-তো ভেবে পাচ্ছি না, কোন পথে আপনাকে সাহায্য করব। আচ্ছা এই 'রুদ্রবিষাণ' কে বলুন তো?"

মিঃ পাইন হাসিয়া কহিলেন, "ঐটি বাদে অন্য প্রশ্ন করুন প্রফেসার!"

প্রফেসার বসু চিন্তিত মুখে কহিলেন, "তবেই-তো মিঃ পাইন! আচ্ছা এখন একটা কাজ করা যাক, আসুন। চলুন, মানিকলালের মৃতদেহটা একবার পরীক্ষা করে আসি।"

"মন্দ যুক্তি নয়। চলুন!" এই বলিয়া মিঃ পাইন উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও প্রফেসার বসুর সহিত বাহির হইয়া, তাঁহার মোটরে আরোহণ করিলেন। শোফারকে কহিলেন, "মর্গে যাও।"

মোটর ছুটিল। প্রফেসার বসু কহিলেন, "একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত যে, যদি আমরা সাবধান না হই, খুব সতর্কতার সঙ্গে না চলি, তা'হলে এই 'রুদ্রবিষাণে'র হাতেই পিতৃ-দত্ত প্রাণগুলো হারাতে হবে। কারণ সে যখন জানতে পারবে, আমি তা'র বিরুদ্ধে লেগেছি, তখন ভয়ে না আকুল হ'য়ে চারিদিকে ছুটে বেড়াতে আরম্ভ করে।"

প্রফেসার গম্ভীর স্বরে বলিলেও, মিঃ পাইন হাসিয়া ফেলিলেন; কহিলেন "ভয় পেয়ে 'রুদ্রবিষাণ' শেষে না পুলিসের সাহায্য চেয়ে বসে!"

"খুব সম্ভবতঃ। কারণ এরই মধ্যে পুলিস-অফিসের প্রায় সকলেই জেনেছে, আমি বড় কোমল-হৃদয় ও ভাব-প্রবণ ব্যক্তি। এ-দোষ আমার মরলেও যাবে না, মিঃ পাইন। কিন্তু এই-যে, আমরা এসে পড়েছি।"

মোটর একটি বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। পাইন ও প্রফেসার অবতরণ করিয়া, মর্গের অফিসে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে একজন কর্মচারীর সহিত মানিকলালের মৃতদেহের নিকট যাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। প্রফেসার বসু কহিলেন, "যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই ঘটেছে। গুলি হৃদয় বিদ্ধ ক'রে বেরিয়ে গেছে। মৃতদেহ গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করেছে। এখন আমার মনে হয়, মানিকলালের ফ্ল্যাটটা একবার অনুসন্ধান ক'রে দেখা কর্তব্য।"

উভয়ে বাহিরে আসিলে মিঃ পাইন কহিলেন, "মানিকলালের ফ্ল্যাটটা আপনিই সার্চ করুন। আমার একজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন।"

প্রফেসার বসু গম্ভীর মুখে কহিলেন, "নিশ্চয় স্ত্রীলিঙ্গ, মিঃ পাইন? আপনাদের মত অল্প বয়স্ক যুবকদের যে-কোন তরুণী অবলীলাক্রমে জয় করতে পারেন। যুবকদের এই বিষয়ে এতটা দুর্বল আর অসহায় ভাবতে সত্যই আমি দুঃখ বোধ করি।"

"অন্তত একবারের জন্যও আপনার অনুমান মিথ্যা হ'ল, প্রফেসার। আমি

গুণ্ডার সঙ্গে দেখা করতে চলেছি। সেবারে রাজসাহী গ্যাং-কেসের সময় বেহারী আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। সে যদি ইচ্ছা করে, সম্মত হয়, তবে এর underworld সম্বন্ধে বহু খবর দিতে পারে।”

প্রফেসার বসু তাঁহার অভ্যাস মত দুই চক্ষু প্রায় মুদ্রিত করিয়া কহিলেন, “হুঁ, বেহারী হচ্ছে একটা নীরেট মূর্খ চোর ও বহুবার জেল-খাটা ঘুঘু। কাজ করবেন আজ বেহারী যে-পত্রখানা ‘রুদ্রবিষাণে’র কাছ থেকে পেয়েছে, আপনাকে দেখাতে বলবেন।”

মিঃ পাইন সবিস্ময়ে কহিলেন, “আপনি কি ক’রে জানলেন সে পত্র পেয়েছে ?”

“অনুমান বন্ধু, অনুমান। এমনি অনুমান আমার বহুবার সত্যি ব’লে প্রমাণিত হয়েছে। আর এই গুণেই না অত অল্প দিনের মধ্যে আপনার সম-মর্যাদা-সম্পন্ন অফিসার হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এই বলিয়া প্রফেসার বসু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

মিঃ পাইন এক মুহূর্তের জন্য সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রফেসার বসুর দিকে চাহিয়া মাথা অবনত করিলেন।

প্রফেসার বসু পুনশ্চ হাসিয়া কহিলেন, “অলস চিন্তায় সময় নষ্ট করবেন না, মিঃ পাইন। তাতে অনেক সময় মানুষ ইচ্ছা ক’রে ভুল পথে ছোটে, মানুষ নিজের ক্ষতি নিজে করে।”

মিঃ পাইন সহসা প্রফুল্ল মুখে কহিলেন, “আচ্ছা আর একটা অনুমান আপনি করুন, প্রফেসার। আমি জানতে চাই, এই ‘রুদ্রবিষাণ’ই কি দস্যু মোহন ?”

প্রফেসার অপেক্ষাকৃত উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, “দস্যু মোহনকে যারা চেনে, তারা কখনও ভাবতে পারে না, সে নিজের জগৎজোড়া নামকে এক অখ্যাত ছদ্মনামে ঢাকবে। আমার মনে হয়, তা’কে যদি কেউ এই কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে সে নিজেকে নিদারুণ ভাবে অপমানিত বোধ করবে।”

মিঃ পাইন কহিলেন, “আমার কিন্তু ধারণা অন্যরূপ। যে নামে আশু বিপদের গণ্ডগোল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, মোহনের মত বুদ্ধিমান দস্যু তা’ গ্রহণ করতে আদৌ অস্বীকৃত হবে কেন ?—অপমানিত বোধ করা তো দূরের কথা।”

প্রফেসার বসু রুমাল উড়াইয়া কহিলেন, “গুড-বাই, মিঃ পাইন। মানিকতলার মার্কেট অভিমুখে চললুম।”

“উত্তম !” বলিয়া মিঃ পাইন দেখিলেন, প্রফেসার বসু একটি ট্যাক্সিতে আরোহণ করিলেন।

ট্যাক্সি দ্রুত বাহির হইয়া গেল। মিঃ পাইন তখনও স্থির ভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া প্রফেসার বসুর গমন-পথের দিকে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার চোখে ও মুখে দারুণ চিন্তার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল; তিনি অস্ফুট কণ্ঠে আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছুই ত বুঝে উঠতে পারছি না।”

কিছু সময় এইভাবে থাকিয়া মিঃ পাইন সচকিত হইয়া, মোটরে আরোহণ করিলেন এবং ডালহৌসী স্কোয়ারের নিকট আসিয়া মোটর ছাড়িয়া দিলেন। পরে

pathagar.net

ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে করিতে একটি প্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ জুয়েলারী ফার্মের শো-কেসের নিকট উপস্থিত হইয়া পিছন হইতে একটি ব্যক্তির স্কন্ধে হাত রাখিলেন। লোকটি অতিমাত্রায় চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল এবং ধীরে ধীরে কহিল, "এ কী পাইন সাহেব, আপনি এখানে ?"

মিঃ পাইনের দৃষ্টি প্রথমে শো-কেসের ভিতর লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের হীরক ও স্বর্ণনির্মিত গহনার উপর পতিত হইল, পরে লোকটির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বেহারী, তোমার বদলে যদি আমি হতুম, তা' হ'লে এই শীতে এই ফার্মের জিনিস লুট না ক'রে বসন্তকালের জন্য অপেক্ষা করতুম। কারণ আলিপুরের জেল শীতকালে তেমন আরামদায়ক নয়।"

বেহারীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। সে কহিল, "আপনি যে কি বলেন, পাইন সাহেব! রাজসাহী-কেসে আমাকে ধরেছিলেন ঠিক, কিন্তু প্রমাণ না পেয়ে ছেড়ে দিতে হয়েছিল তো। আমি এখন আর কোন খারাপ কাজে নেই, আমি সৎপথে চলছি সাহেব।"

"তা' দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এখানে কি করছ তুমি ?" মিঃ পাইন ব্যঙ্গ স্বরে প্রশ্ন করিলেন।

"আমি এক বন্ধুকে উপহার দেবার জন্য একটা আঙটি কিনতে এসেছি। নিশ্চয় আমি ইচ্ছে করলে একটা আঙটি কিনতে পারি। পারি না ?" বেহারী নিরীহ স্বরে প্রশ্ন করিল।

"তা পারো।" এই বলিয়া মিঃ পাইন বেহারীর জামার বুক-পকেটে হাত চাপড়াইয়া কহিলেন, "এখানে কি আছে ? আমি দেখতে চাই, বার করো।"

বেহারী সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কি আবার আছে ? কিছু নেই, দিন দিন আপনারা……।"

বাধা দিয়া মিঃ পাইন গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "চালাকি কোরো না বেহারী, আমি জানি তুমি 'রুদ্রবিষাণে'র কাছ থেকে পত্র পেয়েছে। আর এই পত্রের জন্য আমি তোমার সন্ধানে বেরিয়ে, তোমাকে এখানে দেখতে পেয়েছি। এখন লক্ষ্মী ছেলের মত পত্রখানা বার করো দেখি।"

বেহারী ক্রুদ্ধ হইল। সে বহুবার জেল খাটিয়াছে, বহু আইন শিক্ষা করিয়াছে। কহিল "না, বার করব না। নিশ্চয়ই কোন নাগরিকের গোপনীয় পত্র দেখবার অধিকার আপনার নেই ? আপনি জোর ক'রে দেখতে পারেন না। পারেন কি ? তা'ছাড়া আমি আঙটি কেনবার জন্য জুয়েলারের দোকানের সামনে দাঁড়াতে পারি, সেজন্য আপনি আমাকে গ্রেফ্‌তার করতে পারেন না।"

এই বলিয়া বেহারী জুয়েলারের দোকানের ভিতর প্রবেশ করিল এবং কিছু সময় পরে একটি আঙটি ক্রয় করিয়া লইয়া বাহিরে আসিল। পরে ময়দানের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

মিঃ পাইন বেহারীকে লইয়া হেড-কোয়ার্টারে যাইবেন, না কি করিবেন, স্থির করিবার পূর্বেই তিনি দেখিলেন, বেহারী একখানি চলন্ত ট্যাক্সিতে লাফাইয়া উঠিল

এবং ট্যাক্সিটি উল্কাবেগে বাহির হইয়া গেল।

মিঃ পাইন বুঝিলেন, বেহারী তাঁহাকে এ-যাত্রা ফাঁকি দিয়াছে। আরও বুঝিলেন, এখন আর অন্য ট্যাক্সিতে করিয়া তাহাকে অনুসরণ করায় কোন ফলই হইবে না। তিনি ক্ষুন্ন মনে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য মুখ ফিরাইতেই দেখিলেন, প্রফেসার বসু একখানি ট্যাক্সিতে বসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন।

মিঃ পাইন ট্যাক্সির নিকট গিয়া বিরক্তির সুরে কহিলেন, "হতভাগা আমাকে ফাঁকি দিয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, আপনার অনুমান মত সে 'রুদ্রবিষাণে'র পত্র যথার্থই পেয়েছে। তা'কে হাত-ছাড়া ক'রে দিয়ে, আমার এমন আপসোস হচ্ছে, কি বলব, প্রফেসার!"

মিঃ পাইন ট্যাক্সির ফুট-বোর্ডে এক পা এবং অন্য পা রাস্তার উপর রাখিয়া কথা কহিতেছিলেন; সহসা কোন শক্ত দ্রব্য ভীষণ বেগে আসিয়া ফুট-বোর্ডে লাগিয়া ফুটবোর্ডের কিয়দংশ চুর্ণ করিয়া ফেলিল। মিঃ পাইন লাফাইয়া উঠিয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই কেউ আমাকে উদ্দেশ্য করে গুলি করেছে।"

প্রফেসর বসু ট্যাক্সি হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িলেন এবং ফুট-বোর্ডের দিকে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিপাত করিয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে কহিলেন, নিশ্চয়ই সাইলেন্সার দেওয়া রিভলভার, তাই একটুও শব্দ শুনতে পাই নি। নিঃসন্দেহে 'রুদ্রবিষাণে'র খেলা এটি। কিন্তু কোথায় আততায়ী?"

তখন বেলা প্রায় ১১টা বাজিয়াছে। তখনও ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের রাস্তার মত স্থানে বহু নর নারী কর্মস্থলের দিকে নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। কোন স্থানে কোন চাঞ্চল্য নাই। মিঃ পাইন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "ড্যাম, ফুল, তোমার দিন নিকটবর্তী হ'য়ে আসছে, অপেক্ষা করো, শয়তান।"

প্রফেসার বসু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তা' আসছে, এখন আসুন, ট্যাক্সিতে ওঠা যাক।"

মিঃ পাইন তপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আমার কি মনে হয়, শুনবেন, প্রফেসার? আমার মনে হয়, আপনি যা বলেন, তার চেয়ে বহু গুণ বেশী জানেন। বেহারী যে পত্র পেয়েছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই। আমি নির্বোধ তাই তা'র আইনের কথায় ভড়কে গিয়েছিলুম, নইলে···" এই অবধি বলিয়া সহসা তাঁহার স্মরণ হওয়ায় পুনশ্চ কহিলেন, "এখন আপনার খবর কি বলুন? মানিকলালের ফ্ল্যাট সার্চ করে'ছেন?"

"হাঁ করেছি। কিন্তু বিশেষ কিছুই পাই নি।" এই বলিয়া প্রফেসার বসু তাঁহার কোটের পকেট হইতে একটি ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া কহিলেন, "এই ফটোখানা পেয়েছি, ভাবলাম আপনি হয়তো দেখে খুশি হবেন।"

মিঃ পাইন ফটোখানির দিকে একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন; পরে প্রফেসারের হাত হইতে তাহা ছিনাইয়া লইয়া উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "মানিকলাল বর্মার ফ্ল্যাট থেকে এখানা পেয়েছেন বলেছেন? এ সবের অর্থ কী, প্রফেসার? এ

যে, এই ফটো যে……"

মিঃ পাইনের কথা সমাপ্ত হইল না ; প্রফেসার বসু কহিলেন, "ছবিখানা দেখে অনেকটা আপনার বাগদত্তা পত্নী তাপ্তী দেবীর মত নয় কি ? হুবহু একই রকমের চেহারা নয় কি, মিঃ পাইন ? তা হ'লেও তেমন কিছু গুরুতর ব্যাপার এটা নয়। কারণ তাপ্তী দেবী মত পরিবর্তন যদি ক'রে থাকেন, তবে কা'র কি বলবার থাকতে পারে ?"

মিঃ পাইন ম্লান স্বরে কহিলেন, "কিন্তু প্রফেসার, আপনি কি বুঝতে পারছেন না, যদি ওই ফটোখানার কথা জানাজানি হ'য়ে যায়, তা'হলে তাপ্তী দেবীকে নিয়ে কোর্ট-ঘর করতে হবে, তা' ছাড়া এই নোংরা কারবারের সঙ্গে তাপ্তী দেবীর নাম জড়িত হ'য়ে কাগজে কাগজে আলোচনা চলবে, এর চেয়ে অপমানের ব্যাপার আর কি আছে বলতে পারেন ? আমি যে কোন শপথ ক'রে বলতে পারি, তাপ্তী দেবী এই খুনের কোন সংস্রবেই নেই।"

প্রফেসার বসু কহিলেন, "কিন্তু কে এই সব বলতে যাচ্ছে ?" এই বলিয়া তিনি মিঃ পাইনের হাত হইতে ফটোখানি লইয়া একবার পরীক্ষা করিলেন, পরে তাঁহার হাতে ফেরত দিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "এই নিন, আপনার তাপ্তী দেবীর ফটো, এখন এ-সব কথা একেবারে ভুলে যান।"

মিঃ পাইন কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "ধন্যবাদ প্রফেসার, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার এই দয়ার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।" এই বলিয়া তিনি এক মুহূর্ত ফটোখানির দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "তাপ্তী, আমার তাপ্তী কখনও এমন হীন কাজে থাকতে পারে না। সে দেবী, স্বর্গের দেবী, প্রফেসার।"

প্রফেসার বসু কহিলেন, "আমার একটি অনুরোধ আছে, মিঃ পাইন। আপনি এই ফটোর কথা তাপ্তী দেবীর কাছে একেবারে তুলবেন না, এই প্রতিজ্ঞা আপনাকে করতে হবে। আমি আপনার অপেক্ষা বয়সে বড়ো। যদিও তরুণী নারীর জন্য আমার কোন মাথা-ব্যথা নেই, তা'হলেও আমি বুঝতে পারি যে, আপনার হাতে যখন তাপ্তী দেবী তাঁর সকল ভবিষ্যৎ সমর্পণ করা স্থির করেছেন, তখন এই ফটো-প্রাপ্তির কথা তাঁকে ব'লে তাঁর সুখ ও শান্তির ব্যাঘাত জন্মানো উচিত হবে কী ?"

মিঃ পাইন ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন ; পরে কহিলেন, "উত্তম, তাই হবে। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে, প্রফেসার। আগামী কাল রাতে আমার বাগদত্তা-পত্নীর অভিভাবক একটা ভোজ দিচ্ছেন, আমার কাছ হ'তে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে আপনাকে সেখানে যেতে হবে। তাপ্তী দেবীর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেব।"

প্রফেসার বসু হাসিয়া কহিলেন, "আপনার ভয় হচ্ছে না ?"

"ভয় ? আপনি কি বলছেন, প্রফেসার ?" মিঃ পাইন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন।

"আমি বলছি, আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে যদি তাপ্তী দেবী আপনাকে অনাদর করতে আরম্ভ করেন, তা' হ'লে……" এই অবধি বলিয়া প্রফেসার বসু হাসিয়া উঠিলেন।

মিঃ পাইন কৃত্রিম ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "Don't try to be old fool,

...নেই! আপনাকে ভয় করবার আমার কিছু নেই।"

প্রফেসার হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "উত্তম।" শেষে যেন না অনুতাপ করতে ...দেখবেন।"

মিঃ পাইন সহসা গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "রুদ্রবিষাণ বেজেছে। আমাদের ...দের মধ্যে কা'কে যে তার আজ লক্ষ্য ছিল, ঠিক বোঝা গেল না, প্রফেসার।"

"...ন হেড কোয়ার্টারে, বুঝিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া প্রফেসার ট্যাক্সিওয়ালাকে ...র জন্য আদেশ দিলেন।

(৪)

বিপত্নীক, ধনী জমিদার নরেশচন্দ্র একমাত্র সন্তান ষোড়শ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা ...র সহিত তাঁহার সম্পদ ও বিশাল সম্পত্তি দেখাশুনা করিবার ভার বিশ্বস্ত ...ু স্যার মহাপাত্রের উপর অর্পণ করিয়া, একদিন ধরার মায়া কাটাইয়া পরলোকে ...ন করিলেন।

অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুর মৃত্যুর পর স্যার মহাপাত্র তরুণী তাপ্তীকে কলিকাতায় ...। প্রাসাদে আনিয়া লালন-পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্যার মহাপাত্রের ... প্রায় পঞ্চাশের নিকটবর্তী হইয়াছিল, তিনিও বিপত্নীক। কুমারী তাপ্তীকে ...ধিক স্নেহে লালিত-পালিত করিয়া নিজের সকল দুঃখ তিনি ভুলিয়া ...কতেন।

তরুণী তাপ্তীও অভিভাবকের নির্মল স্নেহে ও ভালবাসায় পিতামাতার শোক ...য়াছিল। স্যার মহাপাত্রের প্রাসাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ কুমারী তাপ্তীর জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহার জন্য কয়েকজন বিশ্বস্ত ও ভদ্র পরিচারিকা নিযুক্ত ...য়াছিল। তাপ্তীর কোন অভাব-অভিযোগ দেখা দিবার পূর্বেই স্যার মহা-পাত্রের বিচক্ষণ দৃষ্টি তাহা পূরণ করিয়া দিত।

সেদিন তরুণী তাপ্তীর সপ্তদশ জন্মতিথি উপলক্ষে স্যার মহাপাত্র তাহাকে এক ...া বহু-মূল্য মুক্তাহার উপহার দিয়াছিলেন এবং তাপ্তীর কয়েকজন বান্ধবী ও আপন বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া একটি ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। রাত্রিতে আহারের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে স্যার মহাপাত্র তরুণী তাপ্তীর ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাপ্তী দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রদত্ত উপহার মুক্তার মালা বৃহৎ আরশির সম্মুখে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে। স্যার মহাপাত্রকে দেখিয়া তাপ্তী কলকণ্ঠে কলরব করিয়া কহিল, "কি সুন্দর এই মালা ছড়াটা, কাকাবাবু? আর আমাকে এমন ...নিয়েছে! আপনাকে যে কি ব'লে ধন্যবাদ দেব, জানিনে।"

"না, না, ডলি, অমন কথা বোলো না, মা। আমার জীবনের আর কোন বন্ধনই নেই, মা। তোমাকে সুখী করা ভিন্ন আর কোন আনন্দই আমার নেই, ডলি মা।" এই বলিয়া স্যার মহাপাত্র স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তরুণী তাপ্তীর দিকে চাহিলেন। তিনি আদর করিয়া তাপ্তীকে 'ডলি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

তরুণী তাপ্তী হাসিমুখে কহিল, "এ আপনার অন্যায়, কাকাবাবু। আপনার একটি কথা বলবার যো নেই।" বলিতে বলিতে তাহার সুন্দর মুখখানি ম্লান হইয়া গেল ও এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া তাপ্তী পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "আপনি যত ভালবাসেন, স্নেহ করেন আমাকে, এতখানি কোন্ বাপ-মা'য়ে করতে পারে, বলুন দেখি? আমার মত সুখী, হতভাগিনী হ'য়েও আমার মত সৌভাগ্যবতী আর কোন মেয়ে এই বাঙলা দেশে আছে, কাকাবাবু?"

স্যার মহাপাত্র শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আর তোমাকে পেয়ে, ডলি, আমার মত সুখীই বা আর কে বাঙলা দেশে আছে?" এই বলিয়া তিনি কয়েক মুহূর্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন এবং পুনশ্চ বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আজকের ভোজে প্রমথকেও নিমন্ত্রণ করেছ তো, মা? খাসা ছেলে এই প্রমথ। ওর বিরুদ্ধে আমার একমাত্র অভিযোগ—পুলিস বিভাগে কাজ করে ব'লে, মা। নইলে সম্ভ্রান্ত পাইন-বংশের ছেলে। অবস্থা আজই না হয় তেমন নেই। তা' হলেও এখনও যা আছে, খুব কম জমিদারেরই তা আছে, ডলি।"

কুমারী তাপ্তী ধীর স্বরে কহিল, "কাকাবাবু, পুলিস বিভাগে কাজ করা কি খুব দোষের?"

স্যার মহাপাত্র তাপ্তীর ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। হাসির বেগ কমিলে কহিলেন, "না মা, দোষের কথা নয়। মা' আমার প্রমথর বিরুদ্ধে এতটুকু অভিযোগও সহ্য করতে পারে না।"

তাপ্তী শান্ত না হইয়া কহিল, "যদি দোষের কথা নয়, কাকাবাবু, তবে আপনার অভিযোগ থাকবে কেন?"

স্যার মহাপাত্র সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, "যে কাজে সকল সময়ে প্রাণের ভয় থাকে, তেমনি কাজে নিযুক্ত ছেলে যতই বাঞ্ছনীয় হোক, ডলি, তাদের কাছে আমার এটুকু অভিযোগের শেষ কোনদিনই হবে না।"

তরুণী তাপ্তী কিছু সময় নীরবে থাকিয়া কহিল, "পাইন তাঁর নতুন বন্ধু প্রফেসারকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন, কাকাবাবু।"

সহসা স্যার মহাপাত্র সচকিত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, "আশ্চর্য এই লোকটি, ডলি, লোকটা যেন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। যেন সব কিছুই দেখতে পান, জানতে পারেন।"

তাপ্তী বিস্মিত হইয়া কহিল, "আপনি কি প্রফেসার বসুকে চেনেন, কাকাবাবু?"

স্যার মহাপাত্র কহিলেন, "একবার দৈবক্রমে তাঁর সংস্রবে আসতে হয়েছিল, ডলি। সেবারে হাওড়ায় ট্রেন থেকে নেমে যখন বাড়ীতে আসি, আমার পকেট থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ চুরি যায়। আমি তৎক্ষণাৎ লালবাজারে রিপোর্ট করি। এই প্রফেসার আমার কেস বিস্তারিত ভাবে শুনে বলেন, 'আপনি আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারেন?' আমি বলি, 'কেন?' তিনি বলেন, 'আপনার কোম্পানীর কাগজগুলো নিয়ে আসতে যাচ্ছি।' এই ব'লে তিনি অফিস থেকে বা'র হয়ে গেলেন এবং বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে কোম্পানীর কাগজের বাণ্ডিলটা আমার হাতে তুলে দিলেন। মনে হ'ল তিনিই যেন আমার পকেট থেকে

...লো বলে নিয়েছিলেন।"

...শ্রী সবিস্ময়ে কহিল, "তারপর, কাকাবাবু ?"

"আমি-তো কিছু সময় একটিও কথা বল্‌তে পারলাম না। কারণ সেদিন যদি ...গুলো পাওয়া না যেত, তা' হ'লে অনেক কিছুই বিপদের সম্মুখীন হ'তে ...আমাকে। আমি পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক লিখে তাঁকে পুরস্কার ... পুলিস কমিশনারের সম্মুখে দিতে গেলুম, প্রফেসার মৃদু হেসে বল্‌লেন, ...টা মেডিকেল কলেজের নামে লিখে দিন। আমি কোন পুরস্কার গ্রহণ করতে ...না।" এই বলিয়া স্যার মহাপাত্র কিছু সময় নীরবে, বোধ হয়, সেদিনের ...টি মানস-চক্ষে দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছু সময় পরে পুনশ্চ ...ন, "বেশ হয়েছে ডলি। পাইন যে প্রফেসারকে নিয়ে আসছে, এর জন্য আমি ...খুশি হ'য়েছি মা।"

...শ্রী কহিল, "রুদ্রবিষাণে'র কেসের ভার পাইন আর প্রফেসারের ওপর পড়েছে, ...বাবু। পাইন বলেন, যদি তাঁরা এই কেসটার কিনারা করতে পারেন, তবে ...র ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দেবে।"

...্যার মহাপাত্র স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, তোমার স্নেহ যে পেয়েছে ডলি, ...র মত ভাগ্যবান পুরুষ এদেশে আর দু'টি নেই, মা।

হাসিতে হাসিতে স্যার মহাপাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পুনশ্চ কহিলেন, ...মায় কয়েকটা জরুরী পত্র লিখতে হবে ডলি, আমি এখন আসি, মা।"

...্যার মহাপাত্র ড্রইং-রুম হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেই তাপ্তী ..., "আচ্ছা কাকাবাবু, এই 'রুদ্রবিষাণ' ব্যক্তিটি কে ? পর পর এমন ভাবে হীন ...কাণ্ড করে চলেছে, অথচ পুলিস তা'কে ধরতে পারছে না, এর কি অর্থ, ...কাবাবু ?"

...মারী তাপ্তীর প্রশ্নে স্যার মহাপাত্র অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিলেন এবং ...শ্চ উপবেশন করিয়া কহিলেন, "পাইন এ-সম্বন্ধে তোমার কাছে কোন আলোচনা ...নি, ডলি ?"

...প্তী নত মুখে কহিল, "তিনি বলেন, এই কেসের মধ্যে খুব বড়ো একটা রহস্য ...নো আছে। পাইন এরই মধ্যে একজন লোকের ওপর সন্দেহ করতে আরম্ভ ...ছেন কাকাবাবু, কিন্তু তা'র নাম বলতে রাজী হলেন না। বলেন, এখনও কিছু ...ন তিনি গভীর ভাবে লোকটার ওপর লক্ষ্য রাখবেন। আজ প্রফেসারের ওপর ...'রুদ্রবিষাণ' নাকি আক্রমণ করেছিল, কিন্তু পাইন তা' বিশ্বাস করেন না, ...কাবাবু।"

স্যার মহাপাত্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "আক্রমণ করেছিল মানে কি, ডলি ?"

তাপ্তী মুখ ভার করিয়া কহিল, "আমি ঠিক খবর জানিনে, কাকাবাবু। পাইন ...ফোনে শুধু ওই কথাটুকু আমাকে আজ জানিয়ে দিলেন। তাঁরা-তো উভয়েই ...ছেন। আজ জিজ্ঞাসা করলেই হবে।"

"তা' হবে।" এই বলিয়া সহসা স্যার মহাপাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দ্বিতীয়

প্রশ্নের অবসর না দিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কুমারী তাপ্তী তাহার অভিভাবকের এই বিসদৃশ আচরণে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া, তাঁহার গমন-পথের দিকে কিছু সময় চাহিয়া থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। সহসা টেলিফোন বাজিয়া উঠিতে তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল এবং দ্রুতপদে টেলিফোনের নিকট গিয়া, রিসিভার তুলিয়া লইয়া কহিল, "হ্যালো! কে? পাইন? হাঁ, আমি—তাপ্তী। কি খবর, পাইন? আচ্ছা ঠিক সাতটার সময়, এক মিনিট দেরি হ'লে কিন্তু এমন রাগ করব! প্রফেসার আসছেন তো? হ্যাঁ তাঁকে আনা চাই। কাকাবাবুও তাঁকে চেনেন, আচ্ছা—বাই বাই!"

কুমারী তাপ্তী টেলিফোন নামিয়া রাখিল। পরে 'রিসেপ্সন্ হল' সজ্জিত হইয়াছে কি-না দেখিবার জন্য লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া গেল।

(৫)

সন্ধ্যার পর হইতেই নিমন্ত্রিতেরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। ঠিক সাতটার সময় মিঃ পাইন ও প্রফেসার বসু 'রিসেপ্সন্ হলে' প্রবেশ করিলেন। তরুণী কুমারী তাপ্তী অদ্য অভিনব সাজে সজ্জিত হইয়া নিমন্ত্রিতগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া হাসিমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। যে মুহূর্তে পাইন ও প্রফেসার প্রবেশ করিলেন, তাপ্তী এক ঝলক বিদ্যুতের মত চমকিত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং প্রফেসার বসুকে ঈষৎ নত হইয়া নমস্কার করিয়া কহিল, "আপনাকে আজ আমাদের মধ্যে পেয়ে ধন্য হলাম, প্রফেসার বসু।"

প্রফেসার কহিলেন, "আপনার এই মধুর কথা আমি কোনদিনই ভুলব না, তাপ্তী দেবী।"

মিঃ পাইন তাপ্তীকে একান্তে লইয়া কহিলেন, "আজ তোমাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে, তাপ্তী। এত সুন্দর আর কোন দিন তোমাকে মনে হয় নি।"

"ছিঃ! অমন ক'রে চেও না বলছি, পাইন। আমার যা লজ্জা করে!" এই বলিয়া তাপ্তী সহসা মুখ গম্ভীর করিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। সারাদিন গেল, একটিবারের জন্যও কি দেখা ক'রে যেতে পারতে না? তোমার চাকরিই তোমার কাছে বড়ো, পাইন!"

অভিমান-ছল-ছল কমনীয় মুখখানির দিকে চাহিয়া, পাইন মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, "আমাকে উদ্বিগ্ন না করলে তুমি সুখী হও না, তাপ্তী। আমার কর্মের প্রতি অবসর মুহূর্তটি তোমার চিন্তায় মধুময় ক'রে রাখি। এ কথা হাজার বার সত্য যে, তোমার মত দেবীর উপযুক্ত নই আমি।"

তাপ্তী দুর্দাম কটাক্ষ হানিয়া শাসনের ভঙ্গিতে ও স্বরে কহিল, "আবার!"

এদিকে যখন তাপ্তীর প্রেম-গুঞ্জন চলিতেছিল, তখন সুদীর্ঘ 'রিসেপ্সন্ হলে'র অন্য দিকে স্যার মহাপাত্র ও প্রফেসার বসু আলাপ করিতেছিলেন। স্যার মহাপাত্র বলিতেছিলেন, "আপনার সেদিনকার সেই অচিন্ত্যনীয় সফলতার কথা আমি আজীবন স্মরণ করবো, প্রফেসার। এক এক সময়ে আমার মনে হয়, যেন আপনি পূর্ব

সবই সব কিছু জ্ঞাত ছিলেন।" সহসা স্যার মহাপাত্র অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

প্রফেসার কহিলেন, "অর্থাৎ সোজা কথায় আমিই আপনার পকেট মেরে, আবার আপনাকেই তা' ফেরত দিয়েছি।" এই বলিয়া প্রফেসার মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

স্যার মহাপাত্র কহিলেন, "সত্যই আপনি অসাধারণ, প্রফেসার। তাই যখন ডলির মুখে শুনলাম, আপনি পাইনের সঙ্গে একত্রে এই 'রুদ্রবিষাণ'-এর অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করেছেন, তখন ভাবলাম, 'রুদ্রবিষাণ' যতই ধূর্ত হোক, এইবার তার দিন ফুরিয়েছে।"

প্রফেসারের মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আচ্ছা এই 'রুদ্রবিষাণে'র সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা, স্যার মহাপাত্র ?"

প্রশ্ন শুনিয়া স্যার মহাপাত্রের মুখে মুহূর্তের জন্য ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু তাহা মুহূর্তের জন্যই। তিনি কহিলেন, "আমার ধারণা দস্যু মোহনই ছদ্ম নামে নতুন কীর্তি আরম্ভ করেছে। কারণ যে দস্যু চিরকাল দস্যুতা করেই কাটিয়েছে, সে হঠাৎ যে সৎ, ভদ্র নাগরিক হবার চেষ্টা করেছে, তা' কি কখনও সম্ভব হতে পারে, প্রফেসার ?"

প্রফেসার গম্ভীর মুখে কহিলেন, "কিন্তু মোহনের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই নেই, স্যার মহাপাত্র।"

স্যার মহাপাত্র উচ্চ হাস্যে কহিলেন, "কোন দিনই ছিল না। ঐ হল মোহনের বিশেষত্ব। আমার ধারণার ভিত্তি কি এইবার শুনুন। শুনলাম, মানিকলাল নামে দস্যুর মৃত্যুর পূর্বে পর পর যে তিনটি হত্যাকাণ্ড এই 'রুদ্রবিষাণ' করেছে কিম্বা করিয়েছে, কোনটিতেই কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। অথচ প্রত্যেকটি ঘটনার সময়ে মোহনকে বিশিষ্ট রাজকর্মচারীদের আবাস স্থলে দেখা গেছে। কিন্তু আপনার মত একজন বিশিষ্ট চিন্তাশীলকে জিজ্ঞাসা করি, এতেই কি প্রমাণ হয়ে যায় যে, মোহন ওই সব হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় ? বরং সন্দেহ আরও বেশী ক'রে তা'র পরে পড়াই উচিত ছিল। এইবার মোহন উধাও হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মোহনকে খুঁজে বার করতে পারলেই এই সব হত্যাকাণ্ডের কিনারা হয়ে যাবে।"

প্রফেসার বসু গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিতেছিলেন ; তিনি কহিলেন, "আমার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ, স্যার মহাপাত্র। দস্যু মোহন হত্যাকে আন্তরিক ঘৃণা করে। অতীতে যে লোক একটাও জীবন স্বেচ্ছায় বা জ্ঞানতঃ নেয় নি, হঠাৎ সেই লোকের নামে কি ক'রে চার-চারটে হত্যাকাণ্ড এবং আজ আমার জীবনের ওপর আক্রমণ প্রচেষ্টার দোষ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই বলুন দেখি ?"

এমন সময়ে স্যার মহাপাত্রের একজন বিশিষ্ট বন্ধু আগমন করিলেন। লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া প্রফেসার বসুর মুখ অতিমাত্রায় চিন্তান্বিত হইয়া উঠিল। তিনি নিম্ন স্বরে কহিলেন, "এই মাত্র যিনি এলেন, ওঁকে আপনি চেনেন, স্যার মহাপাত্র ?"

স্যার মহাপাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "বলেন কি, প্রফেসার ? উনি যে

মচ্ছিগড়ের প্রিন্স। আমার ভাগ্যবশে ও'র সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে ধন্য হয়েছি।"

"মচ্ছিগড়!" প্রফেসারের দুই ভ্রু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কি সূত্রে আলাপ হয়েছিল, স্যার মহাপাত্র?"

স্যার মহাপাত্র কহিলেন, "আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু ও'র সঙ্গে এক সপ্তাহ পূর্বে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। আমি প্রথম সুযোগেই প্রিন্সকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিজেকে ভাগ্যবান করেছি। কিন্তু আর না প্রফেসার, আমি প্রিন্সের কাছে চললাম।" এই বলিয়া স্যার মহাপাত্র অতি দ্রুত পদে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

রেডিও এ্যাম্‌প্লিফায়ারে গান চলিতেছিল। বহু নর-নারীর আগমনে সুবৃহৎ হলটি সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক আটটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে 'খাবার দেওয়া হইয়াছে' ঘোষিত হইল। সেই বৃহৎ সমাবেশ ধীরে ধীরে ভোজনাগারে প্রবেশ করিল।

বিলাত-ফেরত সংসার। যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিলাত-প্রত্যাগত কিম্বা বিলাত প্রত্যাগতের আত্মীয়-স্বজন। টেবিলের উপর দেশী খাদ্য বিলাতি ছাঁচে ডিশে করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রত্যেক নিমন্ত্রিত চেয়ারে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং আহারে মনোনিবেশ করিলেন।

ভোজন-কক্ষে অতি উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। আহারের ঘরের সংলগ্ন অন্য একটি কক্ষে পশ্চিমের অনুকরণে সুমিষ্ট বাদ্যধ্বনি হইতেছিল। তাপ্তীকে মধ্যস্থলে রাখিয়া একদিকে পাইন ও অন্যদিকে প্রফেসার বসু আহারে বসিয়াছিলেন। প্রফেসার বসুর দক্ষিণ পার্শ্বে স্যার মহাপাত্র বসিয়াছিলেন।

মচ্ছিগড়ের প্রিন্স অসুস্থতার অজুহাতে কিছুই আহার করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি 'রিসেপ্সন হলে' একা বসিয়া এক গ্লাস মদ্য পান করিতেছিলেন। সহসা মদের শূন্য গ্লাস হাত হইতে নামাইয়া রাখিয়া, কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন। কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না।

প্রফেসার বসু আহার করিতে করিতে মচ্ছিগড়ের প্রিন্সকে কোথায় দেখিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি এক সময়ে নত স্বরে স্যার মহাপাত্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "এই প্রিন্সকে আমি কোথাও না কোথাও দেখেছি, স্যার মহাপাত্র! কিন্তু আমার স্মরণ-শক্তি এতখানি দুর্বল হ'য়ে উঠেছে যে, কিছুতেই স্মরণ করতে পারছি না।"

স্যার মহাপাত্র কহিলেন, "আশ্চর্য কি? প্রিন্সের মত মহৎ ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনার মত লোকের বহু স্থানেই দেখা হওয়া সম্ভব হ'তে পারে।"

"তা' বটে।" বলিয়া প্রফেসার অতিমাত্রায় গম্ভীর হইয়া উঠিলেন।

তরুণী তাপ্তী তাহার ভবিষ্যৎ বাদগত্ত স্বামীর সহিত অতি মৃদু স্বরে কথা কহিতেছিল এবং বারবার আহারে রত অন্যান্য নিমন্ত্রিতগণের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সুমিষ্ট বাদ্যধ্বনির স্বর উচ্চ শব্দে ধ্বনিত হইতেছিল, এমন সময়ে সহসা প্রকাণ্ড কক্ষের সমস্ত আলোক নির্বাপিত হইয়া গেল।

কি হইল, কেন হইল, বুঝিতে পারিবার পূর্বেই একটি গম্ভীর স্বর অন্ধকারের ভিতর শুনিতে পাওয়া গেল। কে যেন বলিতেছে, "সকলে যে যার আসনে বসে থাকুন, 'রুদ্রবিষাণ' কথা বলছে।"

'রুদ্রবিষাণে'র নাম শুনিয়া সমবেত নর-নারীগণ ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। বিশেষ করিয়া মহিলাগণ এরূপ চীৎকার করিতে লাগিলেন যে, আহার-কক্ষটি এক ভয়াবহ পরিস্থিতে ভরিয়া গেল। এমন সময়ে সহসা পুনশ্চ আলো জ্বলিয়া উঠিল।

সকলে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিতে দেখিল, স্যার মহাপাত্র চেয়ার হইতে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার মস্তক হইতে রক্তস্রোত বাহির হইতেছে।

প্রফেসার বসু তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া ভৃত্যদের আদেশ দিলেন, "দ্বার বন্ধ করো, কেউ যেন না বাইরে যেতে পারেন।"

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সদর ফটক সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

কুমারী তাপ্তী তাহার প্রিয়তম অভিভাবকের অবস্থা দেখিয়া, আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া, স্যার মহাপাত্রের মুখের উপর নত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কাকাবাবু কাকাবাবু আমার! কে আপনাকে আঘাত করলে?"

মিঃ পাইন স্যার মহাপাত্রকে পরীক্ষা করিতেছিলেন; প্রফেসার কহিলেন, "ভয় নেই, স্যার মহাপাত্র মূর্ছিত হ'য়েছেন, এখনি জ্ঞান ফিরে আসবে।" এই বলিয়া পাইন ও তিনি স্যার মহাপাত্রকে ধরিয়া মেঝের উপর সোজা করিয়া শয়ন করাইয়া দিলেন এবং মস্তকের আঘাত-স্থানে একটা সাময়িক ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া, তাপ্তীকে ডাক্তারের জন্য টেলিফোন করিতে বলিলেন।

তাপ্তী ছুটিল।

ডাক্তার আসিয়া পৌঁছাইবার পূর্বেই স্যার মহাপাত্রের জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল; তিনি চারিদিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ভয়ার্ত স্বরে কহিলেন, "রুদ্রবিষাণ, রুদ্রবিষাণ আমাকে হত্যা করতে এসেছিল। প্রফেসার, প্রফেসার কোথায়?"

"এই যে আমি।" বলিয়া প্রফেসার বসু স্যার মহাপাত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন, "আপনি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হবেন না, আমি প্রত্যেকটি লোককে ইতিমধ্যে পরীক্ষা করেছি এবং তাঁদের প্রত্যেককে যাঁর যাঁর নিজের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। শুধু মচ্ছিগড়ের রাজাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

স্যার মহাপাত্রের মুখে শঙ্কার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তবে কি 'রুদ্রবিষাণ' তাঁকে চুরি করে নিয়ে গেছে?"

প্রফেসার বসুর মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিনি একবার সহকারী মিঃ পাইনের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "হুঁ। নাবালক রাজা সাহেব শেষে অপহৃত হ'লেন দেখছি।"

কুমারী তাপ্তী অস্পষ্ট স্বরে কহিল, "কৈ, ডাক্তার-সাহেব এখনও এসে পৌঁছলেন না-যে! আবার টেলিফোন করব না কি?"

এমন সময়ে 'ডক্টর ড্যাট' আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রোগীকে পরীক্ষার কার্যে নিযুক্ত হইলেন।

মিঃ পাইন কহিলেন, "ঐ যে, নাবালক রাজা অব মচ্ছিগড় আসছেন, প্রফেসার। 'রুদ্রবিষাণ' দেখছি এ-ক্ষেত্রে তাঁকে পরিহার ক'রেই গেছেন।"

প্রফেসার বসু একদৃষ্টে রাজার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন; সহসা রাজার মাথার চুল ধরিয়া এক টান মারিতেই, তাঁহার হস্তে পরচুলা খসিয়া আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি রিভলভার ছদ্মবেশী রাজার মস্তকে উদ্যত করিয়া, ব্যঙ্গ-হাস্যে প্রফেসার কহিলেন, "তারপর রাজা অব মচ্ছিগড়, ওরফে কেদার বাবু, ননীলাল, কুমার সাহেব, বদ্যিনাথ, মোহান্তমহারাজা সর্বশেষে নীলমাধব, এখানে কি মনে ক'রে বাছাধন?"

মিঃ পাইন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "এ যে দেখছি সিঁদেল চোর নীলমাধব! হুবহু রাজা সেজে এখানে এসেছে। সর্বনাশ!" এই বলিয়া তিনি সুন্দরী তাপ্তীর দিকে চাহিতেই, সে ভয়ার্ত-দৃষ্টিতে ছদ্মবেশী রাজার দিকে চাহিতে চাহিতে মিঃ পাইনের একখানি হাত জড়াইয়া ধরিল।

প্রফেসার কহিলেন, মাথার ওপর হাত তোলো, নীলমাধব!"

নীলমাধব ভীষণ জলন্ত দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে আদেশ পালন করিল।

"মিঃ পাইন, রাজার পকেটগুলি একবার অনুসন্ধান করুন-তো!" প্রফেসার কহিলেন।

নীলমাধবের পকেট হইতে একটি রিভলভার, এক প্যাকেট সিগারেট, এক বাক্স দেশলাই ও একখানি খামশুদ্ধ পত্র বাহির হইল।

'রুদ্রবিষাণের চিঠি।"

প্রফেসার কহিলেন, "দিন, দেখি নীলমাধব কি আদেশ পেয়েছে।"

প্রফেসার বসু পত্রখানি লইয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল :—

অদ্য রাত্রি ঠিক সাড়ে আটটার সময় স্যার মহাপাত্রের বাড়ীতে আলোর মেন সুইচ মাত্র দুই মিনিটের জন্য বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। আদেশ অমান্য করিলে শাস্তি —মৃত্যু।

'রুদ্রবিষাণ'

স্যার মহাপাত্রের বিস্ময়ের আর অন্ত ছিল না। তিনি বিহ্বল দৃষ্টিতে ছদ্মবেশী রাজা নীলমাধবের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন; এইবার কহিলেন, "আমার যে বিশিষ্ট বন্ধু এই লোকটাকে রাজা পরিচয়ে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন, এখন দেখছি তিনিও প্রতারিত হ'য়েছেন। আচ্ছা প্রফেসার, 'রুদ্রবিষাণে'র কি উদ্দেশ্য ছিল বলুন তো? আমাকে হত্যা করা? কিন্তু আমাকে কি জন্য সে হত্যা করতে চেয়েছিল?"

প্রফেসার চিন্তিত মুখে কহিলেন, "আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রেও 'রুদ্রবিষাণ' ভুল করেছে। দুপুরে আজ সে আমার ওপর আক্রমণ ক'রে বিফল হ'য়েছিল। সে জানতে পেরেছিল, আমি এই ভোজে উপস্থিত হবো। তাই এখানেও সে একবার

আক্রমণ করবার মনস্থ ক'রে, এই নীলমাধবের সহায়তা নিয়েছিল। কিন্তু অন্ধকারে ভুল বশতঃ আমার পরিবর্তে আপনাকে আঘাত সহ্য করতে হয়েছে।"

মিঃ পাইন কহিলেন, "এখন নীলমাধবকে হেড কোয়ার্টারে পাঠাবার বন্দোবস্থা করা যাক, আমি টেলিফোন ক'রে গাড়ী আর ফোর্স আনাচ্ছি।"

মিঃ পাইন টেলিফোন করিতে তাপ্তীর সহিত বাহির হইয়া গেলেন।

প্রফেসার বসু নীলমাধবের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি নীলমাধব, যদি তুমি 'রুদ্রবিষাণ' কে আমাকে বলো।"

নীলমাধব দাঁত কড়মড় করিয়া উঠিল। কহিল, "রুদ্রবিষাণ' কে এইবার তুমি জানতে পারবে, প্রফেসার। কারণ শীগগির তোমাকে যমালয়ে যেতে হবে। সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে, 'রুদ্রবিষাণ' কে।"

প্রফেসার ক্রুদ্ধ না হইয়া কহিলেন, "তোমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ-ভোগ আছে, কে তা'র লাঘব করবে বলো!"

"আমার অপরাধ? আমি এমন কিছু করি নি, যার জন্য তুমি আমাকে জেলে দিতে পারো।" নীলমাধব গর্জন করিয়া উঠিল।

প্রফেসার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমি তো জেল দেবার কর্তা নই, নীলমাধব। যিনি কর্তা তাঁর মর্জির ওপর তোমাকে নির্ভর করতে হবে। একজন রাজার ছদ্ম-বেশ ধারণ ক'রে শহরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতারণা করা, ঘর হঠাৎ অন্ধকার ক'রে আঘাত করার অপরাধে কিছু না হ'লেও, তোমার মত জেলঘুঘুর পক্ষে দুটি বছরের জন্য তো নিশ্চিন্ত হ'তে পারো।"

এমন সময়ে লালবাজার হইতে কয়েদীর গাড়ী ও একজন সার্জেণ্টের সহিত দুইজন কনস্টেবল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রফেসারের নির্দেশ মত নীলমাধবকে হাত-কড়া পরাইয়া গ্রেফতার করিয়া লইয়া গেল।

স্যার মহাপাত্র কহিলেন, "আমি আর বসতে পারছিনে, আমি একটু ঘুমোতে চাই, প্রফেসার।"

"নিশ্চয়ই, স্যার মহাপাত্র। আসুন, আপনাকে ধরে আপনার শয়ন-কক্ষে নিয়ে যাই।" এই বলিয়া প্রফেসার স্যার মহাপাত্রকে ধরিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মিঃ পাইন কহিলেন, "আশ্চর্য লোক এই প্রফেসার, তাপ্তী!"

কুমারী তাপ্তী বাগ্দত্ত-স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল, কেন পাইন, তুমি কি প্রফেসারের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানো না?"

মিঃ পাইন এক মুহূর্ত দ্বিধা করিয়া কহিলেন, "সত্য বলতে কি তাপ্তী, প্রফেসারের কার্যকলাপ দেখে মনে হয়, যেন প্রত্যেকটি ব্যাপার সে জানে। আমার তাই এক এক সময়ে মনে হয়, প্রফেসার যেটুকু বলেন, তার চেয়ে বহু গুণ বেশী জানেন। উনি যেন ভবিষ্যৎ দেখতে পান। আশ্চর্য!"

তাপ্তী বুঝিল, পাইনও তাঁহার মনের ভাব গোপন করিয়া লইতেছেন; কহিল, "প্রফেসার যদি এতই ক্ষমতাসম্পন্ন, তবে 'রুদ্রবিষাণ' কে তিনিই বলে দিন না কেন?"

"আমি জানি 'রুদ্রবিষাণ' কে।" বলিতে বলিতে প্রফেসার হাসি মুখে প্রবেশ

করিলেন এবং তাপ্তীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কিন্তু এখনও সময় আসেনি তা, ব্যক্ত করবার। তা'ছাড়া সাক্ষাৎ প্রমাণ কিছুই নেই, কিছুই প্রমাণ সংগ্রহ হয়নি এখনও, সুতরাং বর্তমানে আপনাদের আগ্রহ দমন করতে হবে।"

মিঃ পাইন বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "আপনি জানেন প্রফেসার, 'রুদ্রবিষাণ' কে?"

" 'রুদ্রবিষাণ' আমি।" এই বলিয়া প্রফেসার সহসা অট্টহাস্যে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিলেন। হাসির বেগ কমিলে কহিলেন, "এইবার যাওয়া যাক, চলো পাইন সেখানে নীলমাধবকে জেরা করতে হবে, তা' ছাড়া 'রুদ্রবিষাণ' সেখানে কি বিস্ময় আমাদের জন্য সঞ্চিত করেছে, সেটাও জানা দরকার।"

মিঃ পাইন ও তাপ্তী ক্ষণকাল বিমূঢ় দৃষ্টিতে প্রফেসারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ পাইন আপন আচ্ছন্নভাব কাটাইয়া জোর করিয়া মৃদু হাস্য করিলেন এবং কহিলেন, "চলুন যাওয়া যাক।"

(৬)

মিসেস বিনোদিনী পালিত জেলাসীরূপ মানসিক-ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। তিনি ভাবিতেন, তাঁহার প্রতিবেশীরা, তাঁহার বন্ধু-বান্ধবীরা তাঁহাকে হিংসা করেন এবং তাঁহার স্বামীও যে অন্য নারীকে ভালবাসিয়া তাঁহাকে অবহেলা করিতেছেন, এই হিংসাতে তাঁহার মনের সকল শান্তি নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

এই সব কারণে একদিন গভীর রাত্রিতে যখন তাঁহার স্বামী ডক্টর (চিকিৎসা বিদ্যায় নহে) পালিতের পকেট হাতড়াইতে ছিলেন, তখন ডক্টর পালিত গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া নাসিকা গর্জন করিতেছিলেন।

মিসেস পালিত পকেট হইতে একখানি খামে আঁটা পত্র বাহির করিলেন। পত্রখানির লেখা হস্তাক্ষর স্ত্রীলোকের হাতের মত। পত্রখানি তখনও যে খোলা হয় নাই এবং স্বামী পাঠ করেন নাই, তাহা বুঝিতে মিসেস বিনোদিনী পালিতের কষ্ট হইল না। তিনি ভাবিলেন, পত্রখানি অফিস হইতে বাহির হইবার সময় স্বামী পাইয়াছিলেন, পাঠ করিবার সময় পান নাই।

কিন্তু পত্রখানি পাঠ করিয়া বিনোদিনী বিশেষ কিছু অর্থবোধ করিতে পারিলেন না। তাহাতে ডক্টর পালিতকে কোন স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল।

মিসেস বিনোদিনী পালিত নাসিকা-গর্জন-রত স্বামীর দিকে চাহিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, "আপন বিবাহিতা ধর্ম পত্নীকে উপেক্ষা ক'রে এই বয়সে তুমি অন্য ফুলের মধু খেয়ে বেড়াচ্ছ? দাঁড়াও, এইবার তোমাকে ধরেছি।"

ইহার পর বিনোদিনী পত্রখানি একস্থানে লুক্কায়িত রাখিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রাতে বিনোদিনী স্বামীর উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিলেন। স্বামী কি করেন, তাহা গোপনে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ডক্টর পালিত আহারাদি সমাপ্ত করিয়া তাঁহার আপন অফিসে বাহির হইবার পূর্বে কোটের পকেটগুলি হাতড়াইয়া

pathagar.net

খুঁজিতে লাগিলেন। দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া মিসেস পালিত কহিলেন, "খুঁজছ ?"

"একখানা চিঠি, ডার্লিং। কাল অফিস থেকে বা'র হবার পূর্বেই পেয়েছিলাম, কিন্তু পড়বার সময় পাই নি, পকেটেই রেখে দিয়েছিলাম—কিন্তু পাচ্ছি না !"

পুলকিত হইয়া বিনোদিনী কহিলেন, "বোধ হয় অফিসেই ফেলে এসেছ।"

চিন্তিত স্বরে ডক্টর পালিত কহিলেন, "তাও হ'তে পারে। যাই হোক, তেমন বিশেষ কিছু জরুরী পত্র নয়।" এই বলিয়া তিনি প্রতিদিনের মত নিয়মানুযায়ী স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেই, বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ফিরতে আজ দেরি হবে ?"

ডক্টর পালিত কহিলেন, "হাঁ, মাই ডার্লিং। সন্ধ্যার সময় আজ আমার এক জায়গায় একটু নিমন্ত্রণ আছে। ফিরতে আমার রাত হ'য়ে যাবে। তুমি অপেক্ষা না ক'রে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো।"

এই বলিয়া ডক্টর পালিত বাহির হইয়া গেলেন। মিসেস পালিত মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হুঁ, বুঝেছি কোথায় তোমার নিমন্ত্রণ। আচ্ছা, আজ মজা দেখাচ্ছি তোমাকে।"

কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল দূরে একটি সুন্দর বাগান-বাড়ীতে ডাঃ পালিত বাস করেন। তিনি যথা সময়ে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নির্দিষ্ট কামরার জানালার ধারে বসিয়া সংবাদ-পত্রের নির্দিষ্ট পাতাটি খুলিয়া ধরিলেন।

ডাঃ পালিত খুন, জখম, ডাকাতি, দস্যুতা এই সমস্ত উত্তেজক ঘটনাবলীর রিপোর্ট পাঠ করিয়া আনন্দ বোধ করিতেন। কে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়াছে ; কে তাহার প্রিয়তমা নারীর উপর সন্দেহ করিয়া সেই নারীকে হত্যা করিয়াছে ; কোন্ দস্যু ডাকাতি করিতে গিয়া হত্যা করিয়া বসিয়াছে—এই সংবাদ তাঁহার নিকট অতি উপাদেয় পাঠ্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

তিনি সংবাদ-পত্রের আইন-আদালতের জন্য নির্দিষ্ট পাতাখানি খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে মিসেস বিনোদিনী পালিত বেশভূষা শেষ করিয়া স্বামীর পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। ডাঃ পালিত যে কামরায় কলিকাতা যাইতেছিলেন, তাহার পরবর্তী কামরায় মিসেস পালিত আরোহণ করিলেন। তিনি পত্রে লিখিত ঠিকানায় গমন করিয়া লেখিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং তাঁহার স্বামীর সততা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন, ইহা স্থির করিয়াই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এদিকে ডাঃ পালিতের ট্রেন শিয়ালদহে পৌঁছিলে তিনি সংবাদপত্রখানি ভাঁজ করিয়া হাতে লইয়া প্ল্যাটফরমের উপর অবতরণ করিলেন এবং বাহিরে আসিয়া একটি ট্যাক্সিতে আরোহণ করিয়া ডালহাউসী স্কোয়ারে তাঁহার আপন অফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অফিস একটি সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার ত্রিতলে অবস্থিত ছিল। অফিসের চাবি খুলিয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

তখনও তাঁহার একমাত্র কর্মচারী মহিলা-টাইপিস্ট আসিয়া উপস্থিত হয় নাই।

টাইপিস্ট সম্বন্ধে তাঁহার এই ধারণা ছিল যে, বালিকাটি অফিসের আসবাব-পত্রের মতই প্রাণহীন পদার্থ। কারণ সে কখনও কোন প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করে নাই। আপনার কাজ মুখ বুজিয়া শেষ করিয়া যায়।

এমন সময়ে অফিসের ফোন বাজিয়া উঠিল। তিনি যে মুহূর্তে রিসিভার উঠাইয়া লইয়া কথা কহিতে যাইবেন, সেই মুহূর্তে তাঁহার মহিলা টাইপিস্ট বাণী দেবী প্রবেশ করিল।

"ডক্টর পালিত কথা বল্‌ছেন।" এই বলিয়া তিনি টেলিফোনে জবাব দিলেন এবং উত্তরে যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার পেন্সিল মেঝের উপর পড়িয়া গড়াইতে লাগিল। তাঁহার মুখ রক্তশূন্য এবং বিবর্ণ হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ তিনি একটি কথা বলিতে পারিলেন না। পরে তিনি অতি কষ্টে টাইপিস্ট বাণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'রুদ্রবিষাণ' টেলিফোনে কথা বললে। 'রুদ্রবিষাণ'কে তুমি-তো জানো, বাণী? 'রুদ্রবিষাণ' হচ্ছে সেই হত্যাকারী যে চারটে খুন করেছে, পুলিস যা'কে আজ পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারে নি।" এই অবধি বলিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "রুদ্রবিষাণ' জানতে চাইছে, কেন আমি তার আদেশ প্রতিপালন করি নি। সে বললে, একটা পত্রে নাকি সে আমাকে কি লিখে পাঠিয়েছিল।"

ডাঃ পালিত তাঁহার জামার পকেটগুলি দ্রুতবেগে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাত উত্তেজনায় কাঁপিতেছিল। ডাঃ পালিত কোন পত্র খুঁজিয়া পাইলেন না। সহসা মাণিকলালের মৃতদেহের সহিত প্রাপ্ত 'রুদ্রবিষাণে'র পত্রের কথা স্মরণ হইল, 'যে আমার আদেশ অমান্য করে তা'র শাস্তি—মৃত্যু।' ভয়ে ডাঃ পালিতের সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল।

বাণী সহজ কণ্ঠে কহিল, "টাইপ করতে কোন পত্র দেবেন, ডাঃ পালিত?"

"লালবাজারের সঙ্গে টেলিফোন যোগ ক'রে ডিটেক্‌টিভ ইন্‌সপেক্টার মিঃ পাইনকে ডেকে দাও, আমি তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌তে চাই।" ডাঃ পালিত আদেশ দিলেন।

বাণী টেলিফোন সংযোগ করিয়া কহিল, "লালবাজার বল্‌ছে, ডিটেক্‌টিভ ইনস্পেক্টার মিঃ পাইন এখন অফিসে নেই, কিন্তু প্রফেসার বসু আছেন, ডাঃ পালিত।"

"আমাকে টেলিফোন দাও।" এই বলিয়া ডাঃ পালিত দ্রুতবেগে টেলিফোনের রিসিভার হাতে লইয়া কহিলেন, "প্রফেসার বসু, আমি এইমাত্র 'রুদ্রবিষাণে'র সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছি।"

(৭)

মিসেস বিনোদিনী পালিত কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া, পত্রে লিখিত ঠিকানায় উপস্থিত হইতে বিশেষ বেগ পাইলেন না। একজন বেয়ারা তাঁহাকে ভিতরে লইয়া ওয়েটিং রুমে বসাইল।

বিনোদিনীর প্রশ্নের উত্তরে বেয়ারা কহিল, "একটু অপেক্ষা করুন, এখনি হুজুর আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।"

"হুজুর দেখা করবেন!" বিনোদিনী বিস্মিত হইলেন এবং চিন্তা করিলেন।

...লে আমি যা সন্দেহ করে এসেছিলাম যে, কোন স্ত্রীলোকের চিঠি—তা নয়।

মিসেস বিনোদিনী পালিতের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, ...দার পিণ্ড বুদোর ঘাড়ে চাপিয়েছি দেখছি।" এই ভাবিয়া তিনি মনে মনে ... করিয়া এক মতলব স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং কয়েক মিনিট পরে তাঁহাকে ...জুর ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিনি ভিতরে গিয়া দেখিলেন একটি টেবিলের ...একটি চেয়ারের উপর মুখে মুখোশ পরিয়া এক ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছে। ...দিনী আদৌ ভীত হইলেন না। তিনি টেবিলের নিকট উপস্থিত হইলে, ...শপরা লোকটি কহিল, "এই পত্র আপনি কোথায় পেলেন ?"

...নোদিনী দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "আমার স্বামী যখন নিদ্রিত ছিলেন, তখন তাঁর ... থেকে আমি নিয়েছি। আমি তাঁর বিবাহিতা ধর্ম-পত্নী, অর্ধাঙ্গিনী, সুতরাং ... যে সব পত্র পান, সে সব পাঠ করবার অধিকার আমার আছে।"

"পত্রখানা খোলা ছিল ?" লোকটি প্রশ্ন করিল।

"...না খোলা ছিল না। খুব সম্ভবতঃ বাড়ীতে আসবার কিছু পূর্বেই অফিসেই ...নি পত্রখানা পান, পড়বার সময় পান নি।" বিনোদিনী কহিলেন।

মুখোশাবৃত লোকটি কঠিন ও গম্ভীর স্বরে কহিল, "শুধু এর জন্যেই আপনার ...মীর জীবন রক্ষা পেল, নইলে তিনি যদি ইচ্ছা পূর্বক আমার আদেশ অবহেলা ...তেন, ত' হলে কিছুতেই তাঁর জীবন রক্ষা পেত না।"

বিনোদিনীর মুখ রক্তশূন্য বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, তিনি ...পাষাণের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। তিনি অতীতে এই লোকটার সম্বন্ধে বহু ...ু শ্রবণ করিয়াছিলেন।

...এমন সময়ে তীব্র-শব্দে একটি ইলেকট্রিক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মুখোশধারী লোকটি গম্ভীর স্বরে কহিল, "ন'ড়ো না, যদি তুমি কথা না শোনো, তোমাকে আমি ...ত্যা করব, বুঝেছ ?"

সহসা কক্ষের আলো নির্বাপিত হইয়া গেল। মিসেস পালিত সূচী-ভেদ্য ...ন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; অকস্মাৎ তিনি মাতালের মত দুলিতে দুলিতে ...দিয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল, কক্ষের দ্বার সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

...ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতে লাগিল, মিসেস বিনোদিনী পালিত সেই ...ন্ধকারের ভিতর ভয়ার্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মনে অসংখ্য চিন্তা বারম্বার ...দিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কক্ষের ভিতর মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা ... করিতেছিল। সেই ভয়ানক নিস্তব্ধতার ভিতর মাত্র কোন স্থানে রক্ষিত একটি ... টিক্ টিক্ শব্দ মৃত্যুর মত অবোধ্য ভাষায় কি যেন বলিবার প্রয়াস পাইতে- ... মিসেস বিনোদনী পালিত ভয়ার্ত মনে বসিয়া যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য ...ক্ষা করিতে লাগিলেন।

...ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। ঘড়ি ভয়াবহ টিক্ টিক্ ... অবিরাম অবিচ্ছিন্ন গতিতে বহিয়া চলিতে লাগিল। সহসা দ্বার খোলার ...শব্দের শব্দ হইল, দেওয়াল-গাত্রে একটি ক্ষীণ আলোকরশ্মি কক্ষটির অন্ধকার

বহু পরিমাণে হ্রাস করিয়া দিল। 'রুদ্রবিষাণ' প্রবেশ করিল।

'রুদ্রবিষাণে'র মুখের মুখোশ—খুব সম্ভবতঃ তাড়াতাড়ির ফলে মুখের এক দিকের অংশ—ঠিকমত আবরিত হয় নাই। মিসেস বিনোদিনী পালিতের দৃষ্টি 'রুদ্রবিষাণের' মুখের উপর পড়িতেই, তাঁহার দুই চক্ষে প্রচুর বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। তিনি রুদ্রবিষাণে'কে চিনিতে পারিয়া বিহ্বল-বিস্ময়ে পলকহীন চোখে চাহিয়া রহিলেন।

'রুদ্রবিষাণে'র দৃষ্টিতে ইহা এড়াইল না। সে দ্রুত হস্তে মুখের অনাবৃত অংশ আচ্ছাদিত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "বটে! আমাকে তুমি চিনতে পেরেছ?"

'রুদ্রবিষাণে'র কণ্ঠে শঙ্কার স্বর ফুটিয়া উঠিল। তাহা সন্দেহাতীতরূপে বুঝিয়া, মিসেস পালিত আত্মগর্বে গর্বিত হইয়া উঠিলেন এবং 'রুদ্রবিষাণ'কে আপন আয়ত্তাধীনে রাখিতে পারিবেন, এই আশায় উজ্জীবিত হইয়া রুক্ষ স্বরে কহিলেন, "হাঁ, চিনেছি তোমাকে……"

'রুদ্রবিষাণে'র ভয়াবহ স্বরে বিনোদিনী পালিতের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। 'রুদ্রবিষাণ' কহিল, "চিনেছ? বটে!"

মুহূর্তের ভিতর মিসেস পালিতের মনে দারুণ ভীতি প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন যে 'রুদ্রবিষাণ' হত্যাকারী, যে দুরাত্মা, পাষণ্ড হত্যার পর হত্যা-লীলা অবলীলাক্রমে চালাইয়া চলিয়াছে, তাহাকে তিনি চিনিতে পারিয়াছেন, ইহা কি কখনও……

মিসেস পালিতের চিন্তাও অসমাপ্ত রহিল। 'রুদ্রবিষাণ' ভয়াবহ স্বরে কহিল, "তুমি যেদিন হ'তে তোমার স্বামীর জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছ, সেই দিনই তোমার 'মৃত্যু আদেশ' তুমি নিজের স্বেচ্ছায় সই করেছ।"

সহসা কক্ষের ক্ষীণ আলোক নির্বাপিত হইয়া গেল, নারী-কণ্ঠের একটা প্রাণ-ঘাতী আর্তরব কক্ষের নিস্তব্ধতা খান্ খান্ করিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া বন্ধ ঘরের দেওয়া-গাত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া চির-নিস্তব্ধতার অতল তলে মগ্ন হইয়া গেল। মিসেস বিনোদনী পালিত একবার অসহায়ভাবে দুইহাত শূন্যে তুলিয়া কোন অবলম্বন আশ্রয় করিবার চেষ্টা করিলেন এবং পরমুহূর্তে তাঁহার প্রাণহীন দেহ মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল।

ইহার কয়েক ঘণ্টা পরে ডক্টর পালিত 'রুদ্রবিষাণে'র নিকট হইতে দ্বিতীয় টেলি-ফোনবার্তা পাইলেন। 'রুদ্রবিষাণ' তাঁহাকে বলিল, "ডক্টর পালিত, আপনার এক বিষম বোঝা আমি অপসারিত করেছি। আর কোন দিন আপনার স্ত্রীকে আপনি দেখতে পাবেন না।"

(৮)

ডক্টর পালিতের নিকট হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাইয়া প্রফেসার বসু বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া ডালহাউসী স্কোয়ারে তাঁহার অফিসে উপস্থিত হইলেন। প্রফেসারকে অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে হইতেছিল; তিনি দ্রুতবেগে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া

...রে উঠিয়া, অফিস-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

...র পালিত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহার ...ার অন্ত ছিল না। তিনি চিরদিনই এইরূপ উত্তেজক ঘটনা সংবাদ-পত্রে পাঠ ... আনন্দ উপভোগ করিতেন; কিন্তু যখন তাঁহাকেই এরূপ ভীষণ সমস্যার ...খীন হইতে হইল, তখন আর তাঁহার সে আনন্দবোধ দেখিতে পাওয়া গেল না।

প্রফেসার বসু অফিস-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই, সম্মুখে মহিলা টাইপিস্ট কুমারী ...কে দেখিয়া ক্ষণকাল তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কোন কিছু স্মরণ ...বার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মনে হইল, এই মেয়েটিকে তিনি পূর্বে অন্য যে ... স্থানে কোন পুলিস-কেসের সংস্রবে দেখিয়াছেন, কিন্তু কোথায় তাহা স্মরণ ...রিতে পারিলেন না।

ডক্টর পালিত প্রফেসার বসুকে হঠাৎ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া চিন্তা করতে দেখিয়া ...হিলেন, "সুপ্রভাত, প্রফেসার। আমি আপনার জন্যই উদ্বেগে সারা হ'য়ে অপেক্ষা ...ছি! দয়া করে এখানে আসুন।"

প্রফেসার বসু লেডী টাইপিস্টের দিকে পুনশ্চ চাহিয়া, ডঃ পালিতের নিকট ...য়া কহিলেন, "না, কিছু ঠিক করতে পারলাম না, ডক্টর পালিত। যাক্ গে সে ... কথা, এখন ব্যাপার কি বলুন দেখি? আমাকে ডেকেছেন কেন? 'রুদ্রবিষাণের' দেখা পেয়েছেন?"

ডক্টর পালিত ভয়ার্ত স্বরে কহিলেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ, যেন কোন দিন এমন লোকের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ না হয়, প্রফেসার।"

এমন সময়ে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ডঃ পালিতের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি প্রফেসারের দিকে চাহিতে, প্রফেসার কহিলেন, "কে ডাকছে দেখুন।"

ডক্টর পালিত টেলিফোনের রিসিভার কানে লাগাইয়া কহিলেন, "হ্যালো, কে?" এই বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। প্রফেসার বসু দেখিলেন, ডঃ পালিতের মুখ নিঃশেষে রক্তশূন্য, বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কহিলেন, "আবার 'রুদ্রবিষাণ' না কি?"

"হাঁ, 'রুদ্রবিষাণ'।" এই বলিয়া ডঃ পালিত নিজেকে শান্ত ও সংযত করিবার জন্য কিছু সময় লইয়া, পুনশ্চ কহিলেন, "রুদ্রবিষাণ বলছে, সে আমার দুঃসহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছে। এর অর্থ কী, প্রফেসার?"

প্রফেসার বসু গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এর অর্থ এই যে, আপনি আর পকেট থেকে কোন জিনিস হারাবেন না।"

ডঃ পালিতের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কম্পিত স্বরে একটি একটি করিয়া কহিলেন, "আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছে এই 'রুদ্রবিষাণ,' আপনি কি তা'ই বলছেন, প্রফেসার?"

প্রফেসার বসু সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "না, না, তা' কেন, আমরা আশা

করব, আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই জীবিত আছেন। সময়েই সব কিছু জানা যা[illegible] ডঃ পালিত।"

ডঃ পালিত কহিলেন, "আমার মনের অবস্থা যে কি, এখন তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না, প্রফেসার। আমি সম্পূর্ণরূপে আপনাদের হাতেই সব ভার অর্পণ করছি, আপনি দয়া ক'রে আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনে দিন। বিনোদিনী ছাড়া আমার জীবন, আমার অস্তিত্ব কল্পনা করতেই পারি নে, প্রফেসার।"

প্রফেসার বসু কহিলেন, "আপনি বাড়ীতে টেলিফোন করেছিলেন?"

"হাঁ, করেছিলাম।" হতাশ স্বরে ডঃ পালিত কহিলেন, "বেয়ারা বললে, মিসেস পালিত আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী থেকে বা'র হ'য়ে গেছেন।" এই বলিয়া ডক্টর পালিত সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

প্রফেসার বসু সান্ত্বনাচ্ছলে কহিলেন, "আপনার মত পণ্ডিত এবং বয়স্ক ব্যক্তি যদি এতটা উতলা হন, তবে লজ্জার কথা, স্যার।" এই বলিয়া তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া হেড কোয়ার্টারে মিঃ পাইনের সহিত কিছু সময় আলাপ করিলেন; অবশেষে কহিলেন, "আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই উপস্থিত হচ্ছি। আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করুন।"

"আমার সম্বন্ধে কি করলেন, প্রফেসার?" ডাঃ পালিত উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করিলেন।

"আপনি আমার সঙ্গে হেড কোয়ার্টারে আসুন, সেখানে মিঃ পাইন আছেন, তাঁকে সব কিছু জানিয়ে, পরামর্শ ক'রে, আপনাকে উপদেশ দিতে সক্ষম হবো।" এই বলিয়া প্রফেসার বসু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মহিলা-টাইপিস্ট বাণীর দিকে চাহিতেই, মেয়েটি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। প্রফেসার বসু আপন মনে প্রকাশ্যে কহিলেন, "না না, আমারই ভুল হয়েছে, তুমি-তো সে-বাণী নও দেখছি!"

ইহা শুনিয়া কুমারী বাণী ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "আমিই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, একদিন নিরীহ নির্দোষ মেয়েকে খেয়াল-বশে ব্ল্যাকমেল কেসে জড়িয়ে শেষে তা'র বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পেয়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'য়েছিলেন; এখন আবার আমার ওপর এই সব অভদ্র ইঙ্গিত করার অর্থ কী, প্রফেসার?"

প্রফেসার বসু মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। কহিলেন, "তাই বটে। যত দোষ এই হতভাগা পুলিসদের! নইলে সুন্দর মুখের আকর্ষণে পড়ে মন্ত্রীরও কি সে-সময় প্রেমে পড়তে হয়! শাস্ত্রে বলে, রণে-প্রেমে অন্যায় ব'লে কিছু নেই, তাহা মিথ্যাও সত্য ভেবে বলা চলে। সেক্ষেত্রে আদালত যদি মন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করেন, তবে পুলিস হতভাগাদের তুমি দোষী করতে পারো না, বাণী দেবী। আহা বেচারা পুলিস! কিন্তু আশা করি, এখন সোজা পথে চলতে শুরু করেছ?"

বাণী দেবী কহিল, "আপনার কি মনে হয়?"

প্রফেসার বসু একবার ডক্টর পালিতের বিস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার মনে হয়, ডক্টর পালিতের সংস্পর্শে এসে তোমার আত্মার উন্নতিই হচ্ছে, বাণী দেবী।"

এমন সময়ে ডক্টর পালিত সবিস্ময়ে ভীত কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি কি এই বলতে চাইছেন, প্রফেসার বসু, আমার লেডি-টাইপিস্ট সৎ নারী নয় ? তবে-সর্বনাশের কথা, প্রফেসার ! আমি-যে ওর ওপর আমার অফিসের সমস্ত ভার দিয়েছি ?"

হাসিতে হাসিতে প্রফেসার বসু কহিলেন, "না না, ডক্টর পালিত, আপনি ভয় পাবেন না। অসৎ বলতে যা বুঝায় অর্থাৎ দাগী আসামী—বাণী দেবী তা নয়। ব্ল্যাকমেলিং-কেসে একবার জড়িয়ে পড়ে, শেষে সসম্মানে বা'র হ'য়ে আসে। কিন্তু কথা কি জানেন, একটা চিতাবাঘ তা'র পিঠের ডোরা দাগ কি কখনও বদলাতে পারে ?"

ডক্টর পালিত চিন্তিত মুখে কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া প্রফেসার বসু পুনশ্চ কহিলেন, "না, আর না, আসুন। এমনিই অনেক দেরি হ'য়ে গেছে, আমার বন্ধু মিঃ পাইন আবার অস্থির হ'য়ে উঠবেন।" বাণী দেবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গুড বাই, বাণী দেবী।"

বাণী দেবী বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, প্রত্যভিবাদন করিল না।

ডক্টর পালিত সহসা অস্থির হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আমার নাম কি সংবাদ-পত্রে উঠবে ?"

"নিশ্চয়ই, ডাঃ পালিত। এমন কি আপনার ছবি পর্যন্ত বাদ যাবে না।" প্রফেসার বসু হাসিতে হাসিতে পুনশ্চ কহিলেন, "না, আমার বিবেক সায় দিচ্ছে না, বাণী দেবী, তুমিও আমাদের সঙ্গে এস। আমার বন্ধু মিঃ পাইন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে ব্যগ্র হ'য়ে উঠতে পারেন।"

ডক্টর পালিতও বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বাণী দেবী মাথার অলকদাম ঠিক আছে কি-না দেওয়ালের আরশিতে সগর্বে দেখিয়া লইয়া, ভ্যানিটি ব্যাগ হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ডক্টর পালিত গম্ভীর মুখে অফিস-দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং একটি ট্যাক্সিকে ডাকিয়া সকলে আরোহণ করিলেন।

হেড কোয়ার্টারে মিঃ পাইন আপন অফিসে অপেক্ষা করিতেছিলেন, প্রফেসার বসু ও তাঁহার দলটি প্রবেশ করিল। মিঃ পাইন প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ডক্টর পালিতের নিকট হইতে মিসেস পালিতের ব্যাপার যতদূর তিনি জানিতেন জানিয়া লইলেন এবং চক্ষু মুদিয়া গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কিছু সময় পরে চক্ষু চাহিয়া মিঃ পাইন কহিলেন, "ভারী দুঃসংবাদ, ডক্টর পালিত। কিন্তু আমার অভিমত প্রকাশ করবার পূর্বে আমি আপনার টাইপিস্টকে দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

নিয়মানুযায়ী ডক্টর পালিতের জবানবন্দির সময় তাঁহার টাইপিস্টকে বাহিরে সার্জেণ্টের জিম্মায় দূরে রাখা হইয়াছিল। মিঃ পাইনের আদেশে বাণী দেবীকে লইয়া একজন সার্জেণ্ট প্রবেশ করিল।

মিঃ পাইন পূর্ণ দৃষ্টিতে সুন্দরী বালিকা বাণীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন,

"তোমার নাম বাণী, না বাণী দেবী? একবার ব্ল্যাকমেল-কেসে পড়েছিলে, খু্ব জোর রেফারেন্স দিয়ে খসে পড়েছিলে। কেমন, তাই না?"

বাণী দেবী কহিল, "হুবহু। ধন্যবাদ!"

মিঃ পাইন প্রফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, "অনুগৃহীত হলাম। এখন বাণী দেবী, আমি চিরবাধিত হবো, যদি আমার প্রশ্নের জবাব সোজা পথে দাও—কেমন রাজী আছ?"

বাণী দেবী কহিল, "কি বল্‌তে হবে?"

মিঃ পাইন কহিলেন, "এই কেসের কি জানো?"

বাণী দেবী কহিল, "বিশেষ কিছু না। তবে দু'দিন আগে 'রুদ্রবিষাণে'র সই করা একখানা পত্র পাই। তা'তে তিনি আমাকে আদেশ করেন, আমার মনিবের সম্বন্ধে আমি যা জানি, তাঁকে যেন জানাই। আমি আমার সাধ্যমত তাঁর পত্রের জবাব দিই—এই মাত্র।"

প্রফেসার বসু গম্ভীর মুখে কহিলেন, "আমি পুনশ্চ বল্‌ছি, বাণী দেবী, আমাদের নিয়ে খেলা করতে যেও না। সত্য, খাঁটি সত্য যা জানো, অকপটে আমাদের কাছে বলো।"

মিঃ পাইন কোমল স্বরে কহিলেন, "বাণী দেবী, আর কিছু যদি জানেন, দয়া করে বলুন!"

মিঃ পাইনের কোমল স্বরে বাণী দেবী বোধ হয় সন্তুষ্ট হইল, সে তাঁহার দিকে ফিরিয়া কহিল, "গত সন্ধ্যায় 'রুদ্রবিষাণ' আর একখানা পত্র ডক্টর পালিতকে দেবার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দেন। আমি একটি ছেলেকে আট আনা পয়সা দিয়ে তবে সে-কাজটুকু শেষ করি।"

"আর কিছু?" মিঃ পাইন প্রশ্ন করিলেন।

বাণী দেবী কহিল, "আর এই যে, আমি এমন কিছু করি নি, যার জন্য আপনারা আমাকে আটকে রাখতে পারেন বা বিরক্ত করতে পারেন। আমি ভদ্র বংশের মেয়ে, অদৃষ্টের দোষে চাকরি ক'রে খেতে হচ্ছে। তা' হলেও আমার দারিদ্র্যের জন্য আমি দায়ী নই।"

প্রফেসার বসু কহিলেন, " 'রুদ্রবিষাণ' তোমাকে যে-সব পত্র লিখেছিল, সেগুলো রেখেছ, না নষ্ট করেছে?"

বাণী দেবী ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "আমার এই হাত-ব্যাগে ছিল, আপনি সব বার ক'রে নিয়েছেন।'

প্রফেসার বসু ভ্যানিটি ব্যাগটি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ব্যাগের ভিতর হইতে একখানি খামে আঁটা পত্র বাহির হইল। প্রফেসার দ্রুত হস্তে খামখানি ছিঁড়িয়া পত্রখানি বাহির করিলেন; "কহিলেন, আবার মহাপ্রভু 'রুদ্রবিষাণে'র আদেশ-পত্র।" এই বলিয়া তিনি পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল:—

ডক্টর পালিত এক সপ্তাহ কিম্বা এক মাসের জন্য বাহিরে যাইতেছেন, তুমি তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার অফিসে কাজ-কর্ম দেখা শুনা করিবে। পুলিসকে এই

pathagar.net

পারের কথা জানাইও না, জানাইলে শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

'রুদ্রবিষাণ'

বাণী দেবী পরম বিস্ময়ে কহিল, "ও পত্রখানা কে আমার ব্যাগে রাখলে? আমার মনে হয়, এই 'রুদ্রবিষাণ' সি, আই, ডি'র কোন লোক হবে নিশ্চয়ই।"

মিঃ পাইন বিদ্যুৎবেগে প্রফেসারের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "কে, কে বাণী দেবীর ব্যাগে হাত দিয়েছে? আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি, প্রফেসার? কে ওই পত্র ব্যাগের মধ্যে রেখেছে, আমাদের অনুসন্ধান করে বার করতেই হবে।"

প্রফেসার বসু মুখভাব বিষণ্ণ করিয়া কহিলেন, "আমি ছাড়া অন্য কেউ ব্যাগে হাত দেয় নি। তা' ছাড়া এই পত্রখানা কি ক'রে আপনা-আপনি ব্যাগের মধ্যে চলে গেল, তা'ও বোঝা যাচ্ছে না।" এই বলিয়া তিনি বাণী দেবীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তুমি বাণী দেবী, অকারণেও ত এত মিথ্যা বলো যে, তার হিসাব রাখা যায় না। তুমি ঠিকই জানতে পত্রখানা ব্যাগে ছিল, কেমন তাই না?"

বাণী দেবী কহিল, "আমি ভগবানের নাম নিয়ে বল্‌ছি যে……"

বাধা দিয়া প্রফেসার কহিলেন, "আঃ! থামো তুমি বাণী দেবী। একজন অপরিচিতকে এই আলোচনার মধ্যে আনার কোন সার্থকতা নেই। দেবতা তোমার কাছ থেকে বহুদিন আগে বিদায় নিয়েছেন—আর কেন? এখন সত্যি কথা বলো দেখি!"

বাণী দেবী রাগিয়া গেল। সে ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "পুলিসের ধারাই এই। যখন কোন কিছু দেখতে পায় না, তখনই নোংরা বিষয় নিয়ে নাড়া-চাড়া করে। আমি ভগবানের নাম নিয়ে শপথ ক'রে বল্‌ছি, ওই পত্রখানার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।"

এমন সময়ে প্রফেসার বসু মিঃ পাইনের নিকট মুখ লইয়া এমন স্বরে কথা বলিতে লাগিলেন যে, বাণী দেবীরও শুনিবার কোন অসুবিধা ছিল না। তিনি কহিলেন, "বাণী দেবী আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে, মিঃ পাইন। ও যা জানে তা-তো বলেইছে, আবার যা জানে না, তা'ও বলেছে। এখন 'রুদ্রবিষাণে'র নামটি আমাদের বল্‌লেই আমরা সুখী হই। না, মিঃ পাইন?"

বাণী দেবী ভ্রূ-কুঞ্চিত মুখে কহিল, "আপনার কথার অর্থ কী? আমি আপাদের কিছুমাত্র বলি নি। আমার বিরুদ্ধে কোন কিছুই নেই যখন, আমাকে তখন ছেড়ে দেবেন না কেন?"

"তোমার জীবন বিপন্ন, বাণী দেবী। তুমি যদি আজ এখানে থেকে যাও, তবে দ্বিতীয় সূর্যোদয় আর জীবনে দেখতে পাবে না। সেই জন্য কিছুদিন তোমার আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করা উচিত।" প্রফেসার বসু কহিলেন।

বাণী দেবী কহিল, "হাঁ, এইবার বুঝেছি, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কোন কেস আপনারা আনতে পারবেন না।"

"সেজন্য তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না, বাণী। ওদিকটা আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো—আমরা চালিয়ে নেব।"

প্রফেসার বসু অর্ডারলির জন্য ঘণ্টা বাজাইলেন এবং সে আসিলে তাহার কানে কানে মৃদু স্বরে কিছু আদেশ দিলেন। পরে অর্ডারলি বাণী দেবীকে লইয়া প্রস্থান করিল। অতঃপর তিনি ডক্টর পালিতকে পুনরায় আহ্বান করিলেন। তিনি প্রবেশ করিলে কহিলেন, "আমরা যা ভেবেছিলাম, এখন দেখছি, কেস বিশেষভাবে গুরু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, ডাঃ পালিত। আপনি কি দয়া ক'রে আবার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কেসটি বল্‌বেন? তা' হলে আমরা যে-সব কাহিনী লিপিবন্ধ করেছি, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি।"

ডক্টর পালিত শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, "আমি যে-সময়ে গত রাত্রে বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছি, সে-সময়ে একখানা পত্র পাই। আমার এমনিই অফিসে দেরি হ'য়ে গিয়েছিল, তাই চিঠিখানা না পড়ে পকেটে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতরে চলে যাই। কারণ স্ত্রী আমার দেরি দেখলে অউহিন।"

মিঃ পাইন কহিলেন, "আপনার স্ত্রী এখন কোথায়?"

ডক্টর পালিত ম্লান স্বরে কহিলেন, "আমি জানিনে, ইন্‌স্পেক্টর। কিন্তু আমার অফিসে যে পত্র এসেছিল, তাতেই মনে হয়, 'রুদ্রবিষাণ' আমার প্রিয়তমা হতভাগিনীকে অশেষ যাতনার ভাগী করেছে।"

এই বলিয়া ডক্টর পালিত কিছু সময় চিন্তা করিয়া পুনশ্চ ম্লান স্বরে কহিলেন, "আসল ব্যাপার কি জানেন? আমার স্ত্রী ইদানীং আমাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিলেন, ফলে রাত্রে আমি ঘুমোবার পর আমার পকেট থেকে পত্রখানি চুরি ক'রে পাঠ করেছিলেন এবং অফিসে বার হ'য়ে এলে, তিনিও আমাকে অনুসরণ করেছিলেন, —ঈশ্বর জানেন কি কারণে। আমার বিশ্বাস, আমি কখনও এমন কিছু করি নি, যার জন্য আমাকে সন্দেহ করতে পারেন।"

প্রফেসার বসু কহিলেন, "আপনার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ ছিল?"

"না প্রফেসার, না। আমরা পরস্পরকে খুবই ভালবাসতাম। আমাদের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না, যার জন্য একে অপরকে সন্দেহ করতে পারে; আমার স্ত্রীর এই বিষয়ে তুলনা ছিল না। তিনি ছিলেন আমা-অন্ত-প্রাণ। ফলে তার মনে এই সন্দেহের উদয় হয়েছিল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" ডক্টর পালিত জানাইলেন।

"আপনার টাইপিস্ট বাণী কতদিন যাবৎ আপনার কাছে চাকরি করছে?" মিঃ পাইন প্রশ্ন করিলেন।

"বেশী দিন নয়, স্যার। তিন মাস হবে বোধ হয়। তাহ'লেও তাকে আমি সর্বদা অত্যন্ত সৎ-মনোভাবাপন্ন হ'য়ে কাজ করতে দেখেছি। তা' ছাড়া বাণী কাজের লোক। কখনও মুখের ওপর একটিও কথা বলে না। তাকে আমি বিশ্বাস করি, স্যার।" ডক্টর পালিত কহিলেন।

প্রফেসার বসু কহিলেন, "আপনি নিশ্চয়ই জানতেন না যে, সে আমাদের হাতে একবার এসেছিল?"

"নিশ্চয়ই না, প্রফেসার। তা' যদি জানতাম, তবে তেমন লোককে কিছুতেই

দিতাম না।" ডক্টর পালিত তীব্র স্বরে কহিলেন।"

প্রফেসার বসু কহিলেন, "আপনি অপরাধজনক কাজ-কর্ম বিষয়ে খুব ওয়াকিবহাল, না ডক্টর পালিত? ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়তে আপনার খুব আমোদ হয়, না?"

ডক্টর পালিত কহিলেন, "হাঁ, আমার জীবনে ঐ শখটিই আছে। আমি যেখানে যে রোমাঞ্চ-সাহিত্য পাই, তা পাঠ করি। সময় কাটাবার পক্ষে এমন জিনিস আমি আর দেখি নি।"

মিঃ পাইন সহানুভূতিসূচক স্বরে কহিলেন, "অনেকেই তা উপভোগ করেন, ডক্টর পালিত। কিন্তু যারা সত্যিকার crime নিয়ে কাজ-করবার করে, তা'দের অভিমত অবশ্য পৃথক। সে যাই হোক, আপনার কারবার বেশ লাভজনক ভাবেই চলছে, আশা করি। তা' ছাড়া আমি আরও আশা করি আপনার স্ত্রীর কিছুমাত্র বিপদ ঘটে নি, তিনি আবার সুস্থ শরীরে আপনার কাছে ফিরে আসবেন।"

"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, মিঃ পাইন। আমার এই আন্তরিক কামনা, যেন আমার স্ত্রী ফিরে আসেন। হাঁ, আর এক কথা। আমি কি বাণীকে এখনও আমার কাজে রাখতে পারি?"

প্রফেসার কহিলেন, "আমার মনে হয়, এখন কিছু দিনের জন্য মিস বাণী কোন কাজকর্ম করতে সক্ষম হবে না। তা'ছাড়া বাণী খুব ভাল মেয়ে, তা'কে বিশ্বাস ক'রে আজ পর্যন্ত কেউ ঠকে নি, ডক্টর পালিত।"

ডক্টর পালিত বুঝিলেন, পুলিস এখন বাণীকে কিছু দিনের জন্য আটক রাখিবে। সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উভয়ে অফিসারের নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মিঃ পাইন কহিলেন, "এই কেস আমাকে গোলক ধাঁধায় ফেলেছে, প্রফেসার। 'রুদ্রবিষাণ' এখন যে-কোন ব্যক্তি হ'তে পারে। তা'ছাড়া বাণী যা বলে, তা'র চেয়ে সে অনেক বেশী জানে ব'লেই আমার বিশ্বাস।"

"তাই না-কি? হাঁ, নিশ্চয়ই তাই। বাণী জানে, কে সেই লোক। কিন্তু প্রাণের ভয়ে বল্‌তে চায় না। সেই জন্যই-তো তা'কে এখন কিছু দিন আটক রাখার দরকার!" প্রফেসার বসু কহিলেন।

"তা'র নিজের জন্যও বটে, আর আমাদের জন্যও কতকটা। এখন এই মচ্ছিগড়ের রাজাকে নিয়ে কি করা যায়, বলুন দেখি? এখানে এনে আর একবার পরীক্ষা করব তা'কে, না থাকবে? আমার মনে হয়, সে বিশেষ কিছুই জানে না, 'রুদ্রবিষাণে'র খেলার তাস ছাড়া কিছুই নয়। তা' ছাড়া আমি বেহারীকে গ্রেফতার করবার আদেশ দিয়েছি। আমার মনে হয়, সে অনেক কিছুই জানে।"

প্রফেসার বসু রহস্যময় স্বরে কহিলেন, "হুঁ, আমারও তাই মনে হয়।"

"বেহারী 'রুদ্রবিষাণ' নয়-তো?" ইন্‌স্পেক্টর প্রশ্ন করিলেন।

প্রফেসার বসু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "না বন্ধু, না। সে অনেক কিছুই জীবনে করেছে, অনেক কিছুই করবে, কিন্তু সে কোন দিনই 'রুদ্রবিষাণ' হ'তে

পারবে না। 'রুদ্রবিষাণে'র মত বুদ্ধিশক্তি তার নেই।"

মিঃ পাইন চিন্তান্বিত স্বরে কহিলেন, "তবে মচ্ছিগড়ের রাজাকেই একবার নেড়ে-চেড়ে দেখা যাক।" এই বলিয়া মিঃ পাইন ঘণ্টা বাজাইলেন। একজন সার্জেণ্ট প্রবেশ করিলে, তাহাকে আদেশ দিলেন।

সার্জেণ্ট বাহির হইয়া গেল, মিঃ পাইন পুনশ্চ কহিলেন, "প্রফেসার, আপনিই এই রাজাকে প্রশ্ন করুন, পীড়ন করুন, যা খুশি করুন, আমি শুধু নীরবে বসে লক্ষ্য করব।"

এমন সময়ে সার্জেণ্টের সহিত মচ্ছিগড়-রাজ প্রবেশ করিল। প্রফেসার কহিলেন, "এই যে বন্ধু, এস। তারপর খবর কি বলো। এখন পর্যন্ত কর্তার সঙ্গে চিঠির আদান-প্রদানের বন্দোবস্ত করতে পারো নি বোধ হয়? না, পারো নি, কারণ তোমার মুখ বলছে, তুমি পারো নি।"

ছদ্মবেশী দস্যু নীলমাধব মিঃ পাইনের দিকে চাহিল; কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না দেখিয়া প্রফেসারকে কহিল, আপনি নিজেই আপন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, এখন নতুন কিছু প্রশ্ন করুন, আমি উত্তর দিই।"

"কবে 'রুদ্রবিষাণে'র কাছ থেকে তুমি চিঠি পেয়েছিলে?" প্রফেসার প্রশ্ন করিলেন।

"তিন দিন আগে। আমার ওপর আলো নিবিয়ে দেবার আদেশ ছিল।" নীলমাধব কহিল।

"আর কিছু ছিল না? প্রফেসার প্রশ্ন করিলেন।

"আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কি জিজ্ঞাসা করেছেন?" নীলমাধব কহিল।

"ননসেন্স। তুমিই স্যার মহাপাত্রকে আঘাত করেছিলে। নইলে আর কে করবে? প্রফেসার কঠিন স্বরে প্রশ্ন করিলেন।

"মিথ্যা কথা। আমি আদৌ আলো নিবানো ছাড়া আর কিছুই করি নি।" দস্যু কহিল।

"স্বীকার করো, বন্ধু।" প্রফেসার তীব্র স্বরে কহিলেন, "তোমার মত পুঁটি-মাছের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই, আমরা চাই 'রুদ্রবিষাণ'কে। কে এই 'রুদ্রবিষাণ'?"

ধূর্ত দস্যু নীলমাধব হিংস্র-হাস্যমুখে কহিল, "ওঃ! বুঝেছি আপনি কি চান, প্রফেসার। 'রুদ্রবিষাণ' কে! কিন্তু প্রফেসার, আমি আপনাকে কোন সাহায্যই করতে পারব না। যদিও আমি জানি না 'রুদ্রবিষাণ' কে, জানলেও বলতাম না। কারণ, বিনা দোষে আপনারা যখন আমার মত নিরীহ লোককে গ্রেফতার করেছেন, তখন আপনাদের কোন প্রকারে সাহায্য করতে আমার মন চায় না।"

"রাজা!" বিদ্রূপ-মিশ্রিত গম্ভীর স্বরে প্রফেসার বসু কহিলেন, "রাজা, তুমি লক্ষ্মী ছেলের মত ভাল মুখে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবে, না জোর ক'রে তোমার কাছ থেকে সব প্রয়োজনীয় কথা আদায় করতে হবে? তুমি যা ভাবছ, তা'র চেয়েও বেশি কিছু আমরা জানি, বন্ধু। ধর আমি বলছি, আমরা এই 'রুদ্রবিষাণ'টি যে

pathagar.net

কে, শুধু জানি তা নয়, তা'র সকল অনুচরদের নামের লিস্টও আমরা সংগ্রহ করেছি। এখন তুমি কি বলতে চাও ?"

নীলমাধব কহিল, "তা'হলে আমি বলব, আপনারা স্বয়ং ভগবানের বংশধর। কেউ জানে না, "এই 'রুদ্রবিষাণ' কে, আমিও না। আমার বিশ্বাস, যদি তা'র কোন স্ত্রীও থাকে, তবে সে-বেচারীও জানে না।"

এইবার মিঃ পাইন কহিলেন, "ওটা তোমার ব্যক্তিগত মত। কি ক'রে তোমার আদেশ-পত্র পেয়েছিলে ?"

"ডাকে। আমাকে কি করতে হবে, কোন সময়ে করতে হবে, তা বিশদভাবে পত্রে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আমিও তা' করেছি।"

"তোমাকেও কি প্রাণের ভয় দেখানো হয়েছিল ?" প্রফেসার বসু প্রশ্ন করিলেন।

"না। কারণ আমি সংবাদ-পত্রে সমস্ত বিবরণ পড়েছিলাম। আমি জানতাম, আমি যদি তা'র আদেশ পালন না করি, তবে আমাকে শাস্তি পেতে হবে। সুতরাং আমি যথাসাধ্য প্রাণপণে আদেশ তামিল করেছিলাম।"

প্রফেসার বসু কহিলেন, "হাঁ, আর একটি প্রশ্ন, নীলমাধব। তুমি কি নিজেই সেদিন অন্ধকারে নিজেকে 'রুদ্রবিষাণ' বলে ঘোষণা করেছিলে ?"

"না প্রফেসার, না। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে, 'রুদ্রবিষাণ……"

এমন সময়ে অফিসের টেলিফোন তীব্র শব্দে বাজিয়া উঠিয়া দস্যুর কথা অসমাপ্ত রাখিল। মিঃ পাইন টেলিফোনের রিসিভার কানে দিয়া হঠাৎ সার্জেণ্টকে ইঙ্গিত করিলেন এবং সার্জেণ্ট মচ্ছিগড়ের রাজাকে লইয়া বাহির হইয়া গেলে, তিনি কহিলেন, "কি বলছেন আপনি ? নীলমাধব কিছুই জানে না ? ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ, 'রুদ্রবিষাণ' !"

ইহার পর মিঃ পাইন রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন এবং নীলমাধবকে পুনশ্চ আনিবার জন্য আদেশ দিলেন।

প্রফেসার বসু সহসা বাহির হইয়া গেলেন। এমন সময়ে সার্জেণ্টের সহিত দস্যু প্রবেশ করিল। মিঃ পাইন কহিলেন, "তোমার কর্তা কথা বল্‌ছিলেন, নীলমাধব। বল্‌ছিলেন যে, তুমি নর্দমার কীটের চেয়েও অধম। তুমি কিছু জানো না, কোন কাজের নও, একটি জ্যান্ত গাধা এবং স্টুপিড !" এই বলিয়া তিনি সার্জেণ্টকে পুনশ্চ ইঙ্গিত করিলেন। সার্জেণ্ট নীলমাধবকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রফেসার বসু প্রত্যাবর্তন করিয়া কহিলেন, "না, টেলিফোনের স্থান ঠিক করা গেল না। এটা একটা পাবলিক ট্রাঙ্ক-লাইন কল।"

মিঃ পাইন কিছু সময় গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন থাকিয়া কহিলেন, "প্রফেসার, দয়া ক'রে একবার স্যার মহাপাত্রের খবর নিন। তিনি কেমন আছেন দেখুন।"

অল্প সময় পরে প্রফেসার রিসিভার নামাইয়া কহিলেন, "স্যার মহাপাত্র বাড়ীতে নেই। তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন। ট্রাঙ্ক-লাইনের রাজ্য সেটা নয় কি, মিঃ পাইন ? ভাল কথা, আপনি কি তাপ্তী দেবীর সঙ্গে কথা বল্‌বেন ?"

মিঃ পাইন দ্রুত হস্তে রিসিভার লইয়া কহিলেন, "কে, তাপ্তী ? হাঁ আমি। হাঁ, ইচ্ছা হ'ল যে একবার তোমার গার্জেনের খবর নি। তিনি হুগলী গেছেন ? আচ্ছা। আমি ? খুব ভাল আছি। বন্ধু আমার ? এখন বহুদিন নিমতলাকে ফাঁকি দিয়ে চলবেন। উত্তম, ডিয়ার, আজ সন্ধ্যার পর তোমার সঙ্গে দেখা করবো।" এই বলিয়া লাইন কাটিয়া দিলেন।

প্রফেসার বসু, কহিলেন, "হুগলী গেছেন, না ? ভারী সুখী হ'লাম, মিঃ পাইন। আর এই জন্যই—আমার নামে যে-ভয়ঙ্কর কথা বল্‌লেন—তা' ক্ষমা করলাম।"

(৯)

কুখ্যাত পকেটমার, জেল-ঘুঘু দস্যু বেহারী তাহার বেলেঘাটার বাসায় একখানি পত্র পাইল। বেহারী অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেল। প্রথমতঃ তাহার ঠিকানা কিরূপে অন্যে জানিল, দ্বিতীয়তঃ এমন কি বিশেষ সংবাদ তাহাকে দিবার প্রয়োজন হইল, যাহা পত্র লিখিয়া জানাইতে হইল ?

বেহারী কিছু সময় পর্যন্ত পত্রখানি না খুলিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল ; পরে মন স্থির করিয়া খুলিয়া ফেলিল। পত্রখানির দুই লাইন পাঠ করিয়াই বেহারী শঙ্কিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সর্বনাশ ! 'রুদ্রবিষাণ'।"

এই বলিয়া সে পুনরায় পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

বেহারী ! আজ সন্ধ্যা বেলায় ডিটেকটিভ ইন্‌সপেক্টর মিঃ পাইন স্যার মহাপাত্রের বাড়ীতে যাইবে, সেই সময়ে তাহাকে হত্যা করিবে। পাইন তাহার প্রিয়তমা নারীর সহিত গোপনে দেখা করিবার জন্য যাইবে, সুতরাং তাহার মনে আক্রমণ সম্বন্ধে কোন উদ্বেগ্ থাকিবে না। তাহাকে মারিতেই হইবে। যদি সফল না হও তবে শাস্তি—মৃত্যু, ইহা মনে রাখিয়া কাজ করিবে। আমি বেশী কথা বলি না।
ইতি— 'রুদ্রবিষাণ'

বেহারী পত্রখানি কয়েকবার পাঠ করিল। তাহার মুখভাব অতিমাত্রায় গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে চিন্তা করিতে লাগিল। ক্রমশঃ সে অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে অস্ফুট কণ্ঠে বারবার বলিতে লাগিল, 'না, না আমি কিছুতেই এই আদেশ মানিব না, কিছুতেই না। আমি একজন ভদ্রলোক দস্যু—আমি জীবনে কখনও খুন করি নাই এবং করিবও না।' উত্তেজিত মনে বেহারী তাহার ক্ষুদ্র কক্ষে বন্য বিড়ালের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বেহারী কি করিয়া 'রুদ্রবিষাণের' সহিত পরিচিত হইল, তাহার একটু ইতিহাস আছে। সেটুকু আমরাএখানে বলিতেছি।

একদিন নির্দিষ্ট সময়ে রাত্রে কোন বিখ্যাত জুয়েলারী-দোকান বন্ধ হইবার অব্যবহিত পরেই বেহারী পশ্চাতের নল বাহিয়া দ্বিতলে গমন করে এবং অদ্ভুত উপায়ে জানালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। পরে প্রায় হাজার দুই টাকা মূল্যের জুয়েলারী এবং রুপার বাসন সংগ্রহ করিয়া যখন নল বাহিয়া নামিয়া আসিয়া নীচে

লাফাইয়া পড়িল, সেই মুহূর্তে একখানা চাদর তাহার মস্তকের উপর জড়াইয়া কেহ তাহাকে অবলীলাক্রমে বাণ্ডিলের মত পাকাইয়া একখানি মোটরে ভিতর নিক্ষেপ করিল এবং মোটর উল্কাবেগে ধাবিত হইল।

মোটরের ভিতর নিবিড় অন্ধকার থাকায়, বেহারীর মস্তকের চাদর খোলা হইলেও সে তাহার গ্রেফ্‌তারকারীকে দেখিতে পাইল না। মুখ খোলা পাইয়া সে ভীত কণ্ঠে কহিল, "কে? পাইন সাহেব?" বেহারীর ধারণা হইয়াছিল, তাহাকে পুলিস গ্রেফ্‌তার করিয়াছে। তাহার গ্রেফ্‌তারকারী হাসিয়া উঠিল; তারপর কহিল, "আমি পাইন সাহেবই হই, আর যে সাহেবই হই না কেন, কিছুই আসে যায় না, যখন তোমাকে মাল সমেত গ্রেফ্‌তার করেছি। তোমার বাণ্ডিলে কত টাকার জুয়েলারী আছে, বেহারী?"

বেহারী অল্প সাহসে ভর করিয়া কহিল, "তুমি যদি পুলিস নও, তবে আমাকে ধরলে কেন?"

"তোমাকে খুন করব ব'লে।" লোকটি শান্ত স্বরে কহিল।

বেহারীর দেহের রক্ত শীতল হইয়া গেল। সে কহিল, "খুন করবে? আমি কি করেছি যে, তুমি আমাকে খুন করবে?"

লোকটি কঠিন স্বরে কহিল, "কিন্তু তোমাকে আমি প্রাণ-ভিক্ষাও দিতে পারি এবং যা চুরি করেছ, তা'ও ছেড়ে দিতে পারি, যদি তুমি আমার আদেশ মান্য কর।"

"কি আদেশ?"

"যখন যা বল্‌ব তখনই নির্বিকারে তাই করতে হবে। বিফলতার শাস্তি—মৃত্যু। আমি 'রুদ্রবিষাণ'! আমার নাম শুনেছ?" লোকটি কঠিন স্বরে কহিল।

বেহারী তখনও শোনে নাই। কহিল, "আমি যদি রাজী না হই?"

"তা হ'লে আজ রাত্রেই তোমাকে হত্যা করব।" লোকটি নির্বিকার স্বরে কহিল।

বেহারী চিন্তা করিতেছিল যে, লোকটা যখন পুলিস নয় তখন তাহাকে ভয় করিবার কিছু থাকিতে পারেন না। সহসা সে কহিল, "আমি রাজী নই।"

"নাও?" এই বলিয়াই লোকটি বিদ্যুৎবেগে বেহারীর হাত দুটি ত্যাগ করিয়া তাহার কণ্ঠনালী এমন ভীষণ পেষণে চাপিয়া ধরিল যে, তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

বেহারী প্রাণপণ শক্তিতে কহিল, "আমি রা জী, আ—মি রাজী।"

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি তাহার কণ্ঠদেশের চাপ কমাইয়া দিয়া কহিল, "শোনো, বেহারী। আমি এক কথার মানুষ। আজ থেকে তুমি আর চুরি-ডাকাতি করতে পারবে না, আর আমার কাছ থেকে যখন যা আদেশ পাবে, তখন তা' নির্বিচারে পালন করতে হবে! বুঝেছ?"

"চুরি না করলে আমার চলবে কিসে?" বেহারী প্রশ্ন করিল।

"আমি তোমাকে প্রতি সপ্তাহে টাকা পাঠাব। যে-টাকা তুমি পাবে, তা'তে তোমার মত ব্যক্তির রাজ-হালে চলে যাবে।" এই বলিয়া 'রুদ্রবিষাণ' কলিকাতার

pathagar.net

বাহিরে এক অন্ধকার মাঠের মধ্যে মোটর থামাইবার আদেশ দিল এবং বেহারীকে তাহার লুণ্ঠিত জুয়েলারী সহ সেই স্থানে নামাইয়া দিয়া, দ্বিতীয় কথা না বলিয়া পুনশ্চ মোটর ছাড়িবার আদেশ দিল। মোটর মুহূর্তের ভিতর উধাও হইয়া গেল।

ইহাই বেহারীর সহিত 'রুদ্রবিষাণে'র পরিচয়। সেই অবধি সে প্রতি সপ্তাহে নূতন নূতন বালকের হস্তে তাহার সাপ্তাহিক বেতন পাইতেছিল এবং কাজ-কর্ম না করিয়া দিব্য আরামে ও স্ফূর্তিতে দিন অতিবাহিত করিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ এ-কি উৎপাত আসিল? তাহাকে খুন করিতে হইবে?

বেহারী বহুক্ষণ চিন্তা করিল। এক সময়ে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, ৯টা বাজিয়াছে। সে ভাবিল, তাহাকে যদি ঠিক সময়ে ইহার ব্যবস্থা করিতে হয়, তবে আর দেরি করা চলে না।

বেহারী স্থির করিল, সে এই পত্র ইন্‌স্পেক্টার পাইনকে দিবে এবং কিছুদিনের জন্য পুলিসের হেফাজতে বাস করিবে এবং তাহার এই কাজের জন্য নিশ্চয়ই গভর্নমেণ্ট তাহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিবে।

এই ভাবিয়া বেহারী একটা জামা গায়ে দিয়া বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। পথে চলিতে চলিতে ভাবিল, 'রুদ্রবিষাণ' যদি তাহাকে পুলিস হেড কোয়ার্টারে যাইতে দেখে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পথে হত্যা করিবে। ইহা ভাবিয়া সে মানিকতলায় উপস্থিত হইয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিল এবং ড্রাইভারকে নানা পথ ঘুরাইয়া অবশেষে লালবাজারে উপস্থিত হইল।

বেহারী গাড়ী-ভাড়া মিটাইয়া দিয়া ছুটিতে ছুটিতে মিঃ পাইনের অফিসে উপস্থিত হইয়া শুনিল, মিঃ পাইন বাহিরে গিয়াছেন, কিন্তু প্রফেসার আছেন।

বেহারী একজন সার্জেণ্টকে কহিল, "আমি প্রফেসারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"কে তুমি?" সার্জেণ্ট সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিল।

"আমি এমন কেউ রাজা-মহারাজা নই যে, তুমি নাম বললেই চিনতে পারবে। এখন যা বলি তা' শোনো, প্রফেসার সাহেবকে বলো বেহারী দেখা করতে এসেছে।" এই বলিয়া বেহারী তাহার জামার খোলা বোতামগুলি লাগাইয়া লইল।

ইহার পর বেহারী যখন প্রফেসারের সম্মুখে নীত হইল, তখন প্রফেসার কল-কণ্ঠে কহিলেন, "এই-যে বেহারী! তারপর 'রুদ্রবিষাণে'র বিরুদ্ধে গিয়ে কাজটা তো বিশেষ ভাল করলে না হে। বলি, কার প্রাণ নেবার আদেশ? আমার, না মিঃ পাইনের?"

বেহারী সবিস্ময়ে চাহিয়া ভাবিল, প্রফেসার অন্তর্যামী না-কি? না সব কিছুই আগে হইতে জানিতে পারেন?

বেহারীকে নীরবে ভাবিতে দেখিয়া প্রফেসার পুনশ্চ কহিলেন, "তোমার এই অবস্থার জন্য আমি দুঃখিত, বেহারী। কিন্তু তোমার জানা উচিৎ ছিল, একই সময়ে কেউ দু'জন মনিবের মন যুগিয়ে চলতে পারে না। তারপর, আমার প্রশ্নের উত্তর কি? কাকে হত্যা করবার আদেশ পেয়েছ? আমাকে, না মিঃ পাইনকে?"

বেহারী কহিল, "হয় আপনি অন্তর্যামী, নয় আপনি সব জানেন। এই দেখুন

রুদ্রবিষাণে'র পত্র।" এই বলিয়া বেহারী পত্রখানি প্রফেসারের হাতে দিল।

প্রফেসার পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাঁহার দুই ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "তুমি আদেশ পালন করলে না কেন, বেহারী? ভয়ে? নিশ্চয়ই আমাদের ভয়ে না? যদি মিঃ পাইন না হ'য়ে অন্য কোন সাধারণ ব্যক্তি হ'ত, তা' হলে নিশ্চয়ই তুমি আদেশ তালিম করতে। কেমন, তাই না বেহারী?"

বেহারী মুখ ভার করিয়া কহিল, "পুলিস এই রকমই নিমকহারাম বটে! কোথায় এত বড় একটা কাজ করলুম, আমাকে মোটা পুরস্কার দেওয়া হবে, না উল্টে আমার ওপর দোষ চাপাচ্ছেন। এই জন্যই পুলিসের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছা যায় না আমার।"

"ধীরে বেহারী, ধীরে। তুমি বকশিশ চাও, না? কিন্তু 'রুদ্রবিষাণ' কি তোমাকে এমনি ছেড়ে দেবে ভেবেছ? আদেশ অমান্যে তা'র একটি মাত্র শাস্তিই আছে। আর তা' হ'চ্ছে মৃত্যু। এখন তোমার প্রাণ রক্ষা করা প্রথমে প্রয়োজন, না তোমাকে বকশিশ দেওয়া? তুমি কোন্‌টা চাও, বেহারী?"

বেহারীর মুখ শুকাইয়া গেল। সে বিশেষ রূপেই জানে, 'রুদ্রবিষাণ' কখনও কথার খেলাপ করে না। সে ভীত কণ্ঠে কহিল, "তা' হ'লে কি হবে, প্রফেসার? শেষে কি পাইন সাহেবের প্রাণ বাঁচাতে এসে, নিজের প্রাণটা দিতে হবে?"

প্রফেসার হাসিয়া কহিলেন, "এই নির্দয় পৃথিবীতে অনেক জ্বালা, অনেক ফাসাদ, বেহারী! তোমার মত ভদ্রলোকের পক্ষে এখানে চলা-ফেরা করা আদৌ নিরাপদ নয়। সপ্তাহে কত মাইনে পেতে তুমি?"

বেহারী সবিস্ময়ে কহিল, "আপনার কথা শুনে মনে হয়, প্রফেসার, যেন আপনিই—'রুদ্রবিষাণ!"

প্রফেসার বসু উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলেন এবং হাসি থামিলে একজন সার্জেণ্টকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "একে হাজতে বন্ধ রাখো। কারো সঙ্গে দেখা করতে দেবে না, বাইরের কোন খাবার একে খেতে দেবে না। বুঝেছ?"

সার্জেণ্ট সসম্ভ্রমে কহিল, "বুঝেছি, স্যার।"

বেহারী বুঝিল, ইহা ভিন্ন তাহার রক্ষা পাইবার দ্বিতীয় পথ নাই। সে বিনা প্রতিবাদে, অবনত মস্তকে সার্জেণ্টের সহিত বাহির হইয়া গেল।

pathagar.net

প্রফেসার বসু 'রুদ্রবিষাণে'র পত্রখানি পুনশ্চ পাঠ করিলেন। তাঁহার দুই ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া, মিঃ পাইনের বাসার ঠিকনায় টেলিফোন করিবার জন্য রিসিভার তুলিয়া লইলেন, এমন সময়ে মিঃ পাইন স্বয়ং প্রফেসারের অফিসে প্রবেশ করিলেন। প্রফেসার রিসিভার রাখিয়া দিয়া কহিলেন, "পাইন, আজ রাত্রে আর স্যার মহাপাত্রের বাড়ীতে গিয়ে কাজ নেই, আমাদের বন্ধু 'রুদ্রবিষাণ' আপনাকে সেখানে হত্যা করবার জন্য বেহারীকে আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বেচারা তা হজম করতে না পেরে এখানে ছুটে এসেছিল। এই পত্র দেখুন। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই 'রুদ্রবিষাণ কে?"

মিঃ পাইন পত্রখানি পাঠ করিয়া কহিলেন, "'রুদ্রবিষাণ' যে কেউ হ'তে পারে।

এমন কি আপনি যদি বিশেষ সাবধান না হন, তবে একদিন আপনাকেই ফাঁদে ফেলতে পারে।"

প্রফেসার হাসিয়া কহিলেন, "তা সত্যি। আপনি যদি আমাকে জালে ফেলতে পারেন, তা'হলে আপনি রাতারাতি বিখ্যাত হ'য়ে উঠবেন। কিন্তু আপনি কি করছেন বলুন?"

"আমি? আমাকে স্যার মহাপাত্রের বাড়ীতে আজ সন্ধ্যায় যেতেই হবে।" মিঃ পাইন কহিলেন।

প্রফেসার কহিলেন, "তা' হলে আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। আমার অনেক কিছু বিষয় স্যার মহাপাত্রের সঙ্গে আলোচনা করবার আছে।"

(১০)

কুমারী তাপ্তী স্যার মহাপাত্রের পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আপনি কি ব্যস্ত আছেন?"

"না মা, এস। আজ আমাকে একটু ভাবিয়ে তুলেছে। আমার হুগলীর এজেন্টের অফিসে খাতা-পত্র দেখতে গিয়েছিলুম, তুমি তা' জানো। কিন্তু যা দেখলুম, তা'তে হতভাগা আমাদের প্রায় হাজার দশেক টাকা খরচ ক'রে বসে আছে—মনে হ'ল।"

তাপ্তী কহিল, "তবে অন্য এজেন্টকে নিযুক্ত করুন-না কেন? আপনি যখন জানেন, তিনি আমাদের ঠকাবার জন্য চেষ্টা করছেন, তখন তাঁকে আর একটা দিনের জন্যও রেখে দরকার কি, কাকাবাবু? নিশ্চয়ই ইনি আপনার কলেজের কোন বন্ধু?"

"না মা, না। তা' ছাড়া আমি প্রত্যেককেই একটা ভাল হবার সুযোগ দিতে চাই।" স্যার মহাপাত্র কহিলেন।

তাপ্তী নীরবে রহিল; কিছু বলিল না। স্যার মহাপাত্র পুনশ্চ কহিলেন, "তোমার পুলিস-বন্ধু আজ রাত্রে আসছেন-তো, তাপ্তী?"

"হাঁ, কাকাবাবু। তিনি ছাড়া তাঁর বন্ধু প্রফেসারও আসছেন। তাঁর না-কি আপনার সঙ্গে বিশেষ কি প্রয়োজন আছে।" তাপ্তী ধীরে কহিল।

"আমার সঙ্গে? আমার সঙ্গে প্রফেসারের কি প্রয়োজন থাকতে পারে তা-তো বুঝিনে আমি। আচ্ছা, এলেই বোঝা যাবে।" স্যার মহাপাত্র চিন্তান্বিত স্বরে কহিলেন।

একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়া কহিল, "পাইন সাহেব আর তার বন্ধু এসেছেন।"

স্যার মহাপাত্র কহিলেন, "যাও মা তাপ্তী, এখানে প্রফেসারকে পাঠিয়ে দাও। আমি তাঁর সঙ্গে এখানে বসেই আলাপ করতে চাই।"

তাপ্তী লঘু দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল এবং অল্প সময় পরে মিঃ পাইন ও প্রফেসারকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

স্যার মহাপাত্র কহিলেন, "আসুন প্রফেসার, আমরা দুজনে গল্প করি এবং তাপ্তী ও প্রমথকে ওদের গল্প করতে ছেড়ে দিই।" এই বলিয়া তিনি মিঃ পাইনের

দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "তোমরা যাও প্রমথ।"

প্রফেসার বাধা দিয়া কহিলেন, "না না, তা' হবে না। কারণ আমি পাইনের বডিগার্ড হ'য়ে এসেছি। 'রুদ্রবিষাণ' আজ ওঁর হিসাব-নিকাশ চুকোবার জন্য পাহারীকে নিযুক্ত করেছিল, কিন্তু বেচারা গেল ভড়কে। সুতরাং আমাকেই প্রহরী হ'য়ে আসতে হয়েছে।"

কুমারী তাপ্তীর মুখ শুকাইয়া গেল। সে মিঃ পাইনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সর্বনাশ! তবে?"

প্রফেসার হাসিয়া কহিলেন "তবে আমি যখন সঙ্গে রয়েছি, তখন ভয় করবার বিশেষ কিছুই নেই, দেবী। "তবে আপনাদের আলাপে যে একটু ব্যাঘাৎ পড়লো, এই যা দুঃখ।"

স্যার মহাপাত্র কহিলেন, "কিন্তু কে এই 'রুদ্রবিষাণ', প্রফেসার?"

প্রফেসার মৃদু হাসিয়া কহিলেন "আপনাকেও আমি ঠিক এই প্রশ্ন করছি, স্যার মহাপাত্র!"

স্যার মহাপাত্র ম্লান স্বরে কহিলেন, "আমার মনে হয়, দস্যু মোহনই এই নবরূপে আবির্ভূত হয়েছে। আপনার ধারণা কি শুনি?"

প্রফেসার সস্মিত মুখে কহিলেন, "দস্যু মোহনের সম্বন্ধে আমার যা ধারণা, তা' আপনার মতের সঙ্গে মিলবে না, স্যার। কিন্তু দস্যু মোহনকে সন্দেহ করছেন কেন?"

স্যার মহাপাত্র কহিলেন, 'কিন্তু কোথায় সে? পাইন বল্‌ছিল, তার আর কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। তবেই তার যখন কোন ঠিকানাই আর পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সে যে এই ছদ্মনামে এই কাণ্ড ক'রে বেড়াচ্ছে, তাতে সন্দেহ থাকতে পারে কি, প্রফেসার?"

প্রফেসার বসু কহিলেন, "আপনার যুক্তিতে জোর আছে। কিন্তু কথা কি জানেন, আমাদের ও-কল্পনায় আনন্দ হয় না।"

"কিন্তু কথা-তো আনন্দ হবার নয়, প্রফেসার! মানুষের জীবন মৃত্যু নিয়ে খেলা চলছে, তা'তে আপনাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন—সেই চতুর দস্যুকে খুঁজে বার করা। আমি জোর গলায় বল্‌ছি, আপনারা যদি মোহনকে খুঁজে বার করতে পারেন, তা' হলে এই ভীষণ সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে।"

"দস্যু মোহন! আপনি বিশ্বাস করেন কাকাবাবু, যে-দস্যু মোহন অতীতে একটিও হত্যা করে নি, সে এই এতগুলি হত্যা করেছে এবং করে চলেছে?" তাপ্তী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

স্যার মহাপাত্র কহিলেন, "মা, দস্যুর আবার ধর্ম। অতীতে সে হত্যা না করেই যদি সফল হ'য়ে থাকে, হত্যার প্রয়োজন দেখা দিয়ে না থাকে, তবে বর্তমানে প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় হত্যা করতে যে সে পারে না, এমন যুক্তিতে আমার মন সায় দেয় না, মা। তুমি কি বলো, প্রমথ?"

মিঃ পাইন কহিলেন, "দস্যু মোহনের সম্বন্ধে অবশ্য অনুসন্ধান ক'রে দেখা দরকার।"

"নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু কেন-যে তোমরা এই প্রয়োজনীয় দিকটাই উপেক্ষা ক'রে চলেছ তা' আমার বুদ্ধিতে আসে না, পাইন। আশা করি, তোমরা দুজনে এইবার এইদিকে মন দেবে। তা' হলে খুব সহজেই এই ভীষণ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে।" এই বলিয়া স্যার মহাপাত্র প্রফেসার বসুর দিকে চাহিলেন।

প্রফেসার বসু চিন্তান্বিত স্বরে কহিলেন, "ধন্যবাদ, স্যার মহাপাত্র। কিন্তু আজ রাতে আমাদের বিশেষ সাবধানে থাকা প্রয়োজন। আচ্ছা, আপনি কি বেহারীকে চেনেন, স্যার মহাপাত্র ?"

স্যার মহাপাত্র জবাব দিবার পূর্বেই প্রফেসার পুনশ্চ কহিলেন, "বেহারীর মত নীচ ও দুর্দান্ত দস্যু আপনি আর দু'টি দেখতে পাবেন না। জলের নল বেয়ে বেড়ালের মত উঠতে ওর সমকক্ষ নেই বললেই হয়। সে আপনার চোখের সামনে আপনার টাকার থলি উঠিয়ে নেবে, কিন্তু আপনি জানতেও পারবেন না। এমনই ধূর্ত সে। সেই বেহারী 'রুদ্রবিষাণে'র কাছ থেকে আদেশ-পত্র পেয়েছে যে, সে যেন আজ রাত্রে মিঃ পাইনের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়।"

স্যার মহাপাত্র ও তাপ্তী যুগপৎ আতঙ্কিত স্বরে কহিলেন, "বলেন কী, প্রফেসার ?"

"হাঁ। কিন্তু বেহারী ভড়কে গিয়ে আমাদের কাছে এসে সব স্বীকার করেছে। তাই আমি আজ পাইনের সঙ্গে আপনার বাড়ীতে এসেছি। কিন্তু সমস্যা এই, 'রুদ্রবিষাণ' কে। আমি যদি আপনাকে 'রুদ্রবিষাণ' ব'লে সন্দেহ করতাম, তা হলে অবিলম্বে আপনাকে গ্রেফ্‌তার করতাম। আমি যদি বুঝতাম, 'রুদ্রবিষাণ' সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন, তা' হলেও আপনি যতক্ষণ না তা' স্বীকার করতেন, ততক্ষণ পীড়ন থেকে অব্যাহতি পেতেন না।"

স্যার মহাপাত্র রহস্যময় ভাবে হাসিয়া কহিলেন, "তা' হলে আপনি নিশ্চয় যে আমি 'রুদ্রবিষাণ' নই ? যাক্‌, একটা দুর্ভাবনা গেল।" এই বলিয়া তিনি সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

কুমারী তাপ্তী নীরবে শুনিতেছিল, সভয়ে কহিল, "কিন্তু বেহারীর অবাধ্যতার ফলে 'রুদ্রবিষাণ' যদি স্বয়ং......" এই অবধি বলিয়া আর সে বলিতে পারিল না।

প্রফেসার বসু কোমল দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমি বুঝেছি, আপনি কি বলতে চাইছেন। কিন্তু আমি যতক্ষণ সঙ্গে আছি, ততক্ষণ 'রুদ্র-বিষাণে'র সাহস বা সাধ্য হবে না, এই বাড়ীর ত্রিসীমানায় প্রবেশ করতে। সে জানে, আমার আরও দু'টো চোখ আছে।"

তাপ্তীর ভয় তবু ভাঙ্গিল না। সে ভীত কণ্ঠে কহিল, "আমার জন্ম-তিথি উৎসবের দিন-তো আপনি এখানে ছিলেন, তবু-তো দস্যু 'রুদ্রবিষাণ' আসতে ভয় পায় নি, প্রফেসার বসু ?"

প্রফেসার বসু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কিন্তু সেদিন-তো আমি পাইনকে রক্ষা করব বলে প্রতিজ্ঞা করিনি, তাপ্তী দেবী ?"

স্যার মহাপাত্র সহসা গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "প্রফেসারের কথা শুনে মনে হয়,

বিষাণ' আর প্রফেসার পরস্পরের মতলব বুঝতে পারেন।"

প্রফেসার হাসিয়া কহিলেন, "অর্থাৎ সরল বাঙ্গলায় বলা চলে যে, 'রুদ্রবিষাণ' ও প্রফেসার বসু একই ব্যক্তি, নয় স্যার মহাপাত্র ?" এই বলিয়া তিনি অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

মিঃ পাইন নীরবে বসিয়া রহিলেন। স্যার মহাপাত্র ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "রুদ্রবিষাণ' সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান দেখে সত্যই সময়ে সময়ে সাধারণ লোকের পক্ষে ভ্রম হ'য়ে যায়।"

তাপ্তী দেবী কহিল, "আঃ। আপনি যে কি বলেন, কাকাবাবু!"

এমন সময়ে একজন বেয়ারা আসিয়া জানাইল যে, খাবার দেওয়া হইয়াছে।

স্যার মহাপাত্র চেয়ার হইতে উঠিয়া কহিলেন, "আসুন প্রফেসার, এস প্রমথ, এস মা তাপ্তী, খেয়ে নেওয়া যাক।"

বিলাত-প্রত্যাগত স্যার মহাপাত্রের বাড়ীতে বিলাতি অনুকরণে ডিনার খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। সকলে ডাইনিং-রুমে গমন করিয়া টেবিলের ধারে চেয়ারে উপবেশন করিলেন। প্রফেসার বসু মিঃ পাইনের বাম-পার্শ্বে ও তাপ্তী দেবী দক্ষিণ পার্শ্বে ও স্যার মহাপাত্র বিপরীত দিকে মধ্যস্থলে উপবেশন করিলেন। যদিও আহার করিবার প্রথা বিলাতি, কিন্তু আহার্য বস্তুগুলি একান্ত দেশীয় থাকায় ছুরি-কাঁটা ব্যবহার করা একমাত্র স্যার মহাপাত্র ভিন্ন অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। সুতরাং চেয়ারে বসিয়া দেশীয় খাদ্য দেশীয় ধরনে আহার করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।

প্রফেসার হাতে করিয়া লুচি এক টুকরা ছিঁড়িয়া মুখে দিয়া কহিলেন, "এই এক সঙ্গে বসে আহার করার প্রথা আমার খুব ভাল লাগে। যদিও এটা বর্তমানে বিলাত থেকে এসেছে, তবুও আমার মনে হয় পুরাকালে এই প্রথাই আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল।"

কুমারী তাপ্তী মৃদু হাসিয়া কহিল, "এই চেয়ারে বসে টেবিলে খাওয়া, প্রফেসার বসু!"

প্রফেসার বসু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "না। আমি সমগ্র পরিবারের একত্রে বসে আহারের কথা বলছি, তাপ্তী দেবী।"

স্যার মহাপাত্র একখানা খাস্তা লুচিতে কাঁটা প্রবেশ করাইয়া আয়ত্তে আনিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছিলেন। তিনি যতবারই ফুলো লুচির ভিতর কাঁটা চালাইতেছিলেন, ততবারই ছিদ্র হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অবশেষে তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "বাবুর্চিটা একেবারে অপদার্থ। লুচি ভাজতেও জানে না। ইডিয়ট!"

তাপ্তী বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "কেন কাকু, লুচি-তো চমৎকার খাস্তা হয়েছে।"

প্রফেসার বসু অতি কষ্টে হাসির বেগ দমন করিয়া কহিলেন, "খাস্তা হয়েছে বটে, কিন্তু—" এই অবধি বলিয়া সহসা তিনি নীরব হইলেন।

স্যার মহাপাত্র বিরক্ত স্বরে কহিলেন, "খাবার অনুপযুক্ত হয়েছে।"

তাপ্তী সহসা হাস্যবেগ রোধ করিতে গিয়া বিষম খাইল। কহিল, "ও বুঝেছি,

কাকু।" এই বলিয়া অকস্মাৎ সে চেয়ার হইতে উঠিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল ও দুই মিনিট পরে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বাবুর্চি বড় সাহেবের জন্য ... করিয়া ভাজা কয়েকখানা লুচি আনিয়া তাঁহার পাত্রে দিয়া গেল। স্যার মহাপাত্র কাঁটা এইবার তাঁহার সেই লুচি বিদ্ধ করিয়া মুখ-গহ্বরে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল। তাঁহার মুখ ভাব প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন, "তারপর প্রফেসার ?"

প্রফেসার বসু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনি কোন্ কথা বলছেন, স্যার মহাপাত্র ?"

স্যার মহাপাত্র কহিলেন, "পুরাকালে একত্রে আহার করার প্রথা ছিল, কিন্তু চেয়ার-টেবিল ছিল না, সুতরাং একত্রে আহার করার প্রথা ছিল না—আমি যদি এই কথা বলি, তবে আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন ? এই মহান প্রথা একান্ত ভাবেই বিলাতি। সেজন্য আপনারও গর্বিত হওয়া উচিত।"

প্রফেসার বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "কি জন্য গর্বিত হওয়া উচিত, স্যার মহাপাত্র ? এই তো দেখলাম, সুন্দররূপে ভাজা লুচির পরিবর্তে ওই-যে আধ-কাঁচা লুচিগুলো যে-প্রথায় আহার করতে আপনাকে বাধ্য করলে, সেজন্য আমার গর্বিত হওয়া উচিত ?" এই বলিয়া তিনি সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

স্যার মহাপাত্র কিছু বলিবার পূর্বেই তাপ্তী কহিল, "কাকু, আর লুচি দেবে ?"

"না, মা। তা ছাড়া আমার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, আমাদের অতিথিদের দিকে নজর রাখো, ডলি।" স্যার মহাপাত্র স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন।

রাত্রের আহার-পর্ব শেষ হইলে, ভিন্ন কক্ষে একান্ত বিলাতি প্রথায় স্যার মহাপাত্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত কফি পান করিতেন। সেদিন রাত্রে খানসামা আসিয়া জানাইল "কফি প্রস্তুত, হুজুর।"

প্রফেসার বসুর কফি সেবনে আপত্তি থাকিলেও, তাহা মুখে প্রকাশ না করিয়া সকলের সঙ্গে অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বাবুর্চি আসিয়া ধূমায়মান কফির কাপ সকলের সম্মুখে রাখিয়া গেল।

এই কক্ষেও প্রফেসার মিঃ পাইনের বাম পার্শ্বের চেয়ারে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং যে মুহূর্তে মিঃ পাইন কফির কাপটি লইয়া পান করিতে যাইবেন, তিনি আচম্বিতে মিঃ পাইনের হস্তে আঘাত করিলেন ; হাত হইতে কফি-সমেত কাপটি মেঝের উপর পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

মিঃ পাইন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আপনার এটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, প্রফেসার। নিশ্চয়ই আপনি ইচ্ছা ক'রে এই অত্যন্ত বিরক্তিকর কাজ করেছেন।"

প্রফেসার বসু উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "নির্বোধের মত কথা বল্‌বেন না, মিঃ পাইন। আমি আপনাকে রক্ষা করতে এসেছি।" এই বলিয়া তিনি ভগ্ন কাপটি হইতে এক টুকরা শ্বেত-জাতীয় পদার্থ তুলিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিলেন, "এ যদি আর্সেনিক বিষ না হয় তো আমি পুলিসের চাকরিতে ইস্তফা দেব এবং 'রুদ্রবিষাণে'র দলে নাম লেখাবো।" এই বলিয়া দ্রুতপদে অপসৃয়মাণ বাবুর্চি'র দিকে চাহিয়া কহিলেন,

boighar.net

এ বাবুর্চি পালাচ্ছে।" এই বলিয়া তিনি দুই লাফে বাবুর্চির নিকট গিয়া তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিয়া টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "হতভাগা, সত্যি কথা বল্ বল্‌ছি!"

বাবুর্চি ভয়ে কাঁপিতেছিল; কহিল, "কি দোষ হয়েছে, হুজুর?" এই বলিয়া সে পর্যায়ক্রমে সকলের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে মিঃ পাইনকে পুনশ্চ কহিল, "আপনার কফি পড়ে গেছে, হুজুর? আমি আর এক কাপ এনে দিচ্ছি।"

"খবরদার এক পা নড়িস না।" এই বলিয়া প্রফেসার গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং বাবুর্চির ফতুয়া-জামার পকেটে হাত দিয়া একটি পত্র বাহির করিয়া কহিলেন, "আমি যা ভেবেছি তাই। এই যে 'রুদ্রবিষাণে'র আদেশ-পত্র।"

প্রফেসার পত্রখানি স্যার মহাপাত্রের হাতে দিলেন। পত্রে বাবুর্চির প্রতি মিঃ পাইনের কফিতে আর্সেনিক বিষ দিবার আদেশ ছিল।

কুমারী তাপ্তী উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় এবং শঙ্কায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছিল। সে মিঃ পাইনের বিমর্ষ মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "যদি প্রফেসার না আসতেন, তা' হ'লে—ওঃ ভগবান! আমি আর পারি নে।"

বাবুর্চি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সে প্রাণপণ বলে নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, "ওটা কিসের পত্র, হুজুর? আমি ত ওটা দেখি নি—আমাকে একবার দেখতে দেবেন, হুজুর?"

প্রফেসার কহিলেন, "থাক্-থাক্ আর ন্যাকামি করতে হবে না। তারপর তোমার আসল পরিচয়টা কি, বন্ধু? কতদিন থেকে বাবুর্চির কাজ নেওয়া হয়েছে? কে তুমি?"

বাবুর্চি নিরীহ স্বরে কহিল, "আমি আল্লারাম মিঞা, হুজুর।"

প্রফেসার ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কিছু সময় চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হুঁ, মনে পড়েছে। একবার মেল ট্রেনে তুমি ডাকাতি ক'রে ধরা পড়েছিলে, না? হুঁ বাবা, এইবার মনে পড়েছে। তুমি পকেটমার শ্যামলাল। তোমার কোন পুরুষ-তো মুসলমান নয়, বাবা।" এই বলিয়া প্রফেসার স্যার মহাপাত্রের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আপনি এক কাজ করুন, স্যার। হেড কোয়ার্টারে টেলিফোন ক'রে দিন যে, আমি দু'জন সার্জেণ্ট চাইছি, তারা যেন অবিলম্বে এসে পকেটমার শ্যামলালকে নিয়ে যায়।"

স্যার মহাপাত্র দ্রুতপদে উঠিয়া গেলেন।

কুমারী তাপ্তী উচ্ছ্বসিত স্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া, মিঃ পাইনের স্কন্ধে একখানি হাত রাখিয়া কহিল, "কি সর্বনাশ হয়েছিল এখনি, পাইন? যদি না প্রফেসার থাকতেন, তা' হলে তুমি…তুমি……"

"এই অল্পবয়সে অমন সুন্দর বপুটুকু শুদ্ধ কি অবস্থা প্রাপ্ত হ'তো।" এই বলিয়া প্রফেসার হাস্য করিতে করিতে পুনশ্চ কহিলেন, "এখন সবকিছু ভুলে যান, তাপ্তী দেবী। আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আমি পাইনকে রক্ষা করব। করছিও তাই—কিন্তু এই 'রুদ্রবিষাণে'র মতলব বোঝা দায়। সে যে কেন পাইনের প্রাণ নিতে চায়, তা' আমার ধারণার বাইরে।"

pathagar.net

কিছুক্ষণ পরে লালবাজার হইতে দুইজন সার্জেন্ট আসিয়া শ্যামলালকে লইয়া গেল। মিঃ পাইন শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, প্রফেসার।"

প্রফেসার কহিলেন, "কিসের জন্য? আমি কি করেছি যে আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন? সত্যিই আমি বিশেষ কিছু করি নি। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমার জন্যও আপনি ঠিক এইটুকু করতেন।"

ইহার পর কুমারী তাপ্তীকে সান্ত্বনা দিয়া সুস্থ করিয়া, প্রফেসার ও মিঃ পাইন বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পথে মিঃ পাইন কহিলেন, "আমি আশ্চর্য হচ্ছি, আপনি কি ভাবে পকেটমার শ্যামলালকে চিনতে পারলেন। সত্য কথা বলতে কি, আমি কিছুতেই পারতাম না।"

প্রফেসার হাসিয়া কহিলেন, "ওটা একটা ভগবানের দেওয়া বিশেষ দান আমার, পাইন। আমি একবার দেখ্‌লে আর সে-মানুষটিকে জীবনে ভুলি না। হাঁ, ভাল কথা, আপনি কুমারী তাপ্তীকে এখনই বিবাহ করতে পারেন না?"

মিঃ পাইন বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "কেন, তা'তে কি হবে?"

"অনেক কিছুই হবে, পাইন। অন্ততঃপক্ষে 'রুদ্রবিষাণ' আর আপনার প্রাণ নেবার চেষ্টা করবে না।" প্রফেসার বসু কহিলেন।

মিঃ পাইন কহিলেন, "যদিও আমি আপনার মত তীক্ষ্নবুদ্ধিশালী নই, তা হ'লেও আমার বিবাহের সঙ্গে 'রুদ্রবিষাণে'র কি সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে তা' বুঝি না। তা' ছাড়া এ-মাসে বিবাহ কিছুতেই হতে পারে না। আমি প্রস্তুতও নই ঠিক এবং এই 'রুদ্রবিষাণ'কে গ্রেফ্‌তার না করা পর্যন্ত আমি কোনদিকে মনও দিতে পারব না।"

উভয়ে হেড কোয়ার্টারে উপস্থিত হইলেন। সার্জেন্ট মিঃ পাইনকে কহিল, "টেলিফোনে আপনাকে ডাক্‌ছে, স্যার।"

মিঃ পাইনের সহিত প্রফেসার তাঁহার অফিস-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মিঃ পাইন টেলিফোনের রিসিভার কানে লাগাইয়া কহিলেন, "হাঁ, কাকাবাবু, আমি প্রমথ। কি বল্‌লেন? তাপ্তীকে পাওয়া যাচ্ছে না?"

মিঃ পাইনের কম্পিত হস্ত হইতে রিসিভার পড়িয়া গেল। প্রফেসার সবিস্ময়ে কহিলেন, "কি, ব্যাপার কি?"

অতি কষ্টে মিঃ পাইন কহিলেন, "স্যার মহাপাত্র বল্‌লেন যে, তাপ্তীকে খুঁজে পাচ্ছেন না।"

প্রফেসার কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল প্রস্তর মূর্তি'র মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন, "বটে! এত দূর স্পর্ধা! উত্তম আমি যাচ্ছি।"

"কোথায়?" ক্ষীণ স্বরে মিঃ পাইন প্রশ্ন করিলেন।

"বাণীকে হাজত থেকে ছেড়ে দিতে।" এই বলিয়া প্রফেসার বসু দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেলেন। আর মিঃ পাইন তাঁহার প্রিয়তমা নারীর অদৃশ্য হওয়ার

pathagar.net

শোকে মোহ্যমান হইয়া অবশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। সমস্ত পৃথিবী তাঁহার নিকট অর্থহীন বলিয়া বোধ হইল।

(১১)

ডাঃ পালিত তাঁহার লেডী টাইপিস্টকে অফিসে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কহিলেন, "গুড মর্নিং, বাণী দেবী, তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে দেখে ভারি খুশি হয়েছি।"

"গুড মর্নিং, ডাঃ পালিত।" এই বলিয়া বাণী দেবী ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর পুনশ্চ কহিল, "আপনার স্ত্রীর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি ?"

ডাঃ পালিত ম্লান স্বরে কহিলেন, "না না বাণী দেবী, না। আমার অভাগিনী স্ত্রীর কোন সংবাদ আর পাই নি। আমার ভয় হয়, বাণী, সে আর বোধ হয় জীবিত নেই।" এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল বিমর্ষ মুখে বসিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আমি এখনও 'রুদ্রবিষাণে'র সেই স্বর শুনতে পাচ্ছি—'ডাঃ পালিত, আমি আপনাকে বিষম বোঝা হতে মুক্ত করেছি, আপনার স্ত্রী আর আপনাকে বিরক্ত করবে না।' আততায়ী দস্যু নিশ্চয়ই আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে হত্যা করেছে, বাণী দেবী।"

বাণী দেবী সহানুভূতিসূচক স্বরে কহিল, "আপনি কি লালবাজার থেকেও কোন সংবাদ পান নি ? তা'রা আসলে কাজ কিছু করে কি-না ভগবান জানেন, কিন্তু আমার মত নিরীহ নির্দোষ নারীর পিছনে ফেউ-এর মত লাগতে খুব পারে। প্রফেসার বোস পারে না এমন খারাপ কাজ নেই, ডাঃ পালিত। আমার ধারণা, সেদিন সে-ই আমার ব্যাগের মধ্যে 'রুদ্রবিষাণে'র পত্রখানা রেখেছিল।"

ডাঃ পালিত সহসা অস্থির পদে কক্ষময় পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। এক সময়ে কহিলেন, "না, আমি কোন সংবাদ পুলিস থেকে পাই নি। যদিও মিঃ পাইন আর প্রফেসার বোসের মত বিচক্ষণ অফিসারেরা আমার স্ত্রীর অনুসন্ধান করছেন, তা' হ'লেও বাণী দেবী, আজ পর্যন্ত কোন কিনারাই হয় নি।"

বাণী কহিল, "সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি প্রফেসারকে পছন্দ করি না, কিন্তু মিঃ পাইন মন্দ লোক নন। কিন্তু কে-যে আমার ব্যাগে পত্রখানা রেখেছিল— বিশ্রী গোলমেলে ব্যাপার। না, ডাঃ পালিত ?"

"আমার প্রশ্নও তাই, বাণী দেবী! কে রেখেছিল, তা' যদি জানা যেত, তা' হ'লে 'রুদ্রবিষাণ' কে, তা'ও বোঝা যেত। হাঁ ভাল কথা, প্রফেসার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। যে কোন মুহূর্তে তাঁকে প্রত্যাশা করছি।" এই বলিয়া ডাঃ পালিত চাহিতেই দেখিলেন, প্রফেসার বসু হাসিমুখে প্রবেশ করিতেছেন।

"আমি এসেছি, ডাঃ পালিত। গুড মর্নিং!" এই বলিয়া প্রফেসার বসু বাণীর দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "এই যে বাণী দেবী, তোমার বন্ধুর কাছ থেকে আর কোন পত্র পেয়েছ ?"

বাণী তপ্ত স্বরে কহিল, "আমার বন্ধু ? আপনি কি 'রুদ্রবিষাণ'কে আমার বন্ধু বলছেন ? ভগবানকে ধন্যবাদ আমি আর পাই নি। এক-খানিতেই যে শিক্ষা

হয়েছে, যতদিন বাঁচব—মনে থাকবে।"

ডাঃ পালিত কহিলেন, "আসুন প্রফেসার, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করা যাক্।"

প্রফেসার বসু ডাঃ পালিতের সম্মুখে বসিয়া কহিলেন, "আপনি কি 'রুদ্র-বিষাণের' কাছ থেকে আর কিছু শুনেছেন, ডাঃ পালিত?—আমার মনে হয়, লোকটার বুদ্ধি খুব কম। তা' ছাড়া সে-যে আমার ভয়ে অস্থির হয়েছে, তা' বেশ বোঝা যাচ্ছে। কারণ আর কিছুই তার কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে না।"

ডাঃ পালিত গম্ভীর মুখে কহিলেন, "কিন্তু আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন, প্রফেসার। আমার মনে হয়, লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত এবং বুদ্ধিমান। নইলে মানিক-লালের হত্যা-কাণ্ডের পর আজ পর্যন্ত তা'কে আপনারা গ্রেফ্তার করতেই পারলেন না।"

প্রফেসার হাসিয়া কহিলেন, "আপনার ধারণা একেবারে ভুলের ওপর ভিত্তি করা। লোকটা সেরেফ বরাত-জোরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নইলে আমি কি তাকে চিনি না ভাবেন? চিনি—কিন্তু তার বিরুদ্ধে এখনও প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারি নি। যদি আপনার এই বন্ধুর সঙ্গে আবার কথা হয়, তাকে বলবেন, প্রফেসার বোস তা'র নাড়ী-নক্ষত্রের সংবাদ রাখে। কিন্তু সে যতদিন আমার বন্ধু পাইনের কোন অনিষ্ট না করে, ততদিনই নিরাপদে থাকবে। অন্যথায় সেই মুহূর্তে আমি তাকে গ্রেফতার করব।"

ডাঃ পালিত সবিস্ময়ে কহিলেন, "মিঃ পাইনের?"

"হাঁ। দস্যু তাঁকে বিষ খাওয়াতে গিয়েছিল। আজকার টেলিগ্রাফে সব সংবাদ বার হবে। পকেটমার শ্যামলালকে হাত ক'রে বিষ খাওয়াতে গিয়েছিল, কিন্তু শ্যামলাল ধরা পড়েছে। তা'কেও বোধ হয় এই নির্মম দস্যু হত্যা করবে। কারণ সে আদেশ পালন করতে সক্ষম হয় নি।"

ডাঃ পালিত নিরীহ স্বরে কহিলেন, "আপনি কি ভাবেন, 'রুদ্রবিষাণ' শ্যাম-লালকে হত্যা করবে।"

"হাঁ। এর মধ্যে দু'বার চেষ্টাও করেছে। তাই না, বাণী?" প্রফেসার বাণী দেবীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন।

বাণী দেবী তপ্ত স্বরে কহিল, "তা আমি কি জানি?"

প্রফেসার বসু ডাঃ পালিতের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মিঃ পাইনের জীবন নিতে গিয়েছিল, কিন্তু পারে নি। সে যাই হোক, আমি আপনাকে সতর্ক করতে এসেছি, ডাঃ পালিত। এই দস্যু আপনার পিছনেও লেগেছে। কারণ আপনি 'রুদ্রবিষাণে'র সম্বন্ধে এমন কিছু বলেছেন, যার ফলে 'রুদ্রবিষাণ' আপনার ওপর মহা ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে এবং খুব সম্ভবতঃ শীঘ্রই আপনাকে হত্যা করতে চেষ্টা করবে।"

ডাঃ পালিত নিরীহ স্বরে কহিলেন, "আমাকে হত্যা করবে, প্রফেসার? কিন্তু আমার মত নির্বিরোধী লোক তার-তো কোন অনিষ্ট করে নি? সে আমায়

pathagar.net

...মা পত্নীকে হত্যা করেছে—তবুও সে সন্তুষ্ট হয়নি ?"

...সা প্রফেসার গভীর স্বরে কহিলেন, "এমন ক্ষেত্রে আপনি-তো নিশ্চয়ই ...স-পাহারা চান ? না বাণীর ভরসা করেই নিজেকে নিরাপদ ভাবেন ?"

ডাঃ পালিত কিছু সময় চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার মনে হয়, আপনি ...ট ভুল সংবাদ পেয়েছেন। 'রুদ্রবিষাণে'র মত ব্যক্তি আমার মত নিরীহ ...কে বিরক্ত করবে না। আর এক কথা, সে যখন বড় বড় রুই-কাৎলার পিছনে ...ছে, তখন আমার মত পুঁটি মাছের লোভ করবে কি ? তা' ছাড়া বডি-গার্ডের ...ন প্রয়োজন নেই। আমি নিজেকে দেখতে নিজেই সক্ষম।"

...ফেসার কহিলেন, "এইবার আপনি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠেছেন, ডাঃ ...লিত। যদি পড়েন, তবে আমাদের কোন দোষ দিতে পারবেন না। আমি ...সাধ্য আমার কর্ত্তব্য করেছি। যাই হোক, যদি আবার 'রুদ্রবিষাণ' ভয় দেখায়, ...ে আমাকে জানাতে ভুলবেন না।" এই বলিয়া প্রফেসার বসু উঠিয়া দাঁড়াইলেন ...বং অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার বাণীর দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আমি ...লাম, ডাঃ পালিত, আপনি যখন আমাদের সাহায্য নিলেন না, তখন বাণীই ...মানে আপনার উপর লক্ষ্য রাখুক।"

প্রফেসার বসু বাহির হইবার উপক্রম করিতেই ডাঃ পালিতের টেলিফোন বাজিয়া ...ল। তিনি কহিলেন, "নিশ্চয়ই রুদ্রবিষাণ।' আপনিই দেখুন ডাঃ পালিত ...মার অনুমান সত্য কি না !"

ডাঃ পালিত রিসিভার তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "হ্যালো ! কে ? 'রুদ্রবিষাণ' ? ...। কি বল্‌ছ ?" ডাঃ পালিতের কম্পিত হাত হইতে টেলিফোনের রিসিভার ...ের উপর পড়িয়া গেল এবং তাঁহার মুখ রক্তশূন্য হইয়া বিবর্ণ আকার ধারণ ...ল।

প্রফেসার সোৎসাহে কহিলেন, "কে ? 'রুদ্রবিষাণ' ? কি বল্‌লে আপনাকে সে ?"

...হু কষ্টে, বহু বিলম্বে ডাঃ পালিতের মুখ হইতে বাহির হইল, "আমাকে খুন ...ে বল্‌ছে।"

প্রফেসার রিসিভার মেঝের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া কানে দিয়া কহিলেন, ...লিফোনও আপনার বন্ধ হ'য়ে গেছে।" এই বলিয়া তিনি রিসিভারটি রাখিয়া ...লেন।

ডাঃ পালিত কহিলেন, "আমার স্ত্রীকে হত্যা করেও দস্যুর আশা মেটে নি। ...মাকেও হত্যা করবে বল্‌ছে। কিন্তু আমি কি করেছি তার ? কে এই নির্দয়, ...ঠ দস্যু, প্রফেসার বসু ?"

প্রফেসার বসু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, ব্যস্ত হবেন না, শীঘ্রই জানতে পারবেন। ...া, আমি এখন আসি তা' হলে ?"

ডাঃ পালিত কহিলেন, "আমার কি মনে হয় শুন্‌বেন ? এই দস্যু নিশ্চয়ই দস্যু ...হন। কিন্তু কেন-যে আপনারা মোহনকে গ্রেফতার করছেন না, তা' আপনারাই ...নেন। ভাল কথা, দস্যু মোহনের কোন সংবাদ পেয়েছেন ?"

pathagar.net

এমন সময়ে টেলিফোন পুনরায় বাজিয়া উঠিল। প্রফেসার বসু কহিলেন, "নিশ্চয়ই আমাকে ডাকছে। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি কথা বলছি।" এই বলিয়া তিনি রিসিভার কানে লাগাইয়া কহিলেন, "হ্যালো! কে? পাইন? কি সংবাদ? উত্তম, আমি এখনই আসছি?"

প্রফেসার রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "হেড কোয়ার্টার আমাকে জরুরী কাজে ডাকছে। আবার দেখা হবে, ডাঃ পালিত। গুড-ডে।"

ডাঃ পালিত কিছু বলিবার পূর্বেই প্রফেসার বসু বাহির হইয়া গেলেন।

(১২)

প্রফেসার বসু হেড-কোয়ার্টারে প্রত্যাবর্তন করিবার প্রায় এক ঘণ্টা পরেই একটি অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাইলেন। ডাঃ পালিতের অফিস পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। প্রফেসার বসু তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন। দেখিলেন, এক ঘণ্টা পূর্বে যে স্থানে তিনি ডাঃ পালিতের সহিত আলাপ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন, ডাঃ পালিতের অফিস হইতেই অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছিল। একজন পুলিস-কনস্টেবল একটি দগ্ধ ও বিকৃত মৃতদেহের নিকট দাঁড়াইয়াছিল।

অফিসারকে চিনিতে পারিয়া কনস্টেবল দীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিল, "ডাঃ পালিতের মৃতদেহ, স্যার। যদিও কিছুমাত্র বোঝবার উপায় নেই, তবুও যে সময় আগুন লাগে সে সময়ে মাত্র তিনিই অফিসে ছিলেন।"

প্রফেসার উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাঃ পালিতের টাইপিস্ট বাণী দেবীর খবর জানো?"

কনস্টেবল কহিল, "তিনি আগুন লাগার পূর্বেই ছুটি পেয়ে চলে গেছেন, আমি খবর পেয়েছি, স্যার।"

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রফেসার বসু বিকৃত মৃতদেহকে মর্গে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া হেড কোয়ার্টারে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, মিঃ পাইন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। প্রফেসার বসু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্বরে কহিলেন, "আমাদের বন্ধু 'রুদ্রবিষাণ' আবার কাজে নেমেছেন, পাইন। তিনি ডাঃ পালিতের অফিসকে ভস্মে পরিণত করেছেন এবং কমলা ব্যাঙ্কের দু'লক্ষ টাকার চালানও সেই সঙ্গে লুট করেছেন। আশ্চর্য ক্ষমতা লোকটার!"

মিঃ পাইন সবিস্ময়ে কহিলেন, "আপনি কোথায় টাকা লুটের সংবাদ পেলেন?"

"দুঃসাহসী দস্যু আমাকে অফিসে টেলিফোন করে জানিয়েছে। আমি ডাঃ পালিতের অফিসে তার জন্য জাল পেতেছিলাম, কিন্তু সে ফাঁদে পা দেয় নি।"

"আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে!" মিঃ পাইন কহিলেন, "বেচারা ডাঃ পালিত শেষে 'রুদ্রবিষাণে'র কোপে প্রাণ হারাল! এদিকে তাপ্তীকেও পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা যে কিরূপ অকর্মণ্য, এই দস্যুটার কাছে তা' প্রতি পদে প্রমাণিত হ

যাচ্ছে।"

প্রফেসার বসু কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার ভয় হয়, যে বিকৃত মৃতদেহ পাওয়া গেছে, তা' বোধ হয় তাপ্তী দেবীর।"

মিঃ পাইন আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "প্রফেসার, প্রফেসার! না, না, তা' হতে পারে না। অমন কথা আপনি বলবেন না, আপনি কি জানেন না, তাপ্তী ছাড়া আমার জীবনের কোন মূল্য নেই? বলুন, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন? নিশ্চয়ই সে-দেহ ডাঃ পালিতের।"

"না, ডাক্তার পালিতের নয়, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমাদের কোন লোককে যে পাওয়া যাচ্ছে না, পুলিসে সে-খবর আসবে।" প্রফেসার রহস্যময় স্বরে কহিলেন।

মিঃ পাইন কহিলেন, "তা' হলেও নিশ্চয়ই আমার তাপ্তীর নয়। দস্যু এতটা নির্দয় হতে পারবে না। প্রফেসার, আপনি কি আমাকে পাগল করবার জন্য ও-কথা বলছেন? নিশ্চয়ই ওই মৃতদেহ ডাঃ পালিতের। নইলে ডাঃ পালিত কোথায়?"

প্রফেসার কহিলেন, "ডাঃ পালিত 'রুদ্রবিষাণে'র কাছে গেছে। আমি নির্বোধকে সাবধান করেছিলাম, কিন্তু সে শোনে নি।"

মিঃ পাইন সবিস্ময়ে কহিলেন, "আপনি এত খবর কোথায় পেলেন?"

প্রফেসার বসু জবাব না দিয়া রিসিভার তুলিয়া লইলেন এবং কোন বাড়ী সার্চ করিবার জন্য পুলিসবাহিনীকে প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ দিতে লাগিলেন।

মিঃ পাইন বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন; রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া প্রফেসার কহিলেন, "আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন। উত্তেজনা ও গোলমালের মধ্যে আপনি ভুলে থাকতে পারবেন। আচ্ছা যাবার আগে আমি একবার স্যার মহাপাত্রকে টেলিফোন করি।"

প্রফেসার বসু রিসিভার পুনশ্চ তুলিয়া লইলেন এবং কিছু সময় পরে যখন রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন, মিঃ পাইন আগ্রহ ভরে কহিলেন, "তাপ্তীকে পাওয়া গেছে?"

প্রফেসার ধীরে স্বরে কহিলেন, "না। তা' ছাড়া স্যার মহাপাত্রকেও পাওয়া যাচ্ছে না। 'রুদ্রবিষাণ' তাঁকেও বন্দী করেছে।" এই বলিয়া কিছু সময় নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, 'রুদ্রবিষাণে'র এই কাজের জন্য আমাকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কারণ আমিই তা'কে এত দ্রুত কাজ করতে বাধ্য করেছি।"

দশ মিনিট পরে একটি সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী দুইটি পুলিস-ভ্যানে করিয়া হেড কোয়ার্টার হইতে বাহির হইয়া পড়িল। প্রফেসার বসু এই বাহিনীর কর্তা হইয়া মিঃ পাইনকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। অল্প সময় পরে ইণ্টালীর একটি সঙ্কীর্ণ গলিমুখে আসিয়া ভ্যান দুইটি দাঁড়াইয়া পড়িল এবং নিঃশব্দে ত্রিশজন সশস্ত্র পুলিস ও সার্জেণ্ট ভ্যান হইতে অবতরণ করিয়া, অতি দ্রুত গতিতে গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, প্রফেসারের নির্দেশমত একটি বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিল।

pathagar.net

বাটীর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। প্রফেসারের আদেশে একজন সার্জেণ্ট সজোরে কড়া নাড়িতে লাগিল, কিন্তু দ্বার মুক্ত করিতে কেহ আসিল না। প্রফেসার বসু দ্বার ভাঙ্গিবার আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বলিষ্ঠ পুলিসের সমবেত চেষ্টায় দ্বার মড়-মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং উদ্যত রিভলভার হস্তে পনের জন পুলিস প্রফেসার বসু ও পাইনকে অগ্রে লইয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ীর ভিতর একটি মহতী অধিবেশন চলিতেছিল; প্রায় ২৫।২৬টি ব্যক্তি হলঘরে দাঁড়াইয়া পুলিসের প্রতীক্ষা করিতেছিল; প্রফেসার বসু গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "যে যেখানে আছ, স্থির হয়ে দাঁড়াও। নড়েছ কি মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছি। আমি 'রুদ্রবিষাণ'কে চাই। কোথায় সে?"

এক ব্যক্তি কহিল; "রুদ্রবিষাণ' এখানে নেই।"

প্রফেসার গর্জিয়া কহিলেন, "কে তুমি? এগিয়ে এস। যদি 'রুদ্র-বিষাণ' এখানে নেই, তবে কোথায় সে?"

যে-ব্যক্তিটি কথা কহিয়াছিলন, সে আগাইয়া আসিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রফেসার কহিলেন, "কে ও? সিঁদেল-চোর হরিদাস বাবু? ভাল ভাল, আর একটু এগিয়ে এস। সার্জেণ্ট, হরিবাবুর পকেটে কি আছে দেখ?"

একজন সার্জেণ্ট হরিদাসের পকেট হইতে কতকগুলি পয়সা, বিড়ি ও এক বাক্স দিয়াশলাই বাহির করিল। প্রফেসার হাসিয়া কহিলেন, "তারপর হরিদাস, সময় বড় মন্দা যাচ্ছে, না? নইলে তোমার পকেটে দামী সিগারেট না থেকে বিড়ি কখনও বার হয়! আচ্ছা, এখন বল, 'রুদ্রবিষাণ' কোথায়?"

হরিদাস কহিল, "রুদ্রবিষাণ' কোথায় কেউ জানে না, আমরাও জানি না। তবে শুনেছি, তাঁর অন্য জায়গায় কি জরুরী কাজ থাকায়, তিনি আমাদের মিটিংয়ে আস্‌তে পারেন নি।"

"কিসের মিটিং?" প্রফেসার প্রশ্ন করিলেন।

"তা' জানবার আপনার প্রয়োজন নেই। কোন বে-আইনী কাজ করার জন্য এতগুলি ভদ্রলোক এখানে আসি নি। আমরা সকলে দাগী হ'লেও আমাদের একত্রে মিলবার, মেশবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে।" হরিদাস বড় গলায় কহিল।

"তা' আছে, সিঁদেল বাবু। আচ্ছা তুমি এদিকে ফিরে দাঁড়াও।" বলিয়া প্রফেসার একজন সার্জেণ্টের দিকে ইঙ্গিত করিলেন।

সার্জেণ্ট হরিদাসকে একান্তে লইয়া দাঁড় করাইল।

ইহার পর একের পর এক করিয়া প্রায় সকলে দেহ অনুসন্ধান ও সকলকে জেরা করা হইল। সকলেই চোর দস্যু। সকলেই একাধিকবার জেল খাটিয়াছে। সকলের উপরেই পুলিসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। বেহারীকে দেখিয়া প্রফেসার কহিলেন, "এই যে বেহারী, জেল থেকে বাইরে এসেছ? তারপর 'রুদ্রবিষাণে'র তাঁবেদারি করা হচ্ছে কেমন? এই ভদ্রলোকের পকেট সার্চ কর। বড় ভীষণ ভদ্রলোক ইনি।"

সার্জেণ্ট বেহারীর পকেট হইতে একটি অটোম্যাটিক রিভলভার বাহির করিয়া

প্রফেসার বসুর হাতে দিল।

প্রফেসার রিভলভারটির দিকে একবার চাহিয়া মিঃ পাইনকে কহিলেন, "এই রিভলভারটিকে চিনতে পারেন ?"

মিঃ পাইন সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, তিনি তাপ্তীকে তাহার জন্মদিনে লাইসেন্স করিয়া যে রিভলভারটি উপহার দিয়াছিলেন, এটি সেই রিভলবার। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া একটা অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিয়া, বেহারীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, প্রফেসার বসু তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া এবং শান্ত থাকতে অনুরোধ করিয়া, বেহারীকে কহিলেন, "তুমি এই রিভলভারটি কোথায় পেলে, বেহারী ?"

বেহারী মুখ ভার করিয়া কহিল, "আমি উপহার পেয়েছি।"

"ওঃ! সৎ কাজের জন্য উপহার পেয়েছ ?" বিদ্রুপ স্বরে প্রফেসার কহিলেন, "তারপর তাপ্তী দেবী এখন কোথায় ?"

বেহারী কহিল, "আমি তাপ্তী দেবীকে চিনি না।"

প্রফেসার স্থির দৃষ্টিতে দস্যু বেহারীর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া কঠিন স্বরে কহিলেন, "মিথ্যা বোলো না, বেহারী। তুমি আমাকে চেন! আমি সব জানি, আমার সঙ্গে চালাকি কোরো না বলছি। এখন বল, তাপ্তী দেবী কোথায় ?"

বেহারী মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "আমি জানি না।"

মিঃ পাইন আর ধৈর্য ধারণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "তোকে আমি খুন করব, হতভাগা। বল্, তাপ্তীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্ ?"

বেহারী মিঃ পাইনের রাঙা-রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমাকে খুন করলেও আমি বল্‌তে পারব না।"

"বটে! পারবে না ?" এই বলিয়া প্রফেসার বসু বেহারীর কানের কাছে মুখ লইয়া নিম্ন স্বরে কিছু বলিলেন।

বেহারী তৎক্ষণাৎ শঙ্কিত কণ্ঠে কহিল, "এ্যাঁ আপনি, আপনি…আমি বলছি, কিন্তু আপনারা জানেন প্রফেসার, 'রুদ্রবিষাণ' কে ? এই সব লোকের সামনে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার অর্থ জানেন আপনি ? 'রুদ্রবিষাণের' কোপ থেকে আমাকে রক্ষা করবেন, এমন শক্তি আপনাদের আছে ?"

প্রফেসার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "উত্তম বেহারী, তাই হোক।" এই বলিয়া তিনি একজন সার্জেণ্টকে বেহারীর দুই হাতে হাত-কড়া লাগাইবার আদেশ দিলেন এবং অন্যান্য সকল দস্যুকে ছাড়িয়া দিবার আদেশ দিলেন।

দস্যুদল মুক্তি পাইয়া অতি দ্রুত বেগে পলায়ন করিল এবং যে মুহূর্তে সার্জেণ্ট বেহারীর হাতে হাত-কড়া পরাইতে গেল, সেই মুহূর্তে সে একটি প্রচণ্ড চড় তাহার গালে বসাইয়া দিয়া, প্রফেসার কিছু বুঝিবার পূর্বেই তাঁহাকে সবেগে একটা ধাক্কা দিয়া, দুই লম্ফে হল ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

প্রফেসার বসু তাল সামলাইতে না পারিয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া পড়িয়া গেলেন, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়াই মিঃ পাইন পুলিসের হুইসেল বাজাইলেন এবং বেহারী দ্বারের বাহির হইতে না হইতে একদল পুলিসের বন্ধনীর ভিতর

pathagar.net

আটকাইয়া পড়িল।

প্রফেসার মাথায় আঘাত পাইয়া, বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বেহারীকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। তিনি শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার এখনও অনেক শেখার কিছু বাকী আছে, বেহারী!" এই বলিয়া তিনি পুলিস-বাহিনীকে মার্চ করিবার আদেশ দিলেন।

সঙ্কীর্ণ গলি হইতে বাহির হইয়া পুলিস-বাহিনী তাহাদের বন্দীকে লইয়া পুলিসভ্যানে আরোহণ করিল এবং প্রফেসারের নির্দেশে হেড কোয়ার্টার অভিমুখে ধাবিত হইল।

(১৩)

মাটির নিম্নে একটা গুপ্ত-কক্ষে বসিয়া 'রুদ্রবিষাণ' একটি কাগজ টাইপ করিতে ছিল। তাহার কাজ শেষ হইলে আপনাকে আপনি কহিল, "না, মন্দ টাইপ করিনি। 'রুদ্রবিষাণ' যে-কোন কাজে হাত দেবে, তাকেই দক্ষ ক'রে তুলবে। এই শক্তি আমার জন্মগত।" এই বলিয়া সে একটি ইলেকট্রিক বোতাম টিপিল এবং অল্প সময় পরে একজন যুবক প্রবেশ করিল।

যুবক প্রবেশ করিবামাত্র 'রুদ্রবিষাণ' তাহার মুখ কালো মুখোশে ঢাকিয়া ফেলিল। সে যুবককে কহিল, "তাপ্তী দেবীকে নিয়ে এস।"

যুবক বাহির হইয়া গেল এবং অল্প সময় পরে তাপ্তী দেবীকে পৌঁছাইয়া দিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

'রুদ্রবিষাণ' পায়চারি করিতে করিতে কহিল, "এই যে তাপ্তী দেবী এসেছেন। তারপর কেমন আছেন, তাপ্তী দেবী? 'ধন্যবাদ, ভাল আছি।' এখনই আপনি বলবেন। তারপর আমার কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে, পুলিস-প্রণয়ীর বাহু-পাশে ধরা দেবেন। আঃ কি সুন্দর যুক্তি! 'রুদ্রবিষাণে'র হাত থেকে মুক্তি! এমন আশ্চর্য কথা, অদ্ভুত কথা কেউ কখনও শুনেছে? না, শোনে নি। কিন্তু সুন্দরী তাপ্তী দেবী বিশ্বাস করেন, আমি তাঁকে মুক্তি দেব, তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের সুযোগ দেব। কেমন তাই না, তাপ্তী দেবী?"

তাপ্তী কঠিন স্বরে কহিল, "আপনি যাই বলুন, আমি প্রফেসার বসুকে হত্যা করতে পারব না। তার চেয়ে আজীবন আপনার বন্দী হ'য়ে থাক্‌ব, সে-ও শতগুণে ভাল, তবুও আমি তেমন মহাত্মার কোন অনিষ্ট করতে পারব না।"

"ধীরে দেবী, ধীরে।" এই বলিয়া দস্যু মৃদু হাস্য করিল, তাহার সারা মুখে ব্যঙ্গ হাসির তীক্ষ্ন আভাস প্রকটিত হইল। পুনশ্চ কহিল, "আমাদের পরম সুন্দরী তাপ্তী দেবী দেখাতে চাইছেন যে, তিনিও একজন লেডী। কিন্তু তিনি এখনও 'রুদ্রবিষাণ'কে ভালভাবে চিনতে পারেন নি। সুতরাং দেবীর সঙ্গে এই ভদ্র ব্যবহারের কোনই সার্থকতা আমি আর দেখতে পাচ্ছি নে।"

তাপ্তী শিহরিয়া উঠিল; তাহার মনে হইল, এই কণ্ঠস্বর সে পূর্বেও শুনিয়াছে, কিন্তু কোথায়, কাহার কণ্ঠে, তাহা কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিল না।

pathagar.net

'রুদ্রবিষাণ' পায়চারি করা বন্ধ করিয়া, তাপ্তী দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, তাপ্তী দেবী চিন্তা করছেন, করুন। কিন্তু আমি জানিয়ে রাখছি, তিনি যদি আমার কথা না শোনেন, তবে তাঁর অভিভাবক স্যার মহাপাত্র সেজন্য শাস্তি ভোগ করবেন। খুব সম্ভবতঃ, আমার নির্দয় মনে এই ইচ্ছা হবে যে, স্যার মহাপাত্রের চক্ষুতে তপ্ত রক্ত-বর্ণ লৌহ-শলাকা প্রবেশ করিয়ে, চক্ষু দু'টিকে বার ক'রে সুন্দরী তাপ্তী দেবীকে উপহার দেওয়া। কেমন, ভারী সুন্দর ব্যবস্থা না, তাপ্তী দেবী?"

সুশিক্ষিত তরুণী তাপ্তী দুর্বৃত্তের উক্তি শুনিয়া, স্থির কঠিন দৃষ্টিতে রুদ্রবিষাণে'র মুখোশাবৃত মুখের উপর চাহিয়া রহিল।

'রুদ্রবিষাণ' কোন জবাব না পাইয়া পুনশ্চ কহিল, "আমি কি এই ভাবতে পারি যে, এই সুন্দর ব্যবস্থায় সুন্দরী তাপ্তী দেবী সম্মত আছেন?"

"তুমি নরকে পচে মরবে, দস্যু।" তাপ্তী ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কহিল।

"আ-হা! সুন্দরী ক্রোধ প্রকাশ করছেন।" দস্যু ব্যঙ্গ হাস্যের সহিত কহিল। সহসা 'রুদ্রবিষাণে'র হাস্যবিকৃত মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। সে পুনশ্চ কহিল, "তারপর সুন্দরীর কমনীয় তনু তাঁর অভিভাবকের সঙ্গে মাটির নীচে পচবে। কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না, কারণ 'রুদ্রবিষাণ'কে কেউ চেনে না, কেউ জানে না।"

এই বলিয়া রুদ্রবিষাণ' ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে তাপ্তীর মুখের উপর চাহিয়া রহিল; কঠিন স্বরে কহিল, "তাপ্তী দেবী, এখন আমি জানতে চাই, তুমি আমার আদেশ পালন করবে কি-না?"

"না, করব না।" তাপ্তী তাহার সর্বশক্তি সংগ্রহ করিয়া তপ্ত কণ্ঠে কহিল, "আমার কথাও শুনে রাখো দস্যু। তোমার দিন শেষ হ'য়ে এসেছে। প্রফেসার গুপ্তর মত লোকের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তোমার মত দস্যুর কাজ নয়। তুমি নীচ, তুমি নির্দয়। তুমি বেচারা ডাঃ পালিতের স্ত্রীকে হত্যা করেছ, তবু সন্তুষ্ট হও নি, এখন আবার সে বেচারাকে উত্যক্ত করতে আরম্ভ করেছ। তোমার দিন শেষ হ'য়ে এসেছে, দস্যু।"

'রুদ্রবিষাণ' হাসিতে লাগিল। কহিল, "বেচারা ডাঃ পালিত! তা'কে উত্যক্ত করেছি, না? আমি অতি নীচ ও পাষণ্ড ব্যক্তি, তাপ্তী দেবী। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ডাঃ পালিতের স্ত্রীকে হত্যা ক'রে, ডাঃ পালিতকে আমি অপরিশোধ্য ঋণে আমার কাছে বেঁধে ফেলেছি। আমি তা'কে এক অতি কদর্য নারীর সঙ্গ থেকে মুক্ত করেছি। আমি ধন্যবাদের পাত্র, তাপ্তী দেবী, ধন্যবাদের পাত্র।"

তাপ্তী অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "ধৃষ্টতারও একটা সীমা আছে।"

'রুদ্রবিষাণ' হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির বেগ কমিলে কহিল, "সুন্দরী তাপ্তী দেবীর প্রেমে পড়ে না মরি এই বয়সে! কিন্তু কর্তব্য-কাজ প্রথমে, আমোদ-আহ্লাদ পরে—এই আমার নীতি।"

তাপ্তী দেবী মুখোশ-পরা মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিতেছিল, এই স্বর সে কোথায় শুনিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা স্মরণ করিতে পারিল না।

'রুদ্রবিষাণ' কহিল, "আমি জানি, সুন্দরী তাপ্তী দেবী এই মুহূর্তে কি ভাবছেন। তিনি ভাবছেন যে আমার স্বর ইতিপূর্বে তিনি কোথায় শুনেছেন, কিন্তু ধারণা করতে পারছেন না। সত্যি নয়, তাপ্তী দেবী?"

তাপ্তী আতঙ্কিত হইয়া চিন্তা করিল, লোকটা শয়তান নাকি?

'রুদ্রবিষাণ' পুনশ্চ কহিল, "কেমন, তাই নয় তাপ্তী দেবী?"

তাপ্তী নীরস স্বরে কহিল, "হাঁ তাই।"

"কিন্তু মনে করতে পারছেন না, কে আমি!" 'রুদ্রবিষাণ' সহাস্যে প্রশ্ন করিল।

তাপ্তী কহিল, "না। কিন্তু নিশ্চয়ই পারব।"

"না, পারবে না, বন্ধু। 'রুদ্রবিষাণ' চিরদিনই অপরিচিত রয়ে যাবে।" 'রুদ্রবিষাণ' ধীর স্বরে কহিল।

তাপ্তী দেবী বিদ্রূপ কণ্ঠে কহিল, "চিরদিন! তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে, দস্যু।"

'রুদ্রবিষাণে'র ছদ্ম অমায়িক ভাব নিমেষে খান্ খান্ হইয়া মিলাইয়া গেল। সে গর্জন করিয়া কহিল, "বটে! শোন দর্পিতা নারী, তোমাকে আমি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে তোমাকে মন স্থির করতে হবে যে, তুমি আমার আদেশ পালন করবে কি-না! তারপর আমি মিথ্যা দম্ভ করি না, তার পরিচয় এই কক্ষের মধ্যে অবিলম্বে দেখ্‌তে পাবে।"

দস্যুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাপ্তী বুঝিল যে, দস্যু মিথ্যা ভয় দেখাইতেছে না। তাপ্তীর মুখ ভয়ে শুকাইয়া উঠিল। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভয়ে শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। সে ভয়াতুর দৃষ্টিতে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

'রুদ্রবিষাণ' কক্ষমধ্যস্থ ঘড়ির দিকে চাহিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা কক্ষমধ্যস্থ লাল আলো জ্বলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সারা কক্ষ নিবিড় অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাপ্তী দেবী আতঙ্কিত হইয়া দুই পা আগাইয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া বুঝিল যে, 'রুদ্রবিষাণ' যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে নাই। কি হইল, কি হইবে, কেন আলো নির্বাপিত হইল ইত্যাদি শত চিন্তায় তাপ্তীর মন বিষম ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে সহসা কক্ষের আলো পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল।

তাপ্তী দেবী পরম বিস্ময়ের সহিত দেখিল, তাহার সম্মুখে মুখোশাবৃত 'রুদ্রবিষাণে'র পরিবর্তে প্রফেসার বসু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং তাহার মুখে স্বভাবসিদ্ধ কোমল হাসিটুকু লাগিয়া রহিয়াছে। তাপ্তী সহসা তাহার আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না; অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!"

"না, স্বপ্ন নয়, তাপ্তী দেবী। সৌভাগ্যবান প্রফেসারই আপনার দেখা পেয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় নরপিশাচ দস্যু, আততায়ী 'রুদ্রবিষাণ' গুপ্ত-সুড়ঙ্গ-পথে পালিয়ে এ-যাত্রা নিজেকে রক্ষা করেছে।" প্রফেসার বসু মৃদু হাসিয়া কহিলেন।

তাপ্তী দেবী দুই হাতে মুখ চাপিয়া কহিল, "ওঃ ভগবান! আমি দস্যুর হাতে

থেকে মুক্তি পেয়েছি।" এই বলিয়া সহসা উদ্বেগে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কহিল, "আমার কাকাবাবুর সন্ধান পেয়েছেন, প্রফেসার বসু ?"

"না, দেবী। আমার মনে হয়, দস্যু তাঁকে অন্য কোন বাড়ীতে গোপন রেখেছে। কিন্তু আমার দৃষ্টি থেকে বেশীদিন গোপন রাখা এই ধূর্তের সাধ্য হবে না। এখন আসুন আপনাকে আমি মিঃ পাইনের নিকট পেঁছে দিই।" এই বলিয়া প্রফেসার বসু তাপ্তী দেবীকে অগ্রসর হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

তাপ্তী দেবী অগ্রসর হইলে, সহসা প্রফেসার কহিলেন, "অপেক্ষা করুন, আমি আগে যাই, কারণ দস্যু আমাদের নির্বিবাদে যেতে দেবে কি-না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

তাপ্তী ভয়াতুর কণ্ঠে কহিল, "আমাদের আক্রমণ করবে বলছেন ?"

প্রফেসার বসু প্রশ্নের জবাব না দিয়া অগ্রে গমন করিয়া কহিলেন, "এইবার আমার পশ্চাতে আসুন।"

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া প্রফেসার ভূ-নিম্ন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতার জনপথে দাঁড়াইলেন এবং তাপ্তীর দিকে চাহিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "এইবার আমরা ভগবানের সূর্যালোকে এসে দাঁড়িয়েছি, তাপ্তী দেবী। আমি যা ভয় করেছিলাম, তা' মিথ্যা হ'লেও আমি খুশি হয়েছি। আসুন, মোটরে উঠুন।"

পথের পার্শ্বে প্রফেসারের মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। একজন পুলিস-সোফার ষ্টিয়ারিং-হুইল ধরিয়া বসিয়াছিল। তাপ্তী অগ্রে আরোহণ করিল, পরে প্রফেসার মোটরে প্রবেশ করিলে, মোটর ছাড়িয়া দিল।

তাপ্তী নিরাপদ আশ্রয়ে বসিয়া শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আপনি আমার সন্ধান পেলেন কি ক'রে, প্রফেসার বসু ?"

প্রফেসার বসু হাস্যমুখে কহিলেন, "আপনি দস্যু মোহনের নাম শুনেছেন-তো ?"

তাপ্তী কহিল, "মোহনের নাম কে না শুনেছে, প্রফেসার বসু ?"

"সেই দস্যুই আমাকে আপনার বন্দী-নিবাসের ঠিকানা বলে দেয়। দস্যু মোহন আপনার বিশেষ হিতৈষী, তাপ্তী দেবী।" প্রফেসার বসু কহিলেন।

তাপ্তীর মন এই অপরিচিত দস্যুর অযাচিত করুণার জন্য কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল, "আবার যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয় আপনার, তবে আমার অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন তাঁকে। বললেন, আমি চিরদিন তাঁর এই দয়ার কথা মনে রাখবো।"

প্রফেসার নির্লিপ্ত স্বরে কহিলেন, "যদি দেখা হয়, অবশ্য তাকে জানাবো; কিন্তু আর যে কখনও সে আমার সামনে আসবে, তেমন আশা আমি করি না।"

তাপ্তী দেবী কহিল, "তবে দস্যু মোহনই কি ছদ্মবেশী 'রুদ্রবিষাণ', প্রফেসার বসু ?"

প্রফেসার বসু কহিলেন, "ও-সন্দেহও আমার মনে জেগেছিল, তাপ্তী দেবী। কিন্তু এমনও হ'তে পারে যে, দস্যু মোহন এক্ষেত্রে সাপ হ'য়ে খেয়েছে এবং রোজা হ'য়ে ঝেড়েছে।"

তাপ্তী বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "আরও একটু সরল করে বলুন আপনি।"

"বুঝতে পারলেন না ? আমি বলতে যাইছি যে, দস্যু মোহন হয়তো শুনেছে যে, পুলিস তাকেই সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে, তাই আপন নির্দোষিতা সপ্রমাণ করবার জন্য এই চালটুকু চেলেছে। ফলে তা'র ওপর যে সন্দেহটুকু আমাদের মধ্যে যার যার হয়েছিল, তা' এবার দূর হ'য়ে যাবে। অন্ততঃ পক্ষে মোহন আশা করে যে যাবে।"

তাপ্তী সবিস্ময়ে কহিল, "আপনি কি মোহনকে সন্দেহ করতেন না ?"

প্রফেসার বসু ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "না। আমি কোন দিনই দস্যু মোহনকে সন্দেহ করিনি। কারণ আমি জানি, 'রুদ্রবিষাণ' কে।"

"আপনি জানেন ? অথচ তা'কে গ্রেপ্তার করছেন না কেন, প্রফেসার বসু ?" তাপ্তী পরম বিস্ময়ে অধীর হইয়া প্রশ্ন করিল।

প্রফেসার কহিলেন, "কারণ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের মত প্রচুর রসদ এখনও সংগ্রহ হয় নি। হাঁ ভাল কথা, সকাল থেকে এখন পর্যন্ত আমার চা খাওয়া হয় নি—আর নিশ্চয়ই আপনারও হয় নি। আসুন না একটা ভাল হোটেলে ব্রেক-ফাস্ট সেরে যাই ? আপনার কোন আপত্তি নেই-তো, তাপ্তী দেবী ?"

"নিশ্চয়ই নেই, প্রফেসার বসু। আপনার সঙ্গে আহার করতে আমার আপত্তি হবে, এমন কথা আপনি চিন্তা করলেন কি করে ?" তাপ্তী ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল।

প্রফেসার কহিলেন, "আমি বন্ধু পাইনের কথা ভাবছিলাম, কারণ তিনি যদি জেলাসী হয়, তা'হলে,……" কথা শেষ হইল না, প্রফেসার হাসিয়া উঠিলেন।

তাপ্তী কহিল, "আপনার বন্ধু পাইন অতটা নীচ-মনা নন, প্রফেসার বসু।"

"তা' আমি জানি।" এই বলিয়া প্রফেসার বসু ন্যাশনাল হোটেলের সম্মুখে মোটর থামাইবার আদেশ দিলেন এবং তাপ্তীকে লইয়া হোটেলে প্রবেশ করিলেন।

তখন হোটেলে বহু নর-নারী চা পান করিতেছিল। একটি শূন্য টেবিল পাইয়া প্রফেসার বসু তাপ্তীকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া স্বয়ং তাহার সম্মুখের চেয়ারে বসিলেন। হোটেলের বয় রুটি, মাখন, ডিম ও চা পরিবেশন করিয়া গেল। আহার করিতে করিতে সহসা প্রফেসার বসু কহিলেন, "আমি উত্তর মুখে বসে খেতে ভাল-বাসি—কারণ তা'তে আমার ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।" এই বলিয়া তিনি এক চেয়ার হইতে উঠিয়া অন্য চেয়ারে উপবেশন করিলেন ; তাঁহার দৃষ্টি দ্বারের উপর নিবদ্ধ রহিল।

সহসা সকলকে চমকিত করিয়া রিভলভারের শব্দ হইল এবং প্রফেসারের পরি-ত্যক্ত-চেয়ারে পরে যে-ব্যক্তি বসিয়া আহার করিতেছিলেন, তিনি আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া টেবিলের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বুলেট লাগিয়া-ছিল।

চারিদিকে ভীতিজনক চীৎকার, গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সকলে আহত ব্যক্তির দিকে ধাবিত হইল। দেখা গেল, ভদ্রলোকের আঘাত গুরুতর হয় নাই। মাত্র হাতের চামড়া ভেদ করিয়া বুলেট বাহির হইয়া গিয়াছে।

তাপ্তী দেবী প্রফেসার বসুর শান্ত ও গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া শঙ্কিতকণ্ঠে কহিল, "কি সর্বনাশ। আপনি যদি না উঠে আসতেন, তা'হ'লে নিশ্চয় গুলিটা আপনার লাগতো। আততায়ী যে আপনাকেই লক্ষ্য করেছিল, তা'তে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।"

প্রফেসার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমারও নেই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, ভদ্রলোকের আঘাত খুব সামান্য হ'য়েছে।" এই বলিয়া প্রফেসার আগন্তুক পুলিস-অফিসারের নিকট গিয়া তাঁহাকে যথাযথ আদেশ দিলেন এবং আহত ভদ্রলোককে হাসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া যখন পুনশ্চ তাপ্তী দেবীর নিকট ফিরিয়া গেলেন, কহিলেন, "আমি মিঃ পাইনকে টেলিফোনে খবর দিয়েছি। তিনি যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বেন।"

তাপ্তী দেবী সোৎসাহে কহিল, "কে? পাইন আসবে? ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।"

দ্রুতপদে মিঃ পাইন হোটেল-কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং তাপ্তী দেবী প্রিয়তম বাগদত্ত স্বামীর সান্নিধ্য লাভে আনন্দাশ্রুভারে উথলিয়া উঠিল। মিঃ পাইন প্রফেসারের দিকে চাহিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে কহিলেন, "আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, বন্ধু। সেদিন আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন, আজ আবার আমার জীবনের চেয়েও মহামূল্য বস্তুকে রক্ষা করেছেন, উদ্ধার করেছেন।"

প্রফেসার বসু দুই কর্ণে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া কহিলেন, "আপনি থামবেন, না আমি পালাবো?"

তাপ্তী মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রফেসারের দিকে চাহিয়াছিল। কহিল, "এ-ঋণ কোন দিনই পরিশোধ হবে না।"

মিঃ পাইন কহিলেন, "আমি এবার তাপ্তীকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি, প্রফেসার।"

প্রফেসার বসু হাসিয়া কহিলেন, "অর্থাৎ আমাকে আর প্রয়োজন নেই। উত্তম! গুড বাই!"

মিঃ পাইনের সহিত তাপ্তী দেবী হোটেল হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রফেসার বসু বয়কে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের বিল আনিবার আদেশ দিলেন।

pathagar.net

(১৪)

তাপ্তী মিঃ পাইনের পার্শ্বে বসিয়াছিল, মোটর ছুটিতেছিল। এক সময়ে তাপ্তী সলজ্জ কণ্ঠে কহিল, "পাইন তোমার যদি অনিচ্ছা না থাকে, তবে আমাদের বিবাহ যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল নয় কী?"

মিঃ পাইন গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এখনি কি ক'রে হয়, তাপ্তী? দেশ যখন মহাপাত্র দস্যুর কবলে, নরঘাতক দস্যু 'রুদ্রবিষাণ' এখনও গ্রেফ্তার হয় নি, এ সময়ে আমাদের বিবাহ হওয়া কি সম্ভব হতে পারে?"

তাপ্তী অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, "আমি বাড়ীতে একা থাক্‌ব কি ক'রে?"

মিঃ পাইন কহিলেন, "হেড কোয়ার্টারের সমস্ত ফোর্স তোমার ওপর দৃষ্টি রাখবে তাপ্তী। তোমার নিরাপত্তা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে, তুমি কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না?"

প্রগাঢ় স্বরে তাপ্তী কহিল, "যার হাতে আমার জীবন সমর্পণ করেছি, তার হাতে নিরাপত্তা ছেড়ে দেওয়া এমন বেশী কথা কি, প্রমথ?"

প্রেমবিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া মিঃ পাইন একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া গেলেন। তাপ্তী মোটর হইতে নামিয়া কহিল, "নেমে এস, একেবারে আহার সেরে তবে যেতে পাবে।"

মিঃ পাইন অবতরণ করিয়া কহিলেন, "কিন্তু অনেক জরুরী কাজ যে পড়ে রয়েছে, রানী।"

"থাক। আমি কোন কথা শুনতে চাইনে। তুমি এস।" এই বলিয়া তাপ্তী হরিণীর মত দ্রুত পদে ভিতরে চলিয়া গেল।

মিঃ পাইন ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র একজন ভৃত্য কহিল, "আপনাকে টেলিফোনে ডাকছে, হুজুর।"

মিঃ পাইন দ্রুতপদে টেলিফোনের নিকট গিয়া, রিসিভার তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "হ্যালো। কে?"

টেলিফোন-তারের অপর প্রান্ত হইতে প্রফেসার বসু কহিলেন, "নিরাপদে পৌঁছেছেন কি-না জানতে চাইছি।"

মিঃ পাইন মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমি কি নিতান্ত নাবালক, প্রফেসার? আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা দেখে, এক এক সময়ে আমি লজ্জা পাই।"

প্রফেসার গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'রুদ্রবিষাণ' আমার অফিস হাত-বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। তাই আমার ভয় হয়েছিল......"

প্রফেসারকে বাধা দিয়া মিঃ পাইন উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "সর্বনাশ! বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে? কেউ মরেছে না-কি?"

"না। সৌভাগ্যক্রমে সে সময়ে অফিস কক্ষে কেউ ছিল না।" প্রফেসার কহিলেন।

"আমি এখনই আসছি।" এই বলিয়া মিঃ পাইন টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন।

তাপ্তী অদূরে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল; কহিল, "কি ভয়ানক লোক এই 'রুদ্রবিষাণ'! আমার ভয় করছে, প্রমথ।"

মিঃ পাইন পুনশ্চ টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইলেন এবং হেড কোয়ার্টারকে পাইয়া কহিলেন, "এখনি চার জন সান্ত্রী পাহারা এখানে পাঠাবার আদেশ দিন, প্রফেসার। পাহারা না-আসা পর্যন্ত আমাকে তাপ্তী ছাড়বে না। বুঝেছেন?"

অল্প সময় পরে চার জন বন্দুকধারী সিপাই আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহারা বাড়ীর ফটকে ও ড্রইং-রুমের সম্মুখে পাহারা দিতে লাগিল। মিঃ পাইন তাপ্তীর নিকট হইতে কিছু সময়ের জন্য বিদায় লইয়া, হেড-কোয়ার্টারে আসিয়া

pathagar.net

দেখিলেন, প্রফেসার বসুর অফিস-কক্ষ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। শুনিলেন যে, দস্যু টাইম বম্ব রাখিয়া গিয়াছিল এবং যে-সময়ে প্রফেসার তাপ্তী দেবীর সহিত হোটেলে ব্রেকফাস্ট খাইতেছিলেন, সম্ভবতঃ সেই সময়ে বোমা বিদীর্ণ হয়। অফিস-কক্ষ বন্ধ থাকায় কোন প্রাণহানি ঘটে নাই।

মিঃ পাইন আপন অফিস-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, প্রফেসার বসু ডাঃ পালিতের টাইপিস্ট বাণীকে জেরা করিতেছিলেন। তিনি কোন কথা না বলিয়া একটি চেয়ারে উপবেশন করিলেন ও শুনিতে লাগিলেন।

প্রফেসার বসু বলিতেছিলেন, "এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত বল-তো বাণী, স্যার মহাপাত্র কোথায় বন্দী আছেন?"

বাণী দেবী বিরক্ত কণ্ঠে কহিল, "তা' আমি কি জানি? আমি তার ঘরের গিন্নী নই যে, তা'র খবর রাখব।"

প্রফেসার হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "বটে। তুমিও দেখছি বেহারীর খেলা শুরু করেছ? 'রুদ্রবিষাণে'র ভয়ে তোমরা দু'জনে সমান কাতর দেখছি। ভাল কথা, স্যার মহাপাত্রের সংবাদ না রাখো তবে 'রুদ্রবিষাণ' ব্যক্তিটা কে, তা' তুমি নিশ্চয়ই জান?"

বাণী এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল, হাঁ, আমি জানি। কিন্তু আপনাকে আমি কিছুতেই বলব না।"

প্রফেসার বসু রহস্যময় স্বরে কহিলেন, "ফাঁসি-কাঠে ঝোলা বড় মনোরম বস্তু নয়, বাণী। আমি চারজনকে ঝুলতে দেখেছি, কিন্তু প্রত্যেকবারেই যে দৃশ্য দেখতে হ'য়েছে, তা' আর তোমার শুনে কাজ নেই। শেষের ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে গিয়ে দড়িতে ঝুলিয়ে দিতে হয়েছিল। আশা করি, এখন তুমি বলতে অস্বীকার করবে না, 'রুদ্রবিষাণ' লোকটা কে?"

"হ্যাঁ, আমি অস্বীকার করছি। কারণ যদিই আমি বলি তা' হলেই-বা তা'র আপনি কি করতে পারেন? তা'ছাড়া আমি 'রুদ্রবিষাণে'র আদেশ অমান্য করতে পারি না। কারণ তা' হলে তার হাতে মৃত্যু থেকে আমাকে রক্ষা করবার আপনাদেরও সাধ্য নেই। সুতরাং আমি বলব না।" বাণী দেবী দৃঢ় স্বরে অস্বীকৃতি জানাইল।

প্রফেসার বসু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কিন্তু আমি যদি জেনে থাকি, তা' হ'লে বাণী?" এই বলিয়া প্রফেসার বাণী দেবীর কানের নিকট মুখ লইয়া নিম্ন স্বরে একটি নাম উচ্চারণ করিলেন এবং তাহা শুনিবামাত্র বাণী এরূপ ভীষণভাবে চমকিত হইয়া উঠিল যে, তাহা মিঃ পাইনেরও দৃষ্টি এড়াইল না। প্রফেসার বসু পুনরায় কহিলেন, "তোমার বলবার প্রয়োজন নেই যে, আমি ঠিক বলেছি। কে আমার চেয়ে বেশী জানে? আচ্ছা এটা অসাধারণ ব্যাপার নয় কী যে, একই ব্যক্তি দু' রকম জীবন-যাপন করছে? যাই হোক, তুমি যে তা'র নাম বলো নি, ভালই করেছ; কারণ, তা' হ'লে তোমার মৃত্যু-বরণ কেউ রোধ করতে পারত না। এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত কিছুদিন জেলে বাস করগে। নইলে তোমার মৃত্যু অবধারিত,

pathagar.net

বাণী। কেমন, রাজী আছ?"

বাণীর মুখ শুকাইয়া গেল। সে অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "রুদ্রবিষাণে'র হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তা'র চেয়ে……"

"সেলে পুলিস-হেফাজতে থাকাই ভাল।" প্রফেসার হাসিয়া একটি ইলেকট্রিক বোতাম টিপিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন সার্জেণ্ট প্রবেশ করিলে, তিনি কহিলেন, "এই মহিলাকে মহিলাদের ওয়ার্ডে নিয়ে যাও। আমি যথারীতি আদেশ পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বাণী দ্বিতীয় বাক্য না বলিয়া সার্জেণ্টের সহিত বাহির হইয়া গেল।

মিঃ পাইন আর ধৈর্য ধারণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "'রুদ্রবিষাণ' কে, প্রফেসার?"

প্রফেসার বসু ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে মিঃ পাইনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং হাসি থামিলে কহিলেন, "না বন্ধু, না, এখনও আমি স্থির-নিশ্চয় হইনি। আমি শুধু বাণীর সঙ্গে একটু খেলা করছিলাম। দেখছিলাম, সে যা জানে তা' বল্‌তে প্রস্তুত আছে কি-না। কিন্তু না, আমি বর্তমানে ব্যর্থ হয়েছি। একমাত্র এই কারণেই তা'কে আটক রাখলাম, যদি ভবিষ্যতে সে কথা কয়।"

মিঃ পাইন সন্তুষ্ট না হইয়া কহিলেন, "সত্য বলতে কি প্রফেসার, আপনাকে সময়ে সময়ে প্রকাণ্ড হেঁয়ালির মত আমার মনে হয়। মনে হয়, যেন আপনি অনেক কিছুই জানেন, অথচ আমাকে বলতে প্রস্তুত নন। সত্যই এমন অবস্থা অসহনীয়।"

প্রফেসার হাসিমুখে কহিলেন, "আমাকে বিশ্বাস হয় না, বন্ধু?"

"এমন জঘন্য চিন্তা আমার মনে স্থান পায় না, প্রফেসার। কিন্তু আমার কি মনে হয় শুনবেন? মনে হয় যে, আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, দার্শনিক এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অসাধারণ ব্যক্তি। সময়ে সময়ে নিজেকে আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে ভাবতে বাধ্য হই।" এই বলিয়া প্রফেসারের মুখের দিকে চাহিয়া অনুতপ্ত স্বরে পুনশ্চ কহিলেন, "আমাকে মার্জনা করুন, বন্ধু। আমি যদি নিষ্ঠুর কথা বলে থাকি, তবে আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি বলেই বলেছি। আমি কি জানি না, আমাদের অর্থাৎ আমার, আর তা'র জীবন আপনার দয়াতেই……"

মিঃ পাইনের মুখ চাপিয়া ধরিয়া প্রসেফার বসু স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আবার পাইন? সত্যি বল্‌ছি, বারবার যদি ঐ প্রাণরক্ষার কথা আমাকে বলেন, তা' হ'লে অত্যন্ত রাগ করব।"

এমন সময়ে কক্ষ-দ্বারে মৃদু আঘাতের শব্দ হইল। দ্বার-রক্ষী সার্জেণ্ট বাহির হইতে কহিল, "নীলমাধব আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। সে বলে, বিশেষ জরুরী খবর আছে। তা'কে কি ঘরে আন্‌ব?"

প্রফেসার বসু কহিলেন, "নিশ্চয়ই, তা'কে পাঠিয়ে দাও, সার্জেণ্ট।"

অল্প সময় পরে সার্জেণ্টের সহিত নীলমাধব অফিস-কক্ষে প্রবেশ করিলে,

প্রফেসার বসু সার্জেণ্টকে কহিলেন, "আমরা দু'জনেই নীলমাধবের পক্ষে যথেষ্ট, সুতরাং তোমার থাকবার প্রয়োজন নেই, সার্জেণ্ট। তুমি বাইরে যাও।"

সার্জেণ্ট বাহির হইয়া গেল। প্রফেসার বসু পুনশ্চ কহিলেন, "তারপর রাজা অব মচ্ছিগড়, ওরফে নীলমাধব, কি সংবাদ এনেছ, বন্ধু? 'রুদ্রবিষাণে'র কাছ থেকে কোন সংবাদ পেয়েছ?"

নীলমাধব বিকৃত স্বরে কহিল,—"কে 'রুদ্রবিষাণ'কে কেয়ার করে? আমি জন্মের মত তা'র সংস্রব ত্যাগ করেছি। অবশ্য কিছু সময়ের জন্য তা'র হাতের খেলনা হ'য়েছিলাম, তা'র আদেশ পালনে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল যে সব বিপদটুকু ভোগ কর্‌ব আমি, আর তিনি করবেন সুখটুকু। এমন অবস্থাধীনে কোন ভদ্রলোক কাজ করতে পারে?"

প্রফেসার কহিলেন, "তুমি বোধ হয় অসুস্থ, রাজা। নইলে এমন দুঃসাহসীর মত কথা বলতে পারতে না। কিন্তু তোমার ভাল-মন্দ লাগার সঙ্গে আমাদের কোন কাজ নেই। এখন বল, তুমি কি জরুরী সংবাদ দিতে এসেছ?"

নীলমাধব কহিল, "আমি পাইন সাহেবের নিকট আমার যা বলবার আছে বল্‌ব।"

প্রফেসার বসুর মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিনি কহিলেন, "তবে আর তোমার বলবার প্রয়োজন নেই। তা' ছাড়া আমি জানি, তুমি কি বলতে এসেছ। যে সংবাদ তুমি আজ পেয়েছ, তা তোমার কাছে পৌঁছবার পূর্বেই আমি পেয়েছি, নীলমাধব। ভেটকি মাছের পেটের ভিতর পত্র এসেছিল, কেমন?"

নীলমাধব মুখ ভার করিয়া কহিল, "আপনি সব কিছু জানেন।"

"হাঁ, জানি। তা' ছাড়া তোমার আর ও-সংবাদ দেবার প্রয়োজন নেই।" এই বলিয়া প্রফেসার সার্জেণ্টকে আহ্বান করিলেন এবং নীলমাধবকে সেলে লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন।

সার্জেণ্টের সহিত নীলমাধব বহির হইয়া গেলে, মিঃ পাইন কহিলেন, "নীলমাধবকে আনাবারই বা কি প্রয়োজন ছিল, আর কিছু না শুনেই তাকে ফেরত পাঠানোর সার্থকতা কি-বা হ'ল, আমি তো কিছু বুঝলাম না, প্রফেসার।"

প্রফেসার বসু কহিলেন, "নীলমাধব 'রুদ্রবিষাণে'র কাছ থেকে যে সংবাদ পেয়েছিল, তা আমাদের বলবার জন্য এসেছিল; কিন্তু পূর্বেই আমি তা' আবিষ্কার করি এবং পাঠ করি, সুতরাং ওর বলবার অপেক্ষায় আর ছিলাম না, এই যা রহস্য।"

"কি সংবাদ 'রুদ্রবিষাণ' পাঠিয়েছিল?" মিঃ পাইন প্রশ্ন করিলেন।

প্রফেসার হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "রুদ্রবিষাণ' এই কথা রটাতে বলেছিল যে, ডিটেকটিভ ইনস্‌পেক্টার আর 'রুদ্রবিষাণ' একই ব্যক্তি।"

"ডেভিল!" এই বলিয়া মিঃ পাইন গর্জ্জন করিলেন।

প্রফেসার পুনশ্চ হাস্য করিলেন; কহিলেন, "চলুন, এইবার আহার সেরে নেওয়া যাক।

(১৫)

একদিন সন্ধ্যার পর প্রফেসার বসু ও মিঃ পাইন মোটরে করিয়া স্যার মহাশপাত্রের প্রাসাদ অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রাসাদ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আলোকমালায় সুবৃহৎ প্রাসাদটি ঝলমল করিতেছে। তাঁহারা মোটর হইতে অবতরণ করিয়া অধৈর্যভাবে ঘণ্টা-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

কেহ একজন দ্বার খুলিতেছে বুঝিয়া, মিঃ পাইন বাহির হইতে উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন, "তাপ্তী দেবী বাড়ীতে আছেন?"

তাপ্তী দ্বার মুক্ত করিতেছিল; কহিল, "পাইন!"

দ্বার মুক্ত হইবামাত্র মিঃ পাইন দ্রুতপদে তরুণীর নিকট ধাবিত হইয়া তাহার একখানি হাত আপন দুই হাতের মধ্যে লইলেন।

প্রফেসার শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আমার মনে হয়, বাড়ীর ভিতর যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ পট-ভূমিকার এমন উজ্জ্বল আলো আমাদের সহজ লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করেছে।" এই বলিয়া প্রফেসার বাড়ীর মধ্যে অগ্রসর হইলেন।

চলিতে চলিতে সহসা মিঃ পাইনের দৃষ্টি তাপ্তীর মুখের উপর পড়িলে, তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাহার মুখ ও মস্তক ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। তিনি আর্ত স্বরে কহিলেন, "এ কী ব্যাপার, তাপ্তী?"

ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিয়া সকলে উপবেশন করিলে তাপ্তী কহিল, "আমার মুখ দেখলে বোঝা যায় যে কোন কিছু অঘটন ঘটেছে?"

মিঃ পাইন ম্লান হাসিয়া কহিলেন, "তোমার মুখ দেখে আমি বল্‌তে পারি, তোমার মনে কোন ব্যাথা-বেদনা আছে কি-না, তাপ্তী?"

তাপ্তীর মুখ আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে নিম্ন স্বরে কহিল, "আমাকে তুমি এমন গভীরভাবে ভালবাস?" এই বলিয়া মধুর স্বরে হাস্য করিল।

প্রফেসার বসু কহিলেন, "আমার বন্ধু আপনার মনের ব্যথা-বেদনার কথা বলতে পারেন, কিন্তু আমি ঠিক কি ঘটেছিল বোধ হয় বলতে পারি।" এই বলিয়া প্রফেসার বসু চক্ষু ঈষৎ মুদিত করিয়া অভিনয়-ধরণে পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "একখানা জাল চিঠি পেয়ে আপনি বাইরে গিয়ে দেখেন, একটা সিডান গাড়ীতে মিঃ পাইনের পরিবর্তে একজন অপরিচিত লোক বসে রয়েছে। তাকে দেখেই আপনি……" এই অবধি বলিয়া তিনি তাপ্তীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ঠিক হচ্ছে তো, তাপ্তী দেবী?"

"একেবারে হুবহু।" এই বলিয়া তাপ্তী অপেক্ষাকৃত চিন্তিত স্বরে পুনশ্চ কহিল, "তারপর লোকটা আমাকে জোর ক'রে গাড়ীতে তোলবার যেমন চেষ্টা করলে, আমি অমনি সজোরে তার বুকে এক লাথি বসিয়ে দিলাম। লোকটা ছিটকে মোটরের ভিতর পড়ে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে মোটরখানা অদৃশ্য হ'য়ে গেল।"

মিঃ পাইনের মুখে উদ্বেগের আভাস ফুটিয়া উঠিল। তাপ্তী প্রফেসারের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "আপনার কথা শুনে মনে হয়, যেন ঘটনাস্থলে আপনি

উপস্থিত ছিলেন। এমন সঠিক খবর পেলেন কোথায়, প্রফেসার বসু ?"

প্রফেসার হাসিয়া কহিলেন, "কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়, তাপ্তী দেবী। মাত্র একটু গভীরভাবে চিন্তা করতে শিক্ষা করলেই হয়। আমার বন্ধুও ঠিক অনায়াসেই এরূপ পারতেন, কিন্তু তাঁর মন আপনার ওপর সর্বক্ষণ নিযুক্ত থাকায়, একটু কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। হাঁ ভাল কথা, আমি কি আপনার অভিভাবকের টাইপ-রাইটারটা একবার ব্যবহার করতে পারি ?"

তাপ্তী সাগ্রহে কহিল, "নিশ্চয়ই পারেন। আসুন, কোন্ ঘরে আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

প্রফেসার কহিলেন, "আপনার কষ্ট করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, আমি জানি কোন্ ঘরে আছে।" এই বলিয়া প্রফেসার বসু দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

তাপ্তী নিম্ন স্বরে কহিল, "আচ্ছা পাইন, প্রফেসার বোসের কথা শুনলে এক এক সময় চমক লাগে না ?"

মিঃ পাইন উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন, "প্রফেসারের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি হেড্-কোয়ার্টারে দ্বিতীয় নেই। আমি সময়ে সময়ে বিস্মিত হয়ে প'ড়ি। আমার মনে হয়, প্রফেসার 'রুদ্রবিষাণ'কে ভালরূপেই চেনেন; কিন্তু যে কোন কারণের জন্যই হোক তাকে উনি কিছুদিনের জন্য নিরাপদে রাখতে চান। হয়তো এমনও হ'তে পারে, এই 'রুদ্রবিষাণ' ব্যক্তিটি প্রফেসারের কোন বিশিষ্ট বন্ধু।"

তাপ্তী উদ্বেগে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কহিল, "বিশিষ্ট বন্ধু ? তুমি কি কাকাবাবুকে সন্দেহ করছ, পাইন ?"

মিঃ পাইন বহুক্ষণ কোন কথা বলিলেন না; পরে কহিলেন, "আমার সন্দেহ যেন মিথ্যা হয় তাপ্তী, আমি এই প্রার্থনাও সঙ্গে সঙ্গে করছি। তা' হ'লেও আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, তোমার অনুমানই ঠিক।"

কুমারী তাপ্তীর আয়ত চক্ষু দু'টি ছলছল করিয়া উঠিল; সে কহিল, "না, না, অসম্ভব কথা, পাইন। আমার মহান্ দেব-চরিত্র কাকু কখনও কি 'রুদ্রবিষাণে'র মত নরঘাতক দস্যু হ'তে পারে ? ভুল পাইন, তোমার ভুল।"

মিঃ পাইন কহিলেন, "একটা বিষয়ে বিষম সন্দেহ ঠেকে, তাপ্তী। 'রুদ্রবিষাণে'র লেখা যতগুলি টাইপ করা পত্র আমাদের হস্তগত হ'য়েছে, সবগুলির 'এম' অক্ষরটি ভাঙ্গা। স্যার মহাপাত্রের যে টাইপ-রাইটার প্রফেসার এই মুহূর্তে টাইপ করছেন, তারও 'এম' অক্ষরটি অবিকল একই ধরণের। আর একমাত্র এই কারণেই প্রফেসার বোধ হয় স্যার মহাপাত্রের টাইপ-রাইটারটি পরীক্ষা করতে গেছেন।"

কুমারী তাপ্তীর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কিছু সময় কোন কথা বলিতে পারিল না। এমন সময়ে প্রফেসার বসু প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং উভয়ের দিকে ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "না পাইন, ভুল, আমাদের ভুল। স্যার মহাপাত্র 'রুদ্রবিষাণ' নন্, কারণ তাঁর টাইপ-রাইটারের 'এম' অক্ষরটি একই দোষে দূষিত হ'লেও অন্যান্য অক্ষরের সঙ্গে 'রুদ্রবিষাণে'র অক্ষর-গুলির আকাশ পাতাল প্রভেদ।" এই বলিয়া মৃদু হাসিয়া তাপ্তীর উজ্জ্বল মুখের

দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আপনার সংস্পর্শে বাস করে দৈত্যও দেবতা হ'য়ে যায়, আর দেবতা দৈত্যে পরিণত হবে, তা একান্ত বাতুলের কল্পনা, তাপ্তী দেবী। আপনি আমাকে মার্জনা করুন।"

তাপ্তী আনন্দ-উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল, "দেখুন-তো, এ আপনার অত্যন্ত অন্যায়। আপনার অভিমত শুনে আমার যা আনন্দ মনের কানায় কানায় ভরে উঠেছে একমাত্র অন্তর্যামী জানেন। এই মাত্র এই বিষয়েই কথা হচ্ছিল আমাদের। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, প্রফেসার বসু।"

খানসামা আসিয়া জানাইল, ডিনারের সময় হইয়াছে। তাপ্তী প্রফেসার বসুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "একটু দয়া ক'রে উঠতে হবে যে।"

"কিন্তু তা'র আগে বলুন, এই ভৃত্যটি কতদিন হ'তে আপনাদের চাকরিতে আছে?" প্রফেসার বসু কক্ষ হইতে অপসৃয়মান ভৃত্যের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন ক'রিলেন।

তাপ্তী বিস্মিত হইয়া কহিল, "রামুর কথা বলছেন? যদিও বেশি দিন হয় নি, তা' হ'লেও কাকাবাবু বলেছিলেন, ওর সার্টিফিকেট নাকি সন্দেহের অতীত।"

"রামু।" প্রফেসার বসু ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "উত্তম, আমি ওকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

প্রফেসার বসুর কথা শেষ হইবার পূর্বেই জানালার ভিতর দিয়া কৃষ্ণবর্ণের বর্শার ফলকের মত একটা দ্রব্য ছুটিয়া আসিয়া মেঝের উপর পতিত হইল এবং অগ্নি উদ্গিরণ করিতে লাগিল।

প্রফেসার বসু নিমেষের মধ্যে তাপ্তী কিছু বলিবার পূর্বেই তাহাকে সবলে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া, টেবিলের নিম্নে প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ-বিদারী ভীষণ শব্দে বস্তুটি ফাটিয়া গেল এবং কক্ষের ছাদ ও দেওয়াল চূর্ণ করিয়া রাশি রাশি ইট ও প্লাস্টার মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িল।

প্রফেসার বসু ইষ্টক-স্তূপের ভিতর হইতে অতি কষ্টে বাহির হইয়া কহিলেন, "আমি যা সন্দেহ করেছিলাম, এ নিশ্চয়ই ওই দুশমন ভৃত্যের কাজ।"

বোমার ভীষণ শব্দে সশস্ত্র সান্ত্রী-পাহারাগণ ছুটিয়া আসিলে, প্রফেসার বসু তাহাদের যথাস্থানে পুনশ্চ পাহারা দিতে পাঠাইয়া দিলেন।

ইষ্টক ও চূর্ণ-বালির স্তূপের ভিতর হইতে ক্ষীণ স্বরে পাইন কহিলেন, "চুলোয় যাক্ দুশমন চেহারার চাকর! আমি যে মারা যেতে বসেছি, তা' কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?"

"পাচ্ছি বৈ-কি বন্ধু! কিন্তু ধীরে। আগে তাপ্তী দেবীকে টেবিলের ভিতর থেকে বার করি।" এই বলিয়া ভয়ে মূহ্যমানা কুমারী তাপ্তীকে হাত ধরিয়া বাহির করিলেন। তাপ্তীর কোন দৈহিক আঘাত না লাগিলেও, তাহার মানসিক বিপর্যয় অত্যন্ত ভীষণ রকমের হইয়াছিল। পরে মিঃ পাইনকে বাহির করিয়া, উভয়ে বাথরুমে গমণ করিলেন।

বাথরুম হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, রামুকে পাওয়া যাইতেছে না।

বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সে যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। প্রফেসার তাঁহার কোটের হাতা হইতে ধূলা ঝাড়িতেছিলেন; কহিলেন, "আমি এমনই প্রত্যাশা করেছিলাম। এবার চিনেছি আপনার রামুকে। ওর আসল নাম কালু। দু'বার জেল ভেঙেছে, দশ বছর জেল খেটেছে, বর্তমানে একটা ব্যাঙ্ক লুটের মামলায় পুলিস ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

তাপ্তীর মুখ অতিশয় গম্ভীর হইয়াছিল। সে ধীর স্বরে কহিল, "সমস্ত পৃথিবী কি পাপে পূর্ণ হ'য়ে গেছে, প্রফেসার বসু? বিশ্বাস করা চলে, এমন একটা লোকও কি কোথাও নেই?"

"আছে দেবী, আছে। এই মুহূর্তেই আপনার সম্মুখেই একজন দাঁড়িয়ে আছেন।" এই বলিয়া প্রফেসার বসু মিঃ পাইনের দিকে মৃদু হাস্য করিলেন।

মিঃ পাইন কহিলেন, "একেবারে মেরে ফেলেছিল দস্যু!"

প্রফেসার কহিলেন, "হত্যার উদ্দেশেই বোমা ফেলেছিল, বন্ধু। এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে, বন্ধু 'রুদ্রবিষাণ' কিরূপ আতঙ্কিত ও অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। তিনি বুঝেছেন, তাঁর লীলাখেলা শেষ হ'তে চলেছে, আর ক্রমাগত উন্মাদ হ'য়ে উঠছেন।" এই বলিয়া কক্ষটির দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "ঘরটা একেবারে অব্যবহার্য হ'য়ে গেছে। আপনি তো কোন আঘাত পান নি, তাপ্তী দেবী?"

তাপ্তী একটা কৌচে দুই করতলের উপর মুখ রাখিয়া বসিয়াছিল। প্রফেসারের কথা শুনিয়া ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, "বারবার যিনি আমার জীবন রক্ষা করছেন, তাঁকে শুক্‌নো দু'টো ধন্যবাদ দিয়ে অপমানিত করতে আমার মন চায় না। কিন্তু আমি ভাবছি, এ-খেলা এই দস্যুটার আর কত দিন চল্‌বে?"

ইহার পর ডাইনিং-রুমে গমন করিয়া সকলে আহার করিতে বসিলেন। ভৃত্যেরা ড্রইং-রুম পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত হইল। আহার নিঃশব্দে শেষ হইলে মিঃ পাইন কহিলেন, "তুমি কি একা—অবশ্য ঝি-চাকর, সান্ত্রী-পাহারা-তো রয়েছেই—থাকতে পারবে তাপ্তী?"

কুমারী তাপ্তী কহিল, "আমার জন্য অস্থির হ'তে হবে না। আমি খুব সাবধানে থাকব। তুমি আর প্রফেসার একবার চারিদিক পরীক্ষা ক'রে যাও, এই আমার অনুরোধ। কারণ রামুর মত আর কোন বিশ্বাস-ঘাতক দস্যু আছে কি না, তা'ও আমাদের জানা প্রয়োজন।"

প্রফেসার বসু কহিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যান। আমি রাত্রে প্রাসাদের বাইরে পাহারা দেব। আপনার কিছুমাত্র ভীত হবার হেতু নেই, তাপ্তী দেবী।"

"আমি ভীত নই।" এই বলিয়া তাপ্তী মধুর ভাবে হাসিল।

মিঃ পাইন ও প্রফেসার বসু তন্ন তন্ন করিয়া ঝি-চাকরদের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া, সান্ত্রীদের সতর্ক থাকিবার জন্য কঠিন আদেশ দিয়া প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তাপ্তী আপন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবন্ধ করিল।

pathagar.net

(১৬)

চারিদিক হইতে বাধা পাইয়া 'রুদ্রবিষাণ' রুদ্র-মূর্তি ধারণ করিল। কলিকাতার একটি বৃহৎ ব্যাঙ্কের পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ চালান যাইতেছিল, 'রুদ্রবিষাণে'র অনুচরেরা প্রকাশ্য দিবালোকে বন্দুকধারী চারিজন প্রহরীকে বাঁধিয়া ফেলিয়া স্বর্ণ-বোঝাই মোটর ভ্যান লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই দিনেই কালীঘাটের আদিগঙ্গার তীরে একটি নামহীন, গোত্রহীন মৃতদেহ পুলিস কর্তৃক আবিষ্কৃত হইল। মৃত ব্যক্তিকে কে বা কাহারা যে হত্যা করিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়াছে, তাহা প্রমাণিত হইল এবং মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য মর্গে পুলিস কর্তৃক প্রেরিত হইল।

সেদিন মিঃ পাইন অফিসে আসিয়াই এই দুটি বিষয়ের রিপোর্ট পাঠাইলেন। ব্যাঙ্কের স্বর্ণ-সম্পদ যে 'রুদ্রবিষাণ' কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার একাধিক প্রমাণ পুলিস ঘটনাস্থলে আবিষ্কার করিয়াছিল; তন্মধ্যে একটি হইতেছে, রুদ্রবিষাণে'র টাইপ করা আদেশ-পত্র।

মিঃ পাইন প্রথমেই প্রফেসারের জন্য অনুসন্ধান করিলেন। শুনিলেন, তিনি কালীঘাটে যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য মর্গে গিয়াছেন।

মিঃ পাইন উদ্বিগ্ন চিত্তে কিছু সময় গভীরভাবে চিন্তা করিলেন। প্রফেসার বসুর সহিত যুক্তি না করিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি ব্যাঙ্ক-ডাকাতি যেখানে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য গমন করিলেন।

স্থানীয় পুলিস কর্তৃক প্রাপ্ত প্রমাণ ব্যতীত তিনি নূতন কিছুই আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি হেড কোয়ার্টারে টেলিফোন করিয়া অবগত হইলেন যে, তখনও প্রফেসার বসু প্রত্যাবর্তন করেন নাই। অগত্যা মিঃ পাইন হেড কোয়ার্টারে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুলিস-কমিশনারের দর্শনপ্রার্থী হইলেন।

পুলিস কমিশনারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মিঃ পাইন কহিলেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত, স্যার, যে 'রুদ্রবিষাণ'কে আজ পর্যন্ত গ্রেফ্‌তার করতে সক্ষম হই নি। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার পরিবর্তে কোন যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে এই কেসের ভার দিলে, আমি বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হবো না, স্যার।"

পুলিস কমিশনার কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে মিঃ পাইনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "ব্যাপার কি, মিঃ পাইন? আমি আপনাকে কখনও এমন অসহায়ভাবে কথা বল্‌তে শুনি নি, কিন্তু আপনার কার্যদক্ষতা সম্বন্ধে আমার যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তা' আজ পর্যন্ত বিন্দুমাত্রও লাঘব হয় নি। আমার মনে হয়, এই 'রুদ্রবিষাণ' আপনাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি আজ প্রফেসার বসুর এক রিপোর্ট পেয়েছি। তিনি লিখেছেন, তিনি এই লোকটাকে গ্রেফ্‌তার তো করবেনই, উপরন্তু সে যে কে, তাও তিনি জানেন। তিনি শুধু যথেষ্ট প্রমাণের জন্য দেরি করছেন।"

মিঃ পাইন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কহিলেন, "সুখবর স্যার, তা ছাড়া

রুদ্রবিষাণ'কে গ্রেফ্‌তার করা নিয়েই কথা, তা' সে যেই করুন।"

কমিশনার সবিস্ময়ে কহিলেন, "বলেন কি, মিঃ পাইন ? আমার ধারণা ছিল, আপনি খুব উৎসাহী। তা' ছাড়া আমি বহু পূর্বেই জানি, প্রফেসার বসু কোন পদোন্নতি প্রত্যাশা করেন না। তিনি এক রকম..." এই অবধি বলিয়া তিনি সহসা নীরব হইলেন।

মিঃ পাইন নীরবে রহিলেন। কারণ তিনি বুঝিলেন যে, কমিশনারের বক্তব্য শেষ হয় নাই। কমিশনার পুনশ্চ কহিলেন, "আমি আপনাকে একটা গোপন সংবাদ দিতে চাই, মিঃ পাইন। আপনি বোধ হয় জানেন, প্রফেসার বসু বাণী দেবী নাম্নী একটি মহিলার সঙ্গে একত্রে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন ?"

মিঃ পাইন বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু স্যার, বাণী দেবী-তো দাগী বলেই আমি শুনেছি ?"

কমিশনার মৃদু হাস্য করিলেন, কহিলেন, "তাই প্রচার করা হ'য়েছে বটে, কিন্তু তা' নয়। বাণী দেবী আমাদেরই হিতৈষিণী, আমাদের হ'য়েই কাজ করছেন।"

মিঃ পাইন সোল্লাসে কহিলেন, "এইবার বুঝেছি, স্যার। প্রফেসার বসু কোথায় যে এত সংবাদ পান, তা' এবার পরিষ্কার হ'ল।"

কমিশনার কহিলেন, "প্রফেসার বসুও আপনার খুব সুখ্যাতি করছিলেন। তিনি বলছিলেন যে, আপনার মত উৎসাহী, কর্ম্মক্ষম যুবক তিনি খুব কম দেখেছেন। তাই আমি অনুরোধ করছি, মিঃ পাইন, আপনি মনে-প্রাণে নতুন উদ্যম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এই সমাজের দুষ্টব্রণ, ঘাতক 'রুদ্রবিষাণ'কে গ্রেফ্‌তার করুন। আমি আপনার 'প্রমোশনে'র জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করছি।"

মিঃ পাইন কৃতজ্ঞ স্বরে কহিলেন, "আমার অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, স্যার। আমার যেটুকু নিরুৎসাহের ভাব এসেছিল, তা' দূর হ'য়ে গেছে। যদিও প্রফেসার বসুর অনেক কিছুই আমি বুঝতে পারি না, রহস্যময় ঠেকে, তা' হ'লেও তাঁর শক্তি ও তীক্ষ্ন বুদ্ধি সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহই নেই। আমার এক এক সময়ে সন্দেহ হয় যে, মোহন ছদ্মনামে এই কাজ ক'রে বেড়াচ্ছে। কারণ আমি বিশেষভাবে মোহনের অজ্ঞাতবাস সম্বন্ধে সজাগ থেকেও, তা'র কোন পাত্তাই পাচ্ছি না, স্যার। কিন্তু..."

কমিশনার সদয় কণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু কি, মিঃ পাইন ?"

"কিন্তু প্রফেসার বলেন, মোহনই তাঁকে তাপ্তী দেবীর বন্দীবাসের সংবাদ দিয়েছিল। অথচ প্রফেসার মোহনকে কোন প্রশ্ন করেন নি বা গ্রেফ্‌তার করবার চেষ্টা করেন নি।" ক্ষুব্ধস্বরে মিঃ পাইন কহিলেন।

কমিশনার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কোথায় মোহনকে আপনি ধন্যবাদ দেবেন, না তাকে গ্রেফ্‌তার করা হয়নি বলে অনুযোগ জানাচ্ছেন। কিন্তু মোহনকে কোন্ অপরাধের জন্য গ্রেফ্‌তার করা যাবে ? যদি ধরেও নেওয়া যায় যে 'রুদ্রবিষাণ'ই মোহন, তা হ'লেও তা'র বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তা'কে গ্রেফ্‌তার করার সার্থকতা কোথায়, মিঃ পাইন ? তা' ছাড়া মোহনই যদি 'রুদ্রবিষাণ' হ'তো,

তা' হ'লে সে কি কখনও তাপ্তী দেবীর সংবাদ দিতে পারে? আপনি মোহন ম্যানিয়ায় ভুগছেন, মিঃ পাইন। আমার অনুরোধ, আপনার মন থেকে পূর্ব সঙ্কল্প ধারণা ত্যাগ ক'রে, নতুন তাজা মন নিয়ে এই নর-ঘাতক দস্যুর অনুসন্ধান করুন।

মিঃ পাইন ঈষৎ লজ্জিত স্বরে কহিলেন, "সত্যিই স্যার, আপনার যুক্তিই ঠিক। বাস্তবিকই আমি মোহনের ওপর অন্যায় দোষারোপ করছি।"

কমিশনার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তারপর আপনার বাগদত্তা-পত্নী নিরাপদে আছেন তো? বিবাহ কবে হবে স্থির করেছেন?"

মিঃ পাইন নত মুখে কহিলেন, "এখনও দিন স্থির হয় নি, স্যার। তা' ছাড়া স্যার মহাপাত্র দস্যুর কবলে বন্দী, দস্যুকে এখনও গ্রেফ্‌তার করতে সক্ষম হইনি, এসব শেষ না হ'লে বিবাহের কথা ভাবতেও পারি না, স্যার।"

"উত্তম, মিঃ পাইন। আপনি এখন আসুন, আপনার সর্ব মন ও শক্তি নিয়ে এই কেসের পরিসমাপ্তি ঘটান—এই আমি আশা করছি।" এই বলিয়া কমিশনার সাহেব বাহির হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মিঃ পাইন অভিবাদন করিয়া আপনার অফিসে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, প্রফেসার বসু অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই প্রফেসার সোল্লাসে কহিলেন, "হ্যালো পাইন! মুখ অমন শুক্‌নো কেন? কোথায় গিয়েছিলেন? এদিকে শুনেছেন, আমাদের বন্ধু 'রুদ্রবিষাণ' বেহারীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে! হতভাগাকে চেয়েছিলাম আরও কয়েকদিন জেলে রাখতে, কিন্তু পালিয়ে গেল। তেমনি 'রুদ্রবিষাণ' তার শাস্তি দিয়েছে। হাঁ, ভাল কথা, তাপ্তী দেবীর সংবাদ নিয়েছেন তো? কোন কিছু বিপদ......"

প্রফেসারের মুখের কথা শেষ হইবার পূর্বেই মিঃ পাইন উদ্বিগ্ন মুখে সশব্দে টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া কানে দিলেন এবং পরিশেষে সংযোগ পাইয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "হ্যালো! কে? তাপ্তী? হাঁ, আমি পাইন। প্রফেসার এমন ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলেন! না, না, অন্য কোন সংবাদ নেই। স্যার মহাপাত্রকে পাবার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করছি। আচ্ছা সন্ধ্যার সময় দেখা হবে, বাই বাই!"

মিঃ পাইন টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "তা হ'লে আমি গঙ্গার মৃতদেহ সনাক্ত করা হ'য়েছে। বেশ। কিন্তু আমি ভাবছি কি, প্রফেসার বসু, এমন অসহনীয় অবস্থা আর কতদিন চল্‌তে দেওয়া যেতে পারে! আমি বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলাম; তিনি বলেন যে, আপনি সব জানেন, শুধু, প্রমাণ ও সাক্ষ্যের জন্য অপেক্ষা করছেন। সত্যই তাই, প্রফেসার?"

প্রফেসার বসু সহসা ব্যস্তভাবে কহিলেন, "ও মাই গড! ভুলে বসে আছি। আজ রাত্রে একটা জায়গা রেড করতে হবে, পাইন। এর জন্য যত কিছু গৌরব আর সুখ্যাতি আমি আপনাকে দিতে চাই। আপনি আপনার রেডিং-পার্টি স্থির করুন। ঠিক রাত্রি ৯টার সময় চড়াও করা চাই।"

মিঃ পাইন উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, 'রুদ্রবিষাণ'কে গ্রেফ্‌তার করতে?"

"না, তা'র সহকর্মীদের। আমি সংবাদ পেয়েছি, 'রুদ্রবিষাণে'র সকল সহকর্মী

আজ রাত্রে ৯টার সময়ে এক জায়গায় মিলিত হ'য়ে 'রুদ্রবিষাণে'র আদেশ গ্রহণ করবে। এই আমাদের মহান সুযোগ, পাইন! গাছের ডালপালা সব আগে ছেঁটে ফেলে, তারপর গুঁড়িকে কাটতে চাই। তখন আর তাকে আয়ত্তে আনতে বেশী কষ্ট পেতে হবে না।"

মিঃ পাইন কহিলেন, "কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছিনে, প্রফেসার বসু যে, আপনি গুপ্ত-সংবাদ সংগ্রহ করেছেন, অথচ সবটুকু খ্যাতি আমাকে দিতে চান, এর অর্থ কি বলুন তো?"

প্রফেসার বসু হাসিয়া কহিলেন, "আজ নয়, পাইন, অন্য একদিন বল্‌ব। তা ছাড়া আমার আশা অনেক বড়ো, অনেক উচ্চ। 'রুদ্রবিষাণে'র মত পুঁটি-খল্‌শেতে আমার মন ওঠে না। হাঁ, আর এক কথা, এই রেডে যাবার পূর্বে একবার তাপ্তী দেবীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসুন। কারণ আমার ভয় হয়, 'রুদ্রবিষাণে'র সহকর্মীরাও সশস্ত্র হ'য়ে আসবে, বলা যায় না, এক আধটা বুলেট আপনার ঐ সুন্দর চক্ষুর মর্যাদা নাও রাখতে পারে। বুঝেছেন?"

মিঃ পাইন মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "বুঝেছি। আমি এমনই উত্তেজনা চাই, প্রফেসার বসু।"

(১৭)

সেদিন সারা অপরাহ্ণ ব্যাপিয়া মিঃ পাইন তাঁহার রেডিং-পার্টি মনোনীত করিলেন। তিনি বাছিয়া বাছিয়া যুবক এবং বলবান ব্যক্তিগুলিকে বাছাই করিলেন। কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে, কাহার বাড়ী ঘেরাও করিতে হইবে, তিনি তখন পর্যন্ত প্রফেসার বসুর নিকট হইতে জানিতে পারেন নাই। হেড কোয়ার্টারে প্রফেসার বসুরও কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছিল না। 'বিশেষ জরুরী কাজে যাইতেছি' বলিয়া তিনি সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছেন এখন পর্যন্ত ফেরেন নাই।

মিঃ পাইন সমস্ত কাজ নিপুণ ভাবে সম্পন্ন করিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ৬টা বাজিতেছে। তিনি তাপ্তী দেবীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্যার মহাপাত্রের প্রাসাদে আসিয়া দেখিলেন, কুমারী তাপ্তী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

তাপ্তী কহিল, "আমি প্রতিটি মিনিট তোমার জন্য পথ চেয়ে বসেছিলাম, পাইন। আজ নাকি তুমি 'রুদ্রবিষাণে'র সহকর্মীদের গ্রেফ্‌তার করতে চলেছ?"

মিঃ পাইন সবিস্ময়ে কহিলেন, "তোমাকে এ কথা কে বল্‌লে, রানী?"

তাপ্তী মধুর হাস্যে কহিল, "প্রফেসার বসু এসেছিলেন—তিনিই বলে গেলেন, আজ তুমি যে-বিরাট সাফল্য অর্জন করতে চলেছ, তা'তেই তুমি সুপারের পদ পেয়ে যাবে। কিন্তু কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই-তো, পাইন?"

মিঃ পাইন প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কহিলেন, "প্রফেসার বসু এসেছিলেন? কখন? কখন এসেছিলেন তিনি?"

তাপ্তী তাহার ভবিষ্যৎ-স্বামীর মুখে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সমারোহ দেখিয়া

বিস্মিত হইল। কহিল, "তিনি এক ঘণ্টা আগে এসেছিলেন। মাত্র পাঁচ মিনিট করিডোরে মোটর দাঁড় করিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেলেন যে, কাকাবাবুর খবর তিনি পেয়েছেন। দস্যু 'রুদ্রবিষাণ' কোথায় তাঁকে বন্দী করে রেখেছে, তা'ও তিনি জেনেছেন। আরও বল্‌লেন, আজই সন্ধ্যার সময় তিনি তাঁকে দস্যুর কবল থেকে উদ্ধার করবেন। আর তোমার এত সুখ্যাতি করলেন যে, শুনে আমার এত আনন্দ হ'ল, তা আর বলতে পারছিনে। সত্যি! প্রফেসার বসু অত্যন্ত ভদ্রলোক।"

এমন সময়ে টেলিফোনের রিং বাজিয়া উঠিল। তাপ্তী কহিল, "তোমাকে বোধ হয় হেড কোয়ার্টার থেকে ডাকছেন, পাইন। তুমিই দেখ।"

মিঃ পাইন রিসিভার কানে লাগাইয়া কহিলেন, "হ্যালো! কে? প্রফেসার! কি সংবাদ? স্যার মহাপাত্রকে উদ্ধার করেছেন? তিনি অসুস্থ? কোন্ হাসপাতালে নিয়ে রেখেছেন? ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ! আমি এখনই আসছি।"

মিঃ পাইন রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া আনন্দিত কণ্ঠে কহিলেন, "জয় ভগবান্! তাপ্তী, তোমার কাকাবাবুকে প্রফেসার উদ্ধার করেছেন। তবে তিনি নাকি অসুস্থ, তাই কাকাবাবুকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য দিয়েছেন।"

কুমারী তাপ্তীর দুই চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল; সে কহিল, "তিনি কাকাবাবুকে বিপন্মুক্ত করেছেন, ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন! আমি কাকাবাবুকে দেখতে যাব, পাইন। আমাকে তুমি নিয়ে চল।"

মিঃ পাইন কহিলেন, "আজ রাত্রে তো আর হয় না, রানী। যদি ডাক্তারদের কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমি কথা দিচ্ছি, আগামী কাল আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তা'হলে আমি এখন আসি, রানী। প্রফেসার বললেন, বিশেষ জরুরী কাজ আমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"কাজ! কাজ! আর কাজ! দশটা মিনিটও ছুটি নেই। না খাইয়ে আমি তোমাকে যেতে দেব না। এতে তোমার জরুরী কাজ হোক আর নাই হোক। আমি কোন কিছুই শুনব না। তা' ছাড়া খেতে আর কত দেরি হবে?" বলিয়া কুমারী তাপ্তী দ্রুত পদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিঃ প্রমথ পাইন মৃদু হাস্যমুখে চাহিয়া রহিলেন।

ইহার প্রায় পনের মিনিট পরে মিঃ পাইন মোটরে উঠিয়া ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে মোটর ছাড়িয়া দিলেন। হেড কোয়ার্টারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, প্রফেসার বসু হাসি মুখে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি কহিলেন, "আপনি প্রস্তুত, পাইন?"

"সম্পূর্ণভাবে। কিন্তু আগে আপনি স্যার মহাপাত্রের কথা বলুন। কোথায় তাঁকে পেলেন? কি অসুখ তাঁর?"

প্রফেসার বসুর চির-প্রফুল্ল মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "পাইন, আপনাকে আমি ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করি। এক-এক সময়ে সত্যিই ভাবি আপনাকে আমি স্নেহের সম্বোধন 'তুমি' না ব'লে 'আপনি' ব'লে অপমানিত করি কেন। কিন্তু থাক······"

সহসা বাধা দিয়া মিঃ পাইন কহিলেন, "আমাকে ছোট ভাই মনে করায়, আপনাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি, প্রফেসার। এর পর আপনি যদি আমাকে 'তুমি' সম্বোধনে না আহ্বান ক'রে 'আপনি' বলেন, তবে সত্যি বল্‌ছি, আমি আপনার ওপর অত্যন্ত রাগ করব।"

প্রফেসার বসুর মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিনি কহিলেন, "আচ্ছা দেখি, আমি এই ২৯ বছরে পড়েছি, আর আমাদের পাইন মাত্র ২৫ বছরের। চার বছরের পার্থক্য...ব্যবধানটা বড় কম নয়! মেল ট্রেন যখন মাত্র এক মিনিট বেশীও অপেক্ষা করে না, তখন চার বছরের দেরিতে 'তুমি' না বলাও অপরাধজনক কাজ বটে। আমরা যাকে বলি, 'Criminal offence' তাই আর কি! উত্তম, এখন শোন পাইন, মহাপাত্রকে দস্যু নিদারুণ যাতনা দিয়েছে। তুমি বোধ হয় জান......" এই বলিয়া প্রফেসার এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "না, জান না। আচ্ছা থাক। যে-কোন কারণের জন্যেই হোক, দস্যু স্যার মহাপাত্রকে অমানুষিক পীড়ন করেছে। দেহের বহু স্থানের গায়ের মাংস চার ইঞ্চি পরিমিত জায়গায় কেটে কেটে তুলে ফেলেছে। স্যার মহাপাত্র একেবারে অচৈতন্য অবস্থায় আছেন। তাঁকে উদ্ধার করতে যদি আর একটা দিনও বিলম্ব হ'ত, তা' হ'লে তাঁকে আর জীবিত দেখতে পাওয়া যেত না।"

মিঃ পাইনের চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "নরঘাতক, নির্মম, শয়তান!"

"শয়তানই বটে, পাইন। শুধু শয়তান কেন, শয়তানের চেয়েও ক্রূর, ভীষণ পশু! আমার ভয় হয়, স্যার মহাপাত্রের জ্ঞান ফিরে আসতে বহুদিন বিলম্ব হবে।" প্রফেসার বসু ধীর স্বরে কহিলেন।

মিঃ পাইন কহিলেন, "কিন্তু দস্যু কেন স্যার মহাপাত্রকে এমন পীড়ন করলে প্রফেসার? তার উদ্দেশ্য কি বুঝতে পেরেছেন?"

প্রফেসার বস কহিলেন, "আচ্ছা স্যার মহাপাত্র তাপ্তী দেবীর সম্পদ লাভজনক ব্যবসায়ে লাগাবার জন্য একজন এজেণ্ট নিযুক্ত করেছিলেন না? তুমি সে-এজেণ্টকে চেন, পাইন?"

মিঃ পাইন মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না, এজেণ্টের নাম আমি জানি না। তাপ্তীকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে-ও জানে না।"

প্রফেসার কহিলেন, "জিজ্ঞাসা করেছিলে কেন?"

মিঃ পাইন কহিলেন, "হাঁ মনে পড়েছে। তাপ্তী আমার কাছে একদিন অনুযোগ করেছিল যে, তাকে সার মহাপাত্র বলেছেন যে, তাদের এজেণ্ট বহু টাকা তছরূপ করেছে। শুনে তাপ্তী বলেছিল, 'কাকাবাবু, আমাদের এজেণ্ট যখন এমন অসৎ লোক, তখন তাকে বরখাস্ত করে নূতন এজেণ্ট নিযুক্ত করেন না কেন?' তা' শুনে স্যার মহাপাত্র নাকি বলেছিলেন, 'মা, একবার অপরাধ করেছে বলে যে তা'কে ভাল হবার সুযোগ দেওয়া হবে না, এমন যুক্তিতে আমার মন সায় দেয় না। আমি আমাদের এজেণ্টকে সতর্ক করে দিয়েছি'।"

প্রফেসার বসু মৃদু হাসিলেন ; কহিলেন, "এজেণ্টের নাম তাপ্তী দেবীও ে জানে না তা' আমি জানি।"

"কিন্তু এই এজেণ্টকে আমাদের কি প্রয়োজন, প্রফেসার ?" মিঃ পাইন বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

প্রফেসার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ হাস্যের সহিত প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া কহিলেন, "ও হো, ভাল কথা মনে পড়েছে, বাণী দেবীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তাকে একটা হোটেলে চা খেতে দিয়ে অনেক প্রশ্ন করলাম। বল্লাম, 'তুমি যদি 'রুদ্র-বিষাণ' অর্থাৎ তোমার মনিবের ঠিকানা বলে দিতে পারো, তাহলে তোমাকে আমি, ..." এই অবধি বলিয়া সহসা মিঃ পাইনের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি নীরব হইয়া গেলেন ও কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "ও, তুমি হাসছ, পাইন? বুঝেছি, বড় সাহেব বাণীর ইতিহাস ফাঁস করে দিয়েছেন। কিন্তু যাই বলো ভাই, বাণীর মত এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে আর দু'টি দেখিনি। আচ্ছা, এমন সুন্দরী তুমি আর দ্বিতীয় দেখেছ, পাইন ?"

মিঃ পাইন মৃদুভাবে হাসিলেন, কোন জবাব দিলেন না।

প্রফেসার পুনশ্চ কহিলেন, "ওঃ, তুমি ভাবছ, তোমার চোখে একটি মাত্র সুন্দরী নারীই এ-জগতে আছেন আর তিনি হচ্ছেন, মহিমান্বিতা কুমারী তাপ্তী দেবী। হাঁ ভাই, এমনিই হয়। তুমি শুনলে আশ্চর্য হ'য়ে যাবে পাইন, আমি এমন লোককেও জানি, যে এক অতি কদর্য, বীভৎস দর্শনা, হিপোপটেমাস-রূপিণী নারীর প্রেমে, যাকে বাংলাতে বলে......" এই অবধি বলিয়া সহসা থামিয়া গেলেন এবং ক্ষণকাল পরে পুনশ্চ কহিলেন, "বাংলায় কি বলে—যাক্। তাই বল্ছি, এমনই হয়। একটা কথা আছে না ? 'যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।' আমাদের বেলাতেও তাই আর কি!"

মিঃ পাইন প্রফেসারকে এরূপ উৎফুল্ল ও বাচাল হইতে কখনও দেখেন নাই। বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ দিকে সাড়ে আট্টা বাজে। আমাদের ৯টার সময় যাত্রা করতে হবে না ? কিন্তু কোথায় যেতে হবে, তা' এখন পর্যন্ত জানি না, প্রফেসার!" মিঃ পাইনের স্বরে ক্ষোভের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

প্রফেসার বসু মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, "Young man, এতটা ভাবপ্রবণ হ'তে নেই। অন্ততঃ পুলিস অফিসারের পক্ষে একটা মহান অপরাধের তুল্য এই ব্যাধি। তুমি কি জান না পাইন যে, গোপন কথা দু'কান করলেই পাঁচ কানে যেতে দেরি করে না ? তা' ছাড়া আমাদের যখন 'রুদ্রবিষাণে'র মত একটা দুর্দান্ত শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে, তখন এর জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক নয় কী ?" এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে কয়েকখানি টাইপ করা কাগজ বাহির করিয়া মিঃ পাইনের হাতে দিলেন।

মিঃ পাইন একাগ্রচিত্তে সেই কাগজটির উপর চক্ষু বুলাইয়া দেখিলেন যে, প্রায় ত্রিশটি নামজাদা দাগী দস্যুর নাম ও ঠিকানা তাহাতে লিখিত আছে, তাহারা কোথায় সমবেত হইবে তাহা লিখিত আছে এবং তাহারা কত বার কোন অপরাধে

লাভ খাটিয়াছে বা প্রমাণ-অভাবে মুক্তি পাইয়াছে, তাহার বিশদ বর্ণনা আছে।

মিঃ পাইন লিস্টখানি পাঠ করিতে করিতে কহিলেন, "মাই গড, প্রফেসার! এই মহাপুরুষগুলি যে একই সময়ে এক ছাদে অর্থাৎ একই স্থানে সমবেত হবে, এ-খবর আপনি কোথায় পেলেন, বলুন-তো?"

"এটা অবান্তর প্রশ্ন, পাইন। তুমি যে নবীন-প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ, নইলে অনায়াসেই বুঝতে পারতে, সেদিন স্যার মহাপাত্রের টাইপ-রাইটার নিয়ে আমি যখন খেলা করছিলাম, তখনই এই মহাপ্রভুদের নিকট নিমন্ত্রণ-পত্রগুলি পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছিলাম। স্যার মহাপাত্রের টাইপ-রাইটারের 'এম' অক্ষরটি অবিকল আমাদের বন্ধুর যন্ত্রের মত বিকৃত। সুতরাং আমার নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে এঁরা কোন সন্দেহই করেন নি। তা' ছাড়া 'রুদ্রবিষাণে'র নামের পত্র—প্রাণের ভয় কার না আছে?"

মিঃ পাইন কহিলেন, "তা' যেন হল, কিন্তু এতগুলি ঠিকানা সংগ্রহ করিলেন কি প্রকারে?"

প্রফেসার হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "এক্ষেত্রে বদ্ ও দুষ্টু মেয়ে বাণীই প্রশংসা পাবার যোগ্য। সেই মেয়েটাই অতি যত্নে এই মহান ও পবিত্র স্থানগুলির ঠিকানা আমাকে সংগ্রহ ক'রে দিয়েছে।"

মিঃ পাইন ক্ষণকাল বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া যখন কিছু বলিতে গেলেন, তখন ঘড়ির দিকে চাহিয়া প্রফেসার বসু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পুনরায় কহিলেন, "মাত্র তিন মিনিট সময় হাতে আছে, এস আমরা যাত্রা করি।"

তিন মিনিট পরে একটি বিশাল পুলিস-বাহিনী লালবাজার হেড্ কোয়ার্টার হইতে তিনখানি বৃহৎ পুলিস-ভ্যানে করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

(১৮)

কলিকাতা বেলেঘাটা অঞ্চলে একটি পরিত্যক্ত ভগ্ন অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া নিঃশব্দে পুলিস-ভ্যান তিনটি দাঁড়াইয়া পড়িল। পূর্বে স্থিরীকৃত বন্দোবস্ত এবং আদেশ অনুসারে লঘু-দ্রুত গতিতে পুলিস-কনস্টেবলগণ বাড়ীখানা ঘিরিয়া ফেলিল। লোকালয় হইতে দূরে অর্ধজঙ্গলাবৃত বাড়ীখানি বহুদিন হইল মালিক কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। বাড়ীখানি এরূপ স্থানে ও এরূপ অবস্থায় ছিল যে, দিনমানেও কেহ তাহার ভিতর যাইতে সাহসী হইত না। এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল যে, দিনমানেও ভূতের উপদ্রব বাড়ীর ভিতর চলিতে থাকে। এমন কি বহু সত্যপরায়ণ ব্যক্তিও হলফ করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্ণ দিবালোকের ভিতর ভূতের দলকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন। সুতরাং বাড়ীটা দস্যুদের অতিশয় মনোরম রেস্তোরাঁতে পরিণত হইয়াছিল।

প্রফেসার বসু সকলই জানিতেন। তাঁহার দস্যুদল সম্বন্ধে নিপুণ ও নির্ভুল জ্ঞান দেখিয়া কমিশনার পর্যন্ত সময়ে সময়ে বিস্মিত হন। একমাত্র এই কারণের জন্যই প্রফেসার বসু অতি অল্প সময়ের মধ্যে কমিশনারের এরূপ অনুগ্রহ লাভ

করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রফেসার বসু মিঃ পাইনের সহিত অবতরণ করিয়া নিম্নস্বরে কহিলেন, "আমি বলেছিলাম যে, তোমাকে এই বিরাট সাফল্যের সব খ্যাতিটুকু দেব, আশা করি, তা তোমার স্মরণ আছে, পাইন।"

মিঃ পাইন সবিস্ময়ে কহিলেন, "অর্থাৎ আপনি কি চলে যেতে চান না কি?"

"ঠিক তাইই। কারণ আমি সঙ্গে থাকলে-তো নির্মল সৌভাগ্যটুকু তুমি ভোগ করতে পারবে না, পাইন! আমি তোমাকে এই বিরাট সাফল্যের পর এবং এই কেস সমাপ্তির পর—তোমার বিবাহের পূর্বেই সুপার পদে দেখতে চাই। কেমন! গুডনাইট, young man." এই বলিয়া, কোন জবাব আসিবার পূর্বেই প্রফেসার সে স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

মিঃ পাইন এক মুহূর্ত অভিভূতের মত চাহিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন, পর মুহূর্তে তাঁহার কর্তব্য-জ্ঞান সজাগ হইয়া উঠিল। তিনি সঙ্কেতসূচক বংশী ধ্বনি করিলেন এবং কয়েকজন সার্জেণ্টকে সঙ্গে করিয়া উদ্যত রিভলভার হস্তে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পরিত্যক্ত বাড়ীটির ভিতর একটি দীর্ঘ হ'লে তখন প্রায় ত্রিশজন নানা বয়সের দস্যু, পকেটমার, সিঁধেল চোর উত্তেজিত কণ্ঠে কথা কহিতেছিল। সেই দলের মধ্যে দুইজন নারীও উপস্থিত ছিল।

কপাটহীন মুক্ত ঘরের বাহিরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মিঃ পাইন সার্জেণ্টগণকে থামিতে ইঙ্গিত করিলেন এবং সকলের মুখের উপরে চক্ষু বুলাইয়া লইতে লাগিলেন।

একজন দস্যু বলিতেছিল, "আমাদের সকলকে এখানে একসঙ্গে জড়ো করেছে 'রুদ্রবিষাণ' কি মতলবে, আমি-তো বুঝছিনে! ওহে, তোমার পত্রখানা একবার দেখাও-তো?"

অন্য একজন দস্যু বলিল, "আমার এই ভেবে আনন্দ হচ্ছে যে, এতদিন পরে 'রুদ্রবিষাণ'কে দেখতে পাবো।"

অপর জন কহিল, "হাঁ, কর্তা দেখা দিচ্ছেন তোমাকে! আমার সন্দেহ হয়..."

"কি সন্দেহ হয়?" অপর দস্যু চীৎকার করিয়া কহিল।

এমন সময়ে মিঃ পাইন জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, HANDS UP! সাবধান! যদি কেউ পালাবার চেষ্টা করো বা রিভলভার বার করবার চেষ্টা করো, তা' হ'লে আমরা গুলি করতে দ্বিধা করব না।" এই বলিয়া তিনি সার্জেণ্টগণের দিকে চাহিয়া দ্রুত কণ্ঠে কহিলেন, "সার্জেণ্ট, হাতকড়া লাগাও।"

সার্জেণ্টগণ অগ্রসর হইলে দস্যুদল কয়েক মুহূর্ত অভিভূত ভাবে থাকিয়া, সহসা একজন ভীমকায় দস্যু ভীমবেগে মিঃ পাইনের উপর লাফাইয়া পড়িল। মিঃ পাইন সে-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দস্যুকে লইয়া পড়িয়া গেলেন এবং দস্যুকে কাবু করিবার জন্য প্রচণ্ড তেজে লড়াই করিতে লাগিলেন, কিন্তু দস্যুর পশু-শক্তির

pathagar.net

তিনি ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিলেন, এমন সময়ে একজন সার্জেণ্ট রিভলভারের বাঁট দিয়া সজোরে দস্যুর মাথায় আঘাত করিলেন। দস্যু জ্ঞান হারাইল।

একজন দস্যু রিভলভার বাহির করিয়া গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। একজন সার্জেণ্ট পাল্টা গুলিতে দস্যুকে ধরাশায়ী করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতে কড়া লাগান হইল।

প্রত্যেকটি দস্যু আক্রমণ চালাইল, প্রত্যেকটি দস্যুর হাতে হাত-কড়া পড়িল।

প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার পর যখন শেষ দস্যুটিকে আয়ত্তে আনা হইল, তখন মিঃ পাইন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের খবর কী, উলউইব?"

সার্জেণ্ট মিঃ উলউইব কহিল, "আমাদের স্মিথ, স্টুয়ার্ট ও হেনরীর বুলেটের আঁচড় লেগেছে খুব সামান্য। হ্যারিসন তার বাঁ হাতটা ভেঙেছে, আর কনোয়ের ডান পায়ে গুলি প্রবেশ করেছে—মাত্র এই স্যার। আর দস্যুদলের দুজনের হাত ভেঙেছে, তিন জনের পা গেছে, একজনের কাঁধে গুলি প্রবেশ করেছে। কেউই মারাত্মক ভাবে আহত হয় নি, স্যার।"

মিঃ পাইনের দেহ বহু স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র না করিয়া কহিলেন, "উত্তম, এদের নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করো।"

একজন সার্জেণ্ট সঙ্কেতসূচক হুইসেল বাজাইল; যে সব সিপাই বাড়ী ঘেরাও করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা দৌড়িয়া আসিল এবং প্রত্যেক দস্যু একজন সিপাইয়ের চার্জে বাহিরে আসিয়া অপেক্ষমাণ ভ্যানে উঠিয়া পড়িল।

মিঃ পাইন বিরাট সাফল্য-গর্বে উদ্দীপ্ত হইয়া হেড কোয়ার্টারে গমন করিয়া শুনিলেন, স্বয়ং কমিশনার সাহেব তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছেন। তখন রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়াছে। তেমন অসময়ে বড় সাহেবকে উপস্থিত থাকিতে শুনিয়া মিঃ পাইন পরম বিস্মিত হইলেন এবং দ্রুত পদে কমিশনারের কক্ষে গমন করিতেই, কমিশনার হাসিমুখে তাঁহার করমর্দন করিতে করিতে কহিলেন, "Congratulation, মিঃ পাইন। সত্যই আমি অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়েছি। আপনি আজ যে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন, তা'র আর তুলনা নেই। প্রকৃতপক্ষে আপনি 'রুদ্র-বিষাণে'র সমস্ত শক্তি হরণ করেছেন। "আপনার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল, মিঃ পাইন।"

মিঃ পাইন কৃতজ্ঞ স্বরে কহিলেন, "আপনি আমার অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, স্যার। কিন্তু আজকার সাফল্যে যদি কেউ প্রশংসা পাবার যোগ্য হ'য়ে থাকে, তবে সে আমি নই, স্যার। প্রফেসার বসু, তিনিই এই প্রশংসা লাভের যোগ্য পাত্র। কারণ তিনিই সমস্ত বিষয় অত্যন্ত নিপুণ ভাবে আয়োজন করেছিলেন, তিনিই এই দস্যু-দলকে একসঙ্গে একস্থানে সমবেত হ'তে প্রলোভিত করেছিলেন, আমি শুধু তা'দের ধরে এনেছি, স্যার।"

কমিশনার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "বাজে বকবেন না, মিঃ পাইন। এই দুর্দান্ত দস্যু দলকে গ্রেফ্‌তার করার সমস্ত বিপদ, সমস্ত দায়িত্ব আপনি নিজের শিরে তুলে নিয়েছিলেন। আপনিই যা কিছু ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হ'য়েছিলেন। প্রশংসা

পাবার যোগ্য পাত্র আপনিই। অবশ্য শুধু মৌখিক প্রশংসা নয়, মিঃ পাইন, আমি আপনাকে প্রথম সুযোগেই পরবর্তী সুপারের পদে মনোনীত করেছি। অবশ্য এই কেস শেষ হবার পরে আপনি উন্নীত হবেন।"

মিঃ পাইনের চক্ষু দু'টি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বিনয়নম্র স্বরে কহিলেন, "সত্যই আমি অনুগৃহীত হলাম, স্যার। আমি শীঘ্রই বিবাহ করতে চলেছি। আমি নিশ্চয় জানি, আমার বাগদত্তা পত্নী এই সুসংবাদ শুনে, আন্তরিক ধন্যবাদের সঙ্গে আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করবে, স্যার।"

কমিশনার পুনশ্চ মিঃ পাইনের সহিত করমর্দন করিয়া কহিলেন, "গুড নাইট, মিঃ পাইন। আবার কাল দেখা হবে।" এই বলিয়া তিনি মিঃ পাইনকে বিদায় দিলেন।

কমিশনারের সদয় কথা এবং নিশ্চিত পদোন্নতির আশ্বাস শ্রবণ করিয়া মিঃ পাইন এতটা আনন্দিত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি তাঁহার অঙ্গের ব্যথা, বেদনা, জ্বালা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তিনি প্রফুল্ল মুখে শিস দিতে দিতে আপন অফিসকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, প্রফেসার বসু হাস্যমুখে বসিয়া রহিয়াছেন।

"হ্যালো, পাইন! Congratulation man! 'রুদ্রবিষাণে'র সব সহকারীকে গ্রেফ্‌তার ক'রে যে অক্ষয় কীর্তি রাখলে, নিশ্চয় তা' ইতিহাসে লেখা থাকবে। আঘাত কি বেশী পেয়েছ?" প্রফেসার বসু উল্লসিত স্বরে কহিলেন।

মিঃ পাইন মৃদু হাসিয়া আপন দেহের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া লইয়া কহিলেন, "না, তেমন বিশেষ কিছু গুরুতর নয়। কমিশনারের সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি—" এই অবধি বলিয়া সহসা পাইন নীরব হইলেন।

প্রফেসার বসু কহিলেন, তিনি খুব সুখ্যাতি করলেন, না? করবেন না! এই সাফল্য কি সহজ কাজ! এখন বাকি রইল 'রুদ্রবিষাণ'। সহকারী-হীন হাত-পা কাটা 'রুদ্রবিষাণ'কে জালে তুলতে আর বেশী দেরী হবে না। আমি আশা করি, আগামী ৩৮ ঘণ্টার মধ্যে রুদ্রবিষাণকে—..."

সহসা কক্ষের টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। মিঃ পাইন রিসিভার ধরিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া প্রফেসার কহিলেন, "থাম পাইন, নিশ্চয়ই 'রুদ্রবিষাণ' 'কল' করছে, আমি ধরব।"

এই বলিয়া তিনি রিসিভার তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "হ্যালো! কে? যা ভেবেছি তাই! 'রুদ্রবিষাণ'? কি খবর, বন্ধু? সহকারীহারা হ'য়ে এতটুকুও ভীত হও নি? বটে! মিঃ পাইনকে কাল হত্যা করবে? আর আমাকে? 'রুদ্রবিষাণ'! একটু আগে জানালে ব'লে আবার ধন্যবাদ দিচ্ছি, কারণ উইল ক'রে যাবার সময় পাব। হাঁ! আবার কী? সর্বনাশ! হ্যালো! হ্যালো! যাক্ কেটে দিয়েছে। শয়তান, মানবাকারে শিম্পাঞ্জি, পশু!"

প্রফেসার রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া, মিঃ পাইনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন; কহিলেন, "নোটিস পেয়েছো তো? তবে কাল সা, বন্ধু মত বদ্‌লে বললেন যে, প্রথমে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে—নাম বললেন না,

pathagar.net

...ন-ভবনে পাঠিয়ে তারপর আমাদের মত কীট-পতঙ্গের দিকে নজর দেবেন। যাক্‌ এখন দু'টো দিন নিশ্চিন্ত মনে খেয়ে ঘুমিয়ে বাঁচবো। এখন এস, ওঠা যাক, পাইন। ঘুমে আমার চোখ ঢুলে ঢুলে আসছে। ভাল কথা, বাণী দেবীর সংবাদ কিছু জান? না, জান না? শুনেছি, তিনি আপন বাড়ীতে গেছেন বিশ্রাম করতে। না, দেখছি আমাকেও উঠতে হ'ল।" এই বলিয়া প্রফেসার বসু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মিঃ পাইন পাহারায় রত সার্জেণ্টকে অফিস-কক্ষ বন্ধ করিতে আদেশ দিয়া প্রফেসার বসুর সহিত হেড কোয়ার্টার হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

(১৯)

কলিকাতার বালিগঞ্জ-স্থিত মোহনের নূতন প্রাসাদের ড্রইং-রুমে বসিয়া সেদিন মোহন একখানি পুস্তক হাতে করিয়া বাতায়ন-পথে চাহিয়া চিন্তা করিতেছিল। সময়—সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্ব। মোহন যে বইখানি হাতে করিয়া বসিয়াছিল, তাহা "অপরাধ-প্রবণতা" সংক্রান্ত একখানি পুস্তক। মোহনের মুখ গম্ভীর। মোহনের 'রুদ্রবিষাণ' সম্বন্ধে কৌতুহলের আর অন্ত ছিল না। সত্য কথা বলিতে কি, 'রুদ্রবিষাণ' সম্বন্ধে তাহার অপেক্ষা বেশী খবর আর কেহ রাখিত কি-না তাহাতেও তাহার সমধিক সন্দেহ ছিল।

এমন সময়ে শ্রীমতী রমা ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিল। মোহন হাসিতে হাসিতে রমার স্থির মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কী রানী, কি হয়েছে? তোমার মুখ এমন ম্লান কেন?"

রমা ম্লান হাস্যে কহিল, "আমার নিজের সম্বন্ধে ধারণা যে নিদারুণ-ভাবে ঘা খেয়েছে, তা' আজ আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই। কিন্তু তা' নয়। আমি ওই ডিটেকটিভ ইন্‌স্পেক্টার সম্বন্ধে বড় উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছি। তুমি কি জান যে, সে আমাদের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠেছে?"

"কার কথা বলছ, রানী? মিঃ পাইনের কথা? খুব সম্ভব তুমিই ঠিক বলেছ। মিঃ পাইন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তা' ছাড়া তুমি কি প্রফেসার বসুর সম্বন্ধে কিছু ভয় কর না?"

রমা কহিল, "আদৌ না। প্রফেসার বসু একজন দয়ালু হৃদয় সৎ ব্যক্তি। তাঁকে আমার আদৌ ভয় হয় না।"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "খুব সম্ভবতঃ তোমার ধারণাই ঠিক, রানী। কিন্তু তুমি বিশেষরূপেই জান, আমি crime সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছি, যে কোন কিছু ঘটলেই, আমি ভেবে দেখি এবং..."

রমা বাধা দিয়া কহিল, "না দেখলেই আমি অত্যন্ত সুখী হ'তাম।"

মোহন শুনিতে পায় নাই এইরূপ ভান করিয়া বলিতে লাগিল, "আচ্ছা ধরো এই 'রুদ্রবিষাণে'র কথা। আমি এই লোকটার সম্বন্ধে এত বেশী কিছু জানি যে, শুনলে তুমি অবাক হ'য়ে যাবে। আমি ইচ্ছে করলে যে-কোন মুহূর্তে তা'কে গ্রেফ্‌তার করতে পারি। আমি যা জানি, তা' যদি পুলিসকে জানাই, তা' হ'লে

ওই দু'লাখ টাকা পুরস্কার আর কারুকেই পেতে হয় না, কিন্তু তা' হ'লে আমার কি হবে ?"

রমা শিহরিয়া কহিল, "তুমি থাম-গো, থাম। আমি অমন সম্ভাবনা চিন্তা করতেও ভয় পাই। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না ? কিন্তু না থাক। আমি সব সময়ে ভাবি, যে কোন মুহূর্তে তোমার শিরে বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসতে পারে।"

মোহন স্নিগ্ধ হাস্যে কহিল, "আমি জানি রানী, নিজেকে কি ক'রে রক্ষা করতে হয়। 'রুদ্রবিষাণে'র লীলা-খেলা বেশীদিন চলতে দিতে আমি আর ইচ্ছুক নই। কারণ এই খেলায় আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি।"

"কবে শেষ হবে ?" রমা আগ্রহভরে কহিল।

"সবই কার্য-কারণের উপর নির্ভর করে, রানী। একটা নূতন খবর শুনেছ ?" মোহন গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিল।

রমা আতঙ্কিত স্বরে কহিল, "কী ?"

"রুদ্রবিষাণ" প্রধান মন্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে পত্র দিয়েছে যে, আগামী কাল রাত্রি ১০ টার মধ্যে যদি প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং দস্যুকে Pardon দিয়েছেন, এই আদেশ-পত্র নিয়ে দস্যুর সঙ্গে দেখা না করেন, তা' হলে প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করা হবে।" মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল।

রমা ক্ষণকাল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "এইবার আগুন নিয়ে খেলা শুরু হ'ল তোমার। সত্যি বলছি, হয় তুমি এসবের শীগ্‌গির পরিসমাপ্তি ঘটাও, নয় নিশ্চয় জেনো, আমি আর বেশীদিন সহ্য করতে পারবো না।"

মোহন হাসিতে হাসিতে রমার একখানি হাত আপনার দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'রুদ্রবিষাণ' জানে, সে কি করছে। একটা বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক রানী যে, 'রুদ্রবিষাণ' কখনও কাউকে ধাপ্পা দেয় না। সে যা বলে, তাই করে। সে যদি সফল হয়, তা' হ'লে এইবার সব কাজ ছেড়ে দেবে। যদি বিফল হয়......"

"আমার তা' হ'লে কি হবে গো ?" রমা ম্লান মুখে কহিল।

"তোমার কিছুমাত্র ভয় নেই, রানী। তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না নিশ্চয়ই। আর দু'টো দিন তুমি আমার ওপর অখণ্ড নির্ভরতা রাখতে পার না কি ? সফলতা কিম্বা বিফলতা যাই হোক, 'রুদ্রবিষাণের' এই হবে শেষ কীর্তি।"

"আঃ ! এইবার আমি নিশ্চিন্ত, এইমাত্র তুমি যা বললে, তাতে আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছে। 'রুদ্রবিষাণ'কে আমি জানি বলেই আশা করছি, এইবার সত্যি সত্যিই তার লীলা-খেলা শেষ হ'তে চলেছে।'

মোহন কৃত্রিম ভয়ে সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, "রানী, তুমি কী কঠিন কথা বলছ ? তুমি—শুধু তুমি কেন, আমরা—যখন এমন ঘনিষ্ঠ সূত্রে 'রুদ্রবিষাণে'র সঙ্গে যুক্ত রয়েছি, তখন তোমার মুখে তার লীলা-খেলা শেষ হবার অভিশাপ শোভা পায় না।"

"তুমি জান, সত্যিই আমি এ-সবে কি রকম অভিমত পোষণ করি। তোমার এ'রকম জীবন যাপন আমাকে সুখী হ'তে দিচ্ছে না।" রমা ধীর স্বরে কহিল।

মোহন সুমিষ্ট স্বরে কহিল, "আমি বুঝেছি। সত্যিই আমি তোমাকে দোষ দিই না। কারণ আমি যখন জানি যে…"

রমা মোহনের মুখে হাত দিয়া বাধা দিল; কহিল, "না, তার নাম করো না তুমি। যদিও আমরা দু'জনে আছি, তা' হলেও আমি কিছুতেই তার নাম সহ্য করতে পারি না। যে দিন আমি 'রুদ্রবিষাণে'র সত্য পরিচয় বুঝতে পারলুম, সেদিন আমার আতঙ্কের আর শেষ ছিল না।"

মোহন ধীর স্বরে কহিল, "তা' হ'লেও আমার প্রতি তোমার ভালবাসা এতটুকুও কম হয় নি, রানী। আমি যা হই না কেন, তোমার প্রতি আমার অনুরাগ যেমন অকৃত্রিম, তেমনি আমিও তোমার অকৃত্রিম প্রেমে ভাগ্যবান। তাই না, রমা?"

রমার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "তুমি কি এখনও সন্দেহ কর নাকি? এমন কোন কিছু নেই, যা আমাদের প্রেমকে কলঙ্কিত করতে পারে।"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "এমন কি ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টার মিঃ পাইন পর্য'ন্ত নয়!"

"এমন কি প্রফেসার বসুও পর্য'ন্ত নয়।" রমা হাসিতে হাসিতে কহিল।

মোহন কহিল, "আমি এই-যে জীবন বর্তমানে যাপন করছি, এ জীবন আমাকে ক্লান্ত ক'রে ফেলেছে।"

রমা ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া কহিল, "আমার একটি অনুরোধ আছে। 'রুদ্র-বিষাণে'র এই শেষ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার পূর্বে'ই কি তার লীলা-খেলা শেষ করা যায় না?"

মোহন কয়েক মুহূর্ত' চিন্তা করিয়া কহিল, "না রানী, তা' হয় না। আমার অনুরোধ, বেচারাকে এই শেষ বারের মত বীরত্বের খেলাটুকু খেলতে দাও।"

রমা মোহনের কণ্ঠস্বরে বুঝিল যে, ইহার আর নড়চড় হইবে না। সুতরাং সে আর অনুরোধ করিল না।

সহসা মোহন উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "রাত্রি ১১টার মধ্যেই আমি ফিরে আসব। একটু বিশেষ কাজে একবার…" এই অবধি বলিয়া মোহন মৃদু হাস্য করিল এবং রমার মুখের নিকট নত হইয়া পুনশ্চ কহিল, "তার বেশী দেরি হবে না, রানী।"

মোহন দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। রমা বাতায়ন-পার্শ্বে' দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিল।

(২০)

"Ready, পাইন?" এই বলিয়া প্রফেসার বসু তাঁহার বহু-পুরাতন একটি স্যুট পরিধান করিয়া এবং তৈলাক্ত টুপি মাথায় দিয়া মিঃ পাইনের অফিস কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং পুনশ্চ কহিলেন, "আমাদের পনের মিনিটের মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর

অফিসে পৌঁছাতে হবে। আর কোন নূতন খবর আছে ?”

মিঃ পাইন ম্লান মুখে কহিলেন, “কিছুমাত্র না। চারজন সার্জেণ্ট প্রধান মন্ত্রীর অফিস পাহারা দিচ্ছে এবং কমিশনার সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন।”

উভয়ে অফিস হইতে বাহির হইয়া একখানি ট্যাক্সিতে আরোহণ করিলেন এবং প্রধান মন্ত্রীর অফিসে যাইবার আদেশ দিলেন।

এক সময়ে প্রফেসার বসু কহিলেন, “দস্যু মোহনের কোন সংবাদ পেয়েছ ?”

মিঃ পাইন কহিলেন, “কিছুমাত্র না, তা' ছাড়া বড় সাহেবের দৃঢ় ধারণা যে, মোহনের সঙ্গে 'রুদ্রবিষাণে'র সংস্রবই নেই। আমি যখন দস্যু মোহনের অজ্ঞাতবাসের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম, তিনি বললেন যে কোন নাগরিক ব্যক্তির যে কোন স্থানে যাবার, পুলিসকে ঠিকানা না জানিয়ে থাকবার অধিকার আছে। সুতরাং মোহনের কোন ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে না ব'লে, তা'র ঘাড়েই সব অপরাধ চাপাতে যাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই যখন বড় সাহেবের মত তখন…”

মিঃ পাইন কথা শেষ করিলেন না ; প্রফেসার বসু হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “মোহনের সঙ্গে আমার সেদিন দেখা হ'য়েছিল।”

“তা' শুনেছি। কিন্তু দুঃখ এই যে, আপনি তা'র বর্তমান ঠিকানা বা সে কোথায় কি করছে, তা' জিজ্ঞাসা করেন নি।”

“তা'তে কি হ'ত, পাইন ? কমিশনারের যখন অভিমত যে, যে মোহনকে সন্দেহ করছে, সে প্রকাণ্ড হস্তীমূর্খ ছাড়া আর কিছু নয়, তখন ঠিকানায় কি হবে ?” এই বলিয়া প্রফেসার বসু হাসিয়া উঠিলেন।

মিঃ পাইন কহিলেন, “সত্য বলতে কি, এক এক সময়ে আপনি অত্যন্ত দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেন। আপনি বলছেন, আপনি 'রুদ্রবিষাণ'কে চেনেন, এমন কি একদিন তার সঙ্গে হোটেলে খানা পর্যন্ত খেয়েছেন, অথচ আমাকে বল্‌ছেন মোহন সম্বন্ধে আমার ধারণা কী ? এ-ক্ষেত্রে আমি কোন্ পথে চলি, বল্‌তে পারেন ?”

প্রফেসার বসু মিঃ পাইনের পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে আঘাত করিতে করিতে কহিলেন, “আচ্ছা পাইন, আচ্ছা। মোহন সম্বন্ধে তুমি আর দু'-একটা দিন মাথা ঘামাতে বিরত থাক। আমিই না হয় তা'কে একটু নাড়া-চাড়া ক'রে দেখব। এই যে আমরা এসে পড়েছি।”

ট্যাক্সি রাইটার্স বিল্ডিংয়ের করিডোরে প্রবেশ করিল।

প্রফেসার বসু ও মিস্টার পাইন ট্যাক্সি হইতে অবতরণ করিয়া, প্রধান মন্ত্রীর অফিসের সম্মুখে গিয়া তাঁহাদের নাম-লেখা কার্ড দুখানি ভিতরে পাঠাইয়া দিলেন।

অল্প সময় পরে চীফ সেক্রেটারি তাঁহাদের ভিতরে আহ্বান করিলেন। সেখানে কমিশনার সাহেব উপস্থিত ছিলেন ; তাঁহারা বসিলে, চীফ কহিলেন, “আপনাদের নিকট কোন কিছু কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন নেই। আপনারা শুনেছেন, প্রধান মন্ত্রী 'রুদ্রবিষাণে'র কাছ থেকে এক ভীতিপ্রদ পত্র পেয়েছেন ; আপনারাও জানেন,

pathagar.net

আপনারাও জানি, এই দস্যু বর্তমানে আপনাদের অতি দুশ্চিন্তার স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক, আমি আপনাদের জানাচ্ছি, প্রধান মন্ত্রীর আদৌ ইচ্ছা নয় যে, এই হীন দস্যুটার দাবি পূরণ করেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, তাঁর পুলিস বিভাগের ওপর অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, তাঁর দৃঢ় ধারণা আছে যে, পুলিস এই দস্যুকে অবিলম্বে গ্রেফ্‌তার ক'রে দণ্ড দেবার জন্য তাকে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করবে।" এই বলিয়া তিনি সকলের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে চাহিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "আরও শুনুন, আমাদের সর্ব প্রযত্নে প্রধান মন্ত্রীর জীবনের নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে। মাত্র তাঁর জীবনই নয়, প্রত্যেক নাগরিকের জীবন আমাদের রক্ষা করতেই হবে। এই দস্যুর বিভীষিকাময় রাজত্বের অবসান অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন। আমি পুলিসকে দোষ দিচ্ছি না, আমার বিশ্বাস আছে, তাঁরা তাঁদের সাধ্যমত যত্ন-প্রচেষ্টার ত্রুটি করছেন না। আমাদের পুলিস-বিভাগ অতি কর্মক্ষম, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমণ্ডলীর দ্বারা গঠিত। তা ছাড়া আমাদের পুলিস হেড কোয়ার্টারে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত ডিটেকটিভ বিভাগ আছে।"

এই বলিয়া চীফ সেক্রেটারি তাঁহাদের সম্মুখে মস্তক ঈষৎ নত করিয়া অভিবাদন জানাইলেন এবং পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "আমি আপনাদের এখানে আহ্বান ক'রে এনেছি। আমাদের এই ক্ষুদ্র সভায় আসুন, আমরা খোলাখুলি ভাবে কথা বলি। আমি বা প্রধান মন্ত্রী এই দস্যু সম্বন্ধে বা তা'র গ্রেফ্‌তার সম্বন্ধে আপনাদের বিশেষ কিছুই বল্‌তে পারি না, কারণ আপনারা আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ওয়াকিবহাল, সুতরাং আমি সব কিছু আয়োজন করবার ভার আপনাদের হাতেই সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে চাই।" এই বলিয়া চীফ সেক্রেটারী উপবেশন করিলেন।

কমিশনারের ইঙ্গিতে প্রফেসার বসু দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিঃ সেক্রেটারি। আপনি ঘটনাটি বিশেষ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। আমি এই শঙ্কা নিয়ে এখানে এসেছিলাম যে, আপনি পুলিস-বিভাগকে রীতিমত অপরাধী ক'রে ও অকর্মণ্য ব'লে মত প্রকাশ করবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে উচ্চশ্রেণীর রাজনীতিকের মত ব্যাপারটি আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। আমি আপনাকে এবং আপনার মারফত মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তিনি আদৌ বিপদগ্রস্ত হবেন না। আমাদের মাননীয় কমিশনার এবং আমার সহকর্মী মিঃ পাইন আমার দেওয়া নিশ্চয়তা নিশ্চয়ই একবাক্যে সমর্থন করবেন। শুধু মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর জীবন-রক্ষার্থে নয়, প্রত্যেক নাগরিকের জীবন নিরাপদে রাখবার জন্য আমরা বিশেষ আয়োজনে রত আছি। বিশেষভাবে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী যখন এদেশের মঙ্গলের জন্য তাঁর মহামূল্য জীবন নিযুক্ত করেছেন, তখন যাতে কোন দুশ্চিন্তা তাঁর কাজে ব্যাঘাত জন্মাতে পারে, তেমন কোন সুযোগ আমরা এই দস্যুকে দেব না।"

কমিশনার সাহেব কহিলেন, "আপনাকে ধন্যবাদ।"

প্রফেসার বসুর বক্তব্য তখন শেষ হয় নাই। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "এই হীনতম

নরঘাতক-দস্যুর লীলাখেলা শেষ করার জন্য আমি আমার সহকর্মী মিঃ পাইনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এমন এক জাল পেতেছি যে, অবিলম্বে প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণসহ ঘাতক দস্যুকে ডাঙ্গায় টেনে তুল্‌ব এবং চরমতম দণ্ড-গ্রহণের জন্য বিচারকের নিকট উপস্থিত করব।" এই বলিয়া তিনি কমিশনারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমি কোন বিষয় বল্‌তে ভুল করেছি, স্যার ?"

কমিশনার কহিলেন, "প্রফেসার বসু আমাদের বক্তব্য অতি যোগ্যতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তা' ছাড়া মিঃ পাইনের কর্মক্ষমতার ওপর আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে, মিঃ সেক্রেটারি।"

এমন সময়ে প্রধান মন্ত্রী হাসিমুখে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি কমিশনারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মিঃ কমিশনার, আপনাদের প্রত্যেকটি কথা আমি শুনেছি। আমার মন এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েছে। আমি নিজেকে আপনার হাতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করলাম। যে পর্যন্ত না এই ভীতিব্যঞ্জক দাবি প্রত্যাহৃত হয় বা দস্যু গ্রেফতার হয়, সে পর্যন্ত আপনি যেমন আদেশ করেন, আমি দ্বিধাহীন মনে তা' পালন করব। আমাকে আপনারা কি করতে বলেন এখন ?" এই বলিয়া মিঃ পাইনের দিকে চাহিলেন।

মিঃ পাইন কহিলেন, "আপনি যা করছিলেন তাই করুন, স্যার। আপনি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যান যে, কোন ভীতি-দায়ক পত্র আপনি পেয়েছেন। এক কথায় সব কিছু আমাদের ওপর নির্ভর করুন। আপনাকে আমরা গ্যারাণ্টি দিচ্ছি যে, আপনি কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা ভোগের হেতু পাবেন না।"

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কহিলেন, "তা হ'লে ভদ্রমহোদয়গণ, আমি নিশ্চিন্ত মনে জাতির সেবা-কার্যে নিযুক্ত থাকি। এমন কি, আমি ভুলে যাবো যে, আমার জীবনের ওপর দাবি এসেছে। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভদ্রমহোদয়গণ।"

ইহার পর সভা ভঙ্গ হইল। পথে বাহির হইয়া মিঃ পাইন কহিলেন, "আপনি যে বক্তৃতা দিয়েছেন—তা'ও চমৎকার ; তা' ছাড়া আপনি যে প্ল্যানের কথা বললেন, তা'ও আমি এই প্রথম শুন্‌লাম। আপনি আমাকে সে-বিষয়ে কিছুমাত্র এখনও বলেন নি।" মিঃ পাইনের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ ক্ষোভ প্রকাশ পাইল।

প্রফেসার বসু কহিলেন, "তোমার ক্ষুব্ধ হবার হেতু আছে, পাইন। কিন্তু কি জান, প্রধান মন্ত্রীর মত বৃদ্ধকে একটু আনন্দ দেবার জন্য ও-কথা বলার প্রয়োজন ছিল না কি ? আমরা যদি বলতাম যে, এই দস্যুর কাছে পদে পদে পরাভূত হচ্ছি, তা' হ'লে কি অবস্থার সৃষ্টি হ'ত বল দেখি ? আমি নূতন বিবাহ করেছি—তুমি শীঘ্র করতে চলেছ, এক্ষেত্রে চাকরি হারিয়ে কি দুরবস্থায় পড়তে হ'ত বল দেখি, পাইন ? আমি একজন প্রধান মন্ত্রীর জন্য আমার পরিবারবর্গকে উপবাস করাতে পারি না। তিনি যা শোনবার আশা করেছিলেন আমি তাঁকে তা'ই মাত্র বলেছি—কমও নয়, বেশীও নয়।"

মিঃ পাইন প্রফেসারের উক্তি শুনিয়া খুশি হইতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "তার চেয়ে যা সত্য ব্যাপার তা' বলাই আমাদের কর্তব্য ছিল।"

"না, ছিল না, পাইন। তা' যদি থাকত, কমিশনার সাহেব আমার কথা সমর্থন করতেন না।" এই বলিয়া প্রফেসার বসু সহসা মিঃ পাইনের পৃষ্ঠে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, "হ্যালো ম্যান! তাপ্তী দেবীর খবর নিয়েছ-তো আজ?"

মিঃ পাইনের মুখ ভয়ে শুকাইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কেন, প্রফেসার? আপনি কি কোন দুঃসংবাদ পেয়েছেন না-কি?"

প্রফেসার বসু উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "মানুষ প্রেমে পড়লে কত নীরেট হ'য়ে যায়! আশ্চর্য! তবু মানুষ প্রেমে পড়তে ছাড়ে না। না বন্ধু, না, আমি সু কি কু কোন সংবাদই পাইনি। তা' ছাড়া ট্যাক্সিকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেইতো সব কিছু চুকে যায়।"

মিঃ পাইন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে স্যার মহাপাত্রের বাড়ী যাইবার জন্য ঠিকানা বলিয়া আদেশ দিলেন।

ট্যাক্সি দিক পরিবর্তন করিয়া ছুটিতে লাগিল।

(২১)

যদিও কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকমণ্ডলীর দ্বারা স্যার মহাপাত্রের চিকিৎসা হতেছিল, তবুও তিনি আরোগ্যের পথে না গিয়া দিন দিন পরম বিপদের সম্মুখীন হতেছিলেন। যে ভীষণ অত্যাচার তাঁহার শরীরের উপর হইয়াছিল, তাহার ফলে তাঁহার আদৌ আরোগ্য হওয়া সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্যার মহাপাত্রের নিরাপত্তার জন্য কুমারী তাপ্তীকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

সেদিন মিঃ পাইন সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতেছিলেন, "তাপ্তী, তোমার অভিভাবক দিন দিন উন্নতির পথে চলেছেন, কিন্তু তবু এখনও তাঁর অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'লে ভাল হওয়ার চেয়ে মন্দটাই হবে বেশী, ডাক্তারের এই ধারণা, রানী।"

তাপ্তী করুণ স্বরে কহিল, "কিন্তু তিনি যদি আরোগ্য না হন, পাইন? তুমি জান, কাকাবাবু আমার সমস্ত অর্থ শেয়ার প্রভৃতি ব্যাপারে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যদি আরোগ্য না হন, তা' হ'লে আমি কপর্দকহীন হব, পাইন।" এই বলিয়া তাপ্তী মিঃ পাইনের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "কপর্দকহীন!" যেন সে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে নাই, এমন ভাবে উচ্চারণ করিল।

মিঃ পাইন হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "তা'তে কি হবে, রানী? আমি কার্য-ক্ষম এবং যুবক। আমার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। সেজন্য প্রফেসার বসুকে ধন্যবাদ। আমি তোমার যা কিছু প্রয়োজন অনায়াসেই প্রচুর পরিমাণে দিতে পারব। তুমি ধনীর মেয়ে, যে ভাবে তুমি প্রতিপালিতা হয়েছ, ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি এইবার সেই ভাবেই তোমাকে রাখতে সক্ষম হব।"

তাপ্তী নত স্বরে কহিল, "পাইন, তুমি ছাড়া আর আমার কিছু নেই। তুমি

যতক্ষণ আমার কাছে থাক, ততক্ষণ আমার মনে আর কোন চিন্তা স্থান পায় না। অর্থ, মর্যাদা, এমন কি কাকাবাবুকে পর্যন্ত আমি ভুলে যাই। তবুও আমরা নিশ্চয়ই আমাদের অভিভাবককে এ-সময়ে ভুলে যেতে পারি না, যাওয়া উচিত না। হতভাগ্য দস্যু তাঁকে যে অবস্থায় ফেলেছে, ঈশ্বর যেন তাকে তার সমুচিত শাস্তি দেন। পাইন?"

"কি, তাপ্তী?" মিঃ পাইন কহিলেন।

"এমনও-তো হতে পারে, কাকুর জ্ঞান আর ফিরে এল না? তা' হ'লে কি হবে?" তাপ্তীর স্বর অবরুদ্ধ হইয়া আসিল।

মিঃ পাইন কহিলেন, "আমার ভয় হয় তাপ্তী, তোমার প্রশ্নের আমি কোন উত্তর দিতে পারি না। কারণ জগদীশ্বরের মনে কি আছে, তিনিই জানেন। এস, আমরা তাঁর উপর সব নির্ভর করে তাঁর করুণা প্রার্থনা করি।" এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "তাপ্তী?"

"বল?" কুমারী তাপ্তী আগ্রহভরে কহিল।

"আমি, প্রফেসার, আর কমিশনার সাহেব আজ মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে এক কন্‌ফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম। প্রফেসার বসুই প্রধান বক্তা ছিলেন।" মিঃ পাইন কহিলেন।

"কিসের কন্‌ফারেন্স পাইন?" তাপ্তী প্রশ্ন করিল।

মিঃ পাইন সংক্ষেপে 'রুদ্রবিষাণে'র ভীতিপ্রদ দাবির বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "আজ আমি একটা কথা স্বীকার করি, তাপ্তী। প্রথমে স্যার মহাপাত্রের ওপর আমার সন্দেহ হ'য়েছিল যে, তিনিই 'রুদ্রবিষাণ'। তাই আমি সম্পূর্ণ মন নিয়ে এই কেসের তদারক করতে পারি নি। ভয় ছিল, পাছে আমার সন্দেহ সত্য হ'য়ে যায়। তা' হলে তুমি মনে যে-বেদনা পেতে, তা আমি সহ্য করতাম কি ক'রে, রানী?"

তাপ্তী আগ্রহভরে কহিল, "এখন আর তোমার কোন সন্দেহ নেই কাকাবাবুর ওপর?"

"বিন্দুমাত্রও না। আজ কন্‌ফারেন্সে স্যার মহাপাত্রের নাম পর্যন্ত ওঠে নি। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো যে, স্যার মহামাত্র 'রুদ্রবিষাণ' নন্।"

কুমারী তাপ্তী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমাকে তুমি বাঁচালে, পাইন। আমার মন থেকে পাষাণ-বোঝা অপসৃত হ'ল।" এই বলিয়া কুমারী তাপ্তী ক্ষণকাল একদৃষ্টে মিঃ পাইনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "তোমাদের কন্‌ফারেন্সে কি হ'ল আমাকে কি বলা চলে না, পাইন? অবশ্য 'অফিসিয়াল সিক্রেট' আমি জান্‌তে চাই না। আমি শুধু এইটুকু শুনতে চাই, তোমরা কোন নির্দিষ্ট আদেশ পেয়েছ কি-না?"

সহসা মিঃ পাইন সোল্লাসে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "তাপ্তী, তাপ্তী, এইবার আমি বুঝতে পেরেছি, 'রুদ্রবিষাণ' কে? এখন আমার চোখে প্রত্যেকটি জিনিস জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেছে।"

তাপ্তী আগ্রহভরে কহিল, "কে, কে, প্রমথ? কে 'রুদ্রবিষাণ'? আমাকে

...ম বল ?"

"না তাপ্তী, না। বললেও তুমি তা'কে চিনতে পারবে না। সে তোমাদের ...ন পরিচিত ব্যক্তি নয়।" এই বলিয়া মিঃ পাইন নীরব হইলেন।

কুমারী তাপ্তী কহিল, "কিন্তু প্রমথ, তুমি যতক্ষণ না তা'র বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ ...., ততক্ষণ কিছুতেই তাকে গ্রেফ্‌তার করতে পারো না।"

মিঃ পাইন মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তাপ্তী, তুমি ঠিক কমিশনার সাহেবের মত ...া বলছ। প্রমাণ? এই শয়তানের বিরুদ্ধে এত বেশী প্রমাণ পুঞ্জীভূত হ'য়েছে ..., আমার দুঃখ হয়, তা'কে একবারের বেশী ফাঁসি-কাঠে ঝোলাতে পারা যাবে না, ...লে দশবার ঝোলালেও প্রমাণের অপ্রতুলতা ঘটত না। এই দস্যুকে, আমার ইচ্ছা ...., প্রথম ফাঁসিতে ঝুলিয়ে, তারপর নামিয়ে রেখে, আবার ঝুলিয়ে দিয়ে পরে ...লেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে কুকুরের মত গুলি ক'রে মারি।"

কুমারী তাপ্তী মধুর স্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "প্রমথ, তুমি উত্তেজিত ...য়েছ।"

"হয়েছি তাপ্তী, হয়েছি। আমার এখন ইচ্ছা যাচ্ছে, পাগলের মত দু'হাত তুলে ...াচি, আর চীৎকার ক'রে বলি—পেয়েছি, পেয়েছি, দস্যু এইবার তোকে পেয়েছি, এইবার তোকে......" মিঃ পাইনের কথা শেষ হইল না, পার্শ্ব-কক্ষে টেলিফোন ...জিয়া উঠিয়া তাঁহাকে নীরব করিয়া দিল।

কুমারী তাপ্তী কহিল, "নিশ্চয়ই তোমার হেড কোয়ার্টার, প্রমথ। তুমি দেখবে, না আমি ধরব?" মিঃ পাইন দ্রুতপদে পার্শ্ব-কক্ষে গিয়া রিসিভার তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "হ্যালো! কে? প্রফেসার? হাঁ, হাঁ, আমি পাইন। শুনুন প্রফেসার, আমি পেয়েছি, এইবার পেয়েছি, আমার দৃষ্টিতে সব কিছু জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। আমি জানি......"

সহসা প্রফেসার বসু বাধা দিয়া তারের অপর প্রান্ত হইতে কহিলেন, "নির্বোধের মত কথা ক'য়ো' না, প্রমথ। টেলিফোনে তুমি কখনও কা'রও নাম ক'রো না। এখনি চলে এস। বিশেষ জরুরী কাজ পড়েছে। প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে।" এই বলিয়া প্রফেসার টেলিফোন কনেকসান্ কাটিয়া দিলেন।

কুমারী তাপ্তী নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল; কহিল, "দু'টি খেয়ে যাবারও সময় হবে না, প্রমথ?"

মিঃ পাইন টুপি ও ছড়ি হাতে তুলিয়া হাসি মুখে কহিলেন, "আমাকে ক্ষমা করো, রানী। আমরা সফলতার শিখরে উঠতে চলেছি, এ-সময়ে তুচ্ছ খাওয়ার জন্য একটা মুহূর্তও নষ্ট করা চলে কী?"

কুমারী তাপ্তী বিষণ্ন মুখে কহিল, "তুচ্ছ খাওয়া! কিন্তু প্রমথ, তোমার স্বাস্থ্য যে..." তাপ্তীর কথা শেষ হইবার পূর্বেই প্রমথ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। কুমারী তাপ্তী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "হয়তো আজ সারাদিনই আহার জুটবে না।"

(২২)

মিঃ পাইন উত্তেজিত মনে হেড কোয়ার্টারে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি আপন অফিস-কক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া যে-মুহূর্তে চেয়ারে উপবেশন করিলেন, সেই মুহূর্তে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। কমিশনার তাঁহাকে ডাকিতেছিলেন; তিনি মিঃ পাইনকে অবিলম্বে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য আদেশ দিলেন।

মিঃ পাইন দ্রুতপদে কমিশনারের কক্ষে উপস্থিত হইলেন। কমিশনার তখন গভীরভাবে চিন্তামগ্ন ছিলেন। তিনি ইঙ্গিতে মিঃ পাইনকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

মিঃ পাইন উপবেশন করিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে কমিশনার কহিলেন, "মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেষ নোটিস পেয়েছেন। তিনি এই দস্যুটার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছেন। তাঁর বডি-গার্ড হিসাবে আমি আপনাকে তাঁর সঙ্গে যাবার অনুরোধ করছি।"

মিঃ পাইন চাপা উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, এর মানে কি এই স্যার যে, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী দস্যুর দাবি মেনে নিয়েছেন? তিনি নিজের প্রাণ রক্ষা করতে এই নর-ঘাতক দস্যুকে Pardon করবেন? এটা কিন্তু অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়, স্যার। প্রকৃত কথা বল্‌তে কি স্যার, আমি এই দস্যুকে চিনতে পেরেছি এবং আমি যদি মাত্র দু'দিনের সময় পাই, তবে দস্যুকে গ্রেফ্‌তার করে সকল কিছুর নিরসন করতে পারি।

কমিশনার চিন্তিত স্বরে কহিলেন, "কিন্তু দস্যুর দাবি অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত সোজা—যা কিছুতেই অমান্য করা চলে না। সে লিখেছে, 'আপনি আজ বেলা ৪টার সময় সশরীরে নির্দিষ্ট ঠিকানায় যদি উপস্থিত না হন, তবে আজ সন্ধ্যার সময় আপনাকে হত্যা করব।' গভর্নমেন্টের সমস্ত পুলিশ ফোর্স একত্র হ'য়েও আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না।"

মিঃ পাইন আশাহত চিত্তে কহিলেন, দানবীয়-দাবি, স্যার। তা' হ'লে আমাকে কি শুধু বডি-গার্ড হ'য়েই যেতে হবে, না অন্য কিছু......"

বাধা দিয়া কমিশনার কহিলেন, "আর কি করতে চান?"

"কি করতে চাই, স্যার?" মিঃ পাইন উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "আমি চাই, এই দস্যুটার গলা টিপে তার সকল পশু-লীলার ইতি ক'রে দিতে।"

কমিশনার মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, "আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করবার পথে কোন অন্তরায় তো আমি দেখিনে, মিঃ পাইন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী আপনাদের ইচ্ছা বা প্লান সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। যদি আপনি বিবেচনা করেন যে, দস্যুকে গ্রেফ্‌তার করতে সক্ষম হবেন, তখন তাঁকে গ্রেফ্‌তার না করার পথে আমি কোন অন্তরায় দেখিনে। অবশ্য দস্যুর হাতে pardon অনুজ্ঞা-পত্র দেবার আগে তা'কে গ্রেফ্‌তার করা চাই।"

মিঃ পাইন কহিলেন, "প্রফেসার বসুও-তো আমাদের সঙ্গে যাবেন?"

"না, তা সম্ভব নয়, মিঃ পাইন। দস্যু পত্রে মাত্র একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাবার

জন্য অনুমতি দিয়েছে। তা' ছাড়া প্রফেসারের সম্বন্ধে এক্ষেত্রে যত কম আলোচনা হয় ততই ভাল। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন আপনি?" কমিশনার রহস্যময় স্বরে কহিলেন।

মিঃ পাইন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বুঝেছি, স্যার। আমি সত্যই অনুগৃহীত আপনার কাছে, যেহেতু আপনি আমাকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গী নির্বাচন করেছেন। তা' ছাড়া মাত্র দস্যুর সঙ্গেই আমাকে যুঝতে হবে, সুতরাং আমি নিঃসন্দেহ যে আমিই সফল হব, স্যার। এ ছাড়া মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর মত বয়স্ক ব্যক্তির কাছ থেকে কোন সাহায্য পাব—আমি আদৌ সে-আশা করি না, স্যার।"

কমিশনারের সারা মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "আমার ভয় হয় মাননীয় প্রধান মন্ত্রী যদি আপনার কথা শোনেন, তা' হলে বোধ হয় বিশেষ খুশি হবেন না, পাইন।"

মিঃ পাইন কহিলেন, "যে মুহূর্তে দস্যু দেখা দেবে, আমি তৎক্ষণাৎ শয়তানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা'কে কাবু ক'রে ফেল্‌ব।" এই বলিয়া তিনি কমিশনারের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনার আর কোন আদেশ আছে, স্যার?"

কমিশনার কহিলেন, "আপনি নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রণোদিত হ'য়ে কাজ করবেন। আমি কোন নির্দিষ্ট আদেশ আপনাকে দেব না। মাত্র মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ইচ্ছানুসারে তাঁর দেহ-রক্ষী হিসাবে আপনাকে পাঠাচ্ছি। তিনি যে কোন মুহূর্তে এখানে এসে আপনাকে সঙ্গে নেবেন। তাই যাবার পূর্বে আমি আপনার সঙ্গে একটু গোপনে কথাবার্তা বলে নিলাম। বুঝেছেন, মিঃ পাইন? আপনি এখন নিজের পথ, নিজের বিবেচনা মত স্থির ক'রে নিন। অবশ্য আমি আপনাকে শুভ ইচ্ছা জানাচ্ছি যে, আপনি যেন সফল হন।"

মিঃ পাইন কৃতজ্ঞ স্বরে কহিলেন, "হাঁ স্যার, বুঝেছি। আমি আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যা' কিছুই ঘটুক, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে এতটুকু আঁচড় লাগতে দেব না।"

এমন সময়ে বাহিরে পদধ্বনি উত্থিত হইল। কমিশনার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে মিঃ পাইনও—মাননীয় প্রধান মন্ত্রী প্রবেশ করিলেন। কমিশনার সশ্রদ্ধ স্বরে কহিলেন, "গুড মর্নিং স্যার।" এই বলিয়া মিঃ পাইন প্রধান মন্ত্রীকে অভিবাদন করিবার পর পুনশ্চ কহিলেন, "ইনিই মিঃ পাইন, স্যার —যিনি আপনার দেহ-রক্ষী হ'য়ে যাবেন। আশা করি, আপনি এঁকে চিনতে পেরেছেন?"

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিনি কহিলেন, "নিশ্চয়ই মিঃ কমিশনার। আমাদের গত কন্‌ফারেন্সে এঁকেই আমি বিশেষ উপযুক্ত বলে ধারণা করেছিলাম।" এই বলিয়া তিনি বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "বাইরে ঝড় উঠেছে। আমাদের বন্ধু 'রুদ্রবিষাণ' এর চেয়ে আর ভাল দিন স্থির করতে পারতেন না। এইবার যাত্রা করা যাক্, কি বলুন?" এই বলিয়া তিনি পুনশ্চ আপনাকে যেন আপনি কহিলেন, "না, না, আমি ভীত হই নি,

pathagar.net

কেন আমি তা' হব ? আপনি সশস্ত্র, মিঃ পাইন ?"

মিঃ পাইন সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "হাঁ স্যার। আপনার কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই, স্যার।" এই বলিয়া তিনি কমিশনারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "গুড বাই স্যার। আমাকে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করার দরুন আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, স্যার। আমার এই নিশ্চয়তা আপনি গ্রহণ করুন যে, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর কিছুমাত্র বিপদ ঘটতে দেব না।"

প্রধান মন্ত্রীর সহিত নিঃশব্দে কমিশনারের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া মিঃ পাইন বাহিরে অপেক্ষমাণ মোটরে আরোহণ করিলেন। মিঃ পাইন লক্ষ্য করিলেন, প্রধান মন্ত্রীর মুখ বিবর্ণ হইয়াছে। তাহা হইলেও দৃঢ় পদক্ষেপে তাঁহার পশ্চাতে চলিয়া মোটরে আরোহণ করিলেন।

মোটর ছুটিল। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ঠিক পশ্চাতে বসিয়া, রিভলভারের বাঁটের উপর হস্ত মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া মিঃ পাইন নানারূপ চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন যে, বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবন-রক্ষক হইয়া, এক নির্মম ও ঘাতকদস্যুর সম্মুখীন হইতে চলিয়াছেন। যদি তিনি ব্যর্থ হন, তাহা হইলে সারাজীবন তাঁহার ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাঁহার পক্ষে পুলিসের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকা আর কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না।

সহসা একস্থানে ট্রাফিক্ পুলিস মোটরের গতিরোধ করিলে, মিঃ পাইন তৎক্ষণাৎ জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া পুলিসকে গুপ্ত ইঙ্গিত করিলেন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর গাড়ী তৎক্ষণাৎ পথ পাইয়া ছুটিতে লাগিল।

মিঃ পাইনের এই সতর্কতাটুকু মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি এড়াইল না ; তিনি মুখ ফিরাইয়া, পাইনের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। মিঃ পাইন বুঝিলেন যে, তিনি প্রধান মন্ত্রীর আন্তরিক ধন্যবাদ লাভ করিলেন।

মোটর ছুটিতে লাগিল। পথে আর কোন বাধা না পাইয়া, অবশেষে মোটর একটি ওয়ার হাউসের মত বৃহৎ বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার ক্ষিপ্রতা দেখে মনে হওয়া এতটুকু বিচিত্র নহে যে, তিনি এই বিরক্তিজনক কার্য যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করিতে চাহেন। মিঃ পাইনও সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে মোটর হইতে বাহির হইয়া প্রধান মন্ত্রীর পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।

সম্মুখস্থ বৃহৎ বাড়ীটির দ্বারে উপস্থিত হইয়া, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কহিলেন, "আমরা এসে পড়েছি, ইন্‌স্‌পেক্টার।" প্রধান মন্ত্রীর স্বরে একটুকু ভীতির আভাস ছিল না।

সুবৃহৎ নির্জন বাড়ীটির দিকে চাহিয়া মিঃ পাইনের রক্ত শীতল হইয়া যাইবার উপক্রম করিলেও তিনি দুর্দম তেজে বলীয়ান হইয়া কহিলেন, "হাঁ, স্যার। কিন্তু আমি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি যে, আমাদের বন্ধু অন্ততঃ পক্ষে একজনকেও আপনার সঙ্গে আসার অনুমতি দিয়েছেন দেখে।"

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মৃদু হাস্যে কহিলেন, "তাই বটে। যাই হোক্, আমি এই

দস্যুকে দেখবার জন্য অত্যন্ত কুতুহলী হ'য়ে উঠেছি। যে ব্যক্তি আমাদের সকলকে পরাজয়ের পরে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করেছে, সে যে কে, তা জানবার জন্য আগ্রহের আর আমার অন্ত নেই।"

সহসা মিঃ পাইন বলিতে যাইতেছিলেন যে, তিনি দস্যুর নাম জানেন ও তাহাকে চেনেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সতর্ক হইয়া নীরব হইয়া গেলেন। মাত্র কহিলেন, "কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা তা' জান্তে পারব।"

মিঃ পাইন অগ্রে ও পশ্চাতে প্রধান মন্ত্রী বাড়ীর সম্মুখ দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। মিঃ পাইন সবেগে দ্বারের কড়া ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন। কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। পুনশ্চ তিনি ভীষণ বেগে দ্বারের উপর আঘাত করিতে লাগিলেন। সহসা দ্বারে যে আলো জ্বলিতেছিল, তাহা নির্বাপিত হইয়া গেল। স্থানটি ঘনান্ধকারে পরিণত হইল। মিঃ পাইন কিছু বলিবার পূর্বেই লৌহের মত শক্ত একখানি হাত তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল এবং এক পা কোনদিকে অগ্রসর হইবার পূর্বে তিনি অনুভব করিলেন, পদ-নিম্নের মাটি কাঁপিতে কাঁপিতে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যাইতেছে।

মিঃ পাইনের মন সেই সময়ে সর্বাপেক্ষা এই দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইয়া উঠিল যে, তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন। 'রুদ্রবিষাণ'কে গ্রেফ্তার করিবার প্ল্যান বিফল হইয়াছে। দস্যুকে যতটুকু ধূর্ত ভাবিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা শতগুণে যে সে বেশী ধূর্ত তাহাতে তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি ইহাই ভাবিলেন যে, খুব সম্ভবতঃ তাঁহাদের উভয়কে দস্যু বন্দী রাখিয়া, তাহার দাবির মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। যে-লৌহ হস্ত তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়াছিল, মিঃ পাইন সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, তাহা ছাড়াইবার কিছু মাত্র শক্তিও তাঁহার নাই। তাঁহার বোধ হইল, যেন লৌহ-সাঁড়াশি দিয়া তাঁহার মুখ ও দেহ সজোরে চাপিয়া ধরা হইয়াছে।

এক সময়ে নিম্নে গমন সহসা রোধ হইল। মিঃ পাইন অনুভব করিলেন, তাঁহাকে একটি বেঞ্চের উপর বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ভূ-নিম্ন কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিল। মিঃ পাইন সবিস্ময়ে দেখিলেন, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকেও বাঁধিয়া তাঁহার বেঞ্চের সহিত সমতল ও পার্শ্বে রক্ষিত একটি টেবিলের উপর শয়ান করিয়া রাখা হইয়াছে।

মিঃ পাইন বুঝিলেন, তাঁহার দুই হাত ও দুই পা শক্ত দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলা হইল। এক টুকরা দুর্গন্ধভরা র‍্যাগ তাঁহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। ফলে একটু শব্দ করিবার পর্যন্ত শক্তি তাঁহার রহিল না, প্রতিরোধ করা-তো দূরের কথা।

দস্যু যখন বুঝিল, বন্দীদ্বয়ের বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ও সন্তোষজনক হইয়াছে, তখন তাঁহাদের পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মিঃ পাইন চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে মুখোশাবৃত, মাঝারি আকারের এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মুখোশের ভিতর দুইটি চক্ষু যেন দুই টুক্রা আগুনের মত জ্বলিতেছে।

মিঃ পাইন তাঁহার সব শক্তি প্রয়োগ করিয়া হস্তের বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রয়াস

পাইলেন, কিন্তু বন্ধন এরূপ দৃঢ় করিয়া ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা বাঁধা হইয়াছিল যে, তিনি বিন্দুমাত্রও শ্লথ করিতে পারিলেন না।

দস্যু নির্বাক মুখে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার চক্ষুদ্বয় প্রতি-হিংসাবহ্নিতে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। তাহার চক্ষুদ্বয় একবার ইলেক্‌ট্রিক আলোর দিকে উত্থিত হইল, পরে বন্দীদ্বয়ের দিকে নমিত হইল এবং অকস্মাৎ বিদ্যুদ্বেগে এক লম্ফে সুইচের নিকট উপস্থিত হইয়া আলো নির্বাপিত করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ পাইন অনুভব করিলেন, তাঁহার হস্তের বন্ধনের উপর যেন কেহ ছুরি চালাইতেছে।

কয়েক মুহূর্ত নিবিড় অন্ধকার, তারপর পুনশ্চ আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং সারা কক্ষ উজ্জ্বল আলোক-বন্যায় ভাসিয়া গেল।

মিঃ পাইন চাহিয়া দেখিলেন, আলোর সুইচ হইতে দুইটি তার বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং তার দুইটির শেষ ভাগ তামার বেষ্টনীতে প্রবেশ করিয়াছে। মিঃ পাইনের দেহের সমস্ত রক্ত তুহিন শীতল হইয়া গেল। তিনি শঙ্কিত চিত্তে ভাবিলেন, দস্যু কি তাহাদের অঙ্গে ইলেকট্রিক প্রবেশ করাইয়া হত্যা করিবার মতলব করিয়াছে?

এমন সময়ে ভয়াবহ স্বরে দস্যু কহিল, "তোমাদের সময় হয়ে এসেছে।"

দস্যুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয় বন্দীর দেহের রক্ত-চলাচল বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

দস্যু পুনশ্চ কহিল, "তোমরা ভেবেছিলে, আমার সঙ্গে চালাকি ক'রে আমাকে বন্দী করবে, না? 'রুদ্রবিষাণ'কে বন্দী করবে পুলিস! হাঁ, যে মুখ দেখবার জন্য, যা'কে জানবার জন্য তোমাদের আগ্রহের আর অন্ত ছিল না, তোমাদের মৃত্যুর পূর্বে সে-মুখ আমার একবার শেষবারের জন্য দেখতে পাবে। কিন্তু গল্প করবার জন্য তোমরা আজ জীবিত থাকবে না। তবে তোমাদের আমি খুব সহজ-মৃত্যুও দেব না। ইলেকট্রিক তার দু'টি সংযোগ করবার আগে আমি তোমাদের কিছু জিনিস দেখাতে চাই। দেখবে? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! 'রুদ্রবিষাণ'কে বন্দী করবে—হা হা হা?"

মিঃ পাইনের মনে হইল, তাঁহার মস্তকের প্রত্যেক গাছি চুল খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে।

pathagar.net

(২৩)

কুমারী তাপ্তী তাহার কক্ষে ৺মদনমোহন দেবের মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতেছিল, "ঠাকুর! তুমি জান, প্রমথকে আমি কত ভালবাসি। তুমি জান ঠাকুর, প্রমথকে হারালে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। তা'র যেন কোন অমঙ্গল না হয়, দয়াময়! আজ আমার মন এত কেঁদে উঠছে কেন ঠাকুর, নিশ্চয় প্রমথর কোন বিপদ হয়েছে, নিশ্চয়ই প্রমথ বিপদে পড়েছে, তা'কে রক্ষা কর ঠাকুর, রক্ষা কর।"

এমন সময়ে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। কুমারী তাপ্তী সাশ্রুনয়নে, কম্পিত বক্ষে রিসিভার তুলিয়া লইয়া কহিল, "কে? হাঁ, আমি কুমারী তাপ্তী। কী?

স্যার মহাপাত্রের জ্ঞান ফিরেছে। আমার কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরেছে? তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন? আমি এখনই যাচ্ছি।"

কুমারী তাপ্তী রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া অবিলম্বে মোটর তৈরি করিবার জন্য আদেশ পাঠাইল এবং দ্রুত বেগে বাহিরে যাইবার পোশাকে সজ্জিত হইয়া মোটরে আরোহণ করিল। মোটর প্রেসিডেন্সী জেল-হাসপাতাল অভিমুখে উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিল।

অবশেষে মোটর প্রেসিডেন্সী হাসপাতালে উপস্থিত হইলে, তাপ্তী মোটর হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুত পদে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং একজন নার্সকে আপনার পরিচয় দিলে, সে তাপ্তীকে লইয়া স্যার মহাপাত্রের স্পেশাল কেবিন-দ্বারে উপস্থিত হইল।

তাপ্তী আগ্রহ ভরে কহিল, "কেমন আছেন তিনি? স্যার মহাপাত্র কেমন আছেন?"

"তাঁর জ্ঞান ফিরেছে। আপনিই তাঁর ওয়ার্ড, না? তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।" নার্স কহিল।

"হাঁ, কুমারী তাপ্তী দেবী আমি। আমি কি এখনই তাঁর ঘরে যেতে পারি?" তাপ্তী আগ্রহ ভরে কহিল।

নার্স কহিল, "হাঁ পারেন। কিন্তু আপনাকে আমি সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, এমন কোন কথা বল্‌বেন না, যা শুন্‌লে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেন। বুঝেছেন, তাপ্তী দেবী? তিনি অত্যন্ত দুর্বল। যদিও তাঁর বিপদের সম্ভাবনা দূর হ'য়ে গেছে, তবুও খুব সাবধান হওয়ার প্রয়োজন আছে।"

কুমারী তাপ্তীকে লইয়া নার্স স্যার মহাপাত্রের কক্ষে পৌঁছাইয়া দিল। তাপ্তী দেখিল, স্যার মহাপাত্রের সারা মুখ ও হাত-পা ব্যাণ্ডেজে জড়ানো রহিয়াছে। সে কম্পিত বক্ষে খাটের নিকট গিয়া মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল, "কাকু, কাকু আমার!" কুমারী তাপ্তীর আয়ত চক্ষু দু'টি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

"ডলি। মা আমার। এসেছিস?" স্যার মহাপাত্র অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে কহিলেন এবং ক্ষণকাল পলকহীন স্নেহার্ত দৃষ্টিতে তাপ্তীর মুখের উপর চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, 'রুদ্রবিষাণ' আমাকে একেবারে শেষ করেছিল, মা। দস্যুকে গ্রেফ্‌তার করেছে? যদি না ক'রে থাকে, তবে আমি তার নাম বলে দিতে পারি।"

কুমারী তাপ্তী দ্রুত অথচ চাপা স্বরে কহিল, "ওসব নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই, কাকু। আপনি আপনার কথা বলুন। নার্স বল্‌লে, আপনি এইবার দ্রুত আরোগ্য হ'য়ে যাবেন। আর কয় সপ্তাহ মাত্র, তারপর আপনাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আমি আপনার নার্স হব, কাকু। সেই বেশ হবে, না?"

স্যার মহাপাত্রের চক্ষুদ্বয় আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি কুমারী তাপ্তীকে কন্যাস্নেহে শিশুকাল হইতে লালন-পালন করিয়া আসিতেছেন। বর্তমানে সেই বালিকা প্রায় পূর্ণ নারীত্বে পরিণত হইতে চলিয়াছে। স্যার মহাপাত্র আজীবন

কুমার জীবন যাপন করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার সকল স্নেহ, ভালবাসা বন্ধু-কন্যা তাপ্তীর উপর পুঞ্জীভূত করিয়াছিলেন। তাপ্তীও যে তাঁহাকে পিতার মত ভক্তি করিত, স্নেহ করিত, ভালবাসিত, তাহা স্যার মহাপাত্রের নিকট কম পবিত্র বস্তু বলিয়া অনুভূত হইত না। তিনি কহিলেন, "তাই হবে, মা। আমি সেই দিনের জন্য আকুল হ'য়ে অপেক্ষা করছি। তারপর পাইন কেমন আছে, ডলি? সে নিশ্চয়ই দস্যুকে গ্রেফ্‌তার করতে সক্ষম হবে।"

দস্যু 'রুদ্রবিষাণের' কথায় স্যার মহাপাত্রের মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ উচ্চ হইয়া পড়িলে, নার্স দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আপনি নিশ্চয়ই অতীতের পীড়নের কথা সব মন থেকে দূর ক'রে দেবেন, স্যার মহাপাত্র। আপনার এ-টুকু উত্তেজনাও মঙ্গলপ্রদ হবে না। আপনি শুধু কুমারী তাপ্তীকে উৎকণ্ঠায় ভরিয়ে তুলছেন। আগে ভাল হোন, তারপর সব কথা তাপ্তী দেবীকে বল্‌বেন।"

স্যার মহাপাত্র কহিলেন, "আপনার যুক্তিই ঠিক, নার্স। আচ্ছা মা ডলি, আমি এখন ওসব কথা চিন্তামাত্রও করব না। তুমি আমাকে প্রায়ই দেখতে এস, মা।"

তাপ্তী কহিল, "আমি প্রত্যহ আসব, কাকু। অবশ্য যদি এঁরা......" নার্সকে দেখাইয়া পুনশ্চ কহিল, "আপত্তি না করেন।" এই বলিয়া নার্সের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমাকে প্রত্যহ দেখা করতে দেবেন তো?"

নার্স কহিল, স্যার মহাপাত্রকে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখার জন্য আপনার আসার প্রয়োজন হবে ব'লেই মনে হয়, তাপ্তী দেবী।"

কুমারী তাপ্তী কৃতজ্ঞ চিত্তে কহিল, "অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।"

স্যার মহাপাত্র নার্সের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ধন্যবাদ।" তাপ্তীর দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ হাসি-মুখে কহিলেন, "আজ তবে আয়, মা। আমি এখন একটু ঘুমোব।"

কুমারী তাপ্তীর দুই চক্ষু সহসা অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; সে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত স্যার মহাপাত্রের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কেবিন হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে নার্সকে একান্তে লইয়া গিয়া ধীরে স্বরে কহিল, "উনি গুরুতর রূপে পীড়িত। দয়া করে আমাকে সত্য কথা বলুন, কাকাবাবু আরোগ্য হবেন-তো?"

নার্স মৃদু হাসিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই হবেন, তাপ্তী দেবী। প্রথমে অবশ্য আমাদের ভয় হ'য়েছিল, কিন্তু এখন তিনি আশ্চর্যজনক দ্রুতগতিতে আরোগ্যের পথে চলেছেন। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না, অবশ্য ওঁর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হ'তে কিছু সময় লাগবে।"

কুমারী তাপ্তী কহিল, "আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আবার কাল আসব।"

তাপ্তী হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া মোটরে আরোহণ করিল এবং প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া মিঃ পাইনের সম্বন্ধে ভৃত্যগণের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিল

সে, না তিনি, না টেলিফোন-সংবাদ—কিছু আসিয়াছে।

কুমারী তাপ্তীর মন উদ্বেগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মন অনাগত বিপদ-আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই প্রমথর কোন বিপদ ঘটিয়াছে, নহিলে আমার সংবাদ এতক্ষণ না লইয়া সে কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না।

তাপ্তী পুলিস হেড কোয়ার্টারে টেলিফোন করিল। সেখান হইতে জবাব পাইল, মিঃ পাইন জরুরী কাজে বাহিরে গিয়াছেন, কিন্তু কোথায় গিয়াছেন, কখন ফিরিবেন কেহ বলিতে পারেন না।

মিঃ পাইনকে টেলিফোনে না পাইয়া তাপ্তী প্রফেসার বসুর সহিত কথা বলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু তারের অপর প্রান্তে অপরিচিত স্বর কহিল, "তিনিও উপস্থিত নেই। তিনি কোথায় গেছেন, কখন ফিরবেন কেউ জানেন না। অবশ্য তাদের মধ্যে একজন ফিরলেই আপনাকে টেলিফোন করবার জন্য বলব।"

তাপ্তী হতাশভাবে রিসিভার নামাইয়া রাখিল। সে মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, এখন সে কি করিবে? কি করিয়া তাহার উতল-মনকে শান্ত করিবে? কাহার নিকট যাইবে? কাহার পরামর্শ চাহিবে? সম্পূর্ণ অজ্ঞানিত কারণে কুমারী তাপ্তী অস্থির পদে কক্ষময় পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে হইল, কমিশনার সাহেবকে টেলিফোন করিলে হয়-তো সকল সংবাদ পাওয়া যাইবে। তাপ্তী দ্রুতপদে টেলিফোনের নিকট গিয়া রিসিভার তুলিয়া লইল এবং পরিশেষে কমিশনারকে টেলিফোনে পাইয়া, কম্পিত কণ্ঠে নিজের পরিচয় দিয়া কহিল, "মিঃ পাইন কোথায়? নিশ্চয়ই তাঁর কোন বিপদ ঘটেছে?"

তারের অপর প্রান্তে কমিশনার সাহেব তরুণী তাপ্তীর উদ্বেগভরা স্বর শুনিয়া মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "বিপদ ঘটেছে? কে এমন আজগুবি সংবাদ আপনাকে দিলে?"

তাপ্তী দ্রুত স্বরে কহিল, "কেউ দেয় নি। আমার মন—আমার মন……" তাপ্তী সহসা লজ্জায় রক্তিম বর্ণ হইয়া থামিয়া গেল।

কমিশনার মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "ও আপনার মন বলছে! না না, আপনি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হবেন না। মিঃ পাইন এক মহান গৌরবজনক কাজে গমন করেছেন। তাঁর সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করুন। আমি প্রতি মুহূর্তে তাঁর বিরাট জয়ের সংবাদ প্রতীক্ষা করছি। সাহস সঞ্চয় করুন—মিঃ পাইন বিখ্যাত ব্যক্তি হ'তে চলেছেন?" এই বলিয়া কমিশনার টেলিফোন-সংযোগ কাটিয়া দিলেন।

কুমারী তাপ্তী আগ্রহে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কহিল, "হ্যালো! হ্যালো! শুনছেন স্যার? শুনছেন……"

তাপ্তী ধীরে ধীরে রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া একটি কোচের উপর অবশ অঙ্গ এলাইয়া দিয়া, দুই হাতে মুখ চাপিয়া অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "বিরাট সাফল্য!" ইহার পর আর কিছু সে চিন্তা করিতে পারিল না।

(২৪)

মিঃ পাইন এক সময়ে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার হস্তের বন্ধন প্রায় কর্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি নিঃশব্দে উভয় হস্তের উপর চাপ দিতেই শেষ বন্ধনটুকু খসিয়া পড়িল এবং তাঁহার হস্তে একটি ক্ষুদ্র ছুরিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি নীরবে ছুরিটি চাপিয়া ধরিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার পায়ের বন্ধনও খসিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আচম্বিতে ব্যাঘ্রের মত মুখোশাবৃত দস্যুর উপর লাফাইয়া পড়িলেন। এবং সেই মুহূর্তে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীও দস্যুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। যে ইলেকট্রিক তার দিয়া তাঁহাদের মৃত্যু ঘটাইবার বন্দোবস্ত দস্যু করিয়াছিল, সেই তারের একটি লইয়া প্রধান মন্ত্রী দস্যুর গায়ে চাপিয়া ধরিলেন। ফল অতি দ্রুত হইল। দস্যু শক্তিহীন হইয়া প্রতিরোধশূন্য হইয়া পড়িল।

দস্যু হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেও, মিঃ পাইন তাঁহার হস্তের চাপ কমাইলেন না। তিনি বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। যে-দড়ি দিয়া দস্যু তাঁহাদের বন্ধন করিয়াছিল, সেই রজ্জুতে দস্যুর হস্ত ও উভয় পদ বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। পরে প্রধান মন্ত্রীর দিকে না চাহিয়া মিঃ পাইন কহিলেন, "আমরা দস্যুকে অসাড় করেছি, স্যার। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!" এই বলিয়া মিঃ পাইন মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ও মুখবিবর স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর পরিবর্তে প্রফেসার বসু তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। মিঃ পাইন সবিস্ময়ে কহিলেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখছি? মাননীয় প্রধান মন্ত্রী গেলেন কোথায়?"

প্রফেসার বসু সংক্ষেপে কহিলেন, "আমিই প্রধান মন্ত্রীর ছদ্মবেশ ধরেছিলাম। নিতান্ত মন্দ হয় নি, না পাইন? আমাদের প্রিয়তম দস্যু বন্ধুকেও প্রতারিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আশা করি তুমি জান, আমাদের বন্ধু কে?"

মিঃ পাইন কহিলেন, "হাঁ, জানি।" এই বলিয়া তিনি দস্যুর মুখোশ খুলিয়া ফেলিলেন এবং পুনশ্চ কহিলেন, "হাঁ, আমি ঠিক ধারণা করেছিলাম—কিন্তু মাত্র গতকাল আমি বুঝতে পারি। সে যাই হোক প্রফেসার, আপনি কি এই দস্যুকে কয়েক মিনিট পাহারা দেবেন? আমি তাহ'লে টেলিফোন করার কাজটুকু সেরে আসি?"

"নিশ্চয়ই, পাইন। তুমি তাপ্তী দেবীকে আমার শুভ কামনা জানিও।" প্রফেসার হাসিতে হাসিতে কহিলেন।

মিঃ পাইন পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া কহিলেন, "আমি বড় সাহেবকেও টেলিফোন করে বলেছি। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছেন। পুলিস-প্যাট্রল দ্রুত গতিতে বন্ধুকে আহ্বান ক'রে নিয়ে যাবার জন্য ছুটে আসছে। তা'ছাড়া আমাদের এখনি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর অফিসে ছুটতে হবে।"

প্রফেসার সহাস্যে কহিলেন, "হাঁ, তা' আমি জানি। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী আমাদের সঙ্গে হস্ত মর্দন ক'রে উচ্চাঙ্গের ভঙ্গিতে বলবেন, 'ধন্যবাদ ভদ্রমহোদয়গণ

ধন্যবাদ! আপনাদের মত চতুর অফিসার আমার পুলিস-বাহিনীতে আর তৃতীয়টি নেই।' কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় পাইন যে, আমি এই ছুরির ফলাটি হাতের মধ্যে গোপন ক'রে রাখতে সক্ষম হ'য়েছিলাম। নইলে আমাদের বন্ধু আজ বৈকুণ্ঠ-ধামে প্রেরণ না ক'রে শান্ত হ'তেন না। বন্ধু ভাবতেই পারে নি, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর মত ব্যক্তি এমন ভয়ানক জিনিস হাতের পাতার মধ্যে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হবেন। যে মুহূর্তে বন্ধুর চরম-পত্রের ইতিহাস শুনলাম, তখনি বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের বন্ধুর আসল উদ্দেশ্যটি কী! এটা একটা ফাঁদ, পাইন। তাই আমি এসেছিলাম।" এই বলিয়া প্রফেসার বসু ক্ষণকাল দস্যুর নির্বাক মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাসিতে হাসিতে পুনশ্চ মিঃ পাইনকে কহিলেন, "পাইন, তুমি যখন আমাকে স্যার ব'লে সম্বোধন করছিলে, সত্য বল্‌তে কি, আর একটু হ'লে আমি হেসে ফেলেছিলাম!"

এমন সময়ে অকস্মাৎ 'রুদ্রবিষাণ' হস্ত ও পদের বন্ধন শিথিল করিয়া পলাইবার জন্য লাফ দিল এবং চক্ষুর নিমেষে মিঃ পাইন ব্যাঘ্র বিক্রমে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলেন। দস্যুর চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

প্রফেসার বসু দস্যুকে মাটিতে ফেলিয়া, তাহার মস্তকের উপর বসিয়া কহিলেন, "সর্বনাশ! বন্ধু যদি পালাতে সক্ষম হ'তো, তার চেয়ে সর্বনাশের আর কিছুই থাক্‌তো না আমাদের।" এই বলিয়া তিনি দস্যুর নাকের উপর জুতার অগ্রভাগ চাপিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "যদি আবার চালাকি করতে চেষ্টা কর, তাহ'লে এক আঘাতে নাক থেব্‌ড়ে ফেল্‌ব, বন্ধু।"

এমন সময়ে পুলিস-ভান ও প্যাট্রল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বিজয়-গৌরবে দস্যুর হাতে হাত-কড়া লাগাইয়া, সশস্ত্র পুলিস পাহারায় ভ্যানের মধ্যে তুলিয়া লওয়া হইল। অতঃপর উল্কাগতিতে প্যাট্রল হেড কোয়ার্টার অভিমুখে ধাবিত হইল।

(২৫)

কমিশনারের সুবৃহৎ অফিস-কক্ষে প্রফেসার বসু ও মিঃ প্রমথ পাইন নিজেদের মধ্যে কথা কহিতেছিলেন। তখনও কমিশনার আসিয়া উপস্থিত হন নাই। প্রফেসার বসু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে কহিলেন, "বড় সাহেব জানেন, জীবনকে কেমন ক'রে ভোগ করতে হয়। আমাদের অফিসে এমন আরাম-দায়ক চেয়ার চোখেও দেখিনি। আঃ কি আরাম!" এই বলিয়া প্রফেসার বসু দু'টি চক্ষু মুদিত করিয়া চেয়ারে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। ক্ষণকাল পরে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আমি আশা করি, তুমি তাপ্তী দেবীকে বিবাহ করবার পর তোমার বাসভবন এমনি আরামদায়ক এবং মূল্যবান চেয়ারে সাজাবে, পাইন।"

মিঃ পাইন কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কমিশনার সাহেব দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি কহিলেন, "গুডমর্নিং। 'রুদ্রবিষাণ'কে গ্রেফ্‌তার করেছেন? Congratulations! আমি এইমাত্র প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আসছি। বলাবাহুল্য যে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। কিছু পরে

তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ করবেন বলেছেন।"

প্রফেসার বসু মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, "অর্থাৎ আমাদের কানে তাঁর ধন্যবাদ বর্ষণ করবেন। কিন্তু স্যার, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঝাড়া দু'ঘণ্টা ধরে আমি প্রধান মন্ত্রী সেজেছিলাম, কিন্তু পাইন এতটুকুও সন্দেহ না করে, 'স্যার' 'স্যার' ক'রে আমার মাথা ধরিয়ে দিয়েছে।" এই বলিয়া সহসা প্রফেসারের স্মরণ হইল যে, তিনি স্বয়ং কমিশনারের সম্মুখে কথা বলিতেছেন। তিনি সচকিত হইয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আমি দুঃখিত স্যার, যে—"

কমিশনার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "না, না, প্রফেসার বসু, আপনার লজ্জিত হবার প্রয়োজন নেই। আজ আমি আপনাদের সৌভাগ্যে অত্যন্ত গর্ব বোধ করছি। যদিও পুরস্কারের দু'লক্ষ টাকা আপনারা পাচ্ছেন, তা হ'লেও এই ভারত-ত্রাস দস্যুকে গ্রেফ্‌তার করতে সক্ষম হওয়ায় যে গৌরব, যে সম্মান অর্জন করলেন, তার তুলনায় অর্থ কিছুই নয়।"

মিঃ পাইন কহিলেন, "আমার একটু বক্তব্য আছে, স্যার। তা' এই যে, পুরস্কারের সমুদয় টাকা প্রফেসার বসুরই পাওয়া উচিত। কারণ সত্য কথা বলতে কী, উনিই যা কিছু করবার যা কিছু সাক্ষ্য-সাবুদ, প্রমাণ এবং দস্যুকে গ্রেফ্‌তার করবার জন্য যা কিছু আবশ্যক হয়েছিল, সবই করেছেন। প্রকৃত পক্ষে......"

প্রফেসার বসু তীব্র স্বরে বাধা দিয়া কহিলেন, "কি সব বাজে, রাবিশ বকছ, পাইন, তোমার যা করবার তুমি করেছ, আমার যা করবার আমি করেছি। আমরা উভয়েই সমভাবে সাফল্যের অংশ-ভাগী। এর মধ্যে অন্য কোন কিছু নেই।"

কমিশনার কহিলেন, "প্রফেসার বসু যথার্থ কথাই বলেছেন, পাইন।"

মিঃ পাইন কৃতজ্ঞ চিত্তে কহিলেন, "আমার ধন্যবাদ দেবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে, স্যার। সত্যই প্রফেসার বসু যে কি মহান ব্যক্তি, তা' ধারণায় আমার ধরা যায় না।"

প্রফেসার বসু স্মিত মুখে কমিশনারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই আপনি কয়েকটা বিষয় জানতে চান, তাই না, স্যার?"

কমিশনার কহিলেন, "আমার মনে হয়, আপনি সমস্ত গল্পটা অর্থাৎ মানিক-লালের মৃত্যুর পর থেকে যা-যা ঘটেছিল, তাই যদি বলেন, তবে ভাল হয়।"

প্রফেসার বসু কহিলেন, "উত্তম, স্যার। সত্যিই বেশী কিছু বলবার নেই। হাঁ মনে পড়েছে। মানিকলালের মৃত্যুর পর থেকেই আমরা 'রুদ্রবিষাণে'র সম্বন্ধে উঠে পড়ে লাগি। মানিকলাল দস্যুতা ছেড়ে দিয়ে নিরীহ জীবন যাপন করছিল, এই দস্যু তা'কে দিয়ে কাজ করাতে চায়। সে অস্বীকার করে, শাস্তি স্বরূপ মৃত্যু-দণ্ড পায়। ফলে দস্যুর ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তার অন্যান্য সহকর্মীরা বুঝতে পারে, তার আদেশ অমান্য করলেই মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে, সুতরাং দস্যু 'রুদ্রবিষাণ' দস্যু-রাজ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ঠিক এই না, স্যার?"

কমিশনার কহিলেন, "ঠিক তাই। তারপর?"

pathagar.net

প্রফেসার বসু বলিতে লাগিলেন, "রুদ্রবিষাণ' এইরূপে ভয়াবহ ব্যক্তিরূপে সকলের কাছে প্রকটিত হয়। 'রুদ্রবিষাণ' স্যার মহাপাত্রের এজেণ্ট নিযুক্ত হয়েছিল। অবশ্য তার আসল নামে। স্যার মহাপাত্র তাঁর ও তাঁর ওয়ার্ড তাপ্তী দেবীর বেশীর ভাগ অর্থ এর হাতে সুদে খাটাবার জন্য ন্যস্ত করেন; ফলে দস্যু এই বিপুল ন্যস্ত সম্পদের কিয়দংশ নিজের জন্য ব্যয় ক'রে, স্যার মহাপাত্রকে প্রতারিত করতে আরম্ভ করে।"

কমিশনার কহিলেন, "তারপর?"

"হাঁ, তারপর মিসেস বিনোদিনী পালিতের মৃত্যুর পর আমার চোখ খুলে যায়। আর তখন হ'তেই আমি ঠিক পথে চল্‌তে আরম্ভ করি। আমি চিন্তা করি, ডাঃ পালিতের মত লোককে 'রুদ্রবিষাণ' তার কাজ করবার জন্য বেছে নিলে কেন? প্রথমে এ-প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাই নি। তারপর এক সপ্তাহ পরে এই সমস্যার সমাধান করি। যে-সময়ে ডাঃ পালিতের স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ টেলিফোনে ডাঃ পালিতের কাছে আসে, সে-সময়ে আমি তাঁর অফিসে উপস্থিত ছিলাম। সে সময়ে 'রুদ্রবিষাণ' তাঁর সঙ্গে কথা বলেনি, একজন সহকারীর দ্বারাই বলিয়েছিল। বিনোদিনী পালিত দস্যুকে চিনতে পেরেছিল এবং দস্যু তৎক্ষণাৎ তাঁর দম বন্ধ করে মেরে ফেলে। তারপর ডাঃ পালিতের অফিস পুড়ে যায়, এজন্য তিনি বলেন, তাঁর বহু অর্থ লোকসান হ'য়ে গেছে। তারপর 'রুদ্রবিষাণ' স্যার মহাপাত্রকে হরণ করে এবং তাঁকে একখানা কাগজে সই করতে বলে; তিনি অস্বীকার করেন, ফলে পাশবিক-পীড়নে তাঁর মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি তাঁকে উদ্ধার করি। তারপর কুমারী তাপ্তী দেবীকে দস্যু হরণ করে, কিন্তু তাঁকে পীড়ন করতে ভয় পায়। কারণ সে জানতো, মিঃ পাইনের সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথাবার্তা পাকা হ'য়ে আছে। আমি তাপ্তী দেবীকে উদ্ধার ক'রে তা'র সে-চেষ্টাও ব্যর্থ করি।"

কমিশনার কহিলেন, "আমাকে আপনি বলুন আপনি কোন্ সূত্রে সংবাদ পেয়ে, ঠিক সময়মত এদের উদ্ধার করতে সক্ষম হন?"

"বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় স্যার যে, স্যার মহাপাত্রকে দস্যু যখন অমানুষিকভাবে পীড়ন করে, তার পূর্বে আমি তাঁকে উদ্ধার করতে পারি নি। অবশ্য আমি কোন কথা গোপন করতে চাইনে। আমার জন্যে একটি তরুণী মেয়ে বিপদে আছে জেনেও কাজ করেছিল এবং আমাকে সর্ব রকমে সাহায্য দিয়েছিল, ঐ তরুণী আমার বিবাহিতা ধর্ম-পত্নী, স্যার। অবশ্য তার কথা বিশদভাবে পরে বল্‌ছি। তবে তরুণীর আসল নাম—বাণী দেবী নয়। কিন্তু বাণী দেবী নামে একটি নারী কয়েকবার জেল খেটেছিল এবং বর্তমান সে জেলে আছে। আমি এই দস্যুদলের সঙ্গে কাজ করবার সুবিধা হবে বলে এবং তরুণীকে দস্যুরা নিজেদেরই একজন ভেবে বিশ্বাস করবে ব'লে, 'বাণী' নামে নিযুক্ত করেছিলাম।"

"বুঝেছি, প্রফেসার। তারপর?" কমিশনার উৎসাহিত করিলেন।

"তারপর আমি স্যার মহাপাত্রের টাইপ রাইটারে কতকগুলি চিঠি ছেপে, বাণীর

দ্বারা সংগৃহীত 'রুদ্রবিষাণে'র অনুচরদের নিকট পাঠিয়ে দিই। তুমি জান পাইন, স্যার মহাপাত্রের টাইপ রাইটারের 'এম' অক্ষরটি ঠিক 'রুদ্রবিষাণে'র মেসিনের মতই ভাঙা। ফলে বিনা সন্দেহে সমস্ত সহকর্মীরা একত্রে সমাগত হয়; পরে তুমি তাদের প্রত্যেককে গ্রেফ্‌তার করো। তারপরেই প্রধান মন্ত্রী পত্র পান—'রুদ্রবিষাণে'র কাছ থেকে। দস্যু প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দরকষাকষি আরম্ভ করেছিল। তারপর চরম-পত্র এল। দস্যু প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে একজন বডি-গার্ড থাকবার অনুমতি দিল। এর মধ্যে ধূর্ত দস্যুর চালাকি ছিল। সে নিশ্চয় আশা করেছিল যে, হয় আমি, নয় পাইন, একজন না একজন প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে যেতে আদিষ্ট হবে। তারপর আমি প্রধান মন্ত্রীর ছদ্মবেশে যাই—সঙ্গে পাইন বডি-গার্ড হিসাবে। যদিও পাইন ভেবেছিল যে, সে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে চলবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, কিন্তু আসলে সে আমি। তারপর আমি যেমন আশা করেছিলাম, আমরা পার্শ্ব দিক থেকে আক্রান্ত হলাম। আমি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম, একটা তীক্ষ্ন ছুরির ফলা হাতের চেটোর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম, ফলে তা' হতেই আমার বন্ধন-মুক্তি করি এবং দস্যুকে গ্রেফ্‌তার করি।"

মিঃ পাইন কহিলেন, "ছুরি নিতেও বাণী দেবী বলেছিলেন, তাঁর পদোন্নতি হওয়া প্রয়োজন।"

প্রফেসার বসু কহিলেন, "বাণী দেবী আমার স্ত্রী। সে কোন উন্নতি আশা করে না।"

মিঃ পাইন কহিলেন, "কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার হ'ল না। আপনার মনে আছে যে, স্যার মহাপাত্রের প্রাসাদে তাপ্তী দেবীর জন্মদিনের ভোজে অন্ধকারে স্যারকে কেউ আক্রমণ করেছিল, সে কি নীলমাধব?"

"রাজা? না, পাইন। আমি স্বয়ং সে-কাজটুকু করেছিলাম। কারণ নীলমাধব ও তার একজন সহচর দস্যু সেখানে উপস্থিত ছিল। নীলমাধবের উপর আদেশ ছিল, সে বাতি নির্বাপিত করবে ও অন্যে স্যার মহাপাত্রের গলা টিপে দম বন্ধ ক'রে মারবে; কিন্তু অন্ধকারে স্যার মহাপাত্র আমার সম্মুখে এগিয়ে আসতেই আমি তাঁকে দ্বিতীয় দস্যু ভেবে আক্রমণ করি এবং তিনি মাটিতে পড়ে যান। সোজা কথায় সেদিন রাত্রে আমি স্যার মহাপাত্রের জীবন রক্ষা করেছিলাম। কারণ স্যার মহাপাত্রের পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে, নীলমাধব বাতি জেলে দেয় এবং স্যারের মৃত-দেহ দর্শনের লোভে চেয়ে দেখে। কিন্তু তৎপরিবর্তে তিনি সামান্য আঘাত পেয়ে সে-যাত্রা বেঁচে যান।"

মিঃ পাইন কহিলেন, "আর এক কথা, 'রুদ্রবিষাণ' তাপ্তী দেবীকে আয়ত্তে পেয়েও তাকে হত্যা করে নি কেন?"

"কারণ জীবিত তাপ্তী দেবী তার কাছে আরও বেশী মূল্যবান, মৃতা তাপ্তী দেবীর চেয়ে। তখনও তাপ্তী দেবীর বেশীর ভাগ সম্পদ সে হাতে পায় নি। এই-বার বুঝেছ পাইন?" প্রফেসার মৃদু হাসিয়া কহিলেন।

কমিশনার গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "ডাঃ পালিতই 'রুদ্রবিষাণ'। আমি ভাবছি

কি যে, যখন মিসেস বিনোদিনী পালিত তাঁর স্বামীকে চিনতে পেরেছিলেন, তখন না-জানি কি ভেবেছিলেন।"

প্রফেসার কহিলেন, "ডাঃ পালিতই তার স্ত্রীকে হত্যা করবার জন্য ঐরূপ জাল পেতেছিল! ডাঃ পালিতের মত নির্মম, নিষ্ঠুর হত্যাকারী আমি জীবনে আর দু'টি দেখি নি।"

মিঃ পাইন কহিলেন, "আর এক কথা। তাপ্তীর ফটোগ্রাফ মানিকলালের ঘরে পাওয়া গিয়েছিল কি প্রকারে?"

"না, পাওয়া যায় নি। ওটুকু আমার একটু চালাকি মাত্র। কারণ ঐ ভাবে আমি তাপ্তী দেবীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ সংগ্রহ করেছিলাম তোমার কাছ থেকে।" প্রফেসার বসু কহিলেন।

মিঃ পাইন মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা এখন আমার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিন, প্রফেসার বসু। আপনি কি ক'রে এতদিন দু'রকম জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন? এমন কি আমাকে পর্যন্ত প্রতারিত করতে পেরেছিলেন কি প্রকারে?"

"দু' রকম জীবন? তা'র মানে কি, পাইন?" প্রফেসার বসু নিরীহ স্বরে কহিলেন।

"আমি আশা করি, আপনিও জানেন। আপনি মোহন—অর্থাৎ আরও সরলভাবে অতীতের দস্যু মোহন, তা জানতে আমার বাকী নেই, প্রফেসার বসু।" হাসিতে হাসিতে মিঃ পাইন কহিলেন।

মোহন কমিশনারের দিকে একবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমি বারবার বলেছি স্যার যে, মিঃ পাইন অসাধারণ বুদ্ধিশালী। কিন্তু আমার মনে হয়, তাপ্তী দেবীর কাছে রমা গল্প ক'রে এসেছে।"

মিঃ পাইন হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "রমা দেবীই যে বাণী দেবী, তা' জানতেও আমার বাকী নেই, প্রফেসার। এখন আমাকে দয়া করে বলুন, এমন অসম্ভবও সম্ভব হল কি ক'রে?"

কমিশনার সাহেব মৃদু হাসিমুখে কহিলেন, "আমি তোমার জটিলতা সরল ক'রে দিচ্ছি, পাইন। তোমার মনে আছে, মানিকলালের মৃত্যুর পূর্বেও 'রুদ্রবিষাণ' আরও তিন জন লোকের প্রাণ নেয়? সেই তিনটি হত্যার কোন কিনারা যখন পুলিস করতে অক্ষম হ'ল, তখন মিঃ বেকার আমাকে বলেন যে, তিনি বিশেষরূপে স্থির নিশ্চয় হয়েছেন যে এই সব হত্যাকাণ্ড এমন এক লোকের দ্বারা হচ্ছে, যে সমাজের শিরোভূষণ হ'য়ে আছে, অথচ এই হত্যা-লীলা ক'রে চলেছে। যেহেতু তিনি ছুটিতে ইংলণ্ড যাচ্ছেন এবং টিকিট কেটে বসেছেন, সেহেতু তিনি এই ঘাতক দস্যু সম্বন্ধে কিছু করতে পারছেন না ব'লে বিশেষ দুঃখবোধ করছেন। পরে মিঃ বেকারই আমাকে পরামর্শ দেন যে, যদি আমি অতীতের দস্যু মোহন—বর্তমানে সম্রাট-গভর্নমেণ্টের সুসভ্য নাগরিক মোহনকে—এই কাজে লাগাতে পারি, তবে অতি শীঘ্রই কার্য উদ্ধার হ'য়ে যায়। তিনি আরও বলেন যে মোহনকে নিযুক্ত করতে হ'লে পুরস্কারের মাত্রা দ্বিগুণ করতে হবে। আমি তাঁর পরামর্শ বিশেষভাবে

Pathagar.net

বিবেচনা করি। এমন সময়ে পুনশ্চ হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়—যখন মানিকলালের মৃতদেহ গঙ্গা থেকে পুলিস উদ্ধার করে, তখন আমার মন স্থির হ'য়ে যায়। আমি স্বয়ং মোহনের সঙ্গে তাঁর প্রাসাদে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁকে সম্মত করি।" এই বলিয়া কমিশনার সপ্রশংস দৃষ্টিতে মোহনের দিকে কিছু সময় চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "আজ আমি গর্বিত যে, আমার নির্ধারণে এতটুকু ভুল হয় নি। আশা করি, আপনার মনে আছে, যখনই আপনি মোহনকে সন্দেহ করেছেন, তখনই আমি আপনার সন্দেহ হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। কারণ আমি চাই না যে, মিথ্যা সময় নষ্ট ক'রে আসল কাজের কোন ক্ষতি হয়।"

মোহন মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, স্যার। সত্য কথা বলতে কি, আমার প্রিয়তমা স্ত্রী শ্রীমতী রমার সাহায্য না পেলে এ ক্ষেত্রে কতদূর কৃতকার্য হতাম, তা'তে আমার এখনও সন্দেহ আছে। তা'ছাড়া মিঃ পাইনের মত উপযুক্ত অফিসারের…"

বাধা দিয়া কমিশনার কহিলেন, "মিঃ পাইন আগামী কাল হ'তে সুপারের পদে উন্নীত হবেন এবং দস্যু 'রুদ্রবিষাণ' ওরফে ডাঃ পালিতের বিচারের পর—যদিও বিচারের ফল কি হবে, আমরা জানি—অর্থাৎ তাঁর চরম শাস্তি ফাঁসির পর আমরা অফিসিয়ালী আপনাকে ধন্যবাদ দেব।"

এমন সময়ে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। কমিশনার টেলিফোন-বার্তা শুনিয়া কহিলেন, "মাননীয় প্রধান মন্ত্রী এখনই আপনাদের সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। অবশ্য মোহন, আপনার এই প্রকৃত পরিচয় আমি তাঁকে দিয়েছি।"

আবার টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। কমিশনার রিসিভার তুলিয়া কহিলেন, "হ্যালো! কে? কুমারী তাপ্তী দেবী? গুডমর্নিং! সুপার মিঃ পাইনকে চান? আচ্ছা দিচ্ছি।"

মিঃ পাইন আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ে রিসিভার কানে লাগাইয়া কহিলেন, "তাপ্তী! হাঁ, আমার পদোন্নতি হ'য়েছে। রাত্রে মোহনের নিমন্ত্রণ? রমা দেবী এসেছেন? উত্তম! আমরা প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেই যাচ্ছি। না, দেরি হবে না।"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "এইবার তোমাদের বিবাহ হ'লেই—আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি, পাইন।"

কমিশনার সাহেব হাসিয়া উঠিলেন।

ব্যবসায়ী মোহন

(১)

তখন দশটা বাজে নাই। এম্‌পায়ার্স ফিনান্স কোং অফিসের সম্মুখে একটি রেলওয়েভ্যান আসিয়া দাঁড়াইল। ভ্যানের কুলি ভ্যানের দরজা খুলিয়া দুইটি বৃহৎ ভারি বস্তা টানিতে টানিতে বাহির করিয়া অফিসের গাড়ী বারান্দার উপর নিক্ষেপ করিল এবং তাহার সহকারী রেলওয়ে-পিয়ন রসিদ-ফরম্‌ বাহির করিয়া দ্বারে অপেক্ষমাণ জমাদারকে কহিল, "সাব লোগ আয়া?"

"নেহি। আবি দশ বাজা নেহি।" জমাদার বিরক্ত দৃষ্টিতে বৃহৎ বস্তা দুইটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল।

"বহুত আচ্ছা জমাদার-জি। আপই সহি কর্‌ দিজিয়ে—কাম্‌ চলা যায়েগা।" এই বলিয়া রেলওয়ে-পিয়ন পার্শেলের রসিদখানি জমাদারের সম্মুখে ধরিল।

জমাদার নিবিষ্ট চিত্তে রসিদখানি পরীক্ষা করিয়া কহিল, "উসিসে কোন্‌ চীজ হ্যায়?"

"কেয়া মালুম! প্রেসিডেন্ট সাবকা নামসে আয়া, ব্যস। সহি করো জী; জলদী কর ভেইয়া।" এই বলিয়া পিয়ন জমাদারকে তাড়া দিল।

জমাদার অস্বীকৃতি জানাইতে যাইতেছিল, কিন্তু স্বয়ং প্রেসিডেন্টের নামের পার্শেল, সুতরাং তাহার অস্বীকৃতি অংকুরেই মিলাইয়া গেল। সে অতি সাবধানে আপন নামটি সহি করিয়া দিয়া রসিদখানি রেলওয়ে পিয়নের হস্তে প্রদান করিল।

পিয়ন রসিদখানি একবার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া কহিল, "রাম রাম, ভেইয়া!"

"রাম! রাম!" বলিয়া জমাদার বৃহৎ বস্তা দুইটিকে গাড়ী-বারান্দা হইতে টানিয়া উপরে তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

pathagar.net

ইতোমধ্যে রেলওয়ে-পিয়ন ও রেলওয়ে-ভ্যান অন্তর্হিত হইয়াছিল। জমাদার ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া বৃহৎ বস্তা দুইটিকে কোন রকমে বারান্দার উপর রক্ষা করিল। এমন সময়ে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের সুবৃহৎ মোটর আসিয়া গাড়ী-বারান্দায় থামিল। প্রেসিডেন্ট গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে জমাদার মিলিটারী ধরনে সেলাম করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। নিয়মিত উদার হাস্যে প্রেসিডেন্ট জমাদারের মুখের দিকে চাহিয়া অভিবাদন গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার, জমাদার? তোমাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে—হয়েছে কী?"

জমাদার প্রেসিডেন্টের সদয় বাক্যে পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া নিজ ভাষায় কহিল, "হুজুর, আপনার নামে ঐ দুটো বস্তা এসেছে। আমি নীচে থেকে তোলবার সময়……"

প্রেসিডেন্ট বাধা দিয়া কহিলেন, "অত্যন্ত ভারি বোধ হয়? কিন্তু আমার নামে!" এই বলিয়া তিনি বৃহৎ বস্তা দু'টির নিকটে গিয়া লেবেল দু'টি পাঠ করিলেন; দেখিলেন, বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে ঃ

EXTREMELY PRIVATE &
CONFIDENTIAL
PERSONAL FOR MR. BHADURI ONLY.

প্রেসিডেন্ট আপনাকে যেন আপনি কহিলেন, "কিছুই যে বুঝলাম না। আমার নামে আবার কে কি পাঠালে?" এই বলিয়া তিনি জমাদারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এক কাজ করো, জমাদার। দু'জন কুলী এনে এই বস্তা দু'টো আমার অফিসে পাঠিয়ে দাও। বুঝেছ?"

জমাদার সসম্ভ্রমে কহিল, "হুজুর।"

প্রেসিডেন্ট আদেশ দিয়া লিফটে আরোহণ করিলেন এবং ত্রিতলে আপনার প্রশস্ত অফিস-কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

ক্ষণকাল প'র প্রেসিডেন্ট মিঃ ভাদুড়ী তাঁহার টেবিলে সজ্জিত একটি ইলেকট্রিকের বোতাম টিপিলেন; অনতিবিলম্বে মিস অনিমা দে—একত্রে লেডী টাইপিস্ট ও প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারী—প্রেসিডেন্টের কক্ষে প্রবেশ করিল।

প্রেসিডেন্ট কহিলেন, "বস্তা দু'টো এসেছে, মিস দে?"

"এইমাত্র এসেছে স্যার।" মিস অনিমা দে নতস্বরে কহিল।

"কুলী দু'জনকে পেটী ক্যাশ থেকে দু'টো টাকা দিয়ে বিদায় করো। তারপর আমি আসছি।" এই বলিয়া প্রেসিডেন্ট মিস দে'কে বিদায় দিলেন।

অনতিবিলম্বে প্রেসিডেন্ট মিঃ ভাদুড়ী সেক্রেটারীর কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কুলী দুইজন আশাতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়া সেক্রেটারীকে অভিবাদন করিয়া খুশি মনে প্রস্থান করিল। প্রেসিডেন্ট কহিলেন, "ছুরি আছে, মিস দে?"

"আছে, স্যার।" এই বলিয়া মিস অনিমা একটি ছুরি ড্রয়ার হইতে বাহির করিয়া প্রেসিডেণ্টের হাতে দিল।

প্রেসিডেণ্ট ছুরিটি মিস দে'র হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, "বস্তা দু'টোর মুখের বাঁধন কাটতে পারবে, মিস দে?"

"দেখি স্যার, পারি কি-না।" এই বলিয়া মিস দে অবলীলাক্রমে একটি বস্তার দড়াই কাটিয়া ফেলিল।

প্রেসিডেণ্ট বস্তার ভিতর হাত প্রবেশ করাইয়া ভিতরের বস্তুকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, খুব শক্ত জিনিস মনে হচ্ছে। কিন্তু মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি নে!"

মিস দে কহিল, "আমি কি একটা বাণ্ডিল খুলে দেখব, স্যার?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" প্রেসিডেণ্ট উৎসাহভরে আদেশ দিলেন।

মিস দে বস্তার ভিতর হাত প্রবেশ করাইয়া একটি প্যাকেট টানিয়া বাহিরে আনিল। প্যাকেটের দিকে চাহিয়াই প্রেসিডেণ্ট মিঃ ভাদুড়ী চমকিত হইয়া দুই পা সভয়ে পিছাইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন, মিস দে এক প্যাকেট একশো টাকা নোটের তাড়া ধরিয়া রহিয়াছে।

"সর্বনাশ! এ কী?" মাত্র দু'টি শব্দ প্রেসিডেণ্টের মুখ হইতে বাহির হইল। তিনি পুনশ্চ দুই পা অগ্রসর হইয়া গিয়া মিস দে'র সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং হেঁট হইয়া বস্তার মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। আর একটি একশো টাকা নোটের একই আকারের বৃহৎ বাণ্ডিল বাহির করিয়া আনিলেন।

ইহার পর তিনি বস্তার প্রান্তভাগ ধরিয়া উপুড় করিয়া ধরিলেন। হুড় হুড় করিয়া সমস্ত প্যাকেট বাহির হইয়া মেঝের উপর স্তূপীকৃত হইল।

প্রেসিডেণ্ট মিঃ ভাদুড়ী কহিলেন, "গুড্ গড!" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় বস্তার মুখের দড়ি কাটিয়া ফেলিলেন এবং তাহা হইতেও একই আকারের নোটের প্যাকেট বাহির হইল। পার্থক্য এইটুকু ছিল যে, প্রথম বস্তা অপেক্ষা দ্বিতীয় বস্তার বাণ্ডিলের সংখ্যা অধিক ছিল।

প্রেসিডেণ্ট বিহ্বল দৃষ্টিতে মিস অনিমা দে'র প্রতি চাহিলেন। মিস অনিমা দে বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রেসিডেণ্টের দিকে চাহিল।

প্রেসিডেণ্ট ভাদুড়ী আপন মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "আমার বোধ হয় মিস দে, আমি অফিসে এসেছি! নিশ্চয়ই আমি বাড়ীতে বিছানায় শুয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে স্বপ্ন দেখছি না?"

মিস দে হাসিতে গিয়াও হাসিতে পারিল না। কহিল, "নিশ্চয়ই আপনি অফিসে দাঁড়িয়ে আছেন, মিঃ ভাদুড়ী।"

প্রেসিডেণ্ট বিহ্বল স্বরে কহিলেন, "আর এক কথা, তুমি কি দয়া ক'রে বলবে মিস দে, আমি যা এখানে স্তূপীকৃত দেখছি, এ-বস্তুগুলি কী?"

মিস দে কহিল, "নিশ্চয়ই, স্যার। একশো টাকা নোটের বাণ্ডিলের স্তূপ আপনি দেখছেন......"

pathagar.net

মিস দে নোটের বাণ্ডিলগুলি গণনা করিয়া কহিল, "সর্বসমেত ২৭০টি ১০০ খানি ক'রে একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল আছে, মিঃ ভাদুড়ী।"

মিঃ ভাদুড়ী কহিলেন, "আমি আমার অফিসে যাচ্ছি, মিস দে। তুমি যদি কয়েক মিনিট পরে আমার কাছে গিয়ে আমায় বল যে, সত্যই আমি এখানে কি দেখেছি, আর ঐ বস্তা দু'টোতেই বা কি এসেছে, তাহ'লে আমি অত্যন্ত বাধিত হব, মিস দে। তা'ছাড়া তুমি বস্তা দু'টো পরীক্ষা ক'রে দেখ, যদি ঐ নোট ছাড়া আর কিছু—অর্থাৎ আর কিছু—বুঝেছ তুমি? অর্থাৎ নোটের বাণ্ডিল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাও, তা'হলে আমাকে তা'ও জানাবে।"

মিস অনিমা দে কহিল, "তাই হবে, স্যার। তাছাড়া আমি কি ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ ঘোষকে এখানে আসবার জন্য টেলিফোনে বলব? তা'হলে আমরা উভয়ে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারি।"

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! যা তুমি ভাল বিবেচনা করবে, তাই করবে। তা'ছাড়া আমাকেও বলতে যেন ভুলো না।" এই বলিয়া প্রেসিডেণ্ড মিঃ ভাদুড়ী অপ্রকৃতিস্থ পদে আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

(২)

ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ তারক ঘোষ প্রেসিডেণ্ট মিঃ ভাদুড়ীর সহিত কথা বলিতেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট মিঃ ভাদুড়ী বলিতেছিলেন, "যদি আপনি এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন, তা' হ'লে সত্যই আমি আশ্চর্য হব, মিঃ ঘোষ!"

মিঃ ঘোষ কহিলেন, "না, মিঃ ভাদুড়ী, আমরা যথাসাধ্য অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু কিছুই পাত্তা পাইনি। আমি রেলওয়ে অফিসে অনুসন্ধান করেছিলাম। তারা বললেন অবশ্য তারা অনুসন্ধান ক'রে দেখবেন, কিন্তু আমার মনে হয়, কোন কিনারাই হবে না, স্যার।"

এমন সময়ে মিস অনিমা দে প্রবেশ করিয়া কহিল, "এই মাত্র রেল অফিস থেকে সংবাদ পেলাম, মিঃ ভাদুড়ী, যে তাঁরা অনুসন্ধান ক'রে জেনেছেন, দিল্লী স্টেশনে ঐ বস্তা দু'টো বুক করা হয়। দু'জন কুলী এসে বুক ক'রে যায় এবং রেলের ভাড়া আগাম দিয়ে যায়। মাত্র এই—তা' ছাড়া তাঁরা আর কিছুই বলতে পারবেন না।"

মিঃ ঘোষ কহিলেন, "আমি যদি না আপন চোখে ঐ নোটের স্তূপটি দেখতাম, তা' হ'লে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না, মিঃ ভাদুড়ী। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, এই বিপুল অর্থ কে পাঠালে? কেন পাঠালে? আমারও মাথা গোলমাল হয়ে যাবার মত হ'য়েছে, মিঃ ভাদুড়ী।"

"আরে, আপনার উপক্রম হ'য়েছে! আর আমার মাথাই আছে কি না, এখন পর্যন্ত ধারণা করতে পারছি না। কিন্তু মাথার কথা থাক। এ-সময় স্থায় মাথা থাক আর যাক, কিছুই আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ প্রাশিকৃত ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের নোট আমার নামে কে পাঠালে, কেন পাঠালে, তার একটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আমার যে আহার নিদ্রা বন্ধ হ'য়ে গেছে, এখন তার উপায় কী?"

মিঃ ঘোষ প্রেসিডেণ্টের অফিস-কক্ষে দ্রুত পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। এটি তাঁহার বহুদিনের অভ্যাস। যখনই তিনি কোন কিছুর সমাধান করিতে না পারেন, তখনই এইরূপ ভাবে পায়চারি করিয়া ফিরিয়া থাকেন। সহসা এক সময়ে তিনি প্রেসিডেণ্টের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, ঐ বস্তা দু'টোর মধ্যে নোট ছাড়া কি আর কিছুই ছিল না?"

"কিছুমাত্র না।" প্রেসিডেণ্ট কহিলেন, "হাঁ, হাঁ, আর কাগজে মোড়া কয়েকটি চাল ছিল। কিন্তু চাল ছিল কেন, তা' যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তা'ও বলতে পারব না। তুমিও তো তাই বল, মিস দে?"

মিস দে অপেক্ষা করিতেছিল; কহিল, "সত্যি স্যার, এমন অদ্ভুত ব্যাপার আমি কখনও দেখা দূরে থাক, শুনিও নি। মানুষ শত্রুতা ক'রে অনেক কিছু পাঠায় মানুষকে মারবার জন্য, তা' ডিটেকটিভ উপন্যাসে পড়েছি; কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দেয়, তা এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, স্যার।"

"আমারও, মিস দে।" প্রেসিডেণ্ট গম্ভীর স্বরে কহিলেন।

"আমারও, মিঃ ভাদুড়ী।" ভাইস প্রেসিডেণ্ট মুহূর্তের জন্য পায়চারি বন্ধ করিয়া কহিলেন।

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন, "কিন্তু এখন এই টাকা নিয়ে আমি করি কী, মিঃ ঘোষ।"

সহসা মিঃ ঘোষ উন্মাদের মত অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "টাকা নিয়ে করবেন কী? হা, হা, হা, টাকা নিয়ে করবেন কী! এর চেয়ে সিলী প্রশ্ন আর কিছু কি আপনি কখনও শুনেছেন, মিস দে?"

ভাইস প্রেসিডেণ্টের কথা শুনিয়া প্রেসিডেণ্ট বিন্দুমাত্রও ক্রুদ্ধ বা আহত হইলেন না। তিনি কহিলেন, "যদি হতভাগা এক লাইন লিখেও জানাতো, কেন সে আমাকে টাকা পাঠাচ্ছে, তা' হ'লে আমার আহার-নিদ্রা এমন ভাবে বন্ধ হ'ত না, মিঃ ঘোষ।"

মিস দে কহিল, "এক কাজ করবেন, স্যার? কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগাবেন?"

"কেন? আমাকে কে লক্ষ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছে, অনুসন্ধানের জন্য? আচ্ছা মিস দে, সেই ডিটেকটিভই কি প্রথমে আমাকে রাঁচিতে যেতে বলবে না? তা'ছাড়া মনে নেই, লেবেলের ওপর কি লেখা ছিল। Exteremely Private & Confidential. তবে আমি কি সাধারণের মাঝে এই ব্যাপার তুলতে পারি, মিস দে'।"

"তাই বটে, স্যার।" এই বলিয়া মিস দে সম্মতি জানাইল।

মিস দে বাহির হইয়া গেল। মিঃ ঘোষ প্রেসিডেণ্টের সম্মুখে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "তারপর।"

প্রেসিডেণ্ট ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "হাঁ, তারপর।"

এমন সময়ে একটি ছোট পার্শেল লইয়া মিস দে পুনশ্চ প্রবেশ করিল।

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন, "ওটা আবার কী, মিস অনিমা দে।"

"এইমাত্র ডাকে এল, স্যার। আপনার নামেই এসেছে। তা'ছাড়া আমার জন্য

হয়, বক্তার লেবেলে যে-হস্তাক্ষর ছিল, এই পার্শেলের ঠিকানাও সেই হাতেই লেখা হ'য়েছে স্যার।"

মিঃ ঘোষ কহিলেন, "ভয়, মিস দে?"

"হাঁ, স্যার। কারণ আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্টের আহার-নিদ্রা যে-কারণে বন্ধ হয়, সে......"

মিস দে'কে বাধা দিয়া প্রেসিডেন্ট কহিলেন, "মিঃ ঘোষ, আপনিই এই পার্শেলটা খুলুন। আমাদের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট হ'য়েছে এইবার আপনি একটু অবসর করুন।"

মিঃ ঘোষ পার্শেলটি মিস দে'র হাত হইতে লইয়া পকেট হইতে ছুরি বাহির করিলেন এবং ধীরে ধীরে পার্শেলটির দড়ি কাটিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া ফেলিলেন। একটি ছোট কাঠের বাক্স বাহির হইয়া পড়িল। তিনি বাক্সটির ডালা অতি সন্তর্পণে উন্মুক্ত করিলেন এবং ভিতরের দিকে না চাহিয়া কহিলেন, "মিঃ ভাদুড়ী, এই বাক্স থেকেও যদি টাকা বার হয়, তা'হলে সত্য বলছি, আমি ডাক্তার দেখাব।" এই বলিয়া তিনি ডালাটি খুলিয়া প্রেসিডেন্টের সম্মুখে ধরিলেন। কহিলেন, "এই দেখুন।"

মিঃ ভাদুড়ী সবিস্ময়ে দেখিলেন, বাক্সের উপর থাকে একখানি সাদা কাগজের উপর একটি আনি রহিয়াছে।

মিঃ ঘোষ কহিলেন, "যা ভেবেছি তাই। কিন্তু মিঃ ভাদুড়ী, আপনি প্রচুর অর্থ পেয়েছেন, আর প্রয়োজন নেই। তবে আবার এ-সব কি?"

প্রেসিডেন্ট আনিটি তুলিয়া উপরের থাকের কাগজ বাহির করিলেন। দেখিলেন, বাক্সের ভিতর পাঁচটি থাকে আনি সাজান রহিয়াছে। তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন, সর্বসমেত ২৬টি আনি রহিয়াছে। তিনি কহিলেন, "আমার প্রয়োজন থাক আর না থাক, আমাকে নিতে বাধ্য করেছে, মিঃ ঘোষ।"

আনিগুলি বাহির করিবার পর দেখা গেল, নিম্নে একটি অর্ডিনারী পোস্ট কার্ড রহিয়াছে। তাহার উপর এই কয়েকটি কথা বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে ঃ

"অবশিষ্ট এই আনিগুলি পাঠাইলাম। আমার ধন্যবাদ জানিবেন। সর্বসমেত ২৭,৫১,০৪১৷৷২/০ (আপনার নিজের জন্য নয়) এম্পায়ার্ন ফিনান্স কোং'র তহবিলের জন্য।"

প্রেসিডেন্ট বিহ্বল দৃষ্টিতে ভাইস প্রেসিডেন্টের দিকে চাহিলেন। পরে উভয়ে মিস দে'র মুখের দিকে চাহিলেন। প্রেসিডেন্ট কহিলেন, "তুমি এখান থেকে যাও, মিস দে। এখনই মিঃ ঘোষ এমন কোন কথা বলে ফেলতে পারেন, যা কোন মহিলার পক্ষে শোনা উচিত নয়।"

মিঃ ঘোষ দুই করতলে মাথা চাপিয়া কহিলেন, "আমি একটি গাধা।"

প্রেসিডেন্ট হাসিয়া উঠিলেন; হাসি থামিলে কহিলেন, "আমিও, ঘোষ। কিন্তু এখন আমি একটু নিঃশ্বাস টানতে পারছি। কারণ ঐ বিপুল অর্থ যে আমার

[illegible] জন্য নয়, তা জেনে আমার মাথা থেকে এক বিষম বোঝা নেমে গেল, মিঃ [illegible]। এবার আমি ক্ষুধা বোধ করছি। খুব সম্ভবতঃ ঘুমোতেও পারবো। তুমি [illegible]লো, মিস দে ?"

মিস অনিমা দে কহিল, "এবার তা' বোধ হয় পারবেন, স্যার। কারণ মাথার [illegible] যখন নেমে গেল, তখন—"

মিঃ ঘোষ সহসা পুনশ্চ কহিলেন, "আমি একটি গাধা।"

"কেন বার বার বলছেন, মিঃ ঘোষ? আপনার কি এখনও সন্দেহ আছে নাকি?"

মিস দে মৃদু হাসিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রেসিডেণ্ট পুনশ্চ [illegible]লেন, "কিন্তু কোন্ হিসাবে এই টাকাটা জমা রাখা যায়, মিঃ ঘোষ?"

মিঃ ঘোষ কোন উত্তর দিলেন না।

প্রেসিডেণ্ট মিঃ ভাদুড়ী চিন্তা করিতে লাগিলেন; কহিলেন, "সত্যই, আমার [illegible]বন অর্থাৎ আমার এই দীর্ঘ জীবনে এমন বিস্ময়কর ব্যাপার আর কখনও [illegible]খিনি। আমি ভাবছি কি মিঃ ঘোষ, এই বিপুল অর্থ কে পাঠালে? যদি কোন [illegible] দাতা এই দান ক'রে থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর নাম জানাতেন। অবশ্য [illegible] প্রচার করা না করা সম্পূর্ণ দাতার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। কিন্তু......"

বাধা দিয়া মিঃ ঘোষ কহিলেন, "আমার আর বলবার কিছু নেই। যদি একান্ত পীড়াপীড়ি করেন, তবে এই মাত্র বলতে পারি, এই সমস্যার সমাধান করতে আমরা দু'জনেই সমান বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছি।"

(৩)

মোহনের বালিগঞ্জস্থিত সুদৃশ্য প্রাসাদের ড্রইং-রুমে বসিয়া রমা উৎকণ্ঠিত চিত্তে [illegible]মীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মোহন তাহার নিয়মিত সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির [illegible]ছিল, কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় বহুক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে, ইহাই শ্রীমতী [illegible]র উৎকণ্ঠার হেতুরূপে দেখা দিয়াছিল। কারণ মোহন বাঁধা-ধরা নির্দিষ্ট [illegible]টিনের বাহির হইলেই রমা দেখিয়াছিল, বহু ক্ষেত্রে কিছু না কিছু একটা অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে।

রমা ঘড়ির দিকে চাহিয়া আর নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে [illegible] চরণে বাতায়নের নিকট গিয়া একবার যতদূর দেখা যায় বহির্পথের দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে ডাকিল, "বিলাস!"

"নতুন মা!" বলিয়া বিলাস দ্বারের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল।

রমা উদ্বিগ্ন ভাব চাপিয়া নতস্বরে কহিল, "বাবু তো এখনও ফেরেন নি, বিলাস।"

বিলাস তাহার মা'টির উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। সে সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিল, "নিশ্চয়ই কোন কাজে দেরি হচ্ছে, নতুন মা। আমি কি একবার দেখব।"

রমা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "কোথায় দেখবি, বাবা।"

বিলাস মাথা চুলকাইয়া কহিল, "তবে থাক্, নতুন মা। কর্তা, এখ... পড়বেন। তা' ছাড়া তাঁর কোন অনিষ্ট করে, এমন লোক তো দেখিনে, ন...।"

সহসা নিম্নে গাড়ী বারান্দায় পরিচিত মোটর থামিবার শব্দ উত্থিত হইল। ... সঙ্গে শ্রীমতী রমার মুখ অত্যুজ্জ্বল আভায় আলোকিত হইয়া উঠিল। সে ... ভিন্ন বাতায়নের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বাবু এসেছেন, বিলাস।"

বিলাস শুধু কহিল, "হাঁ মা, এসেছেন।" এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে ... হইয়া গিয়া আপন স্থানে দাঁড়াইল।

সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ উত্থিত হইল এবং ঝড়ের মত বেগে মোহন ড্রইং... প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "রমা, রানী!"

রমা স্বামীর চাদর ও ছড়ি লইয়া যথাস্থানে রাখিবার সময় কহিল, "এত দেরী হ'ল যে? আমি তো......"

রমার মুখের দিকে চাহিয়াই মোহন সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিল; কহিল, "ভয়াতুর কপোতী আমার! আমার মত দুর্দান্ত ব্যক্তির অমঙ্গল আশঙ্কায় কেউ যে কখনও এমন ক'রে ভাবতে বসবে, তা আমার জীবনে স্বপ্ন ছিল, রানী। তাই এ দারুণ প্রলোভন আমি কিছুতেই জয় করতে পারিনি। আমার জন্য তুমি উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় জড়সড় হ'য়ে ভাবছ—আমার এত ভাল লাগে।" এই বলিয়া মোহন রমার চিবুক ঈষৎ তুলিয়া ধরিয়া নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

রমা আবেগমিশ্রিত ক্ষোভপূর্ণ স্বরে কহিল, "যাও। আমার উদ্বেগ, আমার শঙ্কা তুমি যদি বুঝতে, তা' হ'লে এতখানি আনন্দ বোধ করতে না।"

রমা স্বামীর চা ও খাবার পরিবেশন করিয়া এবং নিজের জন্য লইয়া সম্মুখে বসিয়া কহিল, "সত্যি, এত দেরি হ'ল কেন?"

মোহনের মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল "আচ্ছা, তবে বলি—শোন।" এই বলিয়া মোহন তাহার চা'য়ের কাপটি শূন্য করিয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "আচ্ছা রানী, তোমার অপূর্বকে মনে আছে তো?"

রমা দু'টি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "হাঁ, মনে পড়েছে। তিনি তো তোমার বাল্যবন্ধু? যাঁর কাছে সেই রতনচুড় রেখে, তাঁর বাড়ীতে এক রাত্রি থাকবে বলে কিছু সময় পরে চলে এসেছিলে—তিনি তো?"

"হাঁ, সেই রানী। এতদিন পরে হঠাৎ আজ তাঁর সঙ্গে ইডেন গার্ডেনে দেখা হ'য়ে গেল। তা'র স্ত্রী, যে স্ত্রী-অন্ত-প্রাণ সে ছিল বললে অত্যুক্তি করা হয় না, সেই কল্যাণী নারী একটি চার বছরের শিশুকে রেখে ওপারের ডাকে চলে গেছেন। অপূর্ব বললে, 'যদি মৃত্যুকালে সাবিত্রী তাঁর নয়নমণি পুত্রকে দেখবার দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে না যেত, তা' হ'লে আমিও সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীর অনুকরণ করতাম, মোহন। কিন্তু খোকার মুখের দিকে চেয়ে আমাকে সব কিছু ভুলে আবার নতুন ক'রে পথ চলতে হয়েছে।"

রমা একান্ত মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল; কহিল, "তিনি আবার বিয়ে করেছেন তো?"

...ন সবিস্ময়ে কহিল, "তুমি এতখানি নিষ্ঠুর হ'য়ো না, রানী। অপূর্ব ...পূর্বার বিবাহ করত, তা' হ'লে আমি তৎক্ষণাৎ তার সংস্রব সারা জীবনের ...ত্যাগ করতাম। কিন্তু তা' সে করেনি। তা' কি কেউ পারে, রানী?"

...বলিতে মোহনের চক্ষুতে এক অপরূপ ভাবের বিকাশ হইল ; তাহা দেখিয়া ...মন শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে স্বামীর চরণে বারবার প্রণতি জানাইতে লাগিল। ...হিল, "হাঁ, তারপর বলো ?"

মোহন কহিল, "মৃত্যুর সময়—অপূর্ব বললে—সাবিত্রী বলে গেছে, 'আমার ...কা যেন জগতের মাঝে একজন বড়ো হ'য়ে বেঁচে থাকে, যেন সে দেশের ...উজ্জ্বল করে, দীন-দরিদ্রদের দুঃখে বিগলিত হ'য়ে দুঃখ মোচন করতে পারে, ...ন ক'রে তা'কে গ'ড়ে তুলো। তেমনি সুযোগ তার জীবন-পথে দিও।' তাই ...মি অনেক ভেবেচিন্তে এক বৃহৎ-ব্যবসা আরম্ভ করেছি, মোহন। দু'লাখ টাকা ...াৎ আমার সর্বস্ব এই ব্যবসায়েতে নিয়োজিত করেছি। কিন্তু..."

স্বামী সহসা নীরব হইলে রমা অধৈর্য স্বরে কহিল, "ওগো, থেমো না, বলো !"

মোহনের মুখে এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "বাঁদরটা কি বলে ...ল, রমা ? সে দৃঢ়স্বরে বললে, সে আর মাত্র দু'টো মাস জীবিত আছে। তার-...ই সে তা'র স্ত্রীর কাছে চলে যাবে। আমি যত হেসে তার পাগলামো উড়িয়ে ...তে চাই, সে তত দৃঢ়স্বরে আমার কথার প্রতিবাদ করে। তার মুখভাব, তার ...স্বর, তার গভীর বিশ্বাস দেখে, সত্যিই রানী, আমি বিচলিত হ'য়ে পড়েছি।"

রমা কহিল, "তা কি কখনও সম্ভব হয় ?"

"হয় গো হয়, রানী। তুমি কি শোননি কিম্বা বইতে পড়নি যে, সাধু মহা-...পুরুষেরা তাঁদের দেহত্যাগের বিষয় পূর্বাহ্নেই জানতে পারতেন ? অবশ্য অপূর্ব ...আদের সাধু নয়, মহাপুরুষ তো নয়ই। কিন্তু ইংরাজীতে Instinct বলে একটা ...আছে। আর এই Instinctকেই অনেক ক্ষেত্রে সত্যে প্রমাণিত হ'তে দেখা ...গেছে। তাই আমি ভাবছি, যদি তা'র বিশ্বাস সত্যেই পরিণত হয়, তা' হ'লে ...নী..." এই বলিয়া মোহন সহসা নীরব হইল।

রমা উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, "তা' হলে কী ?"

মোহন ধীর স্বরে কহিল, "অপূর্ব আমার দু'টো হাত ধ'রে অনুরোধ করলে যে, ...'র বৃহৎ ব্যবসা আমাকেই দেখতে হবে, তার নাবালক পুত্রের ভার আমাকেই ...তে হবে, একমাত্র আমি ছাড়া জগতের আর কোন ব্যক্তিকে সে বিশ্বাস করে না।"

বলিয়া মোহন সহসা হাসিয়া উঠিল।

রমা ঈষৎ তপ্ত কণ্ঠে কহিল, "হাসলে যে ?"

"হাসব না ? বলো কি, রানী ? যে দস্যু মোহন ধনীর ধনের ভার লাঘব ...বার জন্যই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হ'য়েছে, সেই মোহনের হাতেই একটা অর্বাচীন ...কিনা সর্বস্ব সমর্পণ না করা পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হবে না। তবেই এমন একটা ...দন শুনেও যদি না হাসি..."

রমা তপ্ত কণ্ঠে বাধা দিয়া কহিল, "থামো তুমি। তুমি যে কী, অপূর্ব-বাবু

চিনেছেন বলেই ভুল করতে চান না। কিন্তু শোন তুমি! এর পর ভবিষ্যতে আমার কাছে যদি তুমি নিজেকে এমন হেয় ভাবে বর্ণনা করো, তা' হ'লে সত্যি সত্যি আমি আত্মহত্যা ক'রে মরব।"

রমার চক্ষু দু'টি ছল ছল করিয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল হইল।

মোহন স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল প্রিয়তমা নারীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল। পরে কহিল, "তোমাকে দেখার আশা আজও আমার কেন মিটল না, রানী? সেই প্রথম দিন যেমন অপরিচিত দেবী রূপে দেখা দিয়েছিলে, এতদিন কেটে গেল, তবু তোমার সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হ'তে পারলাম না। আমার মনে কি হয় জানো, রানী? আমার মনে হয়, তুমি চিরদিনই আমার কাছে নিজেকে গোপন ক'রে রেখে চলেছে।"

রমার আয়ত চক্ষু দু'টি বিস্ফারিত হইল; সে কহিল, "কি যে বলো, আমার লজ্জা করে। তারপর কি হ'ল বল-গো?"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "অপূর্ব আমার কাছ থেকে এই আশ্বাস নিয়ে তবে আমাকে মুক্তি দিয়েছে যে, আমি তা'র কারবারের অর্ধেক অংশীদার হ'য়ে, কারবারের ও তার নাবালক পুত্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করব।"

রমা কহিল, "তাঁর পুত্রকে কোথায় রেখেছেন?"

"বিলাতের একটা 'হোমে' রেখে লালন-পালন ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছে।" মোহন কহিল।

"আহা! শিশু-ছেলেকে না দেখে আছেন কি করে তিনি?" রমা সহানুভূতি প্রকাশ করিল।

মোহন কহিল, "তুমি যে ভুলে যাচ্ছ, রানী, সাবিত্রী দেবী বলে গেছেন, তাঁর ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করবার জন্য! অবশ্য প্রতি বৎসর অপূর্ব বিলাতে গিয়ে ছেলেকে দেখে আসে।"

রমা প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করতে হ'লে বিলাতে পাঠাতে হবে, এই-যে মনোবৃত্তি, তুমি সমর্থন করো? কেন, ভারতবর্ষে কি এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে…"

মোহন হাসিতে হাসিতে বাধা দিয়া কহিল, "আঃ তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ, সে ছেলে আমাদের নয়, অপরের? তবেই আমাদের সমর্থন কি অসমর্থনের কোন প্রশ্ন ওঠে কি, রমা?"

'ছেলে আমাদের নয়।' এই কথা শুনিয়াই রমার বক্ষের ভিতর এক অপূর্ব শিহরণ উঠিল। সে অস্ফুট কণ্ঠে বিহ্বল স্বরে কহিল, "আমাদের ছেলে! আমাদের খোকন! ও ভগবান!" এই বলিয়া অকস্মাৎ রমা টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া দুই চক্ষু মুদিত করিল।

মোহন সবিস্ময়ে চাহিয়াছিল; তাহার সারা মুখে এক অদ্ভুত আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সে ব্যথিত স্বরে ডাকিল, "রানী! রমা!"

রমা অতি মৃদু স্বরে কহিল, "ওগো। একটুখানি থাম তুমি। আমার মাথাটা কেমন ঘুরে উঠেছে।"

পর মুহূর্তে রমার মুখখানি মোহন দুই সবল করতলের মধ্যে চাপিয়া মুখের দিকে তুলিয়া অতি মিষ্ট স্বরে কহিল, "আমি বুঝেছি রমা, আমিও অনুভব করেছি, রানী।"

অকস্মাৎ রমার দুই চক্ষু উপছাইয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল।

(৪)

বেনারসের জনাকীর্ণ অঞ্চল হইতে দূরে কামাচ্চার শেষ প্রান্তে যে দ্বিতল বাড়ীটি ছিল, তাহার মালিক বাড়ীটি ভাড়া দিয়া রাখিতেন। বর্তমানে যে ব্যক্তি এই বাড়ীটি ভাড়া লইয়াছিল, সে একেবারে ছয় মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়া বাড়ীর মালিককে মাসে মাসে ভাড়া আদায়ের শ্রম হইতে অব্যাহতি দিয়াছিল। যে ব্যক্তি এই বাড়ীটি ভাড়া লইয়াছিল, তাহার নাম বিরূপাক্ষ পালিত—বাঙালী, এইটুকু পরিচয়ই বাড়ীর মালিক পাইয়াছিলেন এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

সেদিন কামাচ্চা পোষ্ট অফিসের পিয়ন বিরূপাক্ষ পালিতের নামে একখানি বেয়ারিং পত্র ডেলিভারী দিবার জন্য এই নির্জন বাড়ীটির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর বহির্দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল এবং পত্র রাখিয়া যাইবার জন্য দ্বারের মধ্যস্থলে একাংশ সামান্য স্থান কর্তিত ছিল। কিন্তু বলিয়াছি, সেদিনের পত্রখানি বেয়ারিং ছিল, সুতরাং পোস্টম্যানের পক্ষে দ্বার-ছিদ্রে গলাইয়া দিয়া মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

পোস্টম্যান দ্বারের কড়া নাড়িয়া উচ্চস্বরে কহিল, "চিঠি হ্যায়, হুজুর!"

কোন উত্তর নাই।

পোস্টম্যান পুনশ্চ অপেক্ষাকৃত জোরে কড়া নাড়িয়া কহিল, "চিঠ্‌ঠি হ্যায়, হুজুর।"

তবুও কোন উত্তর নাই।

পোস্টম্যান বিপদ গণিল। অনুমানে বুঝিল, হয় বাড়ীর অধিবাসী নিদ্রিত, নয় তিনি বদ্ধ কালা। কিন্তু বেলা ১০টার সময় কোন ভদ্রলোক নিদ্রা যান না, এই ভাবিয়া পোস্টম্যান স্থির করিল যে, বিরূপাক্ষবাবু কানে কম শুনিতে পান। ইহা স্থির করিয়া পোস্টম্যান তাহার সবল দুই হাত দিয়া দ্বারের উপর প্রচণ্ড আঘাত করিল।

এইবার আশাতীত ফল ফলিল। সেই প্রচণ্ড শব্দে স্থির থাকিতে না পারিয়া হউক বা শুনিতে পাইয়াই হউক, দ্বিতলের একটি বাতায়ন সশব্দে খুলিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে পোস্টম্যান উপর দিকে চাহিয়া দেখিল, একটি অতি কদাকার ভয়াবহ মুখ ও মাথা বাহিরে আসিয়াছে। বৃহৎ গোলাকার চক্ষু দুটি হিংস্ররোষে যেন জ্বলিতেছে। এই অভূতপূর্ব এবং অকল্পিত মূর্তি দেখিয়াই পোস্টম্যান সভয়ে দুই পা পিছাইয়া গিয়া কৈফিয়ত দিবার জন্য কহিল, "চিঠ্‌ঠি হ্যায় হুজুর।"

pathagar.net

ভীষণ কর্কশ স্বরে দ্বিতলের মূর্তিটি ব্যঙ্গ কণ্ঠে কহিল, "চিঠ্‌ঠি; হ্যায় হুজুর। উল্লু অন্ধ্যা হ্যায়, কাহে রাখকে নেহি য্যাতা হ্যায় ?"

পোস্টম্যান আহতস্বরে কহিল, "বেয়ারিং চিঠ্‌ঠি হুজুর। দো আনা মাসুল দেনে হোগা, হুজুর।"

পোস্টম্যান সভয়ে দেখিল, বাতায়ন হইতে মূর্তিটি সরিয়া গেল। এরূপ অবস্থায় সে কখনও পড়ে নাই। সে সভয়ে বিশ্বনাথজীউর নাম বারবার স্মরণ করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে শুনিল, সিঁড়িতে পদধ্বনি হইতেছে। পোস্ট-ম্যান আরও দুই পদ পিছাইয়া দাঁড়াইয়া শঙ্কিত মনে পথের দুই দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, কোন জনপ্রাণীকে দেখিতে পাইল না।

অকস্মাৎ বহির্দ্বার সশব্দে মুক্ত হইয়া গেল। ভীষণ ভীমকায় ব্যক্তিটি তাহার শালতরুসম বাহুটি বিস্তার করিয়া কহিল, "লে আও চিঠ্‌ঠি।"

পোস্টম্যান সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বেয়ারিং পত্রখানি বিরূপাক্ষের হাতে তুলিয়া দিল। ক্ষীণস্বরে কহিল, "দো আনা মাশুল লাগে গা, হুজুর।"

রক্তচক্ষু পাকাইয়া বিরূপাক্ষ বাবু পিয়নের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিতেই পিয়ন আতঙ্কিত হইয়া দ্রুতবেগে একত্রে কয়েক পদ পিছাইয়া গেল এবং দেখিল, বহির্দ্বার তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

পোস্টম্যান ভাবিল, যাউক দুই আনা, নাহয় সে আপন পকেট হইতে দিবে। কিন্তু সে যে তাহার বাপ-মা'র অসীম পুণ্যের ফলে পৈতৃক প্রাণটা লইয়া পলায়ন করিতে পারিতেছে, ইহাই সে পরম সৌভাগ্যের বিষয় ভাবিয়া আশ্বস্ত হইবার চেষ্টা করিল এবং চলিয়া যাইবার জন্য ফিরিতেই অকস্মাৎ সাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া একটি শক্ত দ্রব্য তাহার কপালে লাগিয়া ঝনাৎ শব্দে মাটির ওপর ছিটকাইয়া পড়িল।

পোস্টম্যান আতঙ্কে একটা চমকিত হইয়া লাফাইয়া উঠিল যে, তাহা দেখিয়া অকস্মাৎ বিরূপাক্ষ নামক ব্যক্তিটি দ্বিতলে বাতায়নে সমীপে দাঁড়াইয়া সুউচ্চ বীভৎস হাস্যে মুখর হইতে লাগিল। পোস্টম্যান সভয় মনে বিরূপাক্ষের হাস্য-বিকৃত ভয়ানক মুখের দিকে একবার চাহিল, পরে তাহার কপালে আঘাত করিয়া রাস্তার উপর পতিত রৌপ্য মুদ্রার দিকে চাহিয়া টাকাটি কুড়াইয়া লইল এবং পুনশ্চ বিরূপাক্ষের দিকে চাহিয়া ভীত কণ্ঠে কহিল, "হামারা পাশ চেঞ্জ নেহি হুজুর। হাম দো আনি মাঙ্গতা হ্যায়।"

সহসা বিরূপাক্ষের হাস্যস্রোত স্তব্ধ হইয়া গেল। সে কঠিন স্বরে কহিল, "চেঞ্জ লেকে তুমরা পিণ্ডি খেলাও। ভাগো ভাগো হিঁয়াসে।" এই অদ্ভুত হিন্দীভাষায় আদেশ দিয়া বিরূপাক্ষ সশব্দে বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিল।

পোস্টম্যান বিপদ গণিল। পোস্ট অফিসের প্রাপ্য মাত্র দুই আনা, কিন্তু পত্রের মালিক দিল একটাকা। এইরূপ অবস্থায় সে ইতিপূর্বে কখনও পতিত হয় নাই। কিন্তু সে আর দ্বিতীয়বার ভরসা করিয়া বিরূপাক্ষকে ডাকিতে পারিল না। কি জানি, পুনশ্চ ডাকিলে পাছে বাহিরে আসিয়া উত্তম-মধ্যম প্রহার করিয়াই যায়,

ভয়ে পোস্টম্যান দ্রুতপদে সে-স্থান ত্যাগ করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল, যেন তাহার পরবর্তী জীবনকালে এই ব্যক্তিটির বেয়ারিং পত্র না আসে।

সেদিন অপরাহ্ণে বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশনের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টার প্ল্যাটফরমের উপর দাঁড়াইয়া আপন মনে শিস দিতেছিলেন। তখন কোন ট্রেন ছিল না। সহসা তাঁহার কর্ণে তাঁহার বালক-পুত্রের ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিলে তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং দ্রুতপদে পুত্রের উদ্দেশ্যে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন, তাঁহার পুত্র ক্রন্দন করিতে করিতে সভয়ে পশ্চাতে চাহিতে চাহিতে ছুটিয়া আসিতেছে। তিনি পুত্রের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলেন, একটি গোলাকার ভীমকায় ব্যক্তি হস্তে মোটা লাঠি লইয়া এবং বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত হইয়া দ্রুতপদে পুত্রের পশ্চাতে আসিতেছে।

আগন্তুকের ভীষণ আকৃতি দেখিয়া স্টেশন মাস্টার মহাশয় দিনমানেও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং নিকটে আসিয়া পৌঁছিলে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই পুত্রকে লইয়া দ্রুতপদে অফিস-কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বার অনর্গল-বদ্ধ করিয়া দিলেন।

পুত্রকে কি ঘটিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমি পড়া লিখছিলুম, ঐ বনমানুষের মত লোকটা এসে শুধু শুধু আমার কান মলে দিলে।"

পুত্রের অভিযোগ শুনিয়া স্টেশন মাস্টার মহাশয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাহস সঞ্চয় করিলেন এবং অফিস-দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলেন, সেই ভীমকায় ব্যক্তিটি দেওয়াল-গাত্রে আঁটা টাইম টেবিল পাঠ করিতেছে। তিনি কহিলেন, "বিনা দোষে কোন ভদ্রলোকেরই কোন শিশুর গায়ে হাত দেওয়া বা কান মলে দেওয়া উচিত নয়। আমি শতবার বলব, এটা আদৌ ভদ্রতার চিহ্ন নয়।"

এই বলিয়া স্টেশন মাস্টার মহাশয় চাহিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার পণ্ডশ্রম হইয়াছে। কারণ পশু-সদৃশ লোকটি একাগ্র মনে ট্রেনের সময় দেখিতেছে, নিশ্চয়ই তাহার কর্ণে তাঁহার অনুযোগ প্রবেশ করে নাই। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "আমি নিশ্চয়ই হাজার বার বলব যে……"

সহসা বাধা পড়িল। সিম্পাঞ্জিসদৃশ ব্যক্তিটি তাহার গোলাকার চক্ষু দুটি স্টেশন মাস্টারের মুখের উপর স্থাপন করিল; কহিল, "চুপ রও। আমি কে জান?"

সভয়ে স্টেশন মাস্টার এক পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, "না, জানি না।"

লোকটির মুখে বীভৎস হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ভারি গলায় কহিল, "তা আমি বুঝেছি, নইলে এত সাহস হয় তোমার, বেয়াদব!" এই বলিয়া সদর্পে এক পদ স্টেশন মাস্টারের দিকে আগাইয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ মাস্টার মহাশয় তিন পা পিছাইয়া গিয়া অফিস-দ্বারের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন।

রাক্ষসাকার ব্যক্তিটি গম্ভীর স্বরে কহিল, "আমি বিরূপাক্ষ পালিত। এইবার বোধ হয় বুঝেছ যে……"

নাম শুনিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্টেশন মাস্টার সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন, "তা' বলে একটা দুগ্ধপোষ্য বালকের কানমলে দেওয়া ভদ্রতার……" এই বলিয়া যেমন লোকটা অগ্রসর হইবার জন্য পা তুলিয়াছে, অমনি তিনি বিদ্যুদ্বেগে কক্ষে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরূপাক্ষ অট্টহাস্যে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল এবং বেচারী স্টেশন মাস্টার অফিস মধ্যে কালী নাম জপ করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে টিকিট দেওয়ার জানলার ভিতর দিয়া বিরূপাক্ষ নামক ব্যক্তি কহিল, "এই মাস্টার, এদিকে এস, কলকাতার একখানা টিকিট জলদি দাও।"

স্টেশন মাস্টার জানলার নিকট সরিয়া আসিয়া কহিলেন, "তা' দিচ্ছি। কিন্তু একটা ছোট ছেলের কান মলে দেওয়া, তা' আবার বিনা অপরাধে, নিশ্চয়ই আমি লক্ষ বার বলব যে……"

"চুপ রও!" বিরূপাক্ষ এমন ভীষণ স্বরে কহিল, যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। অর্গলবন্ধ অফিস-কক্ষের ভিতর বীরপুরুষ স্টেশন মাস্টারের মুখের কথা স্তব্ধ হইয়া গেল। বিরূপাক্ষ পুনশ্চ কহিল, "কত দিতে হবে?"

"কোন ক্লাস?" মাস্টার জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তোমার মাথা ক্লাস! কোন্ ক্লাস! বলি থার্ড ক্লাস, হে ইডিয়ট!" বিরূপাক্ষ মধুর শব্দগুলি বিনা কারণে উপহার দিল।

স্টেশন মাস্টার নিরুপায়, কারণ তখন অনেকেই অফ-ডিউটিতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি মাত্র একা আছেন। আর একজন সিগন্যাল-ম্যান আছে—কিন্তু তাহার কোন পাত্তাই তিনি পাইতেছিলেন না। সুতরাং মনের রাগ মনে রাখিয়া কহিলেন, "দশ রুপেয়া দশ আনা!"

"এই মাস্টার, এই লেও।" এই বলিয়া দু'খানি দশ টাকার নোট জানালা দিয়া গলাইয়া দিল।

স্টেশন মাস্টার টিকিট ও বাকী নয় টাকা ছয় আনা জানালার ছিদ্রের নিকট রাখিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন, "আমি বারবার বলব, কোন ভদ্রলোকের পক্ষে কোন শিশুর কানে হাত দেওয়া……"

বিরূপাক্ষের কণ্ঠে যেন বোমা ফাটিল। কহিল, "চুপ রও। এই নাও, ছেলের কানে ওষুধ দিও।" এই বলিয়া খুচরা নয় টাকা ছয় আনা জানালার ভিতর দিয়া মাস্টারের গায়ে নিক্ষেপ করিল এবং গম্ভীর মুখে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

স্টেশন মাস্টারের সকল অভিযোগ, সকল অনুযোগ সঙ্গে সঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইল। তিনি টাকাগুলি সযত্নে কুড়াইয়া লইয়া পুত্রের গায়ে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "ঠারো বেটা, মিঠাই খিলাওগে আজ। ও যানে দেও।"

অল্প সময় পরে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইলে মানব-ত্রাস বিরূপাক্ষ পালিত

pathagar.net

দাগের কাশীধাম হইতে তাহার অপবিত্র দেহকে মুক্ত করিয়া ট্রেনে আরোহণ করিল।

পরদিন ট্রেন হইতে হাওড়ায় অবতরণ করিয়া বিরূপাক্ষবাবু একটি ট্যাক্সিতে আরোহণ করিল এবং বিডন স্ট্রিটে মিনার্ভা থিয়েটারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চালককে থামিবার আদেশ দিল এবং অবতরণ করিয়া থিয়েটারের টিকিট-ঘরে আসিয়া ক্ষুদ্র বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিল যে, টিকিট ক্লার্ক টুলের উপর বসিয়া নিদ্রা যাইতেছেন।

বিরূপাক্ষবাবু কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। পরে আপনার দাড়িতে একবার হাত বুলাইয়া, হস্ত-ধৃত ছড়িগাছটি বাতায়ন-পথে প্রবেশ করাইয়া টিকিটবাবুর নাসিকার অগ্রভাগের উপর স্থাপন করিয়া নাড়া দিতে লাগিল।

টিকিটবাবু গত রাত্রে কতিপয় বান্ধব ও বান্ধবীর সহিত মিশিয়া রাত্রি জাগরণ করিয়া খেলাধুলা প্রভৃতি নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ করিয়া কাটাইয়াছিলেন এবং প্রাতে ৯টার সময় ডিউটিতে আসিয়া চেয়ারে বসিয়া ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কিছু পূর্বে একজন যুবক টিকিট কাটিতে আসিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে জাগরিত করিয়া কহিল, একখানা স্টলের টিকিট দিন। বাব্বা! কুম্ভকর্ণের মাসতুতো-ভাই আপনি!"

টিকিটবাবু প্রাণপণে চক্ষু চাহিয়া কহিল, "কি চাই?"

"টিকিট চাই, আবার কি আছে শুনি?" যুবক রাগিয়া গেল।

টিকিটবাবু পুনশ্চ কাউণ্টারে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িবার পূর্বে কহিলেন, "টিকিট নেই।"

"স্টলের টিকিট নেই?" যুবক বিস্ময় প্রকাশ করিল।

"না, কিছু নেই। বিরক্ত করবেন না বলছি!" বলিতে বলিতে টিকিট ক্লার্ক ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ফলে থিয়েটার কোম্পানী একটি টিকিটের দাম হারাইল।

যুবক গজ গজ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। ইহার পর আর একজন ভদ্রলোক আসিলেন, তিনি বহুবার ডাকিয়া যখন কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানাইবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

এইবার বিরূপাক্ষবাবু আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কেরানীর গভীর নিদ্রা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল এবং ছড়ির দ্বারা তাহার নাসিকার উপর লাট্টু ঘুরাইতে লাগিল।

সব বিষয়েরই একটা সীমা আছে, নিদ্রারও আছে। কেরানীবাবুর অসহ্য বোধ হওয়ায় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। আচম্বিতে জাগরিত হইয়াই রক্তচক্ষু পাকাইয়া চাহিয়া দেখিলেন এবং তাহার সম্মুখে একটা মানুষ কিম্বা কোন জন্তু দাঁড়াইয়া আছে কি-না ঠাহর করিতে না পারিরা সহসা সোজা হইয়া বসিলেন এবং জানালার ভিতর দিয়া দীর্ঘ শ্মশ্রু গুম্ফে আবৃত মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কহিলেন, "কি চাই?"

"কালকার রাত্রের জন্য তিনখানা ফিমেল টিকিট চাই।" বিরূপাক্ষ জানাইল।

টিকিটবাবুর মেজাজ গরম হইয়াই ছিল। টিকিটের নাম শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "কোন টিকিট নেই।"

বিরূপাক্ষ বিস্মিত হইয়া কহিল, "কালকের সব টিকিট আগাম বিক্রি হ'য়ে গেছে? তবে তুমি এখানে কি করছ, ছোকরা?"

ভয়াবহ কণ্ঠস্বর শুনিয়া টিকিটবাবুর নিদ্রার আমেজ নিঃশেষে টুটিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "কালকার টিকিট চাই? আমি মনে করেছিলাম আজকার। ক'খানা চাই?"

"তোমায় চাবকালেও আমার রাগ যায় না। তিনখানা টিকিট, ফিমেল টিকিট; কালকার রাত্রের জন্য, এই নাও।" বলিয়া একখানি দশ টাকার নোট কাউণ্টারে ফেলিয়া দিল।

টিকিটবাবু ভীত হইয়া পড়িলেন। কারণ বিরূপাক্ষের চেহারা ও স্বর শুনিলে এমন সাহসী ব্যক্তি খুব কমই মিলিত, যাহারা অন্তত পক্ষে সন্দেহ-প্রবণ না হইত। টিকিটের দাম কাটিয়া লইয়া চেঞ্জ ও টিকিট কাউণ্টারের ভিতর দিয়া গলাইয়া দিলে বিরূপাক্ষ টিকিট তিনটি লইয়া বাকী টাকা কয়টি কেরানীর গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, "তোমার নাকের চিকিৎসা করিও।" এই বলিয়া সে বাহিরে আসিয়া ট্যাক্সিতে আরোহণ করিল।

(৫)

কলিকাতা ক্লাইভ স্ট্রীটে প্রাসাদোপম, বাড়ীতে ইণ্ডিয়ান স্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং-এর অফিস আজ সর্বজন-পরিচিত প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানী লৌহ-খনি ক্রয় করিয়া বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিয়া ষ্টীল উৎপাদন করিতেছে। এই কোম্পানীর প্রস্তুত ইস্পাত সারা ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার প্রসিদ্ধ ফার্ম-সমূহে প্রেরণ করিয়া তাহাদের মন্তব্য ও দর চাহিয়া পাঠানো হইয়াছে। বহু টাকা এই কোম্পানী ষ্টীল উৎপাদনে ন্যস্ত করিয়াছে।

এই কোম্পানীটি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। শ্রীযুক্ত অপূর্ব মিত্র এই কোম্পানীর সিনিয়র অংশীদার। তিনি ব্যতীত গদাধর হালদার নামে অন্য একজন ধনী ব্যক্তি দুই আনা অংশের অংশীদার আছেন। প্রকৃতপক্ষে মিঃ হালদার কিছুই জানেন না, কিছুই বোঝেন না, অর্থ নিয়োগ করিয়াছেন এই মাত্র। অপূর্ববাবুই এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক এবং প্রাণ। তিনিই অফিস, কারখানা এবং সমস্তই আপন তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করেন।

আমরা ইতিপূর্বে জানিয়াছি যে, এই অপূর্ববাবু মোহনের বাল্যবন্ধু এবং মোহনকে কোম্পানীর অংশীদার করিবার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

সেদিন অপূর্ববাবু অফিসে আসিতেই তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী ও স্টেনো-গ্রাফার মিস শান্তি সেন তাঁহার 'রুমে' আসিয়া কহিল, "মিঃ হালদার আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য অত্যন্ত অস্থির হয়েছেন, স্যার।"

অপূর্ববাবু একখানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন। কহিলেন, "কোথায় তিনি ?"

"তাঁর 'রুমে', স্যার।" মিস সেন নিবেদন করিল।

"আচ্ছা তাঁকে বল, আমি দেখা করব।" অপূর্ববাবু শান্ত কণ্ঠে কহিলেন।

মিস সেন বাহির হইবার উপক্রম করিতেই অপূর্ববাবু পুনশ্চ কহিলেন, "মিঃ হালদারের সঙ্গে কথা বলবার পর আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব, মিস সেন। সমস্ত পত্র ঠিক ক'রে রেখো।"

"আচ্ছা, স্যার।" এই বলিয়া মিস সেন বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিলে অপূর্ববাবু কহিলেন, বিরূপাক্ষবাবু আজ আর টেলিফোন করেছিলেন ?"

মিস সেনের মুখ ম্লান হইয়া উঠিল। কহিল, "হাঁ স্যার, দু'বার ক'রেছিলেন। আপনি আসবার পাঁচ মিনিট পূর্বেও একবার করেছিলেন, স্যার।"

"লোকটাকে তুমি কখনও দেখেছ, মিস সেন ?" অপূর্ববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

"না স্যার, দেখিনি।" মিস সেন কহিল।

অপূর্ববাবু ম্লান-হাস্যে কহিলেন, "লোকটা যেভাবে পত্র লেখেন, টেলিফোনেও কি তেমন অসভ্যের মত ব্যবহার করেন ?"

মিস সেন নত নেত্রে চাহিয়া কহিল, "তাঁর কথাবার্তা অত্যন্ত কর্কশ বলেই মনে হয়, স্যার।"

"তাঁর টেলিফোন নম্বর রেখেছো ?" অপূর্ববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

"না, স্যার। আমি বারবার জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই বলতে রাজী হ'লেন না। শুধু বললেন, "তোমার বড় সাহেবকে বোলো, আমাকে টালিগঞ্জে টেলিফোন করতে।" মিস সেন নিবেদন করিল।

অপূর্ববাবু কহিলেন, "অদ্ভুত লোক এই বিরূপাক্ষ। আচ্ছা আমি তার ঠিকানা খুঁজে বার ক'রে নেব। তুমি যাও, মিঃ হালদারকে খবর দাও।"

অনতিবিলম্বে মিঃ হালদার প্রবেশ করিলেন। অপূর্ববাবু সহাস্যে তাঁহার বিরাট বপু ও তদধিক বিরাট উদরের উপর পৌরাণিক কালের উপযোগী ঐ মোটা ও ভারী স্বর্ণ-চেন বিলম্বিত অপরূপ বেশভূষা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কহিলেন, "এই যে হালদার, একটু উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে ?"

মিঃ হালদার অতিকষ্টে একখানি বৃহৎ চামড়াচ্ছাদিত কুশান-টপ্ চেয়ারে শ্রীঅঙ্গ প্রবেশ করাইয়া বসিলেন ও হাঁপাইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে কহিলেন, "অপেক্ষা করো অপূর্ব, অপেক্ষা করো—আগে হাঁপ ছাড়তে দাও।"

"আচ্ছা ছাড়। আমি ততক্ষণ এই পত্রগুলো পড়ে ফেলি।" এই বলিয়া অপূর্ববাবু একখানি পত্র হাতে লইতেই মিঃ হালদার ফোঁস করিয়া কহিলেন, "আর পত্র! আমি তো কোনদিকেই আর মঙ্গল দেখিনে, অপূর্ব!"

অপূর্ববাবু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত হালদারের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "অর্থাৎ ? তুমি কি বলতে চাও, হালদার ?"

মিঃ হালদার কহিলেন, "মিথ্যে মনকে চোখ ঠারচ, অপূর্ব। তুমি জান, আমাদের অবস্থা কি! যদিও বাইরের লোক দেখছে, মস্ত বড়ো অফিস, কয়েক

ডজন লোহখনি, হাজার হাজার লোকের কাজ চলছে, কর্মচারীরা ঠিক দিনে মাইনে পাচ্ছে, হৈ-হৈ, রৈ-রৈ ক'রে ষ্টীল কোম্পানীর চাকা ঘুরছে, কিন্তু অপূর্ব, আমরা দেখছি কী ?"

অপূর্ববাবু বিরক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "কি দেখছ তুমি ?"

"তুমি জান না ?" মিঃ হালদার ভুঁড়ি দোলাইয়া কহিলেন।

"না, জানি না। কিন্তু হালদার, তুমি আমার চোখের সামনে অমন ক'রে ভুঁড়ি দুলিয়ো না, এই শেষবারের জন্য তোমাকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি।" এই বলিয়া অপূর্ববাবু নীরব হইলেন।

অপূর্ববাবুর শ্লেষ ও বিদ্রূপ ভরা কথায় কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া মিঃ হালদার কহিলেন, "কিন্তু আমরা দেখছি কি ? দেখছি, অন্ততপক্ষে চারটি ব্যাঙ্ক থেকে ওভারড্রাফটের পর ওভারড্রাফট কাটছি ; এক পয়সার অর্ডার নেই। সম্পূর্ণ অহেতুক কারণে প্রত্যেক বিলাতী আর আমেরিকান মেলে আমাদের ইস্পাতের নমুনা হন্দর হন্দর পাঠাচ্ছি, কিন্তু ফল কি হচ্ছে, অপূর্ব ? আজ পর্যন্ত একটা অর্ডারের মত অর্ডারও আমরা পেলাম না। জিজ্ঞাসা করি, এমন ক'রে আর কতদিন এই ঠাট বজায় রাখা যাবে ?"

মিঃ হালদার এক নিঃশ্বাসে তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া অপূর্ববাবুর দিকে চাহিলেন এবং সবিস্ময়ে দেখিলেন, তিনি মুখে একটা রুমাল চাপা দিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছেন।

মিঃ হালদার নীরব হইলে অপূর্ববাবু রুমালের নিম্ন হইতে কহিলেন, "থেম না, হালদার, থেম না। তোমার যা বলবার আছে, সব বলে যাও, আমি মন দিয়ে শুনছি। শুধু তোমার ভুঁড়ি দোলানো সহ্য হবে না বলেই এবং তোমার ঐ ক্যাড ভুঁড়ি অক্ষত রাখবার জন্যই চোখে ঢাকা দিয়েছি। মানুষের সহ্য-গুণের একটা সীমা আছে। ভুলে যেও না, আমিও একজন মানুষ, হালদার।"

মিঃ হালদার ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "যা সত্য, যদি শুনতে না চাও, আমার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ যদি নিতে না চাও, তবে আর আমি কি করতে পারি, অপূর্ব ? যদিও আমার অংশ দুই আনা, তা' হ'লেও আমার সর্বস্ব এই কোম্পানীতে ঢেলেছি, আশা করি, তা' তুমি ভুলে যাওনি।"

অপূর্ববাবু অকস্মাৎ মুখের রুমাল তীব্রবেগে খুলিয়া লইয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন এবং কঠিন স্বরে কহিলেন, "তোমার অংশের টাকা নিয়ে তুমি এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও, হালদার।"

এই বলিয়া অপূর্ববাবু ড্রয়ার হইতে একখানি চেক-বুক বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন এবং কলম লইয়া লিখিবার উপক্রম করিতেই মিঃ হালদার নড়িয়া চড়িয়া সাধ্যমত দ্রুতবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বৃহৎ উদর দুলিতে লাগিল। অপূর্ববাবু হাস্যরোধ করিতে রিভলভিং চেয়ার ঘুরাইয়া পিছন ফিরিয়া বসিলেন।

মিঃ হালদার দুঃখিত স্বরে কহিলেন, "ছাই আমার টাকা! যদি তোমার লক্ষ

লক্ষ টাকার শোক সহ্য করতে পারো, তবে আমার ঐ সামান্য কয়েক হাজারের শোকও সহ্য হবে। কিন্তু কথা-তো তা' নয়...”

বাধা দিয়া অপূর্ববাবু কহিলেন, “কথা যা, তা আমি জানি হালদার। তুমি আর একটা মাস ধৈর্য ধারণ করো, দেখবে, সোনার ফসল ফলতে আরম্ভ করেছে। রামপুরের অর্ডার, আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি, আর মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে পাব। ঐ এক অর্ডারেই আমাদের আজ পর্যন্ত যত লোকসান হ'য়েছে, সমস্ত পুষিয়ে গিয়েও এত লাভ থাকবে যে, আমার ভয় হয়, তোমার ভুঁড়ি রাতারাতি ডবল হ'য়ে তোমায় আত্মহত্যার পাপে পাতকী না হ'য়ে পড়ে।”

মিঃ হালদারের মুখ উদ্বেগশূন্য হইয়া হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, অপূর্ববাবু চেক লিখিতেছেন। তিনি অকস্মাৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, “ও আবার কি হচ্ছে ?”

“প্রিমিয়ম পাঠাচ্ছি।” এই বলিয়া তিনি একটি বৃহৎ অঙ্কের চেক লিখিয়া বেয়ারাকে ডাকিবার জন্য ইলেকট্রিক ঘণ্টার বোতাম টিপিলেন।

মিঃ হালদার গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “ওই এক তোমার রোগ, অপূর্ব। মানুষ পাঁচ, দশ, নয় খুব জোর পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবন-বীমা করে, কিন্তু একবারে পঁচিশ লাখ টাকার বীমা করা শুধু ছেলেমানুষি নয়—পাগলামি। প্রিমিয়ম দিয়েই তুমি ফতুর হবে।”

ইতিমধ্যে বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; অপূর্ববাবু চেকখানি তাহার হাতে দিয়া কহিলেন, “মেমসাবকো ভেজ দেনে বোলো।”

বেয়ারা চেক ও আদেশ লইয়া বাহির হইয়া গেলে অপূর্ববাবু কহিলেন, “মিথ্যা তুমি উদ্বিগ্ন হ'চ্ছ, হালদার। যখন পঁচিশ লাখ টাকাটা হাতে আসবে, তখন কি রকম মজা হবে বল-তো ?”

“মজা! কিন্তু পঁচিশ লাখ টাকা দশ বছরের এনডাউমেণ্টে দিতেই-তো প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে! এটা তোমার দ্বিতীয় প্রিমিয়ম না ?” হালদার প্রশ্ন করিলেন।

“হাঁ দ্বিতীয়। কিন্তু মানুষের জীবনের কথা কি কিছু বলা যায়, হালদার ? কে বলতে পারে, তুমি তোমার অফিসের চেয়ারে বসেই আজ এ-লোক ত্যাগ করবে না ?” এই বলিয়া অপূর্ববাবু উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

“হাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে।” এই বলিয়া মিঃ হালদার পুনশ্চ উপবেশন করিবার উপক্রম করতেই অপূর্ববাবু দ্রুত কণ্ঠে কহিলেন, “না, না আর বসতে হবে না। তোমার ভাল কথা শোনবার আমার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই, হালদার। তুমি এখন যাও, আমার সব কাজ পড়ে রয়েছে।”

মিঃ হালদার বসিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া কহিলেন, “হাঁ অপূর্ব, এই বিরূপাক্ষ লোকটা কে ? শুনি, লোকটা যে-সব চিঠি আমাদের লেখে, তা' যেমন অভদ্র ভাষায়, তেমনি দুর্বিনীত ধারায়। কি চায় সে আমাদের কাছে ?”

বিরূপাক্ষের কথায় অপূর্ববাবুর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,

"এই লোকটার ধারণা যে আমাদের ইস্পাত তৈরীর ফরমুলা তারই আবিষ্কার।"

"এমন অদ্ভূত ধারণা তা'র হ'ল কেন?" মিঃ হালদার প্রশ্ন করিলেন।

অপূর্ববাবু চিন্তিত মুখে কহিলেন, "যেবার আমি টাটায় আমাদের ফরমুলা পরীক্ষা ক'রে দেখি, সেবার লোকটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে আমার সঙ্গে কারখানায় গিয়ে নানারূপ পরীক্ষা করেছিল। কিন্তু তা'র সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। পরে আমার ফরমুলাই কৃতকার্য হয়। তা' হ'লে হবে কী, লোকটা এমনই বিকৃত মস্তিষ্ক যে, সে দাবি করতে থাকে যে ওই ফরমুলা নিশ্চয় তা'র মাথাতেও ছিল এবং সেই থেকে সে মাঝে পত্র লিখে আমার কাছ থেকে টাকা দাবি ক'রে বিরক্ত করতে আরম্ভ করেছিল। এবার শুনছি, সে কলকাতায় এসেছে।"

মিঃ হালদার শঙ্কিত কণ্ঠে কহিলেন, "ভয়ানক লোক-তো, অপূর্ব? একে পুলিসের হাতে দাও না কেন?"

অপূর্ববাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ওর জন্য তোমার ভুঁড়ি আর মুড়ি গরম করতে হবে না, হালদার। আমিই তা'কে এইবার তা'র পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দেব। ভবিষ্যতে সে যেন আর আমাদের বিরক্ত করতে না পারে, সেই বন্দোবস্তই করব।"

মিঃ হালদার ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "শুনেছি, লোকটা নাকি অত্যন্ত দুর্দান্ত এবং গুণ্ডা প্রকৃতির। খুব সাবধানে তার সঙ্গে ব্যবহার কোরো, অপূর্ব। সত্য কথা বলতে কি, এই সব বদমাশ, গুণ্ডা প্রকৃতির লোকগুলোকে আমি অত্যন্ত ভয় করি। ওদের অসাধ্য কোন কর্মই নেই।"

"না, নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, হালদার, তোমারও কি আজ কোন কর্ম নেই? আমার আছে। অতএব দয়া ক'রে ওইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভুঁড়ি না দুলিয়ে বেরিয়ে গেলেই আমি কৃতার্থ হব।" অপূর্ববাবু একখানি পত্র হাতে তুলিয়া লইলেন।

মিঃ হালদার দুই-পা গমন করিয়া পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "হাঁ, আর কথা মনে পড়েছে।"

অপূর্ববাবু কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "আঃ! লোকটা জ্বালাতন ক'রে খেলে! তোমার ভাল কথার জ্বালায় কি আমি আত্মহত্যা করব, এই তুমি চাও?"

মিঃ হালদার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "হাঁ অপূর্ব, তোমার যে ঘনিষ্ঠ এবং ধনী বন্ধু আমাদের অংশীদার হ'য়ে আসছেন, তিনি কে-হে?"

অপূর্ববাবু ক্ষণকাল মিঃ হালদারের ভুঁড়ি না-দোলাইবার প্রাণপণ প্রয়াসের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন। হাসি থামিলে কহিলেন, "দস্যু-মোহনের নাম শুনেছ, হালদার?"

"দস্যু-মোহন!" মিঃ হালদারের চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তাঁহার

মুখ হইতে আর দ্বিতীয় শব্দ বাহির হইল না।

"হাঁ, দস্যু মোহন!" এই বলিয়া অপূর্ববাবু কয়েক মুহূর্ত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "তুমি কি শোননি যে, গভর্নমেণ্ট মোহনকে মার্জনা করেছেন? বর্তমানে কিছুদিন থেকে মোহন সুসভ্য, স্বাধীন নাগরিক-জীবন যাপন করছে?"

মিঃ হালদার ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "শুনেছি সব অপূর্ব, সব শুনেছি। কিন্তু দস্যুর হাতে তোমার অংশের অর্ধেক ছেড়ে দেওয়া কি তোমার মত ব্যক্তির উপযুক্ত কাজ হচ্ছে, অপূর্ব! যদিই বা কোম্পানী অর্ডার পেয়ে বেঁচে যেত, কিন্তু যা'র হাতে তুমি সর্বস্ব সমর্পণ করছ অপূর্ব, কিছুই আর তার হাতে বাঁচবে না। ভগবান তোমায় সুবুদ্ধি দিন!"

অপূর্ববাবু জানিতেন, কি করিয়া মিঃ হালদারকে বশে আনা যায়। তিনি পাশের মুখে ড্রয়ার হইতে পুনশ্চ চেক বইখানি বাহির করিয়া লিখিবার উপক্রম করিতেই মিঃ হালদার আঁৎকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "বলি, ও আবার কি হচ্ছে তোমার?"

অপূর্ববাবু মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, "তোমার অংশের টাকাটা ফেরত দিচ্ছি।"

অকস্মাৎ ভুঁড়ির কথা বিস্মৃত হইয়া মিঃ হালদার উত্তেজিত হইয়া দুলিয়া উঠিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ববাবু মুখ তুলিয়া শাসনের স্বরে কহিলেন, "আবার, হালদার!"

মিঃ হালদার কহিলেন, "বলি, তোমার লক্ষ লক্ষ টাকার শোক যদি সম্বরণ করতে পার, তবে তুচ্ছ কয়েক হাজার টাকার শোকও আমি পারব।"

"উত্তম!" এই বলিয়া অপূর্ববাবু চেক বইখানি পুনশ্চ ড্রয়ারের মধ্যে বন্ধ করিয়া কহিলেন, "কিন্তু একটা কথা, হালদার। যদি শুনি, তুমি মোহনের নামে একটা কথাও কাউকে বলেছ, তবে ঠিক জেন, আমি তোমাকে এই অফিস থেকে চিরদিনের জন্য বার ক'রে দেব। কেমন, মনে থাকবে?"

"তা' আর থাকবে না? আমি কি তোমার মত নীরেট গর্দভ নাকি যে, এই তুচ্ছ কথাটা মনে থাকবে না? বলি, তুমি আমাকে যা ভাব—"

মিঃ হালদারের কথা শেষ হইল না। সহসা অপূর্ব উঠিয়া তাঁহাকে দ্বার অবধি ঠেলিয়া লইয়া গিয়া কহিলেন, "যাও! আর একটিও কথা নয়। আমাকে কাজ করতে দাও। হাঁ, যাবার সময় মিস সেনকে ডেকে দিয়ে যাও।"

মিঃ হালদার যথাসম্ভব দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

(৬)

মিস শান্তি সেন যখন বড় সাহেব 'অপূর্ব' মিত্রের অফিস-কক্ষে প্রবেশ করিল, দেখিল যে, তিনি টেলিফোনে কাহারও সহিত কথা বলিতেছেন। মিস সেনকে

ইঙ্গিতে বসিবার আদেশ দিয়া অপূর্ববাবু বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, হাঁ, আমি অপূর্ব। আপনি যে বিরূপাক্ষবাবু, তা' বুঝেছি। কি চান আপনি? হিসাব নিকাশ? উত্তম! আমি আপনার সঙ্গে চিরদিনের জন্য একটা হিসাব-নিকাশ করতে চাই। আচ্ছা, অপেক্ষা করুন, দেখি আজ আমার অবসর হবে কি না! না, না, আজ রাত্রেও হবে না। আজ এক জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ আছে। অবশ্য কাল রাত্রে হ'তে পারে। আচ্ছা, অপেক্ষা করুন, আমার সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করি কোন এন্‌গেজমেণ্ট আছে কি না!" এই বলিয়া অপূর্ববাবু রিসিভারের মুখে হাত দিয়া মিস সেনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কাল রাত্রে আমার কোন এন্‌গেজমেণ্ট আছে, মিস সেন?"

মিস সেন এন্‌গেজমেণ্ট বই দেখিয়া কহিল, "না, মিঃ মিত্র। কাল রাত্রে এখন পর্যন্ত কোন কিছু নেই।"

"উত্তম!" এই বলিয়া রিসিভারের মুখ হইতে হাত তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "হ্যালো। বিরূপাক্ষবাবু, হাঁ, শুনুন! কাল রাত্রি ১০টার সময় আপনি যদি আমার বাড়ীতে আসতে পারেন, তা' হ'লে আমি আপনার দাবি মেটাতে পারি। কি বলছেন? আসবেন? উত্তম! হাঁ, চিরদিনের জন্য হিসাব-নিকাশ শেষ ক'রে দেব। আপনার চেহারা আর কণ্ঠস্বর আর আমার সহ্য হবে না। আচ্ছা, গুড বাই।" এই বলিয়া তিনি বিরক্তিপূর্ণ মুখে রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "অসভ্য, জানোয়ার! এইবার সব শেষ ক'রে দেব। জীবন আমার অসহ্য ক'রে তুলেছে, হতভাগা!" এই বলিয়া মিস সেনের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "বইয়েতে লিখে রাখ, মিস সেন যে, রাত্রি দশটার সময় বাড়ীতে বিরূপাক্ষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

মিস সেন আদেশ মত কাজ করিয়া কহিল, "চিঠি দেবেন, স্যার?"

"হাঁ দেব।" এই বলিয়া তিনি একখানি পত্র টেবিল হইতে উঠাইয়া লইয়া কহিলেন, "এই ব্যাঙ্ককে লিখে দাও যে, ডিউ তারিখের মধ্যেই তাঁদের ওভারড্রাফটের টাকা দেওয়া হবে। আর···" এই বলিয়া তিনি অপর একখানি পত্র উঠাইয়া লইয়া পুনশ্চ কহিলেন, "এই ব্যাঙ্ককেও লিখে দাও যে, তাঁদের সুদের টাকা একেবারে দুই কিস্তি আমরা আগামী মাসে পরিশোধ ক'রে দেব। বুঝেছ?"

মিস সেন নোটবুকে লিখিয়া লইয়া কহিল, "হাঁ স্যার, আর আছে?"

অপূর্ববাবু অপর একখানি পত্র হাতে লইয়া কহিলেন, "এই কোম্পানীকে লিখে দাও যে, তাঁদের পত্র পেয়ে আমরা অত্যন্ত সুখী হয়েছি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের ওভার-ড্রাফটের আর প্রয়োজন নেই এবং যে-টাকা আমরা নিয়েছি, তা আগামী মাসের মাঝামাঝি আমরা সুদ সমেত মিটিয়ে দেব। বুঝেছ? ব্যস—আজ এই পর্যন্ত মিস সেন।"

মিস সেন উঠিবার উপক্রম করিতেই অপূর্ববাবু পুনশ্চ কহিলেন, "হাঁ, ভাল কথা, মিস সেন। উঠো না, একটু বস। তুমি বোধ হয় শুনেছ, আমার এক অতি বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এই কারবারের অংশীদার হ'য়ে আগামী কালই যোগ

না ?"

"হাঁ শুনেছি, স্যার, মিঃ গুপ্ত নামে একজন ভদ্রলোক অংশীদার হ'য়ে ছেন।" মিস সেন সম্ভ্রম কণ্ঠে কহিল।

"হাঁ, মিঃ গুপ্ত—মিঃ মোহন গুপ্ত। দেবতা-সদৃশ ব্যক্তি। তা'র মত চরিত্র-বান, সৎ, পরোপকারী ব্যক্তি আমি আর দ্বিতীয় জানিনে, মিস সেন। তাঁকে ঠিক আমার মতন সম্মান দেবে, বুঝেছ ?" অপূর্ব'বাবু ধীর স্বরে কহিলেন।

"নিশ্চয়ই দেব, স্যার।" মিস সেন সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে কহিল।

"আচ্ছা, আর কিছু নয়।" এই বলিয়া অপূর্ব'বাবু নীরব হইলেন।

মিস সেন ধীর পদে বাহির লইয়া গেলে অপূর্ব'বাবু বেয়ারাকে আহ্বান করিয়া বলেন, "সেক্রেটারীবাবু।"

বেয়ারা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে সেক্রেটারী সত্যেন সেন প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলে অপূর্ব'বাবু কহিলেন, "বিরূপাক্ষ টেলিফোন করেছিল। তা'কে বলেছি, আগামী কাল রাত্রি ১০টার সময় আমার বাড়ীতে দেখা হলে চিরদিনের জন্য তা'র হিসাবনিকাশ মিটিয়ে দেব।"

সেক্রেটারী সত্যেন সেন কহিল, "মাই গড। নিশ্চয়ই আপনি তা' ভাবেন না, স্যার ?"

অপূর্ব'বাবুর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আমি কি ভাবি আর না ভাবি, তুমি জানবে কি ক'রে, সত্যেন ? সে যাই হোক, তুমি এই বিরূপাক্ষ লোকটাকে চেন ?"

সত্যেন কহিল, "একবার তাকে চেখেছিলাম, স্যার। তখন আপনি অফিসে আসেননি। সে সোজা আমার ঘরে ঢুকে বীভৎস স্বরে জিজ্ঞাসা করে যে, আপনি কি মনে করেছেন ? আমি বলি, 'বস্ কি মনে করেছেন, আমি কি করে জানব ? তাতে সে যা বললে স্যার, সে-কথা আমি আর আপনার কাছে বলতে পারব না। লোকটা যে অত্যন্ত দুর্বিনীত, অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির, সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

অপূর্ব'বাবু গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন; কহিলেন, "তোমার উক্তির প্রত্যেকটি অক্ষর সত্য, সত্যেন।"

সত্যেন ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "মিঃ মোহন অর্থাৎ মিঃ গুপ্ত কবে থেকে অফিসে বা র হবেন, স্যার ?"

অপূর্ব'বাবু সচকিত হইয়া কহিলেন, "আগামী কাল থেকে। সে কি প্রথমে আসতে হ'তে চায় ! অনেক অনুরোধ ক'রে বুঝিয়ে বলতে তবে সম্মত হ'য়েছে। আর এক কথা, খোকার জন্য লণ্ডনে রেমিট্যান্স চলে গেছে তো ?"

"আজ্ঞে হাঁ, স্যার। আমি গত বৃহস্পতিবারে আগামী বছরের খরচের সমস্ত টাকা পাঠাবার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ওপর আপনার চেক পাঠিয়ে দিয়েছি।"

অপূর্ব'বাবু নিশ্চিন্ত স্বরে কহিলেন, "ধন্যবাদ। হাঁ, ওভারড্রাফট সম্বন্ধে যে-সব এসেছিল, আমি তার জবাব পাঠিয়ে দিয়েছি। ফ্যাক্টরীর রিপোর্ট পড়েছ

সত্যেন ?"

সত্যেন কহিল, "পড়েছি, স্যার। আপনার উদ্ভাসিত নূতন প্রথায় কাজ ... ভালই হচ্ছে। আমার দৃঢ় ধারণা, এইবার, আমরা রীতিমত ভাবে খরচ ... নিতে পারব। কিন্তু এ-সময়ে অন্ততপক্ষে আরও দু'লাখ টাকার কমে ... তো কাজ চালান যাবে না, স্যার।"

অপূর্ববাবুর মুখে অপূর্ব রহস্যময় হাস্য ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহি... "যাঁর ভাবনা তিনি ভাবছেন, সত্যেন। আমাদের নূতন অংশীদার আগামী ... কাজে যোগ দিচ্ছেন, তা-তো জান?"

"হাঁ স্যার, জানি। কিন্তু তিনি কি লাখ দুই টাকা আমাদের কাজে ... লাগাচ্ছেন, স্যার? সত্যেন উৎফুল্ল স্বরে প্রশ্ন করিল।

অপূর্ববাবুর মুখে মৃদু হাসি লাগিয়াছিল; তিনি কহিলেন, "না, না, ... টাকার জন্য কোন ইঙ্গিত যেন দিও না, সত্যেন। সে আমার অতি ঘনিষ্ঠতম ...। শুধু তা'র সার্ভিসের জন্যই তা'কে আমার অংশের অর্ধেক ভাগ ছেড়ে দিয়ে লেখা... পড়া ক'রে দিয়েছি। তা'র সার্ভিসের মূল্য অমূল্য, সত্যেন। তুমি তাকে জান না, চেন না, নইলে টাকার কথা মুখেও আনতে পারতে না।"

সত্যেন বিমর্ষ মুখে কহিল, "তবে, স্যার?"

"তবে কী?" এই বলিয়া অপূর্ববাবু সেক্রেটারীর মুখের দিকে চাহিলেন এবং মৃদু হাস্য করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "ওঃ টাকার কথা বলছ তুমি? হাঁ, হাঁ, টাকার বন্দোবস্ত করতেই হবে, আর তা' অবিলম্বে। আমি এক জায়গায় বন্দোবস্ত প্রায় শেষ ক'রে এনেছি। তুমি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হ'য়ো না।"

সত্যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "এতদিন শুধু লোকসান দিয়ে আমরা এসেছি, স্যার, এইবার দু'হাতে লাভের কড়ি লুটতে সক্ষম হব। মাত্র দু'টি লাখ টাকা হ'লেই বর্তমানে আমাদের সমস্ত অভাব দূর হ'য়ে যায়।"

অপূর্ববাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "আমি খেতে চললাম, সত্যেন। বিকালে আমাকে কি বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে?"

সেক্রেটারী সত্যেন চিন্তা করিয়া কহিল, "কই, তেমন বিশেষ কোন প্রয়োজন তো মনে পড়ে না, স্যার!"

"উত্তম! আমার তা' হ'লে কয়েকটা জরুরী কাজ আছে, সেরে নেব।" বলিয়া তিনি অফিস-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সত্যেন বড় সাহেবের অফিস-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যখন আপনার রুমে যাইতেছিল, তখন টাইপিস্ট মিস সেনের পার্টিসন-ঘেরা কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিল, "একখানা চিঠি নিতে পারবেন, মিস সেন?"

মিস শান্তি সেন মধুর হাস্যে রঞ্জিত হইয়া কহিল, "নিশ্চয়ই মিঃ সেন। আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি।"

সত্যেন আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিবার পরমুহূর্তেই অফিস-কক্ষের বাহিরে হাই-হীল জুতার টক্ টক্ শব্দ উত্থিত হইল। মিস শান্তি সেন

[illegible] প্রবেশ করিয়া তাহার নোট-বুক খুলিয়া একখানি চেয়ারে বসিলে সত্যেন [illegible], "বড়-সাহেব আজ আসবেন না ব'লে গেলেন।"

মিস সেন কহিল, "আপনি বিরূপাক্ষবাবুর কথা শুনেছেন, মিঃ সেন? তাঁর সঙ্গে [illegible] কাল রাত্রি দশটার সময় নিজের বাড়ীতে দেখা করবেন। আমার ভয় [illegible] সেন, যে—" এই অবধি বলিয়া সহসা নীরব হইল।

সত্যেন স্নিগ্ধ হাস্যে কহিল, "আমিও বড় সাহেবের বলবার ধারা শুনে ভীত [illegible] উঠেছিলাম এবং তাঁকে অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি হেসে উড়িয়ে [illegible]। তা' হ'লেও আমাদের বড় সাহেবের মত দয়ালু অমায়িক ভদ্রলোক ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় আছে কি না, আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে, [illegible] সেন।"

"আপনি তো এই বিরূপাক্ষবাবুকে একবার দেখেছেন, কিন্তু আমি না দেখেও [illegible] পড়ে যে-ধারণা হয়েছে, তা'তেই আমাকে আঁৎকে উঠতে হয়, মিঃ সেন।" [illegible] বলিয়া মিস সেন তাহার হস্তধৃত নোট-বইখানির দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, [illegible]?"

"হাঁ, বলি।" এই বলিয়া সত্যেন ক্ষণকাল আনমনা থাকিয়া কহিল, "মিঃ [illegible]—আমাদের নূতন বস্ কাল অফিসে আসবেন। বড় সাহেব তো তাঁর [illegible] পঞ্চমুখ। আপনি এই ভদ্রলোকের সম্বন্ধে কিছু জানেন?"

মিস সেন কহিল, "না মিঃ সেন। কিন্তু শুনেছি, তাঁর মত বুদ্ধিমান এবং [illegible] ব্যক্তি নাকি ভারতে আর দ্বিতীয় নেই।"

"আমাদের অদৃষ্ট একান্ত সুপ্রসন্ন বলতে হবে, মিস সেন। কারণ আমরা শুধু [illegible] ব্যক্তিদের নিয়েই কারবার করি।" এই বলিয়া সত্যেন মৃদু শব্দে হাসিয়া [illegible]।

এমন সময়ে অফিস-বেয়ারা মধু প্রবেশ করিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মিস সেনকে কহিল, "[illegible] সাহেব জলদি আপনাকে ডাকছেন, মেমসাব। বললেন, জলদি, আভি জলদি বোলাও।"

মিস সেন জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে সত্যেনের দিকে চাহিলে সত্যেন কহিল, "আচ্ছা, [illegible] শুনে আসুন তিনি কি বলেন। আমার একটু দেরি হ'লেও ক্ষতি হবে না।"

সহসা মধু বেয়ারা আঁৎকাইয়া উঠিয়া কহিল, "ওই হালদার সাহেব চীৎকার [illegible], আসুন মেমসাব, আসুন।"

মিস সেন মৃদু হাস্যমুখে দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। মধু [illegible] ছুটিল।

সত্যেন মৃদু হাসিয়া আপনাকে আপনি কহিল, "পাগল! আস্ত একটি পাগল। [illegible] ওঁকে টাকা দিয়েছেন সত্যি, কিন্তু মানুষ করেননি।"

(৭)

পরদিন প্রাতে অপূর্ববাবু এক হাতে সংবাদপত্র ধরিয়া পাঠ করিতে করিতে

তাহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার ডাইনিং-রুমে বসিয়া অন্য হাতে ব্রেকফাস্ট খাইতে ছিলেন। শীতের প্রভাত, সূর্যকিরণ বাতায়ন-পথে আসিয়া মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অদূরে পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য শ্রীচরণ আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল।

শ্রীচরণ ভদ্র-দরিদ্রের সন্তান। সামান্য লেখাপড়াও শিক্ষা করিয়াছিল। সে প্রায় গত দশ বৎসর হইতে অপূর্বর নিকট চাকুরি করিতেছে। সে অপূর্বকে পিতার মত ভক্তি করিত এবং ভালবাসিত। প্রভুর মুখের আদেশে সে প্রাণ বিসর্জন করিতেও দ্বিধা করিত না।

সহসা সংবাদপত্র হইতে মুখ তুলিয়া অপূর্ববাবু কহিলেন, "আচ্ছা শ্রীচরণ, তুই যদি খুব বড়লোক হতিস, আর এমন একটা দৈনিক সংবাদপত্রের মালিক হতিস, যে কাগজের নেট্ সেল সর্বাপেক্ষা বেশী হ'ত—কিন্তু নেট্ কথাটার মানে একটু ভাল ক'রে ভাবিস ; কারণ ইংরাজী নেট্ শব্দে অনেক ছিদ্র থাকে—শ্রীচরণ, তা' হ'লে তুই কি করতিস্ বল তো ?"

শ্রীচরণ কেতলি হইতে চা ঢালিয়া নিরীহ স্বরে কহিল, "কিছুই করতাম না, বাবু।"

অপূর্ববাবু সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিলেন ; পরে কহিলেন, "ঠিক বলেছিস, শ্রীচরণ। মানুষ যা'ই হোক, যত বড়ই হোক, সত্যিকার কোন কাজ অর্থে বা মানে হয় না।"

শ্রীচরণ অর্থ না বুঝিয়াও কহিল, "হাঁ বাবু।" এই বলিয়া সে একবার মাথা চুলকাইয়া নতস্বরে কহিল, "বামুন-মা একবার আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে কোন কথা বলতে চান। আপনার কি সময় হবে, বাবু ?"

অপূর্ববাবু কহিলেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বামুন-মা'কে বল্, আমি এখনই তাঁর কথা শুনতে চাই।"

শ্রীচরণ নিঃশব্দ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

অনতিবিলম্বে ডাইনিং-কক্ষের দ্বার মুক্ত হইয়া গেল, বামুন-মা ধীর-পদে প্রবেশ করিল। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, অপূর্ববাবুর পত্নীর জীবিতাবস্থা হইতেই এই বামুন-মা এবং অন্য দুইজন পরিচারিকা কাজ করিতেছে। পরিচারিকা বৃত্তি করিলেও বালিকা দুইজন নীচু ঘর হইতে আসে নাই। দুঃস্থ ভদ্র-ঘরের নারী হিসাবেই তাহারা আশ্রয় পাইয়াছিল। অপূর্ববাবু কহিলেন, "আসুন। কি ব্যাপার বলুন তো ?"

বামুন-মা তাহার বাম হস্ত হইতে একটি লেফাফা দক্ষিণ হস্তে হইয়া অপূর্ববাবুর হাতে দিয়া কহিল, কাল রাতে আপনি যখন বাইরে গেছেন, তখন এই খামটা আমার নামে এল। খুলে দেখি, তিনখানা মিনার্ভা থিয়েটারের মেয়েদের টিকিট। তা' ছাড়া আর কোন কিছু খামের মধ্যে ছিল না। শুধু খামের মধ্যে এই দেখুন লেখা রয়েছে, 'অপূর্ববাবুর বাড়ীর বামুন-মা ও দুইজন বালিকা পরিচারিকার জন্য কোন সহৃদয় ব্যক্তির উপহার।' আশ্চর্য নয় কি, বাবু ?"

অপূর্ববাবু মৃদু হাস্যমুখে প্রথমে খামখানি, পরে টিকিটগুলি পরীক্ষা করিয়া লেন। পরিশেষে কহিলেন, "আশ্চর্য হ'লেও টিকিটের মধ্যে কোন গোলমাল বামুন-মা। তা' আপনারা যেতে চান কী?"

বামুন-মা কৃতজ্ঞ চিত্তে কহিল, "তাই বলছিলাম যে, মিনার্ভায় 'মিশর কুমারী' চ্ছে, তা' ছাড়া বহুদিন ওসব বই দেখেনি, মেয়ে দু'টো-তো লাফালাফি গেছে। কিন্তু আপনার যদি মত না থাকে, তবে অবিশ্যি…"

বামুন-মাকে মধ্যপথে বাধা দিয়া অপূর্ববাবু কহিলেন, "না না, আমার অমত হবে? বেশ-তো, আপনারা স্বচ্ছন্দে যান। আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে ই হবে। তা' ছাড়া শ্রীচরণ রইল, আমার কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। ভাল কথা, টারে আরম্ভ হয় কখন জানেন?"

"হাঁ তা' জানি, বাবু। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় আরম্ভ হয়, আর রাত্রি প্রায় টার সময় শেষ হয়, বাবু। আপনার খাবার যদি এই ঘরে সাতটার সময় রেখে ই, তা' হ'লে কি বিশেষ অসুবিধা হবে আপনার?"

"বিশেষ কেন, কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না। সে কথা-তো আমি পূর্বেই বলেছি। আপনি, মাধুরী এবং লীলা সকলেই ঠিক সাতটার সময়—আমার গাড়ী, না, গাড়ী মার প্রয়োজন, একটা ট্যাক্সি শ্রীচরণ ডেকে দেবে—চলে যাবেন। আর কিছু য়োজন আছে?"

কৃতজ্ঞ চিত্তে বামুন-মা কহিল, "না বাবু, আমি আর কিছু চাই না। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, আপনার উন্নতি করুন, বাবু!" এই বলিতে বলিতে বামুন মা প্রস্থান করিল।

অপূর্ববাবুর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি শ্রীচরণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তারপর, তোমার কিছু বক্তব্য আছে?"

শ্রীচরণ মুখ নত করিয়া দাঁড়াইল। অপূর্ববাবু বলিতে লাগিলেন, "ও বুঝেছি; কার্নিভাল দেখতে যাবি, না? ক'টার সময় তুই তা' হ'লে যেতে চাস?" রাত্রি ১০৷৷০ টার সময়? উত্তম! আমি আটটার সময় খাওয়া সেরে নেব। তারপর অনায়াসেই তুই যেতে পারবি। হাঁ মনে পড়েছে, আজ রাত্রি দশটার সময় একজন ব্যবসায়ী-বন্ধু দেখা করতে আসবেন, তিনি এলেই তাঁকে দ্বার খুলে দিয়ে যেতে পারবি।"

"আপনার দয়ার আর শেষ নেই, বাবু। আমি কি মোটর আনতে বলে দেব?" শ্রীচরণ কহিল।

"হাঁ, দে। আজ একটু সকাল সকাল অফিসে বার হব।" এই বলিয়া অপূর্ববাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অপূর্ববাবু যখন অফিসে উপস্থিত হইলেন, তখন মাত্র ৯টা বাজিয়াছে। ফটকের দ্বারবানগণ প্রভুকে আসিতে দেখিয়া ব্যস্তভাবে ফটক খুলিয়া দিল; মোটর ভিতরে প্রবেশ করিয়া গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইয়া পড়িল।

অপূর্ববাবু মোটর হইতে অবতরণ করিলেন এবং লিফটের এ্যাটেনড্যান্ট তখনও

আসে নাই দেখিয়া তিনি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

অফিস-কক্ষে উপস্থিত হইয়া তিনি ঘড়িতে দেখিলেন, সাড়ে নয়টা বাজিতে তখনও পঁচিশ মিনিট বিলম্ব আছে।

সাড়ে ন'টার সময় মোহনের প্রথম অফিসে আসিবার সময় নির্ধারিত হইয়াছিল। তখনও কোন কেরানী বা বেয়ারা আসে নাই। অপূর্ববাবু একখানি হিসাবের খাতা খুলিয়া মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিলেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে সময় প্রায় হইয়া আসিল। অফিসে জনসমাগম হইতে লাগিল। বেয়ারারা, কেরানীগণ, স্টেনোগ্রাফার-টাইপিস্ট মিস সেন আসিল, মিঃ হ্যারিস এ্যাকাউণ্টাণ্ট আসিলেন। মিঃ হালদারও আসিয়া পেঁাছিলেন।

অফিস সরগরম হইয়া উঠিল। লিফট অবিরাম উপর ও নিচু করিতে লাগিল। অপূর্ববাবু মিস সেনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ গুপ্তের অফিস-ঘর প্রস্তুত রাখা হ'য়েছে?"

"হাঁ স্যার, হ'য়েছে।"

"উত্তম! তুমি এখন যাও, পরে ডেকে পাঠাব।" অপূর্ববাবু আদেশ দিলেন।

অনতিবিলম্বে বেয়ারা একখানি কার্ড লইয়া প্রবেশ করিল। অপূর্ববাবু চকিতে একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টা বাজিয়াছে। পরমুহূর্তে কার্ডের দিকে চাহিয়াই তিনি সশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দ্রুতপদে বাহিরে গিয়া মোহনের দুই হাত ধরিয়া সানন্দ-সোল্লাসে ভিতরে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে আপন চেয়ারে বসাইয়া স্বয়ং অন্য একখানি চেয়ারে বসিয়া কহিলেন, "অত্যন্ত দুর্ভাবনা হচ্ছিল, মোহন। আমার কেবলই ভয় হচ্ছিল যে, শেষ মুহূর্তে আমাকে তুমি ত্যাগ করবে না-তো!"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "কিন্তু আমার মত একজন অ-ব্যবসায়ীকে এমন বৃহৎ অফিসের অংশীদার ক'রে তুমি কেন যে ছেলেমানুষি করলে, সত্যি বলছি, এখন পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি। আমাকে করতে হবে কী?"

অপূর্ববাবু হাসিতেছিলেন; কহিলেন, "তোমাকে করতে হবে কী! তোমাকে সব কিছুর ভার নিতে হবে, মোহন। এমন কি আমার পুত্রের, আমার এবং এই চারিদিকে আমার বলতে যা দেখছ, সব কিছুর।"

মোহন পরম বিস্মিত হইয়া কহিল, "আর তুমি কি করবে?"

অপূর্ববাবু হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "মানুষ যাকে আপনার চেয়ে অধিক বিশ্বাস করে, ভালবাসে, তাকেই সে এমন বড় আসন দেয়—এই গোপন-কথা এত দিনেও কি তুমি জানতে পারনি, বন্ধু? সে যাই হোক, আজ এস, তোমাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আগে। নইলে কাজ করতে সামান্য অসুবিধা বোধ করতে পারো।" এই বলিয়া তিনি মোহনকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে মিঃ হালদারের অফিস-কক্ষে গমন করিলেন।

মিঃ হালদার বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, পরে

pathagar.net

তাঁর পক্ষে সম্ভবপর দ্রুতগতিতে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভুঁড়ি দোলাইতে দোলাইতে অগ্রসর হইলেন দেখিয়া অপূর্ববাবু চাপা হাস্য মুখে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "হালদার, আবার!"

মিঃ হালদার কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া মোহনকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিলেন ও কহিলেন, "আপনি, আপনি, আপনি······" মিঃ হালদার কথা শেষ করিতে পারিলেন না।

অপূর্ববাবু কহিলেন, "হাঁ, হাঁ, হাঁ, ইনিই মিঃ মোহন গুপ্ত।"

"এবং এক্স-দস্যু মোহন।" এই বলিয়া মোহন হাসিতে লাগিল।

মিঃ হালদার একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কহিলেন, "ওঃ, কি দুর্ভাবনাই না গেল! আমি ভেবেছিলাম, ভেবেছিলাম······"

"আবার ভুঁড়ি দোলায়! যা ভেবেছিলে, তা আমরা জানি। এখন এঁর সঙ্গে মিলে ক'রে সব কাজ করবে। বুঝেছ, হালদার?"

মিঃ হালদার বিস্মিত স্বরে কহিলেন, "আর তুমি কোথায় চলেছ—মিত্র সাহেব?" এই বলিয়া তিনি দুলিয়া উঠিলেন।

দুই হাতে চক্ষু চাপিয়া অপূর্ববাবু কহিলেন, "অসহ্য! একেবারে অসহ্য, হালদার! এস মোহন, তোমাকে স্টাফের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিই।" এই বলিয়া অপূর্ববাবু মিঃ হালদারকে দ্বিতীয় কথা বলিবার সুযোগ না দিয়ে মোহনকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মোহনের অপূর্ব সুন্দর অবয়ব, মাধুর্যভরা হাস্যমুখের কথা শুনিয়া কর্মচারী-বৃন্দ বিস্ময়ে হতবাক হইয়া ভাবিল, ইনি নিশ্চয়ই কোন রাজবংশধর হইবেন। যে-দিন কর্মচারীবৃন্দ নূতন অংশীদারের নামে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা নিঃশেষে উদ্বেগশূন্য হইল।

সেক্রেটারী সত্যেন সেনকে আহ্বান করিয়া অপূর্ববাবু কহিলেন, "ইনিই মিঃ গুপ্ত, সত্যেন। আমাদের ফার্মের মহান সৌভাগ্য যে, এঁর মত ব্যক্তিকে অংশীদার-রূপে পেয়েছি। এবার তুমি এঁর কাছ থেকে আদেশ নিয়েই সব কাজ করবে। এঁর আদেশ নির্বিচারে মান্য করবে। আর আমি এঁর সঙ্গে যুক্তি ক'রে আমার পথ নির্বাচন করব। বুঝেছ?"

"বুঝেছি, স্যার।" এই বলিয়া সত্যেন মোহনের দিকে চাহিয়া কহিল, "এইবার আমাদের সত্যই সুদিন এল, স্যার।"

মোহন বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "কেন মিঃ সেন? এতদিন কি আপনাদের দুর্দিন চলছিল?"

"না স্যার, তা' বলছি না।" আমি বলতে চেয়েছি···"

বাধা দিয়া অপূর্ববাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তুমি যা বলতে চেয়েছ, উনি তা বুঝেছেন। মিথ্যে—কৈফিয়ত দেবার জন্য সময় নষ্ট ক'রো না।"

সত্যেন ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, "এখন কি জামশেদপুরের রিপোর্ট দেখার সময় হবে, স্যার?"

অপূর্ব'বাবু কহিলেন, "না, এখন হবে না। আর কখনও হবে না। আজ থেকে ওসব হিসাব মিঃ গুপ্ত দেখবেন। যা' কিছু উপদেশ, উনিই তোমাকে দেবেন। তা' ছাড়া এখন নয়, বিকালে তোমার রিপোর্ট মিঃ গুপ্তের নিকট পেশ কোরো।"

"আচ্ছা স্যার।" এই বলিয়া সেক্রেটারী সত্যেন সেন বাহির হইয়া গেল।

মোহন আলস্যভরে দুই পা ছড়াইয়া দিয়া কহিল, "তোমার কথাগুলো হেঁয়ালির মত মনে হচ্ছে অপূর্ব। সত্যই কি তুমি কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছ না-কী?"

অপূর্ব'বাবু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "বাজে কথা ছাড়, মোহন। এখন তোমাকে যতদূর ওয়াকিবহাল করতে পারি, সেই চেষ্টা করি। এই ব্যবসা আমি বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছি, বুকের রক্ত ঢেলেই একে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। মোহন, বন্ধু!"

মোহন সবিস্ময়ে চাহিয়া কহিল, "বলো?"

"একমাত্র তোমার হাত ভিন্ন আমার এই ব্যবসা অন্যের হাতে এমন চোখ বুজে তুলে দিতে পারতাম না। আমি চিরদিন ভগবানে অচলা বিশ্বাস রেখে এসেছি, কোনদিন মুহূর্তের জন্যও আমার মনে হয়নি, ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য ছাড়া মানুষের কোন কিছু করবার সামর্থ্য আছে। পরম কারুণিক পরমেশ্বরই পরম মুহূর্তে মানুষের কর্মফল প্রদান ক'রে থাকেন।" এই বলিয়া অপূর্ব অকস্মাৎ নীরব হইলেন এবং মোহনের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, মোহন?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "আর কার ওপর বিশ্বাস রাখব, অপূর্ব?"

অপূর্ব'বাবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আঃ, বাঁচলাম! সত্যই তুমি আমার মনের পাষাণ-চাপ নামিয়ে দিলে, মোহন। এইবার আমি সকল দিকে নিশ্চিন্ত। আমার আর কিছুমাত্র চিন্তা নেই।"

মোহন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "অনেক কিছুই তুমি গোপন ক'রে যাচ্ছ, অপূর্ব।"

অপূর্ব'বাবু অকস্মাৎ উচ্চহাস্যে উদ্বেলিত হইলেন এবং হাসি থামিলে বেয়ারাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "মিস সেন।"

অনতিবিলম্বে মিস সেন কক্ষে প্রবেশ করিলে অপূর্ব'বাবু কহিলেন, "কিছু জরুরী বিষয় আছে, মিস সেন?"

"না, স্যার।" মিস সেন সস্মিত নতমুখে কহিল।

"উত্তম! তবে আমরা লাঞ্চে চললাম।" এই বলিয়া অপূর্ব'বাবু একবার মোহনের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ মিস সেনকে কহিলেন, "আজ থেকে আমার প্রায় সব দায়িত্বই মিঃ গুপ্তের সবল হাতে চাপিয়ে দিয়েছি, মিস সেন। আশা করি, তুমি এঁর সঙ্গে কাজ ক'রে আনন্দিত হবে। আচ্ছা তুমি যাও।"

"নিশ্চয়ই হব, স্যার।" এই বলিয়া মিস সেন মৃদু হাস্য করিল এবং বাহির হইয়া গেল।

অপূর্ব'বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মোহনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এস

pathagar.net

বল, আজকার স্মরণীয় দিনটি একত্রে আহার ক'রে চির-স্মরণীয় ক'রে রাখি।"

মোহন কহিল, "চল।"

(৮)

কলিকাতায় দাঁ কোম্পানীর বন্দুকের দোকান বহু পুরাতন ও অতি বিখ্যাত। কলিকাতার মধ্যস্থলে অবস্থিত এই দোকানটিতে ভারতের গণ্যমান্য রাজা, মহারাজা হইতে বহু ইয়োরোপিয়ান অফিসার পর্যন্ত তাঁহাদের একচেটিয়া খরিদ্দার।

সেদিন অপরাহ্ণে স্বয়ং মিঃ দাঁ কাউণ্টারের পশ্চাতে বসিয়া খরিদ্দারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় একটি পরমা সুন্দরী তরুণী হাই হিল জুতায় টক্ টক্ শব্দ উত্থিত করিয়া দোকানে প্রবেশ করিল।

বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত আকৃতির তরুণী খরিদ্দারকে দেখিয়া মিঃ দাঁ দ্রুতপদে কাউণ্টারের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং হাস্যমুখে তরুণীকে অভ্যর্থনা জানাইয়া কহিলেন, "কি চাই আপনার ?"

তরুণী একবারমাত্র দেওয়াল-গাত্রের শো-কেসে রক্ষিত ও সজ্জিত বন্দুকশ্রেণীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি একটা বন্দুক কিনতে চাই।"

"কি বন্দুক বলুন ?" মিঃ দাঁ প্রশ্ন করিলেন।

তরুণী মৃদু হাসিয়া কহিল, "সত্য বলতে কি বন্দুক সম্বন্ধে আমি কিছুই বুঝি না। তবে আমার স্বামীকে তাঁর জন্মদিনে এমন একটা কিছু উপহার দিতে চাই, যা তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। তাই আমার বাবা একটা লাইসেন্স যোগাড় ক'রে এনে দিয়েছেন।"

"কৈ, লাইসেন্স দেখি ?" এই বলিয়া মিঃ দাঁ হস্ত প্রসারণ করিলেন।

তরুণী তাহার ভ্যানিটি-ব্যাগ হইতে একটি কাগজ বাহির করিয়া মিঃ দাঁর প্রসারিত হস্তের উপর রাখিলে তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "বুঝেছি। আপনি এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি সুন্দর একটি বন্দুক আপনাকে দিচ্ছি।"

তরুণী মধুর হাস্যে কহিল, "ধন্যবাদ !"

মিঃ দাঁ একটি স্পোর্টিং-গান বাহির করিয়া তরুণীর সম্মুখে কাউণ্টারের উপর রাখিলেন ; পরে কহিলেন, আমার অভিমত যদি আপনি চান, তবে আমি নিশ্চয় বলতে পারি, মিঃ গুপ্ত এই বন্দুকটি পেয়ে অত্যন্ত খুশি হবেন। এই বন্দুকে বিগ গেম্ সিংহ, বাঘ থেকে টিকটিকিটি পর্যন্ত অব্যর্থ সন্ধানে ঘায়েল করা যাবে, রমা দেবী। তা' ছাড়া, এর চেয়ে ভাল স্পোর্টিং-গান পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।"

তরুণী শ্রীমতী রমা মৃদু হাসিয়া কহিল, "ধন্যবাদ। আমার মতে, এটি দেখতেও খুব সুন্দর। আমার স্বামী নিশ্চয়ই এটি পেয়ে খুশি হবেন। যা হোক, এর দর খুব ভয়ানক না-কি ?"

মিঃ দাঁ প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না, না আদৌ না। এর গুণের তুলনায় দাম শুনলে অতি তুচ্ছ ব'লে আপনার ধারণা হবে। মাত্র···" এই অবধি বলিয়াই সহসা তাঁহাকে নীরব হইতে হইল। কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে চীৎকার

pathagar.net

করিতে করিতে একটি খরিদ্দার প্রবেশ করিল।

মিঃ দাঁ চাহিয়া দেখিলেন, একটি বিভীষণ-কায় ব্যক্তি অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া হস্তীর মত দুলিতে দুলিতে প্রবেশ করিতেছে। আগন্তুকের মস্তকে একটা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণের হ্যাট তাহার নাক অবধি ঢাকিয়া রাখিয়াছে। চক্ষুতে গগলস দেওয়া রঙিন চশমা। বক্ষ অবধি বিলম্বিত শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত দীর্ঘ শশ্রু। আগন্তুকের প্রতি পদক্ষেপে জুতার ভয়াবহ মস্ মস্ শব্দ হইতেছে।

তরুণী রমা একবার আগন্তুকের দিকে চাহিয়াই সভয়ে কাউণ্টার হইতে সরিয়া দাঁড়াইল এবং আগন্তুক তাহার পরিত্যক্ত স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। মিঃ দাঁ শ্রীমতী রমার নিকট এক মিনিটের জন্য সময় লইয়া কাউণ্টারের একটি বোতাম টিপিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দোকানের ভিতর দিকে একটি ইলেকট্রিক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ইহার পর তিনি রমার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমি আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি রমা দেবী যে, এই গান পেয়ে আপনার স্বামী নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন। কারণ এমন সুন্দর একটি উপহার যে-কোন ভদ্রলোকের পক্ষে গর্বের বস্তু। আমার মনে এতটুকু দ্বিধা নেই যে…"

মিঃ দাঁর কিজন্য দ্বিধা নাই, তাহা আর বলা হইল না। কারণ সেই মুহূর্তে তাঁহার পশ্চাতে যেন একটি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র গর্জন করিয়া উঠিল। মিঃ দাঁ চকিতে মুখ ঘুরাইয়া দেখিলেন, আগন্তুক অতিমাত্রায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। সে বলিতেছে, "জাহান্নামে যাক আপনার দ্বিধা। আমি জানতে চাই, আমাকে কেউ সার্ভ করবে কি-না।"

মিঃ দাঁ দোকানী-সুলভ অমায়িক কণ্ঠে কহিলেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু দেখছেন তো, আমি এই মহিলাকে এ্যাটেণ্ড করছি; তা' ছাড়া আমি আপনার সামনেই একজন সহকারীকে ঘণ্টা বাজিয়ে আহ্বান করেছি—তিনি এখনি এসে পড়বেন।"

আগন্তুক তড়িতবেগে মিঃ দাঁর সম্মুখে আসিয়া ভয়াবহ রুক্ষস্বরে কহিল, "আমি আপনার কোন ড্যাম্ সহকারীকে চাই না—আমি চাই গান। আপনি বন্দুক বিক্রি কি করেন না? যদি করেন, এখনি আমি যা চাই দিতে হবে। যত সব তিন পয়সার দোকানের নিকুচি করেছে! ড্যাম্ কলকাতা শহরটাই কি এমনই অসভ্য!"

এমন সময় একটি যুবক দ্রুতপদে দোকানের অভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিল। মিঃ দাঁ তাহার দিকে চাহিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "যতীন, তুমি এই ভদ্রলোককে এ্যাটেণ্ড করো। উনি বোধ হয় বন্দুক কিনতে চান; লাইসেন্স দেখে, দিও।"

আগন্তুক বোমার মত ফাটিয়া পড়িল। বিদ্রূপ কণ্ঠে কহিল, "বোধ হয় বন্দুক কিনতে চান! বলি, আপনার সিম্পাঞ্জির মত গোল মাথা থাকতেও কি এতটুকু বুদ্ধি থাকতে নেই? ব্লাডি, আধা পাগলা, আস্ত একটি বাঁদর।"

মিঃ দাঁ আহত ও ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "আমাকে আপনি মার্জনা করবেন, স্যার আপনার অভদ্র ভাষা, বিশেষভাবে একটি ভদ্র মহিলার সম্মুখে……" এই অবধি বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

আগন্তুক নত হইয়া মিঃ দাঁর কানের নিকট মুখ নামাইয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "যদি আপনি আমাকে ঠিকমত সার্ভ করেন, তা' হ'লে আমার অভদ্র কথা না-শুনতেও পারেন। আমি দোকানে এসে মিনিটের পর মিনিট দাঁড়িয়ে থাকব, আর আপনার যতীন তালপাতার সেপাইয়ের মত এসে ঠক ঠক ক'রে কাঁপবে—আমার সহ্য হবে না। "আমি চাই শক্ত মানুষ। হা হা হা—শক্ত মানুষ।" বলিতে বলিতে আগন্তুক অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

ভয়াবহ হাসির শব্দে মিঃ দাঁর দেহের রক্ত জল হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি কি করিবেন, ভাবিয়া পাইবার পূর্বেই আগন্তুক পুনশ্চ কহিল, "গান ! বন্দুক ! বামনের মত আপনি আর আপনার মর্কট-সহকারী বন্দুক বিক্রয় করছেন—আশ্চর্য, ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো ! যারা জীবনে ঘেসো ফড়িং মারেনি, তারা বেচতে বসেছে—বন্দুক। আপনারা দুটিতে ইঁদুর ছাড়া আর অন্য কিছুই নন। শুনেছেন, ইঁদুর ভায়া ?"

ক্রোধে ও অপমানে জর্জরিত হইয়া মিঃ দাঁ কহিলেন, "যতীন, যাও একটা পুলিসকনস্টেবল ডেকে নিয়ে এস।"

আগন্তুক বিনা হেতুতে অকস্মাৎ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। যতীন দুই পা অগ্রসর হইয়াছিল, সভয়ে পিছাইয়া আসিল। আগন্তুক কহিল, "ভগবানের দোহাই, আর ইয়ার্কি করো না, বুড়ো-ইঁদুর ! আমাকে একটা রিভলভার বিক্রি করো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি এখানে কার্টিজ কিনব না। সুতরাং তোমাদের পৈতৃক মাথাগুলো উড়ে যাবার ভয় নেই।"

যতীন সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, "আপনি কোন্ রিভলভার চান ?"

আগন্তুক ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া চাহিতে চাহিতে সবিস্ময়ে কহিল, "ভগবান ! এটা আবার কথা কয় !" এই বলিয়া আগন্তুক কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমি চাই মশার রিভলভার। মশার রিভলভার !"

"আপনার লাইসেন্স দেখি ?" যতীন ভয়ে ভয়ে কহিল।

আগন্তুক পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া তাল পাকাইয়া যতীনের গায়ের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিল। যতীন সভয়ে দুই পা পিছাইয়া গিয়া কুড়াইয়া লইল এবং তাহা অতি সতর্কতার সহিত বিস্তৃত করিয়া পরীক্ষা করিল এবং কহিল, "আসুন আমার সঙ্গে।" এই বলিয়া সে আগন্তুককে লইয়া শো-রুমের অপরাংশে চলিয়া গেল।

মিঃ দাঁ ক্ষুণ্ণ মনে তরুণী রমার নিকট বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রমা কহিল, "আপনি মিথ্যে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। ঐ হতভাগা লোকটার ব্যবহারের জন্য আপনি কিছুমাত্র দায়ী নন। হাঁ ভাল কথা, আমি এই বন্দুকটাই পছন্দ করলুম। আপনি কি এটা আমাদের বাড়ীতে বিল শুদ্ধ পাঠিয়ে দেবেন ?"

"নিশ্চয়ই, ম্যাডাম। আমি অবিলম্বে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি। আপনার বাড়ীর ঠিকানা ও কার নামে বিল হবে যদি লিখে দেন, তবে…" বলিতে বলিতে মিঃ দাঁ একখানি অর্ডার-ফরম রমার নিকট রাখিয়া দিলেন।

রমা লিখিতে লিখিতে কহিল, "বিল আমার নামেই করবেন, আর এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।" রমা কাগজখানি সহি করিয়া মিঃ দাঁর হাতে তুলিয়া দিল।

রমা বাহির হইয়া যাইবে, এমন সময়ে আগন্তুক একটি মশার রিভলভার লইয়া করিয়া স্বভাব-সুলভ উচ্চস্বরে মূল্যের সম্বন্ধে অভিযোগ জানাইতে জানাইতে মিঃ দাঁর নিকটে আসিল এবং তাঁহার নাকের স্বল্পপরিসর মধ্যে রিভলভারটি নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "বলি এত লাভ কর কেন?"

মিঃ দাঁ আহত কণ্ঠে কহিলেন, "আমাদের দাম সব দোকানের চেয়ে কম এবং আমাদের জিনিস সব দোকানের চেয়ে উৎকৃষ্ট, স্যার।"

আগন্তুক পুনশ্চ অট্টরবে হাস্য করিতে লাগিল। হাসি থামিলে কহিল, "আমি যখন বিলাতে ছিলাম, তখন সেখানে এর দর বলেছিল কত জান, বুড়ো ইঁদুর?"

মিঃ দাঁ ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "আপনি যদি দয়া ক'রে চলে যান, তবে বাধিত হব।"

"তা' হবে। আমিও জানি, তা' হবে। কিন্তু বড় দুঃখ হচ্ছে আমার। আমি বিরূপাক্ষ, আমাকে ঠকিয়ে এতগুলো টাকা নিতে পারলে তুমি? আমার কি মনে হচ্ছে জান? জান না। মনে হচ্ছে যে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে এখানে কার্টিজ কিনে তোমার ঐ বেল মাথাটি তাক্‌ ক'রে চৌচির ক'রে ফেলি।" এই বলিয়া আগন্তুক বীভৎস হাস্যে মুখর হইয়া প্রস্থান করিল।

রমা ম্লানমুখে কহিল, "আমি আসি, মিঃ দাঁ।"

"আসুন, ম্যাডাম। আমাদের মার্জনা করবেন।" এই বলিয়া মিঃ দাঁ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

(৯)

রাত্রি ৮-৩০ মিনিটের সময় অপূর্ব আহার শেষ করিয়া লইলেন। বামুন-মা ও পরিচারিকা দুইজন সন্ধ্যা ৭ টার সময় মিনার্ভা থিয়েটারে চলিয়া গিয়াছিল; বাড়ীতে মাত্র একটি ভৃত্য ছিল।

রাত্রের আহার শেষ হইলে অপূর্ববাবু বাহিরে যাইবার পোশাকে সজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আমার ফিরতে দশটার বেশী দেরী হবে না। কিন্তু যদি দু'পাঁচ মিনিট বিলম্ব হ'য়ে যায়, আর বিরূপাক্ষবাবু ঠিক সময়ে এসে হাজির হন, তবে তুই তাঁকে ড্রইংরুমে বসিয়ে কার্নিভাল দেখতে যেতে পারিস, শ্রীচরণ।"

"যে আজ্ঞে।" ভৃত্য শ্রীচরণ কহিল।

"হাঁ, আর একটা কথা, শ্রীচরণ। যদি ভদ্রলোক কিছু খেতে চান—সিগারেট, পান, লেমনেড কি যাই হোক, তবে দিতে আপত্তি করবি না। বুঝেছিস?"

"বুঝেছি, বাবু।" শ্রীচরণ নতমুখে কহিল।

অপূর্ববাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তাঁকে ড্রইংরুমে বসিয়ে কিছু চাই কি-না তাঁর জিজ্ঞাসা ক'রে অনায়াসে কার্নিভাল দেখতে যেতে পারবি।"

"তা' পারব, বাবু। আপনাকে কি একটা ট্যাক্সি ডেকে দেব?" শ্রীচরণ প্রশ্ন

দিলেন। কারণ অপূর্ব্ববাবু রাত্রে বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে শোফারকে ছুটি দিতেন।

অপূর্ব্ববাবু কহিলেন, "হাঁ, শ্রীচরণ, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়।"

শ্রীচরণ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে একটা ট্যাক্সি আনিয়া হাজির করিল। অপূর্ব্ববাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "আচ্ছা শ্রীচরণ, আমি এখন বিদায় নিলুম।"

শ্রীচরণ ব্যস্তভাবে দুই হাত মাথায় ঠেকাইল।

সেদিন রাত্রে মিঃ হালদার জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষে আপনার ও কন্যার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, অপূর্ব্ববাবুকেও বিশেষ-ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাত্রে বিরূপাক্ষের সহিত দেখা করিবার কথা নির্ধারিত থাকায় তিনি আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সক্ষম না হইলেও মিঃ হালদারের কন্যাকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। মিঃ হালদার ড্রইং-রুমে বসিয়া এবং বহু বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া খোশ গল্প করিতেছিলেন, এমন সময় বেয়ারা আসিয়া খবর দিল যে, অফিসের বড় সাহেব আসিয়াছেন।

মিঃ হালদার অকস্মাৎ দুলিয়া উঠিলেন এবং তাহার পক্ষে সম্ভবপর দ্রুতবেগে উঠিবার চেষ্টা করিবার সময় অপূর্ব্ববাবু হাস্যমুখে প্রবেশ করিয়া একটি হাত মিঃ হালদারের দিকে প্রসারিত করিয়া কহিলেন, "উঠো না হালদার। আমি বলছি, উঠবার চেষ্টা করো না তুমি, সত্যি বলছি, আমি সহ্য করতে পারব না। কি পারব না, তুমি বিশেষরূপেই তা' জান।"

"আরে এস এস, বড় সাহেব এস।" এই বলিয়া মিঃ হালদার অবশ দেহ এলাইয়া দিলেন এবং কন্যার দিকে চাহিতেই দেখিলেন, কন্যা কুমারী বিটপীছায়া অপূর্ব্ববাবুকে প্রণাম করিতেছে।

অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, "আমার অপেক্ষা করবার সময় নেই মা, নইলে তোমার জন্মতিথির ভোজে নিশ্চয়ই আনন্দের সঙ্গে যোগদান করতাম। কিন্তু আমাকে কয়েকটি জরুরী কাজে দু-একজনের সঙ্গে এখনই সাক্ষাৎ করতে হবে। তা' ছাড়া আমাদেরই ব্যবসায়ের একজন রাত্রি দশটার সময় আমার বাড়ীতে দেখা করতে আসবেন। আমি আশীর্বাদ করি মা, তুমি সুখী হও, নীরোগ হও। আর…" এই অবধি বলিয়া তিনি চাহিয়া দেখিলেন, কোন্ অবসরে মিঃ হালদার তাঁহাদের নিকট সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; অপূর্ব্ববাবু তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া পুনশ্চ কুমারী বিটপীছায়াকে কহিলেন, "হাঁ আর এক কথা, মা। তোমার বাবাকে খুব শাসনে রেখো। দিন দিন তোমার বাবা যে রকম হ'য়ে যাচ্ছে, তাতে আমার ভয় হয়, কোন্ দিন না…" এই বলিয়া অপূর্ব্ববাবু উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

কুমারী বিটপীছায়ার মুখ লজ্জারুণ আভায় ভরিয়া গেল।

মিঃ হালদার কহিলেন, "তোমার কি হয়, সেটাও বল।"

"দেখ, তুমি ভুঁড়ি অমন ক'রে দুলিয়ো না বলছি, হালদার।" এই বলিয়া

অপূর্ব্ববাবু মুখ টিপিয়া মৃদু হাস্য করিলেন এবং হালদারের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আমি আজ ঐ হতভাগা বিরূপাক্ষের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া ক'রে ফেলব, হালদার। সে যেন জীবনে আর আমাদের কোম্পানীকে বিরক্ত করতে না পারে, এই যেন তা'র শেষ বিরক্ত করা হয়, তা' দেখব।"

মিঃ হালদার ভীত হইয়া কহিলেন, "সর্ব্বনাশ! তুমি কি তা'কে···" মিঃ হালদারের মুখের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

অপূর্ব্ববাবু কহিলেন, "না, না, হালদার। তাকে খুন করব না। তা'কে আমি শ পাঁচেক টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ ক'রে দেব।"

মিঃ হালদারের মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "মাত্র পাঁচশো! কিন্তু তার পত্র পড়ে আমার যা ধারণা জন্মেছে, সে পঞ্চাশ হাজারের কমে নিবৃত্ত হবে ব'লে মনে হয় না।"

"তুমি পাগল হ'য়েছ, হালদার? সেই লোফারকে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব। মাত্র পাঁচশো দেব—নিতে হয় নেবে, নয় বলব···তা'র যা খুশি তাই যেন করে।" এই বলিয়া অপূর্ব্ববাবু সহসা কথার মোড় ফিরাইয়া কহিলেন, "আমাদের নূতন পার্টনারকে তোমার ভাল লেগেছে তো?"

"লাগবে না?" মিঃ হালদার দুলিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "আমি সকলকে বলছিলাম যে, এইবার ইণ্ডিয়া স্টীল প্রোডাক্টস হু-হু ক'রে বেড়ে উঠবে। এইবার আমাদের কোম্পানী জগতের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কোম্পানীতে পরিণত হবে। আমি তোমার অন্ততপক্ষে এই একটি কাজকে সমর্থন করতে পেরেছি।" এই বলিয়া মিঃ হালদার দুলিয়া উঠিলেন।

অপূর্ব্ববাবু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "মাত্র একটি কাজ? অর্থাৎ মোহনকে সমর্থন করছ। কিন্তু আর কোন কিছুই আমার সমর্থন করো না, না?"

মিঃ হালদার হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "একটা কথাই না হয় ব'লেই ফেলেছি। তা' ব'লে তুমি কৈফিয়ত চেয়ে বসবে, এতটা আশা করিনি।"

অপূর্ব্ববাবু কহিলেন, "আচ্ছা, গুড নাইট, হালদার। হাঁ, আর এক কথা, মোহনের সঙ্গে কোনদিন ঝগড়া ক'রে বসো না যেন। বিনা প্রতিবাদে তা'র প্রত্যেকটি বাক্য মানতে হবে, বুঝেছ?"

"কেন, তুমি কি আর বাক্য বলবে না না-কী? সত্যি বলছি, মিত্তির, তোমার হেঁয়ালিপূর্ণ কথা এক-এক সময়ে আমার আদৌ ভালো লাগে না।" মিঃ হালদার অনুযোগ জানাইলেন।

অপূর্ব্ববাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "Alright now, good night, হালদার!"

দ্বিতীয় বাক্যের অবসর না দিয়া অপূর্ব্ববাবু বাহির হইয়া গেলেন।

কন্যা বিটপীছায়া পিতার নিকট আসিয়া কহিল, "ওঁকে কিছুতেই রাখা গেল না, বাবা?"

মিঃ হালদার সহসা তপ্ত হইয়া কহিলেন, "ওকে রাখার কথাও-তো ছিল না! যাক, কিন্তু আমি কি ভাবছি জানিস, বিটপী?"

কুমারী বিটপীছায়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমি কি ভাবছ, না বললে জানবো কি ক'রে?"

"তবে বলি, শোন্! আমার ভয় হচ্চে যে, অপূর্ব না একটা কিছু ক'রে বসে। চিন্তান্বিত স্বরে মিঃ হালদার কহিলেন।

"কি ক'রে বসেন?" কন্যা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

মিঃ হালদার ভীষণ বেগে দুলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তা' যদি বলতে পারবো, তা' হ'লে কি আর ওকে করতে দিই-রে, বেটী?"

"বাবা যেন কি!" এই বলিয়া বিটপী সমাগত বান্ধবীদের দিকে চাহিয়া কহিল, "এখন এস বাবা, ও'রা সব একা রয়েছেন।" এই বলিয়া বিটপী ফিরিয়া গিয়া তাহার পূর্বাসনটি দখল করিয়া বসিল।

মিঃ হালদার ক্ষণকাল চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলেন; পরে বিরক্তস্বরে কহিলেন, "দূর ছাই, ওসব বিদকুটে চিন্তার আর শেষ নেই।" এই বলিয়া তিনি সভাস্থলে গিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তখন বিটপীছায়ার একটি বান্ধবী অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পিয়ানো বাজাইয়া নাকিসুরে গানের নামে নূতন কিছু আবিষ্কারের ঘোষণা করিতেছিল।

(১০)

অপূর্ববাবু বাহির হইয়া যাইবার পর শ্রীচরণ আহার শেষ করিয়া ড্রইংরুমের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চেয়ারটিতে বসিয়া একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময়ে বহির্দ্বারে একটি মোটর থামিবার শব্দ হইল এবং অবিলম্বে কেহ দ্বারের কড়া নাড়িতে লাগিল।

শ্রীচরণ দ্রুতপদে বাহির হইয়া যখন সি'ড়ি বাহিয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছিল, তখন আগন্তুক এমন ভীষণ শব্দে দ্বারের উপর আঘাত করিতে লাগিল যে, তাহার ভয় হইতে লাগিল, বুঝি বা দ্বার এখনই ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

শ্রীচরণ ঊর্ধ্বশ্বাসে দ্বারের নিকট পে'ছাইয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল এবং দেখিল, অদ্ভুত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া দীর্ঘশ্মশ্রু ও রঙীন চশমাবৃত এক অতি দীর্ঘকায় ব্যক্তি দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

শ্রীচরণ কহিল, "নমস্কার, হুজুর!"

বিরূপাক্ষ বিকৃত শুষ্ক স্বরে কহিল, "আমি বিরূপাক্ষ; অপূর্ব বাড়ীতে আছে?"

"বাবু বাইরে গেছেন, স্যার।" তিনি বলে গেলেন, যদি আপনি তাঁর আগে এসে পড়েন, তা' হলে দয়া ক'রে ভিতরে এসে মিনিট দুই অপেক্ষা করতে না করতে তিনি এসে পড়বেন।" বিনীত কণ্ঠে শ্রীচরণ নিবেদন করিল।

বিরূপাক্ষ বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করিল। শ্রীচরণের মনে হইল যে, একটা ক্ষিপ্ত কুকুর ডাকিয়া উঠিল। পরে শ্রীচরণের পশ্চাতে বিরূপাক্ষ সি'ড়ি বাহিয়া উঠিয়া

ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল এবং একটি বৃহদাকার চেয়ারের উপর সশব্দে বসিয়া পড়িল।

শ্রীচরণ একান্তে দাঁড়াইয়াছিল ; ভয়ে ভয়ে কহিল, "আপনার কি কিছু প্রয়োজন আছে, স্যার ? একটা লেমনেড, কিম্বা ডাব, কিম্বা…"

অকস্মাৎ বাঘের থাবার মত হাত তুলিয়া বিরূপাক্ষ কহিল, "তুমি আমার জন্য এইটুকু করতে পার যে, আমার সম্মুখ থেকে দূর হও। আমি অপূর্বকে চাই, তোমাকে নয়।"

শ্রীচরণ সভয়ে পিছাইয়া গিয়া কহিল, "যদি সিগারেট কিম্বা চুরুট…"

বিরূপাক্ষ একটা পা সশব্দে মেঝের উপর ঠুকিয়া কহিল, "বলছি, দূর হ', না আমার মাথা ধরিয়ে দিচ্ছে হতভাগা।"

"আচ্ছা স্যার, আমি যাচ্ছি।" এই বলিয়া শ্রীচরণ দ্রুতপদে দ্বিতল হইতে নিম্নতলে নামিয়া আসিল এবং কয়েক মিনিট দ্বিধাগ্রস্ত থাকিয়া চিন্তা করিল যে, প্রভু যখন যাইবার জন্য আদেশ দিয়া গিয়াছেন, তখন এই ব্যক্তিকে বাড়ীতে রাখিয়া বাহিরে যাইলে কিছু ক্ষতি হইবে না। কারণ প্রভু কি না বুঝিয়া, না জানিয়া এরূপ আদেশ দিয়া গিয়াছেন ? তাহা ছাড়া, প্রভু কখনও তাঁহার আদেশ অবহেলা সহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং শ্রীচরণ দ্বিধাশূন্য মনে সদর ফটক দিয়া নিঃশব্দে কার্নিভাল দেখিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

(১১)

পুলিস-কনস্টেবল অযোধ্যাপ্রসাদের সেদিন রাত্রে পাহারা দিবার ডিউটি ছিল। তাহার বীটে হ্যারিসন রোড হইতে আমহার্স্ট স্ট্রীটে অবস্থিত সমুদয় অংশ পড়িয়াছিল। অবশ্য মেন রোডের উভয় পার্শ্বেই বহুদূর অবধি স্থান তাহার বীটের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

সেদিন রাত্রি এগারোটার সময় সে যখন হ্যারিসন রোডের দিক হইতে বিবেকানন্দ রোডের সীমানা অভিমুখে নিয়মিত-ছন্দ গতিতে অগ্রসর হইয়া প্রায় অর্ধেক পথে উপস্থিত হইয়াছে, তখন রাত্রির নিস্তব্ধতা চূর্ণ করিয়া একটা শব্দ, পরমুহূর্তে আরও অনেকগুলি শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহার অভিজ্ঞ কর্ণ তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে শব্দগুলি রিভলভারের ভিন্ন অন্য কিছুরই নহে।

অযোধ্যাপ্রসাদ শব্দ লক্ষ্য করিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। যদিও সে তাহার পরিহিত ইউনিফরমকে দ্রুত দৌড়াইবার পক্ষে বাধা মনে করিত, তাহা হইলেও এক্ষেত্রে উল্কাবেগে ধাবিত হইতে বাধা পাইল না। এদিকে কয়েকবার পর পর শব্দ হইয়া রাত্রির প্রকৃতি পুনশ্চ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু অযোধ্যাপ্রসাদের অভিজ্ঞতা তাহাকে শব্দের দিক সম্বন্ধে ভুল করিতে দিল না। সে আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরিয়া সোজা ছুটিতে আরম্ভ করিল।

সহসা পথিমধ্যে অপর একজন ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল। সে-ও ছুটিতেছিল, অযোধ্যাপ্রসাদ লোকটিকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল—সে কার্নিভাল কোম্পানীর অন্যতম ভৃত্য। তাহার নাম ক্ষুদিরাম।

পুলিসকে ছুটিতে দেখিয়া ক্ষুদিরাম তাহার দিকে চাহিয়াই থামিয়া গেল, উল্লসিত কণ্ঠে কহিল, "আরে অযোধ্যাপ্রসাদ যে! ভগবানকে ধনবাদ। তুমিও শুনেছ তা' হ'লে?"

অযোধ্যাপ্রসাদ কহিল "শুনেছি, কিন্তু কোথা থেকে শব্দ এল বলতে পারো?"

"পারি।" ছুটিতে ছুটিতে ক্ষুদিরাম কহিল, "আমার মনে হয়—নং থেকে। ওদিকে চল।" এই বলিয়া সে অযোধ্যাপ্রসাদকে পথ দেখাইয়া পাশাপাশি দ্রুত ছুটিতে লাগিল।

অযোধ্যাপ্রসাদ কহিল, "কাউকে দেখেছ?"

"না দেখিনি। কিন্তু শুনেছি যথেষ্ট। এই যে—নং, এখন তুমি কি করবে?" বলিতে বলিতে তাহারা অপূর্বের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সদর ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল।

অযোধ্যাপ্রসাদ দৃঢ় স্বরে কহিল, "এক কাজ করো, ক্ষুদিরাম। তুমি এই দরজার কড়া নেড়ে চীৎকার করো, আমি দেখি, বাড়ীর পিছন দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারি কি-না।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে পিছনের বাগানের পার্শ্বে উপস্থিত হইল এবং অনুচ্চ দেওয়াল টপকাইয়া বাগানের ভিতরে অবতরণ করিল। পরে অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলিয়া প্রাসাদের খিড়কির দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহার সৌভাগ্যবশতঃ খিড়কির দ্বার অর্গলমুক্ত রহিয়াছে।

অযোধ্যাপ্রসাদ শির উচ্চ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। সে বাম হাতে টর্চ ও দক্ষিণ হস্তে রুল উদ্যত করিয়া প্রথম মহলে উপস্থিত হইল এবং সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলে উঠিবার সময় শুনিল, ক্ষুদিরাম সম্মুখের দ্বারের উপর প্রাণপণে আঘাত করিতেছে।

অযোধ্যাপ্রসাদ সিঁড়ির পার্শ্বে ইলেকট্রিক আলোর সুইচ দেখিতে পাইয়া টিপিয়া দিল, আলোক-বন্যায় নিম্নতল ভাসিয়া গেল। সে উপরের দিকে চাহিয়া কহিল, "কৌন হ্যায় উপর মে, কৌন হ্যায়?"

কোন উত্তর নাই। অযোধ্যাপ্রসাদ ধীর গতিতে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিল; অবশেষে দ্বিতলে পৌঁছাইয়া সে পুনশ্চ চীৎকার করিল, "কৌন হ্যায় ভিতরমে?"

মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ রাত্রি। কোন উত্তর কোন দিক হইতে আসিল না। অযোধ্যাপ্রসাদ ধূমপান করিত না। সুতরাং তাহার সুতীব্র ঘ্রাণশক্তি ছিল। দ্বিতলে উঠিতেই তাহার নাসিকায় বারুদের তীব্র গন্ধ প্রবেশ করিয়া তাহাকে জানাইয়া দিল যে সে ঠিক স্থানেই আসিয়াছে। সে উপরের আলো জ্বালিয়া দিল এবং ড্রইংরুমের দ্বার ও জানালা মুক্ত রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া ধীরে ধীরে অতি সতর্কতার সহিত সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সে ড্রইংরুমের মুক্ত দ্বার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কক্ষের ভিতর একটি নারীর মৃতদেহ রহিয়াছে। মৃতদেহের অর্ধেক অংশ মেঝের উপর এবং অবশিষ্ট অংশ জানালার উপর ঝুলিতেছে। মৃতদেহের দিকে চাহিয়াই অযোধ্যাপ্রসাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সে কাহাকে দেখিতেছে। সে মৃতদেহ চিনিতে পারিয়া

এক পা এক পা করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং মৃতদেহের নিকটে গিয়া দেখি যে, মৃতদেহের বাম হাত জানালার বাহিরে ঝুলিতেছে এবং ডান হাতে রিভলভার মুষ্টিবদ্ধ রহিয়া কক্ষের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

অযোধ্যাপ্রসাদ অপূর্ববাবুকে বিশেষভাবে চিনিত, সুতরাং মৃতদেহ দে বুঝিতে পারিল যে, তাহা অতি দয়ালু অমায়িক ভদ্রলোক অপূর্ববাবুর। অযো প্রসাদ ড্রইংরুমের আলো প্রজ্বলিত করিয়া চাহিয়া দেখিল, কক্ষমধ্যে টে উপর একটি টেলিফোন রহিয়াছে। অযোধ্যাপ্রসাদ তাহার হেড কোয়ার্টার টেলিফোন করিয়া হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রদান করিল এবং রিসিভার না রাখিয়া মৃতদেহের নিকট ফিরিয়া আসিল।

অযোধ্যাপ্রসাদ অভিনিবেশ সহকারে অল্প দূর হইতে পরীক্ষা করিয়া বু পারিল যে, গুলি মস্তকের ভিতর প্রবেশ করিয়া কর্ণমূল দিয়া বাহির হইয়া গি আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া তাহার ধারণা হইল যে গুলি অত্যন্ত নিকট হইতে হইয়াছিল।

অযোধ্যাপ্রসাদ কক্ষের দেওয়াল পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, সর্বসমেত সাতটি গু ছোড়া হইয়াছিল। কক্ষের উভয় দিকে দেওয়াল-গাত্রে বুলেটের আঘা প্রকটিত ছিল। সহসা অযোধ্যাপ্রসাদের দৃষ্টি একটি টুপির প্রতি আকৃষ্ট হ সে মেঝের উপর হইতে টুপিটা তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিতে দেখিল, টুপির ভি অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে ইংরাজিতে 'বিরূপাক্ষ পালিত' এই নামটি লেখা রহিয়াছে। পুনশ্চ টুপিটা যথাস্থানে রক্ষা করিয়া কক্ষের ভিতর আর কিছু পাওয়া যায় কি যখন পরীক্ষা করিতে লাগিল, তখন কক্ষের বাহিরে বহু ভারি পদশব্দের উত্থিত হইলে সে বুঝিল, থানা হইতে অফিসারগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

অযোধ্যাপ্রসাদ দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সম্মুখে ইন্সপে সাহেবকে দেখিয়া দীর্ঘ সেলাম দিয়া কহিল, "অপূর্ববাবুকে কোন্ এক বিরূপা পালিত খুন করেছে, হুজুর।"

অফিসার কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান-কার্যে নি হইলেন।

pathagar.net

(১২)

পরদিন প্রভাতে একমাত্র সংবাদ 'বাঙলার ডাক'-এ অপূর্ববাবুর হত্যা সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশিত হইল। ইহার যুক্তিগ্রাহ্য হেতুও ছিল। হত্যাকাণ্ড প্রায় মধ্যরাত্রে সংঘটিত হওয়ায় এবং পরে পুলিসের অনুসন্ধা সমাপ্ত হইতে রাত্রি দুইটা বাজিয়া যাওয়ায় অন্য কোন নিউজ এজেন্সীর পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। মাত্র 'বাঙলার ডাক' নিজস্ব রিপোর্টার মারফত সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

মোহন তাহার ব্যবসায়ী জীবনের দ্বিতীয় প্রভাতে প্রিয়তমা পত্নী রমার আলাপ করিতেছিল, এমন সময়ে বিলাস আসিয়া কয়েকখানি সংবাদপত্র টে

রাখিয়া গেল। রমা 'বাঙলার ডাক' কাগজখানি হাতে তুলিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "দেখ, সত্যি বলতে কি, দেশের হাজার হাজার সংবাদপত্রের মধ্যে এই 'বাঙলার ডাক' কাগজখানাকেই সব চেয়ে বেশী ভাল লাগে। যে-দিন এই কাগজখানা পড়তে পাই, আমার মনে হয়, সে-দিনইটাই যেন ব্যর্থ হ'য়ে গেল।" এই বলিয়া রমা সংবাদপত্রটি খুলিয়া পাঠ করিতে শুরু করিল।

মোহন হাস্যমুখে কহিল, "আমি এই ভালো লাগার গোপন ইতিহাসটি জানি না। কারণ অতীতের দস্যু-প্রণয়ী এবং পরে স্বামীর গুণগান গেয়ে একমাত্র এই কাগজখানাই পুলিসের রোষ-দৃষ্টি গ্রাহ্য না ক'রেই আমার নিখুঁত প্রচার-কার্য চালিয়ে গেছে।"

অকস্মাৎ রমা অস্ফুট কণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিল, "সর্বনাশ! একী। ওগো, আমার কি সর্বনাশ হ'ল গো!" এই বলিয়া সে কাগজখানি স্বামীর ব্যগ্র-করে তুলিয়া দিল।

মোহন সংবাদটি পাঠ করিল। তাহার মুখমণ্ডল অস্বাভাবিকরূপে গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাহার হাত হইতে সংবাদপত্রটি খসিয়া পড়িয়া গেল। রমা বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, স্বামী দুই হাতে মুখ চাপিয়া হেঁট হইয়া বসিয়া ধীরে ধীরে দুলিতেছে। রমার বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, স্বামী অশ্রুবেগ রুদ্ধ করিবার প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছেন।

রমা ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া স্বামীর স্কন্ধদেশের উপর একখানি হাত রাখিয়া কহিল, "সত্যই, এই ঘটনা এতটা আকস্মিক ঘটেছে যে, বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। আচ্ছা, তুমি কি কিছুই বুঝতে পারোনি?"

মোহন ধীরে ধীরে মুখ হইতে হাত মুক্ত করিয়া পত্নীর দিকে চাহিল; রমা বিস্ময়ে দেখিল, স্বামীর দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছে। স্বামীর হৃদয়ে এই বন্ধুর জন্য যে কি অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল, তাহা প্রাঞ্জলভাবে অনুভব করিবার পক্ষে শ্রীমতী রমার আর কোন অসুবিধাই হইল না। মোহন চক্ষু অশ্রুমুক্ত করিয়া কহিল, "কি বলছিলে রানী?"

রমা কহিল, "তুমি কি কিছুই সন্দেহ করোনি?"

মোহন কহিল, "কি সন্দেহ, রানী? কে তা'কে হত্যা করেছে?"

রমা নিরুত্তর রহিল। মোহন পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "যে সময়ে অপূর্বর মন প্রচুর অর্থ-লাভের স্বপ্নে বিভোর হ'য়েছিল, ঠিক সেই সময়ে অর্থাৎ তা'র স্বপ্ন, তা'র কল্পনা সফল হবার পূর্বেই তা'কে সরে যেতে হ'ল। এমনধারা কেউ বোধ হয় আশা করেনি, আমি-তো করিইনি।"

রমা ধীর স্বরে কহিল, "কাগজে লিখেছে, বিরূপাক্ষ নামে একটা লোক অপূর্বকে হত্যা করেছে ব'লে পুলিস বিশ্বাস করে এবং তা'কে গ্রেফতার করবার জন্য পুলিস সর্বশক্তি নিয়ে আসরে নেমেছে। তা' এই বিরূপাক্ষ সম্বন্ধে তুমি কি কিছুই শোননি?"

মোহন কহিল, "এইটুকু মাত্র অপূর্ব আমাকে বলেছিল যে, এই লোকটা গত

দু'বছর থেকে তা'কে অত্যন্ত বিরক্ত ক'রে তুলেছে এবং সে এই লোকটার সঙ্গে চিরকালের একটা বোঝাপড়া শেষ করতে চলেছে।"

রমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আহা! তার নিজের কথা যে এমন বিপরীতভাবে সত্য হবে, তা' বোধ হয় তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি কাল।"

"আমিও ভাবিনি, রানী। তা'ছাড়া অপূর্বর ফার্মের সেক্রেটারী সত্যেনও সম্ভব এতটা সন্দেহ করেনি—করলে নিশ্চয়ই আমাকে বলত কিম্বা কোন রকম প্রতি-বিধানের প্রয়াস পেত। সে যাই হোক, এই শোকটা আকস্মিক ভাবে পেলাম, রানী, যে দস্যু মোহনের মত পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিকেও বিচলিত ক'রে তুলেছে।" এই বলিয়া মোহন নীরব হইল। তাহার সারা মুখে বেদনার আভাসে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

বিলাস দ্বারদেশ হইতে কহিল, "একটি বাবু দেখা করতে এসেছেন, কর্তা। তিনি বলছেন যে, তিনি সত্যেনবাবু।"

মোহন রমার দিকে চাহিতেই রমা উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে বিলাসের দিকে চাহিয়া মোহন কহিল, "এখানে নিয়ে আয়, বিলাস।"

সেক্রেটারী সত্যেন সেন অবিন্যস্ত বেশে ও পাংশু, বিবর্ণ মুখে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিল এবং একখানি চেয়ারে ক্লান্তিভরে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "শুনেছেন, স্যার? আমাদের চরম সর্বনাশ হ'য়ে গেছে।"

মোহন গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল এবং কহিল, "শুনেছি সত্যেন, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি-নে। তুমি কি বিরূপাক্ষ লোকটাকে কিছুমাত্র সন্দেহ করোনি, সত্যেন?"

"না স্যার, না। তবে লোকটা যে অত্যন্ত দুর্মুখ এবং অভদ্র, এইটুকু জ্ঞান তা'র চিঠি লেখার ভাষা পড়েই আমার জন্মেছিল। কারণ একদিন মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য বিরূপাক্ষ আমাদের অফিসে পূর্বাহ্নে না জানিয়েই এসেছিল। সে সময়ে প্রভু সাহেব বা মিঃ হালদার কেউই অফিসে ছিলেন না। সে আমার সঙ্গে দেখা করে-ছিল এবং এমন অভদ্রজনোচিত ভাষায় কথা বলেছিল যে, আমি হতবাক হ'য়ে গিয়ে-ছিলাম। কিন্তু সেই লোক যে হত্যা করতে পারে, সে যে এমন নির্মম আততায়ী হ'তে পারে, তা' আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু স্যার—" এই বলিয়া সহসা সত্যেন নীরব হইল।

মোহন কহিল, "বলো, সত্যেন?

সত্যেন এক মুহূর্ত দ্বিধা করিয়া কহিল, "আমি এই কথাই বলতে চাইছি স্যার, যে এইবার তাঁর বক্ষ-রক্ত দিয়ে ঢেলে তৈরি ফার্মও অতল তলে তলিয়ে যাবে। আর কারুরই সাধ্য হবে না, তাকে বাঁচিয়ে রাখে।" সত্যেনের একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

মোহন নির্বিকার স্বরে কহিল, "কেন সত্যেন?"

"কেন, স্যার? আপনি-তো জানেন, আমাদের কোম্পানী ভবিষ্যৎ সুদিনের আশায় নিজেকে আকণ্ঠ ঋণে ডুবিয়ে রেখেছে। এতদিন অপূর্ববাবু ছিলেন, সমস্ত ব্যাঙ্ক ও ক্রেডিট-সোসাইটি ওভারড্রাফটের পর ওভারড্রাফট দিয়েও একটি বারের জন্য

কড়া তাগিদ দেননি, কিন্তু এইবার কি আর তাঁরা অপেক্ষা করবেন, স্যার ?"

মোহন ধীর স্বরে কহিল, "মোট ঋণের পরিমাণ কত, সত্যেন ?

সত্যেনের মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "তিন লক্ষের উপর, স্যার। এই বিপুল ঋণের অধিকাংশ শুধু এক্সপেরিমেণ্টের কাজে ব্যয় হয়েছে।"

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "শুধু এক্সপেরিমেণ্টের কাজে এই বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছে ? তবে এই বৃহৎ কারখানা নির্মাণ কি ক'রে সম্ভব হ'ল।

সত্যেন কহিল, "কোম্পানীর নিজস্ব অর্থে, স্যার। এক কথায় বলতে হ'লে অপূর্ববাবু তার যথাসর্বস্ব এই কারখানা নির্মাণে ব্যয় করেছেন।"

"আর মিঃ হালদার ?" মোহন প্রশ্ন করিল।

সত্যেন কহিল, "তাঁর অংশ মাত্র দু' আনা। তা' ছাড়া তিনি মাত্র কয়েক হাজার টাকা কোম্পানীতে ন্যস্ত করেছেন। কোম্পানীতে ন্যস্ত অর্থের পরিমাণের তুলনায় তা' কিছুই নয়। তা' হ'লেও আমাদের সত্যিকার বিপদ এইবার মিঃ হালদারকে নিয়েই দেখা দেবে, স্যার।"

মোহন বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "তুমি কি বলতে চাইছ ?"

সত্যেন কহিল, "হত্যার সংবাদ পাবামাত্র তাঁর কন্যা আমাকে টেলিফোন ক'রে বলছিল যে, তিনি একেবারে পাগল হ'য়ে উঠেছেন। তিনি উচ্চ স্বরে বিলাপ ক'রে বলছেন, 'কোম্পানী এবার দেনার দায়েই দেউলিয়া নাম লিখবে ; অপূর্ব যখন চলে গেল, তখন তার সঙ্গে আমাদের সর্বস্বও চলে গেছে ; বিরূপাক্ষ কেন আমাকে না হত্যা ক'রে বড় সাহেবকে হত্যা করেছে, তার কারণ আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।' তবেই স্যার, একজন অংশীদার যদি কোম্পানীর দুর্বলতার কথা চীৎকার ক'রে জাহির করতে থাকেন, তা' হ'লে সাধারণের মধ্যে তা' প্রচার হ'তে আর কত বিলম্ব হবে ?"

মোহন গম্ভীর মুখে চিন্তা করিতেছিল ; কহিল, "তা' বটে ! তা' হ'লেও মিঃ হালদারকে তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি তাঁর মুখ বন্ধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা, পুলিস কি মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্য নিয়ে গেছে ?"

"হাঁ, স্যার। আমি আপনার কাছে আসবার পূর্বে বড় সাহেবের বাড়ী হ'য়ে এসেছি। দেখলাম, দ্বারে দু'জন পুলিস পাহারায় বসেছে। কাউকে ভিতরে যেতে দিচ্ছে না।" সত্যেন অনুযোগ জানাইল।

মোহন চিন্তা করিতেছিল, কোন জবাব দিল না। সত্যেন পুনশ্চ কহিল, "আমি একটা বিষয় প্রস্তাব করতে চাই, স্যার। আমার মনে হয়, বর্তমান ক্ষেত্রে সব দিক বিবেচনা ক'রে সেই পথে চলাই সমীচীন হবে।"

"কোন্ পথে ?" মোহন প্রশ্ন করিল।

সত্যেন ঈষৎ উৎসাহভরে কহিল, "বড়সাহেবের শোচনীয় মৃত্যু উপলক্ষে আমাদের কাজ অন্ততপক্ষে এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখা যেতে পারে। তা'তে পাওনাদারদেরও মুখ বন্ধ হবে এবং আমরাও কার্যকরী একটা পন্থা আবিষ্কারে সক্ষম হব। এই যুক্তিই ঠিক কি না, স্যার ?"

মোহন গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "না সত্যেন। তোমার যুক্তি শুধু সর্বনাশের পথে ফার্মকে চালিয়ে দেবে। এ সময়ে একটা দিন কেন, নিয়মিত সময়ের এক ঘণ্টা পরেও অফিস খোলার নাম আত্মহত্যা করা…তুমি কি বোঝ না সত্যেন, অফিস বন্ধ হ'য়েছে দেখলেই পাওনাদাররা সদর ফটকে কোর্টের শীল মারবার জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ করবে? না, না, না। তুমি যাও, নিয়মিতভাবে অফিসের কাজকর্ম চলুক। সাধারণে দেখুক, এত বড় বিপদপাতের পরও ইন্ডিয়ান স্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর কাজ অব্যাহত গতিতে আপন পথে চলেছে।"

সত্যেন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "আপনার যুক্তিই সমীচীন, স্যার। আমি এদিকটা আদৌ ভেবে দেখিনি।" এই বলিয়া সে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, বেলা ৯টা বাজিতেছে। সত্যেন উঠিয়া দাঁড়াইল ও কহিল, "আপনি কখন অফিসে আসছেন, স্যার?"

"ঠিক সময়ে হাজির হব। কিন্তু তা'র আগে আমি একবার অপূর্বর বাড়ী ও পরে মিঃ হালদারের সঙ্গে দেখা ক'রে যাব। তুমি এস, সত্যেন। হাঁ একটা কথা—যত কিছু ভাবনা-চিন্তা করবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত মনে তোমার কর্তব্য সাধন ক'রে যাও; ভগবানের ইচ্ছা হয়, ফার্ম চলবে—তা'র স্বপ্ন সফল করবে, না হয় তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

সত্যেন নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল। পরমুহূর্তে শ্রীমতী রমা প্রবেশ করিল; কহিল, "এই বিরাট ঢেউ তুমি সামলাতে পারবে?"

মোহন সপ্রেম দৃষ্টিতে প্রিয়তমা পত্নীর উদ্বেগ-কাতর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল; পরে কহিল, "হতভাগ্য অপূর্ব যেন তা'র মৃত্যুর আহ্বান শুনতে পেয়েছিল, তাই মাত্র মৃত্যুর একদিন পূর্বে তাড়াহুড়ো ক'রে আমাকে জড়িয়ে রেখে গেল, রানী। কিন্তু ঢেউ যেমন বিরাট তেমনি অনতিক্রমণীয় হ'লেও আমি এতটুকু ক্ষীণ জ্যোতি দেখতে পাচ্ছি, রানী। আমার বুকের নির্জীব আশা পুনশ্চ প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছে।" এই বলিয়া মোহন কিছু সময় অন্যমনস্ক থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের দেওঘরের বাড়ীটা এখন খালি পড়ে আছে, না রানী?"

রমা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "কেন বল-তো? এ সময়ে দেওঘরে যাবে নাকি?"

মোহনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে কহিল, "আমি যাব না অর্থাৎ আমরা যাব না, রানী। যাবেন মিঃ হালদার, আর তাঁর কন্যা শ্রীমতী বিটপীছায়া। অবশ্য তা' কিছু পরে অর্থাৎ রাত্রে ট্রেনে, কিন্তু আমাকে এখনি একবার বা'র হ'তে হবে, রমা। যথা সময়ে ফিরতে না পারি, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা না করে খেয়ে নিও। আমি যেখানে হোক আজ দু'টি খেয়ে নেব।"

মোহন পার্শ্ব-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্রুত হস্তে বেশ পরিবর্তন করিতে লাগিল। অন্য সময় হইলে রমা কিছুতেই স্বামীর আহারের এই অনিয়ম সহ্য করিত না; কিন্তু বর্তমান শোচনীয় ক্ষেত্রে সে আর আপত্তি বা প্রতিবাদ জানাইল না, নীরবে স্বামীর প্রসাধনকার্যে সহায়তা করিতে লাগিল।

(১৩)

সিনিয়র পার্টনার অপূর্ববাবুর শোচনীয় মৃত্যুর পর ইণ্ডিয়ান ষ্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর নামে নিম্নে উদ্ধৃত পত্রগুলি আসিয়াছিল।

ডোমিনিয়ন ব্যাঙ্কের পত্র

সেক্রেটারী,
ইণ্ডিয়ান স্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং
কলিকাতা।

মহাশয়,

আমি এবং আমার ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ আপনার ফার্মের সিনিয়র পার্টনার অপূর্ববাবুর শোচনীয় মৃত্যুতে গভীর বেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনাকে ইহাও জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, আমাদের ব্যাঙ্ক হইতে যে-ওভারড্রাফট আপনার ফার্মকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত আর কোন টাকা আপনাদের দেওয়া হইবে না।

আপনাকে আমি অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা ঋণ পরিশোধ না করিলে ইহার প্রতিকারার্থে সমস্ত কাগজ-পত্র আমাদের এটনীর হাতে সমর্পণ করা হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত
শ্রীনিবারণ সমাদ্দার
সেক্রেটারী

ইউনিভার্সাল ট্রেডিং ব্যাঙ্কের পত্র

সেক্রেটারী,
ইণ্ডিয়ান স্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং
কলিকাতা।

মহাশয়,

অতীব দুঃখে এবং শোকার্ত হৃদয়ে আমি এবং ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরবর্গ অপূর্ববাবুর অকালে এবং শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার জন্য আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

আমি ইহাও দুঃখের সহিত বিজ্ঞাপিত করিতেছি যে, আমার ব্যাঙ্ক আর একটি পয়সাও আপনাদের ওভারড্রাফট দিতে পারিবে না।

আমার ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারগণ আশা করেন যে, আপনার ফার্ম শীঘ্র তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে। গত সপ্তাহে মিঃ অপূর্ব মিত্র আমাদের জানাইয়াছিলেন যে, তিনি খুব শীঘ্রই আমাদের ঋণ পরিশোধ করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
শ্রীহরিসাধন বসু
সেক্রেটারী।

pathagar.net

বেঙ্গল ফাইন্যান্স করপোরেশনের পত্র

মহাশয়,

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আপনারা গত জুলাই কোয়ার্টারের সুদ আজ পর্যন্ত পরিশোধ করেন নাই।

আমরা আপনাদের নিকট এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, অবিলম্বে আমাদের ঋণের সুদ পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যদিও আমরা আপনাদের দুঃখজনক পরিস্থিতির বিষয় অবগত আছি, তবুও আপনাদের না লিখিয়া পারিতেছি না যে, যদ্যপি অবিলম্বে আমাদের প্রার্থনা মত সুদের টাকা প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে আমরা আইনের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইব।

আপনার বিশ্বস্ত
শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষ
সুধী মহাজন

(১৪)

ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত মহীতোষ সান্যালের
বিভাগীয় রিপোর্টের নকল।
সাবজেক্ট—অপূর্ব মিত্র, মৃত।
আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

পুলিস সুপার মিঃ ব্যানার্জীর আদেশানুযায়ী গত শুক্রবার ৭ই আগস্ট রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় উপরোক্ত ঠিকানায় যাত্রা করি। সেখানে উপস্থিত হইয়া পুলিস-কনস্টেবল সি ৩৪১৮, অযোধ্যাপ্রসাদ এবং পুলিস-সার্জেন্ট সি এস ১৮৮, মিঃ সি, লরেন্সকে দেখিতে পাই। পুলিস-সার্জেন্ট মিঃ লরেন্সের রিপোর্ট এবং পুলিস-কনস্টেবল অযোধ্যাপ্রসাদের প্রিলিমিনারী রিপোর্ট ইহার সহিত গ্রথিত করিয়া দিলাম।

মৃত অপূর্ব মিত্রের দেহ তখনও পর্যন্ত কাহারও দ্বারা স্পর্শ বা স্থানান্তরিত করা হয় নাই। মৃতদেহের অর্ধেকাংশ জানালার বাহিরে ঝুলিতেছিল এবং অপর অর্ধেক কক্ষের ভিতর পড়িয়াছিল। মস্তক এবং বাম হস্ত জানালার বাহিরে ঝুলিতেছিল এবং দক্ষিণ হস্ত কক্ষের ভিতর দিকে ছিল। দক্ষিণ হস্তে পাঁচ-ঘরা একটি ছোট কোল্ট রিভলভার ছিল। এই রিভলভার হইতে ৪ বার গুলি ছোঁড়া হইয়াছিল।

মৃত ব্যক্তির মস্তকের ভিতর বুলেট প্রবেশ করিয়াছিল। দক্ষিণ ভ্রূর উপর হইতে কপালের মধ্য দিয়া বুলেট প্রবেশ করিয়া বাম কর্ণের পার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। কপালের ক্ষত দেখিয়া অনুমান করা শক্ত নহে যে, বড় ও ভারি মশার পিস্তলের বুলেটের দ্বারা মৃত ব্যক্তি আক্রান্ত হইয়াছিলেন। যে বুলেটে অপূর্ব মিত্রের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাহা জানালার বাহিরে বারান্দার উপর পাওয়া গিয়াছিল। আমি উক্ত বুলেট পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, খুব সম্ভবত উক্ত বুলেটের আঘাতেই অপূর্ব মিত্র মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন।

অপরাপর বুলেটগুলি কক্ষমধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। সর্বসমেত ৭টি বুলেট ছোড়া হইয়াছিল।

আমি একটি মশার রিভলভার দীর্ঘ বারান্দার একাংশে পতিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলাম। উক্ত রিভলভার এবং বুলেটগুলি যথারীতি এক্সিবিট করা হইয়াছে।

অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছি যে, উক্ত মশার রিভলভার দাঁ কোং'র দোকান হইতে একটি জাল লাইসেন্স দেখাইয়া গত শুক্রবার অপরাহ্ণে ক্রয় করা হইয়াছিল।

যে কোল্ট রিভলভারটি মৃত অপূর্ব মিত্রের হস্তে ধৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বহুদিন যাবৎ নিয়মিত লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির অধীনে ছিল।

একটি চেয়ারের উপর একটি হ্যাট পাওয়া গিয়াছিল। হ্যাটের ভিতর 'বিরূপাক্ষ পালিত' এই নামটি লেখা আছে।

পুলিস-কনস্টেবল অযোধ্যাপ্রসাদ উপর্যুপরি কয়েকটি রিভলভারের শব্দ শ্রবণ করিয়াছিল এবং যখন সে দৌড়াইয়া যাইতেছিল, তখন পথে কার্নিভাল কোং'র ভৃত্য ক্ষুদিরামের সহিত দেখা হইয়াছিল। ক্ষুদিরাম অযোধ্যাপ্রসাদের সহিত মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল।

শ্রীচরণ; (মৃত অপূর্ব মিত্রের) ভৃত্যের—জবানবন্দি। অপূর্ববাবু সেদিন রাত্রে আহারের পর শ্রীচরণকে আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে, রাত্র দশটার সময় বিরূপাক্ষবাবু নামে একজন ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিবেন। খুব সম্ভবত তাঁহার পার্টনার মিঃ হালদারের সঙ্গে (বহুবাজার স্ট্রীটে) দেখা করিয়া ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইবে—কিন্তু কোন মতেই দু'চার মিনিটের বেশী নয়। যদি দেরিই হয়, তবে সে যেন বিরূপাক্ষবাবুকে ড্রইং-রুম খুলিয়া দেয় এবং তাঁহাকে বলে যে, বাবু এখনি আসিয়া পড়িবেন।

শ্রীচরণ বলে, মৃত ব্যক্তি তাহাকে উপরোক্ত কর্তব্যসাধনের পর তাহার অভিলষিত কার্যে যাইবার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাত্রি ১০-১০ মিনিটের সময় টুপি মাথায় এক বিশ্রী আকৃতির লোক নিজেকে বিরূপাক্ষবাবু বলিয়া পরিচয় দেয় এবং মনিবের আদেশমত শ্রীচরণ তাহাকে ড্রইং-রুমে লইয়া খাতির করিয়া বসায় এবং জানিতে চাহে, তাহার কিছু চাই কি-না এবং মৃত মনিবের কথা নিবেদন করে। বিরূপাক্ষের চেহারা শ্রীচরণ বর্ণনা করে যে—দীর্ঘ-বলিষ্ঠ ভীমকায় ব্যক্তি। চক্ষুতে রঙিন চশমা এবং দীর্ঘ শ্মশ্রু বক্ষ অবধি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বাম পা একটু টানিয়া টানিয়া চলে। শ্রীচরণের মতে বিরূপাক্ষের মেজাজ সে সময়ে অতি রুক্ষ ছিল এবং সে অভদ্র ভাষায় কথা বলিতেছিল।

বিরূপাক্ষকে ড্রইং-রুমে বসাইবার পাঁচ মিনিট পরে শ্রীচরণ বাড়ী ত্যাগ করিয়া তামাশা দেখিবার জন্য গমন করে এবং রাত্রি ১১টা অবধি সেখানে থাকে। শ্রীচরণের এই উক্তি সেখানকার বহু ব্যক্তির দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। তারপর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে, মনিবের মৃতদেহ ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টার সান্যালের চার্জে রহিয়াছে।

(করুণাময় দাঁ—প্রোপ্রাইটার, দাঁ কোং —বন্দুক-বিক্রেতার জবানবন্দি)

মিঃ দাঁ বলেন, ঘটনার দিন অপরাহ্নে এক বিভীষণাকৃতি ব্যক্তি—নাম পরে লাইসেন্স দেখিয়া জানিতে পারেন যে, বিরূপাক্ষ দে—তাঁহার চৌরঙ্গীস্থিত বন্দুকের দোকানে আগমন করে। লোকটির (বিরূপাক্ষ দে) প্রত্যেকটি আচরণ আপত্তিকর হইলেও তাহার অভদ্র উক্তি সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছিল। এমন কি, এক সময়ে তিনি সহকারীকে একজন পুলিস-কনস্টেবল ডাকিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। বিরূপাক্ষ দে তাহার লাইসেন্স অনুযায়ী একটি মশার পিস্তল খরিদ করে। যে মশার পিস্তলটি আমরা মৃত অপূর্ববাবুর বাড়ীতে পাইয়াছি, তাহা সেই মশার—বিরূপাক্ষ যাহা দাঁ কোং হইতে ক্রয় করিয়াছিল।

মিঃ দাঁ ইহাও বলিলেন যে, লোকটি বাম পা টানিয়া টানিয়া চলে এবং অন্যান্য বর্ণনা অপর সাক্ষীর বর্ণিত আকৃতির সহিত হুবহু মিলিয়া যায়।

মিঃ দাঁ আরও বলেন, যখন বিরূপাক্ষ দোকানে গিয়াছিল, তখন দোকানে মিঃ মোহন গুপ্তের (দস্যু মোহন নামে বিশেষ পরিচিত) পত্নী শ্রীমতী রমা দেবী তাঁহার স্বামীর জন্মতিথি উপলক্ষে একটি বন্দুক খরিদ করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। এই হেতু অর্থাৎ একজন বিশিষ্ট মহিলা খরিদ্দারের সম্মুখে বিরূপাক্ষের অভদ্র ও অশ্লীল উক্তি মিঃ দাঁ'কে অত্যন্ত মর্মাহত করিয়াছিল।

(মিঃ শিবকৃষ্ণ, কামাচ্ছা বেনারস বাড়ীর মালিকের জবানবন্দি)

মিঃ শিবকৃষ্ণ বলেন যে, বিরূপাক্ষ পালিত ছয় মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়া তাঁহার কামাচ্ছার বাড়ীটি ভাড়া লইয়াছিল। তিনি বিরূপাক্ষ সম্বন্ধে কোন কিছুই অবগত নহেন ; কারণ তাহার সহিত বাড়ীর এগ্রিমেন্টের সময় মাত্র একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলেন, বিরূপাক্ষ দেখিতে অত্যন্ত কদাকার এবং ভীষণাকৃতির জীব বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল ; কিন্তু যখন তিনি ছয় মাসের ভাড়া অগ্রিম পাইলেন, তখন তাঁহার আপত্তি করিবার কিছুই ছিল না। যদিও তিনি দুই-একজন ব্যক্তির নিকট হইতে বিরূপাক্ষ সম্বন্ধে অভিযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি কোন কিছুর প্রতিকার করিতে চাহেন নাই। কারণ তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, যখন তিনি ছয় মাসের ভাড়া অগ্রিম পাইয়াছেন, তখন ভাড়াটের সহিত অসদ্ব্যবহার করিবার কোন সঙ্গত হেতুই নাই। বিরূপাক্ষ তাঁহাকে চেক দেয় নাই, নগদ টাকায় ভাড়া মিটাইয়াছিল।

(বেনারস কামাচ্ছা পোস্ট-অফিসের পোস্টম্যানদের জবানবন্দি।)

পোস্টম্যান বলে যে, একবার বেয়ারিং পত্র ডেলিভারী দিবার সময় সে দুর্ভাগ্যক্রমে বিরূপাক্ষের সম্মুখে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। সে ইহাও বলিল যে, তাহাকে যদি পুনশ্চ এই দুর্দান্ত (বিরূপাক্ষ) ব্যক্তির নিকট যাইতে বলা হইত, তাহা হইলে সে চাকুরিতে ইস্তফা দিত, তবুও তাহার সম্মুখে যাইতে রাজী হইত না। পোস্টম্যান কর্তৃক বিরূপাক্ষের বর্ণনার সহিত অপরাপর সাক্ষীর বর্ণনা হুবহু মিলিয়া যায়।

(বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশন-মাস্টারের জবানবন্দি)

স্টেশন-মাস্টার বলেন যে, ঘটনার তিন দিন পূর্বে বিরূপাক্ষের চেহারার মত

এক অতি দুর্দান্ত ব্যক্তি অকারণে তাঁহার বালক-পুত্রের কর্ণমর্দন করিয়া দেয় এবং প্রতিবাদ করিলে এরূপ ভীষণ মূর্তি ধারণ করে যে, স্টেশন-মাস্টারকে অফিস-কক্ষের নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। তিনি ইহাও বলেন যে, সেরূপ ব্যক্তি অকারণে মানুষকে হত্যা করিতেও সক্ষম। যে সময়ে এই ঘটনা ঘটে, সে সময়ে প্রকৃত-পক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিল না। অবশেষে বিরূপাক্ষ কলিকাতার একখানি থার্ড ক্লাস টিকিট ক্রয় করে এবং ট্রেন আসিলে আরোহণ করে।

এই পর্যন্ত সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে।

বিরূপাক্ষ পালিত গত ছয় মাস যাবৎ মৃত অপূর্ব মিত্রকে পত্র লিখিয়া এবং টেলিফোন করিয়া এই অভিযোগ জানাইতেছিল যে, সে অপূর্ব মিত্রের দ্বারা অতি ভীষণভাবে প্রতারিত হইয়াছে এবং তাহার প্রতি সাতিশয় মন্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। অবশেষে গত ৭ই আগস্ট তারিখে রাত্রি দশটার সময় সে মৃত অপূর্ব-মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পায়। এই সাক্ষাতের রাত্রি আন্দাজ ১০-১৫ মিনিটের সময় আরম্ভ হয়। আন্দাজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় নীচের কনস্টেবল উপর্যুপরি কতকগুলি রিভলভারের শব্দ শুনিতে পায়। কনস্টেবল মৃতব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হইয়া মৃতদেহ দেখিতে পায় এবং কক্ষের ভিতর একটি টুপি ও বারান্দার উপর একটি মশার পিস্তল আবিষ্কার করে। মশার পিস্তলটি দাঁ কোং দোকান হইতে কেনা হইয়াছিল এবং বিরূপাক্ষ তাহা যে ক্রয় করিয়াছিল, তাহা বিভিন্ন সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

ঘটনার দিন রাত্রে মৃত-ব্যক্তির বাড়ী সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য ছিল। বিরূপাক্ষ-প্রেরিত তিনখানি মিনার্ভা থিয়েটারের টিকিট লইয়া বাড়ীর পাচিকা ও দুইজন পরিচারিকা থিয়েটার দেখিতে গমন করিয়াছিল এবং ভৃত্য শ্রীচরণ সেই সময়টুকুর জন্য ছুটি পাইয়াছিল।

সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখিতে পাইবেন যে, মৃতের প্রতি বিরূপাক্ষের অত্যন্ত ক্রোধ ও ঘৃণা ছিল।

মৃত ব্যক্তির দেহ জানালার বাহিরে অর্ধেক ও ভিতরে অর্ধেক ঝুলিতেছিল। মৃত ব্যক্তির হস্তে তাহার আপন কোল্ট রিভলভার ধৃত ছিল। এই রিভলভার হইতে চারটি গুলি ছোঁড়া হইয়াছিল। মৃত ব্যক্তির মস্তকে বিরূপাক্ষ দ্বারা নিক্ষিপ্ত মশার পিস্তলের বুলেট প্রবেশ করিয়া মৃত্যু ঘটাইয়াছিল।

দলিলগত প্রমাণগুলি এই রিপোর্টের সহিত গ্রথিত হইল। দলিলপত্র, সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে দেখা যাইবে, যে-বিবাদরূপ সন্দেহের মেঘ ধূমায়িত হইতেছিল, তাহা গত সাত বৎসর পূর্বে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল।

আমার মতে বিরূপাক্ষবাবু মশার পিস্তলের বুলেটের দ্বারা অপূর্ববাবুকে হত্যা করিয়াছে। ঘটনার দিন রাত্রি ১০-১৫ মিঃ হইতে সাড়ে দশটার মধ্যে এই হত্যা-কাণ্ড সাধিত হইয়াছে। বিরূপাক্ষের মনে এই ধারণার উদয় হয় যে, মৃত অপূর্ব মিত্র তাহার উদ্ভাবিত ফরমুলা চুরি করিয়া লৌহ কারখানায় ইস্পাত উৎপাদন করিতেছেন। বিরূপাক্ষ যে হত্যাকাণ্ড সাধিত করিয়াছিল, তাহাতে আমার

pathagar.net

সন্দেহ নাই। এ বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, সাক্ষাতের প্রথম হইতেই বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল এবং বিরূপাক্ষ মশায় পিস্তল বাহির করিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। ফলে উভয় পক্ষে গুলি বিনিময় হইয়াছিল এবং বিরূপাক্ষ লাফাইয়া জানালার ধারে গিয়া পিছন ফিরিতেই দেখিয়াছিল যে, অপূর্ব মিত্র জানালায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন; সে অমনি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া নিকট হইতে অপূর্ব মিত্রের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছিল। ফলে অপূর্ববাবুর পক্ষে সেরূপ অবস্থায় (যেরূপ অবস্থায় তাঁহাকে প্রথম দেখা গিয়াছিল) পড়িয়া থাকা সম্ভব হইয়াছিল। ইহার পর বিরূপাক্ষ পিছনের দ্বার—যে দ্বার সদা-সর্বদা বন্ধ থাকে, মুক্ত করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। ফলে কার্নিভাল কোম্পানীর ভৃত্য ক্ষুদিরাম ও বীটের কনস্টেবলের পক্ষে তাহাকে পথে দেখিতে পাওয়া আদৌ সম্ভব হয় নাই।

আমার ধারণা এই যে, অপূর্ব মিত্রকে হত্যা করিবার পূর্বেই বিরূপাক্ষ ভীত হইয়া বোধ হয় পলায়ন করিতেছিল পরে সুযোগ বুঝিয়া অতি নিকট হইতে অপূর্ব মিত্রকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছিল—সেই হেতু (বিরূপাক্ষ) তাহার টুপি কক্ষের মধ্যে (তাহার বিপক্ষে অকাট্য প্রমাণস্বরূপ) ফেলিয়া যাওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। আমার বলিবার অর্থ এই যে, বিরূপাক্ষ যদি প্রথমে অপূর্ববাবুকে হত্যা করিয়া পরে কক্ষ হইতে পলায়ন করিত, তাহা হইলে টুপি ফেলিয়া যাওয়ার মত মারাত্মক ভুল সে কখনও করিতে পারিত না।

বিরূপাক্ষকে গ্রেফতার করিবার জন্য সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা চলিতেছে। তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে।

(স্বাঃ) শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়।

(১৫)

ইণ্ডিয়ান স্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী যে-সব পত্র বিভিন্ন মহাজনদের নিকট হইতে পাইয়াছিল, সত্যেন সেন সেই কোম্পানীর সেক্রেটারীস্বরূপ যে উত্তর দিয়াছিল, তাহার নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

pathagar.net

(১)

সেক্রেটারী,
ডোমিনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
কলিকাতা।

মহাশয়,

আপনার পত্র পাইলাম। আপনার পত্রে সমবেদনা প্রকাশের জন্য আমার ফার্মের ডিরেক্টরবর্গ আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলেন।

আপনার পত্রে অবশিষ্ট অংশের জবাবে ইহা লিখিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে আগামী সপ্তাহের প্রথম ভাগে আমার ফার্মের ওভারড্রাফট এ্যাকাউণ্টের হিসাবে

প'চাশি হাজার নয়শত আঠার টাকা দশ আনা ছয় পাই জমা দেওয়া হইবে অর্থাৎ দেয় ঋণ পরিশোধ করা হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত
শ্রীসত্যেন সেন
সেক্রেটারী।

(২)

সেক্রেটারী,
ইউনিভার্সাল ট্রেডিং ব্যাঙ্ক
কলিকাতা।

মহাশয়,

আপনার পত্র পাইলাম। আপনাদের সমবেদনা প্রকাশের জন্য আমি আমার ডিরেক্টরবর্গের পক্ষ হইতে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আপনার পত্রের অপরাংশের জবাবে লিখিতেছি যে, আগামী সপ্তাহের প্রথম ভাগে আমাদের পরলোকগত ডিরেক্টর মিঃ অপূর্ব মিত্র কর্তৃক স্বীকৃত আপনাদের দেয় ওভারড্রাফটের দরুণ ১,২৮,৭০০ টাকা পরিশোধ করা হইবে।

উপরোক্ত টাকা পরিশোধ করিবার পর আমি আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব ও নূতন বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা করিব

আপনার বিশ্বস্ত
শ্রীসত্যেন সেন
সেক্রেটারী।

(৩)

সেক্রেটারী,
ক্যাপ ফাইন্যান্স করপোরেশন
কলিকাতা।

মহাশয়,

আপনার পত্র পাইলাম। এই পত্রের সহিত ৩,৪১১ টাকা, দশ আনা আপনাদের প্রাপ্য সুদের দরুণ একখানি চেক পাঠাইলাম।

আপনার বিশ্বস্ত
শ্রীসত্যেন সেন
সেক্রেটারী।

pathagar.net

ইণ্ডিয়ান স্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং'র অংশীদার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহন কর্তৃক সেক্রেটারী সত্যেন সেনের প্রতি আদেশের অনুলিপি।

(গোপনীয়)

আমি আশা করি, আপনি আমার পূর্ব নির্দেশমত ব্যাঙ্ক, ক্রেডিট সোসাইটি, ফাইন্যান্স করপোরেশন প্রভৃতি কোম্পানীর ক্রেডিটারদের পত্র লিখিয়াছেন। আমাদের বর্তমান অবস্থা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরিবর্তিত হইবে এবং

কোম্পানী তাহার আশাতিরিক্ত পথে চলিতে পারিবে। এই পত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলিবেন।

আপনাদের
মোহন গুপ্ত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইণ্ডিয়ান স্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহন গুপ্তের প্রতি এম্পায়ার্স ফিন্যান্স কোং লিঃ কর্তৃক লিখিত পত্র।

পলিসি নং H1151

প্রিয় মহাশয়,

আমরা আপনার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। আপনি যে উক্ত পলিসি পত্রের মালিক কর্তৃক নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারী, তাহা প্রথম হইতেই আমরা অবগত আছি।

মৃত অপূর্ব মিত্র যে-অবস্থাধীনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং পলিসির টাকার পরিমাণ পঁচিশ লক্ষ হওয়ায় আপনি নিশ্চয়ই অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন যে, আমাদের সকল বিষয় অতি সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিতে হইতেছে।

যাহা হউক, আমার কোম্পানী তাহাদের এজেন্টের নিকট হইতে সন্তোষজনক রিপোর্ট পাইলেই আপনার নিকট দাবির টাকার একখানি চেক পাঠানো হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ) বি, ইয়ং
ম্যানেজার
এম্পায়ার্স ফিন্যান্স কোং লিঃ

মেসার্স দত্ত মিত্র ট্রাস্ট লিঃ-এর প্রতি ইণ্ডিয়ান স্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর পত্র

প্রিয় মহাশয়,

আপনার উপর্যুপরি লিখিত দুইখানি পত্রের—যাহা আমাদের অন্যতম অংশীদার মিঃ হালদারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

আমাদের সিনিয়র পার্টনার সম্মানিত মিঃ অপূর্ব মিত্র এক আততায়ী দ্বারা কর্তৃক হত হওয়ায় (আপনি নিশ্চয়ই সকল বিষয়ই অবগত আছেন) মিঃ হালদার এরূপ পরিমাণে শোকগ্রস্ত ও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, চিকিৎসকের নির্দেশানুযায়ী তাঁহাকে কলিকাতার বাহিরে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে হইয়াছে।

আমি আপনাকে আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও পার্টনার মিঃ মোহন গুপ্তের নির্দেশানুযায়ী জানাইতেছি যে, আমাদের ফার্ম আপনাদের নিকট যে ৫০,০০০ টাকা ঋণ করিয়াছে, তাহা এবং তাহার উপর যে সুদ হইয়াছে এবং হইবে, আগামী সপ্তাহ কালের মধ্যে পরিশোধ করা হইবে।

আশা করি, এইরূপ বন্দোবস্তে আপনাদের কোন অসুবিধা হইবে না।

আপনার বিশ্বস্ত
শ্রীসত্যেন সেন
সেক্রেটারী।

ঘোষ, মিত্র এণ্ড মিত্র, এন্‌কোয়ারী এজেণ্টস অব এম্‌পায়াস´
ফিন্যান্স কোং লিঃ কর্তৃক প্রদত্ত পত্রের নকল।

পলিসি নং H1151

প্রিয় মহাশয়,

আপনাদের গত কল্যকার তারিখের পত্র পাইয়াছি। আমাদের এজেণ্টস অনুসন্ধানকার্য যথাসম্ভব শেষ করিয়াছেন। এই পত্রের সহিত আমাদের এবং পুলিসের রিপোর্টের নকল পাঠাইলাম। আপনি দেখিতে পাইবেন যে, মৃত অপূর্ব মিত্র সন্দেহাতীতরূপে বিরূপাক্ষ নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক হত হইয়াছেন। পুলিস বিভাগ আততায়ীকে গ্রেফতার করিবার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী দুই-একদিনের মধ্যে আততায়ী গ্রেফতার হইয়া যাইবে।

সুচিন্তিত মন্তব্য ঃ—দাবি সঙ্গত। আপনার করপোরেশন সম্পূর্ণ দাবি ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ টাকা) দিতে আইনতঃ বাধ্য।

আপনার বিশ্বস্ত
এন, মিত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এম্‌পায়াস´ ফিন্যান্স কোং'র পত্র।

শ্রীযুক্ত মোহন গুপ্ত,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এণ্ড পার্টনার
মেসার্স ইণ্ডিয়ান স্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ
কলিকাতা।

পলিসি নং H1151

মহাশয়,

আপনার সহিত গতকল্য আমাদের প্রেসিডেণ্টের সাক্ষাতের এবং অন্যান্য পত্র-বিনিময়ের পর আমি আনন্দের সহিত ক্যালকাটা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের উপর একখানি ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকার চেক পলিসি অঙ্ক বাবদ পাঠাইলাম।

প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন

আপনার বিশ্বস্ত
বি, ইয়ং
ম্যানেজার
এম্‌পায়াস´ ফিন্যান্স কোং লিঃ

pathagar.net

(১৬)

[করোনারের রায়]

করোনার জুরিগণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ভদ্রমহোদয় এবং জুরিগণ! আপনারা বিভিন্ন সাক্ষীর মুখ হইতে প্রচুর প্রমাণ পাইয়াছেন যে, বিরূপাক্ষ নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক অপূর্ব মিত্র নিহত হইয়াছেন। আপনারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বিরূপাক্ষ সাতিশয় দুর্দান্ত প্রকৃতির ব্যক্তি এবং তাহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, মৃত অপূর্ব মিত্র কর্তৃক প্রতারিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আপনারা দলিল-পত্রের প্রমাণও পাইয়াছেন।

আপনারা সুনির্দিষ্টভাবে এই প্রমাণ পাইয়াছেন যে, বিরূপাক্ষ ঘটনার দিন রাত্রি দশটায় সময় মৃত অপূর্ব মিত্রের বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল এবং বিরূপাক্ষ যে মশার পিস্তল ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহা মেসার্স দাঁ কোং হইতে সেইদিন অপরাহ্ণে যে ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও আপনারা সুনিশ্চিত ভাবে পাইয়াছেন।

আপনারা আরও দেখিয়াছেন যে, বিরূপাক্ষ অপূর্ব মিত্রকে তাঁহার বাড়ীতে একাকী পাইবার জন্য মিনার্ভা থিয়েটারের তিনখানি ফিমেল টিকিট ক্রয় করিয়া তাঁহার বাড়ীর পাচিকা ও দুইজন পরিচারিকাকে সেই রাত্রে দূরে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বিরূপাক্ষ মৃত অপূর্ব মিত্রের সংসারের হালচালের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিল। এমন কি ভৃত্য শ্রীচরণ যে প্রায়-দিন রাত্রে আমোদ-প্রমোদ করিতে গমন করিয়া থাকে, সে ইতিহাসও সে বিশেষরূপে অবগত ছিল।

ইহাই হইল বিরূপাক্ষের বিরুদ্ধে বহুর মধ্যে কতিপয় অকাট্য প্রমাণ।

ইহা ব্যতীত আর বিশেষ কিছু প্রমাণের যে প্রয়োজন আছে, জুরিগণ, আমার সে ধারণা হয় না। অতএব আপনারা পরস্পরে আলোচনা করিয়া যদি প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আপনাদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষকক্ষে গিয়া কনফারেন্স করিয়া আপনাদের রায় আমাকে অবগত করান।"

*　　　　*　　　　*

ফোরম্যান জুরি দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মিঃ করোনার! আমি জুরি মহোদয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়াছি এবং আমাদের বিশেষ-কক্ষে গমন করিবার কোন হেতুই নাই। আমাদের রায় এই যে, বিরূপাক্ষ পালিত নামক ব্যক্তি কর্তৃক অপূর্ব মিত্রকে হত্যা করা হইয়াছে।"

[ডিটেকটিভ ইন্‌স্পেক্টারের প্রতি কলিকাতা পুলিস কমিশনারের পত্র]

উপরে লিখিত কেসের রিপোর্ট আমি পাঠ করিয়াছি। ইহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। প্রাথমিক অনুসন্ধান-কার্য যেরূপ তৎপরতার সহিত করা হইয়াছে, বর্তমানে সেরূপ বুদ্ধিমত্তার কোন পরিচয়ই পাইতেছি না।

অপূর্ব মিত্র গত মাসের ৭ই তারিখে গুলিবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। চারি সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল, আততায়ী এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার হইল না। বিরূপাক্ষ পালিতই যে এক্ষেত্রে আততায়ী, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই ; তবুও

pathagar.net

এই বিরূপাক্ষ অদ্যাবধি ধরা পড়িল না, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু আর কি থাকিতে পারে? বিরূপাক্ষের মত অদ্ভুত এবং কদাকার আকৃতির ব্যক্তি সহজে লুকাইয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেকটি বন্দর এবং প্রত্যেকটি ট্রেনের উপর নজর রাখিয়াও আপনি তাহাকে গ্রেফতার করিতে অক্ষম হইয়াছেন।

আগামী দশ দিনের মধ্যে, আমি আশা করিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আততায়ীকে গ্রেফতার করিতে সমর্থ হইবেন।

কমিশনার।

(কমিশনারের নিকট ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টারের পত্র)

আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, নূতন কিছু রিপোর্ট করিবার নাই। বিরূপাক্ষ এখনও গ্রেফতার হয় নাই।

(কমিশনারের পত্র।)

আমার গত সপ্তাহের মেমোর উপর রিপোর্ট করুণ।

কমিশনার।

(ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টারের পত্র সমূহ)

অত্যন্ত দুঃখিত যে, অদ্যাবধি বিরূপাক্ষের কোন সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না।

(এক মাস পরে)

বিরূপাক্ষকে অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই।

(দুই মাস পরে)

অত্যন্ত দুঃখিত, বিরূপাক্ষের কোন সন্ধান পাই নাই।

(তিন মাস পরে)

অত্যন্ত দুঃখিত, বিরূপাক্ষ গ্রেফতার হয় নাই।

(ছয় মাস পরে)

অত্যন্ত দুঃখিত, বিরূপাক্ষ এখনও গ্রেফতার হয় নাই।

[পুলিস-কমিশনারের মিনিট-বুক হইতে আদেশের প্রতিলিপি।]

১৭৩৬৩ঃ আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, বিরূপাক্ষ পালিত কেস এজেন্ডা হইতে তুলিয়া লওয়া হউক। কারণ তাহার কোন সন্ধান আর পাওয়া যাইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, প্রতি ছয় মাস অন্তর একবার এই কেস আমার নোটিসে আনিতে হইবে।

কমিশনার।

(১৭)

অকস্মাৎ ইন্ডিয়ান ষ্টীল ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানীর সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যাঁহারা মনে মনে আতঙ্কিত হইয়াছিলেন যে, সিনিয়র পার্টনার অপূর্ব মিত্রের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে কোম্পানী দেউলিয়া হইবে এবং যে সকল ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের দেয় অর্থের জন্য নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত

ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা অবিলম্বে সমস্ত প্রাপ্য বুঝিয়া পাইয়া কোম্পানীর, তথা নূতন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সততায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং অযাচিতভাবে আশ্বাস দিলেন, ভবিষ্যতে কোম্পানীর যে কোন অঙ্কের দাবি তাঁহারা দ্বিধাহীন চিত্তে সমর্থন করিবেন এবং কোম্পানীর সহিত তাঁহাদের সংযোগ সূত্র বজায় রাখিতে সক্ষম হইলে আপনাদের সৌভাগ্যবান মনে করিবেন।

দেখিতে দেখিতে ছয়টি মাস ঘুরিয়া গেল। সেদিন ঠিক সাড়ে দশটায় সমগ্র কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহন অফিসে উপস্থিত হইল। সেক্রেটারী মিস সেন অফিস কক্ষদ্বারে মৃদু আঘাত করিয়া কহিল, "গুড মর্নিং, স্যার।"

"গুড মর্নিং, মিস সেন।" মোহন মৃদু হাস্যে মুখ তুলিয়া কহিল, "আপনি কিছু বলবেন, মিস সেন?"

মিস সেন কয়েক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত থাকিয়া কহিল, "আপনি General Increment-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন, স্যার।"

মোহন উজ্জ্বল মুখে কহিল, "ধন্যবাদ, মিস সেন। হাঁ, আমি বিবেচনা করেছি, মিস সেন। মিঃ হালদার যদিও প্রথমটা সম্মত হ'তে চাননি, অবশ্য পরে হ'য়েছেন। হাঁ, একটা কথা আমি আপনাকেও জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনি কত টাকা মাইনে পান, মিস সেন?"

মিস সেনের মুখ ক্ষণিকের জন্য অন্ধকার হইয়া গেল। সে মৃদু কণ্ঠে কহিল, "পঁচাত্তর টাকা, স্যার।"

মোহন জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে এক প্রকার শব্দ করিয়া কহিল, "পঁচাত্তর টাকা! কিন্তু আপনি আমাকে এতদিন রিপোর্ট করেন নি কেন?"

মনিবের উদ্দেশ্য ঠিক ঠাহর করিতে না পারিয়া মিস সেন মনে মনে আতঙ্কিত হইয়া পড়িল। কি জানি, তাহার মাহিনা অত্যধিক ভাবিয়া নূতন মনিব না তাড়াইয়া দিয়া স্বল্প মাহিনার লোক নিযুক্ত করেন! সে ভয়ে ভয়ে কহিল, "আমি আজ পাঁচ বছর হ'ল চাকরি করছি, স্যার। আর বড় সাহেবই আমাকে নিযুক্ত করেছিলেন।"

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "পাঁচ বছর! অথচ ওদিকে দেখুন, কাজের 'ক' জানে না, কোনও রকমে নাম সই করা অভ্যাস ক'রে এ-দেশে এসে হাজার টাকার কম চাকরিই পায় না। অসহ্য, অত্যন্ত অন্যায়, এর প্রতিকার আমাদের করতে হবে। এই মাস থেকে···" এই বলিয়া মোহন একখানি শ্লিপে অর্ডার লিখিয়া পুনশ্চ কহিল, "এই মাস থেকে আপনি আড়াইশো ক'রে পাবেন। নিন, এইটে সেক্রেটারী এণ্ড ট্রেজারার সেনকে পাঠিয়ে দিন।"

মিস সেনের আয়ত চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত হইয়া গোলাকার মূর্তি ধারণ করিল। তাহার তালু ও জিহ্বা নিঃসাড় ও শুষ্ক হইয়া উঠিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইতে চাহিল না। সে শুধু কোন রকমে হাত বাড়াইয়া আদেশ-পত্র গ্রহণ করিল। মোহন পুনশ্চ কহিল, "আশা করি, এইবার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে চলতে পারবেন।"

pathagar.net

অকস্মাৎ মিস সেনের দু'টি চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল ; সে ভারী গলায় কহিল, "আপনি সর্বসুখী হোন, স্যার।"

মোহনের মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমি যে সর্বসুখী, আপনি বুঝি জানতেন না, মিস সেন? কথা তা' নয়—কথা হচ্ছে এই যে, বর্তমান 'স্টীল ম্যানুফ্যাকচার্স' আশাতীত লাভ করেছে। জগতের সর্ব স্থান থেকে এত অর্ডার পাচ্ছে, যা তা'র প্রতিষ্ঠাতাও কল্পনায় ভাবতে পারতেন না। দুঃখ এই যে, যার মানস-স্বপ্নে গড়া এই মন্দির, শুধু সেই সেখানে আশ্রয় পেলে না, ভোগ করতে পারলে না।"

মিস সেনের দু'টি চক্ষুতে জমা অশ্রু দু'টি রক্তাভ কপোল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। সে কহিল, "এমন ক'রে বড় সাহেবের জন্য কেউ কোন দিন ভাবেনি, কেউ কোন দিন পরিশ্রমও করেননি, স্যার।"

মোহনের দু'টি চক্ষুতে দূরের ছায়া নামিয়া আসিল ; সে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কহিল, "হয়তো তাই ; এক এক সময়ে সত্যি ব'লে ভাবতেও আমার সাহস হয়। কিন্তু মিস সেন, সমস্যা চিরদিন সমস্যাই রয়ে গেল।"

মিস সেন অর্থবোধ করিতে না পারিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে মোহনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ মোহনের স্মরণ হইল, তাহার সম্মুখে একজন ফার্মের কর্মচারী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে ঈষৎ লজ্জিত হইয়া মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "অলরাইট, মিস সেন। ধন্যবাদ!"

মোহনের কণ্ঠস্বরে ও আচরণে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেও মিস সেন মনিবের ইচ্ছা পালন করিতে তিলমাত্রও দেরি করিল না। সে দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

মোহন টেবিলের উপর সংলগ্ন একটি ইলেকট্রিক বোতাম টিপিলে বেয়ারা উপস্থিত হইল। মোহন কহিল, "সেক্রেটারী সা'ব।"

বেয়ারা বাহির হইয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে সেক্রেটারী সত্যেন সেন প্রবেশ করিল। মোহন হাস্যমুখে কহিল, "বসো, সত্যেন।"

সত্যেন মনিবের আদেশ কুণ্ঠিত মনে পালন করিল। সে লিস্টখানি হাতে করিয়াই আনিয়াছিল, সেখানি মোহনের হাতে তুলিয়া দিল। মোহন আগ্রহভরে কাগজখানির উপর চক্ষু বুলাইতে লাগিল। তাহার মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল ; কহিল, "অত্যন্ত কম মাইনে দেওয়া হয়। না, সত্যেন?"

সত্যেন মৃদু হাসিয়া কহিল, "অন্যান্য অফিসের তুলনায় বেশী দেওয়া হয়, স্যার। আমাদের স্বর্গগত মিঃ মিত্র এ বিষয়ে সদা-সজাগ ছিলেন।"

মোহন রাগ করিয়া কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বন্ধু অপূর্বর নাম আসিয়া পড়ায় সে শান্ত-কণ্ঠে কহিল, "ও কথা থাক্। এখন বল, সকলকে কি-ভাবে increment দেওয়া যায়?"

সত্যেন গম্ভীর মুখে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "দশ পার্সেণ্ট যথেষ্ট হবে, স্যার।"

মোহন ক্ষণকাল আহত-দৃষ্টিতে সেক্রেটারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; পরে কহিল, "অর্থাৎ যারা মাসিক ৩০ টাকা মাইনে পায়, তারা পাবে ৩৩ টাকা—এই কথাই বলতে চাইছ, সত্যেন ?"

সত্যেন কহিল, "হ্যাঁ স্যার ।"

মোহন ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; কহিল, "ও'তে অনেক ফ্যাঁসাদ, সত্যেন। ধরো, যারা ২৫টি টাকা মাইনে পায়, তাদের দিতে হবে সাড়ে সাতাশ টাকা—শুনতেও অদ্ভুত, দিতেও হাঙ্গামা পোয়াতে হবে। তার চেয়ে এক কাজ করো, এইভাবে Increment করো যে……" এই বলিয়া মোহন ক্ষণকাল চিন্তা করিল, পরে হাসিতে হাসিতে পুনশ্চ কহিল, "যা'র যা বর্তমানে মাইনে, তা'র তার ডবল হ'ল এই মাস থেকে। অর্থাৎ যা'র পঁচিশ সে পাবে পঞ্চাশ, যার ত্রিশ সে পাবে ষাট, যার পঞ্চাশ তা'র হবে একশো। হিসাবও সোজা, দেবারও হাঙ্গামা থাকবে না। ফলে তারাও বাঁচবে, আর ক্যাশিয়ারও বাঁচবে। বুঝতে পেরেছ, সত্যেন ?"

সত্যেনের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছিল। সে অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "ডবল Increment, স্যার ?"

মোহন হাসিয়া কহিল, "কেন সত্যেন, অসুবিধা কিসে ? স্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং গত ছয় মাসে যা লাভ করেছে, তা'র তুলনায়…না, ও কথা থাক। তুমি যাও পে-শীট তৈরী করতে বল-গে।"

সত্যেন কৃতজ্ঞ স্বরে কহিল, "কর্মচারীরা অত্যন্ত খুশি হবে, স্যার। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।"

মোহন হাস্যমুখে কহিল, "দেখো, তোমার আড়াইশো যেন পাঁচশো করতে ভুল করো না সত্যেন।" এই বলিয়া অকস্মাৎ উদ্বিগ্ন হইয়া পুনশ্চ কহিল, "মিঃ হালদার এসেছেন নাকি ?"

সত্যেন কহিল, "হাঁ এসেছেন, স্যার। তিনি এসে আমাকে পাঁচ বার জিজ্ঞাসা করেছেন, কত পার্সেণ্ট ইনক্রিমেণ্ট হ'ল ?"

মোহন হাসিয়া উঠিল, কহিল, "এক কাজ করো। তাঁকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও, আমিই তাঁকে সুখবর দেব।"

সত্যেন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কৃতজ্ঞ স্বরে কহিল, "আমাদের উপর এই আশাতীত দয়ার জন্য আমরা চিরদিন ভগবানের নিকট আপনার স্বাস্থ্য, শ্রী এবং শান্তি প্রার্থনা করব, স্যার।

মোহন স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "অসংখ্য ধন্যবাদ সত্যেন।"

সত্যেন বাহির হইয়া গেল। মোহন সেদিনের ডাকের চিঠি-পত্রে মনোনিবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে সে শুনিতে পাইল, অফিসের কেরানীদের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন-ধ্বনি উঠিয়াছে। তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, কিসের আলোচনা চলিতেছে। অল্প সময়ের মধ্যে মিঃ হালদার তাঁহার বিরাট উদর প্রথমে প্রবেশ করাইয়া, পরে আপনি প্রবেশ করিলেন। মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল,

pathagar.net

"এমনি একটা খাপছাড়া ধারণা আমার মনে হঠাৎ উদয় হ'ল কেন, বলুন তো ?"

মিঃ হালদার তাঁহার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত ও বিশেষ স্থানে রক্ষিত চেয়ারে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "তোমার মনের ধারণা আমি বলব, মোহন? তুমি কি আমাকে রমা-বোনটি ভাব নাকি ?"

মোহন কাতর মুখে দুই হাতে দুই কান চাপিয়া কহিল, "এত বড় দুর্দৈব যেন আমার অতি বড় শত্রুরও না হয়, মিঃ হালদার। আপনাকে স্ত্রীরূপে ভাবার দুর্ভাগ্য যেন অতি বড় হতভাগ্যেরও না হয়!"

মিঃ হালদার আহত কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি যে কেন ভয় পাচ্ছ মোহন, সত্যই ধারণা করতে পারি না। মিসেস হালদার গর্বিত কণ্ঠে বললেন যে, তিনি শত জন্ম শিব-পুজো ক'রে তবে আমার মত ক্ষমাপ্রবণ স্বামী পেয়েছেন। শুনছ মোহন, ক্ষমা-প্রবণ অর্থাৎ forgivnig, বুঝেছ ?"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "মিসেস হালদারের সঙ্গে অন্ততঃ এক বিষয়ে আমি একমত।"

মিঃ হালদারের মুখ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "তবে ?"

মোহন সশব্দে হাসিয়া উঠিল। মিঃ হালদার পুনশ্চ কহিলেন, "কিন্তু তোমার হঠাৎ অদ্ভুত ধারণার সমাধান-তো এখনও হয়নি, মোহন ?"

মোহন হাস্যমুখে চাহিয়াছিল; কহিল, "না শুনে ছাড়বেন না দেখছি। আপনার শ্রী-উদরকে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে দেখে হঠাৎ কেমন ধারণা হ'ল, যদি আপনি না এসে থাকেন! কিন্তু পিছনে যে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন, তা' ভাবতে না পারার দরুণই ধারণা আমার অদ্ভুত নামে অভিহিত করেছি।"

মিঃ হালদার এরূপ ক্ষেত্রে যেরূপ রাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা না করিয়া কহিলেন, "সেদিন একজন আত্মীয় অযাচিত উপদেশ দিলেন যে, আমি যদি দ্রুতপদে প্রাতর্ভ্রমন করতে পারি, তা' হলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার উদয় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হ'তে পারে। কথাটা মনে ধরল। কিন্তু দু'দিন ভ্রমণের পর দেখলাম, উদর যদি বা ভবিষ্যতে হ্রাস প্রাপ্ত হয়—কিন্তু বর্তমানে হার্টকে ধরে রাখা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ দু'টো দিনই দু'পা চলবার পর গাড়ী ক'রে তবে ফিরতে হয়েছে। সুতরাং যা হবার নয়, তা'র জন্য আর মাথা ঘামাই না; আমার অনুরোধ, তোমার অতি মূল্যবান মাথাকে আমার এই অপদার্থ বস্তু নিয়ে ঘামিও না।"

এমন সময়ে সেক্রেটারী সত্যেন একখানি খাতা হাতে করিয়া প্রবেশ করিল এবং মিঃ হালদারকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। জড়িত স্বরে কহিল, "আপনি ব্যস্ত আছেন, স্যার। অন্য সময়ে আসব'খন।" এই বলিয়া সে এক-পা এক-পা করিয়া পিছু হটিতে লাগিল।

মোহন বুঝিল। হাস্য করিয়া কহিল, "না না, ব্যস্ত নই আমরা। কি সই করতে হবে ? মাইনের বই এনেছো ? দাও আমাকে, সত্যেন।"

সত্যেন ম্লান মুখে খাতাটির এক স্থান খুলিয়া মোহনের হাতে তুলিয়া দিল।

মোহন একবার মুহূর্তের জন্য চক্ষু বুলাইয়া লইয়া সহি করিয়া খাতাটি প্রত্যর্পণ করিবার উপক্রম করিলে মিঃ হালদার কহিলেন, "এই মাস থেকে কর্মচারীদের কিছু Incremeмt দেবার কথা ছিল না ?"

মোহন খাতাটি বন্ধ করিয়া সত্যেনের হাতে দিয়া হাস্যমুখে কহিল, "নেই-বা দেওয়া হ'ল!"

মিঃ হালদার সোল্লাসে কহিলেন, "আমিও বলি তাই। কিন্তু সেদিন তুমি নাছোড়বান্দা হ'লে বলেই তোমার মতে মত দিতে হ'ল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই যে স্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং আজ এতখানি উন্নতি করেছে, তা'র মূলে কি শুধু তুমি নও ? কেউ যদি কিছু পুরস্কারযোগ্য থাকে, তবে সে তুমি।"

"আর আপনি ?" এই বলিয়া মোহন তখনও সত্যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিয়া পুনশ্চ কহিল, "তুমি কাজ করো-গে, সত্যেন।"

সত্যেন বাহির হইয়া গেলে মিঃ হালদার গদগদ হইয়া কহিলেন, "আরে ভাই, আমার কথা একমাত্র তুমি ছাড়া আর দ্বিতীয় লোক দেখিনি, যে বুঝতে পারে। সাধে কি আর অপূর্ব কলকাতায় এত লোক থাকতে তোমাকে পার্টনার ক'রে নেয়!"

মোহন হাসিতেছিল, সহসা তাহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল ; কহিল, "আমি ইনক্রিমেণ্ট দিয়েছি, মিঃ হালদার।"

মোহনের এই গাম্ভীর্যকে মিঃ হালদার অত্যধিক ভয় করিতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানাইয়া কহিলেন, "বেশ করেছ, সেই রকমই তো কথা ছিল!"

মোহন কহিল, কত দিয়েছি, তা' জানবার আগ্রহ নেই আপনার ?"

মিঃ হালদার হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আমার মাথা-ব্যথা! এক টাকা লোকসান হ'লে আমার যাবে মাত্র দু' আনা—আর চৌদ্দ আনা তোমাদের। তবেই আমার অনাবশ্যক বিষয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কী ?"

"শুনতে চান না ?" মোহন সবিস্ময়ে কহিল।

"না, তাও চাই না। কেন চাই না শুনবে, মোহন ?" বলিতে বলিতে অকস্মাৎ মিঃ হালদারের কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া উঠিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "এইজন্য শুনব না যে, তোমার হাতে আমি নিশ্চিন্ত-মনে আমার শির সঁপে দিয়ে ঘুমুতে পারি। যা'র বুদ্ধিবলে, যা'র নিখুঁত সততায় আজ বিরোধী-কোম্পানীরা পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে শত্রুতা করা ছেড়ে দিয়েছে, আজ যা'র শক্তিতে সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়াতে সক্ষম হ'য়েছি, সে তুচ্ছ কেরানীদের ক'টা টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে, তা' জানবার জন্য ধৃষ্টতা প্রকাশ করবে—হালদার এতখানি ছোট নয়, মোহন। আমি জানি, তুমি মাইনে ডবল ক'রে দিয়েছ। কিন্তু আমি কি আশা ক'রে-ছিলাম জানো ?"

মোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, "বলুন!"

"আমি আশা করেছিলাম, তুমি অন্ততপক্ষে তিনশো পার্সেণ্ট মাইনে বৃদ্ধি ক'রে দেবে। কারণ যে-অনুপাতে আমরা লাভ করেছি…"

মিঃ হালদারের কথা শেষ হইল না, মোহন তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,

পাশ হালদার সত্য কথাই বলেছেন, মিঃ হালদার।"

অকস্মাৎ মিঃ হালদার অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সকল সাবধানতা প দূর তাঁহার উদর বিপুলভাবে দুলিতে লাগিল।

(১৮)

সেক্রেটারী সত্যেন সেন তাহার অফিসে দৈনন্দিন কার্যে ব্যস্ত ছিল, এমন সময়ে কেরানী শৈলেন দাস প্রবেশ করিল। মিঃ সেন এরূপ গভীর ভাবে কার্যে রত ছিল যে, শৈলেনের আগমন সে জানিতে পারিল না। শৈলেন বার দুই কাশিল, পরে কহিল, "আমাকে মার্জনা করবেন, স্যার।"

মিঃ সেন মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। শৈলেন পুনশ্চ কহিল, "আমাকে মার্জনা করবেন, স্যার। একজন ভদ্রলোক এসেছেন।"

মিঃ সেন কেরানী শৈলেনের মুখভাব দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে কৃত্রিম গম্ভীর মুখে কহিল, "অসাধারণ ব্যাপার তো!" এই বলিয়া অকস্মাৎ দ্রুত স্বরে পুনশ্চ কহিল, "তা' হয়েছে কী, শৈলেনবাবু?"

শৈলেন সেক্রেটারীর স্বরে কৃত্রিমতা বুঝিতে পারিয়া মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আমি কি বলতে চাইছি, স্যার, অর্থাৎ সত্য কথা বলতে কি, আমরা ভদ্রলোককে কিছুতেই বিদায় করতে পারিনি। তিনি বলেন যে, ফার্মের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে। তিনি হয় আপনার সঙ্গে, নয় বড় সাহেব মিঃ গুপ্তর সঙ্গে দেখা না ক'রে কিছুতেই এক পা নড়বেন না। তাই বলছিলাম স্যার, যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহ'লে দারোয়ানকে ডেকে আমরা দু'জনে মিলে······"

মিঃ সেন মৃদু হাস্য করিয়া মুহূর্ত পরে কহিল, "না, না, ওসব আপনি কি বলছেন, শৈলেনবাবু? ভদ্রলোকের নাম কী?"

শৈলেনবাবু তাহার হাতে যে নাম-লেখা কার্ডখানি ছিল, তাহা মিঃ সেনের হাতে দিল। মিঃ সেন কার্ডখানির দিকে চাহিয়া কহিল, "ত্রিশংকু পালোধি! কে, এমন নামতো কখনও শুনিনি, শৈলেনবাবু! আমাদের কোন খরিদ্দার নয়-তো?" এই বলিয়া সে কার্ডখানি পরীক্ষা করিতে লাগিল; দেখিল, অতি নিকৃষ্ট ধরণের কার্ডে অতি সাধারণ ভাবে নামটি মুদ্রিত রহিয়াছে। কার্ডে কোনো ঠিকানা দেওয়া ছিল না; মাত্র বড়ো বড়ো অক্ষরে 'ত্রিশংকু পালোধি' এই দু'টি শব্দ মুদ্রিত রহিয়াছে।

মিঃ সেন কার্ডখানি টেবিলের উপর রাখিয়া শৈলেনের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভদ্রলোক দেখতে কেমন?"

শৈলেন কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "দেখলে আদৌ ভদ্রলোক ব'লে মনে হয় না, স্যার। দুর্দান্ত গুণ্ডা-প্রকৃতির লোক বলেই আমাদের ধারণা। মনে হয়, কোন মফঃস্বল শহর থেকে এসেছে। এরূপ বৃহদাকার যে, তা'কে টেনে তুলতে একটা হাতীর দরকার হবে। সে মিস সেনের টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে এমনভাবে চেয়ে চেয়ে দেখছে যে, দেখলেই ভয় করে, স্যার। প্রত্যেক দু'মিনিট

অন্তর আপন মনে তোতা পাখীর মত আউরে যাচ্ছে যে, "আমি হয় মিঃ গুপ্ত, না মিঃ সেনের সঙ্গে দেখা করবই। আমি মিঃ গুপ্তর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, তিনি যখন অফিসে নেই, মিঃ সেনের সঙ্গে দেখা করতে চাই'।"

মিঃ সেন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং জানালার নিকট গিয়া একবার নিম্নে রাজপথের উপর লোক-চলাচলের দিকে চাহিয়া দেখিল, পরে শৈলেনের দিকে ফিরিয়া কহিল, "উত্তম! আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আপনি তাঁকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিন।"

শৈলেনের মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল; সে কহিল, "কিন্তু স্যার, তেমন লোককে..."

বাধা দিয়া মিঃ সেন কহিল, "না, আমি দেখা করব। এখনি তাকে নিয়ে আসুন।"

শৈলেন যে সুখী হইল না, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া মিঃ সেন বুঝিতে পারিল, কিন্তু শৈলেন আর অপেক্ষা করিল না, দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে মিঃ সেনের অফিস-কক্ষের বাহির হইতে শৈলেন কহিল, "মিঃ পালোধি, স্যার।"

সঙ্গে সঙ্গে দ্বার মুক্ত হইল। মিঃ ত্রিশঙ্কু পালোধি প্রবেশ করিল। মিঃ সেন চাহিয়া দেখিল, একটি হস্তীপ্রায় ব্যক্তি হেলিতে দুলিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে আরও বুঝিল, ব্যক্তিটির দেহে অসুরের মত শক্তি আছে। দাড়ি-গোঁফ কামানো পরিষ্কার মুখ; দেখিলেই মনে হয়, এই লোকটি সম্পূর্ণ অকারণে মানুষকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। মিঃ সেন ত্রিশঙ্কু পালোধির মুখের উপর একাগ্র দৃষ্টি পাতিয়া কহিল, "গুড মর্নিং, মিঃ পালোধি।"

ত্রিশঙ্কু পালোধির আকর্ণ-বিস্তৃত মুখে ভয়াবহ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। তাহার মুখ হইতে মদের দুর্গন্ধ বাহির হইয়া মিঃ সেনের নাসিকায় প্রবেশ করিল, পালোধি ভারি গলায় কহিল, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে অত্যন্ত খুশি হ'লাম।"

মিঃ সত্যেন সেনের মনে হইল, যেন ত্রিশঙ্কু পালোধির কণ্ঠের ভিতর হইতে কামারশালের হাপরের শব্দ উত্থিত হইতেছে। সে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া কহিল, "বসুন।"

"আপত্তি নেই।" ত্রিশঙ্কু কহিল। এই বলিয়া সে একখানি চেয়ারের ভার-বহন ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত উপবেশন করিল। চেয়ারটি কয়েকবার আর্তধ্বনি করিয়া থামিয়া গেল। সে পুনশ্চ কহিল, "এইবার বসেছি। চেয়ার ভাঙ্গবে না—ভয় নেই।"

ত্রিশঙ্কুর মুখে পশুজাতীয় হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বাঘের মত থাবা-সদৃশ হাত দু'টি হাঁটুর উপর রক্ষিত করিয়া মিঃ সেনের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ সেন একদৃষ্টে আগন্তুকের ভীষণ আকৃতি এবং তদধিক ভয়ঙ্কর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। সে এক সময়ে দেখিল, ত্রিশঙ্কু তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহার মনে হইল, যেন একটি বিষধর পাহাড়ী সাপ উন্মেষ

দৃষ্টিতে শিকারের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। মিঃ সেন তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া গম্ভীর স্বরে কহিল, "আপনার কি প্রয়োজন যদি সংক্ষেপে বলেন, তা'হলে আমি আনন্দিত হবো, মিঃ পালোধি।"

অকস্মাৎ মিঃ পালোধির মুখ হইতে হাস্যরেখা বিলীন হইয়া গেল। তাহার মুখ শকুনির মত গম্ভীর ও বিকৃত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "প্রয়োজন আমার আপনার সঙ্গে নয়—আপনাদের ম্যানেজিং পার্টনার মিঃ মোহন গুপ্তের সঙ্গে।"

মিঃ সেন তৎক্ষণাৎ চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দৃঢ়স্বরে কহিল, "তা'হ'লে…"

ত্রিশঙ্কু বাধা দিয়া কহিল, "অপেক্ষা করুন, অপেক্ষা করুন। ব্যাপার অত সোজা নয়, বাপু! আমি আপনার সঙ্গে দেখা করেছি এইজন্যে যে, আপনি মিঃ গুপ্তের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দেবেন।"

মিঃ সেন 'বাপু' সম্বোধনে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "আপনার কথা বুঝলাম না। আপনার কি প্রয়োজন যদি আমায় ব্যক্ত না করেন, তা' হ'লে মিঃ গুপ্তের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

ত্রিশঙ্কু পালোধি মোলায়েম স্বরে কহিল, "খাসা বলছে, ছোকরা।" এই বলিয়া সে আবার হাস্য করিবার জন্য চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার মুখ তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল ; পুনশ্চ কহিল, "ওসব বাঁধা গৎ-এর কথা শোনবার জন্য আমি এখানে আসিনি, ছোকরাটারী মশায়। আমি এসেছি জরুরী কাজ নিয়ে। অত্যন্ত জরুরী কাজ, বুঝেছ?" এই বলিয়া তাহার মুলার মত একটি অঙ্গুলি মিঃ সেনের দিকে নাড়িতে নাড়িতে পুনশ্চ কহিল, "শোন হে ছোকরা! তোমার স্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং খুব বড় কারবার চালাচ্ছে, না? বাজারে গুজব, এই কোম্পানী দিন দিন এত বড় হচ্ছে যে, ভারতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ কারবারে শীগগির দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু বাপু, মনে একবার ভেবে দেখ, যদি এই স্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং এমন একটা আঘাত পায় যে, যাতে তা'র বনেদশুদ্ধ ধ্বসে পড়ে—তা'হলে ছোকরাটারী? যদি এর সম্বন্ধে এমন এক খারাপ গল্প বাজারে প্রচার হয়, যার ফলে তা'র সর্বনাশ হ'য়ে যায়, তা' হলে? কেমন? এইবার আমার কথায় রাজী হবে তো-হে, ছোকরা?"

মিঃ সেন ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "এই যদি আপনার ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবার ধারা হয়, আর এই যদি আপনার প্রয়োজনের নমুনা হয়, তা' হ'লে আপনি যত শীঘ্র এই অফিস থেকে যান, তা'র বন্দোবস্ত করা সমীচীন নয় কী?" এই বলিয়া সে বেয়ারাকে ডাকিবার জন্য ইলেকট্রিক বোতাম টিপিবার উপক্রম করিল।

ত্রিশঙ্কু পালোধি বিদ্রূপ কণ্ঠে কহিল, "আহা, খাসা বলেছ, ছোকরা। নাঃ, ছোকরাটরী কথা বলতে জানে! কিন্তু শোন তুমি, তোমার অফিস শুদ্ধ কেরানী, বেয়ারা আর দারোয়ানেরাও যদি এই ঘরে আসে, তা' হ'লে তারা তো সব সেদিনের ছেলে, তা'দের পূর্বপুরুষরাও সমবেত চেষ্টায় আমাকে এক ইঞ্চি টলাতে পারবে না। ফলে তোমার ফার্ম কতকগুলি পুরাতন কেরানী হারাবে।"

সত্যেন অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। বিভীষণাকৃতি ব্যক্তিটির দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখে এতটুকুও উদ্বেগের চিহ্ন নাই। সে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "এখন বলুন, আপনি কি চান?"

"পথে এস, ছোকরাটরী।" এই বলিয়া ত্রিশঙ্কু জয়ের গর্বে উল্লসিত হইয়া পুনশ্চ কহিল, "আমি চাই মিঃ মোহন গুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে, আমি নিশ্চয়ই চাই এবং নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আমি আরও চাই তুমিই এই বন্দোবস্ত ক'রে দেবে।"

সত্যেন এই অপ্রীতিকর ব্যাপার এড়াইবার জন্য কহিল, "আমি এই মাত্র অঙ্গীকার করতে পারি যে, আপনার কথা আমি মিঃ গুপ্তকে জানাবো। কিন্তু তিনি দেখা করবেন, কি করবেন না, তা' সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। আপনি যদি আপনার প্রয়োজন আমাকে বলতেন, তবে বোধ হয় অনেক কিছুই করতে পারতাম।"

ত্রিশঙ্কু পালোধি অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কহিল, "আমি বাধিত হলাম, ছোকরা। মিঃ গুপ্তের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলে তোমার কাছে বিশেষ বাধিত থাকবো। বর্তমান মুহূর্তে আমার ঠিকানা হচ্ছে, ক্যালকাটা বোর্ডিং, বউবাজার লিখে নাও। ফোন নম্বর বড়বাজার···আচ্ছা ঠিক মনে পড়ছে না, দেখে নিও ছোকরা। আর এক কথা এবং শেষ কথা মাস্টার, অবিলম্বে মিঃ গুপ্তের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করবে। বুঝেছ, ছোকরা?"

সত্যেন বিরক্ত স্বরে কহিল, "আপনার বিদ্রূপভরা এবং অসম্মানজনক কথায় কিছুমাত্র কাজ অগ্রসর হবে না, মিঃ পালোধি। আমি আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আপনার এইরূপ ব্যবহার মিঃ গুপ্ত আদৌ সহ্য করবেন না। তাঁর কাছে আপনাকে বিশেষ ভদ্রভাবে আচরণ করতে হবে—নচেৎ উপযুক্ত শিক্ষা পেতেও আপনার বিলম্ব হবে না।"

ত্রিশঙ্কু পালোধি হাস্য করিল। মানুষ হাসিলে যে এরূপ বীভৎস দেখায়, সে বিষয়ে মিঃ সেনের এই প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জিত হইল।

মিঃ সেন একটি বোতাম টিপিল; সঙ্গে সঙ্গে একজন বেয়ারার পরিবর্তে কেরানী শৈলেন দাস প্রবেশ করিল। সত্যেন কহিল, "এই ভদ্রলোককে পথ দেখিয়ে দিন, শৈলেনবাবু।"

ত্রিশঙ্কু পালোধি শৈলেন দাসের পশ্চাতে অফিসের ভিতর দিয়া বারান্দায় উপস্থিত হইল এবং অটোম্যাটিক্ লিফটে আরোহণ করিয়া বোতাম টিপিয়া লিফট চালাইয়া দিল। লিফট্ নিম্নে অবতরণ করিলে ত্রিশঙ্কু বাহির হইয়া না গিয়া দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে শৈলেনের দিকে চাহিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে কহিল, "আচ্ছা ধরো, তুমি যদি আমায় একটি সত্য কথা বলো, তা' হ'লে খোকন······"

শৈলেন ত্রিশঙ্কুর দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; তাহার কথা শুনিয়া সন্ত্রস্ত স্বরে কহিল, "কি শুনতে চান আপনি?"

pathagar.net

ত্রিশংকু কহিল, "নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই, খোকন।" এই বলিয়া ত্রিশংকু এক-পা সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার মুখ হইতে মদের গন্ধ ... হইয়া শৈলেনের দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু তাহার স্থির-... দাঁড়াইয়া থাকা ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না; সে কহিল, "আমাকে কি বলতে ..., ...?"

ত্রিশংকু কহিল, "হাঁ, আমি যা বলছিলাম তা' এই যে—আচ্ছা আচ্ছা, আমি খুব ... শান্তে সরল ভাষায় বলছি—তোমার বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবে না। সেই ...টি হচ্ছে এই যে, সত্যিই কি মিঃ মোহন গুপ্ত আজ অফিসে নেই?"

শৈলেন এইবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কহিল, "আমি যখন একবার আপনাকে বলেছি, তখন সেই কথা একশো বার আপনাকে বলতে পারি না—মিঃ গুপ্ত আজ অফিসের কাজে অন্যত্র গেছেন, আসেন নি।"

ত্রিশংকু পালোধি হতাশ মনে এক-পা পিছাইয়া দাঁড়াইল। সে শৈলেনের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তেজে মড় মড় করছে!" এই বলিয়া অকস্মাৎ শৈলেনের নিকট আগাইয়া আসিলে তাহার বক্ষ শৈলেনের বক্ষের সহিত প্রায় স্পর্শ করিল। সে বীভৎস স্বরে কহিল, "তুমি আগে যা বলেছ, তা' বলবার জন্য তোমাকে ডাকিনি। আমি সত্য শুনতে চাই। আমি শুনতে চাই, তোমাদের পরম রমণীয় গুপ্ত সাহেব অফিসে আছেন, কি নেই?"

শৈলেন ক্রোধভরে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "আমার সঙ্গে ও-ভাষায় কথা বলবেন না বলছি!"

"নিশ্চয়ই বলব, খোকন।" এই বলিয়া ত্রিশংকু তাহার পানের দাগভরা দন্ত-পংক্তি বিকশিত করিল এবং পুনশ্চ কহিল, "আমার যেমন খুশি তেমনি ভাষায় তোমার সঙ্গে কথা বলব। যাই হোক, আমি তোমার কথাই বিশ্বাস করছি যে, গুপ্ত সাহেব এই হতভাগা অফিসে আজ নেই। নেই থাক। এখন তুমি যেতে পারো, খোকন। যাও, লাফাতে লাফাতে তোমার চেয়ারে গিয়ে বস-গে।" এই বলিয়া ত্রিশংকু পালোধি অকস্মাৎ শৈলেন কিছু বুঝিতে পারিবার পূর্বেই তাহার কানের ডগা ধরিয়া যন্ত্রণাদায়ক বেগে নাড়িয়া দিল।

শৈলেন ক্রোধে এবং যন্ত্রণায় লাফাইতে লাফাইতে কহিল, "এ্যাঁ, এ্যাঁ—এত বড়ো স্পর্ধা আপনার, এত বড়ো দুঃসাহস আপনার—আপনি আমার—আমার…"

"তোমার কথা শুনে খোকন, আমার বমি পাচ্ছে।" এই বলিতে বলিতে ত্রিশংকু লিফট হইতে বাহির হইয়া গেল।

যন্ত্রণায় শৈলেনের চক্ষে জল দেখা দিল। তাহার কান লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল। সে লিফটে চড়িয়া অফিসে উঠিয়া গেল।

(১৯)

মিস সেন একটি ক্ষুদ্র আরশি হাতে করিয়া মুখে পাউডার-পাফ ঘষিতেছিল; সহসা আরশির ভিতর দিয়া দেখিল, কেরানী শৈলেন টলিতে টলিতে গিয়া তাহার

চেয়ারে অবশভাবে বসিয়া পড়িল। সে বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল, "ব্যাপার কি, শৈলেনবাবু?"

"যদি আমি সেই হতভাগাকে আবার একবার দেখতে পাই, তা' হ'লে·····"

এই বলিয়া সে টেবিলের উপর হইতে একখানা রুলার হাতে তুলিয়া লইল।

মিস সেনের দৃষ্টি প্রথমে শৈলেনের কানের উপর, পরে সহসা বাতায়নের মধ্য দিয়া ফুটপাথের উপর পড়িলে সে দেখিল, ত্রিশঙ্কু পলোধি দাঁড়াইয়া খুব সম্ভবতঃ ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, "ঐ, ঐ সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শীগগির, শৈলেনবাবু, দৌড়ে যান!"

শৈলেন রুলারটি সশব্দে টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া নির্লিপ্ত স্বরে কহিল, "দরকার নেই। নিজের চাকরি-তো আর খোয়াতে পারিনে।"

মিস সেনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে দ্বিতীয় কথা না বলিয়া টিফিন খাইতে চলিয়া গেল।

সেদিন অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিঃ সময় মোহন আফিসে উপস্থিত হইল। সকালের মেল তখনও তাহার টেবিলের উপর পড়িয়াছিল, সে প্রথমে পত্রগুলি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

অল্প সময় পরে মিস সেন মোহনের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "এই চিঠিখানা মিঃ সেন আপনার জন্য দিয়েছেন, স্যার।"

মোহন মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, "একটু পরেই আমি সত্যেনের সঙ্গে কথা বলব।"

মিঃ সেন মাথা নাড়িয়া কহিল, "আজ আর তা' হয় না, স্যার। মিঃ সেন একটু পূর্বেই চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন?" এই বলিয়া মোহন তাহার রিস্ট-ওয়াচের দিকে একবার চাহিল, পরে সত্যেনের লেখা সংবাদটি পাঠ করিতে লাগিল।

সত্যেন সেন লিখিয়া গিয়াছে:

"ত্রিশঙ্কু পালোধি নামে এক ব্যক্তি আজ অফিসে এসেছিল। সে আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে কিছুতেই ছাড়েনি। ভয়ানক অভদ্র ব্যক্তি। তার কী প্রয়োজন, আমাকে কিছুতেই বলতে চায়নি। কেবল বলে, শুধু আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। আমার মনে হয়, নিকট ভবিষ্যতে যখন এই লোকটার সঙ্গে দেখা করতেই হবে, তখন যতশীঘ্র দেখা করার কাজটুকু শেষ হ'য়ে যায়, ততই ভাল। লোকটার ঠিকানা ক্যালকাটা বোর্ডিং, বউবাজার। হোটেলে টেলিফোনও আছে। আমাকে একটু আগে চলে যেতে হ'ল ব'লে বিশেষ দুঃখিত, আমি দেশে যাচ্ছি। কাল আর আসা হবে না, সোমবার দিন অফিসে আসব।

সত্যেন সেন"

মোহন মুখ তুলিয়া কহিল, "কে এই ডেভিল? ত্রিশঙ্কু পালোধি! কি সে চায়?"

মিস সেন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আমি দুঃখিত যে, আপনার কোন প্রশ্নেরই জবাব

দিতে পারবো না। যদিও আমি এই কথা বলতে পারি, মিঃ সেন যখন বলেন, অভদ্র ব্যক্তি, তখন সত্যই তাকে অসাধারণ অভদ্র ব্যক্তি বলা চলে। এ ছাড়াও আমাদের একজন কেরানীর সঙ্গে বিশেষ অভদ্র ব্যবহার করেছে।"

"কি হয়েছে, মিস সেন?" মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "আমাদের একজন বাবুর সঙ্গে অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করেছে?"

"হ্যাঁ, স্যার!" মিস সেন নত মুখে কহিল।

মোহন কহিল, "কোন্, বাবুকে?"

"আমাদের শৈলেন দাসকে, স্যার। পালোধি তা'র এমন কান-মলে দিয়েছে যে, বেচারার কান দুটো ফুলে কামরাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে।" এই বলিয়া মিস সেন মৃদু হাস্য করিল।

মোহনের মুখেও মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু যখন সে ত্রিশঙ্কুর অভদ্রতা স্মরণ করিল, তখন তাহার মৃদু হাসি ক্রোধে পরিণত হইল। সে কহিল, "যদি কান মলবার একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে, তবে স্টীল ম্যানুফ্যাকচারের একজন সে কাজটুকু করবে। ভাল কথা, ত্রিশঙ্কু পালোধির সঙ্গে আমি দেখা করব। কাল কোন্ সময়ে আমি খালি আছি, মিস সেন?"

মিস সেন তাহার নোট বই দেখিয়া কহিল, "আপনি যদি কোন এন্‌গেজমেন্ট না ক'রে থাকেন। তবে কাল ১১ থেকে ১১-৩০ মিঃ পর্যন্ত আপনি খালি আছেন।"

"উত্তম।" মোহন সোৎসাহে কহিল, "পালোধিকে টেলিফোনে জানিয়ে দেওয়া হয় যেন, কাল ঐ সময়ে আমি তার সঙ্গে দেখা করব। সে যেন আমার কান মলবার জন্য একবার চেষ্টা করে। আমার বর্তমান জীবন, মিস সেন, অত্যন্ত সহজ ও মসৃণ হ'য়ে উঠেছে, সে-ক্ষেত্রে কানমলা-ভদ্রলোকও বাঞ্ছনীয়।"

মিস সেন কহিল, "আমি এখনই টেলিফোন করছি, স্যার। আপনি কি কোন নোট দেবেন?"

"হাঁ দেব। তবে আগে টেলিফোন করা হয়ে যাক।" মোহন বলিল।

মিস সেন বাহির হইয়া গেল।

pathagar.net

(২০)

মোহন অফিস হইতে তাহার বালিগঞ্জস্থিত প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া যখন ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিল, রমা উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল; কহিল, "এত দেরি হ'ল যে?"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "ভার কি সোজা রানী? অপূর্বর গড়া ব্যবসা আজ জগতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্টিলের কারখানা হ'তে চলেছে। যা'র স্বপ্ন আজ সফল হ'তে চলেছে, যার বুকের রক্তে এর প্রতিটি উন্নতির ধাপ রক্তরাঙা হ'য়ে গেছে, সে এই পৃথিবীর মধ্যে অসংখ্য লোকের মাঝে যখন আমাকেই বেছে নিয়েছিল, তখন কি আরামে দিন কাটাবার পথ আছে, রানী?"

রমা সশ্রদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "দয়াময় তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন। আজ আমি পরম

সুখী, আমার সকল প্রার্থনা পূর্ণ হ'য়েছে। যাঁর জন্য হ'য়েছে, তিনি যেন আমার মত সুখী হন, তাঁর সকল বাসনা পূর্ণ হয়।"

মোহন গায়ের কোট খুলিয়া ফেলিয়া শ্রীমতী রমাকে লইয়া একখানি কোচের উপর উপবেশন করিল। কহিল, "সত্যই বোঝা অত্যন্ত শক্ত, রমা। এক-এক সময় আমি চিন্তাকুল হ'য়ে উঠি। ভাবি আর ভাবি আমি! কিন্তু দেখে আরও আশ্চর্য হই, যে-সমস্যা আমার কাছে কোনদিন সহজ ও স্বচ্ছ হবার কথা নয়, তাই জলের মত সহজ হ'য়ে যায়। মনে হয়, যেন কোন অদৃশ্য প্রেরণা আমাকে এমন অসাধারণরূপে প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু আমি মনে পরিপূর্ণ শান্তি পাচ্ছি না, রানী।"

রমার মুখে শঙ্কার চিহ্ন মূর্ত হইয়া উঠিল। সে বিস্ময়ভরে কহিল, "শান্তি পাচ্ছ না তুমি?"

"না রানী, শান্তি পাচ্ছি না আমি। আজ পর্যন্ত অপূর্বর মৃত্যুর কোন কিনারা হ'ল না। পুলিস হাল ছেড়ে দিয়েছে। আমি বহু ভাবে বহু পথে চিন্তা ক'রে দেখেছি, অনুসন্ধান ক'রে দেখেছি, ক্রমশ আমার সন্দেহ জটিল হচ্ছে।" এই বলিয়া মোহন কিছু সময় নীরবে চিন্তা করিয়া পুনশ্চ বলিল, "বিরূপাক্ষ নামে এমন এক ব্যক্তি অপূর্বকে গুলি ক'রে হত্যা করলে, যাকে লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেওয়া পুলিস কেন, যে কোন ব্যক্তি তা'কে একবার দেখেছে, তারই পক্ষে একান্ত সহজ কাজ; অথচ আজ ছ'মাস অতীত হয়ে গেল, বিরূপাক্ষের আর দেখা পাওয়া গেল না।"

রমা কহিল, "এমনও-তো হ'তে পারে, সেও মরেছে?"

"তা পারে; তাহলে তার মৃতদেহটাও-তো দেখতে পাওয়া যাবে! কিন্তু তা'ও পাওয়া যায়নি। আমার জীবনে এমন একটা অমীমাংসিত বিপর্যয় আর কখনও ঘটেনি!" এই বলিয়া মোহন চিন্তিত হইয়া উঠিল।

রমা ধীর স্বরে কহিল, "তোমার কি সন্দেহ হয়?"

"সন্দেহ!" মোহনের মুখে অপূর্ব হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "ক্রমশ আমার মনের সন্দেহ দৃঢ় ধারণায় পরিণত হচ্ছে, কিন্তু আরও প্রমাণ না পেলে শান্ত করতে পারছি না। পুলিস যদিও বিরূপাক্ষকে আততায়ী ব'লে সিদ্ধান্ত করেছে, তবুও আমার নিয়তই মনে হয়, এর মধ্যে এমন রহস্য লুক্কায়িত আছে যা পুলিশ এখনও ধরতে পারেনি। অপূর্বকে যে আদৌ কেউ হত্যা করেছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

রমা কিছু সময় চিন্তান্বিত থাকিয়া কহিল, "খোকনমণির টাকা বিলেতে নিয়মিত যাচ্ছে-তো?"

"নিয়মিত!" পুনশ্চ মোহনের মুখে অপূর্ব হাসি দেখা দিল। সে কহিল, "আমি এক বৎসরের টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছি এবং তার এলাউন্স ডবল ক'রে দিয়েছি, রানী। সবই করা হয়েছে, শুধু একটি কাজ এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।"

রমা আগ্রহভরে কহিল, "কোন্ কাজ?"

"অপূর্ব প্রতি বৎসর তার পুত্রকে দেখবার জন্য লণ্ডনে যেত। তাই ভাবছি, আমরা সে কর্তব্যটুকুও সাধন করব। আসছে মে মাসে অপূর্বর যাবার নির্ধারিত সময় ছিল। যাবে, রানী ?"

রমার মুখ অত্যুজ্জ্বল আলোকে ভরিয়া গেল। সে কহিল, "বেশ চল। আহা! বাপ-হারা হতভাগ্য সন্তান!"

রমার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল দেখিয়া, মোহন কহিল, "হতভাগ্য সে ? না, না, রানী, তার মত সৌভাগ্যবান সন্তান আর কোন মা'র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেনি। যে ছেলে তোমার বুকে মাতৃস্নেহ সঞ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে, তা'র সৌভাগ্যের কি আর অন্ত আছে, রমা ? বেশ তাই হোক, আমি পাস-পোর্টের জন্য কালই দরখাস্ত ক'রে দেব।"

রমা চিন্তিত হইয়া কহিল, "কিন্তু তোমার কি এখন অফিস ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হবে ?"

মোহনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "এই অফিস আজ এমন গভীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রমা, যে আমি যদি আর না-ও থাকি, তা'র গতির পথে অন্তরায় হবে, এমন কোন বিশৃঙ্খলা জগতে নেই। এমন সৎ, এমন পবিত্র ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, তার আর বিনাশ নেই, রানী।"

"ওগো সত্যি বলতে কি, খোকনকে দেখবার জন্য আমার মন দিনরাত কাঁদে। আমি ভাবি, যার বাপ তাকে মানুষ করবার জন্য নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি……"

সহসা মোহন বাধা দিয়া কহিল, "কি বললে, রানী ?"

"না গো, আমাকে মার্জনা করো তুমি, আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি।" এই বলিয়া রমা দুই হাতে মুখ চাপিয়া ফোঁপাইয়া উঠিল।

মোহন রমার মস্তক আপন ক্রোড়ের উপর ধরিয়া কহিল, "তোমার উক্তিতে কোন মিথ্যা নেই, রানী। অপূর্ব তার কারবারকে এমন ভালবাসত যে, প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু তার নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণের কথা চিন্তা করলেই আমি বিচলিত হয়ে উঠি।"

রমা উঠিয়া বসিয়া কহিল, "তুমি পাস-পোর্টের জন্য দরখাস্ত ক'রে দাও, আমি এদিকের আয়োজন শেষ ক'রে রাখছি।"

(২১)

পরদিন ষ্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং'র অফিসের বেয়ারা মিস সেনের অফিসের ক্ষুদ্র দ্বার ঠেলিয়া কহিল, "ভয়ঙ্কর ভদ্দরলোক ওয়েটিং-রুমে আছে মেম সাব।"

মিস সেন কহিল, "এসেছে ? আচ্ছা আমি বড় সাহেবকে বলছি।"

পার্শ্ব কক্ষ হইতে মুক্ত দ্বার-পথে চাহিয়া কেরানী শৈলেন কহিল, "কে এসেছে, মিস সেন ?"

মধু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "কালকের সেই ভয়ঙ্কর ভদ্রলোক, শৈলেনবাবু। যে আপনার কান…"

শৈলেন গম্ভীর মুখে কহিল, "এসেছে হতভাগা? আচ্ছা, এসেছে তো! দাঁড়াও।" সে বোঝাইতে চাহিল যে, সে যদি ইচ্ছা করে এখনই তাহার গতকল্যকার ভয়ানক অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারে।

মিস সেন হাতের ফাইলটি বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এক মুহূর্ত শৈলেনের কর্মরত মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "যান-না শৈলেনবাবু, ত্রিশঙ্কু পালোধি ওয়েটিং-রুমে বসে আছে—এই সময় যদি প্রতিশোধ নিতে পারেন, দেখুন না!"

শৈলেন কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া তাহার লেজার বইয়ে মনোনিবেশ করিল; একটু গভীরভাবেই মনোনিবেশ করিল।

মিস সেন টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া কানে দিয়া কহিল, "ত্রিশঙ্কু পালোধি এসেছেন, স্যার।"

টেলিফোনের অন্য প্রান্ত হইতে মোহন কহিল, "তাকে আমার কাছে একজন বেয়ারা নিয়ে আসুক।"

"এখনই পাঠাচ্ছি, স্যার।" এই বলিয়া মিস সেন টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিল এবং বেয়ারার দিকে চাহিয়া কহিল, "মধু, তুমি কি মিঃ পালোধিকে বড় সাহেবের কামরায় পৌঁছে দেবে?"

মধু কহিল, "নিশ্চয়ই, মেম সাব। যদি শৈলেনবাবু রাজী না থাকেন, তবে…" কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই মধু বাহির হইয়া গেল।

ইহার অব্যবহিত পরে মধু বড় সাহেব মোহনের অফিস-কক্ষের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া কহিল, "পালোধি সাব, হুজুর।"

মোহন বাতায়নের দিকে চাহিয়াছিল; মধুর কথা শুনিয়া ফিরিয়া তাকাইল এবং ত্রিশঙ্কু পালোধি হস্তীপদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করিলে সে কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ত্রিশঙ্কু পালোধি শান্তভাবে মোহনের কঠিন দৃষ্টির সম্মুখীন হইল। ত্রিশঙ্কু হস্তমর্দন করিবার অভিপ্রায়ে হাত বাড়াইয়া কহিল, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে আনন্দিত হ'লাম।"

মোহন ত্রিশঙ্কুর প্রসারিত হস্ত উপেক্ষা করিয়া কহিল, "বসুন।"

"তা' পারি।" এই বলিয়া ত্রিশঙ্কু পালোধি উপবেশন করিল। বসিবার সময় চেয়ারটি পরীক্ষা করিতে ভুল না করিলেও দেহের চাপে তাহা মর্ মর্ করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

কক্ষে নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

অবশেষে মোহন কহিল, "তারপর?"

"তারপর, হাঁ তারপর…এই বলিয়া ত্রিশঙ্কু নড়িয়া চড়িয়া স্থির হইয়া বসিল এবং পুনশ্চ কহিল, "একটা কথা—কাল যে-ছোকরার সঙ্গে দেখা করেছিলাম, শুনলাম, সে আপনার সেক্রেটারী। তা' হোক। কিন্তু সে কি আমি যাবার পর

আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে আমার কথা বলেছিল ?" ত্রিশঙ্কু পালোধি শূকরের মত দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

মোহন কঠিন স্বরে কহিল, "না আমাদের দেখা হয়নি। কিন্তু ওটা ফেলবেন না, রেখে দিন।"

ত্রিশঙ্কু সবিস্ময়ে কহিল, "কি বলছেন ? কি রেখে দেব ?"

"থুতু। যদি জানালার কাছে গিয়ে ফেলে আসতে পারেন ; উত্তম ; নচেৎ গিলে ফেলুন।" এই বলিয়া মোহন নীরব হইল।

ত্রিশঙ্কু পালোধি পান চিবাইতেছিল ও একমুখ পিক্ ঠোঁটের দুই ধার বাহিয়া বাহিরে আসিতেছিল। সে একটা ঢোক গিলিয়া একমুখ দাঁত বাহির করিয়া অধাকার হাস্য করিল। কহিল, "ওঃ ইয়ার্কি করছেন !"

মোহন প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না আদৌ না।"

ত্রিশঙ্কু পালোধি ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমরা কি প্রথম থেকেই ঝগড়া আরম্ভ করব ?"

মোহন একদৃষ্টে ত্রিশঙ্কু পালোধির দিকে চাহিয়া রহিল। ত্রিশঙ্কু হাসিবার প্রয়াস পাইয়া কহিল, "কি হচ্ছে ? হিপনোটিজম্ ?"

পরিশেষে মোহন কহিল, "আমার সেক্রেটারীর কাছ থেকে অবগত হলুম যে, আপনি খুব জরুরী একটা কাগজ আমাকে দেখাতে চান এবং তার বিনিময়ে আপনি অর্থ চান। কি কাগজ ?"

"ছোকরার দেখছি বেরেন আছে। আমার মনের তথ্যটি ঠিক ধরেছে।" এই বলিয়া ত্রিশঙ্কু তাহার ঘর্ম-সিক্ত পুরাতন কোটের পকেট হইতে একটি পুরাতন লেফাফা বাহির করিল এবং তাহা মোহনের দিকে বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "পড়ে দেখুন।"

মোহন লেফাফাটি লইয়া ক্ষণকাল ত্রিশঙ্কুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমাকে এটা পড়তে বলছেন ?"

ত্রিশঙ্কু দাঁত বাহির করিয়া কহিল, "দেখছি, এই অফিসের প্রত্যেক ব্যক্তিরই বেরেন বলে একটা পদার্থ আছে। ঠিক ধরেছেন আপনি। আমি পড়তেই বলেছি।"

মোহন রিভলভিং চেয়ার বাতায়নের দিকে ঘুরাইয়া বসিল এবং লেফাফা হইতে পত্রখানি অতি সন্তর্পণে বাহির করিয়া সম্মুখে ধরিল। আট সীট কাগজে পত্রখানি সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

প্রায় দশ মিনিটকাল কক্ষের মধ্যে গভীর নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার পর মোহন মনস্থির করিয়া পত্রখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পরে বিশ মিনিট সময় চলিয়া যাইবার পর মোহন পত্রখানি পাঠ শেষ করিল এবং নিপুণভাবে কাগজগুলি ভাঁজ করিয়া পুনশ্চ লেফাফার ভিতর প্রবেশ করাইল। নত নেত্রে ক্ষণকাল গভীরভাবে চিন্তা করিয়া মোহন ত্রিশঙ্কুর দিকে চাহিয়া কহিল, "তারপর ?"

মোহনের কণ্ঠস্বর তাহার নিজের কানেই অস্বাভাবিক ঠেকিল। তাহার মুখভাব

তখন এরূপভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল যে, মোহন যদি আরশিতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিত, তবে বিস্মিত হইয়া পড়িত। ত্রিশঙ্কু মোহনের কণ্ঠস্বর ও মুখের আকৃতি দেখিয়া অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। মোহন গম্ভীর স্বরে কহিল, "আপনি কি আশা করেন, আমরা এই পত্রের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করব ?"

ত্রিশঙ্কু পালোধির মুখে সর্প হাস্য বিকট হইল। সে কহিল, "আমি আশা করি না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আপনি স্বেচ্ছায় গুরুত্ব আরোপ করবেন। কারণ আমার তোতাপাখী বুঝতে পেরেছে, দ্বিতীয় পথ আর খোলা নেই।"

অপমানসূচক উক্তি শুনিয়াও মোহন বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ বা বিচলিত হইল না। তখনও সে স্থির দৃষ্টিতে ত্রিশঙ্কুর দিকে চাহিয়াছিল। সেই দৃষ্টির কাঠিন্য সহ্য করিতে না পারিয়া ত্রিশঙ্কু তাহার চেয়ার এক ইঞ্চি আন্দাজ স্থানে পিছাইয়া লইয়া বসিল। ত্রিশঙ্কুকে দেখিয়া মনে হওয়া এতটুকু বিচিত্র নহে যে, সে মোহনের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। কারণ তাহার অমসৃণ জীবনে এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অর্জিত হইয়াছিল যে, তাহার আপন ব্যবহারের দরুণ বহু স্থানেই তাহাকে যুঝিতে হইয়াছে। সে পুনশ্চ কহিল, "আমি আশা করি না, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, তুমি আমার আদেশমত কাজ করতে বাধ্য হবে, বাবা!"

মোহন ধীর স্বরে কহিল, "আমি জানি, আপনি নিরতিশয় নোংরা চরিত্রের ব্যক্তি, আরও জানি, আপনি নির্বোধ নন। সুতরাং পত্রের যে নকল কপি আমাকে দেখালেন, ওর আসল কপি আমি ধরে নিতে পারি যে, নিশ্চয়ই আপনার নিকট আছে!"

ত্রিশঙ্কু দাঁত বাহির করিয়া কহিল, "আমি-তো পূর্বেই একবার বলেছি, এই অফিসের লোকগুলোর বেরেন ব'লে বস্তুটি আছে। এখন দেখছি, শুধু আছে নয়, সোনার ওজনে তারা দামী।"

মোহনের হস্তদ্বয় সহসা মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল। সে হাত দু'টি টেবিলের নিম্নে গোপন রাখিয়া কহিল, "সুতরাং আমি ধরে নিতে পারি, আপনি আসল পত্রখানিই আমাদের বিক্রয় করবেন!"

ত্রিশঙ্কু পালোধি দন্ত বিকীর্ণ করিল। কহিল, "বেরেন ফুটে বেরুচ্ছে!" সহসা তাহার মুখ ভয়াবহ আকার ধারণ করিল; পুনশ্চ কহিল, "আসল পত্র কেন আপনাকে বিক্রি করব শুনি ? আসল পত্র আমার—আমার কাছেই থাকবে। আসল পত্র! জান হে! আসল পত্র ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মাটির নীচে স্টং-রুম ভোল্টে বন্ধ আছে। আর সেটি সেইখানে থাকবে, জাদু। কিন্তু তুমি কি জান না, খোকা, আমি কিজন্য এখানে এসেছি ?" এই বলিয়া ত্রিশঙ্কু তাহার জ্বলজ্বলে গোলাকার চক্ষু দু'টি মোহনের মুখের উপর মেলিয়া ধরিল এবং কয়েক মুহূর্ত পরে পুনশ্চ কহিল, "জান না, আমি এখানে এসেছি কিছু নগদ টাকা ধার করতে ? বুঝেছ, বাবা, ধার করতে! হা, হা, হা!"

ত্রিশঙ্কুর বিকট হাস্যধ্বনিতে মোহনের মনে হইল, একটা কেরোসিনের খালি টিন সোজা ত্রিতল হইতে সিঁড়ি দিয়া বিদ্যুদ্বেগে নীচে নামিয়া যাইতেছে। মোহন

দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ত্রিশঙ্কু হাস্যবেগ কমিলে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "ধার করতে এসেছি। আরে রামচন্দ্র, এই চিঠির সঙ্গে আমার ধারের কোন সম্পর্কও নেই। যেমন এক বৃহত্তম ফ্রেণ্ডোর কাছ থেকে অন্য বৃহত্তম ফ্রেণ্ডো টাকা ধার নেয়, ঠিক তাই, গুপ্ত সাহেব। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, কোলকাতার ব্যাঙ্কগুলো কিছুতেই একটা পয়সা বেশী দিতে চায় না। আমি তা'দের বলেছি, অপেক্ষা করো, আমি অবিলম্বে লাখপতি হচ্ছি, তখন মজা দেখবে একবার। কিন্তু যতদিন না তা হ'চ্ছে—ভগবান জানেন, কবে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে—ততদিন ধার করা ছাড়া আর উপায় কি আছে? হাজার আড়াই টাকা পেলেই বর্তমানে এক রকম চলে।"

"আড়াই হাজার টাকা পেলেই চলবে, কেমন?" মোহনের স্বর ইস্পাতের মতই কঠিন এবং শীতল বলিয়া অনুভূত হইল। সে পুনশ্চ কহিল, "তা' হ'লেই কিছু-দিন চলবে, না?" এই বলিয়া সহসা সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেয়ার পিছন দিকে ছিটকাইয়া পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইল।

ত্রিশঙ্কু পালোধিও সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার এক ইঞ্চি পিছন দিকে হটাইয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসিল এবং মোহনের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পরে তাহার গোয়াল-মৎস্য-মুখে ভয়াবহ হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "উত্তম, আমি প্রস্তুত। তুমি যদি শক্তি-পরীক্ষা করতে চাও, আমাকে অপ্রস্তুত পাবে না, বীর পালোয়ান! কিন্তু আমি যদি তুমি হ'তাম, তা'লে এ সব বোকামি করতাম না, গুপ্ত সাহেব। কারণ তোমাকে হাসপাতালে পাঠাবার পূর্বে আমিও আঘাত পেতে পারি, ভীষণ আঘাতও পেতে পারি। সেক্ষেত্রে আমার ডাক্তারের খরচটাও ভেবে দেখ, পালোয়ান। ঐ আড়াই হাজার তখন দশ হাজারে দাঁড়াবে, গুপ্ত সাহেব।"

মোহন স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা, একটা কথার জবাব দিন। আপনাকে কি কেউ এ কথা কোনদিন বলেছে যে, আপনি মানব-সমাজের একটা দুষ্টব্রণ?"

ত্রিশঙ্কুর মুখের জান্তব-হাস্য মিলাইয়া গেল; সে সহসা তীব্র কণ্ঠে কহিল, "এখনি ওসব কথা বন্ধ করো।"

মোহন ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনশ্চ চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল এবং তাহার টেবিলের দক্ষিণ দিকের একটি ড্রয়ার খুলিল এবং তাহার মধ্যে হাত ভরিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশঙ্কু পালোধি যেন বিদ্যুৎ-স্পর্শে চেয়ার হইতে সবেগে দণ্ডায়মান হইল। কারণ ত্রিশঙ্কু ইতিপূর্বে বহুবার ড্রয়ার খোলা দেখিয়াছে, ড্রয়ার হইতে রিভলভার বাহিরে আসিতে দেখিয়াছে। সে পলকের মধ্যে পকেটে হাত ভরিয়া রিভলভার চাপিয়া ধরিল এবং গম্ভীর স্বরে কহিল, "তারপর?"

মোহনের সুন্দর মুখে কঠিন হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে কহিল, "এটা মেক্সিকো সিটি নয়—কলকাতা শহর।"

মোহনের হস্ত ড্রয়ার হইতে একখানি চেকবহি বাহির করিয়া টেবিলের উপর

উঠিয়া আসিল। ত্রিশঙ্কু অনুতপ্ত স্বরে কহিল, "হাজার বার ক্ষমা-প্রার্থনা করছি।" এই বলিয়া সে পুনরায় উপবেশন করিল।

মোহন একখানি চেক লিখিতে লিখিতে কহিল, "আমি আপনার অর্থাৎ ত্রিশঙ্কু পালোধির নামে হাজার টাকার একখানি চেক লিখছি।"

ত্রিশঙ্কু পালোধির মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; সে কহিল, "আমি আড়াই হাজার বলেছিলাম।"

"তা' বলেছিলেন।" এই বলিয়া মোহন চেক লেখা হইতে বিরত হইয়া ত্রিশঙ্কুর দিকে চাহিয়া কহিল, "আজ এই হাজার টাকাই আপনাকে দেব। আপনি যদি কাল বিকাল ৪টার সময় একবার এখানে আসেন, তা' হ'লে দু'জনে চা খেতে খেতে একটা পাকা বন্দোবস্ত ক'রে ফেলব।"

ত্রিশঙ্কু গভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "কেউ আজ পর্যন্ত বলতে পারেনি যে, ত্রিশঙ্কু পালোধির মনে দয়া নেই, মায়া নেই। আমি এই ভাবপ্রবণতার জন্য কত যে দুঃখ পেয়েছি, তা' আর বলবার নয়। কারণ কেউ লিখেও রাখেনি—আমারও মনে নেই। উত্তম, আমি তোমার প্রস্তাব সমর্থন করছি।"

মোহন চেকখানি সহি করিয়া বই হইতে ছিঁড়িয়া লইল এবং দ্বিভাজ করিয়া ত্রিশঙ্কু পালোধির দিকে ছুঁড়িয়া দিল। কিন্তু চেকখানি পালোধির হাতের উপর না পড়িয়া মেঝের উপর পড়িল।

ত্রিশঙ্কু কয়েক মুহূর্ত মোহনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "হাজার টাকার চেক কুড়িয়ে নেওয়া ত্রিশঙ্কু গর্বের বিষয় ভাবে না। কিন্তু আমি যখন হেঁট হ'য়ে চেকখানা তুলে নেব, সে সময়টা যদি হাত দু'টো তোমার টেবিলের উপর রাখো, তা' হ'লে খুশি হবো, গুপ্ত সাহেব।"

মোহনের মুখে ঘৃণাপূর্ণ হাসি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সে ত্রিশঙ্কুর অনুরোধমত টেবিলের উপর দুই হাত রাখিয়া বসিল।

ত্রিশঙ্কু চেকখানি মেঝের উপর হইতে কুড়াইয়া লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল; তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—দুই সারি সুবৃহৎ দন্ত বাহির হইয়া পড়িল। মোহনের মনে হইল যে, একটি বানর দাঁত বাহির করিয়া হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। ত্রিশঙ্কু তাহার কোটের পকেট হইতে আপাতঃ দৃষ্টিতে শূন্য মনিব্যাগটি বাহির করিয়া তাহার মধ্যে চেকখানি অতি যত্নপূর্বক রক্ষা করিল। পরে স্বর মোলায়েম করিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করিয়া কহিল, "তোমার ব্যবহারে খুশি হয়েছি। তা' হ'লে কাল বিকাল ৪টার সময় একসঙ্গে বসে চা পান করা যাবে, আর চিরদিনের মত একটা পাকা বন্দোবস্ত করা যাবে, কেমন?"

"হাঁ, তাই হবে।" মোহন জোর করিয়া মুখভাব স্বাভাবিক রাখিবার চেষ্টা করিল। তাহার স্বর এরূপ মোলায়েম হইয়া ত্রিশঙ্কুর কর্ণে ধাবিত হইল যে, তাহার সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়া গেল।

ত্রিশঙ্কু পালোধি খুশি মনে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং করমর্দন করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল। মোহন দারুন অনিচ্ছা ও ঘৃণা সম্বরণ করিয়া তাহার হাতের

সহিত আপন হাত মিলাইয়া শেক্‌হ্যাণ্ড করিল। ত্রিশঙ্কু যদি বুঝিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহার মনে হইত, সে কোন মৃত ব্যক্তির হাতের সহিত করমর্দন করিতেছে। সে উল্লাসভরে সজোরে মোহনের হাত দৃঢ় হস্তে চাপিয়া নাড়িয়া দিল।

মোহন বেদনায় কাতর হইয়া পড়িল; কহিল, "বাপ! এ কি হাত, না লোহা? আপনি দেখছি, অসাধারণ শক্তিমান।"

ত্রিশঙ্কু পালোধি সোল্লাসে সশব্দে হাসিয়া উঠিল। মোহনের মনে হইল, এইবার একটি নয়, যেন কেরোসিনের শত শত খালি টিন ত্রিতল হইতে সোজা সিঁড়ি দিয়া ছুটিতে ছুটিতে নীচে নামিয়া যাইতেছে। ত্রিশঙ্কুর হাস্যবেগ প্রশমিত হইলে কহিল, "এখন বুড়ো বয়স, এখন আর কি শক্তি আছে? জোয়ান বয়সে সিংহিনীর ডান হাতে উপরের, আর বাঁ হাতে নীচের চোয়াল ধরে মাঝে মাঝে চিরে ফেলতাম। এখন শুধু সিংহের বাচ্ছাদের ধরে চিরে ফেলতে পারি।"

মোহনের মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "বটে!" এই বলিয়া বাঁ হাত সে ডান হাতের উপর বুলাইতে লাগিল—যেন করমর্দনের ফলে তাহার হাতে বেদনা হইয়াছে। ইহার পর সে ইলেকট্রিক বোতাম টিপিয়া ঘণ্টা বাজাইলে বেয়ারা মধু প্রবেশ করিল। মোহন কহিল, "মধু, মিঃ পালোধিকে লিফটে তুলে দে। আর মিস সেনকে বল্ যে, মিঃ পালোধি আগামী কাল ৪টার সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন—আসবামাত্র যেন আমার ঘরে পাঠিয়ে দেন।"

অকস্মাৎ ত্রিশঙ্কু পালোধি মধু বেয়ারার স্কন্ধে আনন্দভরে চপেটাঘাত করিল। মধু যন্ত্রণায় আর্তধ্বনি করিয়া উঠিল, "জগন্নাথ!"

মোহন মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "মনে কিছু করিসনে মধু, মিঃ পালোধি নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিজেই অন্ধকারে আছেন।"

ত্রিশঙ্কু মোহনের দিকে চাহিয়া কহিল, "গুড-বাই! আবার কাল দেখা হবে, সাহেব।" ত্রিশঙ্কু পালোধি মধুর পশ্চাতে বাহির হইয়া গেল।

(২২)

যখন ত্রিশঙ্কু পালোধি একখানি হাজার টাকার চেক এবং পুনশ্চ পরদিন আসিবার নিমন্ত্রণ লইয়া ইণ্ডিয়ান স্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং'র ম্যানেজিং ডিরেক্টারের অফিস হইতে প্রফুল্ল মনে বাহির হইয়া গেল, তখন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় মোহন আর অফিসে আসিবে না জানাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। অসময়ে স্বামীকে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া শ্রীমতী রমা ভ্রূ-কুঞ্চিত মুখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলে মোহন পোশাক পরিবর্তন করিবার সময় কহিল, "আমাকে একটু সাহায্য করবে রানী?"

শ্রীমতী রমার মুখে স্নিগ্ধ হাসি বিকশিত হইল। সে কহিল, "সাহায্যের ধরণ না জেনে কি ক'রে প্রতিজ্ঞা করি বল দেখি?"

মোহন হাসিতেছিল; কহিল, "না-জেনে প্রতিজ্ঞা করতে পারো না, রমা? আমি কিন্তু পারি।"

pathagar.net

রমা হাসিতেছিল ; কহিল, "তোমার শক্তি আছে, আপনার সম্বন্ধে তুমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমি ? আমার শক্তিই নেই, তা' ছাড়া নিজের সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ বিদ্যমান। সত্যি, এক এক সময়ে এমন উদ্ভট চিন্তাও আমার মনে ভিড় করে যে···" এই অবধি বলিয়া সহসা রমা নীরব হইল।

মোহন একখানি সোফায় আদরিণী পত্নীকে বসাইয়া, পার্শ্বে বসিয়া অতি নিম্নস্বরে রমার কানের কাছে মুখ রাখিয়া কহিল, "আমার সকল শক্তির আধার কোন্ মণিকোঠায়, তা' কি তুমি জান না, রানী ? কিন্তু আমি-তো জানি, আমি-তো বুঝি, কোন ফল্গুর ভিতর হ'তে উৎস উঠে আমার সারা মন, সারা প্রাণ সঞ্জীবিত করে রেখেছে।"

রমা আবেশভরে আলিঙ্গনের ভিতর নিজেকে নিঃশেষে অর্পণ করিল। তাহার দু'টি চক্ষু আবেশে মুদিত হইয়া পড়িল।

মোহন পুনশ্চ কহিল, "আজ আমার চঞ্চল মনে বার বার এই কথাই উঠেছে রানী, যে যে-পবিত্র দায়িত্ব বন্ধু আমাদের শিরে চাপিয়ে দিয়ে গেছে, সেই দায়িত্ব পালন করবার পথে শত বাধা, রুদ্র ক্রোধ, ঘৃণিত হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ, লোভ উত্তুঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াবে জানতাম, কিন্তু এমন এক অচিন্তিত, অকল্পিত, অসম্ভব, অসাধারণ বিপত্তির যে সম্মুখীন হ'তে হবে, তা আমার বহুদূরপ্রসারী কল্পনারও বহু ব্যবধানে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে তুমি জান রানী—বিপদ, বাধা যত কঠিন হ'য়ে আমার সম্মুখে আসে, আমাকে ততই তা' উত্তীর্ণ হবার জন্য প্রলুব্ধ ক'রে তোলে।"

রমা স্বামীর অঙ্ক হইতে উঠিয়া পার্শ্বে বসিল। তাহার দুই আয়ত চক্ষু উদ্বেগে মলিন হইয়া গেল। সে কহিল, "কি হয়েছে আমাকে তুমি সব বলো!"

মোহনের মুখে ম্লান মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল ; সে কহিল, "তোমাকে বলবার জন্যই অফিস থেকে ছুটে এসেছি, রানী। তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন, আমি একা সমস্যার সমাধান করতে পারব না!"

মোহনের একখানি হাত ক্রোড়ের উপর তুলিয়া লইয়া রমা আবেগ-ভরা স্বরে কহিল, "আমাকে তুমি বলো! আর উৎকণ্ঠায় রেখো না গো, রেখো না।"

মোহন চাহিয়া দেখিল, বিলাস দ্বার-মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া নতমুখে মাথা চুলকাইতেছে। বিলাসের এই ইঙ্গিতটি মোহন বিলক্ষণ বুঝিত। কহিল, "বাড়ীর পত্র এসেছে, বিলাস ?"

বিলাস মুখ না তুলিয়া কহিল, "এসেছেন, কর্তা।"

"তা' বুঝেছি, বাবা। এখন দয়া ক'রে বল, কত চাই ?" এই বলিয়া মোহন হাসিতে হাসিতে দাঁড়াইয়া কোটের পকেট হইতে একটি সুবৃহৎ মনি-ব্যাগ বাহির করিল।

বিলাস দুই পা আগাইয়া আসিয়া কহিল, "বুড়ী লিখেছেন, কর্তা, যে বানে আমাদের পাঁচিলটা পড়ে গেছে। তা'ই লিখেছেন, যে···যে···" বিলাসের কথা শেষ হইল না।

মোহন বিদ্রূপ স্বরে কহিল, "তা' বুঝেছি, বাবা। দয়া ক'রে টাকার অঙ্কটাই

বলতে পারছ না ?"

রমা সহানুভূতিসূচক স্বরে কহিল, "আহা বেচারী। ঘর দোর-তো যায়নি, বিলাস ?"

বিলাসের মুখ আলোকিত হইয়া উঠিল। সে অপেক্ষাকৃত সহজ স্বরে কহিল, "না, মা। তবে পাঁচিলটা না থাকায় বুড়ী লিখেছে যে, তা'র আবরুর বড়ো লোকসান হচ্ছে, মা।"

মোহন সশব্দে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "আবরুর যে লোকসান হয়, বাবা, এই প্রথম অভিজ্ঞতা আমার। এখন বল, কতখানি লোকসান পূরণ আমাকে করতে হবে। দোহাই তোর, বিলাস, আমাকে আর এমন ক'রে দাঁড় করিয়ে রাখিস নে।"

বিলাস চমকিত হইয়া উঠিল এবং প্রায় ছুটিয়া আসিয়া মোহনের পায়ের নিকট বসিয়া পায়ের উপর হাত রাখিয়া কহিল, "অমন কথা বলবেন না, আমি মহাপাপে ডুবে যাবেন কর্তা।" বিলাসের স্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া উঠিল।

মোহন কহিল, "পাঁচিল পড়েছে, না ? আচ্ছা, এই নে দুশো টাকা পাঠিয়ে দে। এতেই হবে, না, আরও চাই ?"

বিলাস নোট দুইখানি ভক্ত যেরূপে দেবতার পূজার ফুল ভক্তিভরে মাথার উপর রাখে, সেইরূপে রাখিয়া কহিল, "হবেন, কর্তা। পাঁচিল তো পাঁচিল, কিছু জমিও হবেন।" বিলাস দূর হইতে গড় হইয়া মোহন ও রমার উদ্দেশে দুইবার মাথা ঠুকিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

রমা কহিল, "এইবার বলো !"

মোহনের হাস্যমুখ সহসা ম্লান হইয়া গেল। অনুগত অতি বিশ্বস্ত ভৃত্যের পরিপূর্ণ আনন্দভরা মুখের ভাব দেখিয়া সাময়িক বিস্মৃতি নিমেষের ভিতর খান খান হইয়া আবরণমুক্ত হইয়া গেল। মোহন কহিল, "এস রানী, তোমার কক্ষে বসে শুনবে।"

মোহন ও রমা উভয়ে ড্রইংরুম হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শ্রীমতী রমা তাহার জন্য নির্দিষ্ট মোটরে আরোহণ করিল। শোফারের পার্শ্বে শ্রীমান বিলাস পদোচিত গাম্ভীর্য মুখে আনিয়া উপবেশন করিল। শোফার মোটর ছাড়িবার পূর্বে মুখ না ফিরাইয়া কহিল, "কোথায় যাব, মা ?"

"ক্যালকাটা বোর্ডিং যাও।" রমা আদেশ দিল।

মোটর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ছুটিতে লাগিল।

ক্যালকাটা বোর্ডিংয়ের গেটের জমাদার একজন বাঙ্গালী হিন্দু—গত মহাযুদ্ধের ফেরত। নাম রণজিৎ (রঞ্জিত নহে) সিং। আকৃতি জাঁদরেল জেনারেলের মত। স্বভাব অত্যধিক মিলিটারী। মিলিটারী আদবকায়দার প্রতিটি শব্দ সে তখনও মান্য করিয়া চলে। হোটেলের মেম্বারদের—তা' তিনি মহিলাই হোন, কিম্বা ভদ্রলোকই হোন—হোটেল হইতে বাহিরে যাইবার এবং প্রবেশ করিবার সময় রণজিতের স্যালিউট না লইলে পরিত্রাণ ছিল না।

মেম্বারগণ-তো পাইতই ; উপরন্তু যে কোন ভদ্র মহিলা এবং ব্যক্তির ক্যালকাটা বোর্ডিংয়ের দ্বারদেশ অতিক্রম করিবার দুর্ভাগ্য হইত, আচম্বিতে রণজিতের ভারী মিলিটারী লোহার নাল-মারা বুটের স্যালিউট করিবার শব্দ এবং তাহার বক্ষ স্ফীত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা ও বিশেষ ধরণে ডান হাতের পাতাটি উপর দিকে করিয়া কপালে লাগাইবার কসরতে ভয় পাইয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া অনেকেই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিতে হইত। ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্যালিউটের মূল্য সে বিলক্ষণ ভাবে পাইত। সে তাহার অতি অন্তরঙ্গ কোন জীবকে প্রায়ই খোশ-মেজাজে বলিয়া ফেলিত, "আরে পাগলী, মাইনেতে কি হবে, আমার একা সালিউটের পাওনা খাবার মতই লোক নেই।"

সত্যই রণজিতের উপার্জনে খাইবার দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। বাল্যকালে পিতা-মাতাকে হারাইয়া, মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়া একদিন সে হঠাৎ কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিল। পরে গত মহাযুদ্ধে সৈনিক হইয়া যুদ্ধে চলিয়া যায়। শুনা যায়, রণজিতের সাহসিকতায় প্রীতি হইয়া তাহাকে সার্জেণ্টের পদে উন্নীত করা হয়। তাহার পরই যুদ্ধ থামিয়া যায়, রণজিৎ ফিরিয়া আসে। কিন্তু পরাধীন দেশে সৈনিক সার্জেণ্টের অন্ন-সংস্থানের ক্ষেত্র নাই, সুতরাং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মূর্খ রণজিৎ ক্যালকাটা বোর্ডিংয়ে জমাদারী পদ লইয়া সুদীর্ঘকাল যাবৎ চাকরি করিতেছে।

রণজিৎ বিবাহ করে নাই। করে নাই, কারণ কোন ভদ্র মেয়ে কিম্বা ভদ্র পিতা দারোয়ানের সহিত যোগাযোগে সম্মত হন নাই। ফলে রণজিৎ আজও অবিবাহিত।

শ্রীমতী রমার মোটর আসিয়া ক্যালকাটা বোর্ডিংয়ের পোর্টিকোতে দাঁড়াইল। রণজিৎ বক্ষের উপর রাইফেল ফেলিয়া মিলিটারী মার্চ করিয়া মোটরের নিকট আগাইয়া গেল এবং শোফার দ্বার খুলিয়া দিবার পূর্বেই সে স্বহস্তে মোটরের দরজা খুলিয়া দিল এবং ঝনঝনাৎ শব্দে স্যালিউট পোজে দাঁড়াইল। রমার মুখে মৃদু মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "জমাদার, আমার ভাই হোটেলে আছেন?"

রণজিৎ দ্বিতীয় বার মাথায় হাত ঠুকিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই আছে, মেমসাব।"

রমার মুখে মৃদু বিস্ময় চকিতের জন্য ফুটিয়া উঠিল ; সে কহিল, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। চল।"

এই বলিয়া রমা অগ্রসর হইল। রণজিৎ বন্দুক স্কন্ধে ফেলিয়া রমার পশ্চাতে গমন করিল। হোটেলের ওয়েটিং-রুমের সম্মুখে আসিয়া রমা থমকিয়া দাঁড়াইল ; কহিল "আমি কি ভিতরে যেতে পারি, জমাদার?"

রণজিৎ সেলাম ঠুকিয়া কহিল, "আলবত পারেন, 'মেমসাব!" এই বলিয়া সে ওয়েটিংরুমের দ্বার মুক্ত করিয়া দিল।

"এইবার আমার ভাইকে ডেকে দাও, জমাদার।" এই বলিয়া রমা মৃদু হাস্য করিল।

রণজিৎ কৃতার্থ হইয়া গেল। কিন্তু ডাকিতে গেল না ; মাথা চুলকাইয়া কহিল, "সাহেবের নাম কি, মেমসাব?"

রমা কহিল, "তা'ও বটে। আমার ভাইকে সব রাঙা-সাহেব বলে ডাকে।"

রণজিৎ জমাদার মনে মনে কহিল, 'এমন সুন্দরীর ভাই রাঙা-সাহেব হবে না-তো আর কার ভাই হবে।" কিন্তু রণজিতের নিকট বর্তমানে প্রত্যেকটি মেম্বারের নাম ও জন্ম-আর ইতিহাস একেবারে বহু-অধীত পুস্তক বলিলেই ঠিক হয়। সে মাথা দুলাইয়া কহিল, "ও নামে-তো কেউ হোটলে নেই, মেমসাব।"

"নেই!" এই বলিয়া রমা যেন আকাশ হইতে পড়িল। তাহার মুখভাব অতিমাত্রায় ম্লান হইয়া উঠিল; সে পুনশ্চ কহিল, "নেই? তবে কি অশোক রায় নামে নাম লিখিয়েছে?"

রণজিৎ আবার বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না মেমসাব, ও নামেও কেউ নেই।"

"নেই! ও নামেও নেই?" এই বলিয়া রমা যেন দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। ক্ষণকাল পরে সে জমাদার রণজিতের ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তবে কি নামে রেজিস্ট্রী করেছে, জমাদার?"

জমাদার বিপদ গণিল। সে কহিল, "আচ্ছা, আমি দেখছি মেমসাব, যদি আপনার ভাই-সাহেবকে খুঁজে পাই!"

সহসা যেন মনে পড়িল, এমন ভাব দেখাইয়া রমা কহিল, "হয়েছে জমাদার, হয়েছে। এইবার আমার মনে পড়েছে। আমার ভাই এখনও আসেনি এখানে। কিন্তু দু'-একদিনের মধ্যেই আসবে—চিঠি পেয়েছি। ওহো, মা গো, কতদিন আমার ভাই-সাহেবকে দেখিনি!" এই বলিয়া রমা দুই করতলে মুখ চাপিয়া ধরিল।

জমাদার সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিল, "এইবার দেখবেন মেমসাব, দেখবেন। ভাইসাব যখন আসছেন, তখন আর ভাবনা কি? তিনি এলেই আমি আপনাকে সংবাদ এনে দেব।"

রমা মুখ তুলিয়া হাস্যমুখে চাহিয়া কহিল, "ধন্যবাদ। কিন্তু আর একটু কাজ যে করতে হবে, জমাদার!"

"হুকুম করুন, মেমসাব। আমি আপনার হুকুমে······"রণজিৎ বলিতে যাইতেছিল, জান দিতে পারি, কিন্তু সে সহসা সতর্ক হইল।

রমা কহিল. "আমার ভাইসাব যখন নিশ্চয়ই আসছে, তখন আমি একখানা চিঠি তার নামে লিখে রেখে যেতে চাই। কারণ তো বুঝছ, জমাদার? আমার ভাইসাব বড় অভিমানী; যদি সে দেখে আমার পত্র নেই, তবে সে যে আমাকে কখনও ক্ষমা করবে না, জমাদার।"

রণজিৎ কহিল, "চিঠির কাগজ আর খাম, আর···"

"কলম আমার কাছে আছে, জমাদার। ধন্যবাদ!" এই বলিয়া রমা মৃদু হাসিল।

রণজিৎ সিং দ্রুতপদে ওয়েটি-রুমের পার্শ্বেই হোটেলের অফিসকক্ষে প্রবেশ করিল এবং ব্যস্তভাবে একখানি চিঠির কাগজের প্যাড ও দু'খানি খাম লইয়া অনতিবিলম্বে পুনশ্চ ওয়েটিং-রুমে গমন করিল এবং রমার সম্মুখের টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল, "আপনি চিঠি লিখে আমাকে দিন, মেমসাব। আপনার ভাই-আসবামাত্র আমি তাঁকে দেব।"

রমা চিঠির কাগজের প্যাডটির দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া জমাদারের দিকে চাহিল, তাহার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "তোমাকে আর একটু কষ্ট দেব, জমাদার! আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারবে তুমি?"

জমাদার রণজিৎ কৃতার্থ হইয়া গেল! সে কহিল, "জল, মেমসাব? একটা লিমনেড, কি জিঞ্জার বিয়ার, কিংবা আইসক্রীম?" এই বলিয়া সে রমার দিকে চাহিয়া দেখিল, সে মাথা নাড়িয়া অস্বীকৃতি জানাইতেছে। সে পুনশ্চ কহিল, "তবে জলই আনছি, মেমসাব।"

জমাদার রণজিৎ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। রমা একখানি চিঠির কাগজ ও একখানি খাম লইয়া তাহার ভ্যানিটি কেসে পুরিল।

অবিলম্বে জল লইয়া জমাদার রণজিৎ প্রত্যাবর্তন করিল। রমা হাসিয়া কহিল, "ধন্যবাদ।" এই বলিয়া রমা এক চুমুক জল পান করিয়া কাচের গ্লাসটি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিল এবং জমাদারের হাতে একটি টাকা দিয়া কহিল, "মিষ্টি কিনে খেও, জমাদার। আমি তা' হ'লে আজ আসি। কিন্তু আমার ভাই এলেই যেন আমি খবর পাই—পাব তো?"

টাকাটি হাতে লইয়া দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া জমাদার কহিল, "নিশ্চয়ই পাবেন, মেমসাব! কিন্তু আপনি কি চিঠি লিখবেন না?" জমাদার রণজিৎ ঈষৎ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল!

রমা উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল, "না জমাদার, থাক, পত্র আর লিখব না। কতদিন ভাইকে দেখিনি, পত্র লিখে আর কি দেখার আনন্দ হবে, জমাদার?"

"তা' ঠিক, মেমসাব।" এই বলিয়া রণজিৎ ওয়েটিং-রুমের দ্বার খুলিয়া সসম্ভ্রমে শির উচ্চ করিয়া দাঁড়াইল।

রমা অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে বাহির হইয়া মোটরে আরোহণ করিলে ছুটিতে ছুটিতে জমাদার রণজিৎ সিং আসিয়া মিলিটারী স্যালিউট দিল। মিলিটারী বুটের লোহার কঠিন শব্দে বিলাসের মনে হইল, যেন একটা বুলেট ছুটে আসিয়া জমাদারের পায়ের নিকট চূর্ণ হইয়া গেল।

শোফার মোটর ছাড়িয়া দিল।

যতক্ষণ দেখা যায়, বাঙ্গালী জমাদার রণজিৎ সিং একদৃষ্টে মোটরের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে অকস্মাৎ একটা হিস হিস শব্দ তাহার নাসিকার দুটি ছিদ্রপথে উত্থিত হইল। পরক্ষণেই তাহার স্মরণ হইল যে, মেমসাহেবের রাঙা-সাহেব ভাই হোটেলে আসিলে কোন ঠিকানায় মেমসাহেবকে জানাইতে হইবে, তাহা জানিয়া লইতেই সে ভুল করিয়াছে।

জমাদার রণজিৎ সিং তাহার সারা মিলিটারী জীবনের মধ্যে এই প্রথম মিলিটারী এটিকেট ভুলিয়া অকস্মাৎ সেইখানেই হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। তাহার বক্ষের রাইফেল সশব্দে মাটির উপর খসিয়া পড়িল, কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপমাত্র ও রহিল না।

হতভাগা বোধ হয় জীবনে এই প্রথম একখানি হাসিমুখ দেখিল, যে-মুখ তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই হাসিয়াছে।

pathagar.net

(২৩)

ক্যালকাটা বোর্ডিংয়ের হল-রুমে ত্রিশংকু পালোধি প্রবেশ করিল এবং তাহার পশ্চাতে চারজন ভদ্রলোকবেশধারী ব্যক্তি দাঁড়াইল।

ত্রিশঙ্কু একখানি একশত টাকার নোট কাউণ্টারের উপর রাখিয়া কহিল, "আমার বন্ধুদের মধ্যে যে যা নিতে চায়, দাও ডিয়ার। আমাকে একটা ডবল স্কচ।" এই বলিয়া একজন অনুগামীর দিকে চাহিয়া সে পুনশ্চ কহিল, "তোমার?"

লোকটি কহিল, "একটি ক্রিমি ব্যাস, স্যার।"

"আর তুমি?"

"একটা লাভলি লিনেস, স্যার।"

"আর তুমি?"

"বড় পেগ কক্‌টেল, ডিয়ার।"

অবিলম্বে অর্ডার অনুযায়ী মদ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে একটি টেবিলের চারিধারে বসিয়া পান করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে নেশা জমিয়া উঠিল। একজন পালোধিকে কহিল, "স্যার, নিশ্চয়ই আপনি মিলিওনেয়ার। আমার ঠাকুদাও এক সময়ে মিলিওনেয়ার ছিল, কিন্তু কোথায় যে তা'র মিলিয়ান রেখে মারা গেল, আমার বাবা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে তার পাত্তাই পেলে না। কি করা যায় এই ভেবে ভেবে বাবা আমার 'দূর তোর বড়লোক হ'তে চাইনে' এই-না ব'লে রাগ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। আর সেই থেকেই কি-না ..."

অন্য একজন কহিল, "সেই থেকেই কি বল, বিরিঞ্চি?"

বিরিঞ্চি কহিল, "সেই থেকেই আর আমরা মিলিওনেয়ার নেই।"

দ্বিতীয় বক্তা কহিল, "দূর শালা, মিথ্যেবাদী।"

বিরিঞ্চি দুই চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পালোধির দিকে চাহিয়া চীৎকার স্বরে কহিল, "শুনলেন স্যার, শালা বেমোর কথা? আমার বাবা মিলিওনেয়ার হোক না হোক, ওর বাবার কি বলুন তো?"

ত্রিশংকুর মেজাজ সেদিন অত্যন্ত দিলদরিয়া ধরনের ছিল। সে কহিল "আমি আর কি বলব, টিয়ে! আমারও বর্তমানে ওই বস্তুটির সঙ্গে মোলাকাত হয়নি। কিন্তু হবে, অবিলম্বেই হবে।" এই বলিয়া সে অকস্মাৎ স্বর তীব্র করিয়া কহিল, "বয়! এই বয়!"

তৎক্ষণাৎ বয় আসিয়া সেলাম জানাইয়া কহিল, "হুজুর!"

"লে আও, আউর ডবল স্কচ লে আও, আউর এই সব বাবুলোক যা মাঙ্গতা হ্যায়, জলদি দেও।" ত্রিশংকু বেপরোয়া স্বরে আদেশ দিল।

অনুগ্রহ-প্রাপ্ত মাতালগুলি সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "হিপ্ হিপ, হুররে। জয় রাজাবাবু কি জয়!"

ক্রমাগত গ্লাসের পর পূর্ণ গ্লাস আসিতে লাগিল এবং মাতালগুলির নেশা পরিপূর্ণ ভাবে পাকিয়া উঠিল। সকলে একই সময়ে একই সঙ্গে অপরকে প্রাণের কথা বলিবার জন্য চীৎকার আরম্ভ করিল।

ত্রিশঙ্কু পালোধি তাহার সঙ্গীদের মত…যাহাকে বলে ছটাকে মাতাল, তাহা নহে। দুই-এক বোতল মদ্যে তাহার কিছু হয় না। সে এই ছটাকে মাতাল-গুলিকে উৎসাহ দিয়া মদ্যপান করাইতেছিল, এমন সময়ে হোটেলের একজন উর্দি পরিহিত খানসামা আসিয়া ত্রিশঙ্কুকে দীর্ঘ সেলাম দিয়া কহিল, "হুজুর, আপনার নামে একটা পার্সেল এসেছে।"

ত্রিশঙ্কু ভ্রূ-কুঞ্চিত মুখে ক্ষণকাল খানসামার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার উক্তির অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিল; পরে কহিল, "কি এসেছে?"

"পার্সেল, হুজুর।" খানসামা পুনশ্চ সেলাম দিল।

ত্রিশঙ্কু কহিল, "কে পাঠিয়েছে?"

"তা, তো জানিনে, হুজুর। একটা বয়-পিয়ন নিয়ে এসেছে।" খানসামা নিবেদন করিল।

ত্রিশঙ্কু ভাবনা ত্যাগ করিয়া কহিল, "ইধার লে আও।"

খানসামা কহিল, "আমি বয়কে বলেছিলাম, হুজুর। কিন্তু সে বলে, রসিদে সই ক'রে নিতে হবে। নইলে সে দেবে না।"

ত্রিশঙ্কু ক্ষুব্ধ হইল। সে কহিল, "বাবা হনুমান, তুমি তো অনায়াসেই সই ক'রে নিয়ে আসতে পারতে?"

খানসামা ভীত কণ্ঠে কহিল, "আমি সই দিত চেয়েছিলাম হুজুর, কিন্তু ছোঁড়াটা আমাকে দিলে না—বললে, পালোধি সাহেবের জিনিস—তাঁর হাতে দেবারই আদেশ আছে। তাঁর সই ভিন্ন আমি দিতে পারব না।"

ত্রিশঙ্কু কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিল; পরে আদেশ দিল, "বহুত আচ্ছা, উসকো ইধার লে আও।"

খানসামা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। ত্রিশঙ্কু পালোধির পেটে মদ্য প্রবেশ করিলে কখন কি ভাষা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তাহা সে নিজেই পূর্বাহ্নে ঠাহর করিতে পারিত না। সে যখন চিন্তা করিয়া কিছুতেই বুঝিতে পারিল না যে, তাহাকে কে পার্সেল পাঠাইয়াছে, তখন সে সকল ভাবনা-চিন্তা ত্যাগ করিয়া বয়কে কহিল, "ডবল স্কচ, জলদি।"

বয় অবিলম্বে আদেশ পালন করিল। ত্রিশঙ্কু খুশি হইয়া একটি টাকা বাহির করিয়া বয়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, "বকশিশ!"

"হুজুর!" এই বলিয়া বয় পলকের মধ্যে উজ্জ্বল রৌপ্য মুদ্রাটি ট্যাকস্থ করিল।

খানসামার সহিত একটি ছোকরা-পিয়ন প্রবেশ করিল এবং ত্রিশঙ্কু পালোধিকে সেলাম করিয়া কহিল, "আপ পালোধি সাব হ্যায়, হুজোর?"

ত্রিশঙ্কুর নেশা মৃদু-মন্দভাবে জমিয়াছিল; তাহার মেজাজ অত্যন্ত অনুকূল ধরনের ছিল। সে কহিল, "হাঁ বাবা, আমিই বটে। কিন্তু যদি আমার জন্ম-সার্টি-ফিকেট দেখতে চাও, তা হ'লে বাবা, আমি নারাজ…তুমি সরে পড়তে পারো।"

ছোকরা পুনশ্চ সেলাম করিয়া একটি মাঝারি আকারের পার্সেল ত্রিশঙ্কুর সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিয়া দিল এবং কহিল, "আপকো চিজ, হুজুর।"

ত্রিশঙ্কু প্যাকেটটির দিকে চাহিয়া কহিল, "কি আছে, বাবা ?"

"মালুম নেহি, হুজৌর।" পিয়ন কহিল।

"কে পাঠিয়েছে, বাবা ?" ত্রিশঙ্কু প্যাকেটটির দিকে চাহিয়া কহিল।

"এক বড়া আদমী হুজুর।" পিয়ন নিবেদন করিল এবং তাহার পৃষ্ঠে লম্বিত ব্যাগ হইতে একটি সুবৃহৎ আকারের পিয়ন-বুক বাহির করিয়া টেবিলের উপর মেলা ধরিল ও একটি পেন্সিল ত্রিশঙ্কুর হাতে দিয়া পুনশ্চ কহিল, "সহি দিন, হুজুর।"

ত্রিশঙ্কু পালোধি পিয়ন-নির্দিষ্ট স্থানটিতে অতি পরিষ্কারভাবে ইংরেজীতে তাহার নাম সহি করিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ পিয়ন পিয়ন-বুকটি ব্যাগের মধ্যে ভরিয়া প্রণত হইয়া দীর্ঘ অভিবাদন জানাইল।

ত্রিশঙ্কু সেলাম গ্রহণ করাকে অত্যন্ত সম্মানজনক বলিয়া বিশ্বাস করিত। সে খুশি হইয়া একটি সিকি পিয়নের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, "বকশিশ!"

পিয়ন পুনশ্চ সেলাম দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ত্রিশঙ্কু পার্সেল-প্যাকেটটির দিকে চাহিয়াছিল; খানসামাকে আদেশ দিল, "খোল, বাবা হনুমান। কি আছে দেখি, ধন। দেখছি, মিলিওনেয়ার হ'তে না হ'তেই কলকাতায় আমার আগমন জাহির হ'য়ে পড়েছে।"

খানসামা প্যাকেটটি খুলিয়া ফেলিল। কহিল, "বর্মা সিগার হুজুর।"

ত্রিশঙ্কু একটি চুরুট হাতে লইয়া পরীক্ষা করিল; পরে একজন সঙ্গীর দিকে চাহিয়া কহিল, "বিরিঞ্চি, তুমি তো বাবা মিলিওনেয়ারের নাতি, তুমিই আগে একটা সিগার টেস্ট ক'রে দেখ। তারপর আমি দেখব। থাকে ফাঁড়া, তোমার উপর দিয়েই উতরে যাক, বাবা!"

বিরিঞ্চির অত্যধিক নেশা হইলেও ত্রিশঙ্কুর কথা শুনিয়া তাহার মুখ ভয়ে কালো হইয়া উঠিল; সে জড়িত স্বরে কহিল, "হুজুরের আগে কি আমরা মুখে দিতে পারি, বাবা? আমরা সব পেসাদ-প্রার্থীর দল। কি বল হে তোমরা? হুজুর..."

কেহ কিছু বলিল না। ত্রিশঙ্কুর মুখ সহসা গম্ভীর ও কঠিন হইয়া উঠিল। সে তীব্রস্বরে কহিল, "আলবত তোমাকে খেতে হবে, জাম্বুবান। তোমার মত দু-একটা পাষণ্ড থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি! আয়, এদিকে আয় বিরিঞ্চি, আগে তোর ক্যাবলা মুখ ছাতু ক'রে দেব। কৈ, এখনও এলি না, বাঁদর?"

বিরিঞ্চি টলিতে টলিতে ত্রিশঙ্কুর নিকটে আসিয়া পার্শ্ববর্তী চেয়ারের উপর ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল এবং সে সাবধান হইবার পূর্বেই ত্রিশঙ্কু তাহার মুখে একটা চুরুট গুঁজিয়া দিয়া খানসামাকে দিয়াশলাই জ্বালিতে বলিল।

বিরিঞ্চি সিগার টানিতে টানিতে কহিল, "আর যে পারছিনে, বাবা। এইবার রেহাই দিন, হুজুর। ধোঁয়া কি ভাল লাগে এমন অমৃত পানের পরে?"

এমন সময়ে অন্য একজন খানসামা আসিয়া ত্রিশঙ্কুকে সেলাম দিয়া কহিল, "টেলিফোন, হুজুর।"

"ইধার বোলাও উল্লুকো।" ত্রিশঙ্কু চক্ষু মুদিয়া আদেশ দিল।

খানসামা ভয় পাইয়া কহিল, "হুজুর, টেলিফো আয়া।"

ত্রিশংকু রক্ত-চক্ষু পাকাইয়া কহিল, "আনে দেও উল্লুকো। হাম থোড়াই প... করে।"

খানসামা শেষবারের জন্য কহিল, বহুত জরুরী টেলিফোন, হুজুর। আপ... বোলাতে হেঁ।

ত্রিশংকুর নেশা তখন পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সে দুই মুদিত চক্ষু জোর ক... চাহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সক্ষম হইল না এবং পরমুহূর্তে টেবিলের উপর ... রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ত্রিশংকুর সঙ্গীগণ ইতিপূর্বে নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল।

(২৪)

পরদিন অপরাহ্নে বেয়ারা মধু মিস সেনের অফিস-কক্ষের কাটা দ্বার ঠেল... মস্তক প্রবেশ করাইয়া একবার শৈলেনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল ... পরে কহিল, "বড়সাহেব বললেন মেমসাহেব, যে তিনি আজ চা খেয়ে এসেছে... আপনাকে আর পাঠাতে হবে না। আরও বললেন…" এইবার মধুর স্বর অপে... কৃত উচ্চ হইল; সে কহিল, "যে পালোধি সাব আসবামাত্র আমি যেন তা... একদম সোজা তাঁর ঘরে নিয়ে যাই।" এই বলিয়া সে শৈলেনের দিকে চা... পুনশ্চ কহিল, "না, না, শৈলেনবাবু, আপনার ভয় নেই। আপনাকে বড়সাহে... কিছু করতে বলেননি।" পর মুহূর্তে মধু দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া অদৃশ্য হইল।

মধুর কথা শুনিয়া শৈলেনের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। সে লেজারে... উপর ঝুঁকিয়া পড়িল এবং এমন ভাব দেখাইতে চাহিল যে, সে যেন কিছু... শুনে নাই।

মিস সেন কহিল, "আজ আবার আসছে কেন কে জানে।"

"জানোয়ার!" সহসা শৈলেন গর্জিয়া উঠিল, "যদি আমার পথ থাকত…" শৈলেনের কথা শেষ হইল না।

মিস সেন মৃদু হাস্যে কহিল, "আপনার পথ অপর সকলের চেয়ে এমনি আলাদা যে, কোনদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

শৈলেন আর দ্বিতীয় কথা কহিল না। সে নীরবে কার্যে রত রহিল।

ওদিকে মধু মিস সেনের কক্ষ হইতে বাহির হইয়াই দেখিল, ত্রিশংকু পালোধি... বিরাট বপু একটি ছোটখাট পাহাড়ের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ম... সচকিতে মাথায় হাত ঠেকাইয়া কহিল, "সেলাম, সাব।"

ত্রিশংকু অত্যন্ত খোশমেজাজে ছিল। তাহার মুখে বানর-হাসি ফুটিয়া উঠিল... সে কহিল, "গুড আফটারনুন, মাই লর্ড।"

মধু কিছু বলিবার পূর্বেই ত্রিশংকু পুনশ্চ কহিল, "আমি বড়সাহেব মি... গুপতের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

মধু উজ্জ্বল মুখে কহিল, "হাঁ, স্যার! আসুন স্যার; বড়সাহেবের অভ...

...বে, আপনি এলেই আমি যেন একদম তাঁর ঘরে নিয়ে যাই।"

মধুর পশ্চাতে ছোট পাহাড়টি গড়াইতে লাগিল। মোহনের অফিসকক্ষের দ্বারে মৃদু আঘাত করিয়া মধু বাহির হইতে কহিল, "পালোধি সাব, হুজুর।" এই বলিয়া সে দ্বার মুক্ত করিয়া একধারে দাঁড়াইল এবং ত্রিশঙ্কু প্রবেশ করিলে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

ত্রিশঙ্কু গড়াইতে গড়াইতে এবং মদের গন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে করমর্দন করিবার অভিপ্রায়ে হস্ত প্রসারিত করিয়া মোহনের টেবিলের নিকট উপস্থিত হইল; কিন্তু মোহন তাহার হস্ত গ্রহণ করিল না দেখিয়া কহিল, "তুমি যদি খোকা, মেজাজ দেখাতে চাও, দেখাতে পারো…তা'তে পালোধির কিছু আসে-যায় না।" এই বলিয়া সে মোহন বসিতে বলিবার পূর্বেই একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

ত্রিশঙ্কু আরাম করিয়া বসিয়া মোহনের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মোহনও একদৃষ্টে ত্রিশঙ্কুর মুখের দিকে চাহিয়াছিল এবং চাহিয়া রহিল।

কক্ষমধ্যে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। এই অস্বস্তিকর নির্জনতার মধ্যে মোহনের লৌহ-শীতল কঠিন দৃষ্টি শতকরা ৯৫ জন ব্যক্তিকে বিহ্বল করিয়া তুলিত। কিন্তু ত্রিশঙ্কুর নম্বর ৯৬—সে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। সে মোহনের দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হাস্য করিতে লাগিল—নীরব হাসি, উপরন্তু অসহনীয় হাসি। ক্ষণকাল পরে সে কহিল, "তারপর? কিছু নিষ্পত্তি করেছ, খোকা?"

মোহন ক্ষণকাল সমভাবে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই! তা' ছাড়া আমি বিশ্বাস করি, আপনি নিশ্চয়ই জানতেন যে, এই বিষয়টা আমাদের ফার্মের পক্ষে আত্মহত্যা করার সমতুল্য হ'ত।"

ত্রিশঙ্কুর মুখে সর্প-হাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "জানতাম কী? এখনও জানি, পুত্র! তোমাদের মত লেখাপড়া-জানা ছেলের ব্যাকরণজ্ঞান থাকা খুবই উচিত, খোকা।"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমি অতীত কাল বোঝাতে চেয়েছিলাম। কারণ অতীতে যে-সম্ভাবনা আমার মনকে বিষাক্ত ক'রে তুলেছিল, তা, অতীতের গর্ভেই যে সমাধি-প্রাপ্ত হয়েছে, আমি সেই কথাই বলতে চেয়েছি।"

ত্রিশঙ্কু পালোধির হাস্যরোল নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। সে সোজা হইয়া বসিয়া কঠিন দৃষ্টিতে মোহনের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি জাহান্নম বলতে চেয়েছ!" ত্রিশঙ্কুর অজ্ঞাতসারে তাহার দক্ষিণ হস্ত পকেটের ভিতর প্রবেশ করিয়া রিভলভার চাপিয়া ধরিল।

মোহন অকারণে মধুর হাসি হাসিয়া কহিল, "জাহান্নমই বলতে চেয়েছি, পালোধি।" মোহন সোজা হইয়া বসিল। তাহার সুউচ্চ সমুন্নত বক্ষ বাহিরে যে-ইঙ্গিত পাঠাইতে লাগিল, তাহা বুঝিবার শক্তি ত্রিশঙ্কু পালোধির ছিল না। মোহন পুনশ্চ কহিল, "উত্তম! কোন কিছু স্থির করিবার পূর্বে আপনি বলুন, ওই পত্রখানা আপনার হাতে গেল কি ক'রে?"

pathagar.net

ত্রিশঙ্কু ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিল ; পরে কহিল, "তা' বলতে বাধা নেই। আমাকে সনাতন দত্ত নামে এক ব্যক্তি ওই পত্রখানা দিয়েছিলেন। সনাতন আমার বাস করত। তা'কে বলতে শুনেছি, সে নাকি তোমার বন্ধু ও অংশীদার এবং অপূর্ব মিত্রের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।"

মোহন শান্ত-কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু সনাতনবাবু পত্রখানা আপনাকে দিলেন কেন ?"

"কারণ সে তখন মরণাপন্ন। আমি হঠাৎ গিয়ে সেখানে উপস্থিত হই। তা'র আর সময় নেই দেখে তা'র সেবা করি ; উদ্দেশ্য—তা'র যা কিছু আছে, যখন আর কেউ ভাগীদার নেই, তখন আত্মসাৎ করা। সনাতন যে আমায় বিশ্বাস করত, তা' নয় ; কিন্তু কাছে আর কাউকে না পেয়ে আমাকেই ভার দিয়ে যায়—পত্রখানা তোমার হাতে পেঁছে দেবার জন্য।"

"তারপর ?" মোহন জিজ্ঞাসা করিল।

"তারপর সেইদিন রাত্রেই সনাতন শিঙে ফোঁকে। আর আমি···আমার জানা হাজার জনের মধ্যে ৯৯৯ জন ব্যক্তি যা করত, আমিও তাই করি—ওই শীলমোহর মারা পত্রখানি খুলে পাঠ করি। পাঠ-শেষে বলব কি পত্র, আ-হা-হা-হা-হা।" সহসা ত্রিশঙ্কু দুর্দম হাস্যে উন্মাদ হইয়া উঠিল। মোহনের মনে হইল, একেবারে হাজার হাজার খালি টিন আটতলা বাড়ীর উপর হইতে সোজা সিঁড়ি দিয়া ছুটিতে ছুটিতে একতলায় নামিতেছে।

মোহন ইস্পাত-কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ত্রিশঙ্কুর হাস্য-বেগ কমিলে পুনশ্চ কহিল, "সুতরাং খোকা, বুঝতে পারছ, পত্রখানা কিভাবে আমার সৌভাগ্যের হেতুরূপে উদয় হ'য়ে ধূমকেতুর মত জ্বলছে।"

মোহনের মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "ধূমকেতুই উঠেছে দেখছি।"

"তা'র মানে ?" ত্রিশঙ্কুর পটলের মত পুরু ভ্রু ফুলিয়া উঠিল। সে পুনশ্চ কহিল, "এখন শোন, আমার হাতে দামী মাল আছে—তোমাকে তেমনি দাম দিয়ে খালাস করতে হবে। তুমি যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া না করো, তবে তোমার সঙ্গেও আমি ঝগড়া করব না। আমি চাই, সোজা ও সৎ ব্যবহার। আমি সৎ লোক, অমন বাঁকা পথে চলি না হে! পারি না, আমার বিবেকে বাধে।"

মোহন অকস্মাৎ অতি উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল ; সে কহিল, "সৎ শব্দের এবার দফা রফা হবে দেখছি। কিন্তু ও কথা থাক্। আপনি বলছেন যে, দামী মাল আপনার কাছে আছে ; কিন্তু সত্যিই কি আছে, মিঃ পালোধি ?"

"আমাকে আর হাসিও না।" এই বলিয়া ত্রিশঙ্কু টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি থামিলে সে কহিল, "আমি যখন বলি, মাল আমার কাছে আছে, তখন আমি এই কথাই বলতে চাই যে—মাল আমার কাছে নিশ্চয়ই আছে। আরে টিয়া, যদি মালই না থাকবে আমার কাছে, তবে তোমাদের সঙ্গে কি ইয়ারকি করতে

...বাবা ?" এই বলিয়া সে দ্বিতীয় দফায় পুনশ্চ টানিয়া টানিয়া হাসিতে ...।

...ক্ষণকাল একদৃষ্টে ত্রিশঙ্কুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি ...রছি যে…"

...শেষে টাকার গন্ধ পাইয়া ত্রিশঙ্কু সোজা হইয়া বসিল এবং লোলুপ দৃষ্টিতে ...র দিকে চাহিয়া রহিল।

মোহন বলিতে লাগিল, "আমি প্রস্তাব করছি যে, আপনি আমাদের জন্য যে-কষ্ট ...কার করেছেন, সেজন্য দেড় হাজার টাকার একখানি চেক দেব। আপনাকে আমি ...কাল এক হাজার টাকা দিয়েছি; তা' হ'লে সর্বসমেত আপনাকে আড়াই হাজার টাকা দেওয়া হবে। একখানা পত্র বয়ে আনবার জন্য এই পারিশ্রমিক…আশা করি, ...র কথা থাক, আপনিও বিশেষ বিবেচনা ক'রে আমাদের মহানুভব বলেই মনে ...বেন। অবশ্য আপনি আসল পত্রের নকল করবার কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং ...ই নকল নিয়ে আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে এলেও আমরা কোন প্রতিহিংসা নিতে ...ই না।"

ত্রিশঙ্কু পালোধির চক্ষুদ্বয় ইতিপূর্বেই বিস্ফারিত হইয়াছিল; সে পুনশ্চ ...তীয়বার কহিল, "আমাকে আর হাসিও না, বাবা।" হাসির পরিবর্তে ত্রিশঙ্কুর ...খ ভয়াবহ আকার ধারণ করিল। সে কঠিন স্বরে পুনশ্চ কহিল, "আমি কি এই ...থাই বিশ্বাস করব যে, তুমি টিয়া-বেশী লক্কা পায়রা, মেয়ে-মুখো গুপ্ত সাহেব আমাকে মাত্র আড়াই হাজার দিয়ে সরিয়ে দিতে চাও? সত্যিই, মাইরি, …ও-কথা আর বোলো না। আমাকে আর হাসিও না।"

মোহন পুনশ্চ ত্রিশঙ্কুর অপমানসূচক সম্বোধনের বিশেষণ বাক্যগুলি উপেক্ষা করিয়া তাহার পকেটে হাত দিতেই ত্রিশঙ্কু বিদ্যুদ্‌গতিতে তাহার পকেটের ভিতর রিভলভার চাপিয়া ধরিল। ত্রিশঙ্কুর এই কার্যটুকু মোহনের দৃষ্টি এড়াইল না। সে পকেট হইতে একটি খাম বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। ত্রিশঙ্কু পালোধি চাহিয়া দেখিল, খামখানির উপর 'মিঃ ত্রিশঙ্কু পালোধি' লেখা রহিয়াছে। মোহন খামখানির দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "এর মধ্যে দেড় হাজার টাকার একখানি চেক আছে। আপনি এটা নিতে চান না—না?"

ত্রিশঙ্কু ভ্রূকুঞ্চিত মুখে কহিল, "আমি কি করতে চাই?" এই বলিয়া সে তাহার তালবৃক্ষ-সদৃশ একখানি হাত টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া চেক-ভরা খামখানি তুলিয়া লইল এবং পকেট হইতে মানি-ব্যাগ বাহির করিয়া তাহার মধ্যে রক্ষা করিল; পরে কহিল, "আমি এটা নিলুম।" এই বলিয়া সে ভয়াবহ কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু জাদু, আমি আরও বহু হাজার চাই। শুনেছ যাদুধন, আমি…"

মোহন বাধা দিয়া কহিল, "ঠিক ঐখানেই আমরা সম্মত নই। আর একটি পয়সাও আপনি আমাদের কাছ থেকে পাবেন না। যদি আপনি আমার কথার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পেরে থাকেন, তা' হ'লে বুঝতে পেরেছেন যে, এভাবে ব্ল্যাক-

pathagar.net

মেল ক'রে আর কিছুই আমাদের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভবপর হবে না।"

ত্রিশঙ্কু প্রথমে অট্টহাস্য করিতে গেল, কিন্তু তাহার রোষ-রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে শব্দ বাহির হইল না। সে ক্ষণকাল তীব্র ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "জাহান্নম! জাহান্নম হবে না। বলি টিয়া, তুমি আমাকে কি ভেবেছ? আমি কি কোন ব্যক্তির দুঃখিনী বিধবা মাসি—তোমার কাছে ভিক্ষের জন্য এসেছি?"

মোহন মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; সে কহিল, "আমি কল্পনা করতেও আঁতকে উঠি যে, কোন ব্যক্তির মাসি হওয়া দূরে থাক, তোমার সঙ্গে কারুর কোন রক্ত-সম্বন্ধ আছে; অবশ্য তোমার চেহারা, আর আচরণের সঙ্গে জঙ্গলের কয়েকটা জীব-জন্তুর যে অপরূপ সাদৃশ্য আছে, তা' স্বীকার করতেই হবে।"

মোহন ত্রিশঙ্কুকে এই প্রথম 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিল।

ত্রিশঙ্কু তখনও একই কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিল; তাহার মনে তখন কোন দুর্দম বন্য ইচ্ছা রূপ গ্রহণ করিতেছিল, তাহা জানিয়া তাহার অন্তর্যামীর পক্ষে ভীত ও সন্ত্রস্ত না হইয়া নিশ্চয়ই গত্যন্তর ছিল না। সে কহিল, "অ… টাটকা, আনকোরা নূতন গবেষণা করেছ, টিয়া। কিন্তু পুত্র, ও-সব ইয়ার্কি ত্রিশঙ্কু পালোধির কাছে চলবে না। শুধু আমাকে তুমি হাসির খোরাক যোগাচ্ছ। আমি তোমার আড়াই হাজার পেয়েছি, কিন্তু যখনই আমার যে-টাকার প্রয়োজন হবে, তখনই যদি তা' না পাই, কিম্বা তুমি এই মুহূর্তে যদি আমার সঙ্গে একটা পাকা বন্দোবস্ত না করো, তা হ'লে…" এই বলিয়া ত্রিশঙ্কু হাতে ও মুখে এক প্রকার ইঙ্গিত করিল; পরে কহিল, "ঐ আসল পত্র, 'অরিজিনাল চিঠি' এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব, যা তোমার এবং তোমার এই কোম্পানীর পক্ষে আদৌ রুচিকর হবে না। বুঝেছ, পুত্র?"

"আহা, না, না, না।" এই বলিয়া মোহন প্রবল ভাবে মাথা নাড়িল; পুনশ্চ কহিল, "আহা—না পালোধি, না।"

ত্রিশঙ্কু ক্ষিপ্ত স্বরে কহিল, "আহা, না! আহা, না! বলো, তোমার গুষ্টির পিণ্ডি কি বোঝাতে চাচ্ছ?"

মোহন মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "না মানে না-ই বোঝাচ্ছি, বন্ধু। আমি এই কথাই বলতে চাইছি যে, কোন অবস্থাতেই আসল অর্থাৎ অরিজিনাল পত্রখানা তুমি কাউকেই দেখাতে পারবে না।"

ত্রিশঙ্কু পালোধি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল; মনে হইতেছিল, যেন তাহার চক্ষু-তারকা দুইটি অনতিবিলম্বে আধার হইতে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। তাহার মুখে বহুক্ষণ পরে এক টুকরা করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে দক্ষিণ হস্তের দ্বিতীয় অঙ্গুলিটির দ্বারা কপালে আঘাত করিতে করিতে আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, "গুলিয়ে যাচ্ছে—ঠিক ধরতে পারছি না। ছারপোকার দল, চামচিকে, বাদুর-ছানা যেন কিলবিল ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" এই বলিতে বলিতে ত্রিশঙ্কু রোষে ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইয়া পড়িল। সে চীৎকার-শব্দে কহিল, "তোমার গুষ্টির পিণ্ডি! এ্যাঁ, এ্যাঁ! ওটা কি? কী?" বলিতে বলিতে ত্রিশঙ্কু,

উঠিয়া দাঁড়াইল ; সেই তীব্র বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার চেয়ারটি ...ন দিকে ছিটকাইয়া দেওয়ালে গিয়া লাগিল ও উল্টাইয়া গেল। সাপ যেমন ...র দৃষ্টির মোহ অতিক্রম করিয়া কোন খরগোশকে পলায়ন করিতে দেখিলে ...উর্ধ্বে তুলিয়া ও ঈষৎ পার্শ্বে হেলাইয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, তেমন ...তে ত্রিশঙ্কু মোহন কর্তৃক তাহাকে প্রদর্শিত কয়েকখানি তাহার অতি পরিচিত ...তে-লেখা কাগজের দিকে চাহিয়া রহিল।

মোহন স্থির কণ্ঠে কহিল, "এই হ'ল আসল অর্থাৎ তোমার ভাষায় 'অরিজিনাল ...', পালোধি—অর্থাৎ যে-পত্রের বলে তুমি ঘৃণিত পশুর মত আমাদের ব্ল্যাকমেল ...তে এসেছিল। এখন ভাল ক'রে দেখ, এর মধ্যে কোন ভুল, কোন চাতুরী বা ...ল-জুয়াচুরি আছে কিনা!" এই বলিয়া মোহন জাদুকরেরা যেরূপ ভঙ্গিতে ও ...রে বলিয়া থাকে, সেইরূপে বলিতে লাগিল, "কিছু নেই আমারজামার হাতায়—...মহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা চেয়ে দেখুন…ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন…"

ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ত্রিশঙ্কু কহিল, "কি ক'রে…তোমার ...দৃষ্টির পিণ্ডি কি ক'রে—" আর কথা বাহির হইল না।

"চট্‌কালাম!" মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল এবং ত্রিশঙ্কু কিছু বুঝিবার পূর্বেই পকেট হইতে পকেট-আলো বাহির করিয়া ও চক্ষুর নিমেষে উহা জ্বালিয়া পত্রের কাগজ কয়টির এক কোণে আগুন লাগাইয়া দিল এবং টেবিল হইতে দূরে তুলিয়া ধরিল।

কয়েক মুহূর্তের ভিতর ত্রিশঙ্কুর বিহ্বল ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে পত্রটি ভস্মে পরিণত হইল।

অকস্মাৎ ত্রিশঙ্কুর কণ্ঠ হইতে এক ভয়াবহ ধ্বনি উত্থিত হইল—যেন কোন ক্ষিপ্ত আহত হিংস্র পশু গর্জন করিয়া উঠিল। ত্রিশঙ্কু মুহূর্তের ভিতর পকেটে হাত ভরিল এবং হাতটি টানিয়া বাহির করিবার পূর্বেই মোহন টেবিলের উপর হইতে বৃহৎ রৌপ্য দোয়াতটি তুলিয়া প্রায় এক পোয়া পরিমিত কালি ত্রিশঙ্কুর মুখের উপর সবেগে নিক্ষেপ করিল।

ত্রিশঙ্কুর চক্ষু ও মুখ ঘন ব্লু-ব্ল্যাক কালিতে ভরিয়া গেল। সে বাম হাতে চক্ষু হইতে কালি মুছিতে মুছিতে অশ্রাব্য বাক্য উচ্চারণ করিয়া পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিল। মোহন "আহা, না পালোধি, না।" বলিতে বলিতে সম্মুখের সুবৃহৎ টেবিলটির উপর দুই হাত রাখিয়া ডিগবাজি খাইয়া একেবারে ত্রিশঙ্কুর সম্মুখে গিয়া পড়িল এবং চক্ষুর নিমেষে তাহার হাত ধরিয়া এক প্যাঁচ কষিতেই রিভলভারটি তাহার হাতে চলিয়া আসিল এবং সে অস্ত্রটি অফিস-কক্ষের বাতায়ন দিয়া সজোরে বাহিরে নিক্ষেপ করিল। রিভলভার অফিসের পশ্চাতে অবস্থিত ক্ষুদ্র বাগানে পতিত হইল।

মোহন তৎক্ষণাৎ টেবিলের নিকট পিছাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল এবং পরে এক পা, এক পা করিয়া পিছাইতে পিছাইতে দ্বারের নিকট আসিল ও বিদ্যুদ্বেগে দ্বার চাবিবন্ধ করিয়া চাবিটি তাহার ওয়েস্ট-কোটের পকেটে রক্ষা করিল। অতঃপর সে

হিংস্র বন্য পশু অপেক্ষা ভয়াবহ শত্রুর সম্মুখে ফিরিয়া আসিয়া বক্ষ স্ফীত করিয়া দাঁড়াইল।

ত্রিশঙ্কুর দৃষ্টিতে তখন মৃত্যু নৃত্য করিতেছিল, তাহার দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া দীর্ঘ আবার ধারণ করিল। তাহার দাঁত কড়মড় শব্দ করিতেছিল। সে একটা ভীষণ অবোধ্য শব্দে হুঙ্কার ছাড়িয়া মোহনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। দুই ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের প্রাণঘাতী আক্রমণ-শব্দে সারা কক্ষ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল……

(২৫)

মিস সেনের অফিস-কক্ষের কাটা দ্বার ভীষণ শব্দে খুলিয়া গেল এবং দ্বারের মধ্য দিয়া মধুর মাথা প্রবেশ করিল।

মিস সেন ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, মধুর মুখে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মহা সমারোহ চলিতেছে।

"শীগগির মেমসাব, শীগগির আসুন।" মধু ভীতি-বিহ্বল স্বরে কহিল।

মিস সেন হাতের কাজ ফেলিয়া কহিল, "কি, ব্যাপার কী?"

মধু দ্রুত কণ্ঠে পুনশ্চ কহিল, "শীগগির মেমসাব, শীগগির।"

শৈলেন মুক্ত দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভয়-জড়িত স্বরে কহিল, "কি বলছিস মধু?"

মধু মিস সেনের দিকে চাহিয়া কহিল, "শীগগির মেমসাব, শীগগির।" এই বলিয়া সে শৈলেনের দিকে চাহিল ও মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "আপনাকে কিছু বলছি না, শৈলেনবাবু। আপনি কোন কাজের নন।" মিস সেনের দিকে ফিরিয়া কহিল, "বড়সাহেব মেমসাব, পালোধির সঙ্গে লড়াই করছেন—যেন দু'টো পাগলা মোষে গুঁতোগুঁতি লেগেছে। সর্বনাশ হয়েছে; শীগগির আসুন মেমসাব, শীগগির আসুন।"

মিস সেন বিদ্যুদ্বেগে চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল এবং মধুর সহিত মোহনের অফিস-কক্ষের সম্মুখে আসিয়া কক্ষের দ্বার খুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিল, কিন্তু দ্বার ভিতর হইতে চাবি-বন্ধ থাকায় তাহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন কক্ষের মধ্যে প্রবল বেগে যেন ভূমিকম্প শুরু হইয়াছে। মিস সেন দুই ক্ষুদ্র করতলে দুই কান চাপিয়া আর্তস্বরে কহিল, "ও ভগবান! এ কী সর্বনাশ করলে!"

মধু পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চাপা স্বরে কহিল, "এমন শব্দ জীবনে শুনেছেন, মেমসাব? প্রভু জগড়নাথ! এ কঁড় হইলা, প্রভু!"

মিস সেন সহসা মধুর দিকে চাহিয়া দ্রুত কণ্ঠে আদেশ দিল, "মধু, মধু, যা ছুটে যা—পুলিস, পুলিস ডেকে নিয়ে আয়। যা-যা'রে বাবা, যা।"

কিন্তু মধুর নড়িবার লক্ষণ দেখা গেল না। সে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "না মেমসাব, বড়সাহেবের অরডর না পেলে পুলিসকে এর মধ্যে আনা ঠিক হবে না।"

মিস সেন কক্ষমধ্যে উত্তরোত্তর শব্দ-বৃদ্ধিতে কাতর স্বরে কহিল, "ওরে মধু, যা —পুলিস ডেকে নিয়ে আয়, বাবা।"

মধু কহিল, "না মেমসাব, বিনা অরডরে পুলিস আনলে বড়সাহেব রাগ করবেন। আমি বড়সাহেবের শক্তির কথা কিছু কিছু জানি—পালোধিকেও দেখেছি, কিন্তু…"মধুর কথা শেষ হইল না, এমন সময়ে কক্ষমধ্যে কোন ভারী বস্তুর পতন-শব্দে তাহার মুখের কথা মুখে রহিল।

মিস সেন আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মানুষের ঘুষির শব্দ যে এমন ভয়াবহ হয়, তাহা মিস সেনের নিকট এক অভিনব নূতন বিস্ময়। সে দুই হাতে দুই কান প্রাণপণে চাপিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

এমন সময় শৈলেন একগাছা মোটা রুলার হাতে লইয়া অফিসের সমুদয় কেরানীর নেতা সাজিয়া ও পশ্চাতে সকলকে লইয়া উপস্থিত হইল। শৈলেন কয়েক মুহূর্ত কক্ষমধ্যের শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধের শব্দ শুনিল, একবার সকল কেরানীর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝি-বা শক্তি সংগ্রহ করিল, পরে হস্ত-ধৃত রুলার দ্বারা বন্ধ দ্বারে আঘাত করিতে করিতে উচ্চস্বরে কহিল, "স্যার, স্যার, দ্বার খুলুন, আমরা এসেছি। স্যার…"

ভয়ানক শব্দে একটা টেবিল কক্ষমধ্যে উলটাইয়া পড়িল। সেই শব্দে শৈলেন সভয়ে এক লাফে চার পা পিছাইয়া আসিয়া ভয়ার্ত স্বরে কহিল, "ওরে বাবা।"

ইহার পর কয়েক মুহূর্ত কক্ষমধ্যে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। পরে ভিতরে চাবি খুলিবার শব্দ হইল এবং দ্বার সহসা খুলিয়া গেল। রক্তাক্ত মুখে ও ছিন্নভিন্ন সার্ট গায়ে মোহন দ্বার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং সমবেত কেরানীগণের দিকে চাহিয়া কহিল, "এখানে তোমরা কি করছ? যাও, সব কাজ করো গে। যাও, এখনি যাও।"

মোহন এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিল; পরে পুনশ্চ কহিল, "যাও, সবাই চলে যাও। শুধু মধু থাক, যাও যাও।"

সকল কেরানী দ্রুতপদে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। মিস সেন কম্পিত অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিল, "আপনি তো গুরুতর আঘাত পাননি, স্যার?"

মোহন মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "না মিস সেন, ধন্যবাদ।" এই বলিয়া সে মধুকে ভিতরে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল এবং মধু প্রবেশ করিলে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

মধুর গর্বের আর অন্ত ছিল না। বড়সাহেব সকলকে বাদ দিয়া তাহাকে ডাকিয়াছেন—ইহা অপেক্ষা মধুর গর্বের বিষয় আর কি হইতে পারে! সে কক্ষমধ্যে চারিদিকে চাহিয়া ত্রিশঙ্কুকে দেখিতে না পাইয়া কহিল, "তা'কে কি জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়েছেন, হুজুর?"

মোহন বৃহৎ টেবিলের নিম্নে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, "টেবিলটা সোজা করি আয়। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়। পালোধি সাহেবের হাঁটবার শক্তি নেই আজ।"

টেবিল উঠাইয়া লইলেও ত্রিশঙ্কু মৃতের মত কিছু সময় নিশ্চল অবস্থায় পড়িয়া

রহিল ; পরে মিট মিট করিয়া চাহিতে চাহিতে কহিল, "মাই গ্যাড! মায়ের দুধ খেয়েছিলে বটে!"

ত্রিশংকু অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল। তার পর শূকরের মত একটা ঘোঁৎ শব্দ করিয়া মোহনের ছিন্ন জামার মধ্য দিয়া সুউচ্চ উন্মুক্ত বক্ষ ও পেশল বাহুর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া সে পুনশ্চ কহিল, "বাঘের বাচ্চা!"

মোহন বিদ্রূপ স্বরে কহিল, "আশা মিটেছে?"

ত্রিশঙ্কু কহিল, "ঈশ্বরের শপথ পুত্র, আশা মিটেছে। এত শক্তি যে ঐ দেহের মধ্যে লুকিয়েছিল, কে জানতো? বাপ, এক-একটা ঘুঁষি যেন আধমুনে লোহার হাতুড়ির ঘা। আমার সারা অঙ্গ চূর্ণ হ'য়ে গেছে, পুত্র। আমি বোধ হয় হেঁটে যেতে পারব না।"

মোহন কহিল, "তা জানি।" এই বলিয়া সে মধুর দিকে চাহিয়া কহিল, "যা, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়।"

মধু উৎফুল্ল দৃষ্টিতে একবার ত্রিশংকুর দিকে চাহিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ত্রিশংকু কহিল, "কিন্তু আমিও তোমাকে চিহ্নিত করেছি, পুত্র।"

"তা' করেছ, পালোধি। কিন্তু আমার অনুরোধ, কোন আরশিতে তোমার মুখখানা একবার দেখো, তা' হলেই বুঝতে পারবে, তুমি কি হ'য়েছ।" মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল।

ত্রিশংকু কহিল, "আমি কখনও আরশিতে মুখ দেখি না, পুত্র। এমন কি কামাবার সময়েও আমি আরশি ব্যবহার করি না। কেন করি না, জানো? আমি নিজেকে দেখে নিজেই ভয় পাই, তা'ই।"

মোহন মৃদু হাসিল ; কহিল "তা' ঠিক।"

ত্রিশংকু চেক-ভরা খামখানি বাহির করিয়া মোহনকে দেখাইয়া কহিল, "এটা ঠিক আছে তো, পুত্র? ব্যাঙ্ক টাকা দেবে তো?"

মোহন কহিল, "নিশ্চয়ই দেবে। ওর জন্য তুমি নিশ্চিন্ত থাক, পালোধি। তোমাকে যা স্বেচ্ছায় দিয়েছি, তা কখনও ফিরিয়ে নেব না।"

ত্রিশংকু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া খামটি পুনশ্চ ব্যাগে ভরিয়া কহিল, "ধন্যবাদ, পুত্র। আর এক কথা—আমি জানতাম, কলকাতায় টাটকা বুদ্ধিমান বহু বাঙ্গালী আছে, কিন্তু শক্তিমান নেই। আজ আমার সে-ধারণা বদলে গেল, পুত্র। কলকাতা যে এমন বাঘের বাচ্চা জোয়ান বাঘও পুষে রাখে, তা' আমার নূতন অভিজ্ঞতা হ'ল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এমন যুদ্ধ করতে কোথায় শিখলে পুত্র?"

মোহন ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া রহিল ; পরে কহিল, "তুমি দস্যু মোহনের নাম শোননি, পালোধি?"

"মাই গ্যাড! কিন্তু তুমি যে সেই মোহন, এমন কথা নিশ্চয়ই বলছ না?" ত্রিশংকু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিল।

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমিই অতীতের দস্যু মোহন।"

ত্রিশঙ্কু পালোধির মুখ-বিবর স্ফীত হইয়া গেল। সে নির্বাক হইয়া ক্ষণকাল মোহনের পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে কহিল, "একটা কথা, মিস্টার। আমি জানতে চাই, ওই অরিজিনাল পত্রখানা তুমি ব্যাঙ্ক থেকে কি ক'রে বার ক'রে আনলে? আমাকে তুমি বল, মিস্টার।"

মোহন ছিন্ন সার্টের উপর কোট চড়াইয়া বোতাম আঁটিতে আঁটিতে কহিল, "আসল পত্রখানা প্রকৃতপক্ষে তুমিই আমাকে দিয়েছ। গতকাল বিকালে তুমি যখন আমাকে বলেছিলে যে, পত্রখানা শীল ক'রে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মাটির নীচেকার স্ট্রং-রুমে জমা রেখেছ, তখনই আমি চিন্তা করি, এই পত্রখানা যতক্ষণ না উদ্ধার করতে পারছি, ততক্ষণ আর আমাদের শান্তি নেই। আমি কোন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করি। তারপর আমার বন্ধু তোমার হোটেলে গিয়ে হোটেলের একখানা চিঠির কাগজ আর খাম যোগাড় ক'রে আনে, তারপর আমাদের একজন বেয়ারাকে দিয়ে তোমাকে এক বাক্স সিগার পাঠাই। সে তোমাকে সিগারের প্যাকেটটি দেয় এবং তোমাকে তার বড় পিয়ন-বুকে সই দিতে বাধ্য করে। তুমি যেখানে সই করো, তার নীচে কারবন পেপার ছিল এবং কারবনের নীচে সেই চিঠির কাগজ ছিল। ফলে তোমার সই চিঠির কাগজে পড়ে। পরে আমরা সইয়ের ওপর সাবধানে কালি বুলিয়ে সইটি ঠিক ক'রে ফেলি এবং রবার ঘষে কারবনের দাগ তুলে ফেলি। তারপর চিঠিখানা ব্যাঙ্কের নামে টাইপ ক'রে আমার বন্ধুকে দিয়ে ব্যাঙ্কে পাঠাই। ব্যাঙ্ক তোমার সই পরীক্ষা ক'রে শীল-করা খামখানা আমার বন্ধুকে দেয়। তারপর আর শুনতে চাও, পালোধি?"

ত্রিশঙ্কু পালোধি স্ফীত মুখে চাহিয়া বসিয়াছিল; সহসা অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "মারো, আমার গালে আর একটা চড় মার। আমি ভেবেছিলাম, আমার মত বুদ্ধিমান আর নেই, কিন্তু······"

এমন সময়ে মধু ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "ট্যাক্সি এনেছি, হুজুর।"

মোহন হাস্যমুখে কহিল, "তবে এস পালোধি, ভবিষ্যতে···আচ্ছা থাক গুডবাই!" পরমুহূর্তে মোহন বাহির হইয়া গেল।

ত্রিশঙ্কু মধুর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "যেন সিঁড়ি থেকে ঠেলে দিস্‌নি বাবা, আমাকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে চল্‌।"

(২৬)

পরদিন রাত্রে মোহন শ্রীমতী রমার সহিত আহার করিতেছিল। আহারান্তে রমা কহিল, "আহা! মুখটার দিকে চাইতে পারছিনে যে গো! চোখ দুটোই ফুলে উঠেছে। একটু কমপ্রেস ক'রে দিই?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমার মুখ থাক, রানী। যদি তুমি ত্রিশঙ্কুর মুখটা একবার দেখতে, তা'হ'লে বুঝতে পারতে, হাঁ···মানুষের মুখ কি রকম হ'তে পারে!"

রমা ব্যথিত স্বরে কহিল, "কিন্তু এ-সবের কি প্রয়োজন ছিল? অর্থাৎ এই

pathagar.net

এমন ভাবে……"

"যুদ্ধের কিম্বা ফাটাফাটির ?" মোহন বাক্য সমাপ্ত করিল ; পুনশ্চ কহিল, "প্রথমতঃ হতভাগা আমাদের একজন কেরানীর কান মলে দেয়। বেচারা ফোলা কান নিয়ে আজ পর্যন্ত ভুগছে।" মোহনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিতে লাগিল, "তারপর তা'র অসহনীয় নোংরা আলাপ, অসহ্য ভাষায় সম্বোধন এবং সবার ওপর সে যখন দেখলে, তা'র ব্ল্যাকমেলিংয়ের আধার আগুনে পুড়ে ভস্মে পরিণত হ'ল, তারপর আমাকে গুলি করতে যাওয়া—এই সব দিয়ে আমাকে সে বাধ্য করেছিল রানী, তাকে একটু শিক্ষা দিতে। যাক, আমার আশা পূর্ণ হ'য়েছে ; আরও আশা করি, ত'ারও হ'য়েছে।"

রমা কহিল, "আমাকে নকলটা আর একবার দাও, পড়ে দেখি। এমন বিস্ময়ও যে মানুষের জন্য লুকিয়ে থাকে, ভাবতেও পারতাম না।"

মোহন পকেট হইতে ত্রিশঙ্কু পালোধি প্রদত্ত নকলখানি রমার হাতে দিয়া কহিল, "একটা সুখবর বলি, রানী। আমাদের ইউরোপ যাবার পাশপোর্ট এসে গেছে; আমি দুখানা কেবিন রিজার্ভ করবার জন্য লিখেছি। আগামী রবিবার আমরা এস, এস, গ্রেট ইণ্ডিয়া জাহাজে যাত্রা করব। তোমার সব আয়োজন ত প্রস্তুত, রমা ?"

রমা মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "দয়াময় মদনমোহনকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমাদের এমন ভয়ানক বিপদ থেকে মুক্ত ক'রে খোকনকে দেখতে যাবার সুযোগ এনে দিলেন।" এই বলিয়া রমা পত্রের কপিগুলি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল। মোহন মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রিয়তমা পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যে-পত্র লইয়া এমন ঝড় বহিয়া গেল, তাহা আমরা পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টির সম্মুখে ধরিলাম।

শ্রীশ্রী৺দুর্গা

প্রিয় বন্ধু মোহন, ৬ই আগস্ট।

আমার হিসাবমত তুমি এই পত্র আমার মৃত্যুর ছয় মাস পরে পাইবে।

আমি আগামী কল্য রাত্রি সাড়ে দশটার সময় খুন হইব। যদিও এই চিন্তা আমার মনকে অত্যন্ত বিষাদাচ্ছন্ন করিতেছে ; আমার নিশ্চিত ধারণা যে তোমার এবং তোমার অতুলনীয়া প্রিয়তমা পত্নী শ্রীমতী রমা দেবীর মনকেও ব্যথিত করিয়া তুলিবে, কিন্তু ভাই, আমার পক্ষে আর দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না। মনোযোগ সহকারে আমার এই পত্রখানি পাঠ করিলেই আমার এই পন্থা অবলম্বনের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে।

গত এক বৎসর পূর্বে আমাকে কলিকাতার কতিপয় শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, আমি দুরারোগ্য ক্যানসার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছি। তাঁহারা কেহই আমাকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিবার নিশ্চয়তা দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অভিমত যে, আমি যদি আগামী দুই বৎসর কাল এই ভীষণ ব্যাধির সহিত যুঝিয়া তাহার বিস্তৃতি রোধ করিতে পারি, তবে সম্ভবতঃ আরও কিছুকাল এই ধরার আলো-বাতাস ভোগ করিতে পাইব।

ক্ষত পচিয়া ভয়ঙ্কর মৃত্যুর চিন্তা আমাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। আবার ঠিক

এই সময়েই আমার বুকের রক্ত দিয়া গড়া ষ্টীল ম্যানফ্যাকচারিং কোং'র অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। চারিদিকে ঋণ। প্রত্যহ ঋণের তাগিদ। কারখানা তখনও ইউরোপ হইতে অর্ডারের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমার প্রস্তুত ইস্পাত যে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলেও এবং বর্তমানের আর্থিক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে যে ভারতের মধ্যে আমাদের ফার্ম সর্ববৃহৎ পর্যায়ে উন্নীত হইবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকিলেও উপস্থিত অলঙ্ঘনীয় আর্থিক-সমস্যা সমাধানের কোন পথই কোন দিকে দেখিতে পাই নাই।

পরিশেষে ঋণের মাসিক সুদ প্রদান করিবার নিশ্চয়তা দিয়া কিছুদিন নির্বিবাদে চলিতে পারিলাম। এই সময়ে আমার মাথায় এই যুক্তি প্রবেশ করিল যে, যখন মরিতেই হইবে, পচিয়া পচিয়া ভয়ঙ্কর মৃত্যুবরণ করি কেন? এমন কিছু করা যায় না যে, মৃত্যুও হয় এবং আমার বুকের রক্ত দিয়া তৈরী ষ্টীল কোম্পানীও রক্ষা পায়।

এই সময় আমি ইনসিওরেন্স জগতে এক অপূর্ব শিহরণ তুলিলাম। আমি এমপায়ার্স ফিনান্স কোং'তে ২৫ লক্ষ টাকার জীবন-বীমা করিয়া বসিলাম। তুমি বুঝিতে পারিবে, কতখানি বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়া আমার এই দুঃসময়ে পঁচিশ লক্ষ টাকার উপরে প্রিমিয়াম দিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সর্বসমেত আমি তিনটি কোয়ার্টারের প্রিমিয়াম দিয়াছি। ইহাতেই আমাকে গলদঘর্ম হইতে হইয়াছে। তৃতীয় প্রিমিয়াম দিবার পূর্বেই আমি মৃত্যুর দিন স্থির করিয়া ফেলি এবং তোমাকে আমার অংশীদার করিয়া লইয়া তোমার হাতে আমার সর্বস্ব—আমার ফার্ম এবং আমার পুত্রকে···যে পুত্রকে মানুষের মত মানুষ করিবার—তোমার মত মানুষ, তোমার মত চরিত্রবান করিব বলিয়া আমার প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যু-শয্যায় শপথ গ্রহণ করিয়াছি—তুলিয়া দিই। এইরূপে সম্পূর্ণ আয়োজন শেষ করিয়া ফেলি। আমি নিম্নলিখিত প্রথায় আমার স্কীম্ কার্যে পরিণত করি। কারণ আমার মনে সর্বদা এই আশঙ্কা ছিল, আত্মহত্যা প্রমাণিত হইলে ইন্সিওরেন্স কোম্পানী টাকা দিতে গোলমাল বাধাইবে। সুতরাং······

শোন, আমি আগামী কল্য রাত্রে বিরূপাক্ষ নামে এক ব্যক্তির দ্বারা খুন হইব। তুমি ভয়ানক বিস্মিত হইয়াছ—না? নিশ্চয়ই তুমি বিরূপাক্ষের নাম শুনিয়াছ? ভয়ঙ্কর লোক এই বিরূপাক্ষ এবং যখন এই বিরূপাক্ষ আমাকে হত্যা করিবে, তখন পুলিস এই বিরূপাক্ষকে গ্রেফতার করিবার জন্য তাহাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করিবে; কিন্তু বিরূপাক্ষকে পাইবে না। বিরূপাক্ষের মত অদ্ভুত চেহারার ব্যক্তি, অদ্ভুত আচরণের ব্যক্তিকে বাঙ্গলার—তথা ভারতের সর্বশক্তিমান পুলিসও খুঁজিয়া পাইবে না।

পুলিস পাইবে না—কারণ বিরূপাক্ষ নামে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি কখনও ছিল না। অপূর্ব মিত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিরূপাক্ষের মৃত্যু হইবে। যেহেতু অপূর্ব এবং বিরূপাক্ষ—এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। বুঝিতে পারিয়াছ, বন্ধু। যদি না পারিয়া থাক, তবে শোন।

pathagar.net

প্রথমে আমি বিরূপাক্ষের হাতের লেখা বলিয়া চালাইবার জন্য বিভিন্ন রকম (আমার হস্তাক্ষরের অপেক্ষা) হাতের লেখা মক্‌শ করি এবং সফলও হয়। তারপর আমি এই কয়েকটি দ্রব্য সংগ্রহ করি—(১) একটি বৃহৎ কালো ছাতা (২) এক গাছা মোটা ছড়ি। (৩) সবুজ রঙের (গগল্‌স) চশমা। (৪) খোঁড়াইয়া চলার অভ্যাস (৫) কথা কহিবার সময় ঘড় ঘড় শব্দ। (৬) ঝুটা দাড়ি ও গোঁফ।

তারপর এই বেশে আমি বেনারস কামাচ্ছায় অর্ধ বৎসরের ভাড়া অগ্রিম দিয়া ঘর ভাড়া লই। এই বাড়ী হইতে বিরূপাক্ষ অপমানজনক পত্র অপূর্ব মিত্রকে অর্থাৎ আমাকে লিখিতে থাকেন। যে-সময়ে আমি অফিস হইতে অনুপস্থিত থাকি, সেই সময়েই বিরূপাক্ষ বেনারস হইতে আমাকে অপমানসূচক ভাষায় পত্র লিখিয়া জানাইতে থাকে যে, আমি তাহার ফরমূলা চুরি করিয়া ইস্পাত তৈয়ারী করিতেছি। সে ইহার মূল্য চাহে—যদি উপযুক্ত মূল্য দেওয়া না হয় তাহা হইলে সে আমাকে এমন শিক্ষা দিবে যে, একটা উদাহরণের স্থল হইয়া থাকিবে।

মোহন, বন্ধু বুঝিতে পারিতেছ যে, আমি দার্জিলিং না গিয়া বেনারসে উপস্থিত হই এবং রবিবার সেখানে অতিবাহিত করিয়া পাঞ্জাব মেলে সোমবারে অফিসে ফিরিয়া আসি।

একদিন বিরূপাক্ষ এক বেয়ারিং পত্র পায় এবং পোস্টম্যানের সঙ্গে এমন এক দৃশ্যের অভিনয় করে যে, পোস্টম্যান তাহা ভুলিতে পারে না। তারপর বিরূপাক্ষ স্টেশন মাস্টারের পুত্রের কান মলিয়া দেয় ও এমন এক ঘটনার সমাবেশ করে যে, বিরূপাক্ষের পরিচয় তাহাদের মনে গাঁথা থাকে। তারপর বিরূপাক্ষ কলিকাতায় আসিয়া মিনার্ভা থিয়েটারের বুকিং-ক্লার্কের নাসিকায় ছড়ির আগা দিয়া এমন সুড়সুড়ি দেয় এবং এমন অভিনয় করে যে, সে নিশ্চয়ই পুলিসের নিকট বিরূপাক্ষের অভদ্র আচরণের কথা বলিবে। তারপর দাঁ কোম্পানীর বন্দুক-বিক্রেতা মহাশয় যে-শিক্ষা বিরূপাক্ষের নিকট পাইয়াছেন, তাহাও চিরদিন তাঁহার মনে থাকিবে।

হাঁ, আর এক কথা। অফিসে যখনই আমি অনুপস্থিত থাকিতাম, তখনই বিরূপাক্ষ টেলিফোন করিত এবং গালাগালি করিত অর্থাৎ আমিই বাহির হইতে টেলিফোন করিতাম। কিন্তু একদিন আমিই অফিস হইতে বিরূপাক্ষের সহিত টেলিফোনে কথা বলিতেছিলাম; মিস সেন তাহা শুনিয়াছিল। তাহা কিরূপে সম্ভব হইল? আমি বাম হাতের কনুই দিয়া টেলিফোনের রিসিভার-হুক চাপিয়া রাখিয়া কথা বলিয়াছিলাম। বুঝিয়াছ বন্ধু, ফলে আমি একাই বিরূপাক্ষ ও অপূর্ব মিত্রের হইয়া কথা বলিতেছিলাম।

মাত্র একদিন বিরূপাক্ষ অফিসে আসিয়াছিল। সে-সময়ে স্বভাবতই হালদার কিম্বা আমি অফিসে ছিলাম না। বিরূপাক্ষ যে-দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা সমস্ত স্টাফের মনে চিরদিন আঁকা থাকিবে। কেহই আমাকে চিনিতে পারে নাই বা সন্দেহ করে নাই। কারণ বিরূপাক্ষের উপর ধীরে ধীরে সকলের মন এরূপ হইয়া পড়িয়াছিল যে, কেহই তাহার মুখের দিকে ভাল ভাবে চাহিয়া দেখে নাই।

যেদিন রাত্রে বিরূপাক্ষ আমাকে হত্যা করিবে অর্থাৎ আমিই আমাকে হত্যা

কারণ, সেদিন রাত্রে আমার বাড়ীতে কেহ থাকিবে না। তুমি শুনিয়াছ, পাচিকা ও পরিচারিকা দুইজন তিনখানি টিকিট কোন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে উপহার পাইয়া (আমার দ্বারা প্রেরিত) আমারই সম্মতি লইয়া থিয়েটার দেখিতে গমন করে। পরে ভৃত্য শ্রীচরণও আমার নিকট হইতে ছুটি লইয়া বাহিরে গিয়াছিল। সেদিন রাত্রে এইভাবে অভিনয় করিব।

রাত্রে খাওয়া শেষ হইলে আমি হালদারের সহিত দেখা করিতে যাইতেছি বলিয়া শ্রীচরণকে আদেশ দিব যে, বিরূপাক্ষ আসিলে তাহাকে বসাইয়া—যদি আমার ফিরিতে কিছু দেরিও হয়—সে যেন চলিয়া যায়। আমি হালদারের মেয়ের জন্মতিথির ভোজে যোগ দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াও এই বলিয়া নিশ্চয়ই অস্বীকৃতি জানাইব, যে, বিরূপাক্ষ রাত্রি দশ-টার সময় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে; সুতরাং আমি কিছুতেই অপেক্ষা করিতে পারিব না। ইহার পরে মস্ত বড় একটা ট্যাক্সি লইয়া আমি কিছুদূর আসিব এবং পরে ট্যাক্সিকে বিদায় দিয়া একটি নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া বিরূপাক্ষে পরিবর্তিত হইব ও বাড়ীতে উপস্থিত হইব। শ্রীচরণ আমাকে অর্থাৎ বিরূপাক্ষকে ড্রইং-রুমে বসাইবে এবং আমার পূর্ব আদেশ মত চলিয়া যাইতে পারিবে।

যে-মুহূর্তে বুঝিতে পারিব, শ্রীচরণ বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্তেই শেষ-অভিনয় আরম্ভ করিব। অভিনয় এইভাবে শেষ করিবার জন্য চেষ্টা করিব—

প্রথমে আমার আপন-বেশে পরিবর্তিত হইব। বিরূপাক্ষের ছাতা, ছড়ি ও টুপি একটা চেয়ারের উপর পড়িয়া থাকিবে। তাহার দাড়ি গোঁফ পোড়াইলে পাছে গন্ধ থাকে, সুতরাং টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া এবং চশমা গুড়ো করিয়া পায়খানার ভিতর ফেলিয়া দিয়া সিস্‌টার্ন টানিয়া দিব—জলের তোড়ে সব ভিতরে চলিয়া যাইবে। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া আমার রিভলভার দিয়া উপর্যুপরি ৪টি গুলি ছুড়িব। গুলি উত্তর দিকের দেওয়ালে লাগিবে, পরে বিরূপাক্ষ-বেশে মশার পিস্তল বাম হাতের নাগালের মধ্যে মেঝের উপর স্থাপন করিয়া (খুব সম্ভব কোন বিরূপাক্ষের জুতার উপর বসাইব) জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া জানালার সীলের উপর পেট দিয়া কক্ষের মধ্যে ঝুলিয়া পড়িব এবং দক্ষিণ হস্তে আমার রিভলবার চাপিয়া ধরিয়া আমার মস্তক ঠিক রিভলভারের নলের সোজাসুজি রাখিয়া বাঁ হাতের আঙুল দিয়া মশারের ট্রাইগার ঠেলিয়া দিব। ফলে আমার মস্তিষ্ক বুলেটের আঘাতে বাহির হইয়া যাইবে এবং মশার পিস্তলটি ডিস্‌চার্জের বেগে পশ্চাতে ছুটিয়া গিয়া যে-কোন স্থানে পড়িয়া থাকিবে।

বন্ধু, এই স্কীম লইয়াই অদ্যাবধি কার্য করিয়া আসিয়াছি। আশা করি, আগামী কল্য রাত্রেও আমি সম্পূর্ণভাবে সফল হইব।

বন্ধু, আমি তোমাকে ইনসিওরেন্স পলিসির নমিনী করিয়া গিয়াছি। আমি এই পত্র আমার দ্বিতীয় ঘনিষ্ঠতম (তুমি প্রথম) বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট শীল-মোহর করিয়া পাঠাইতেছি এবং অন্য একখানি পত্রে অনুরোধ করিতেছি যে, আমার মৃত্যুর ছয় মাস পরে যেন সে ওই শীলকরা পত্রখানি তোমাকে স্বয়ং আসিয়া

প্রদান করে। আমি এই বন্ধুকে বিশ্বাস করি, যেমন তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, বন্ধু। নিশ্চয়ই ছয় মাস পরে সে এই পত্রখানি খামের মধ্যে অবিকৃত শীল-মোহর-বন্ধ অবস্থায় তোমাকে দিয়া যাইবে।

তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, ছয় মাস দেরি করিতে বলিলাম কেন? কারণ আমি তো তোমাকে চিনি, মোহন। তোমার অতি শুচিতাপূর্ণ মনোভাবে যদি কিছুমাত্র বিক্ষেপ উপস্থিত হয়, এবং ইনসিওরেন্সের টাকা গ্রহণ না করো, তাহা হইলে আমার বুকের রক্ত দিয়া গড়া, আমার চির-জীবনের স্বপ্ন এই কোম্পানীকে কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না।

মোহন, আমি এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাস লইয়া মরিতে চাহি যে, আমার মৃত্যুর দিন হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে তুমি ইনসিওরেন্সের ২৫ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইবে এবং ষ্টীল ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং'কে ঋণমুক্ত করিয়া ভারত—তথা জগতের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কোম্পানীতে প্রতিষ্ঠিত করিবে। যদি পরলোক থাকে, আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তবে আমি সেখান হইতে তোমার শুভ কামনা করিব ও পরম শান্তি ও তৃপ্তিলাভ করিব।

আমি জানি, হালদার আমার শোকে বেসামাল হইয়া পড়িবে। তাহাকে তুমি আয়ত্তে রাখিও। সে যেন শোকের প্রাবল্যে আমাদের শোচনীয় অবস্থার কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে না পারে।

যদিও আমি অন্তরে অন্তরে বুঝিতেছি যে, আমার এই মতলবের ভিতর অসাধুতা লুকায়িত আছে, তাহা হইলেও আমার পক্ষে দ্বিতীয় পথ আর কি ছিল বন্ধু? আমার পুত্র আমার সর্বস্ব···তাহাকে যে মানুষের মত মানুষ, তোমার মত মানুষ করিতে হইবে, বন্ধু? আমি তাহাকে তোমার ও শ্রীমতী রমার হস্তে অর্পণ করিয়া গেলাম। তুমি ও শ্রীমতী রমা আমার অভাগা পুত্রের পিতা-মাতার অভাব পূরণ ক'রো, বন্ধু।

যদি ষ্টীল ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং ইউরোপ হইতে প্রচুর অর্ডার পাইতে থাকে, (আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাইবে) তাহার অবস্থা যদি স্বচ্ছল হয়, (যেমনটি হইবে আশা করিয়া আমি মরিতে যাইতেছি) তাহা হইলে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ২৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিয়া দিও। এই ব্যাপারে তাহাদের যে-খরচ হইয়াছে, তাহা এবং সুদ সমেত টাকাটা দিতে পারিলেই ভাল হয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমার এই আশাও পূর্ণ হইবে। যেদিন তুমি এই ঋণ পরিশোধ করিবে, সেইদিনই আমি পরিপূর্ণ শান্তি লাভ করিব।

বিদায় বন্ধু আমার প্রিয়তম বন্ধু, বিদায়! তুমি আমার সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে, এই আশাতেই আমি আসন্ন মরণের আনন্দ অনুভব করিতেছি।

এই পত্রখানি পাঠ করিবার পর পোড়াইয়া ফেলিও। তোমরা উভয়ে আমার ভালবাসা লইও। ইতি— অকৃত্রিম বন্ধু

অপূর্ব

রমার পত্রখানি পাঠ করা শেষ হইলে বিগলিত ধারায় ভাসমান মুখমণ্ডল মুছিয়া

সে কহিল, "ওগো! কবে তুমি এঁকে ঋণমুক্ত করতে সক্ষম হবে? আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, এঁর আত্মা অধৈর্য আগ্রহে তোমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে।"

মোহনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "গত সাত মাসে আমরা প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা লাভ করেছি, রানী। হালদারকেও এই পত্র দেখিয়ে-ছিলাম। আমি আজ সকালেই ব্যাঙ্ক থেকে নোটে ও চেঞ্জে সুদ সমেত ২৭, ৫১, ০॥১ টাকা এগার আনা তুলে এনে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

রমা কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "দিয়েছ? তুমি দিয়েছ? আঃ! ভগবান! সহ্য করবার শক্তি দাও, প্রভু!"

রমার অবশ দেহ আনন্দে স্বামীর দুই ব্যগ্র বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা দিল।

মোহন প্রিয়তমা নারীর পৃষ্ঠে মৃদু সস্নেহ করাঘাত করিতে করিতে কহিল, "এখনও আমার একটু কর্তব্য বাকি আছে, রানী। অপূর্বর ছেলে মানুষের মত মানুষ হ'য়ে ফিরে এলে তা'র হাতে তা'র বাপের সর্বস্ব কারবার প্রত্যর্পণ করে দিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হব, রমা। অপূর্বর অপূর্ব স্বার্থ-ত্যাগে আমাকে চমৎকৃত ক'রে গেছে সত্যি, কিন্তু আমি কি তা' গ্রহণ করতে পারি, রানী?"

———

pathagar.net

নারী-ত্রাতা মোহন

(১)

প্রভাতিক চা-পান-পর্ব শেষ হইলে মোহন একটি সিগারেট ধরাইয়া অসামান্যা নারী রমার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "এমন চুপচাপ আর ভাল লাগে না রানী। চল, একটু দেশভ্রমণ ক'রে আসি।"

রমার মুখে স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে গভীর দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কবে তুমি শান্ত হবে, বলতে পারো?"

"আরও শান্ত? এমনিই-তো মেষ-শাবকে পরিণত হয়েছি রমা! এখন কি তুমি হলফ ক'রে বলতে পারো, যে মোহনকে তুমি অতীতে ভাগ্যবান করেছিলে, বর্তমানের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য আছে?"

রমা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "অর্থাৎ?"

মোহন হাসিয়া উঠিল। কহিল, "এই অর্থাতের অর্থ এত বেশী বার হ'য়ে গেছে যে, কোন নূতনত্ব আর তার মধ্যে নেই। কিন্তু রানী, সত্যিই আমার সময় সময় মনে হয়, সভ্য-সমাজের মানুষগুলো নিজেদের রচা আইন-কানুনের পেষণে অর্ধ-মৃত হয়ে বেঁচে আছে। না আছে উৎসাহ, না আছে উদ্যম, না আছে জীবন-ভোগের অদম্য স্পৃহা। এক এক সময়ে আমি আতঙ্কিত হ'য়ে পড়ি। ভাবি, সকলের-তো আমার মত ভাগ্য নয়, সকলের-তো আর আমার মত অসামান্য পত্নী রমা নেই, তাদের দুর্ভাগ্যময় জীবনের, অবলম্বনশূন্য জীবনের আদৌ প্রয়োজন কী?" এই বলিয়া মোহন পুনশ্চ হাসিয়া উঠিল এবং কহিল, "উঃ, কি দারুণ জীবন-যাপন।"

রমার মুখে শঙ্কার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। মোহন তাহা লক্ষ্য করিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমার ভয়াতুর কপোতি। যার কোমল স্পর্শে মোহনের মত দুর্দান্ত পশুও শান্ত, সমাহিত হয়েছে, তার মুখে যখন অকারণ, অর্থহীন উদ্বেগ ফুটে উঠতে

দেখি, তখন আর আমি নিজেকে খুঁজে পাই না। ভাবি, দুর্দম সাহস ও ভীরু শঙ্কার সমন্বয় একই ক্ষেত্রে সম্ভব হয় কি ক'রে! রানী?"

রমা আকুল স্বরে কহিল, "কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছ তুমি?"

মোহন প্রবল হাস্যবেগে কাঁপিতে লাগিল। হাসির বেগ কমিলে কহিল, "আমাকে এখনও তুমি ভয় করো, রমা? এখনও তুমি ভাবতে পারো, তোমার অমতে আমি আবার আগের পথে ফিরে যেতে পারি? কিন্তু তুমি কি জানো না, আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে এতখানি অসহায়, এতখানি অক্ষম বোধ করি যে, কোন বিরূপ চিন্তা করতেও ভয় পাই—পাছে তোমার মনে আঘাত লাগে?"

রমার দুই আয়ত চক্ষু ভরিয়া আবেশ ফুটিয়া উঠিল। সে স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া মৃদু হাসিল; কহিল, "যেটুকু দয়া ক'রে বললে না, সেটুকু উহ্যই থাক। আমার মত সৌভাগ্যবতী যেন বাঙলার ঘরে ঘরে হয়, এই কামনাই আমি করছি।"

মোহন সশব্দে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "সর্বনাশ! এমন কথা আর বোলো না যেন, রমা! প্রতিবেশীরা শুনতে পেলে মানহানির নালিশ ক'রে বসবে!"

রমার মুখে বেদনার আভাস পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে কহিল, "কেন বলতো, তুমি যখন তখন নিজেকে অত ছোট ভাবো? যারা তোমাকে চেনে না, তোমার মনের সঙ্গে যাদের যোগসূত্র নেই, যারা তোমার বাইরেটা দেখে তোমাকে বিচার করে, তাদের আমি করুণার পাত্র বলেই ভাবি। বাঙলার প্রত্যেক কুমারী মেয়ে যেদিন আমার মত স্বামীভাগ্যে ভাগ্যবতী হবে, সেদিন সারা ভারতবর্ষ পাপ-মুক্ত হবে, শাপ-মুক্ত হবে।"

মোহন পূর্ণ দৃষ্টিতে রমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল; তাহার সারা বক্ষদেশ শিহরিয়া উঠিল। সে কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে বিলাস দ্বারদেশ হইতে কহিল, "রায়বাহাদুর এসেছেন, কর্তা।"

মোহন ও রমা যুগপৎ চীৎকার করিয়া কহিল, "কে এসেছেন?"

"আমি ভাই, আমি।" এই কথা বলিয়া পশ্চাৎ হইতে রায়বাহাদুর গম্ভীর মুখে প্রবেশ করিলেন।

রমা ত্রস্তপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া রায়বাহাদুরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কহিল, "আপনি এসেছেন দাদু! এ-যে আমাদের স্বপ্নাতীত সৌভাগ্য।"

মোহনও প্রণাম করিয়া হাসিমুখে কহিল, "সত্যই আমাদের স্বপ্নাতীত সৌভাগ্য, দাদু। আমার মত ব্যক্তির সংস্রবে আসবার দুঃসাহস আপনার হয় দেখে গর্ব ও আনন্দের আমার সীমা নেই আজ। আসুন, বসুন।"

রায়বাহাদুর ম্লান মুখে উপবেশন করিলেন। তাঁহার এই বিমর্ষভাব অবিলম্বেই ধরা পড়িল। মোহন বিস্মিত স্বরে পুনশ্চ কহিল, "কি ব্যাপার, দাদু? সংবাদ সব শুভ তো?"

রমা কহিল, "বাবা আমার ভাল আছেন, দাদু? আমার দাদার কুশল-তো?"

pathagar.net

রায়বাহাদুর ম্লানহাস্যে কহিলেন, "সকলেই ভাল আছেন, দিদি। কিন্তু আমার সর্বনাশ হ'য়ে গেছে।" রায়বাহাদুরের স্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া উঠিল।

মোহন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "আর আমাদের উদ্বেগের মধ্যে রাখবেন না, দাদু? কি হ'য়েছে বলুন?"

রায়বাহাদুর যাহা বলিলেন, তাহা আমরা এখানে বিবৃত করিতেছি।

রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা কোন এক ধনবান জমিদারের পত্নী। গত বৎসর পশ্চিম-প্রবাসী কোন ধনবানের পুত্রের সহিত তাহার তপতী নাম্নী পরমা সুন্দরী এক কন্যার বিবাহ হইয়াছে। তপতীর মত সুন্দরী মেয়ে লক্ষেও একটি দেখা যাইত না। তপতীর রূপের খ্যাতি এরূপ বিস্তৃত ছিল যে, বহু ধনী-গৃহের মেয়েরা তপতীকে তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে আসিয়া দেখিয়া যাইত। তপতীর স্বামী চরিত্রবান, শিক্ষিত যুবক। পৈতৃক সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য এত ছিল যে, তাহাকে আর কিছুই করিতে হইত না।

গত সপ্তাহে কাশীধামে এক শুভ-স্নান যোগে বহু নর-নারীর মতই তপতী স্বামীর সহিত কাশীধামে গমন করে। রাত্রে গঙ্গা-স্নান সারিয়া তপতী যখন স্বামীর সহিত অসম্ভব জনতার ভিতর দিয়া ঘাটের উপরে অপেক্ষমাণ গাড়ীর নিকট আসিতেছিল, তখন সহসা জনতার ভিতর এক আলোড়ন উপস্থিত হয় এবং তপতী স্বামীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তপতীর স্বামী কল্যাণকুমার বহু অনুসন্ধান করে, পরে পুলিসে জানায়; সারারাত্রি ধরিয়া অনুসন্ধান চলে, কিন্তু তপতীর সন্ধান আর পাওয়া যায় নাই।

এই অবধি বলিবার পর রায়বাহাদুর অশ্রুভারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া মোহন জিজ্ঞাসা করিল, "পুলিস কি বলে?"

রায়বাহাদুর কহিলেন, "পুলিস যা বলে, তা শুনলে ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে যেতে হয়, ভায়া। পুলিস বলে, সেই যোগের রাত্রিতে তপতী ছাড়া আরও ছ'টি মেয়ে গঙ্গার ঘাট থেকে বেমালুম উধাও হ'য়ে গেছে। কারুরই কোন সন্ধান পুলিস করতে পারেনি।"

"সকলেই কি সুন্দরী ও অল্পবয়স্কা মেয়ে, দাদু?" মোহন প্রশ্ন করিল।

রায়বাহাদুর কহিলেন, "পুলিস তাই বলে, ভাই। কিন্তু পুলিসকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যদি এমন সব কেসের কোন কিনারা আপনারা না করতে পারেন, তবে কিসের জন্য আপনাদের হাতী পোষার খরচ আমরা বহন ক'রে ম'রি?"

মোহন কহিল, "পুলিস কি জবাব দিলে?"

রায়বাহাদুর তপ্ত স্বরে কহিলেন, "আমার মাথা আর মুণ্ডু। তারা বলে, 'প্রত্যেক বছর কাশী শহর থেকেই সহস্রাধিক তরুণী মেয়ে এমনি ভাবে হারিয়ে যায়; আপনারা সব জেনেশুনেও যখন পুণ্য অর্জনের লোভ সম্বরণ করতে পারেন না, তখন হা-হুতাশ ক'রে আর লাভ কী হবে?' শুনলে ভায়া, পুলিসের কথা?"

মোহন কহিল, "প্রতি বছর সহস্রাধিক তরুণী মেয়ে এমনিভাবে উধাও হয়ে যায় একা কাশী শহর থেকে, দাদু?"

মোহনের কণ্ঠস্বরে এক নূতন সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রায়বাহাদুর কহিলেন, "তাই তো তারা বললে, ভায়া!"

"হুঁ, তারপর!" মোহন প্রশ্ন করিল।

রায়বাহাদুর একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তারপর পুলিসের আশা ত্যাগ ক'রে নাতজামাই কল্যাণ বহু অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে। হতভাগাটার মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়, ভায়া। কল্যাণ বলে 'যদি আমার বিশ লক্ষ টাকা মূল্যের সমস্ত সম্পদ ধ্বংস হয়ে যেত, আর তপতী আমার পাশে থাকতো, তা' হ'লেও আমি গ্রাহ্য করতাম না।" কল্যাণের দিনের আহার, রাত্রের নিদ্রা সব বন্ধ হ'য়েছে, ভাই। ভেবে ভেবে তার দেহ এই এক সপ্তাহে যা দাঁড়িয়েছে, আমার ভয় হয়, শেষে না কল্যাণ হার্ট ফেল ক'রে মারা যায়।"

রায়বাহাদুর অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া নীরব হইলেন। রমা মোহনের দিকে একবার চাহিয়া রায়বাহাদুরকে কহিল, "কলকাতায় এসেছেন কেন, দাদু? কোন সন্ধান কি পেয়েছেন?"

রায়বাহাদুর কহিলেন, "হাঁ, দিদি। পুলিস অনুসন্ধান ক'রে এইটুকুমাত্র জানতে পেরেছে, সেদিন ভোর-রাত্রে কলকাতাগামী মেলে অন্ততঃপক্ষে ৬।৭ জন নারীকে স্ট্রেচারে ক'রে এনে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কারণ দেখানো হয়েছে যে, গঙ্গার ঘাটে ভিড়ে কেউ বা মূর্ছিত হ'য়ে পড়েছে, কেউ-বা আহত হয়েছে। তা' ছাড়া প্রত্যেকটি আহত নারীর অভিভাবক কলকাতা যাবার টিকিট কেটেছে। এই সংবাদের উপর নির্ভর ক'রে পুলিস বলে যে দুর্বৃত্তেরা সকল মেয়েকেই কলকাতায় নিয়ে গেছে।

রায়বাহাদুর নীরব হইলে মোহন কহিল, "পুলিস যদি সন্দেহই করলে, তবে বাধা দিলে না কেন?"

রায়বাহাদুর কহিলেন, "আমিও ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলাম, ভায়া। তারা বলে, মিথ্যে পণ্ডশ্রম হবে। কারণ যে দলটি এইসব নারী-হরণ কাজে লিপ্ত আছে, তারা কখনও এমন কাঁচা কাজ করবে না, যার ফলে তারা গ্রেপ্তার হ'তে পারে। আমাদের হাতে কোন প্রমাণও ছিল না। তা' ছাড়া তারা যে ঐ মেলেই কলকাতা যাবে, তারও কোন স্থিরতা নেই। পুলিসের কথা শুনে আমি রাগ করি এবং তাদের পীড়াপীড়ি করি, ফলে তারা হাওড়ায় টেলিফোন করে। কিন্তু কলকাতায় এসে জানতে পারি, হাওড়া-পুলিস কোন পীড়িতা নারীকেই মেলে দেখতে পায়নি।"

মোহন কহিল, "পুলিস জানে যে, এক দুর্বৃত্ত দল এই পাপ কাজে রত আছে?"

"তাই তো বললে, ভায়া। কিন্তু পুলিস যাই বলুক, সেজন্য আমার আর মাথা-ব্যথা নেই। আমি এখন তোমার কাছে এসেছি—হয় বুড়ো দাদুর মরণ দেখবে, নয় তার নয়নের পুত্তলীকে উদ্ধার ক'রে তাকে নব-জীবন দান করবে।"

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "কে, আমি করবো?"

"হাঁ ভাই, তুমি। আমি তোমাকে জানি। পুলিসও তোমাকে জানে। আমি পুলিসকেও জানি। আমার মন বলছে, আমার প্রাণ বলছে, একমাত্র তুমিই আমাকে

আর আমার হতভাগ্য কল্যাণকে বাঁচাতে পারো। কল্যাণ বলে, যে তার ধ্রুবতারাকে উদ্ধার ক'রে এনে দেবে, সে তাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেবে। মোহন, ভাই…" রমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া, "রমা, দিদি, আমি তোমাদের দাদু, আমি তোমাদের একান্ত হিতৈষী, আজ আমি বিপদে পড়েছি, আজ আমি আকুল হ'য়ে তোমাদের দুয়ারে ছুটে এসেছি, আজ আমাকে তোমরা অভয় দেবে না? রক্ষা করবে না?" এই বলিয়া রায়বাহাদুর শিশুর মত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

রমা কহিল, "ওকি কথা, দাদু? আমার প্রাণ দিয়েও যদি আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারি, তবে তাই হবে আমাদের কাম্য। আপনি উঠুন, মুখ-হাত ধুয়ে জলযোগ ক'রে নিন। তারপর ধীরে-সুস্থে যা ভাল বোঝা যাবে, তাই করা হবে।"

রায়বাহাদুর প্রবলভাবে আপত্তি করিয়া কহিলেন, "না, তা' হবে না, দিদি। আগে ভায়া আমাকে কথা দিক যে, আমার বুকের ধনকে ফিরিয়ে এনে দেবে, তার পর আমি মুখে জল দেব। নইলে শুকিয়ে মরে যাবো—সেও হবে আমার কাম্য।"

মোহন গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিল। কহিল, "কিন্তু আপনি তো জানেন দাদু আমি বে-আইনী কাজ আর করতে পারি না।"

"আমি তা' করতেও বলছি না, ভায়া। তুমি আইন-মাফিক কাজ করেই আমার তপতীকে উদ্ধার ক'রে দাও।" রায়বাহাদুর অকস্মাৎ প্রবল আবেগ-ভরে মোহনের দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন।

মোহন সসম্ভ্রমে রায়বাহাদুরের হাত দুইটি মুক্ত করিয়া কহিল, "আমি কথা দিচ্ছি দাদু, আমার শক্তিতে যা সম্ভব হবে, তা করতে আমি বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করব না। তা' ছাড়া আমি জানি, বহুদিন থেকে আমি লক্ষ্য করছি, এই নারী-হরণ-পাপ অবাধে এই দেশে চলতে আরম্ভ করেছে। প্রতি বছর কত সহস্র নিরীহ মেয়েই যে এই শয়তানদের কবলে পড়ে জীবন বিষময় ক'রে তুলছে, তার আর সংখ্যা নেই। পুলিস নিরুপায়, গভর্নমেণ্ট নীরব; কারণ তাঁরা জানেন, দলটি এমন সংঘবদ্ধ, এমন সুনিয়ন্ত্রিত, এমন বিপুলভাবে তারা সারা ভারতবর্ষ আর ভারতবর্ষের বাইরে পর্যন্ত কারবার চালাচ্ছে যে, আইনের সাধ্য নেই তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করে। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি দাদু, আমি যদি আপনার তপতীর সন্ধান করতে পারি, তবে আমি তাকে উদ্ধার ক'রে আনব। আপনি উঠুন, মুখ-হাত ধুয়ে জলযোগ করুন। ইতিমধ্যে আমি আমার ফাইলগুলো একটু নেড়ে চেড়ে দেখি।"

মোহন সহসা দ্রুতপদে তাহার অধ্যয়ন-কক্ষে চলিয়া গেল। রায়বাহাদুর কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "মানুষ নয়, দেবতা। ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবী ও সুখী করুন, ভায়া।"

রমা কহিল, "এইবার উঠুন, দাদু?"

"চল, দিদি। এইবার আমি একেবারে নিশ্চিন্ত।" এই বলিয়া রায়বাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও রমার পশ্চাতে বাহির হইয়া গেলেন।

(২)

পরদিন কলিকাতার 'বাঙলার ডাক' সংবাদপত্রে এই সংবাদটি বাহির হইল :—

"আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত এক লোমহর্ষণ ও অতীব লজ্জাজনক নারী-হরণের সংবাদ আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণের গোচরে আনিতেছি। গত চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে পুণ্যতীর্থ কাশীধামে সহস্র সহস্র স্নানার্থী নর-নারীর সমাগম হয়। পশ্চিম-প্রবাসী কোন বিশিষ্ট ধনবান যুবক তাঁহার পরমাসুন্দরী পত্নীকে সঙ্গে লইয়া কাশী-ধামে গঙ্গাস্নানের জন্য গমন করেন। স্নানান্তে যখন তিনি পত্নীকে লইয়া ফিরিতে-ছিলেন, তখন জনতার মধ্যে সহসা এক আলোড়ন উপস্থিত হয় এবং তিনি পত্নী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এই সংবাদ প্রেসে যাইবার সময় পর্যন্ত তিনি আর তাঁহার পত্নীকে দেখিতে পান নাই।"

এই অবধি লিখিয়া সম্পাদক পুলিসের অনুসন্ধান-কার্য ও মন্তব্য এবং পরি-শেষে অপহৃতা-নারীর দাদামহাশয়ের কলিকাতা আগমন প্রভৃতি সংবাদ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া পরে মন্তব্য করিয়াছেন যে :—

"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, ভারতবর্ষে বিশিষ্ট ভারতীয়দের দ্বারা এমন একটি দুর্বৃত্ত-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহা নারী-হরণ ব্যবসায় চালাইয়া প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছে। ইহাদের ব্যবসা-ক্ষেত্র সুদূর চীন, জাপান, মালয় দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতি বৎসর বহু সহস্র হতভাগিনী তরুণী এই দস্যু দলের দ্বারা প্রলোভিত হইয়াই হোক বা জোর করিয়া অপহৃত হইয়াই হোক, কবলিত হয় এবং চড়া দামে বিক্রীত হইয়া দেশ-দেশান্তরে নীত হইয়া পাপ জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, পুলিস ইহাদের কোন কিনারা আজ পর্যন্ত করিতে পারে নাই। সহস্র সহস্র নারীর অপহরণ সংবাদ পুলিসের ডায়েরী বইয়ে যথারীতি লিপিবন্ধ হইলেও প্রায় কাহারও কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?

আমরা গভর্নমেন্টের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন এই পাপ হতভাগ্য ভারত হইতে অবিলম্বে দূর করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহারা বিধিমত চেষ্টা করিলে হয়ত ইহার কূল-কিনারা কিছু হইতে পারে।

আমরা ইহাও ভাবিতেছি যে, ভারতে কি এমন শক্তিমান পুরুষ কেহ নাই, যিনি অগ্রণী হইয়া এই দুর্বৃত্তদলের অনুসন্ধান করিতে পারেন? আমরা জানিলাম যে, যে হতভাগিনীর অপহরণের সংবাদ উদ্ধার করিলাম, তাঁহার স্বামী পাঁচ লক্ষ টাকা —যে ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া দিবে, তাঁহাকেই স্বেচ্ছায় দান করিবেন।

অপহৃতা-বালিকার দাদামহাশয় খেতাবধারী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি পুলিস কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। শুনিতেছি, তিনি গভর্নর মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার বিপদের কথা জ্ঞাত করিবেন। আমরা আশা করি, এই বিশিষ্ট ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া পুলিস দুর্বৃত্তদলের অনুসন্ধানে সর্বশক্তি

প্রয়োগ করিবেন।"

এই সংবাদ পাঠ করিয়া মিঃ বেকার মোহনের দর্শন-প্রার্থী হইয়া মোহনের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন।

মোহন বিশিষ্ট অতিথিকে পরম সমাদরে ড্রইংরুমে বসাইয়া কহিল, "আজ যার মুখ দেখে উঠেছিলাম, তার মুখ দেখে প্রত্যহ ওঠবার চেষ্টা করবো, বেকার। তারপর, হঠাৎ বন্ধুকে স্মরণ হ'ল যে? কিন্তু কোন অন্যায় কাজ করেছি বলে তো স্মরণ হচ্ছে না!"

মিঃ বেকার মোহনের উচ্ছ্বাসে কিছুমাত্র গুরুত্ব আরোপ না করিয়া কহিলেন, "এই সংবাদটি পড়েছ, মোহন?"

মিঃ বেকার 'বাংলার ডাক' সংবাদপত্র পকেট হইতে বাহির করিয়া মোহনের হাতে দিলেন। মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "ও এইজন্য! হাঁ পড়েছি এবং অবিলম্বেই তোমার দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে দেখে সুখী হচ্ছি।"

মিঃ বেকার তীক্ষ্ন-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, কিন্তু কি ব্যাপার বল তো, মোহন?"

মোহন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "ব্যাপার বলবো আমি?"

মিঃ বেকার ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, "মিথ্যে সময় নষ্ট করছ, মোহন। রায়বাহাদুর এসেছেন তোমার সাহায্য-প্রার্থী হ'য়ে। ভাল। কিন্তু তুমি আবার গভর্ণর অবধি টান দিলে কেন? তুমি কি জান না, আমরা অন্য কাজে কি রকম ব্যস্ত থাকি?"

মোহন ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, বেকার। যে হতাশব্যঞ্জক গাফিলতির ইতিহাস তোমাদের ছাপা হয়েছে, এর চেয়ে জরুরী, এর চেয়ে গুরুত্বভরা আর কোন কাজ আছে নাকি? যদি এমন ঘটনা তোমার দেশে ঘটতো, তা' হ'লে তোমার চাকরি কি একটা ঘণ্টাও রাখতে পারতে, বন্ধু?"

মিঃ বেকার লজ্জিত স্বরে কহিলেন, "কিন্তু যে পাপ আজ এত বছর ধরে চলছে, তা' যে একদিনেই বন্ধ হ'য়ে যাবে, তেমন আশা করতে পার কী?"

"কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বন্ধু, এতদিনই-বা চলতে দিলে কেন? আজ যদি একজন ইংরাজ-বালিকা বেনারসের পথ থেকে অদৃশ্য হ'য়ে যায়, তা' হ'লে বৃটিশ সাম্রাজ্যে কি রকম আলোড়ন ওঠে, বন্ধু?" মোহন দীপ্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

মিঃ বেকার লজ্জিত স্বরে কহিলেন, "তুমি অনুযোগ করতে পার, মোহন। কিন্তু এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে তুমি আমাকে বা কাউকে দায়ী করতে পার কি? সুতরাং তোমার রাগ ও ঝাল আমার মাথায় না ঢেলে এখন যেজন্য এসেছি, যদি দয়া ক'রে শোনো, তবে আমি বাধিত হই।"

মিঃ বেকারের কোমল কণ্ঠস্বর শুনিয়া মোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, "কি ব্যাপার, বেকার?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, মোহন। অর্থাৎ তুমি যে উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে এই সংবাদটি পাঠিয়েছিলে, তা' পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছে—এত শীঘ্র কাজ করেছে যে, আমাদের বিস্মিত ও চকিত ক'রে তুলেছে।"

pathagar.net

মোহন বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "আশা করি, তুমি আর একটু সরলভাবে বলবে, বেকার।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "আজ প্রাতে গভর্ণর বাহাদুর টেলিফোনে কমিশনারকে আদেশ দিয়েছেন, যেন এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে হতভাগিনী বালিকার উদ্ধার সাধন করা হয়। তিনি অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হ'য়ে এই কথা বলেছেন, যে শাসনের ভিতর থেকে প্রতি বছর এমন নিদারুণ সংখ্যায় নারী-হরণ পাপ অবাধে চলতে পারে, সে শাসন-ব্যবস্থা নিন্দনীয়। অতএব যাতে একটা অন্যায়েরও সংশোধন হয়, সেজন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতে বলেছেন এবং তিনি সফলতা ভিন্ন অন্য কোন কথা শুনবেন না, তা' পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন।"

মোহন প্রফুল্ল মুখে কহিল, "ধন্যবাদ।"

"ধন্যবাদ!" মিঃ বেকার বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কাকে ধন্যবাদ দিচ্ছ, মোহন?"

মোহন হাসিমুখে কহিল, "কারুকেই না, অথচ সবাইকে! এখন বলো, তারপর কি হলো?"

মিঃ বেকার বলিতে লাগিলেন, "তারপরে যা স্বাভাবিক পরিণতি ঘটে থাকে, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। কমিশনার গভর্ণর বাহাদুরের কাছে ধমক খেয়ে আমাকে ডেকে খুব ধমক দিয়ে আদেশ দিয়েছেন, যেমন করেই হোক গভর্ণর বাহাদুরের আদেশ প্রতিপালন করতেই হবে। নইলে তাঁর মুখ, মান এবং মর্যাদা কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "ভাল। এখন বুঝি তুমি আমাকে ধমক দিয়ে মনের রাগ মুছতে এসেছ, বেকার?"

মিঃ বেকার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কহিলেন, "এখন ভিতরের ব্যাপার বলি। এই যে নারী-হরণ-পাপ সারা দেশটায় অপ্রতিহত গতিতে চলেছে, আমার সন্দেহ করবার বিশেষ হেতু আছে যে, এমন একটি সম্প্রদায় বা বিশিষ্ট সঙ্ঘ এই পাপ কাজের ব্যবসা করছেন, যাদের অঙ্গে হাত দিতে সাধারণ আইনের শক্তি নেই। অর্থাৎ এমন সব উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ এই সঙ্ঘের কর্ণধার, যেখানে আমাদের মত অফিসারের কোন শক্তি-সামর্থ্যই কাজ করে না।"

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "তা' হ'লে তুমি জানো, কারা এই ব্যবসা চালাচ্ছে?"

"না, জানি না। সন্দেহ করা, আর জানা…এক বস্তু নয়, মোহন।" মিঃ বেকার কহিলেন।

"এখনও প্রাঞ্জল হ'ল না, বন্ধু!" মোহন প্রশ্ন করিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, "আমি যদি সন্দেহ করি, শ্যামদেশের রাজা এই ব্যবসা চালাচ্ছেন, তা' হলে কি গভর্ণমেণ্ট তাঁকে গ্রেফতার করতে পারেন, না তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট জারি করতে পারেন?"

মোহন কহিল, "পারেন না। পারলেও তার ফলে প্রকারান্তরে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে। কিন্তু সত্যই কি তুমি ভাবো, ভারতের বাইরের কোন স্বাধীন দেশ ভারতে

pathagar.net

এই জঘন্য ব্যবসা আরম্ভ করেছে ?"

"না, তা' করি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতেরই কোন বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী সম্প্রদায় এই সঙ্ঘের কর্ণধার। কিন্তু কে বা কোন্ ব্যক্তি বা কার দল, সে সম্বন্ধে আমার কোন সঠিক ধারণা নেই।" মিঃ বেকার চিন্তিত স্বরে কহিলেন।

"তবে তুমি কাজ আরম্ভ করবে কোন্ পথে ?" মোহন জিজ্ঞাসা করিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, "ঠিক এইজন্যই তোমার কাছে এসেছি, মোহন। তোমার পরামর্শ ও নির্দেশ এবং সম্ভব হ'লে তোমার সহযোগিতা প্রার্থনা করতে এসেছি।"

মোহন কহিল, "তোমার মিষ্টি-কথার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, বন্ধু। আমার মত একজন সামান্য ব্যক্তি তোমার মত একজন সর্বশক্তিমান গভর্নমেণ্টের অফিসারকে কি পরামর্শ, নির্দেশ বা সহযোগিতা দিতে পারে, বন্ধু ?"

মিঃ বেকার ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "তুমি সময়ে সময়ে অত্যন্ত বাজে কথা বলো, মোহন। আমি জানি, তুমি এই বিষয় নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করেছ, আর একমাত্র সেই কারণের জন্যই তোমার অভিমত শুনতে আমার আসা এখানে। আশা করি, তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।"

মোহন ক্ষণকাল গভীরভাবে চিন্তা করিয়া কহিল, "অবশ্য এ কথা অতি সত্য যে আমি গত কিছুদিন হ'তেই এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করছি। শুধু চিন্তা নয়, আমি নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা পর্যন্ত করেছি ; কিন্তু সত্য কথা বলতে কি বন্ধু, আমি এখনও ঠিক একই স্থানে দাঁড়িয়ে আছি।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "বর্তমানে তুমি তো অলস জীবন যাপন করছ, একটা কেসের কিনারা করতে তোমার আগ্রহ হয় না ?"

মোহন কহিল, "তোমাদের চলা-পথে কি আগ্রহ জন্মে বন্ধু ? আমি তো হাঁপিয়ে উঠেছি।" মোহন সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

মিঃ বেকার কিছু সময় নীরবে চিন্তা করিয়া ছড়ি ও টুপি হাতে লইয়া উঠিবার পূর্বমুহূর্তে কহিলেন, "আমি এসেছিলাম তোমার সাহায্য পাবো ভেবে। কিন্তু তুমি যখন সম্মত হ'লে না, তখন নিজের চেষ্টায় যেটুকু করতে পারি......"

বাধা দিয়া মোহন কহিল, "কিন্তু তুমি তো জানো বন্ধু, আমি কারুর অনুগত হ'য়ে হুকুম তামিল করতে পারি না।"

সহসা মিঃ বেকার আলো দেখিতে পাইলেন। তিনি হাতের টুপি ও ছড়ি নামাইয়া রাখিয়া সোৎসাহে কহিলেন, "যদি তোমাকে এই কেসে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া যায়, তা' হলে ?"

মোহন কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "তা' হ'লে—আচ্ছা এক মিনিট অপেক্ষা করো, আমি এখনই আসছি।" বলিতে বলিতে মোহন দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিঃ বেকার সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

(৩)

মোহন অবিলম্বে হাস্যমুখে প্রত্যাবর্তন করিয়া কহিল, "উত্তম। আমি রাজী, বন্ধু। কিন্তু একটা শর্ত এই থাকবে যে, আমার স্বাধীনতায় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ তোমরা করতে পারবে না, অথচ আমাকে প্রয়োজন মত প্রত্যেকটি সাহায্য দিতে হবে।"

মিঃ বেকার তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিলেন, "আমিও রাজী।"

"উত্তম! আমি আজ হ'তেই কেস হাতে নিলুম।" এই বলিয়া মোহন মুখ তুলিয়া চাহিল ও পুনশ্চ কহিল, "আর কিছু?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "কিছু না। আমি তবে এখন যেতে পারি?"

"নিশ্চয়ই বন্ধু, নিশ্চয়ই। অতীতের দস্যু মোহন এখন সুসভ্য নাগরিক মোহন। সিংহ এখন নখদন্ত-হারা নিরামিষভোজী বন্ধু। এখন কি আর তার গহ্বর হতে বার হবার পথে কোন সন্দেহ থাকতে পারে?" এই বলিয়া মোহন হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মিঃ বেকারকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী-বারান্দায় অপেক্ষমাণ মিঃ বেকারের মোটরের নিকট উপস্থিত হইল।

মিঃ বেকার মোহন প্রদত্ত একটা সিগারেট ধরাইয়া করমর্দনান্তে মোটরে আরোহণ করিলেন। মোটর ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

মোহন যখন পুনরায় ড্রইংরুমে ফিরিয়া আসিল, দেখিল, রমা অপেক্ষা করিতেছে। মোহন হাসিমুখে কহিল, "বেকার বুড়ো হ'য়ে পড়ছে, রমা। পূর্বেকার মত তার আর দুর্বার সাহস এবং অদম্য উৎসাহ নেই। সামান্য ব্যাপারেই এতটা ভেঙ্গে পড়ে দেখে বিস্মিত হতে হয়।"

রমা আয়ত চক্ষু দু'টি মেলিয়া কহিল, "এই কেস কি সামান্য কেস ব'লে তোমার ধারণা হয়েছে? আমি পাশের ঘরে বসে মিঃ বেকারের সব কথা শুনেছি; তাতে আমার এই আশঙ্কা হচ্ছে যে, এ কেসে তোমার না গেলেই যেন ভাল হ'তো!"

মোহন কহিল, "কিন্তু দাদুর নাতনী তপতীর কথা ভুলে যাওয়া কি উচিত হবে, রানী?"

"ওগো, হবে না। তাই না আমি সম্মতি দিতে পারলুম!" এই বলিয়া রমা ম্লান হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "দাদু শুনে খুব সুখী হবেন।"

মোহন হাস্যোজ্জ্বল মুখে কহিল, "তা' হবেন। কিন্তু তিনি রইলেন কোথায় কে জানে!"

"তাঁর যে কলকাতায় অসংখ্য আত্মীয়-স্বজনের বাস, তিনি কি এখানে নিশ্চিন্ত হ'য়ে কখনও থাকতে পারেন? যেখানেই থাকুন, আজ নিশ্চয়ই এখানে আসবেন।" রমা ধীরে ধীরে কহিল।

মোহন কহিল, "কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না, রানী। শ্রীমতী তপতী ধনীর গৃহিণী, বিবাহিতা, হিন্দু; তাঁকে উদ্ধার ক'রে আনলেও তিনি কি পুনশ্চ পূর্বের আসনটিতে অধিষ্ঠিত হ'তে পারবেন।"

pathagar.net

রমার মুখভাব এতটুকু পরিবর্তিত হইল না। সে দৃঢ় অথচ শান্ত স্বরে কহিল, "কেন পারবেন না শুনি? তুমি যদি তাকে জীবিত উদ্ধার করতে পারো, তবে বাধা কোথায় ভাবছ, তা'-তো আমি বুঝতে পারছি না!"

মোহন সবিস্ময়ে কহিল, "বুঝতে পারছ না, রমা? তুমি কি জান না, কত লক্ষ লক্ষ হিন্দু মেয়ে আজ সমাজ ও আত্মীয়-স্বজন দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে পাপ-জীবন যাপন করছে? তাদের অপরাধ এই ছিল যে, তাদের কাপুরুষ, দুর্বল, অক্ষম অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনেরা দুর্বৃত্তদের গ্রাস থেকে তাদের রক্ষা করতে পারেনি। এই-তো আমাদের হিন্দুধর্ম ও এই-তো সেই ধর্মের বিধি। নিরুপায়, অসহায় মেয়ে আর্তস্বরে চীৎকার ক'রে রক্ষা করতে বলছে, কাপুরুষ স্বামী, ভাই, বাপ ভয়ে নিজেদের ঘৃণ্য জীবন নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। আর সেই হতভাগিনী যখন অন্যের দ্বারা উদ্ধার পেয়ে ঘরে ফিরে এসেছে, দেখেছে, চির-জীবনের মত তার গৃহের দ্বার তার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। মাত্র দু'টি পথ খোলা আছে তার সম্মুখে—একটি সেই দুর্বৃত্ত হরণকারীকে বিবাহ করা কিম্বা তার রক্ষিতারূপে থাকা, নয় বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা। তাই আমি ভাবছি, এক্ষেত্রেও একই দৃশ্যের অভিনয় হবে না-তো?"

রমার চক্ষু দু'টি বেদনায় ছলছল করিতে লাগিল। সে অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া কহিল, "দেখ, আমি অন্য মেয়ের কথা জানি না, সুতরাং তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারি না; আমি তপতীকে জানি, চিনি, তাই বলতে পারি, জোর গলায় বলতে পারি যে, সেই মেয়ে তপতী—যারা প্রাণ দেবে তবু নারীর প্রাণের চেয়ে বড় বস্তু সতীত্ব দেবে না। তাই না তপতীর স্বামী তার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে! তার যদি সেই অনন্ত বিশ্বাস তপতীর উপর না থাকতো, তা' হ'লে কি কখনও এমনভাবে ব্যাকুল হওয়া সম্ভব হতো? তুমিই বলো, হ'তো?"

মোহন রমার কণ্ঠের অনবদ্য গম্ভীর উদাত্ত স্বর শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল এবং স্ত্রীর একখানি হাত আপন দুই সবল করে চাপিয়া ধরিয়া সপ্রেম স্বরে কহিল, "এইবার আমি বুঝেছি, আমাকে তুমি মার্জনা করো, রানী।"

"তোমাকে মার্জনা করব আমি?" এই বলিয়া রমা স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া ক্ষণকাল নীরবে চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া রহিল, পরে পুনশ্চ কহিল, "আজ সারা বাঙলা জুড়ে যে নারী-হরণ পাপ অপ্রতিহত গতিতে চলেছে, তার মূল সমেত নষ্ট হ'তো···যদি দুর্বৃত্তেরা বুঝতে পারতো, তাদের হীন ক্ষুধার জন্যে হিন্দু মেয়ের মৃতদেহটা ভিন্ন আর কিছু পাবে না—তা' হলে আমার মনে হয়, অন্য কোন ব্যবস্থার প্রয়োজনই থাকতো না। যদি প্রত্যেকটি অপহৃত অভাগিনী নিজের জীবনের চেয়ে সতীত্বকে বড়ো ভাবতো আর তা' রক্ষা করবার জন্য প্রাণ দেওয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করতো, তা' হ'লে কবে যে এই পাপ বাঙলার বক্ষ থেকে লয় পেয়ে যেত, তার আর হিসাব থাকতো না।"

মোহন সশ্রদ্ধ স্বরে কহিল, "এমন মেয়ে কটা আছে, রানী?"

রমা সবিস্ময় কণ্ঠে কহিল "কটা ? কেন, সব মেয়েই তো সতী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে। পরে পারিপার্শ্বিক যে আবহাওয়ার ভিতর সেই মেয়ে প্রতিপালিতা হবার সৌভাগ্য, কি দুর্ভাগ্য লাভ করে, তারই তারতম্য অনুসারে সতী-অসতী প্রশ্নের সমাধান হয়। যে মেয়ে সতীত্বের স্বাদ জেনেছে, পেয়েছে, সেই মেয়ে মরে যায়, তবু অসতী হয় না।"

মোহন কহিল, "এবার আমি নিশ্চিন্ত, রানী। এবার আমার এই দুশ্চিন্তা গেল যে, যদিই ভাগ্যক্রমে তপতীকে উদ্ধার করতে দু'চারদিন বিলম্ব হ'য়ে পড়ে, তা' হ'লেও তাকে যদি জীবিত উদ্ধার করতে পারি, তবে খাঁটি জিনিসটিই উদ্ধার করবো।"

রমা কহিল, "তোমাকে কি কলকাতার বাইরে যেতে হবে ?"

"কিছুই বলতে পারিনে, রমা ; তবে এখন আমি একটু বাইরে ঘুরতে যাবো।" এই বলিয়া মোহন উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমা উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, "ফিরতে কি দেরি হবে ?"

মোহন এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "না। তবে ঠিক ক'রে কিছুই বলা যায় না।"

মোহন হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া মোটরে আরোহণ করিল এবং স্বয়ং চালাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

(৪)

বালিগঞ্জের উপকণ্ঠে একটি সুবৃহৎ বাগানের ভিতর সোনাপুর স্টেটের মহারাজার সুবৃহৎ প্রাসাদ তাঁহার ধনের খ্যাতি ও মর্যাদার সাক্ষ্যস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। বাগানের পূর্ব পাঁচিলের পাশ দিয়া ঈ, বি, রেলওয়ে লাইন বালিগঞ্জের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। ট্রেনের প্রায় প্রত্যেকটি আরোহীর দৃষ্টিতে এই বিশাল সুদৃশ্য প্রাসাদটি বিস্ময় উৎপাদনের প্রতীকরূপে আপন গর্বে মহীয়ান হইয়া রহিয়াছে।

মহারাজা যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তখন এই প্রাসাদে বাস করেন। যখন তিনি রাজধানীতে থাকেন, তখনও প্রাসাদটি তাঁহার বহু কর্মচারী দ্বারা সরগরম হইয়া থাকে। প্রাসাদ-ফটকে বন্দুকধারী পাহারা সর্বসময়ে বিদ্যমান থাকে। পথচারি পথিক যখন এই ফটকের সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া গমনাগমন করে, তখন সশ্রদ্ধ-বিস্ময় দৃষ্টিতে প্রাসাদ, প্রাসাদ-রক্ষীর জাঁকজমক, বেশ-ভূষা ও অস্ত্র-শস্ত্র দেখিয়া থাকে। প্রাসাদের বহির্ভাগ দেখিয়াই সকলে মুগ্ধ হইয়া ভাবে, যাহার বাহির এরূপ, তাহার ভিতরে না জানি কি বিস্ময়েরই সমারোহ চলিতেছে।

একটি সুবৃহৎ ঢাকা মোটর প্রাসাদ-ফটকের বাহির্দ্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পড়িল। গেটের সঙ্গিনধারী প্রহরী বক্ষে বন্দুক নামাইয়া মোটর ও মোটরের আরোহীদিগের দিকে একবার চাহিয়া সুদৃঢ় লৌহ-দ্বার সশব্দে মুক্ত করিয়া দিল। মোটরটি ভিতরে প্রবেশ করিল এবং বাগানের ভিতর দিয়া প্রাসাদের বারান্দার নিকট

থামিয়া গেল।

মোটর হইতে একটি মধ্যবয়স্ক সুদর্শন ব্যক্তি ও একটি ২২।২৩ বৎসরের সুন্দরী যুবতী অবতরণ করিলে কয়েকজন চাপরাস আঁটা ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইলে মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিটি কহিলেন, "ম্যানেজার বাবু আছেন ?"

"আছেন, মহারাজ।" একটি ভৃত্য অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিল।

"সেলাম দেও।" মহারাজা আদেশ দিলেন।

অনতিবিলম্বে একটি বলবান, হৃষ্টপুষ্ট সাহেবী পোশাক পরিহিত ভদ্রলোক দ্রুতপদে আসিয়া মহারাজাকে অভিবাদন জানাইয়া কহিল, "কি আদেশ, মহারাজ ?"

"তোমার সংবাদ কি, কুমার সিং ?" মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"বড় শক্ত শিকার, হুজুর। এখন পর্যন্ত রাজী হবার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।" কুমার সিং নিবেদন করিল।

মহারাজের মুখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তিনি সঙ্গিনীর দিকে একবার চাহিয়া ম্যানেজারকে কহিলেন, "বাঙালী মেয়েগুলোই এমনি দেমাকী। ভয় দেখানো হয়েছিল ?"

"সে সব হ'য়ে গেছে, মহারাজ। এমন কি অল্প মার-ধোরও হ'য়ে গেছে, কিন্তু কিছুতেই রাজী হ'তে চাচ্ছে না।" ক্ষুণ্ন স্বরে কুমার সিং কহিল।

"রাজী হ'তেই হবে।" মহারাজা গর্জন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সুন্দর মুখ বীভৎস আকার ধারণ করিল। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "এমন একটা দামী শিকারকে পোষ মানাতেই হবে। লাহোর লক্ষ টাকা দিতে রাজী হয়েছে। হাঁ কী বলছিলাম, বীণা বাঈ কি ভাল ট্রেনার নয় ?"

কুমার সিং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "বলেন কি, মহারাজ। যার হাতে কিছু না হ'লেও হাজার দেড়েক বদ-মেজাজী শিকার দোরস্ত হ'য়ে গেল, আর এমন অল্প সময়ে হ'ল যে, মহারাজা পর্যন্ত তার ওপর খুশি হ'য়ে মাইনে ডবল ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বাঙালী মেয়েটা এতটা দর্পী', এতটা অহঙ্কারী যে কিছুতেই একটা কথা পর্যন্ত শুনতে চাইছে না।"

মহারাজা কহিলেন, "বড় শিকার কি-না কুমার সিং, তাই। কিন্তু এমন শিকারকে আমি পাঁচ লাখের কমে ছাড়ছি না। শুনছি, ওর স্বামী পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।"

মহারাজের সঙ্গিনী বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিল, "বলেন কি, মহারাজ ? একটা ছুঁড়ির জন্য পাঁচ লাখ ?"

মহারাজের মুখমণ্ডল মুহূর্তের জন্য কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি সঙ্গিনীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কুমার সিংহকে কহিলেন, "যেমন ক'রে হোক বশ মানাতেই হবে। এইবার আহার বন্ধ করবার হুকুম দাও।"

কুমার সিং কহিল, "আমাদের প্রোগ্রামও তাই, মহারাজ। আপনি নিশ্চিন্ত

থাকুন। আগামী তিন দিনের মধ্যে শিকার বশীভূত হবে।

মহারাজা সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এস।" কুমার সিংয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমিও এস, কয়েকটা গোপনীয় আদেশ আছে।"

মহারাজা ও তাঁহার সঙ্গিনীর পশ্চাতে মহারাজার ড্রইংরুমে প্রবেশ করিয়া কুমার সিং একান্তে সম্ভ্রম-নত শিরে দাঁড়াইয়া কহিল, "আপনি কি অদ্যকার তারিখের সংবাদপত্র পাঠ করেছেন, মহারাজ ?"

"হুঁ করেছি, কুমার সিং। তুমি-তো 'বাঙলার ডাক' কাগজখানার কথা বলছ ?" মহারাজা প্রশ্ন করিলেন।

"হাঁ, মহারাজ। আমার ধারণা হয়, এই মেয়েটিকে নিয়ে বহু গোলযোগ আরম্ভ হবে।" কুমার সিং ধীর স্বরে কহিল।

মহারাজা কহিলেন, "সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব মেয়েটাকে বাঙলাদেশ থেকে বিদায় দেওয়া যেতে পারে, ততই দুশ্চিন্তা কম হবে।"

কুমার সিং কহিল, "ঘটনার এমন নিখুঁত বর্ণনা ওরা পেলে কোথায় ভেবে আমার বিস্ময় জাগে, মহারাজ।"

মহারাজার সঙ্গিনী অন্দর-মহলে প্রবেশ করিয়াছিল। মহারাজা কহিলেন, "আমার গোপনীয় আলোচনাই তাই। যে কাহিনী বাইরের লোকের পক্ষে জানা আদৌ সম্ভব নয়, সেই কাহিনী এমন বিস্তারিতভাবে সংবাদপত্রে প্রচারিত হ'য়ে গেল —এর চেয়ে খুব বেশী বিস্ময় আমার ভাগ্যে একাধিক বার ঘটেনি ; আমি অনুসন্ধান করতে গিয়েছিলুম, কুমার সিং।"

কুমার সিং পরবর্তী কথা শুনিবার জন্য নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মহারাজা পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু আমি সফল হইনি। সংবাদপত্র অফিস পর্যন্ত জানে না, তাঁরা ঠিক কার কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়েছে। অবশ্য তাঁরা জানলেও যে আমার পক্ষে তা' জানা সম্ভব হতো, এমন কোন নিশ্চয়তাও ছিল না।"

কুমার সিং কহিল, "এর পর আপনি কি বিবেচনা করেন, মহারাজ ? পুলিস এই বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার চেষ্টা করবে ?"

মহারাজা হাসিয়া উঠিলেন। মহারাজের—আপাত দৃষ্টিতে সুন্দর—মুখ হাসিলে অদৃশ্য হেতুতে ভয়াবহ আকার ধারণ করিত। তিনি কহিলেন, "মাথা ঘামায়, তবে মাথাই ঘামাবে, কুমার সিং। অতীতে এমন বহু প্রদেশের বহু পুলিসের মাথা ঘেমেছে, আবার স্বাভাবিক উপায়ে শীতলও হ'য়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন আমার তা' নয়। প্রশ্ন আমার, এমন হুবহু সঠিক বিবরণ—যা দেওয়া আমার দলের লোকদের পক্ষেই সম্ভব, বাইরের কোন লোক পেলে কোথায় ?"

কুমার সিং বিষণ্ণ মুখে কহিল, "মহারাজ কি দলের মধ্যে কোন লোককে সন্দেহ করেন ?"

মহারাজা নীরস স্বরে কহিলেন, "আমি অনুসন্ধান করছি। হাঁ ভাল কথা, বর্তমানে কত জন শিকার চালান দেবার মত প্রস্তুত হয়েছে ?"

কুমার সিং কহিল, "এখানকার ডিপোতে মাত্র পনেরো জন আছে, মহারাজ।

তবে অন্যান্য ডিপোতে কত আছে, তা' আমি অনুমান করতেও পারি না।"

"পনেরো জন। সবাই কি বাঙালী?" মহারাজা প্রশ্ন করিলেন।

"না, মহারাজ। বাঙালী মাত্র সাতজন, বাকী সব অন্যান্য প্রদেশের।"

মহারাজা একটা মানস অঙ্ক ভাবিয়া কহিলেন, "আচ্ছা তুমি যাও, কুমার সিং। একবার বীণা বাঈকে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আদেশ পাঠিয়ে দাও।"

কুমার সিং আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল এবং কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অল্প সময় পরে বীণা বাঈ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "বন্দেগী মহারাজ। হুকুম ফরমাইয়ে।

মহারাজা কহিলেন, "বস, বীণা।"

বীণা বাঈ কৃতার্থ হইয়া গেল ও একটি কৌচের উপর উপবেশন করিল।

মহারাজা একটি সিগারেট ধরাইয়া কহিলেন, "তোমার বয়স হচ্ছে, বীণা।"

বীণা এক মুহূর্ত মহারাজের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "অভিজ্ঞতাও তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে, মহারাজ।"

মহারাজা মাথা দোলাইয়া কহিলেন, "হুঁ, তা' পাচ্ছে; কিন্তু কর্মদক্ষতা তেমনি হ্রাস পাচ্ছে, বীণা বাঈ।"

বীণা সচকিত হইয়া কহিল, "আমার অক্ষমতার নিদর্শন, মহারাজ?"

মহারাজা গম্ভীর মুখে কহিলেন, "একটা বাঙালী শিকারকে পোষ মানাতে কত দিন লাগে?"

বীণা বাঈ মৃদু গম্ভীর স্বরে কহিল, "সব মেয়েই সমান নয়, মহারাজ!"

মহারাজা প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "সব মেয়েই সমান, বীণা বাঈ। তাই বলেছিলাম তোমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এসেছে; তোমার ইচ্ছাশক্তির শিথিলতা এসেছে।"

বাণী বাঈ দুঃখিত স্বরে কহিল, "মহারাজা সব কিছুই বলতে পারেন। কিন্তু আমিতো জানি, অতীতে যে সব মেয়েকে পোষ মানিয়েছি, তাদের সঙ্গে এই তপস্বী মেয়েটির পার্থক্য কতখানি! এসব মেয়ের জাতই আলাদা, মহারাজ! এরা কুরূপ, অক্ষম, নিষ্ঠুর স্বামী ত্যাগ ক'রে রূপবান, সক্ষম ও উদার-হৃদয় যুবককে গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তার দিকে ফিরেও চায় না। এরা দরিদ্র স্বামীর ঘরে নুন ভাত খেয়ে হাসি মুখে দিন কাটাবে, তবু প্রাসাদের রাজভোগে এতটুকুও রুচি দেখাবে না। এদের কাছে সতীত্ব জীবনের চেয়েও বড়ো। দরকার হ'লে এরা হাসতে হাসতে সতীত্ব রক্ষার জন্য তুচ্ছ প্রাণ ত্যাগ করবে, তবু অপর দিকে সুখের জীবন যাপন করার মুখে পদাঘাত করবে। আমি এতটুকুও বাড়িয়ে বলছি না, মহারাজ। আমাকে যদি অভয় দেন, তবে বলতে পারি, এই মেয়েটিকে বাছাই করায় বিবেচনা ও বুদ্ধির দৈন্য প্রকাশ পেয়েছে।"

মহারাজের মুখে পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, চমৎকার! আমি এই মুহূর্তে কি ভাবছি জানো, বীণা বাঈ?"

"দাসী অন্তর্যামী নয়, মহারাজ।" বীণা বাঈ নতমুখে কহিল।

মহারাজা ব্যঙ্গ হাসিতে মুখরিত হইয়া কহিলেন, "আমি ভাবছি, তোমার এখানকার চাকরি যদিও যায়, তবু তোমার চিন্তিত হবার কারণ নেই। যে কোন ফিল্ম কোম্পানী তোমাকে লুফে নেবে, বীণা বাঈ?"

বীণা বাঈয়ের মুখে বেদনার আভাস ফুটিয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "আজ থেকে মেয়েটির আহার বন্ধ করেছি। শুনলাম, মহারাজের আদেশও তাই। যদিও এটা শেষ উপায় নয়, তবুও দেখা যাক সফলতা আসে কি না।"

মহারাজা মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "সফলতা আসবে না, বীণা বাঈ। তোমারের মনে যখন এতখানি দুর্বলতা-বোধ কাজ করছে, তখন ট্রেনীর মনঃশক্তি যে প্রবলতর, তাতে আমার সন্দেহ নেই।"

বীণা বাঈ নতমুখে কহিল, "মহারাজের নিকট মিথ্যা গর্ব জাহির করবো, মিথ্যা রিপোর্ট পেশ করবো, এই কি মহারাজা প্রত্যাশা করেন?"

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে বীণা বাঈয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "শোন বীণা বাঈ, আজ থেকে চারদিন সময় তোমায় দিলুম—এর মধ্যে ঐ শিকারকে পোষ মানাতে পারো উত্তম। না পারো, তা' হ'লে যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে আমি ভারার্পণ করবো।"

বীণা বাঈ কিছু বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ কহিলেন, "চুপ করো। আমি যখন আদেশ দিই, তখন আমার মুখের ওপর কারুর কথা বলা বরদাস্ত করতে পারি না। তুমি ঐ শিকারকে বশ মানাবার জন্য যে কোন নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করতে পারো; তবে শিকারের কোন সৌন্দর্য যেন নষ্ট না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ন নজর রাখতে হবে—বুঝেছ, বীণা বাঈ? এখন তুমি যেতে পারো। আজ থেকে ৪ দিন। আশা করি, মনে থাকবে।"

বীণা বাঈ অভিবাদন করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নতমুখে ড্রইংরুম হইতে বাহির হইয়া গেল।

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ ক্ষণকাল কক্ষমধ্যে পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিলেন; এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া কয়েকখানি পত্র মহারাজের টেবিলের উপর রাখিয়া গেল।

মহারাজা একে একে পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। অধিকাংশ পত্রই তাঁহার নারী-ব্যবসায় সংক্রান্ত। একখানি পত্র লাহোর হইতে আসিয়াছে। লাহোরের ভদ্রলোক তপতীর জন্য উন্মাদনা প্রকাশ করিয়া তিন লক্ষ টাকা অবধি দর দিয়া অবিলম্বে তাহাকে পাইবার জন্য দাবি জানাইয়াছে। মহারাজার মুখ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে একখানি পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার প্রফুল্ল মুখভাব অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি টেবিলের উপর সক্রোধে একটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কহিলেন, "শয়তান! আমার সঙ্গে চালাকি! বাঙ্গালী কুত্তা!"

pathagar.net

(৫)

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ যে পত্রখানি পাঠ করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মহারাজ বিক্রমপ্রসাদ!

আমি কোন প্রামাণ্যসূত্রে অবগত হইলাম যে, আপনি বা আপনার নির্দেশে কতিপয় ব্যক্তি এমন সব কার্যকলাপে রত হইয়াছেন, যাহা যে কোন সুসভ্য সমাজের পক্ষে নিন্দনীয় ব্যাপার। আপনি শুনিয়া হয়তো বিস্মিত হইবেন না যে, আমি গত বহুদিন হইতেই আপনার ব্যবসায় সংক্রান্ত দেশব্যাপী কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া পর্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা পাইতেছিলাম। কিন্তু অতীতে নানা জরুরী কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখায় (বহু কাজের পরিচয়—আশা করি, আপনি পাইয়াছেন) আপনার লোভনীয়, নিন্দনীয়, ক্ষমার অযোগ্য, ঘৃণ্য ব্যবসার যোগসূত্র আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই। কিন্তু বর্তমানে আমি বেকার। বেকার শব্দে কি বুঝাইতে চাহিতেছি, তাহা আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি। আমি সুসভ্য নাগরিক। শান্তিপ্রিয়, আইন মান্যকারী, সমাজ-হিতৈষী জড়িত একজন দীন সমাজ-সেবক; সুতরাং আমার হাতে এখন অফুরন্ত সময় আসিয়াছে এবং আপনার অতি আধুনিকতম কর্মতৎপরতার ফলে আপনার সহিত পরিচিত হইবার সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে!

এখন আসল উদ্দেশ্য বিবৃত করি। আপনাকে বলিয়াছি, আমি শান্তিপ্রিয় নাগরিক; সুতরাং আপনি যদি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হন, তাহা হইলে আমার কিছুই করিবার থাকে না সত্য, তবুও আমি সুখী হই।

কয়েক দিন পূর্বে পবিত্র কাশীধামে চন্দ্রগ্রহণ যোগ উপলক্ষ্যে আপনি যে শিকার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, আমি তাহার অবিলম্বে মুক্তি চাই এবং আপনাকে এই কার্যের জন্য আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। অবশ্য আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, এই ঘৃণ্য কার্যের জন্য আপনি কতটা পরিমাণে দায়ী, তাহা হইলেও আপনাকেই পত্র লিখিয়া আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার সুযোগ দিলাম।

অদ্য বেলা ১২টা হইতে আমি ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিব; তাহার মধ্যে আমার পত্রের উত্তর না পাইলে অথবা আমার প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে আমি যথাবিহিত কর্তব্যসাধনে নিজেকে নিয়োগ করিব। আমার বর্তমান স্থায়ী ঠিকানা পত্রের ভিতরেই পাইবেন। ইতি—

দস্যু, কিন্তু বর্তমানে নাগরিক মোহন

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ পত্রখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিলেন; তাহার চোখে মুখে বিজাতীয় ক্রোধ ও ঘৃণা ফুটিয়া উঠিল। তিনি ইলেকট্রিক ঘণ্টার বোতাম টিপিয়া ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন।

অবিলম্বে একজন ভৃত্য প্রবেশ করিলে তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আদেশ দিলেন, "কুমার সিং জলদি বোলাও।"

ভৃত্য দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে কুমার সিং ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল, "মহারাজ, স্মরণ করেছেন ?"

মহারাজা মোহনের পত্রখানি মেঝের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া কহিলেন, "পড়ে দেখ।"

কুমার সিং পত্রখানি উঠাইয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিল। অবশেষে পাঠ শেষ হইলে কহিল, "বাঙালীর স্পর্ধাও কম নয়, হুজুর!"

বিক্রমপ্রসাদ উত্তেজিত পদে কয়েকবার পায়চারি করিয়া ফিরিয়া কহিলেন, "অবমাননার দায়ে কুত্তাকে গ্রেফতার করালে হয় না ?"

কুমার সিং কহিল, "তা' হ'লে তো পুলিসকে জানাতে হয়, মহারাজ। সে কাজ কি সমীচীন হবে ?"

বিক্রমপ্রসাদ গর্জন করিয়া কহিলেন, সোনাপুর স্টেটের রুলিং-প্রিন্স ব্রিটিশ পুলিসের সাহায্য চায় না। ব্রিটিশ পুলিসের সাধ্য নেই, তারা নিজের ইচ্ছায় আমার কোন কাজে প্রতিবন্ধক হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন তা' নয়…"

"আমি বুঝেছি, মহারাজ। কিন্তু আমরা বর্তমানে ব্রিটিশ ভারতে আছি। স্টেটপুলিসের শক্তি এখানে অর্থহীন।" বিনীতভাবে কুমার সিং নিবেদন করিল।

"তবে ?" বিক্রমপ্রসাদ যেন হুঙ্কার ছাড়িলেন।

কুমার সিং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় মহারাজ, এই বাঙ্গালী কুত্তাকে উপেক্ষা করাই সমীচীন। আমরা তো এ কথা জানি, মহারাজের শক্তির নিকট এই সব ব্যক্তি কিরূপ তুচ্ছ আর অসহায়!"

বিক্রমপ্রসাদ কিছু সময় গম্ভীর মুখে পায়চারি করিয়া ফিরিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাও।"

কুমার সিং কুর্নিশ করিয়া বাহির হইয়া গেল। বিক্রমপ্রসাদ আরও কিছু সময় পায়চারি করিয়া ফিরিয়া অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন।

একটি রূপলাবণ্যবতী তরুণী দ্রুতপদে মহারাজার নিকটে আসিয়া হাসিমুখে অপরূপ ভঙ্গীতে কুর্নিশ করিয়া কহিল, "আসুন, মহারাজ। এত দেরি হ'ল যে ? সকলে যে অস্থির হ'য়ে উঠেছে আপনার পথ চেয়ে ?"

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের মুখ হইতে সকল ক্রোধ, জ্বালা চিন্তার আভাস নিঃশেষে মুছিয়া গেল। তিনি হাসিমুখে তরুণীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন।

pathagar.net

(৬)

পরদিন বেলা ১০টার সময় মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ তাঁহার ড্রইংরুমে বসিয়া বীণা বাঈয়ের রিপোর্ট শুনিতেছিলেন; বীণা বাঈ বলিতেছিল, "গতকাল থেকে মুখে জলবিন্দু পর্যন্ত দেয়নি; অথচ তার যে কোন কষ্ট হচ্ছে বা যাতনা পাচ্ছে, মুখ দেখে তা' বোঝবার কোন উপায় নেই, মহারাজ। বরং কিছু খেতে না হওয়ায় সে যেন এই ভেবে সুখী হয়েছে যে, এইবার মৃত্যুবরণ করবার পথে আর কোন অন্তরায় নেই। সত্য বলতে কি মহারাজ, আমি নিজে নারী, নারীর মন জানি, চিনি, বুঝি

বলে আমার সঙ্গত গর্ববোধ থাকা অনুচিত নয় ; তবু আমি স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করছি না যে, এমন নারী আমি কখনও দেখিনি বা থাকতে পারে, ভাবিনি।"

মহারাজা নীরবে শুনিতেছিলেন। কহিলেন, "তারপর ?"

প্রশ্ন শুনিয়া বীণার মুখ শুকাইয়া গেল। সে কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া কহিল, "আমার ধারণা মহারাজ, এই জাতের মেয়ে তিল-তিল ক'রেও যদি তুষের আগুনে পোড়ে, তবুও রাজী হবে না।"

মহারাজা সক্রোধে মেঝের উপর একটি পদাঘাত করিয়া কহিলেন, "রাজী তাকে হ'তেই হবে। আমি আরও তিন দিন অপেক্ষা করবো ; কারণ তোমাকে চারদিনের সময় দিয়েছি আমি। তারপর স্বয়ং এই দুর্বিনীতাকে কেমন ক'রে বশ মানাতে হয়, তা' দেখিয়ে দেবো।"

বাণী ভীত কণ্ঠে কহিল, "মহারাজা অবগত আছেন, এই আমার হাতেই কত শত-শত মেয়ে বশ মেনে মহারাজার ইচ্ছামত পথে চলছে, কত বাঙ্গালী মেয়ে আমার মুখের কথা শুনেই নিজেদের সমর্পণ ক'রে দিয়েছে ; কিন্তু আমার সকল শক্তি, গর্ব চূর্ণ হ'ল এমন মেয়ের কাছে, যাকে দেখলে মনে হয়, এত বিরাট কোমলতা এই রূঢ় সংসারের মাঝে কি ক'রে থাকা সম্ভব। কিন্তু ফুলের রেণুর মত কোমলতার ভিতর যে এমন বজ্র লুকিয়ে থাকে, সে জ্ঞান আমার এই প্রথম, মহারাজ।"

মহারাজা বিরক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি যাও, বীণা বাঈ। কিন্তু আগামী তিনদিনের মধ্যে যদি সফল না হও, তা' হ'লে মনে রেখো, চাকরি তো যাবেই, উপরন্তু অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ থেকেও নিষ্কৃতি পাবে না। না, আমি আর কোন কথা শুনতে চাই না। তুমি যাও।"

মহারাজা একবার 'যা'ও বলিলে আর যে থাকা চলে না, তাহা প্রাসাদের প্রত্যেকটি নর-নারীর নিকট অতি পরিচিত তথ্য। সুতরাং বীণা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে কুমার সিং অপেক্ষা করিতেছিল ; প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল এবং কহিল, "মহারাজ, সিন্ধু থেকে নিচল দাস লিখেছে যে, অবিলম্বে পাঁচ হাজার টাকা প্রয়োজন। প্রায় এক ডজন শিকার জালে পড়েছে।"

মহারাজা উৎফুল্ল স্বরে কহিলেন, "চমৎকার। টাকা পাঠানো হয়েছে ?"

"মহারাজা এখানে রয়েছেন, সুতরাং অনুমতি নেবার প্রয়োজন ছিল, মহারাজ।" কুমার সিং সশ্রদ্ধ স্বরে নিবেদন করিল।

বিক্রমপ্রসাদ কহিলেন, "উত্তম। অবিলম্বে পাঠিয়ে দাও। আর কিছু সংবাদ আছে ?"

"আছে, মহারাজ। পাতিয়ালা থেকে ৬টা শিকারের অর্ডার এসেছে। কত টাকা পাঠাবে জানতে চেয়েছে।" কুমার সিং জানাইল।

মহারাজা কহিলেন, "বিবরণ দিয়েছে ?"

"হাঁ মহারাজ, এই দেখুন।" এই বলিয়া কুমার সিং একখানি পত্র মহারাজের হাতে তুলিয়া দিল।

মহারাজা পাঠ করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "মোটা টাকার অর্ডার, কুমার সিং। কিন্তু কথা হ'চ্ছে বর্তমানে এই অর্ডার কি কলকাতা থেকে পাঠাবার সুবিধা হবে? অর্থাৎ এই স্টক কি এখানে আছে?"

কুমার সিং চিন্তা করিয়া কহিল, "শীঘ্র একটা বাঙালীদের বড় যোগ আসছে, মহারাজ। যদি পাতিয়ালার খরিদ্দার আমাদের সময় দেয়, তা' হ'লে এখান থেকেই পাঠানো যেতে পারবে।"

মহারাজা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "পাতিয়ালার গ্রাহকের রুচির অরিজিনালিটী আছে! অর্ডারে উড়িয়া পর্যন্ত বাদ যায়নি। যাই হোক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ওপর একটা পঞ্চাশ হাজারের ড্রাফট অগ্রিম হিসাবে পাঠাবার জন্য লিখে দাও। আরও জানিয়ে দাও, সমস্ত শিকার সংগ্রহের পর আমরা মূল্য বলতে সক্ষম হব। তারপর?"

কুমার সিং মহারাজার নির্দেশ নোট করিয়া লইতেছিল; শেষ হইলে কহিল, "বর্মার এজেন্ট জানতে চেয়েছে, বর্মী ছাড়া সে অন্য জাতীয় শিকার সংগ্রহ করতে পারে কি-না! কারণ দেখিয়েছে, প্রথমতঃ বর্মী-মেয়েরা কালা-পাণি পার হ'তে চায় না। দ্বিতীয়ত সমুদ্র পার হ'য়ে ভিন্ন দেশে যেতে সে দেশের মেয়েদের এত বিরাগ যে, তাদের জাহাজে স্বেচ্ছায় উঠতে দেখলেও জাহাজের অফিসাররা বিস্মিত হয়, সন্দেহ করে; ভাবে, বুঝি-বা কোন সন্দেহজনক কিছু আছে। এরূপ অবস্থায় শিকার নিয়ে আসা বিপজ্জনক কাণ্ড। অবশ্য এজেন্ট একথাও লিখেছে যে, শিকার এখানে আশাতীতরূপে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

মহারাজা বিক্রম সিং গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন; কহিলেন, "এরকম অনুমতি দিলে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে। কারণ এজেন্টরা খুশিমত যদি শিকার সংগ্রহ করে অর্থাৎ বর্মা যদি ভারতীয়, জাপান যদি ইউরোপীয়, চীন যদি তিব্বতীয় শিকার পাঠাতে থাকে, তা' হ'লে শিকার সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। তা' ছাড়া আমাদের যখন ভিন্ন ভিন্ন অর্ডার বিভিন্ন শিকারের জন্য সংগ্রহ করতে হয়, তখন এরূপ ব্যবস্থায় সম্মতি দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তুমি লিখে দাও, বর্মা এজেন্টকে বর্মা-শিকারই পাঠাতে হবে। অন্য কিছু চলবে না। আর কিছু আছে?"

কুমার সিং কহিল, "আর একটি আছে, মহারাজ। চীন দেশের এজেন্ট এক-চালান শিকার প্রস্তুত রেখেছে; কোথায় পাঠাবে, উপদেশ চেয়েছে।"

বিক্রমপ্রসাদ কহিলেন, "হেড কোয়ার্টারে পাঠাতে লিখে দাও। কারণ অবস্থা যা দেখছি, আমাদের হেড কোয়ার্টারকে রীতিমতভাবে সংস্কার করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমি সেজন্য গভীরভাবে চিন্তা করছি।"

এমন সময় ভৃত্য একখানি পত্র ট্রে'তে করিয়া লইয়া উপস্থিত হইল। সে-সময়ে দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বেলা ১২টা বাজিতেছিল। ভৃত্য পত্রখানি মহারাজার সম্মুখে রাখিয়া বাহির হইয়া গেলে মহারাজা পত্রখানি খাম হইতে বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখভাব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতে লাগিল।

pathagar.net

পত্র পাঠ শেষ হইলে তিনি পত্রখানি কুমার সিংয়ের হাতে নীরবে তুলিয়া দিলেন। কুমার সিং পাঠ করিতে লাগিল।

আমরা পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

মহারাজ বিক্রমপ্রসাদ !

না আমার পত্রের উত্তর, না আমার কাম্যবস্তু পাইয়াছি। বুঝিতেছি, আপনি আমার পত্রের উপর কিছুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। আমি এইরূপই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম ; সুতরাং আশাহত হই নাই। আমার প্রতিজ্ঞামত আমি কর্তব্য কার্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যুদ্ধ করিতে ভালবাসি। অঘোষিত যুদ্ধে—যাহা বর্তমান জগতে একটা রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছে—কাপুরুষতার ভাগই বেশী, এই আমার বিশ্বাস। ইতি—

ভবদীয়

মোহন

পুঃ—আমি আশা করিয়াছিলাম যে, আপনি আমার পত্রখানি পুলিসের হাতে সমর্পণ করিয়া আমার বিরুদ্ধে কেস আনিবেন ; কিন্তু আরও যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক হইয়াছে দেখিয়া পরম খুশি হইয়াছি। আমি যে সোজা পথে চলিতেছি, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ধন্যবাদ !

কুমার সিংয়ের পত্রখানি পাঠ করা শেষ হইলে বিক্রমপ্রসাদ কহিলেন, "তুমি এক কাজ কর, কুমার সিং—এই কুত্তাকে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আগামী কল্য সন্ধ্যার পর সময় স্থির ক'রে একখানা পত্র পাঠিয়ে দাও। অবশ্য পত্রের ভাষা ও কায়দা সবই রাজোচিত হবে। বুঝেছ ?"

কুমার সিং মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "কিন্তু মহারাজ—..."

"আমার আদেশের উপর তর্ক কোরো না, কুমার সিং। আমি জানি, আমি কি, আর কার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাচ্ছি। অতীতের দস্যু মোহনকে হয়তো স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ একটু করা চলতো। কিন্তু বর্তমানে যে লোকটি আমার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবার দুঃসাহস দেখাচ্ছে, এই লোকটিকে আমি মানুষের মধ্যেই গণ্য করি না। যাও, সর্বাগ্রে পত্রখানা লিখে কুত্তাকে পাঠিয়ে দাও, তারপর যা করবার আমি করছি।" কুমার সিং বাহির হইয়া গেল।

"গত কাল এই শিকার কলকাতার পথে পাওয়া গেছে, মহারাজ।" বলিতে বলিতে বীণা বাঈ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মহারাজের স্মরণ হইল ; তিনি কহিলেন, "ও বুঝেছি। সুরেন মিত্তির এরই জন্যে টাকা নিয়ে গেল—না ?"

বীণা বাঈয়ের তাহা জানিবার কথা নহে, সে জানিতও না ; সুতরাং নীরব রহিল। মহারাজা পুনশ্চ কহিলেন, কাঁদছে কেন ?"

বীণা বাঈ একমুখ হাসিয়া কহিল, "প্রথমে সবাই যা ক'রে থাকে, তারই চলছে, মহারাজ। মেয়েটা একেবারে পল্লীগ্রামের, এই প্রথম কলকাতায় এসে বুড়ী মাসীর সঙ্গে ভোরবেলায় গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল পুণ্য অর্জন করতে।

ঘাটে কি একটা ছোট যোগ ছিল ; যদিও বেশী লোক জমেনি, তবুও যা জমেছিল, এদের মত জীবনের পক্ষ তা' প্রচুর বলতে হবে। সুতরাং খুব সহজেই শিকার হস্তগত হয়েছে, মহারাজ।"

কথাবার্তা চলিতেছিল মহারাজার দেশীয় ভাষায় ; সুতরাং যে হতভাগিনী বালিকা অশ্রুতে ভাসিয়া মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর চরণে মুক্তিপ্রার্থনা জানাইতেছিল, সে ইহাদের আলাপের কিছুমাত্র অর্থও বুঝিতে পারিতেছিল না।

মহারাজা লোলুপ-দৃষ্টিতে কিছু সময় হতভাগিনীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "খাসা মেয়ে!"

বীণা মৃদু হাসিয়া কহিল, "শহুরে মেয়ে তো নয় মহারাজ, যে অন্তঃসারশূন্য হবে! পল্লীর জল-বাতাসে, স্বভাবের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা সজীব মেয়ে।"

মহারাজ কহিলেন, "কি বলে ও?"

"বলে, 'আমার বিধবা মা'র আর কেউ নেই। সে অন্ধ। আমি লোকের বাড়ীতে কাজ ক'রে মা'কে খাওয়াই। মরতে কলকাতা দেখবার শখ হয়েছিল—এসেছিলাম। আমাকে তোমরা আমার মা'র কাছে পাঠিয়ে দাও, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন।" হাসিতে হাসিতে বীণা বাঈ মহারাজার গোচর করিল।

মহারাজা কহিলেন, "গরীবের মেয়েকে গয়নার লোভ দেখাও, টাকার লোভ দেখাও, ভাল কাপড়-জামা প'রতে দাও—আপনা হ'তে বশ হ'য়ে যাবে। তা' না ক'রে তুমি একে নিয়ে কি করছ?"

মহারাজার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল দেখিয়া বীণা বাঈ কহিল, "সে সব হ'য়ে গেছে, মহারাজ। গয়নার স্তূপ আর ভাল কাপড়-জামা এই দেমাকী মেয়ে পায়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলেছে, 'ছেঁড়া কাপড় আর শাক-ভাত—এর বেশী আমি কিছুই চাই না ; তোমরা আমাকে দয়া ক'রে ফিরিয়ে দিয়ে এস।' এই বলে দিন-রাত কাঁদছে।"

মহারাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ওর বিবাহ হয়েছে?"

"না, মহারাজ।" বীণা বাঈ কহিল।

"শুধু এক বুড়ী অন্ধ মায়ের জন্য ওর এত কান্না! বোঝাও শক্ত ব্যাপার দেখছি!" এই বলিয়া মহারাজা হতভাগীকে ইঙ্গিতে নিকটে আহ্বান করিলেন।

মেয়েটি এতক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। হতভাগিনী ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে মহারাজার বেশ-ভূষা দেখিয়া তাঁহাকে বাড়ীর কর্তা ভাবিয়া লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পায়ের নিকট বসিয়া পড়িল এবং দুই হাতে তাঁহার পদদ্বয় ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, 'আপনি আমার বাবা, আপনি আমাকে আমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিন—ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

পিতা সম্বোধনে মহারাজা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বীণা বাঈকে কহিলেন, "কাকে কি সম্বোধন করতে হয়, তাও তুমি শিক্ষা দাওনি? তোমার দ্বারা কাজ চলা ক্রমশ অসম্ভব হ'য়ে উঠছে।" বালিকার দিকে চাহিয়া কঠিন স্বরে কহিলেন, "উঠে দাঁড়াও!"

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। মহারাজা পুনশ্চ কহিলেন, "এখানে খুব সুখে থাকবে, কি হবে পরের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করে? এখানে ভাল খাবে, ভাল পরবে, তোমার বড় ঘরে বিয়ে দেবো।"

বোকা মেয়েটি একমনে শুনিতেছিল; কহিল, "তোমরা কেন দেবে? আমি তোমাদের কে?"

মহারাজা হাসিয়া কহিলেন, "আমরা তোমার কে—কিছুদিন থাকো, বুঝতে পারবে।"

মেয়েটি গম্ভীর মুখে কহিল, "আমি বুঝতে চাই নে। আমি জানি, তোমাদের মতলব ভাল নয়। আমি দেখেছি, তোমরা সব পরের মেয়েদের ধরে এনে রেখেছ। কেন রেখেছ, তাও আমি বুঝেছি। কিন্তু আমি মরে যাবো, তবু তোমাদের কোন কথা শুনব না। হয় আমাকে আমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও, নয় আমি একদিন পালিয়ে যাবো।"

মহারাজা কহিলেন, "পালিয়ে যাবে? কি ক'রে যাবে?" মহারাজা সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন; হাসির বেগ কমিলে কহিলেন, "তোমার বয়েস কত?"

মেয়েটি ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া কহিল, "তুমি পিশাচ, তুমি নীচ, তুমি আমার দিকে অমন রাক্ষুসে চোখে চেয়ো না বলছি। আমি তা'হলে দেওয়ালে মাথা ঠুকে এখনি মরে যাবো।"

মহারাজা সবিস্ময়ে বীণা বাঈয়ের দিকে চাহিলেন। বীণা কহিল, "বাঙালী মেয়েগুলো এমনই ভাবপ্রবণ। এত জাতের মেয়ে দেখলাম, কিন্তু বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে কারও মিল নেই। এদের বিবাহিতা মেয়েরা স্বামীকে ভাবে দেবতা, সতীত্বকে ভাবে পরমনিধি। এরা অন্য পুরুষের দৃষ্টি পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। এরা তুচ্ছ ঘটনায় মরে!"

বীণা বাঈয়ের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া মহারাজা কহিলেন, "তুমি এটাকে ভিতরে রেখে এস। আমার আর একে সহ্য হচ্ছে না। আমি একবার তপতীকে দেখতে চাই, তাকে নিয়ে এস।"

বীণা বাঈ মেয়েটিকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। মেয়েটির গমনভঙ্গির দিকে চাহিয়া মহারাজার চক্ষু অপলক হইয়া রহিল। পরে তিনি অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, "অদ্ভুত, চমৎকার, এরা অমূল্য!"

অল্প সময় পরে বীণা বাঈ একা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তপতী দু'দিনের অনাহারে এত দুর্বল হ'য়ে পড়েছে যে, তার ওঠবার আর বিন্দুমাত্রও শক্তি নেই। সে নির্জীব লতার মত বিছানার উপর পড়ে আছে। মহারাজা যদি দয়া ক'রে তার ঘরে যাবার কষ্ট স্বীকার করেন, তা' হ'লে……"

বীণা বাঈয়ের কথা অসমাপ্ত রহিল। মহারাজা কহিলেন, "চল, যাই।"

বীণা বাঈয়ের পশ্চাতে মহারাজা প্রাসাদের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটি খাটের বিছানার উপর যেন খানিকটা জমাট বিদ্যুৎ পড়িয়া রহিয়াছে। সে দৃশ্যে দেখিয়া তাঁহার চক্ষুর পলক আর পড়িতে চাহিল না। তিনি নির্নিমেষ

দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বীণাকে নিম্নস্বরে কহিলেন, "ঘুমুচ্ছে ?"

বীণা নত স্বরে কহিল, "অত্যন্ত দুর্বল হ'য়ে পড়েছে, ঘুমিয়ে পড়া আশ্চর্য নয়।"

"প্রাণের ভয় কিছু নেই তো ?" মহারাজা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন।

বীণা কহিল, "দুদিনের উপবাসে প্রাণ বার হয় না, মহারাজ। এমন দাম্ভিকা নারী আমি জীবনে আর দ্বিতীয় দেখিনি। আমার ইচ্ছা যায়, চাবুক মেরে ওকে শায়েস্তা করি।"

মহারাজা কহিলেন, "প্রয়োজন হ'লে তাও করতে হবে। আজ এই রকমই থাক। কাল ওর সামনে সুখাদ্য রেখে ওকে প্রশ্ন করবে, ও আমাদের কথা মেনে চলতে সম্মত কি-না। তারপর পরবর্তী প্রোগ্রাম ঠিক করা হবে। কিন্তু সর্বদা লক্ষ রাখবে, ওর দৈহিক সৌন্দর্য যেন কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়। দর তা' হ'লে কমে যাবে।"

"আমি তা' বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি, মহারাজ।" বীণা বাঈ ধীর স্বরে নিবেদন করিল।

মহারাজা আরও কিছু সময় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং বীণাকে সঙ্গে আসিতে আদেশ দিয়া ড্রইংরুমে উপস্থিত হইলেন।

মহারাজা একখানি কৌচের উপর উপবেশন করিয়া কহিলেন, "বর্তমানে এখানে ওই দুজন ছাড়া অন্য কোন ট্রেনী নেই—না ?"

"না, মহারাজ। তবে অন্যান্য জন-পনেরো কয়েক দিনেই পোষ মেনে হারেমে বাস করছে, আপনি তা' অবগত আছেন।" বীণা নিবেদন করিল।

মহারাজা কহিলেন, "তা' আছি। অনেকগুলো শিকার জমেছে এখানে, অর্ডারও প্রচুর এসেছে ; আগামী দু'দিনের মধ্যে পোষাদের মধ্যে একটিও বোধ হয় থাকবে না, সব চালান হ'য়ে যাবে। কিন্তু তপতী মেয়েটার জন্যই যে আমার বড্ড বেশী উদ্বেগ। ওর যা অবস্থা দেখলাম, আগামী এক মাসের মধ্যে চালান দেওয়া সম্ভব হবে কি-না, তাও-তো বুঝতে পারছি না।"

বীণা বাঈ নীরবে বসিয়া রহিল দেখিয়া মহারাজা পুনশ্চ কহিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না যে ?"

"মহারাজা তো উত্তর চাননি!" বীণা সম্ভ্রম স্বরে কহিল।

মহারাজা ক্ষণকাল একদৃষ্টে বীণার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "বুঝেছি। কিন্তু এখনও দু'দিন সময় আছে, বীণা বাঈ। আশা করি, তুমি এমন লোভনীয় আস্তানা সহজে ছাড়তে সম্মত হবে না।"

"না, হবো না, মহারাজ।" বীণা বাঈ নীরস স্বরে কহিল।

একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়া একটি কার্ড মহারাজের হাতে দিয়া কহিল, "এক-জন সাহেব দেখা করতে এসেছেন, মহারাজ।"

মহারাজা কার্ডখানি পাঠ করিয়াই কহিলেন, "বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী! উত্তম! বীণা, তুমি আপন মহলে যাও।" ভৃত্যের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "সাবকো সেলাম দেও।"

pathagar.net

বীণা বাঈ ও ভৃত্য উভয়ে বিভিন্ন দিকে বাহির হইয়া গেল।

(৭)

মোহন আপন প্রাসাদের ড্রইংরুমে প্রবেশ করিবার সময় কহিল, "দাদুর জলযোগ হয়েছে তো?"

"হাঁ ভাই, হয়েছে, এস।" রায়বাহাদুর স্মিতমুখে মোহনের বাড়ীতেই মোহনকে আহ্বান করিলেন।

মোহন রায়বাহাদুরকে নমস্কার করিয়া কহিল, "আমি সারা পথ আপনার চিন্তা করতে করতেই আসছি, দাদু।"

রায়বাহাদুর কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া কহিলেন, "কিছু সংবাদ আছে কি ভায়া?"

একান্তে নীরবে উপবিষ্ট রমার দিকে একবার চাহিয়া মোহন কহিল, "আপনি তো এখন কয়েকদিন কলকাতাতেই থাকবেন, দাদু?"

"তুমি যদি আদেশ করো ভাই, তা'হলে থাকতেই হবে।" রায়বাহাদুর পরম স্নেহভরে চাহিয়া কহিলেন।

মোহন কহিল, "আচ্ছা দাদু, তপতী দেবীর একখানা ফটোও কি সঙ্গে আনেন নি?"

"ফটো! না ভাই, আনিনি। তবে আমি বোধ হয় যোগাড় করতে পারিব।" রায়বাহাদুর চিন্তিত মুখে কহিলেন।

"তাই করুন। কারণ আমি তো তাঁকে কখনও দেখিনি। অবশ্য ক্রমাগত বর্ণনায় আমার মনে আপনার নাতনীর একটা জ্বলজ্বলে ছবি ফুটে উঠেছে। তা' হলেও কল্পনা অনেক সময়ে বাস্তবের সঙ্গে গণ্ডগোল বাধায়। আচ্ছা দাদু, আপনার কোন দিন এমন গণ্ডগোল বেধেছিল?"

রায়বাহাদুর বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, "অর্থাৎ?"

রমা মৃদু হাসিয়া কহিল, "ওঁর কথা শুনবেন না, দাদু। উনি আপনাকে বিদ্রূপ করছেন।"

"না দাদু, না। আমি হলফ ক'রে বলছি, আমি বিদ্রূপ করছি না। কারণ আমি ও বস্তুটা যে কী, তা' নিজেই জানি না।" মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল।

রায়বাহাদুর কহিলেন, "তবে একটু প্রাঞ্জলভাবে বল ভায়া, যদি বুঝতে পারি!"

মোহন রমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "না থাক, দাদু। হাঁ, আর এক কথা—কল্যাণকুমার নাকি কলকাতায় আসছেন?"

রায়বাহাদুর বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আসছেন? কৈ, আমি তো কিছুই শুনিনি, ভায়া!"

"হাঁ, আসছেন। না এসে কি থাকতে পারেন! তিনি কাল সকালে হাওড়ায় পেঁছিবেন।" এই বলিয়া মোহন কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "ভালই হ'ল, দাদু। তিনিই তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।"

pathagar.net

রায়বাহাদুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে মোহনের দুই হাত ধরিয়া কহিলেন, "আমাকে আর অন্ধকারে রেখো না, দাদা। দয়া ক'রে বলো, তুমি কি হতভাগীর সন্ধান পেয়েছ?"

"আঃ! ছাড়ুন দাদু। হাতটা আমার ছিঁড়ে গেল যে!" এই বলিয়া মোহন কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তবে শুনুন, দাদু; আমি আপনার নাতনীর সংবাদ পেয়েছি।"

"পেয়েছ? সে বেঁচে আছে? তপতী-ধন আমার বেঁচে আছে, ভায়া?" রায়বাহাদুরের চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

মোহন সান্ত্বনার স্বরে কহিল, "অস্থির হবেন না, দাদু। আমি সন্ধান পেয়েছি, তিনি ভাল আছেন, বেঁচে আছেন এবং কলকাতাতেই আছেন; কিন্তু এমন এক শক্তির খপ্পরে পড়েছেন যে, তার কাছ থেকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত কিছুই নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না।"

রায়বাহাদুর উল্লসিত স্বরে কহিলেন, "পুলিসের সাহায্য নিয়ে দুর্বৃত্তকে গ্রেফতার করো, ভায়া। আমি বরং পুলিস কমিশনারের কাছ হ'তে তোমার যে সাহায্যের প্রয়োজন, বলো—বন্দোবস্ত ক'রে আসছি। আর কোন বাধা আছে?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "আপনি অস্থির হবেন না, দাদু। আমার যা প্রয়োজন, আমিই সংগ্রহ করব। কারণ সে স্থান এমন এক স্থান, যেখানে পুলিস পর্যন্ত প্রবেশ করতে সাহস পায় না। পুলিসের চোখের ওপর অন্যায় অনুষ্ঠিত হ'লেও সে দুর্গম-যাত্রায় তারা সাহস করে না।"

রায়বাহাদুর পরমাশ্চর্য বোধ করিয়া কহিলেন, "এমন কি স্থান আছে, যা পুলিসের পক্ষেও দুর্গম?"

"দুর্গম নয় দাদু, নিষিদ্ধ স্থান।" এই বলিয়া মোহন রমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিল এবং রায়বাহাদুরের দিকে ফিরিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমার এই অনুরোধ আপনার নিকট, আপনি বৃথা উদ্বেগে ভেঙ্গে পড়ে অনাবশ্যক দুঃখ বোধ করবেন না। কারণ সময় না হ'লে যখন বিধাতার রাজ্যে ধূলিকণাটি পর্যন্ত বাতাসে উড়ে না, তখন আমাদের পক্ষেও গভীর সমুদ্রের মত শান্ত ও স্থির থাকা উচিত নয় কী?"

রায়বাহাদুর একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কহিলেন, "গভীর সমুদ্রের উপরি ভাগ শান্ত মনে হ'লেও তার বুকের ভিতর যে তীব্র স্রোত ও তাণ্ডব উন্মাদনা চলে, তাকে চোখে দেখা না গেলেও তা অস্বীকার করা চলে না, ভায়া!"

মোহন সহাস্যে কহিল, "আমিও ঠিক তাই বলছি, দাদু। মানুষের মনের ভিতর অশান্তি, উদ্বেগের মহা ঝড় বয়ে গেলেও মুখের আবরণ যে মানুষ অবিকৃত রাখতে পারে, তাকেই না লোকে জ্ঞানী মহাপুরুষ বলে ভক্তি করে, সম্মান দেয়! এমন সব মানুষই আজকাল এই জগতকে পরিচালিত করছে। নয় কি, দাদু?"

এমন সময় বিলাস দ্বারদেশ হইতে কহিল, "চিঠি এসেছে, কর্তা।"

রমা কহিল, "কার চিঠি, বিলাস? দেখি?"

মোহন সোল্লাসে কহিল, "এসেছে ?" নিয়ে আয় বাবা, আমি এরই জন্য অপেক্ষা করছি।"

বিলাস একখানি পত্র মোহনের হাতে তুলিয়া দিল ও বাহির হইয়া গেল। রায় বাহাদুর মোহনের ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

মোহন পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল। আমরা পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"প্রিয় মহাশয় !

আপনার অদ্যকার তারিখের পত্র-প্রাপ্তির স্বীকৃতি জানাইতেছি। পত্রে উল্লিখিত বিষয়বস্তু পাঠ করিয়া মহারাজা বাহাদুর সাতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি আমাকে জানাইতে আদেশ দিয়াছেন যে, আপনি নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আপনি বিভিন্ন ব্যক্তির বিষয়ের সহিত আমাদের জড়িত করিয়া আমাদের উপর ঘোরতর অবিচার করিয়াছেন। যাহা হউক, আপনার ভ্রম অপনোদন করা একান্ত সমীচীন ভাবিয়া শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর প্রীত হইয়া আপনাকে অদ্য সন্ধ্যা ৭টার সময় দর্শন দান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

অতএব আমি লিখিতেছি, আপনি অদ্য উক্ত সময়ে প্রাসাদ ফটকে উপস্থিত হইবেন, সেখানে আপনাকে আহ্বান করিয়া লইবার জন্য মহারাজা বাহাদুরের প্রতিনিধি অপেক্ষা করিবেন। ইতি

কুমার সিং
সোনাপুর স্টেট মহারাজা বাহাদুরের
প্রাইভেট সেক্রেটারী

মোহন পত্রখানি পাঠ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং রমার ও রায়বাহাদুরের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে চাহিয়া কহিল, "আজ অদৃষ্টে রাজভোগ জুটে গেছে, দাদু। সোনাপুর স্টেটের নাম শুনেছেন ? মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ এই করদরাজ্যের রাজা। নিজের সৈন্য আছে, কেল্লা আছে, সেনাপতি আছে। আয় বৎসরে প্রায় এক কোটি টাকা। তবু ব্যবসায়ে মন দিয়েছেন। এমন একটি অদ্বিতীয় মহাপুরুষের কথা আপনি কি জানেন, দাদু ?"

রায়বাহাদুর শুনিতেছিলেন ; সবিস্ময়ে কহিলেন, "মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ ব্যবসায়ে মন দিয়েছেন ?"

"হাঁ দাদু, হাঁ ! 'স্বনাম পুরুষোধন্য' একটা শ্লোক আছে না ? ইনিও তাই। পৈতৃক সম্পত্তির কোটি টাকা আয় থাকা সত্ত্বেও নিজে লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের জন্য ব্যবসা ফেঁদেছেন। অদ্ভুত ব্যক্তি, অদ্ভুত ব্যবসা, অদ্ভুত সমস্যা, দাদু।"

রায়বাহাদুর বিহ্বল চিত্তে কহিলেন, "ওসব তুমি কি বলছ, ভায়া ?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না, দাদু ? এই দেখুন, কি রকম মোলায়েম ভাষায় পত্র। আজ সন্ধ্যা ৭ টার সময় মহারাজা বাহাদুর পরম প্রসন্ন হইয়া এই মহাপাতককে দর্শন দান করিবেন ! এর চেয়ে পরম সৌভাগ্যের কথা আপনি কিছু ভাবতে পারেন কি দাদু ?" মোহন পত্রখানি রায়বাহাদুরের হাতে তুলিয়া দিল।

pathagar.net

রায়বাহাদুর পকেটে হাত দিয়া চশমা খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা অন্য জামার পকেটে থাকায় খুঁজিয়া পাইলেন না। কহিলেন, "কি ব্যাপার, তুমিই পড়ে শোনাও, ভায়া। আমি চশমা জোড়াটা খুঁজে পাচ্ছিনে।"

রমা নীরবে বসিয়াছিল; সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আর নয় দাদু, এবার আপনি খাবেন চলুন; অনেক বেলা হয়েছে।"

রমা অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়াই পুনরায় দাঁড়াইয়া পড়িল।

মোহনের দিকে চাহিয়া রায়বাহাদুর রমাকে কহিলেন, "ভায়া?"

"ওঁর এখন অনেক কাজ বোধ হয় সারতে বাকী আছে। আপনি খেয়ে নেবেন আসুন, দাদু।" এই বলিয়া রমা অগ্রসর হইল।

মোহন কহিল, "দেখ, দাদুর আহারে যেন কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়, রমা।"

রমা গোপন কটাক্ষে স্বামীকে বিদ্ধ করিয়া মৃদু হাসিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

(৮)

সেদিন অপরাহ্ণে মোহন তাহার অধ্যয়ন-কক্ষে বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছিল। তাহার সম্মুখে বসিয়া রমা একাগ্র চিত্তে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মোহনের পত্র লেখা হইলে সে কহিল, "অবশ্য আমি নিরস্ত্র হয়েই যাচ্ছি। কারণ তাতে বিপদের আশঙ্কা কম থাকে। বিশেষ ক'রে যে সময় আমি নৈষ্ঠিক অহিংসবাদী হ'য়ে জীবন যাপন করছি, ঠিক সেই সময়ে এমন একটা বিষয়ে আমাকে জড়িয়ে ফেলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছে, রানী!"

রমা ভীত কণ্ঠে কহিল, "উদ্বিগ্ন করেছে? কোন ভয়ের কারণ আছে না-কি? যদি ভয় থাকে, তবে আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না?"

মোহনের মুখে স্নিগ্ধ হাসিয়া ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "মোহনের জীবনে ঐ একটিমাত্র বস্তুই নেই, রমা। ভয় কাকে বলে, তা' আমি আজ পর্যন্ত জানিনি। কিন্তু উদ্বেগ মানে ভয় নয়; আমি শুধু এই কথা ভেবেই উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছি যে, যে-পথে চলে যে কাজ দু'ঘণ্টায় শেষ করতে পারতাম, সেই কাজ এই নূতন পথে চলে কতদিনে যে শেষ করতে পারবো, তা' জানিনে।"

রমার মুখভাব পরিষ্কার হইল না। সে কহিল, "নেই বা রাজবাড়ীতে গেলে!"

মোহন হাসিয়া উঠিল। কহিল, "যেখানে যেতে পাবার জন্য সাধনা করছিলাম, সেখানে যাবার সুযোগ পাবার পর না যাওয়ায় কোন্ শান্তি, কোন সফলতা অর্জন হবে, রানী?"

রমা ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, "কাজ নেই আমার সফলতায়। যে কাজে গেলে তোমার প্রাণের আশঙ্কা থাকে, সে কাজে আমি কোন কিছুর জন্যই তোমাকে যেতে দিতে পারবো না। তাতে যা' হয় হবে। যে কোন ক্ষতি হয় হোক, আমি তা' সহ্য করবো, তবু তোমাকে যেতে দেবো না।" রমা মুখ ম্লান করিয়া রহিল।

মোহন রমার একখানি হাত ধরিয়া মৃদু চাপ দিয়া কহিল, "আমাকে এতখানি

দুর্বল ভেবে অশ্রদ্ধা করছ কেন বল-তো ? তুমি কি ভুলে গেলে, আমি সেই মোহন—যে একা একটা রেজিমেণ্টের সঙ্গে লড়াই ক'রে জয়লাভ করেছে ? যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের জেল থেকে ঘোষণা ক'রে বার হয়ে আসে ? না রানী, আমার সব সহ্য হয়, সহ্য হয় না করুণার বাণী, কৃপার অভিব্যক্তি !"

রমা ক্ষণকাল নতমুখে থাকিয়া কহিল, "তবে বল, রাজবাড়ীতে গেলে তোমার প্রাণের কোন ভয় নেই-তো ?"

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, "মোহনের প্রাণের ভয় ! না রমা, আমার প্রাণের আশঙ্কা আমি করি না। অতীতের দস্যু মোহন প্রাণের ভয় করলে তার অনুগামীরা কি ভাববে বল-তো, রানী ? তবে……"

"তবে কি বলো ?" রমা আগ্রহে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল।

মোহন কহিল, "তবে শত্রুকে কখনও দুর্বল ভাবতে নেই। আমিও সমস্ত বিবেচনা ক'রে দেখে তবে যাওয়ার বিষয় স্থির করব। কিন্তু যদি বুঝি আমার ভুল হয়নি, তা' হ'লে রাজপ্রাসাদকে সমতল ভূমিতে পরিণত ক'রেও আমি নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করবো।"

মোহন ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, ৬টা বাজিতেছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পুনশ্চ কহিল, "আমি মোটর নিয়ে যাবো না। আমি রাত্রি ১১টার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে আসব। বাড়ীতে এসে আহার করব। আমাকে বিদায় দাও, রানী।"

রমার চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। সে এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া মোহনের বক্ষে মাথা রাখিয়া কহিল, "এগারোটার বেশী এক মিনিট দেরী হ'লে আমি অস্থির হবো, মনে রেখো !"

মোহন বিস্মিত স্বরে কহিল, "তোমার এতখানি ভয় ও আকুলতার হেতু কি, রানী ? কখনও তো তোমাকে এরূপ উতলা হ'তে দেখিনি !"

রমা স্বামীর বক্ষের উপর মুখ রাখিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া রহিল, একটি কথাও কহিল না।

মোহন স্নিগ্ধ স্বরে ডাকিল, "রানী !"

রমা ধীর কণ্ঠে কহিল, "বলো ?"

"আমার প্রশ্নের জবাব দেবে না ?" মোহন সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল।

রমা লজ্জিত কণ্ঠে কহিল, "মনের কৈফিয়ত দিতে হয় কেমন ক'রে, তা'-তো জানিনে !"

মোহন রমার পৃষ্ঠে দুইবার মৃদু স্পর্শ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং রাত্রি ১১টার মধ্যে ফিরিবে পুনশ্চ এই নিশ্চয়তা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

রমা নিশ্চল প্রতিমার মত সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া দ্রুতপদে পিছনের বাতায়ন-পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখিল, স্বামী দুইবার বাড়ীর দিকে চাহিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এদিকে মোহন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি খালি ট্যাক্সি যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে থামাইয়া আরোহণ করিল এবং কি ভাবিয়া পোর্ট-

pathagar.net

অফিসে যাইবার জন্য আদেশ দান করিল।

মোহন রমার অদ্যকার দুর্বলতাটুকু দেখিয়া মনে মনে অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করিয়া ভাবিল, রানী যদি তাহাকে এমন স্বর্গীয় প্রেমে বাঁধিয়া না রাখিত, তাহা হইলে কি তাহার মত দস্যুর পক্ষে এরূপ স্বাভাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব হইত? না, আজ গৃহের এমন পরিপূর্ণ এবং পবিত্র আকর্ষণের অপূর্ব স্বাদ অনুভব করিয়া ধন্য হইবার সম্ভাবনা ঘটিত?

মোহন দুই চক্ষু মুদিত করিয়া চিন্তা করিতেছিল; সহসা ট্যাক্সি থামিয়া গেল এবং ড্রাইভার কহিল, "পোস্টাফিস, হুজুর।"

মোহন ট্যাক্সিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দ্রুতপদে পোস্টাফিসের ভিতর প্রবেশ করিল এবং অনতিবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করিয়া ট্যাক্সিকে বালিগঞ্জ স্টেশন অভিমুখে যাইবার জন্য আদেশ দান করিল।

বালিগঞ্জ ষ্টেশনের ধার দিয়া যে পথ রেলপথ উত্তরাভিমুখে গিয়াছিল, সেই পথ দিয়া ট্যাক্সি ছুটিতে লাগিল এবং অবিলম্বে সোনাপুর স্টেটের মহারাজার প্রাসাদের গেটের নিকট উপস্থিত হইয়া থামিয়া গেল।

মোহন ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, সাতটা বাজিতে তখনও কয়েক মুহূর্ত বিলম্ব আছে। মোহন ট্যাক্সি হইতে অবতরণ করিয়া ড্রাইভারকে কহিল, "তুমি অপেক্ষা করবে?"

বাঙালী ড্রাইভার কহিল, "কত দেরি হবে, হুজুর?"

মোহন কিছু সময় চিন্তা করিয়া কহিল, "তা' ঘণ্টাখানেক হ'তে পারে।"

ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, "অপেক্ষা করব, হুজুর।"

মোহন খুশি হইয়া যেমন মুখ ফিরাইবে, অমনি ভীমকায় চাপরাস ও অস্ত্রে সজ্জিত এক ব্যক্তি তাহাকে অভিবাদন করিতেছে দেখিতে পাইল। মোহন লোকটির দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। লোকটি কহিল, "আপনি কি চান?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমি মহারাজা-বাহাদুরের আমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

"আসুন, হুজুর।" এই বলিয়া ভীমকায় লোকটি গেটের প্রহরীদের ইঙ্গিত করিল। প্রহরীরা ভীষণ শব্দে লৌহ-ফটক মুক্ত করিয়া বন্দুক নামাইয়া স্যালিউট প্রথায় দাঁড়াইল।

মোহন প্রহরীদিগের ভাবময় মুখের দিকে এক মুহূর্ত হাস্যদীপ্ত মুখে চাহিয়া দ্বিধাহীন মনে লৌহ-ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর মোহন শুনিতে পাইল, তাহার পশ্চাতে বৃহৎ লৌহ-দ্বার কর্কশ শব্দে বন্ধ হইয়া যাইতেছে।

ভীমকায় ব্যক্তিটি প্রাসাদের আঙ্গিনা পার হইয়া প্রাসাদ-হলে উপস্থিত হইলে দুইজন সুসজ্জিত কর্মচারী অগ্রসর হইয়া আসিয়া মোহনের ভার গ্রহণ করিল এবং মোহনকে অভিবাদন করিয়া তাহাদের সহিত যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

pathagar.net

মোহন চারিদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের পশ্চাতে অগ্রসর হইতে লাগিল। দ্বিতলে আরোহণ করিয়া মোহন অন্য একজন কর্মচারীর হস্তে অর্পিত হইল। কর্মচারী মোহনকে অভিবাদন করিয়া ও তাহাকে অনুসরণ করিবার ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইলে মোহন আর নীরবে থাকিতে না পারিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহার হাসির শব্দে কর্মচারীটি দাঁড়াইয়া কারণ অনুসন্ধানের জন্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলে সে কহিল, "আর কত হাত বদল হ'তে হবে আমাকে?"

কর্মচারী গম্ভীর মুখে কহিল, "সম্মানিত ব্যক্তিগণের জন্য রাজপ্রাসাদের চিরাচরিত প্রথাকে বিদ্রূপ করতে নেই, স্যার। আপনি দয়া ক'রে আসুন।"

"তা' যাচ্ছি। কিন্তু মহারাজা বাহাদুরের হাতে পৌঁছতে আর বিলম্ব কত জানতে পারি?" মোহন প্রশ্ন করিল।

কর্মচারী কহিল, "সকলই মহারাজা-বাহাদুরের প্রসন্নতার উপর নির্ভর করছে।"

দ্বিতলের দক্ষিণ বারান্দা অতিক্রম করিয়া তাহারা পূর্ব দিকে উপস্থিত হইলে অপর একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আসিয়া হাস্যমুখে মোহনকে আহ্বান করিল। কহিল, "আসুন, আসুন। আমি মহারাজা বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী কুমার সিং।"

মোহন অতিমাত্রায় খুশি হইয়াছে এইরূপ ভাব দেখাইয়া কহিল, "ওঃ! আপনি আমাকে পত্র লিখেছিলেন?"

মোহনের উক্তির অর্থ কি হইতে পারে বুঝিতে না পারিয়া কুমার সিং বিনীত স্বরে কহিল, "ধন্যবাদ! আসুন আমার সঙ্গে।"

"আপনি আবার কত দূরে নিয়ে ছাড়ছেন, মিঃ কুমার সিং?" মোহন পশ্চাতে চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল।

কুমার সিং সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়া কহিল, "আপনার বিশেষ কিছু অসুবিধা হবে না, স্যার! তা' ছাড়া আমরা এসে পড়েছি।"

কুমার সিং মোহনকে লইয়া একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিল।

মোহন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িল। সে বহু ধনীর গৃহে পদার্পণ করিয়াছে, বহু রাজার ড্রইংরুম দেখিয়াছে, কিন্তু এরূপ অপূর্ব বৈজ্ঞানিক প্রথায় সজ্জিত আর কোনও ড্রইংরুমের দর্শন সে ইতিপূর্বে পায় নাই।

কুমার সিং বিনীত কণ্ঠে কহিল, "বসুন।"

মোহন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেখিল, কক্ষে বহু মূল্যবান বসিবার স্থান থাকা সত্ত্বেও কুমার সিং একটি বিশিষ্ট আসনে তাহাকে বসিবার জন্য বার বার ইঙ্গিত করিয়া দেখাইতেছে। মোহন অন্য একখানি কৌচের উপর উপবেশন করিয়া কহিল, "মহারাজকে দয়া ক'রে খবর দিন।"

"তিনি সংবাদ পেয়েছেন। এখনি এখানে আগমন করবেন।" কুমার সিং বিনীত কণ্ঠে কহিল।

মোহন কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল; অকস্মাৎ একটি

তাহার সমধিক দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করিল। মোহন কুমার সিংয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "ওটা কি জিনিস ?"

কুমার সিং মোহনের নির্দেশ অনুসরণ করিয়া একবার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোন জবাব না দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মোহন বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছিল ; কিন্তু কুমার সিংয়ের কোন উত্তর না পাইয়া কহিল, "ও বুঝেছি।"

মোহন কি বুঝিয়াছে, তাহা জানিবার কোন কৌতূহল কুমার সিংয়ের আছে কি-না বোঝা গেল না। সে যেমন নীরবে ভাবহীন মুখে নত-দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

অকস্মাৎ পশ্চাদ্দিকের দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। দ্বার মুক্ত হওয়ার শব্দে মোহন পিছনে ফিরিয়া দেখিল, একটি সুদর্শন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি রাজোচিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া শান্ত ও গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মোহন কৌচ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ কক্ষ-মধ্যস্থলে আসিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "বসুন।" কুমার সিংয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "মোহনবাবুর......"

মোহন তীব্রস্বরে বাধা দিয়া কহিলেন, "আমাকে দয়া ক'রে 'বাবু' বলবেন না।"

"তবে কি 'মিষ্টার' বলবো ?" মহারাজা সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন।

মোহন তীব্র কণ্ঠে কহিল, "না, 'মিষ্টার'ও নয়। আপনি আমাকে শুধু 'মোহন' বলে ডাকবেন। তাতেই আমি বিশেষ খুশি হবো, মহারাজ।"

"উত্তম। তাই হবে।" এই বলিয়া মহারাজা কুমার সিংয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি যাও, এক কাজ করো-গে। মোহনের ট্যাক্সি মিথ্যে বাইরে অপেক্ষা করছে, তুমি ভাড়া আর বকশিশ দিয়ে বিদেয় ক'রে দাও, কুমার সিং।"

কুমার সিং আবক্ষ নত হইয়া কহিল, "যথা আজ্ঞা, মহারাজ।"

মহারাজা কহিলেন, "আর এক কথা। আমি এই বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথির সঙ্গে বহু প্রয়োজনীয় এবং গোপনীয় আলাপে রত থাকবো ; আমি আহ্বান না করলে সকলের পক্ষে এ কক্ষ নিষিদ্ধ, কুমার সিং।"

"মহারাজের আদেশ স্মরণ থাকবে।" এই বলিয়া কুমার সিং অভিবাদন করিল এবং দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

pathagar.net

অতঃপর মোহনের দিকে ফিরিয়া মহারাজা সহাস্যে কহিলেন, "এইবার আপনার কি বক্তব্য বলুন।"

মোহন বুঝিল, সে সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় নাই। ট্যাক্সি বিদায় করিয়া দিবার আদেশ যে কারণে হইল, তাহার মর্ম বুঝিতে পারিয়া সে মৃদু হাস্য করিল এবং মুখ তুলিয়া মহারাজার দিকে চাহিতেই সে দেখিল, মহারাজা একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মোহনকে নিরুত্তরে চিন্তা করিতে দেখিয়া মহারাজা কহিলেন, "কি, চুপ ক'রে রইলেন যে ? বলুন।"

মোহন এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত থাকিয়া মৃদু হাস্য করিল ; কহিল, "সত্য বলতে কি, মহারাজার আচরণ আমাকে মুগ্ধ এবং বিস্মিত করেছে। এইবার আমি সব

কিছু স্বচ্ছ আয়নার মত দেখতে পাচ্ছি।"

মহারাজা বিক্রম প্রসাদ সস্মিত মুখে কহিলেন, "শুনেছিলাম, দস্যু মোহন অতীব বুদ্ধিশালী ব্যক্তি। এখন দেখছি, যা শুনেছিলাম, তা অতিরঞ্জিত নয়। কিন্তু আপনি কি চান আমার কাছে, তা' শুনতে পেয়ে ধন্য হবো কি?"

মোহন হঠাৎ অট্টরবে হাসিয়া উঠিল। হাসির বেগ কমিলে কহিল, "আমি কি চাই এবং কোন্ হিসাব শোধ করতে এসেছি, তা' কি মহারাজা অবগত নন?"

মহারাজা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কৈ কিছুমাত্র না তো!"

মোহন মনে মনে হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিল, "মহারাজার বিনয় অপরিসীম। কিন্তু মহারাজার সময়েরও মূল্য আছে, তাই আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপ করতে চাই। আমি মহারাজার নিকট হ'তে শ্রীমতী তপতীকে ফেরত চাই এবং তা' অবিলম্বে। আশা করি, এইবার আমার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন, মহারাজ।"

"না পারিনি। কারণ আপনার উক্তি আমার বোধগম্য হচ্ছে না।" মহারাজা গম্ভীর মুখে কহিলেন।

মোহনের মুখ হইতে হাসির চিহ্ন নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া গেল। সে কহিল, "এখন বেশ বুঝতে পারছি, মহারাজা কি ক'রে ভারতবর্ষে এমন একটা বিরাট ব্যবসা এমন নিরাপদ হ'য়ে চালাতে পারেন।"

মহারাজা ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, "তারপর?"

মোহন কহিল, "তারপর বিশেষ কিছু নেই। আমি পত্রে যে দাবি করেছি, এখনও পর্যন্ত তা' প্রত্যাহার করিনি, মহারাজ। আপনি যদি আমার আত্মীয়াকে ফেরত দেন, তা' হ'লে পরম উপকৃত হই।"

মহারাজা অকৃত্রিম বিস্ময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কহিলেন, "আপনার আত্মীয়া?"

"হাঁ, আমার আত্মীয়া। আমার স্ত্রীর আত্মীয়া। ও কথা থাক—এখন বলুন, আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী কি-না?"

মহারাজা কহিলেন, "না, আমি রাজী নই।"

"যদি মেয়েটির মুক্তি-পণ এক লক্ষ টাকা নির্ধারিত হ'য়ে থাকে, তবুও না?" মোহন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল।

মহারাজা হাসিয়া কহিলেন, "যার মুক্তি-পণ পাঁচ লক্ষ টাকা অবধি উঠেছে, তার কাছে আপনার লক্ষ মুদ্রা নিশ্চয়ই বড়ো অঙ্ক নয়!"

মোহন বুঝিল, এরূপ ভাবে কিছু হইবে না। সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "তবে আপনি কি চান?"

মহারাজা হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন "এইবার বুদ্ধিমানের মত একটা কথা বলেছ, মোহন। আমি কি চাই। আমি চাই, তুমি বৃথা আর আমাকে বিরক্ত ক'রে নিজের বিপদ ডেকে এনো না।"

মোহন হাসিল; তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তা'হলে মহারাজা রাজী নন?"

বিক্রমপ্রসাদ গম্ভীর মুখে কহিলেন, "যে বিষয়ের কোন অস্তিত্ব নেই, যে বিষয়ে আমি বিন্দু-বিসর্গও জানি না, তেমন একটা বিষয়ের নিষ্পত্তি করা যায় কি ক'রে?"

pathagar.net

তা-তো বুঝিনে !"

"বোঝেন আপনি সব কিছুই, মহারাজ। শুধু সরলভাবে তাকে স্বীকার করবার সামর্থ্য থাকলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হতো। কিন্তু আপনি যখন কিছুতেই সে পথে চলতে রাজী নন, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হবে।"

মহারাজা কৌতুক অনুভব করিয়া কহিলেন, "কি পথ ?"

মোহন নির্বিকার স্বরে কহিল, "পরে বুঝতে পারবেন !"

"তা' হ'লে আর আমার বোঝা হ'ল না দেখছি। আচ্ছা, তোমার কথা এক রকম শেষ হ'য়ে গেল। এইবার আমার দু-একটা বিষয়ের উত্তর দাও দেখি !" এই বলিয়া মহারাজা মৃদু হাস্য করিলেন।

মোহন কহিল, "উত্তম, আদেশ করুন !"

মহারাজা কহিলেন, "বর্তমানে আইন-মান্যকারী সুসভ্য নাগরিক হ'য়েও তুমি ব্ল্যাকমেল করতে আরম্ভ করেছ কেন ? জান না কি, এর জন্য তোমাকে জেলে যেতে হ'তে পারে ? আর তা' ছাড়া আমি কে, আমার মর্যাদা কতখানি, তাও বোধ হয় তুমি জানো ?"

"বাঘের শক্তি না জেনেই বাঘের গহ্বরে প্রবেশ করেছি—এই কথাই কি আপনি বলতে চান, মহারাজ ?" এই বলিয়া মোহন মৃদু হাস্য করিল এবং পুনশ্চ কহিল, "আমি বিশেষভাবে জানি, আপনার পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ ভারতের পুলিসের ধরাছোঁয়ার বাইরে বসে নির্বিবাদে যে ব্যবসা আপনি চালিয়ে চলেছেন, তার যে সব খবর আমার কাছে আসে, প্রত্যেকটি নিখুঁত। আরও জানি, আপনার মত একজন পিশাচ-নরপতি ভারতের কোন প্রদেশের সিংহাসন কখনও কলঙ্কিত করেননি। আপনার মত লম্পট, আপনার মত কামুক পিশাচও ভারতের আবহাওয়া এর পূর্বে এরূপ দূষিত করেনি !"

মহারাজা বিক্রম প্রসাদের মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "একটা ইতর দস্যুর স্পর্ধা দেখলেও হাসি পায় আমার। তুমি জানো মোহন, তোমার মত কত দস্যু আমার আদেশে ভবলীলা সম্বরণ করেছে ?"

মোহন কিছুমাত্র ভীত বা উত্তেজিত না হইয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "জানি বৈকি, মহারাজ ! আরও জানি, আপনার আচরণ সম্বন্ধে একবার কংগ্রেস কমিটি নিযুক্ত ক'রে যে সব তত্ত্ব সংগ্রহ করেছিলেন, তাতে আপনার জঘন্য অপরাধের সংখ্যা ছিল ১৬৮টি। আপনার পশু-ক্ষুধা থেকে আপনার সুন্দরী আত্মীয়ারাও রক্ষা পায়নি ! তবু আপনি আজও হিজ হাইনেস মহারাজা ! আজও আপনার সম্মানার্থে তোপধ্বনি হয়, আজও আপনার বাড়ীতে প্রবেশ করতে হ'লে পুলিসকে ভাইসরয়ের, আর ভাইসরয়কে সেক্রেটারী অব স্টেটের অনুমতি নিতে হয় ! কিন্তু মহারাজ, সব জিনিসেরই একটা শেষ আছে, সব আরম্ভেরই ইতি আছে—আপনার বেলায়ও তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হবে না ?"

মহারাজা ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "তোকে আমি কুত্তার মত গুলি ক'রে মারব, শয়তান। এত বড় স্পর্ধা যার, আমার মুখের উপর নির্বিকারভাবে

এমন গুরুতর অভিযোগ করতে পারে যে, তার আর রক্ষা নেই।"

মহারাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মোহন শান্ত কণ্ঠে কহিল, "আমাকে মারবেন ?" এই বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল। পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু শুনুন বিক্রমপ্রসাদ, আজ রাত্রি এগারোটার মধ্যে যদি আমি এই প্রাসাদ থেকে ফিরে না যাই, তবে এই বাড়ীর প্রত্যেকটি ইট তুলে আমার অনুসন্ধান-কার্য চলবে। এইবার আপনার……"

অকস্মাৎ মোহনের সর্বশরীর দুলিতে লাগিল। তাহার পায়ের নীচের ভূমি নামিয়া যাইতে লাগিল। সে দুই হাতে চেয়ার আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হঠাৎ মাথার উপর তীব্র আঘাত লাগায় তাহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাহার কর্ণে শুধু একটা উচ্চ বীভৎস হাসির রব প্রবেশ করিতেছিল। অল্প কিছু সময় পরেই কক্ষের সমস্ত আলো নির্বাপিত হইয়া গেল ; অন্ধকারের অতল গহ্বরে কোথায় যে সে অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহা বুঝিবার কোন সামর্থ্যই আর তাহার রহিল না।

মোহন জ্ঞান হারাইল।

(৯)

রাত্রি দশটা বাজিল। পরিচারিকা আসিয়া কহিল, "মা, খাবার দেওয়া হয়েছে। আসুন।"

রমা রাগ করিয়া কহিল, "কে খাবার দিতে বললে ? বামুন-মা'কে তুলে রাখতে বল গে।"

পরিচারিকা বিস্মিত হইয়া কহিল, "রাত দশটা বেজেছে, মা। আপনার আহারের সময় হয়েছে।"

রমা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "তুই বাপু, বড় তর্ক করিস। যা, আমি এখন খাবো না। বাবু ফিরে এলেই একসঙ্গে খাব।"

পরিচারিকা বাহির হইয়া গেল। রমা বাতায়ন পার্শ্বে পথের দিকে চাহিয়া বসিল।

মোহন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, কি ভাবিয়া পোস্টাফিসে গিয়া একখানি টেলিগ্রামে রমাকে জানাইয়াছিল, "রমা, আমি যদি রাত্রি ১১ টার মধ্যে বাড়ীতে ফিরিয়া না আসি, তাহা হইলে তুমি টেলিফোনে মিঃ বেকারকে আহ্বান করিয়া আমি কোথায় গিয়াছি এবং কেন গিয়াছি, তাহা বিস্তারিতরূপে জানাইয়া আমার জন্য অনুসন্ধান করিতে বলিবে।" রমা এই টেলিগ্রামখানি আধ ঘণ্টা আগে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় পাইয়াছে। সেই অবধি সে পত্রখানি হাতে লইয়া বাতায়ন পার্শ্বে স্বামীর পথ চাহিয়া বসিয়া আছে।

রমার মন আজ কোন অদৃশ্য কারণে এরূপ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে যে, তাহার কিছু ভাল লাগিতেছিল না। মানুষের মন অজ্ঞাত কারণে যখনই এইরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখনই দেখা যায়, কোন না কোন বিপদের সহিত তাহার যোগ-সূত্র ঘটিয়াছে। প্রিয়তম সন্তানের অসুখ হইলে বহু দূরবর্তী পল্লীতে মাতার মন ব্যথায় ভরিয়া

...ে থাকে—ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। স্নেহের, প্রেমের, ভালবাসার ...তার তারতম্য অনুসারে বেদনার মাত্রা কম-বেশী প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দশটা বাজিল, সাড়ে দশটা বাজিল, অবশেষে ঢং ঢং করিয়া যখন ১১টা বাজিতে লাগিল, রমা যেন একতাল বিদ্যুৎ স্পর্শ করিয়াছে—এরূপভাবে চমকিত হইয়া ...া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলিয়া লইল। মিঃ বেকারের সহিত যোগ পাইয়া রমা আকুল স্বরে কহিল, "কে, মিঃ বেকার? হাঁ, আমি মিসেস গুপ্তা। হাঁ হাঁ, তাঁর স্ত্রী। আমার অত্যন্ত বিপদ, আপনি কি ...ই একবার আসতে পারবেন? না, তিনি ফেরেননি। ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!"

রমা রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া সশব্দে একটি সোফার উপর বসিয়া পড়িল এবং দুই হাতে মুখ চাপিয়া উদগত অশ্রুবেগ রুদ্ধ করিতে করিতে কহিল, "আমি জানি, আমি জানি, আমার মন জানতে পেরেছিল গো, জানতে পেরেছিল তুমি বিপদে পড়বে। তুমি বিপদে পড়েছ। আমি এখন কি করি? কে বলে দেবে, কি করি?"

তখনও দশ মিনিট অতিবাহিত হয় নাই, গাড়ী বারান্দায় একখানি সুবৃহৎ মোটর থামিবার অস্পষ্ট শব্দ শ্রুত হইল। অল্প সময় পরে বিলাস দ্বারদেশ হইতে কহিল, "মা, বেকার সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

"এসেছেন! কৈ, কৈ তিনি? এখনি এই ঘরে নিয়ে এস তাঁকে।" ব্যাকুল আগ্রহে রমা আদেশ দিল।

বিলাস কিছুই জানিত না; সবিস্ময়ে এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া আদেশ পালন করিতে ছুটিল।

মিঃ বেকার কক্ষে প্রবেশ করিয়াই কহিলেন, "আপনি মিথ্যে উতলা হবেন না, মিসেস গুপ্তা। দয়া ক'রে কি হয়েছে আমাকে বলুন।"

রমা মুখের অশ্রু-চিহ্ন ইতিপূর্বে মুছিয়া ফেলিয়াছিল। সে শান্ত ও সংযত স্বরে কহিল, "তিনি আজ মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের এক আমন্ত্রণ-লিপি পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। বলে গেছেন যে, ঠিক রাত্রি ১১টার মধ্যেই ফিরবেন, পরে পথে বার হয়ে আমাকে একখানা টেলিগ্রামে জানান যে—..."

মিঃ বেকার বাধা দিয়া কহিলেন, "মহারাজার আমন্ত্রণ-লিপি আর মোহনের চিঠি আছে আপনার কাছে? দিন।"

রমা পত্র দুইখানি মিঃ বেকারের হাতে তুলিয়া দিলে তিনি মহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কহিলেন, "মোহন যে ঠিক সাতটার কয়েক মুহূর্ত পূর্বে মহারাজার প্রাসাদ-ফটকে উপস্থিত হয়েছিল, সে সংবাদ আমি পেয়েছি। আরও জানি, ঠিক সাতটার সময় সে মহারাজার একজন পেজের সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু তার বার হবার কোন সংবাদ এখনও পাইনি, মিসেস গুপ্তা।"

"আপনাকে কে সংবাদ দিলে?" রমা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল।

মিঃ বেকার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "সে সব গোপনীয় কথা, মিসেস গুপ্তা।

তা' হলেও আপনাকে এইটুকু জানাচ্ছি যে, এই মহারাজার ওপর আমাদের বহুদিন থেকে নজর আছে। কিন্তু কিছুমাত্র প্রমাণ পাইনি বলে কিছুই করা যায়নি।"

রমা আগ্রহভরে কহিল, "এখন তো পেয়েছেন, মিঃ বেকার?"

মিঃ বেকার মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, "এটা তো ঠিক অপরাধের প্রমাণ নয়, মিসেস গুপ্তা। সে যাই হোক, আমি দেখছি, এ সম্বন্ধে কি করতে পারি।"

রমা আকুল স্বরে কহিল, "তিনি আপনাকে অকৃত্রিম বন্ধু বলেই মনে করেন, মিঃ বেকার। তাই আর কারুর কথা না লিখে আমাকে আপনার দ্বারস্থ হবার জন্য আদেশ দিয়ে গেছেন।"

মিঃ বেকারের মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি রমার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "ইংরাজ জাতি একবার যাকে বন্ধু বলে স্বীকার ক'রে নেয় মিসেস গুপ্তা, তাকে আর জীবনে ভোলে না। আপনি আপনার স্বামীর জন্য নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার সাধ্যাতীত যত্নে, শক্তিতে তাকে অনুসন্ধান করবার ভার গ্রহণ করলুম। হাঁ ভাল কথা, এই পত্র দু'খানা কি আমি সঙ্গে রাখতে পারি?"

রমা কহিল, "নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু আমি কখন সংবাদ পাবো, মিঃ বেকার? আপনি জানেন, তিনি যতক্ষণ না ফিরে আসেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এক মুহূর্তের'ও জন্য স্থির হ'তে পারবো না।"

মিঃ বেকার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এই অনুরোধ আমার আপনার কাছে। আমি এখনই কমিশনারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা করবার করতে যাচ্ছি। গুড নাইট।"

মিঃ বেকার দুই পা অগ্রসর হইয়া গিয়া পুনশ্চ দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আপনার আহার হয়েছে?"

"আজ আমার মুখে কিছু রুচবে না, মিঃ বেকার। তিনি না আসা..."

মিঃ বেকার স্নিগ্ধ হাস্যে কহিলেন, "তা জানি। কিন্তু মিসেস বেকার এমন অবস্থায় পড়লেও ডিনারের সময় বইতে দিতেন না। না দেওয়াই উচিত। কারণ স্বামীর বিপদে স্ত্রীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি অনাহারে, দুশ্চিন্তায় অর্ধমৃত অবস্থায় থাকে, তবে কোন্ সাহায্য আর তাঁর কাছে প্রত্যাশা করা যেতে পারে?"

মিঃ বেকার ধীরপদে বাহির হইয়া দ্রুতপদে হল অতিক্রম করিয়া মোটরে আরোহণ করিলেন এবং শোফারকে কমিশনারের বাঙলোয় যাইবার জন্য আদেশ দিলেন?

মিঃ বেকার যখন কমিশনারের বাঙলোতে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি শুতে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। মিঃ বেকারকে এত রাত্রে আসিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "কি ব্যাপার, মিঃ বেকার?"

মিঃ বেকার সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিলে পরে কমিশনার চিন্তান্বিত মুখে কহিলেন, "আমি তো স্বয়ং কোন আদেশ দিতে পারি না, মিঃ বেকার। গভর্ন

বাহাদুরও পারেন কি-না সন্দেহ আছে।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "কিন্তু স্যার, মোহনের এই বিপদ শুধু আমাদের জন্য ই-তো নয়! তবে সে এমন একটা দুর্দান্ত পিশাচের কবলে পড়েছে জেনেও আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকবো?"

কমিশনার কহিলেন, "সব সত্য। কিন্তু প্রমাণ কোথায়, মিঃ বেকার? একজন রুলিং-প্রিন্সের বাসস্থানে পুলিসের প্রবেশ করা কি এই সামান্য অজুহাতে সম্ভব হ'তে পারে, না, গভর্নর বাহাদুরই সম্মত হতে পারেন? আপনি আমাদের দুর্বলতা জানেন-তো!"

"জানি স্যার, সব জানি। তা' হ'লেও আমি কিছুতেই মন স্থির করতে পারছি না। তা' ছাড়া মোহন যদি আপন ইচ্ছামত এমন কোন বিপদে জড়িয়ে পড়তো, তা' হ'লেও নাহয় আমাদের একটা অজুহাত থাকতো যে, আমাদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু এমন এক সর্বনেশে কাজে তাকে নামতে সম্মত করেছি আমি। আমার অনুরোধ সে অস্বীকার করতে পারেনি। মাত্র একটি শর্ত সে রেখেছে— যখন যা প্রয়োজন হবে, দ্বিধাহীন ভাবে সে সাহায্য তাকে দিতে হবে। কিন্তু তার প্রথম বিপদের মুখেই আমরা যদি এমন তাচ্ছিল্যভাব দেখাই, তা' হলে কি আমরা কর্তব্যভ্রষ্ট হব না, স্যার?"

কমিশনার ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ একজন রুলিং প্রিন্স।"

"না, ভুলিনি, স্যার। তা ছাড়া এমন এক দুর্বৃত্ত, এমন এক নরপিশাচও সে -যাকে কোন সম্মানই কোন সভ্য গভর্নমেণ্টের দেওয়া উচিত নয়। সর্বোপরি মোহন এই দুর্বৃত্তের প্রাসাদে বন্দী হয়েছে। অতীতে সে প্রাসাদে বহু হত্যাকাণ্ড হয়েছে, বহু কক্ষে মানব-রক্তের টাটকা তাজা দাগ আজও বোধ হয় অম্লান হ'য়ে আছে। আমরা কত রহস্যজনক হত্যা, রহস্যজনক অদৃশ্য হওয়া যে চোখের ওপর দেখেছি, সন্দেহ করেছি, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি কোথায় কোন্ নাট্যমঞ্চে সে সব অভিনয় অভিনীত হয়েছে। তবু এই ভেবে নিরস্ত হ'য়ে বসে আছি যে, সাধারণ প্রচলিত আইন ওই পিশাচ-ব্যূহে প্রবেশ করতে অক্ষম, অশক্ত, অসহায়। কিন্তু স্যার, মোহনের মত একটা অমূল্য প্রাণ যদি এমন এক পরিবেষ্টনীর মাঝে আমাদের চোখের ওপর বিলীন হ'য়ে যায়, তার চেয়ে মহাকলঙ্ককর আর কিছুই হবে না।"

এই বলিয়া মিঃ বেকার ক্ষোভে, দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া মুখ নত করিয়া বসিলেন।

পুলিস কমিশনার গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন; তিনি কহিলেন, "আমি সব বুঝি, মিঃ বেকার। কিন্তু আপনি-তো জানেন, এমন এক ক্ষেত্রে আমরা কতটা অসহায়! আমরা যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী এই মহারাজার প্রাসাদ অবরোধ করি, তার পরে কিছু না পাওয়া যায়, তা'হলে কোন্ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে যে আমাদের পড়তে হবে, তা' ভাবতেও আমার ভরসা হয় না।"

মিঃ বেকার নীরবে বসিয়া রহিলেন। তিনি দ্বিতীয় কোন যুক্তি আর দেখাইলেন না।

কমিশনার পুনশ্চ কহিলেন, "রাত্রি এখন প্রায় ১২টা বাজে। এ সময়ে গভর্নর বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হবে কি-না তারও কোন নিশ্চয়তা দেখছিনে। যাই হোক, আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।"

কমিশনার টেলিফোনের রিসিভার উঠাইয়া লইয়া গভর্নর হাউসের সঙ্গে যোগ চাহিলেন। অনতিবিলম্বে যোগ পাইয়া কহিলেন, "আমি পুলিস কমিশনার। কোন জরুরী কাজে গভর্নর বাহাদুরের কাছে ডেপুটেশান করতে চাই। কি? নিদ্রিত? হাঁ, এখনি দেখা করা প্রয়োজন। আপনি কি একবার তাঁকে আমার কথা নিবেদন করবেন?"

কমিশনার অল্প সময় অপেক্ষা করিয়া শুনিলেন, গভর্নরের সেক্রেটারী তাঁহার সহিত কথা বলিতেছেন। সেক্রেটারী জানিতে চাহিলেন, তাঁহার কি প্রয়োজন।

কমিশনার সংক্ষেপে তাঁহার ডেপুটেশানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলে সেক্রেটারী তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং অল্পসময় পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "গভর্নর বলিতেছেন, ইহা এমন একটি বিষয়, যাহাতে ভাইসরয়ের অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিজে হইতে করিবার কিছুই নাই। তা ছাড়া এই মধ্য-রাত্রে কোন কিছু চেষ্টা করাও অসম্ভব। তিনি আপনাকে আগামী কাল প্রাতে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন।"

কমিশনার টেলিফোন নামাইয়া রাখিয়া মিঃ বেকারকে সকল বিবরণ জানাইলেন। মিঃ বেকার কহিলেন, "কাজে কাজেই, স্যার।"

মিঃ বেকার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কমিশনার কহিলেন, "আমি বিশেষ দুঃখিত, মিঃ বেকার। আপনার মনের অবস্থা আমি বেশ পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পেরেছি। দেখি, আসছে কাল কি করতে পারি। গুড নাইট!"

"গুড নাইট, স্যার!" এই বলিয়া মিঃ বেকার বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাঁহার বাঙলোয় আসিয়া দেখিলেন, একজন অফিসার তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

মিঃ বেকার সময় দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "কি সংবাদ, মিঃ মুর? এমন গভীর রাত্রে?"

মিঃ মুর কহিলেন, "মোহন এখন পর্যন্ত রাজার প্রাসাদ থেকে বাইরে আসেনি, মিঃ বেকার। আমার মনে হয়, ভিতরে কোন গোলযোগ আছে।"

মিঃ বেকার বিস্মিত স্বরে কহিলেন, "হুঁ।"

মিঃ মুর কহিলেন, "আমি মিটারকে ডিউটিতে রেখে এসেছি, স্যার। মোহন সম্বন্ধে আমাদের কিছু করবার প্রয়োজন আছে কি, স্যার?"

মিঃ বেকার হতাশ স্বরে কহিলেন, "কি করা যেতে পারে আপনি বিবেচনা করেন?"

মিঃ বেকারের প্রশ্ন শুনিয়া মিঃ মুর বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "বাড়ীখানা তো অনায়াসেই সার্চ করা চলে, স্যার!"

মিঃ বেকার কহিলেন, "এই পরামর্শ আমাকে শোনাতেই কি এই গভীর রাত্রে

আপনি এসেছেন, মিঃ মুর?"

মিঃ মুর লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "আপনার মন্তব্য আমার হৃদয়ঙ্গম হ'ল না, স্যার।"

"না, তা' হবে না। কিন্তু যাবার আগে একটা জ্ঞান অর্জন ক'রে যান যে, একটা রুলিং প্রিন্সের বাস-ভবনে পুলিসের ইচ্ছামত প্রবেশের কোন সুবিধা নেই। হাঁ, আর এক কথা, আপনি কি প্রাসাদের চারিদিকটা ঘুরে বেড়িয়ে এসেছেন?"

"এসেছি, স্যার। কিন্তু উঁকি ঝুঁকি মারবার কোন সুযোগই সেখানে নেই। কারণ জেলখানার মত উচ্চ পাঁচিলে ঘেরা এই প্রাসাদ।" মিঃ মুর জানাইলেন।

"আচ্ছা আপনি আসুন, আমি একবার প্রাসাদটা দেখে আসি।" এই বলিয়া মিঃ বেকার উঠিয়া পড়িলেন এবং মিঃ মুর বাহির হইয়া গেলে তিনিও মোটরে আরোহণ করিয়া বসিলেন।

রাত্রি তখন ১টা বাজিয়াছে। মিঃ বেকারের মোটরকার সোনাপুর স্টেটের মহারাজার প্রাসাদ পরিক্রমণ আরম্ভ করিল। দুইবার পরিক্রমণের পর মিঃ বেকার মোটর বাঁধিবার আদেশ দিলেন। মোটর বাঁধিলে তিনি অবতরণ করিয়া পুলিসের যে গুপ্তচরটি ডিউটিতে ছিল, তাহার নিকট গিয়া কহিলেন, "কোন নূতন সংবাদ আছে?"

গুপ্তচর কহিল, "না স্যার। প্রাসাদ ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হয়।"

মিঃ বেকার যেখানে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন, সে স্থানটি ঘন বৃক্ষে ঘেরা একটি অপরিষ্কৃত পতিত স্থান; এক সময়ে হয়তো সুরম্য বাগান ছিল, বর্তমানে আগাছা ও নানাবিধ বৃক্ষে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে। মিঃ বেকার কহিলেন, "কোনও মোটর বাইরে গেছে, কি কোন মোটর ভিতরে এসেছে?"

"আমি দেখিনি স্যার।" গুপ্তচর কহিল।

মিঃ বেকার কিছু সময় অন্যমনস্কভাবে ঘুরিয়া বেড়াইলেন; তিনি দেখিলেন ফটকের সঙ্গিনধারী প্রহরীরা সদা জাগ্রত থাকিয়া পাহারা দিতেছে। ফটকের সুদৃঢ় লৌহ-দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ রহিয়াছে। তিনি অবশেষে কিছু করিবার না পাইয়া মোটরে আরোহণ করিলেন এবং বাঙলোয় যাইবার জন্য আদেশ দিলেন।

(১০)

পরদিন পুলিশ কমিশনার গভর্নর বাহাদুরের সহিত লাট-প্রাসাদে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

গভর্নর সমস্ত ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আমাদের পবিত্র সন্ধিপত্র অনুযায়ী কোন কিছু এমনভাবে করা সমীচন হবে কি, কমিশনার?"

"আমিও ঠিক এই অভিমত মিঃ বেকারকে জানিয়েছিলাম, কিন্তু ফল হয়নি, ইওর এক্সেলেন্সী। কারণ মিঃ বেকার বলেন, যখন আমাদের কাজে নিযুক্ত হয়ে মোহন এমন বিপদগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছে, তখন আমাদের উচিত, তাকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করা। তিনি আরও বলেন যে, মোহন স্বীকৃত হবার পূর্বে শুধু এই শর্তটুকু

pathagar.net

রেখেছিল যে, যখন যা কিছু তার প্রয়োজন হবে, আমাদের তাকে দ্বিধাহীন চিত্তে তা' দিতে হবে। সুতরাং মিঃ বেকারের এই যুক্তিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, ইওর এক্সেলেন্সী।"

গভর্ন'র মহোদয় গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনিতেছিলেন; কহিলেন, "কিন্তু আমাদের এখন হাতে প্রচুর প্রামাণ্য দলিল নেই, যার ওপর ভিত্তি ক'রে এমন একটা গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা চলে। আচ্ছা ধরুন, আমরা মহারাজার বাড়ী সার্চ করলুম, কিছুই সন্দেহজনক বস্তু পেলাম না বা মোহনকেও সেখানে দেখতে পেলাম না; সে-ক্ষেত্রে মহারাজা যদি তাঁর মানহানি ও সন্ধি-ভঙ্গের অভিযোগ হেনে দাবী করেন, তখন সেই বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার পাবো কোন্ দলিলের বলে? কারণ আমরা মোহনের লিখিত একখানা পত্রে দেখছি, সে লিখেছে যে, সে যদি রাত্রি ১১টার মধ্যে তার বাড়ীতে প্রত্যাগমন না ক'রে তা' হলে মিঃ বেকারকে যেন সব কিছু জানানো হয়। কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে, মোহন তার অন্য কোন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে বন্দী হয়েছে।"

কমিশনার কহিলেন, "তাও হ'তে পারতো, ইওর এক্সেলেন্সী। কিন্তু আমাদের লোকেরাই তাকে মহারাজার প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেখেছে, কিন্তু বার হ'তে দেখেনি। সুতরাং সে-ক্ষেত্রে অন্য কোন সিদ্ধান্ত করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।"

গভর্ন'র মৃদু হাস্যে কহিলেন, "যদি প্রাসাদের কোন গুপ্ত দ্বারপথে মোহন বার হ'য়ে গিয়ে থাকে? সে-ক্ষেত্রে আপনার কৈফিয়ত কী?"

কমিশনার গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "প্রাসাদের কোন গুপ্ত দ্বার আছে কি-না জানি না, ইওর এক্সেলেন্সী।"

"আপনি না জানতে পারেন, কিন্তু তাতে বোঝায় না যে, আদৌ থাকতে পারে না। তবেই এমন ক্ষেত্রে আমি যে কিছুমাত্র আপনাকে সাহায্য করতে পারি, তেমন কিছুই দেখছি না, কমিশনার।" গভর্ন'র বাহাদুর চিন্তান্বিত স্বরে কহিলেন।

কমিশনার কহিলেন, "মিঃ বেকারের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর অনুমানে, তাঁর সন্দেহে কিছুমাত্র অসত্যের ছায়ামাত্র নেই। আর এক কথা—মোহনের স্ত্রী মিসেস গুপ্তা স্বামীর এই অন্তর্ধানে এতটা পরিমাণে ভেঙ্গে পড়েছেন যে, মিঃ বেকার অনুমান করেন, শীঘ্র একটা কিছু করা না হ'লে তাঁর জীবনও বোধ হয় রক্ষা করা যাবে না।"

গভর্ন'র বাহাদুর আন্তরিক দুঃখিত স্বরে কহিলেন, "আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন। মিঃ বেকারকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি তাঁর মুখে তাঁর প্রামাণ্য যুক্তিগুলি শুনতে চাই। তারপর নাহয় ভাইসরয়ের সঙ্গে এ-বিষয়ে টেলিফোনে আলাপ ক'রে...যদি কিছু করা একান্ত সম্ভব হয়, তবে তা' করবার চেষ্টা করি।"

কমিশনার পরম বাধিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গভর্ন'র বাহাদুরকে যথোচিত অভিনন্দন জানাইয়া গভর্ন'র হাউস হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

মিঃ বেকার কমিশনারের পথ চাহিয়া কমিশনারের অফিসে অপেক্ষা করিতে-

দিলেন। তিনি কমিশনারের মুখে সকল তথ্য অবগত হইয়া কহিলেন, "উত্তম, আমি যাচ্ছি, স্যার। আপনার পরিশ্রমের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।"

কমিশনার সবিস্ময়ে কহিলেন, "এক কালে ভীষণ শত্রু, ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী এক দস্যুর ওপর আপনার এতখানি ভালবাসা সত্যই অপূর্ব, মিঃ বেকার।"

মিঃ বেকার গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমিও সময়ে সময়ে তাই ভাবি, স্যার। এক সময়ে যে দস্যুকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেছি, যার জীবিত কি মৃত দেহের জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছি, আজ তারই শুভাশুভের জন্য আমার মনের অস্থিরতার আর অন্ত নেই। আসল কথা কি জানেন স্যার, এই মোহন লোকটার অন্য যত দোষই থাক, সে যে বিশ্বাসঘাতক বা নীচ—এমন কথা তার অতি বড়ো শত্রুতেও বলতে পারবে না। লোকটার অদ্ভুত সম্মান-জ্ঞান, অপূর্ব আত্মবিশ্বাস দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেছি। আপনারা কেউই জানেন না যে, তার সঙ্গে যখন আমার জীবন-মরণ সংগ্রাম চলছিল, তখনও সে আমার সঙ্গে এমন বন্ধুর মত ব্যবহার করেছে যে, তার ব্যতিক্রম হ'লে আমার মান, সম্ভ্রম, পদ-মর্যাদা সব ধূলিসাৎ হ'য়ে যেতো। সে ইচ্ছা করলে অনায়াসেই তা' করতে পারতো কিন্তু তা' সে করেনি। আমার শত্রুতার চরম মুহূর্তেও সে বীরের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছে। এই গুণটুকুর জন্যই আমি মোহনের এতটা অনুরক্ত হ'য়ে পড়েছি, স্যার। মোহনের চরিত্র এমন নির্মল যে অতি স্বচ্ছ আয়নারও তার সঙ্গে তুলনা হয় না।"

কমিশনার মুগ্ধ-বিস্ময়ে কহিলেন, মিসেস গুপ্তার খবর কী?"

"একটু পূর্বে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, স্যার। তিনি অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছেন সত্যি, কিন্তু বিদুষী নারী তিনি, অবুঝের মত হা হুতাশ ক'রে সকলের অশান্তি সৃষ্টি করছেন না।" মিঃ বেকার ধীর স্বরে কহিলেন।

কমিশনার কহিলেন, "আর মোহনের অসংখ্য অনুগামীর দল? তারা কি তাদের প্রভুর এই রহস্যজনক অন্তর্ধানের কাহিনী শোনেনি এখনও?"

মিঃ বেকার চিন্তিত মুখে কহিলেন, "না, স্যার। আমি মিসেস্ গুপ্তাকে বিশেষভাবে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলাম। কারণ প্রমাণ না হ'লেও গতবার জেল ভেঙ্গে মোহনকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল যে তারাই, সে প্রমাণ সুনিশ্চিত রূপে আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার আন্তরিক বিশ্বাসের মূল্য বিচারালয়ে যতটুকু, ততটুকুতে কোনও কাজই হয়নি তখন। তাই আমি মিসেস গুপ্তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ ক'রে এসেছিলাম যে, তিনি যেন এ কাহিনী প্রচার না করেন।"

কমিশনার কহিলেন, "ধরুন, যদি মিসেস গুপ্তা প্রচার করতেন, তা' হ'লে কি ঘটতো, মিঃ বেকার?"

মিঃ বেকার গম্ভীর মুখে কহিলেন, "যে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করবার জন্য আমাদের দ্বিধা ও চিন্তার অন্ত নেই, সেই প্রাসাদ গত রাত্রেই চূর্ণ হ'য়ে যেতো, স্যার। কিন্তু যদি শেষ অবধি দেখি, আমাদের দ্বারা কোন কাজই শেষ পর্যন্ত হচ্ছে না, তখন মিসেস গুপ্তাকে প্রতিশ্রুতি হ'তে মুক্তি দান করবো, স্যার।"

কমিশনার সভয়ে কহিলেন, "অর্থাৎ ওই দুর্ধর্ষ দস্যুদলকে মহারাজের প্রাসাদ

লুণ্ঠন করতে অনুমতি দেবেন ?"

মিঃ বেকার লজ্জিত স্বরে কহিলেন, "আমাদেরও যেমন মোহনের প্রতি একটা কর্তব্য আছে স্যার, তেমনি তার সহকারীদেরও তার প্রতি আছে। সুতরাং আমরা কর্তব্যচ্যুত হ'তে পারি যদিও, তবু অন্যকে তা' হ'তে দেবার অধিকার আমাদের থাকা আদৌ উচিত নয় বলেই ভাবি।"

কমিশনার কহিলেন, "উত্তম! আপনার গভর্নরের সঙ্গে আলাপের বিবরণ জানবার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে রইলাম। আসুন, গুড ডে!"

"গুড ডে!" বলিয়া মিঃ বেকার বাহির হইয়া মোটরে আরোহণ করিলেন এবং গভর্নর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বক্তব্য জ্ঞাপন করিলেন।

গভর্নর কহিলেন, "যদি আপনার অনুমান মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, মিঃ বেকার ?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "অনুমান অনুমান হিসেবেই নেওয়া কর্তব্য, ইওর এক্সেলেন্সী।"

গভর্নর মৃদু হাস্যে কহিলেন, "তা' কর্তব্য বটে। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে মৃত্যুর পরিচায়ক হবে, মিঃ বেকার।"

মিঃ বেকার ক্ষণকাল নীরবে নত মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমার এই দুঃখ হচ্ছে ইওর এক্সেলেন্সী, যে এমন এক নিয়ম-কানুনে বাঁধা গভর্নমেন্টের চাকা আমি যে, পরম প্রয়োজনের সন্ধিক্ষণেও কিছুমাত্র কাজ করতে পারলাম না। চোখের ওপর একটা জীবন, অমূল্য জীবন নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে দেখেও তাকে রক্ষা করতে পারলাম না। এমন ক্ষেত্রে আমি আর দ্বিতীয় কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না। আপনি আমাকে মার্জনা করবেন, ইওর এক্সেলেন্সী, আমি আপনার সম্মুখে আমার এতদিনের চাকরিতে ইস্তফা দিলুম। আশা করি, আপনি এই মুহূর্তে তা' গ্রহণ ক'রে আমাকে মুক্তি দেবেন।"

গভর্নর সবিস্ময়ে এই অতি পুরাতন, তীক্ষ্ন-বুদ্ধিশালী, কার্যক্ষম অফিসারের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি এই সামান্য তুচ্ছ অজুহাতে চাকরি ত্যাগ করবেন ?

"এই কি তুচ্ছ অজুহাত ? আমি জানি, আমার পুলিস বিভাগ জানে, আপনার নিকট নিবেদন করেছি যে, এই লোকটা তার পদমর্যাদার সুবর্ণ-সুযোগ গ্রহণ ক'রে এমন একটা ঘৃণ্য ব্যবসায় বছরের পর বছর চালিয়ে যাচ্ছে, আমরা তা' চোখের ওপর দেখেও নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছি। আমাদের ভয়, যদি আমরা ভুল করি, তা' হ'লে চাকরি ছাড়তে হবে···উপরন্তু সাজাও পেতে পারি। কিন্তু চাকরির মায়া সকলের সমান নয়। আমি সেই চাকরিই ত্যাগ ক'রে এই পাতকের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছি, ইওর এক্সেলেন্সী। আপনি দয়া ক'রে আমার পদত্যাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।"

গভর্নর বাহাদুর গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে কহিলেন, "উত্তম! আমি আপনাকে দু'ঘণ্টা পরে ডেকে পাঠাবো। ইতিমধ্যে আমি ভাইসরয়ের সঙ্গে একবার এ বিষয়ে আলাপ ক'রে দেখি। যদিও আমার ধারণা এই যে,

রূপে তুচ্ছ প্রমাণের উপর ভিত্তি ক'রে কোন ফল হবে না, তবু আপনি এই সান্ত্বনা পেতে পারবেন যে, আপনাদের গভর্ন'র শেষ অবধি চেষ্টা করেছেন।"

মিঃ বেকার গভর্ন'রকে অভিবাদন করিয়া এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

(১১)

মোহনের যখন জ্ঞান হইল, সে বুঝিতে পারিল যে, সূচী-বিদ্ধ অন্ধকারের ভিতর শীতল ও শক্ত এক স্থানের উপর সে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়াও কোন কিছু বস্তু দেখিতে পাইল না। সে আরও কিছু সময় নির্জীবভাবে পড়িয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল এবং কোথায় সে রহিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য চারিদিক হাতড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তাহার হাত একটি গোলাকার দেওয়ালে লাগিল; সে চারিদিকে হাত বুলাইয়া বুঝিতে পারিল, সে কোনও এক ভূগর্ভ-কক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। সে কক্ষের কোনদিকে কোন পথ নাই, দ্বার নাই, জানালা নাই।

মোহন মাথার উপর দিকে চাহিয়া দেখিল, কিছুই দেখিতে পাইল না। কোনও অদৃশ্য পথে শীতল বাতাস আসিয়া তাহার মুখে ও দেহে লাগিতে লাগিল। মোহন বুঝিল, সে এমন এক কক্ষে বন্দী হইয়াছে—যেখান হইতে বাহির হইবার কোন পথ নাই।

পথ নাই! অতি দুঃখেও মোহনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, যে মোহনকে ব্রিটিশ গভর্ন'মেণ্টের কারাগার পর্যন্ত আটক রাখিতে পারে নাই, সেই মোহনকে এক করদ রাজা বন্দী করিয়া রাখিবে? ইহা ভাবিতে তাহার চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল।

মহারাজার উদ্দেশ্য কী? তাহাকে হত্যা করা? তাহার পাপ-ব্যবসার পথ হইতে তাহাকে চিরতরে সরাইয়া দেওয়া?

মোহন চিন্তা করিতে লাগিল। চারিদিকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কোথায়, কত নিম্নে সে রহিয়াছে, দিন কি রাত্রি চলিতেছে—তাহার কোন সিদ্ধান্তই সে করিতে পারিল না।

মোহন বুঝিল, সে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তে পড়িয়াছে; কিন্তু সে ধৈর্য হারাইল না। বিপদের মুখে তাহার সাহস অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পায়। এ-ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। মোহন সেই অন্ধকারে বসিয়া তাহার কার্যে কোন গলদ দেখা দিয়াছে কি-না, তাহা ভাবিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই সময় দিন কি রাত্রি, কিম্বা, কত সময় তাহা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। এক সময়ে তাহার মনে পড়িল, সে রমাকে টেলিগ্রাম করিয়া আসিয়াছে যে, যদি রাত্রি ১১টার ভিতর সে ফিরিয়া না যায়, তবে যেন মিঃ বেকারের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

মিঃ বেকার! মোহনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল—মিঃ বেকার যখন

দেখিবেন, মোহন এক এ্যামেচার দুর্বৃত্তের হস্তে বন্দী হইয়াছে, তখন তাঁহার মুখে গর্বের যে হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিবে, তাহা মানস দৃষ্টিতে কল্পনা করিয়া মোহন মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিল।

এক সময়ে মোহন সেই অনাবৃত মেঝের উপর শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল, সেই গহ্বর কারাগার দিনের আলোকে মৃদু আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। মোহন উঠিয়া বসিল এবং চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বুঝিল যে, সে যে-স্থানে বন্দী হইয়াছে, তাহা ভূগর্ভে খোদিত এক দুর্ভেদ্য কারাগার। এই স্থান হইতে উদ্ধার পাইবার কোন পথ নাই। চারিধারে প্রস্তর-গ্রথিত মসৃণ দেওয়াল প্রায় ৬০ ফুট নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে।

মোহন বৈজ্ঞানিক প্রথায় এই ভীষণ বন্দী-আগারটি দেখিয়া মহারাজা বিক্রম-প্রসাদের প্রশংসা না করিয়া পারিল না। সে বুঝিল, এই স্থান হইতে প্রাণপণে চীৎকার করিলেও সে শব্দ পৃথিবীর উপরে গিয়া পৌঁছাইবে না। মহারাজা বিক্রম-প্রসাদের ইচ্ছা হইলে তিনি অনায়াসে তাহাকে এই স্থানে জীবন্ত সমাধি দান করিতে পারেন। মোহন আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিল, 'অবশেষে কি একটা চরিত্রহীন, কামুক, দুর্বৃত্ত করদ রাজার হাতে জীবন দিতে হইবে? ইহাই কি মোহনের নিয়তি? নিয়তি মোহনের?'

মোহন অকস্মাৎ অট্টরবে হাস্য করিয়া উঠিল; হাস্যধ্বনি মসৃণ দেওয়ালে আঘাত করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে স্তব্ধ হইয়া গেল।

সহসা মোহন দেখিল, তাহার বন্দী গহ্বরের দেওয়াল সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বার মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সে বিস্মিত হইয়া দ্বারদেশে উঁকি মারিয়া দেখিল, পার্শ্বের ক্ষুদ্র কক্ষটি বাথরুম।

মোহনের মন প্রীত হইয়া উঠিল। সে শিস দিতে দিতে বাথরুমে প্রবেশ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া যখন পুনশ্চ পূর্ব-কক্ষে ফিরিয়া আসিল, দেখিল, অদ্ভুত মায়া দণ্ডের স্পর্শে তাহার প্রাতঃকালীন আহারের দ্রব্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছে।

মোহন ক্ষণকাল কৌতুক-দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু এমন অসম্ভবও যে সম্ভব হইল কি করিয়া, তাহার কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না। সে দ্বিধাহীন মনে আহার সমাপ্ত করিয়া অস্ফুট কণ্ঠে হাসিতে হাসিতে আপনাকে আপনি কহিল, 'তাহ'লে আশু মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কেন? আমার নিকট হ'তে সে কোন্ উপকার প্রত্যাশা করে?' ক্ষণকাল গভীরভাবে চিন্তা করিয়া মোহন পুনশ্চ কহিল, 'দুর্বৃত্তদের চরিত্র দেবতাদেরও অগম্য স্থান—মানুষের সাধ্য কি যে সেখানে প্রবেশ করে?'

আহারান্তে মোহন প্রাচীর-গাত্রে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। কত সময় অতীত হইয়া গেল, তাহা সে জানিতে পারিল না। অকস্মাৎ কক্ষের মেঝেটি দুলিয়া উঠিতে মোহনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং সে সবিস্ময়ে দেখিল, যে মেঝেকে সে ভূগর্ভ-কক্ষের তলদেশে ভাবিয়াছিল, তাহা দুলিতে দুলিতে উপরে উঠিতেছে। মোহন বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক-কার্য

দেখিয়া অধিকতর মুগ্ধ হইয়া গেল। সে চারিদিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিপাত করিয়াও বুঝিতে পারিল না, কিরূপে বস্তুটি কার্য করিতেছে।

মাত্র একটি মিনিট তখনও অতিবাহিত হয় নাই, মোহন দেখিল, তাহাকে মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। দুইজন ভীমকায় ব্যক্তি অপেক্ষা করিতেছিল; মোহন উপরে উঠিয়া আসিতেই তাহার হাত-দু'টিকে পিছ-মোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলা হইল এবং একটি কোচের উপর তাহাকে জোর করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল। মোহন তাহাদের কিছুমাত্র বাধা দিল না। বিপরীত দিকে একখানি মূল্যবান চেয়ারে বসিয়া মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ মৃদু-মৃদু হাস্য করিতেছিলেন; তিনি কহিলেন, "কি রকম বোধ হচ্ছে, মোহন? এতদিন কতক গুলো নির্বোধ পুলিস অফিসারকে নাস্তানাবুদ করতে সক্ষম হয়েছিল ব'লে নিজেকে খুব শক্তিমান ভেবেছিলে—না? এখন বুঝতে পারছ, তুমি কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিলে?"

মোহন মৃদু হাস্যমুখে চাহিয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না।

মহারাজা পুনশ্চ কহিলেন, "চুপ ক'রে থেকে কোন লাভ হবে না। আমার এখন কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।"

মোহন কহিল, "আমি জানি, কোন্ প্রশ্নের জবাব প্রয়োজন হয়েছে; কিন্তু আশা আপনার সফল হবে না!"

"হবে না।" মহারাজা গর্জিয়া উঠিলেন; পুনশ্চ কহিলেন, "হবে না? কুত্তার এতবড়ো স্পর্ধা যে, মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানায়? জানো, আমি তোমার গায়ের চামড়াখানা পাঁচ মিনিটের মধ্যে খুলে নিতে পারি?"

মোহনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "একটা পরাধীন করদ-রাজার এতখানি দেমাক উপভোগ্য বটে! কিন্তু আমি জানি-তো, মুরগীর দৌড় কতদূর!"

মহারাজা ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুইবার করতালি-ধ্বনি করিতেই দুইজন ভীমকায় ব্যক্তি নিঃশব্দে ভাবহীন মুখে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল। মহারাজা একবার মোহনের মুখের দিকে এবং অন্যবার ভীম-কায় ব্যক্তিদ্বয়ের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতে তাহাদের যাইবার জন্য আদেশ দিয়া মোহনকে কহিলেন, "তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে মন স্থির করতে হবে, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী আছ কি-না।"

মোহন কহিল, "কি প্রশ্ন?"

মহারাজা কহিলেন, "আমি জানতে চাই, তোমার মরবার জন্য এমন সাধ হ'ল কেন? তোমাকে এখানে আসবার জন্য কে প্ররোচিত করেছে?"

মোহন হাসিয়া কহিল, "অর্থাৎ আপনার জঘন্য কীর্তির কথা গভর্নমেণ্ট জেনেছেন কি-না! হাঁ, আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেব। গভর্নমেণ্ট জেনেছেন যে, তাঁদের এক তাঁবেদার রাজা-ভৃত্য অর্থলোভে তাঁর মা-বোনকে বিক্রি করতে আরম্ভ করেছে।"

মহারাজা সক্রোধে কহিলেন, "চুপ কর্, বেয়াদব! তোর পুলিসের সাধ্য নেই যে, আমার প্রাসাদের ত্রি-সীমানার ভেতর প্রবেশ করে।"

"তা জানি, আমিও জানি। কিন্তু পুলিস নয়, সৈন্য আসবে। আপনার এখানকার লীলা-খেলা যে সাঙ্গ হয়েছে, সে আশ্বাস আপনি নিতে পারেন।" মোহন হাসিয়া উঠিল।

মহারাজা সক্রোধে কহিলেন, "তোর গভর্নমেণ্টের সৈন্যকেও আমি থোড়াই কেয়ার করি।"

"ডিয়ার! ডিয়ার! ভারতের সম্রাট, স্বাধীন, একচ্ছত্র নরপতি, দিক্‌পাল, আমি আপনাকে বন্দনা করি।" এই বলিয়া মোহন সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল।

মহারাজা ক্ষণকাল অগ্নি-বর্ষী দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "শোন মোহন, আমি তোমার সঙ্গে একটা সন্ধি করতে চাই। অবশ্য তুমি যদি নিজের মঙ্গল চাও, আর আমার নির্দেশ মেনে চলতে সম্মত হও, তা'হলে তোমার মত কার্যক্ষম ব্যক্তিকে আমি প্রচুর অর্থ দিয়ে সহকারী ক'রে নিতে পারি।"

মোহন এইবার সত্য-সত্যই বিস্মিত হইল। সে ক্ষণকাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিল, পরে মন স্থির করিয়া কহিল, আমার আয়ের অঙ্ক আপনি জানেন?"

মহারাজা খুশি হইয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "ছিঁচকে চোরের বা একটা ডাকাতের আয় যে কত হ'তে পারে, তা' জানবার জন্য মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবতে হয় না। কিন্তু আমার ব্যবসার আয়ের অঙ্ক শুনলে যে তোমার মাথা ঘুরে যাবে, তা আমি হলফ ক'রেও বলতে পারি।"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "দশ-বিশটা নারী চুরি ক'রে দশ-বিশ হাজার টাকা উপায়কারীর মুখে অতখানি গর্ব শোভা পায় না, মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ! দস্যু মোহনের আয় আর তার ব্যয়ের মাত্রা মাত্র একটি লোক জানেন। আর আপনার আয়ের অঙ্ক শুনে যদি আমার মাথা ঘুরে পড়ে, তা' হ'লে আমার শঙ্কা হয়, আমার আয়ের কথা শুনলে আপনার শুধু মাথা নয়, আপনি পর্যন্ত লাটুর মত ঘুরতে আরম্ভ করবেন।"

মহারাজা কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া হাসিমুখে কহিলেন, "শুনেও খুশি হ'লাম, মোহন। এ যেন সেই ব্যাঙের পাতকুয়ো-বাসী মায়ের পুত্রের মুখে হস্তী-দর্শন কাহিনীর মত। সে যাই হোক, এখন আমি তোমাকে সবিস্তারে আমার ব্যবসা ও আয়ের কথা বলছি।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত টেবিল সংলগ্ন একটি ইলেক্‌ট্রিক বোতাম টিপিলেন এবং অনতিবিলম্বে কুমার সিং দ্রুতপদে প্রবেশ করিলে মহারাজা কহিলেন, "গত বছরের হিসেবটা নিয়ে এস, কুমার সিং।"

কুমার সিং দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল ও অনতিবিলম্বে একটি লেজার খাতা লইয়া আসিয়া নতমুখে আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

মহারাজা গর্বিত হাস্যমুখে কহিলেন, "তুমি প্রথমে আমাদের সমস্ত শাখা অফিসের নামগুলো পড়ে যাও, কুমার সিং। নইলে আমাদের নূতন বন্ধুর মনে

বিস্ময়, তথা অবিশ্বাসের সৃষ্টি হ'তে পারে।"

কুমার সিং কহিল, "যে আদেশ, মহারাজ।" এই বলিয়া সে লেজার বইখানির একটি নির্দিষ্ট স্থান বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিল, "হেড অফিস—ভারতবর্ষের সোনাপুর স্টেট। শাখা অফিসসমূহ ঃ—বম্বে…"

সহসা বাধা দিয়া মহারাজা মোহনের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তুমি যদি মনে কর যে, আমাদের ব্যবসার স্থানগুলো জেনে নেবার পর অস্বীকৃতি জানিয়ে তুমি আমাদের অনিষ্ট করতে সক্ষম হবে, তা' হ'লে তুমি এই বিষয়টি মনে রেখ যে, প্রথমত তোমার প্রাণ নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যেমন অসম্ভব ব্যাপার, তেমনি শাখা-সমূহের স্থানগুলোর শুধু নাম জেনে তাদের বার করাও। বুঝেছ, মোহন?"

মোহন মৃদু হাস্য করিল। মহারাজা কুমার সিংয়ের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতে পাঠ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। কুমার সিং পাঠ করিতে লাগিল, "শাখা অফিসসমূহ ঃ—বম্বে, কলিকাতা, মাদ্রাজ, বেনারস, কানপুর, এলাহাবাদ, গাজিয়াবাদ, লক্ষ্ণৌ, আমেদাবাদ, লাহোর, পেশোয়ার, কোয়েটা, করাচী, সিমলা, দার্জিলিং, মুশৌরি, সিন্ধু, হরিদ্বার…"

মোহন বাধা দিয়া কহিল, "আপনাদের পণ্ডশ্রম হচ্ছে, মহারাজ। তার চেয়ে ভারতবর্ষে কতগুলি শাখা-অফিস আছে বললেই আমি বুঝতে পারবো।"

মহারাজা কহিলেন, "উত্তম! তাই হোক, কুমার সিং।"

"ভারতবর্ষে আমাদের শাখা-অফিস আছে ৬৪টি। ব্রহ্মদেশে আছে ২০, শ্যামদেশে ৩০, চীনে ৫৫, জাপানে ২০, ডাচ ঈস্ট-ইণ্ডিজে ৩, ইরানে ২, ইরাকে ২, সিরিয়ায় ২, মিশরে ৩, তুরস্কে ২, রাশিয়ায় ১০, ইউরোপে যথা—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম প্রভৃতি সকল স্বাধীন রাষ্ট্রে সর্বসমেত ১১০, আমেরিকায় ৪—সর্বসাকল্যে সমস্ত পৃথিবীতে আমাদের শাখা অফিসের সংখ্যা ৩৬৫।"

মোহনের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। সে পলকহীন চক্ষুতে মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন কোন রূপকথা শুনিতেছে।

মোহনের অভিভূত ভাব দেখিয়া মহারাজা প্রীত হইয়া কহিলেন, "গত বৎসর আমাদের সকল খরচ-খরচা বাদে কি-রকম আয় হয়েছিল, শুনিয়ে দাও।"

কুমার সিং আদেশ শুনিয়া দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে মহারাজার দিকে চাহিল; তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "আমার আদেশ শুনতে পেয়েছ, কুমার সিং?"

"হাঁ মহারাজ, পেয়েছি। আমাদের গত বৎসর মোট আয় হয়েছিল ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।" কুমার সিং লেজার দেখিয়া বলিল।

মোহন পরম বিস্ময়ে শিস দিয়া উঠিল। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, "সাত কোটি ত্রিশ লক্ষ!"

"হাঁ মোহন, সাত কোটি ত্রিশ লক্ষ। যদিও তেমন আশানুরূপ হয়নি, তা'হ'লেও যে বিশেষ মন্দ আয়, একথাও জোর ক'রে বলতে পারি না।" মহারাজ বিক্রমপ্রসাদ

হাসিতে হাসিতে কহিলেন।

মোহন অভিভূত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল দেখিয়া মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবছ?"

"ভাবছি, এই এতগুলি শাখা অফিসে কি কাজ হ'তে পারে?" মোহন চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

মহারাজা কৌতুক অনুভব করিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তোমার মত চতুর ব্যক্তির পক্ষে এটা ঠিক সঙ্গত প্রশ্ন হ'ল না, মোহন। শাখা অফিসে অর্ডার নেওয়া হয় এবং প্রয়োজন মত শিকার সংগ্রহ হয় এবং শাখা-অফিসের ভিতর দিয়ে শিকার ডেলিভারী দেওয়া হয়।"

মোহন কহিল, "বেশীর ভাগ শিকারই তো ভারতে সংগ্রহ করা হয়?"

মহারাজা কহিলেন, "আয়ের নব্বই ভাগ আসে ভারতীয় শিকারের ওপর থেকে। বাকী দশ ভাগ আদায় হয় সমস্ত পৃথিবীর ওপর।"

মোহন শিহরিয়া উঠিল। সে অতি কষ্টে আপন মনোভাব গোপন করিয়া কহিল, "অর্থাৎ ভারতবর্ষ থেকে প্রতি বৎসর হাজার হাজার নারী বিদেশে চালান হ'য়ে যায়?"

"হাঁ, তাই। কিন্তু তারা স্বেচ্ছায় যায়। এতটুকু জোর-জুলুম কোন স্থানে নেই।" মহারাজা বলিলেন।

মোহন বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "সব অভাগীরাই স্বেচ্ছায় এই পথে আসে?"

মহারাজা মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "স্বেচ্ছায় এলে আর কি চিন্তা ছিল, মোহন? স্বেচ্ছায় আসে না কেউ। জোর ক'রে জাল পেতে নানা উপায়ে সংগৃহীত হ'য়ে থাকে। তারপর ট্রেনিং দেওয়া হয়। ট্রেনিং পাশ মেয়ের মনে আর কোন দ্বিধা-সঙ্কোচের বালাই থাকে না। তারা স্বেচ্ছামত জীবন উপভোগ করে।"

মোহন যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার চক্ষুর সম্মুখে হাজার হাজার নারীর করুণ মুখ ভাসিয়া উঠিল। রক্ষা করিবার কেহ নাই, রক্ষা পাইবার কোনও উপায় নাই; পুলিশ অসহায়, গভর্ণমেণ্ট নীরব। অক্ষম, অসহায়, দুর্বল অভিভাবকগণের আশ্রয়চ্যুত হইয়া এমন এক প্রতাপশালী দুর্বৃত্তের হাতে আসিয়া পতিত হয়, যেখান হইতে ফিরিবার কোন পথ নাই। মোহন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাকে কি বলে? অদৃষ্ট? নিয়তি? না, আর কিছু?"

মোহনকে নিরুত্তরে চিন্তা করিতে দেখিয়া মহারাজা কহিলেন, "সব শুনলে, মোহন। এখন তোমার মত কি বলো? তোমার মত একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান, কর্মঠ ব্যক্তিকে আমি যদি পাই, তবে এক বৎসরের মধ্যে আয়ের মাত্রা দ্বিগুণ ক'রে তুলতে পারি। তুমি এত অর্থ উপায় করবে, যা কোনদিন কল্পনাও করতে পারোনি। কেমন, তুমি সম্মত?"

মোহনের ইচ্ছা হইল যে, ভূমিকম্পের মত দুর্বার বিক্রমে এই নর-পিশাচদের ধ্বংস করিয়া ফেলে। কিন্তু মনোভাব গোপন রাখিয়া কহিল, "আমি 'সম্মত'

বললেই কি আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারবেন, মহারাজ ?"

মহারাজা হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তুমি বিশ্বাসঘাতক হ'লেও আমার কিছুমাত্র আসে যাবে না, মোহন। আমাকে বহু লোকের সঙ্গে কারবার করতে হয়; সকলেই যে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তা' আমি বলি না। বরং তার বিপরীত। কিন্তু কথা কি জানো, ভগবানের আশীর্বাদে আমি এমন এক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছি, যেখানে তোমাদের লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসঘাতকের দলও যদি কামড়াতে চেষ্টা করে, তবে দাঁত ভাঙবে তাদেরই, আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। এখন বলো, তুমি সম্মত ?"

মোহন এক মুহূর্ত দ্বিধা করিল ; পরে কহিল, "আমি সম্মত।"

মহারাজা দুইবার করতালি-ধ্বনি করিলেন। পূর্বদৃষ্ট দুইজন ভীমকায় ব্যক্তি প্রবেশ করিল এবং মহারাজার ইঙ্গিতে মোহনের হাতের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। বাঁধনের কঠিন পেষণে মোহনের বাহুর বহু স্থানে রক্ত জমিয়া উঠিয়াছিল ; তাহার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "আমার একটু কৌতূহল আছে, মহারাজ ?"

মহারাজা কুমার সিং অপর দুইজন ভৃত্যকে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিয়া কহিলেন "প্রথমে তুমি আহার সেরে নাও, মোহন। তারপর তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করবো।"

মোহন কহিল, "আপনার করুণার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, মহারাজ। কিন্তু আহারের তাড়া আমার নেই—বাড়ী গিয়েই ওকাজটা সেরে নেব। কারণ আমার স্ত্রী আমার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তা' আমি কল্পনার চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।"

মহারাজা অকারণে সশব্দ হাস্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কহিলেন, "আমিও পাচ্ছি। তোমার সৌভাগ্যের জোর আছে, মোহন। নইলে আমার দৃষ্টি যে-নারীর ওপর পড়েছিল, আমার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ ক'রে তাকেই তুমি স্ত্রী-রূপে পেয়েছ।"

মোহন সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। পরে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "আপনার মন্তব্য আমার বোধগম্য হ'ল না, মহারাজ।"

মহারাজা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "সেদিন রাত্রে তুমি যদি না মিস সোমকে চুরি ক'রে নিয়ে যেতে, তা' হ'লে আমার আগ্রা এজেন্ট পরদিন প্রভাতেই তাকে শিকার ক'রে চালান দিত। যাক, সেজন্য আজ আর আমার কোন দুঃখ নেই। কারণ তোমাকেই আমি পেয়েছি।"

মোহন ক্ষণকাল স্তম্ভিত বিস্ময়ে নীরব থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমাদের বিবাহের পর আর কোন চেষ্টা হয়েছিল, মহারাজ ?"

মহারাজা কহিলেন, "রমা দেবীকে শিকারের চেষ্টা ? না, আমি নিষেধ-আদেশ জারি করেছিলাম। কারণ তোমার সঙ্গে বিবাদের আমার ইচ্ছা ছিল না। সে যাই হোক, এখন বল, তোমার কৌতূহল কিসে হয়েছে ?"

মোহন নম্র স্বরে কহিল, "বর্তমানে এই প্রাসাদে কত জন শিকার আছে, মহারাজ ?"

মহারাজা এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ট্রেনিং পাশ ত্রিশজন, আর ট্রেনিং চলছে পাঁচজনের।"

"সকলেই কি ভারতীয় ?" মোহন প্রশ্ন করিল।

"না। দুইজন চীনা, একজন বার্মীজ, বাকী সব ভারতীয়।" মহারাজা কহিলেন।"

মোহন এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "ট্রেনিং-এর ধারা কি রকম, মহারাজ ?"

মহারাজা মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "এস তোমাকে দেখিয়ে আনি, মোহন। তুমি যখন এখন ঘরের লোক হয়েছ, তখন তোমার জন্য বিশেষ অনুমতি দিতে আমি অস্বীকার করতে পারি না।"

মোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, "সকলের পক্ষে অর্থাৎ সকল কর্মীর পক্ষে কি সেখানে অবারিত দ্বার নয় ?"

মহারাজা গম্ভীর মুখে কহিলেন, "না। শাখা অফিসের এজেন্ট ও ট্রেনার ব্যতীত আর কারুর পক্ষে শিকারের সঙ্গে মেলামেশা বা দেখা-সাক্ষাৎ করার অনুমতি নেই। আর হেড অফিসে একমাত্র আমি ভিন্ন আর কারুর অথরিটী নেই। অবশ্য আমি সেখানেও কিম্বা এখানেও যে-কোনও ব্যক্তিকে বিশেষ অনুমতি দিতে পারি।"

মোহন কহিল, "আমার বিশেষ কোন কৌতূহল নেই, মহারাজ ; তবে এ পথে একেবারে নতুন কি-না, তাই স্বাভাবিক ভাবেই একটু ঔৎসুক্য জেগেছিল। নচেৎ..."

বাধা দিয়া মহারাজা কহিলেন, "কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই, মোহন। তুমি এস আমার সঙ্গে।"

মহারাজা অগ্রসর হইলেন ; মোহন পিছু লইল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মহারাজা সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "হাঁ, একটা বিষয় আমার জানা প্রয়োজন, মোহন। তোমার কি আর তপতী সম্বন্ধে কোন দাবি আছে ?"

মোহন প্রশ্নের নিগূঢ়ার্থ বুঝিয়া কহিল, "আদৌ না, মহারাজ। তবে একটা কথা জানতে ইচ্ছা হয়। তপতী কি মূল্যবান শিকার ?"

"পাঁচ লক্ষ টাকা আসবে, মোহন।" মহারাজা মৃদু হাসিয়া কহিলেন।

মোহন সত্যই বিস্মিত হইল। সে ক্ষণকাল অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "পাঁচ লক্ষ টাকা।"

"হাঁ মোহন, হাঁ। এমন লাভবান ও লোভনীয় ব্যবসা আর দুটি নেই। এই মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনি বেয়াড়া। আজ তিন দিন হ'য়ে গেল, মুখে জল-বিন্দু পর্যন্ত দেয়নি। দেখা যাক, এতখানি তেজ কতদিন থাকে।" এই বলিয়া

মহারাজা একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া বীণা বাঈকে ডাকিবার জন্য আদেশ দিলেন।

মোহন দ্রুত চিন্তা করিতেছিল। সে এখন মুক্ত। সে এই মুহূর্তে এই নর-পিশাচকে আক্রমণ করিয়া কাবু করিয়া ফেলিতে পারে এবং তাঁহারই রিভলভার লইয়া অনায়াসে তপতীকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে পারে। পারে না কি? মোহন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠিল। মোহনের এইরূপ ভাব দেখিয়া মহারাজা কহিলেন, "তোমার সব স্বপ্ন বলে অনুভূত হচ্ছে—না?"

মোহনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "হাঁ স্বপ্নই বটে, মহারাজ। আপনি যে-জগতের আবরণ আমার কাছে মুক্ত করলেন, আমার অতি দুঃসাহসী কল্পনাও ওর নিকটে যেতে পারতো না। তার ওপর নারী-দেহের মূল্যে যে মানুষের কামনা-নিবৃত্তিতে এতখানি নির্ধারিত হয়, এ বিস্ময়ও আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত বস্তু।"

এমন সময়ে বীণা বাঈ প্রবেশ করিয়া মহারাজকে অভিবাদন করিল। কহিল, "ফরমাইয়ে, মহারাজ?"

মহারাজা মোহনকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই ভদ্রলোক আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। ইনি অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি। এঁকে নিয়ে আমি তোমার ট্রেনিং-রুমে যাচ্ছি। তুমি প্রস্তুত আছ?"

বীণা অবনত মস্তকে কহিল, "প্রস্তুত, মহারাজ।"

"তবে এস, মোহন।" এই বলিয়া মহারাজা অগ্রসর হইলেন।

ট্রেনিং-রুমে উপস্থিত হইয়া মহারাজা উপবেশন করিলেন এবং মোহনকে বসিবার জন্য আদেশ দিয়া বীণাকে কহিলেন, "তোমার এক নম্বরের খবর কী?"

"শয্যা থেকে আজ আর উঠতে পারেনি, মহারাজ। তাই ভাবছি, এই পথে আর বেশী দিন চললে শিকারের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।"

মোহন বীণা বাঈয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি কি তপতীর কথা বলছেন?"

"হাঁ স্যার।" বীণা উত্তর দিল।

মহারাজা কহিলেন, "তোমার সঙ্গে এই মেয়েটির পরিচয় আছে, মোহন?"

মোহনের পরিচয় ছিল না যদিও, তবুও সে অম্লান বদনে এবং দ্বিধাহীন কণ্ঠে কহিল, "আছে, মহারাজা। আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আমি তাকে এই বৃথা প্রতিরোধ প্রত্যাহার করবার জন্য উপদেশ দিতে পারি।"

মহারাজা আনন্দ চাপিয়া রাখিয়া কহিলেন, "তাতে কোন কাজ হবে ভাব?"

"না হবার কোন হেতু দেখিনে, মহারাজ।" মোহন দৃঢ় কণ্ঠে কহিল।

মহারাজা বীণার দিকে চাহিলেন। বীণা কহিল, "আমি মহারাজের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছি।"

মহারাজ বুঝিলেন, বীণা বাঈয়ের কোন অমত নাই। তা' ছাড়া যদি সহজে কার্য উদ্ধার হইয়া যায়, তাহা অপেক্ষা প্রার্থনীয় আর কি আছে? তিনি প্রকাশ্যে

কহিলেন, "তা' হ'লে মোহনকে তার কাছে নিয়ে যাও, বীণা বাঈ।"

বীণা বাঈ মোহনকে লইয়া পার্শ্বকক্ষে প্রবেশ করিল এবং তপতীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে তোমার এক আত্মীয় দেখা করতে এসেছেন, অভাগা মেয়ে!"

তপতী ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল। মনে হইল, যেন ঘুমন্ত পদ্ম পাপড়ি মেলিতেছে! মোহন পলকহীন দৃষ্টিতে তপতীর অস্বাভাবিক সৌন্দর্যমণ্ডিত অবয়বের দিকে চাহিয়াছিল। তপতীর সহিত দৃষ্টি মিলিতেই সে কহিল, "আমি মোহন, তোমার রমাদিদির স্বামী আমি। এইবার আমাকে চিনতে পেরেছ?"

অকস্মাৎ হতভাগী মেয়েটার দু'টি পদ্মচক্ষু হইতে প্রবল বেগে অশ্রু-বন্যা বাহির হইতে লাগিল। তাহার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি মুদিয়া গেল। কিছু বলিবার জন্য তাহার রক্ত অধর দু'টি কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু বীণা বাঈয়ের উপস্থিতিতে কোন কথা বাহির হইল না। মোহন বুঝিল এবং বীণার দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি যদি আমাকে দু'টি মিনিট ক্ষমা করেন, তবে এঁকে বুঝিয়ে বলতে পারি।"

বীণা বাঈ ব্যস্তভাবে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দ্বারদেশের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। মোহন নতস্বরে কহিল, "আমি তোমাকে উদ্ধার করার বন্দোবস্ত করছি। রায়বাহাদুর আমাদের বাড়ীতে আছেন, তিনি ভাল আছেন। তোমার স্বামী তোমার জন্য এতটা উতলা হ'য়ে পড়েছেন যে, তোমার মুক্তি-মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা স্থির করেছেন। অতএব তুমি যদি এমনভাবে অনাহারে থেকে নিজের জীবন বিপন্ন করো, তা' হ'লে আমার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যায়।"

তপতীর দুই চক্ষু হইতে প্রবল বেগে অশ্রু বাহির হইতেছিল। সে অতিকষ্টে কহিল, "এরাই আমাকে খেতে দিচ্ছে না। আমাকে বলেছে, ওদের পাপ-উদ্দেশ্যে সম্মত না হ'লে আমাকে অনাহারে শুকিয়ে মারবে। সে ভাল—আমি মরব, তবুও ওদের ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হবো না।"

মোহন নতস্বরে কহিল, "আমি ওদের প্রতারণা ক'রে তবে এখানে আসতে সক্ষম হয়েছি। তুমি দয়া ক'রে আমার কথা শোন, আহার গ্রহণ করো। ওদের বলো, আমি কয়েক দিন মন স্থির করতে সময় চাই। তারপরে আমার মত জানাব।"

তপতী কহিল, "না, আমি মিথ্যা কথা বলে আমার প্রাণ বাঁচাতে চাই না। আমার স্বামী যখন শুনবেন, আমি এই ঘৃণ্য জীবনের জন্যও মিথ্যা, ছল, প্রতারণা করতে সক্ষম হয়েছি, তখন তিনি আর আমার মুখ দেখতে চাইবেন না। তিনি জানবেন, তিনি যে তপতীকে চিনতেন, তার মৃত্যু হয়েছে—এ অন্য কেউ। আমি পারবো না, কিছুতেই পারবো না।"

মোহন ধীর স্বরে কহিল, "তোমার স্বামী যখন শুনবেন, তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করোনি, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হবেন, তপতী দেবী। দুষ্টের সঙ্গে ছল কি প্রতারণায় অন্যায় নেই, পাপ নেই; তা' ছাড়া তোমার স্বামীও এই অবস্থায় ঠিক এই উপদেশই দিতেন।"

"আমিও ঠিক সেই আদেশই দিচ্ছি। Hands up!" বজ্রগম্ভীর স্বরে

মোহনের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ কহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ বেগে মোহন ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, মহারাজা ও তিনজন ভীমকায় ব্যক্তি রিভলভার উদ্যত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!

ধীরে ধীরে মোহনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার দেহের কোন স্থানেই এতটুকু ভয় বা উদ্বেগের চিহ্ন দেখা গেল না। সে অকম্পিত কণ্ঠে কহিল, "তারপর, আমার নতুন বন্ধু ?"

(১২)

"বিশ্বাসঘাতক, শয়তান, কুক্কুর। মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের দয়ার অপব্যবহারের শাস্তি কি জানিস না, তাই তোর এতখানি দুঃসাহস।" এই বলিয়া মহারাজা প্রহরীদের ইঙ্গিত করিলেন।

প্রহরীরা মোহনকে বেষ্টন করিয়া কহিল, "চল্।"

এই দৃশ্য দেখিয়া তপতী ভয়ে একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চক্ষু মুদিত করিল। বুঝি-বা ভয়ে সে মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

মোহন একবার ঘাড় ফিরাইয়া তপতীর দিকে চাহিল, তারপর মহারাজার দিকে চাহিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল, "নরাধম! তোর দিন ঘনিয়ে এসেছে।" এই বলিয়া অকস্মাৎ মোহন প্রহরীরা বাধা দিবার পূর্বেই মহারাজার উপর ব্যাঘ্র-বিক্রমে লাফাইয়া পড়িল ও তাহাকে লইয়া সশব্দে মেঝের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

মহারাজা মোহনকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিলেন ; কিন্তু মোহনের শক্তির নিকট, মোহনের কৌশল-জ্ঞানের নিকট তাঁহাকে শিশু বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সহসা তিনি আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া প্রহরীদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "কুত্তাকা বাচ্ছারা, দাঁড়িয়ে মজা দেখছে! কুকুরকে গ্রেফতার কর্।"

প্রহরী তিনজন একযোগে মোহনকে চাপিয়া ধরিল। একসঙ্গে তিনজন ভীমকায় শত্রুর দ্বারা এইরূপ পতিত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া মোহন মহারাজাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল এবং অপূর্ব কৌশলে প্রহরীদের আক্রমণ ঠেকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও ক্ষিপ্ত সিংহের মত তাহাদের সহিত লড়িতে লাগিল।

প্রহরীরা রিভলভার চালাইতে পারিল না। কারণ কক্ষমধ্যে অমূল্য শিকার ও মহারাজা রহিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে মোহনের প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে একজন প্রহরী ধূলি-শয্যা গ্রহণ করিল। চক্ষুর নিমেষে দ্বিতীয় প্রহরীও লাট্টুর মত ঘুরিতে ঘুরিতে প্রথম প্রহরীকে অনুসরণ করিল। মহারাজা রিভলভার উদ্যত করিয়া দাঁড়াইলেন।

তৃতীয় প্রহরীর রিভলভার কাড়িয়া লইবা মাত্রই সে মহারাজার পার্শ্বে আসিয়া রিভলভার উদ্যত করিয়া দাঁড়াইল। মোহন স্থির ভাবে জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "নরঘাতক, শয়তান, তুমি দস্যু মোহনকে চেন না! মোহন হবে একটা হীন-রাজার তাঁবেদার নফর!"

মহারাজা গর্জিয়া উঠিলেন, "চুপ ক'রে দাঁড়া, শয়তান। তোকে আমি কুত্তার

boiboi.net

মত গুলি ক'রে মারবো। সরে দাঁড়া এদিকে।"

মোহন পিছনে চাহিয়া দেখিল, ঠিক তাহারই পশ্চাতেই তপতী বিছানার উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তপতীর গায়ে গুলি লাগিবে—একমাত্র এই ভয়েই মহারাজা গুলি করিতে পারিতেছেন না বুঝিয়া মোহনের মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়া উঠিল।

এমন সময়ে এক অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটিল। মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী, কলিকাতার এজেণ্ট, কুকর্মের সহচর কুমার সিং দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রবেশ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "মহারাজ! মহারাজ! সর্বনাশ উপস্থিত হয়েছে। ব্রিটিশ সৈন্যদল প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে। অবিলম্বে ফটক মুক্ত করবার দাবি জানিয়ে মাত্র দশ মিনিট সময় কম্যাণ্ডিং অফিসার দিয়েছেন। এই দশ মিনিট অতীত হ'লে গেলেই তাঁরা প্রাসাদ আক্রমণ করবেন।"

মহারাজা এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া মোহনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, "ওই কুত্তার কাজ!" প্রহরীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কুত্তা একটু নড়লেই গুলি করবি।" কুমার সিংয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সকলকে গুহা-ঘরে সমবেত করো। দু' মিনিটের মধ্যে কাজ সারা চাই। ঘণ্টা দাও।"

কুমার সিং তপতীর কক্ষ-দ্বার সংলগ্ন একটি ইলেকট্রিক বোতাম স্পর্শ করিল। সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানো-ধ্বনির মত একটা সুমিষ্ট শব্দ প্রাসাদ ব্যাপিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং একটা সমবেত দ্রুত ধাবমান শব্দ উত্থিত হইল। কয়েকজন প্রহরী নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে মহারাজার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশে তপতীকে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলেন।

প্রহরী খাট-সমেত তপতীকে উঠাইয়া লইল। এই কার্যের ফলে যেটুকু সময় মোহন পাইল, সে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ভুলিল না। সে বিদ্যুদ্বেগে প্রহরীকে এক ধাক্কা দিয়া নিমেষের ভিতর পার্শ্বকক্ষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কয়েকজন প্রহরী তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিবার উপক্রম করিলে মহারাজা তাহাদের নিষেধ করিলেন।

মোহন পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেখানে দলে দলে সুন্দরী মেয়েরা সমবেত হইতেছে। মোহন চকিতের জন্য তাহাদের দিকে চাহিয়া বারান্দায় গমন করিল এবং জলের পাইপ বাহিয়া কাঠবিড়ালের মত নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিল। মোহন অবিলম্বেই বুঝিতে পারিল, তাহাকে কেহ অনুসরণ করিতে সাহস করিবে না। মোহন দ্রুতগতিতে নামিতে লাগিল।

তখনও দুই মিনিট অতিবাহিত হয় নাই, মোহন বন্ধ ফটকের নিকট উপস্থিত হইল। সেখানে সে কোন প্রহরীকে দেখিতে না পাইয়া স্বয়ং দ্বার খুলিবার জন্য চেষ্টা করিল। কিন্তু সক্ষম হইল না। ফটক সুবৃহৎ তালা ও আধুনিক অদৃশ্য চাবি দ্বারা আবদ্ধ ছিল। মোহন এক মুহূর্ত দ্বিধা করিল, পরমুহূর্তে ফটকের উপর আরোহণ করিয়া বাহিরে চাহিতে দেখিল, এক রেজিমেণ্ট সৈন্যের পুরোভাগে

একজন সৈনিক অফিসার—বোধ হয় কম্যাণ্ডার ও তাহার পার্শ্বে মিঃ বেকার দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

মোহনকে দেখিবামাত্র সৈন্যগণের বন্দুক তাহার উপর উদ্যত হইল। মোহন সভয়ে চীৎকার করিয়া কহিল, "Friend!"

মিঃ বেকার কম্যাণ্ডারকে দ্রুত কণ্ঠে কহিলেন, "মোহন···মোহন—সৈন্যদের নিষেধ করুন।"

কম্যাণ্ডারের আদেশ পাইয়া সকল বন্দুক স্থির হইল ও সঙ্গে সঙ্গে এক প্রলয়ঙ্করী বিস্ফোরণের শব্দ হইল। মোহন লাফাইয়া মিঃ বেকারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিল, মাত্র দুই মিনিট পূর্বে সে যে-প্রাসাদের মধ্যে ছিল, তাহা শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। বিরাট দাবাগ্নি লেলিহান জিহ্বা বাহির করিয়া সকল প্রতীক নিঃশেষে লুপ্ত করিতেছে।

বিস্ফোরণের শব্দে সারা কলিকাতা কম্পিত ও সমগ্র বালিগঞ্জ প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের মত আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সৈন্যদল ও অফিসারগণ বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া সভয়ে কয়েকপদ পিছাইয়া গেলেন। মিঃ বেকার যখন কথা বলিবার শক্তি খুঁজিয়া পাইলেন, তখন বিহ্বল কণ্ঠে কহিলেন, "সত্যিই কি ওখানে এক সুরম্য প্রাসাদ ছিল?"

কে তাহার উত্তর দিবে? অগ্নি পাছে বিস্তৃত হইয়া নিকটবর্তী জঙ্গল ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, এই ভয়ে কম্যাণ্ডার দমকলবাহিনীকে আহ্বান করিলেন। মোহন বিস্মিত, হতচকিত ও চিন্তাগ্রস্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তপতীর উদ্ধার আর এক্ষেত্রে হ'ল না, বন্ধু।"

মিঃ বেকারের মুখে করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিনি কহিলেন, "ভগবান তাঁর আত্মার তৃপ্তিদান করুন।"

"আত্মার!" মোহন আঁৎকাইয়া উঠিল। মিঃ বেকারের দুই স্কন্ধে দুই হাত রাখিয়া সে অট্টহাসিতে মুখর হইয়া উঠিল।

মিঃ বেকার ভাবিলেন, মোহন শোকে, হতাশায় অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছে। তিনি সান্ত্বনা-স্বরে কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, মোহন পুনশ্চ কহিল, "অমন অমঙ্গলের কথা বোলো না, বন্ধু। শুধু এই দুঃখ করতে পারো, অমন একটা মূল্যবান প্রাসাদ ধ্বংস হ'য়ে গেল! আর তোমার এতখানি পরিশ্রমের ফল সব নষ্ট হ'য়ে গেল!"

মিঃ বেকার সবিস্ময়ে কহিলেন, "কি পাগলের মত বকছ, মোহন?"

মোহন কহিল, "এস আমার মোটরে, বন্ধু। আমার বাড়ীতে বসে কিছু খেতে খেতে পাগলের অদ্ভুত গল্প শুনবে।"

"তোমার মোটর?" মিঃ বেকারের বিস্ময় বৃদ্ধি পাইল।

মোহন অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "তুমি কি ভাবো, বন্ধু, যে-প্রিয়া আমার তোমার মত ব্যক্তিকেও এতখানি প্রেরণা দিতে সক্ষম হন, তিনি এ সময়ে বাতায়ন-পাশে বসে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস মোচন করবেন?"

মোহন হাসিতে হাসিতে মোটরের ভিতরে রোরুদ্যমানা রমার নিকট গিয়া কহিল, "ওমুখে অশ্রুও মানায় যেমন, হাসিও তেমনি এতটুকু কম নয়। তোমাকে অনাহারে রেখেছি, সেজন্য আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি······"

রমা বাধা দিয়া কহিল, "আঃ, কি যে বলো তুমি।" এই বলিয়া সে মোটর হইতে অবতরণ করিয়া মোহনকে প্রণাম করিল।

মিঃ বেকার আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রমা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিল, "আপনার ঋণ আমাকে বহুদিন ধরে শোধ করতে হবে। আপনি আমার অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "আমার পরিশ্রমে কিছুমাত্র ফল দেয়নি, মিসেস গুপ্তা। ভগবান আপনার স্বামীকে রক্ষা করেছেন।"

"উপস্থিত কিছু খেতে দিয়ে আমাকে রক্ষা করো, রমা। আর আমি দাঁড়াতে পারছি না।" এই বলিয়া মোহন মিঃ বেকারের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "তুমি কম্যাণ্ডিং অফিসারের কাছ থেকে ছুটি এনেছ তো?"

"হাঁ, নিয়েছি। তুমি চল আমি আমার মোটরে যাচ্ছি।" মিঃ বেকার কহিলেন।

মোহন রমাকে মোটরে উঠাইয়া স্বয়ং আরোহণ করিবার পূর্বে কহিল, "অনেক সংবাদ আছে, বেকার।"

"তা জানি মোহন, জানি। আমি সব কিছু না শুনে তোমাকে পরিত্রাণ দেব না। তুমি অগ্রসর হও।" এই বলিয়া মিঃ বেকার আপন মোটর অভিমুখে গমন করিলেন। তখন মোহনের শোফার উল্কাবেগে মোটর ছাড়িয়া দিয়াছে।

(১৩)

সেদিন সন্ধ্যার পর মোহনের ড্রইংরুমে পুলিস বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের একটি রাউণ্ড-টেবিল কনফারেন্স চলিতেছে। কম্যাণ্ডিং-অফিসার, কমিশনার ও তাঁহার সহকারীগণ ও আই-বি'র মস্তক সকল সেখানে একত্রে সমবেত হইয়া মোহনের বর্ণনা শুনিতেছিলেন। মোহন মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের প্রাসাদে প্রবেশের পর হইতে তাহার পলায়ন ও সৈন্যদলের কম্যাণ্ডিং-অফিসার ও মিঃ বেকারের সহিত সম্মিলিত হওয়া পর্যন্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি, দুর্বৃত্ত মহারাজা তার প্রত্যেকটি অনুচর ও শিকারগুলিকে নিয়ে নিরাপদে পলায়ন করিতে সক্ষম হয়েছে।"

কমিশনার চিন্তিত মুখে কহিলেন, "তোমার উক্তি ও যুক্তি যেমন বিস্ময়কর, তেমনি হতবুদ্ধিকর, মোহন। কিন্তু আমরা যখন এ রিপোর্টও পেলাম যে ধ্বংসাবশেষের ভিতর একটিও নরদেহ-কঙ্কাল বা নরমুণ্ড-কঙ্কাল পাওয়া যায় নি, তখন তা যে তোমার উক্তিকেই সমর্থন করে, তাও বুঝি। কিন্তু অতগুলি লোক অমন একটা বিরাট বিস্ফোরণের ও প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ভিতর দিয়ে বেমালুম উধাও হ'য়ে গেল—কোন্ পথে গেল, কিরূপে গেল, এই সমস্যার

মীমাংসা হয় কি ক'রে বল-তো ?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "মোহনের দৃঢ় ধারণা এই যে, মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথে সকলকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।"

কম্যাণ্ডিং অফিসার কহিলেন, "অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, তাদের যখন মোহন একত্রে একটা কক্ষে সমবেত হতে দেখেছে, তখন তারা সেই কক্ষের ভিতরেই বিস্ফোরণের প্রবল বেগে মাটির নীচে প্রোথিত হ'য়ে আছে। ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করা হ'লেই সকল সন্দেহের নিরসন হবে।"

মোহন কমিশনারের দিকে চাহিয়া কহিল, "কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্য রকম, স্যার। অবশ্য আমার অভিমত প্রমাণ করবার মত এই মুহূর্তে আমি কিছুই দিতে পারছি না, কিন্তু আশা করি, আগামী কয়েক ঘণ্টার ভিতর আমি সুনিশ্চিত প্রমাণ দাখিল করতে পারবো যে, মহারাজা সদলবলে নির্বিঘ্নে কলকাতা ত্যাগ ক'রে চলে গেছে।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "তুমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হ'য়ে গিয়েছিলে—এর হেতু কি, মোহন ?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "সশস্ত্র হ'য়েই বা কতক্ষণ থাকতে পারতাম মিঃ বেকার ?"

মিঃ বেকার কহিলেন, "দৈব তোমাকে রক্ষা করেছে, নইলে এরূপ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়া একান্ত অসম্ভব ব্যাপার।"

"এই দৈবই আমাকে প্রত্যেকটি কাজে সাফল্য দান করেছে, মিঃ বেকার।" এই বলিয়া মোহন কমিশনারের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "পলায়ন-সমস্যা সমাধান হতে যখন এখনও কিছু বিলম্ব আছে স্যার, তখন ও বিষয়ে বৃথা আলাপ না ক'রে এখন মহারাজার কার্য-কলাপের বিষয় একটু আলাপ করলে আমি পথ দেখতে পাই।"

কমিশনার আগ্রহভরে কহিলেন, "বেশ তাই হোক। তুমি কি বলতে চাও, মোহন ?"

মোহন কহিল, "আমি এই কথাই বলতে চাই স্যার, কলকাতার বুকে মহারাজা এমন এক ব্যবসার অফিস খুলেছিলেন, যার আয়—এদের পৃথিবীব্যাপী সকল ব্রাঞ্চ-অফিসের আয় একত্র করলে—বাঙ্গলাদেশের মত এমন বড়ো একটা প্রদেশের চেয়েও বেশী হয়। আর মুনাফা সহস্র গুণে বেশী। অথচ সে সম্বন্ধে আপনার বিভাগের মত এমন নিপুণ ও প্রবল শক্তিশালী বিভাগও অন্ধকারে আছে। অপেক্ষা করুন স্যার, আমাকে শেষ করতে দিন।" এই বলিয়া মোহন পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "তা' ছাড়া ব্যবসার শাখা-অফিস ৩৬৫টি, যে ব্যবসায়ে সহস্র সহস্র লোক নিযুক্ত আছে, এমন একটা জঘন্য ব্যবসার সম্বন্ধে কেহ কিছুই অবগত নয়—এর চেয়ে লজ্জার, এর চেয়ে অক্ষমতার পরিচয় আর কি হ'তে পারে, আমি সেই প্রশ্নই এই আলোচনা সভায় উপস্থিত করছি। তা'ছাড়া আমি এই নির্দেশই প্রার্থনা করছি, এই ব্যবসায়ের মূলোৎপাটন করতে হ'লে কোন্ পথে, কোন্ ধারায় চলার

Pathagar.net

প্রয়োজন ?"

কমিশনার চিন্তিত মুখে কহিলেন, সত্য বলতে কি মোহন, তোমার সংবাদ নিতান্ত হতবুদ্ধিকর। আমার কর্মজীবনে এরূপ সমস্যার সম্মুখীন আমি কখনও হইনি। আমি শঙ্কিত চিত্তে ভাবছি, যদি না এর আশু প্রতিকার আমরা করতে পারি, তবে সারা জগতের ছি ছি আর ধিক্কার ধ্বনিতে আমাদের আত্মহত্যা ক'রে দায়িত্ব এড়ানো ভিন্ন অন্য পথ খোলা থাকবে না। কিন্তু সমস্যা এই যে, এই রূপ-কথার মত কাহিনী আমার উপরওয়ালারা বিশ্বাস করতে চাইবেন কি-না।"

মিঃ বেকার গম্ভীরমুখে কহিলেন, "চাইবেন না।"

কমিশনার কহিলেন "বিশেষ করে আমাদের প্রথম নিদারুণ বিফলতার পরে এই বিষয় নিয়ে আর দরবার করবার পথও আমাদের পক্ষে খোলা রয়েছে কি-না তাতেও আমার প্রচুর সন্দেহ আছে।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "আমিই জানি স্যার, গভর্নর বাহাদুরকে মোহনের বন্দীত্ব অবস্থার গুরুত্ব ও মহারাজার কার্য-কলাপ প্রমাণ করতে কি বেগ পেতে হয়েছিল। অবশেষে চাকরি ছাড়বার ইচ্ছা ঘোষণা করতে গভর্নর হেস্তনেস্ত করতে সম্মত হন এবং ভাইসরয়ের সঙ্গে টেলিফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ ক'রে সৈন্য-সাহায্যের আর বাড়ী সার্চ করবার অনুমতি লাভ করেন। নইলে আজ আমরা এমন একটা লোমহর্ষণ ব্যাপারও জানতে পারতাম না এবং ভগবান জানেন, মোহনকে জীবিত দেখতে পেতাম কি না!"

এমন সময়ে মোহনের দুইজন সুশিক্ষিত ভৃত্য সুদৃশ্য ডিকাণ্টারে করিয়া স্যাম্পেন সুন্দর পেগ-গ্লাসে ঢালিয়া সকল অফিসারের সম্মুখে রাখিয়া গেল এবং দামী সিগারেটের বাক্স গোল টেবিলের মধ্যস্থলে রক্ষা করিল।

কমিশনার শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে তুলিয়া লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন, "ধন্য-বাদ, মোহন। কিন্তু তুমি পান করবে না ?"

মোহন সম্ভ্রমনত স্বরে কহিল, "আমাকে মার্জনা করবেন, স্যার। আমি আদৌ অভ্যস্ত নই।"

কমিশনার হাসিমুখে এক চুমুক মদ্য পান করিয়া কহিলেন, "আমি কোন অভিমত প্রকাশের পূর্বে তোমার অভিমত শুনতে চাই, মোহন।"

মোহন চিন্তিত মুখে কহিল, "আমার অভিমত। আমার অভিমত এই যে, মহারাজাকে যে-কোন প্রকারে বিচার-আদালতের সম্মুখীন করা, তার এই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সমূলে নির্মূল করা, আর আমার আত্মীয়া মিসেস তপতী রায়কে উদ্ধার করা।"

কমিশনার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমার অভিমত ঠিক তাই। কিন্তু কার্যে পরিণত করা যাবে কোন্ পথে ?"

মোহন কহিল, "তাও আমি ভেবে দেখেছি, স্যার।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "ভেবে দেখেছ ? তবে তা বিবৃত করো, মোহন!"

মোহন কহিল, "আমি এইটুকু মাত্র ভেবে দেখেছি যে, আমি যদি আপনাদের

সাহায্য সর্ব রকমে পাই, তা' হ'লে গভর্নর বা ভাইসরয়ের নিকট দরবার বা ডেপুটেশান বা অন্য কিছু করার পরিশ্রম থেকে আপনারা নিষ্কৃতি পেতে পারেন।"

কম্যাণ্ডিং অফিসার সপ্রশংস দৃষ্টিতে মোহনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি একা দুর্বৃত্তদের সম্মুখীন হ'তে চান?"

মোহন মৃদু হাসিয়া কহিল, "তাই আমি চাই, স্যার। নইলে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সেই একই বিস্ফোরণের পুনরাবৃত্তি হবে। আমি যেটুকু এদের জেনেছি, যেটুকু দেখবার সুযোগ পেয়েছি, তাতে জোর গলায় বলতে পারি, মহারাজাকে তার নারী-বাহিনী সমেত গ্রেফতার করলেও তার অপরাধ প্রমাণিত হবে না। কারণ প্রত্যেকটি নারী হলফ ক'রে আদালতে বলবে, তারা স্বেচ্ছায় মহারাজার প্রাসাদে বাস করছে। মহারাজার বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ নেই। উপরন্তু মহারাজার মত বদান্য, উদার-হৃদয়, দাতা, নারীর ইজ্জত-রক্ষাকারী মহাপুরুষ আর দু'টি জন্মগ্রহণ করেনি।"

কমিশনারের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিনি কহিলেন, "অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ যে, মহারাজা এমন ট্রেনিং তাদের দিয়েছে যে তারা মহারাজার বিরুদ্ধে যেতে স্বীকৃত হবে না।"

"ঠিক তাই বলছি, স্যার। সুতরাং হৈ হৈ রৈ রৈ করে মহারাজার বিরুদ্ধে লাগলে কোন ফলই হবে না, বরং আমাদের উদ্দেশ্য পণ্ড হবে। তার চেয়ে..." এই অবধি বলিয়া মোহন চিন্তান্বিত হইয়া নীরব হইল।

কমিশনার উৎসাহ দিয়া কহিলেন, "তারপর বলো, মোহন।"

মোহন কহিল, "আমি বলতে চাইছি স্যার, যে আমি আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে চাই। যদিও এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব আমি অস্বীকার করতে চাইনে, তবুও আমি একবার এই দুরাত্মাকে নেড়েচেড়ে দেখতে চাই, তাকে দণ্ড দিতে পারা যায় কি-না। যদি আপনারা স্বীকৃত হন স্যার, তা' হ'লে আমি এই দায়িত্ব বহন ক'রে সফল হ'তে পারি কি-না একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি।"

কমিশনার মোহনের দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন, "আমি সানন্দে তোমার প্রস্তাবে সম্মত হচ্ছি, মোহন। আর তোমার কাছে আমি এই প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছি, আমার সাধ্যায়ত্ত যে-কোন সাহায্য দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাগ্রস্ত হব না।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "এবার কর্মস্থল কোথায় হবে, মোহন?"

মোহন কহিল, "এখনও আমি কিছুমাত্র স্থির করিনি, মিঃ বেকার।"

এমন সময় বিলাস কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মোহনকে অভিবাদন করিয়া নতমুখে দাঁড়াইল। মোহন আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ, বিলাস?"

বিলাস স্বর কোমল করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কহিল, "মহারাজার প্রাসাদের তলদেশ দিয়ে এক সুড়ঙ্গ প্রায় দু'শো হাত দূরে এক খোলার ঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে।"

মোহন উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "ওই খোলার ঘরে লোক থাকে?"

"থাকতো, হুজুর। এখন নেই। মহারাজারই একজন চাকর ওখানে বাস করতো।"

"আর কিছু সংবাদ আছে ?" মোহন জিজ্ঞাসা করিল।

বিলাস কহিল, "না, কর্তা।"

"আচ্ছা, এখন যেতে পারিস, বিলাস। আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।" এই বলিয়া মোহন কমিশনারের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমার অনুমানই সত্য হয়েছে, স্যার। সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে।"

মোহন বিলাসের রিপোর্ট ইংরাজীতে বিবৃত করিল।

কমিশনার, কম্যাণ্ডিং অফিসার এবং মিঃ বেকার পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিবার পর কমিশনার কহিলেন, "যদিও আমরা একবার সুড়ঙ্গটা দেখতে চাই, তা' হ'লেও তোমার যুক্তি সত্য হ'ল দেখে আনন্দিত হয়েছি, মোহন। আশা করি, এইবার তুমি তোমার কর্মস্থল ও কর্মধারা স্থির করতে সক্ষম হবে।"

"আমি আগামী কাল আপনাদের নিবেদন করবো, স্যার।" মোহন ধীর স্বরে কহিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, "রায়বাহাদুর কোথায় ?"

"তিনি দিন কয়েকের জন্য আগ্রায় গেছেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি, আমরা যখন দায়িত্ব বহনে সম্মত হয়েছি, তখন তাঁর নিশ্চিন্ত মনে বিষয়-কর্ম দেখে স্থির থাকা উচিত। তিনি বুঝেছেন এবং মিসেস তপতী রায়ের স্বামীও সুস্থির হয়ে শ্বশুরের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গমন করেছেন।"

"তবে এখনকার মত সভা ভঙ্গ হ'ল।" এই বলিয়া কমিশনার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল অফিসারগণ উঠিয়া পড়িলেন ও পরস্পরে অভিবাদন বিনিময়ের পর কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

(১৪)

"আমি তোমার সঙ্গে যাবো। আমি একা থাকতে পারবো না।" এই বলিয়া রমা হাসিল।

pathagar.net

মোহনও মৃদু হাসিল, কোন জবাব দিল না।

রমা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "চুপ ক'রে রইলে যে ?"

মোহন শান্ত কণ্ঠে কহিল, "আমার সঙ্গে বিদেশে—বিশেষতঃ যখন এমন একটা দুর্দান্ত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলেছি—থাকা সুখকর হবে না, রানী।"

রমা মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "সুখ আমি চাই না। তা' ছাড়া বারবার এক কথা বলতেও আমি পারিনে। যখন বলেছি, তোমাকে এবার একা ছেড়ে দেব না, তখন দেব না। তুমি নিজের কাজে মন দাও।"

মোহন সচকিত হইয়া অকস্মাৎ সশব্দে হাসিয়া উঠিল। হাসির বেগ কমিলে কহিল, "ও বুঝেছি! রানী এবার আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কারণ মহারাজার হারেমে যে সব ফুল……"

রমা দৃপ্ত তেজে মুখ তুলিয়া কহিল, "কেন বল-তো তুমি আমাকে খোঁচা দিয়ে ভয় দেখাচ্ছ?"

মোহন মুগ্ধ-দৃষ্টিতে প্রিয়তমা নারীর মুখের অপূর্ব, অনবদ্য ভাবের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তোমাকে দেখে দেখার আশা আর মেটে না, রমা। কত শত রূপেই যে তুমি নিজেকে গোপন রেখেছ, দেখে আমার বিস্ময় জাগে। তুমি সত্যই রহস্যময়ী, নারী রাজ্যের রানী। কিন্তু তুমি যেমন আমাকে ভয় ক'রে এরূপ ক্ষেত্রে একা ছেড়ে দিতে চাইছ না, তেমনি তোমাকে তেমন নারী-লোলুপ দুর্দান্তের রাজ্যে নিয়ে যাওয়া কতখানি বিপজ্জনক কাজ, তা' বুঝেও কি নিরস্ত হবে না, রমা?"

রমা দৃপ্ত তেজে কহিল, "এমন দানব পৃথিবীতে নেই—যে আমাকে তোমার চোখের উপর অপমানিত ক'রে অক্ষত দেহে বাস করবে।"

"কিন্তু রানী, এই দুর্বৃত্ত মহারাজার মুখেই যে কথা শুনেছি, তা' তো শুনেছ; তারপরে তোমার ভয় হয় না সেখানে যেতে?" মোহন কৃত্রিম শঙ্কিত স্বরে কহিল।

রমা তাচ্ছিল্য-স্বরে কহিল, "তোমার কাছে থেকে আমি মৃত্যুকেও ভয় করি না। আমি যাবো—সত্যি বলছি, তুমি, যদি আবার বাধা দাও, তা' হলে তোমার পায়েই আমি…"

মোহন সন্ত্রস্ত হইয়া কহিল, "না, আমি বাধা দেব না।"

রমার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "বিলাস যাবে, সতীশ যাবে, বিন্দী, চারু, নয়নতারা, বামুন-মা যাবে। আমি তাদের প্রস্তুত হ'তে বলে দিয়েছি।"

মোহন নীরবে হাস্যমুখে চাহিয়া রহিল। রমা পুনশ্চ কহিল, 'তোমার দু'ডজন ইংরাজী সুট এক ডজন বাঙলা সুট; দু' জোড়া সু, তিন জোড়া শ্লিপার নিতে বলেছি। ছ' গাছা ছড়িও নেওয়া হয়েছে।"

মোহন হাসিমুখে কহিল, "আর তোমার?"

"আমার জন্য ভাবতে হবে না। দুটো বড়ো ট্রাঙ্কে বোঝাই ক'রে যত কিছু ধরে নিয়েছি। হাঁ ভাল কথা, আজই কি রাত্রের মেলে যাত্রা করতে হবে?"

মোহন কহিল, "তাই তো কথা আছে।"

"তার মানে? দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুমতির প্রত্যাশা আছে না-কি?" রমা প্রশ্ন করিল।

মোহন কহিল, "না। তবে বেকারের কাছ থেকে কতকগুলো ডকুমেণ্ট আসবে। যদি আজ না এসে পৌঁছয়, তা' হ'লে আজকের মত যাত্রা স্থগিত রাখতে হবে।"

এমন সময় বিলাস প্রবেশ করিয়া কহিল, "পুলিস কমিশনার আর বেকার সাহেব এসেছেন, কর্তা!"

"খাতির ক'রে ড্রইংরুমে বসিয়েছ তো, বাবাজী?" মোহন হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিলাস কহিল, "আমার অপেক্ষায় তাঁরা থাকেন নি, কর্তা। নিজেরাই

বসেছেন।”

“আচ্ছা, সিগারেট নিয়ে যা। আমি যাচ্ছি।” এই বলিয়া মোহন রমার দিকে ফিরিয়া কহিল, “একটু চা-মুখ করিয়ে দেবার হুকুম দাও, রানী। তোমার হতভাগ্য স্বামীর বর্তমানকে দেখে আমিই সময়ে সময়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। মনে মনে ভাবি, যে দস্যু এই সব ভদ্রসন্তানগণের নিকট মহামারী-রূপে প্রতিভাত হতো, আজ তাকে নিয়ে এরা কি মাতাই না মেতেছে! দস্যু মোহনে আর নাগরিক মোহনে এই নিদারুণ পার্থক্য যদি তুলনা করতে হয়, তবে স্বর্গ ও নরকই যোগ্য উপমা—নয় কি, রমা ?”

রমা স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; তাহার মুখে ক্ষণিকের জন্য বেদনার আভাস পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে কহিল, “কেন বল-তো, বারবার তুমি নিজেকে নিজে এমন ছোট ভাবো ? কেন তুমি ভাবতে পারো না, তোমার মত পুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন বলেই আজ বিধাত পৃথিবীকে এতখানি মান্য করে! তোমার মত আর একটি পুরুষও যদি এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করতো, তা' হলে তার অভিশাপ অনেকখানি দূর হয়ে যেতো।” এই বলিয়া রমা মৃদু হাস্য করিল এবং পুনশ্চ কহিল, “এইবার যাও, ভদ্রলোকেরা অপেক্ষা করছেন। আমি চা আর খাবার দশ মিনিটের মধ্যেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

রমা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। মোহন হাসিতে হাসিতে ড্রইংরুমে প্রবেশ করিয়া উভয় অফিসারের সাগ্রহে প্রসারিত করদ্বয়কে মর্দন করিয়া কহিল, “আমি সর্বরকমে প্রস্তুত, স্যার।”

“আমরাও প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি, মোহন। আজ গভর্নর বাহাদুরের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আমরা তাঁকে তোমার রিপোর্টের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়েছি। তিনি চমৎকৃত হয়েছেন। তিনি আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন যে, গভর্নমেন্ট তোমাকে সর্বরকমে সমর্থন ও সাহায্য করবেন।”

“ধন্যবাদ স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ!” মোহন কহিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, “এই নাও তোমার পরিচয়-পত্র, আর সেখানকার এজেন্টের নিকট গভর্নরের সেক্রেটারী কর্তৃক লিখিত গোপনীয় পত্র। তিনি তোমাকে সর্বরকমে সাহায্য করবেন। হাঁ, আর এক কথা, তুমি যদি ইচ্ছা করো, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারি।”

মোহন হাস্যমুখে কহিল, “ধন্যবাদ, মিঃ বেকার! কিন্তু তুমি জানো, আমি একা কাজ করতেই আনন্দ বোধ করি। সুতরাং আমাকে যদি এই অক্ষমতার জন্য মার্জনা করো তবে অত্যন্ত বাধিত হবো, মিঃ বেকার।”

মিঃ বেকার হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “এমন ভীষণ বিপদের মুখেও তোমার এই উদারতা, এই গুণেই আমাকে বশ করেছ, মোহন। তুমি আরও একটি সুসংবাদ শুনে যাও—আমার চীফ্-কমিশনার সাহেব এবং গভর্নর মহোদয় তোমার ওপর বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হয়েছেন।”

মোহন নতমুখে বসিয়া মৃদু হাস্য করিল। কমিশনার কহিলেন, “তুমি আজ

রাজের পাঞ্জাব-মেলেই যাত্রা করছ তো ?”

“হাঁ, স্যার। গাড়ী রিজার্ভ করা যখন সম্ভব হয়েছে, তখন যাবার পথে কোন বাধাই নেই। মিসেস গুপ্তাও সঙ্গে চলেছে।” মোহন ধীরে ধীরে কহিল।

মিঃ বেকার কহিলেন, “কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে তাঁকে সঙ্গে নেওয়ায় তোমার কাজে কিছু ব্যাঘাৎ হবে না তো ? অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে, এরূপ স্বভাবের এক দুর্বৃত্তের আয়ত্তাধীন সীমার ভিতর মিসেস গুপ্তার মত নারী-রত্নকে নিয়ে যাওয়া সমীচীন হবে তো ?”

মোহন হাসিতে হাসিতে কহিল, “ওসব যুক্তি প্রচুর প্রয়োগ করেছি, মিঃ বেকার। কিন্তু কোন কাজই হয়নি। সে বলে, আমাকে সে এমন এক নারী-লোলুপ মহারাজার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না।”

মিঃ বেকার হাসিয়া উঠিলেন।

ইহার পর কমিশনার পুনরায় তাহার সকল প্রকার সাহায্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা প্রদান করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

(১৫)

সোনাপুর ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশে একটি স্বাধীন করদ-রাজ্য। এই রাজ্যের লোকসংখ্যা বিশ লক্ষেরও উপর। করদ রাজা মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের পুলিস-আদালত এমন কি কিছু পরিমাণে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার পর্যন্ত ক্ষমতা আছে। এই রাজ্যের রাজধানী সোনাপুর। সোনাপুরের মহারাজার মার্বেল-প্রাসাদ পরিব্রাজকগণের এক দ্রষ্টব্য বস্তু। প্রতি বৎসর বহু আমেরিকান-টুরিস্ট এই রাজ্যে আসিয়া রাজার মার্বেল-প্রাসাদ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন—ভাবিয়াছেন, মানুষ কিরূপ ধনী হইলে তবে বাস করিবার জন্য এরূপ স্বপ্নপুরী সৃষ্টি করিতে পারে।

সেদিন রাজ-দরবার গৃহের একটি গুপ্ত-কক্ষে বসিয়া মহারাজা তাঁহার প্রধান কর্মচারীর সহিত কথা কহিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, “এই হ'ল সংক্ষিপ্ত পূর্ণ বিবরণ। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যদিও এক্ষেত্রে আমরা সব কিছু প্রমাণ নষ্ট ক'রে গভর্নমেণ্টকে ধাঁধায় ফেলেছি, যদিও তাঁদের ধারণার ভিত্তিমূল সন্দেহে পরিপূর্ণ হয়েছে, তা' হ'লেও তাঁরা যে ভবিষ্যতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকতে পারবেন, বিশেষ করে দস্যু মোহনের মত এক ধূর্ত ডাকাতের অনুসন্ধিৎসু-প্রবৃত্তি যে এতেই শান্ত হবে, তেমন আশা আমি রাখি না বলেই আপনাকে আমাদের সৈন্য বাহিনীর সংস্কার করতে বলেছি। এখন বলুন, আপনি কতদূর অগ্রসর হয়েছেন ?”

দেওয়ান কহিলেন, “আমি দেশীয় মিলিটারী-অফিসারের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। কয়েকটা দরখাস্তও পেয়েছি।”

“দরখাস্ত পেয়েছেন ? সঙ্গে এনেছেন আপনি ?” মহারাজা সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন ?

দেওয়ান সসম্ভ্রমে কহিলেন, "এনেছি, মহারাজ।" এই বলিয়া তিনি একটি ফাইল মহারাজার হাতে তুলিয়া দিলেন।

মহারাজা কহিলেন, "যোগ্য প্রার্থী এর মধ্যে আছে?"

দেওয়ান কহিলেন, "মাত্র একটি। ভদ্রলোকের বয়স অল্প, পরিচয়-পত্র নিঃসন্দেহে সন্দেহ-মুক্ত, সর্ব বিষয়ে উপযুক্ত প্রার্থী।"

মহারাজা ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "মাত্র একটি প্রার্থী?"

"না, মহারাজ। গুণের ও অভিজ্ঞতার বিচারে প্রত্যেকটি প্রার্থীই যোগ্য। প্রায় সকলেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সৈন্যদলে অফিসার-পদে যোগ্যতার সঙ্গে কর্ম-জীবন সমাপ্ত করেছে। কিন্তু সকলেই বেশী বয়স্ক। সেনাপতি পদের উপযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং যদি কার্যক্ষম না হন, তবে তাঁর কর্মপটুতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় বলেই আমার ধারণা।"

মহারাজা ফাইলটি খুলিয়া দরখাস্তগুলির উপর চক্ষু বুলাইতেছিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে মুখ তুলিয়া কহিলেন, "সাবাস! চমৎকার! আমি এই রকম যোগ্য প্রার্থীই চাই। আপনি এক কাজ করুন—ভদ্রলোক এখনও রাজধানীতেই বাস করছেন, একজন দূত পাঠিয়ে তাঁকে আহ্বান ক'রে আনুন। আমি আজই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

দেওয়ান এই ভাবিয়া খুশি হইলেন যে, মহারাজা তাঁহার নির্ধারণই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি কহিলেন, "মহারাজার আদেশ এখনই তামিল করছি।"

দেওয়ান বাহির হইয়া গেলেন। মহারাজা একটি ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া কুমার সিংকে ডাকিবার জন্য আদেশ দিলেন।

অবিলম্বে কুমার সিং প্রবেশ করিয়া মহারাজাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। মহারাজ কহিলেন, "এখন তুমি কি করবে স্থির করেছ?"

কুমার সিং কহিল, "মহারাজার যেরূপ আদেশ হবে।"

মহারাজা চিন্তিত স্বরে কহিলেন, "কলকাতার মত একটা বড় শাখার কাজ কিছুতেই বন্ধ থাকতে পারে না। তুমি কলকাতায় যাও। একটা উপযুক্ত বাড়ী কেনবার বন্দোবস্ত করো; তারপর ইচ্ছামত সংসার ক'রে নেওয়া হোক। অবশ্য এ কাজ সম্পন্ন করতে কিছু বিলম্ব হবে, তা হলেও আর দ্বিতীয় কোন পথও দেখতে পাই না।"

কুমার সিং সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, "তাই হোক, মহারাজ। এর চেয়ে উপযুক্ত পরামর্শ আমি আর কিছুই দেখতে পাইনে।"

মহারাজা কহিলেন, "বীণা বাঈ ও কলকাতার অন্যান্য কর্মচারীরা তোমার বাড়ী কেনা হয়ে গেলে সেখানে যাবে। তা' ছাড়া বীণা বাঈয়ের এখানে আরও দু'সপ্তাহ থাকা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

কুমার সিং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "এখনও কি বেনারসের শিকার বাধ্য হয়নি, মহারাজ?"

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের মুখে ভয়াবহ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,

"পোষ মানে না—এমন জীব কি কিছু আছে, কুমার সিং? আমরা যখন দেখতে পাই, দুর্দান্ত বন্য মানুষও সভ্য হয়ে উঠেছে, তখন কি এটাও জানি না, এই সভ্য হওয়ার অন্তরালে কি রক্ত-চক্ষুর শাসন ও পীড়ন না দিনের পর দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছ? যাক ও কথা। তপতী শান্ত হয়েছে, খাদ্য গ্রহণ করেছে,—কিন্তু মন স্থির করবার জন্য দু'মাসের সময় নিয়েছে। আমি খুশি হয়ে তাকে তা' দিয়েছি।"

কুমার সিং কহিল, "লাহোরের খরিদ্দার কি এতদিন অপেক্ষা করবে, মহারাজ?"

মহারাজ হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ কি তোমার অন্য পণ্য কুমার সিং, যে এক জায়গায় না পেলে খরিদ্দার ভিন্ন দোকানে গিয়ে তা' ক্রয় করবে! লাহোরের কাছ থেকে অগ্রিম পূর্ণ' মূল্য নিয়ে সময় স্থির ক'রে দিয়েছি। লাহোর হাসিমুখে সম্মত হয়েছে।"

কুমার সিং কহিল, "যাক, একটা দুর্ভাবনা কেটে গেল। আর কিছু আদেশ আছে, মহারাজ?"

মহারাজ কহিলেন, "না। তবে তুমি যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতা যাত্রা করো। কারণ কলকাতার মত বিশেষ প্রয়োজনীয় কেন্দ্রকে আমি বেশি দিন বন্ধ রাখতে পারবো না। বুঝেছ, কুমার সিং?"

কুমার সিং অভিবাদন করিয়া কহিল, "বুঝেছি, মহারাজ।"

"আচ্ছা তুমি এস। আমি এখন একজন খরিদ্দারের সঙ্গে আলাপ করবো।" মহারাজা আদেশ দিলেন।

কুমার সিং বাহির হইয়া গেল। মহারাজা ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বোম্বাইয়ের শেঠকে নিয়ে আয়।"

অনতিবিলম্বে একজন বোম্বাইবাসী শেঠ ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। মহারাজাকে অভিবাদন করিয়া শেঠজী কহিলেন, "মহারাজের তবিয়ত আচ্ছি?"

মহারাজার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "তবিয়তের কথা ছাড়ুন। এখন বলুন, কি প্রয়োজন আপনার?"

শেঠজীর বয়স প্রায় ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি কহিলেন, "আমার স্ত্রী হঠাৎ মারা গেছে, মহারাজ।"

"বড় দুঃখের বিষয় শেঠজী। আমি আপনার শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করছি। তা' ছাড়া আপনার বয়স তো এমন কিছু বেশী হয়নি?" মহারাজা হাসি চাপিয়া গম্ভীর মুখে চাহিলেন।

শেঠজী লজ্জিত স্বরে কহিলেন, "তা' বয়স একটু হয়েছে বৈকি, মহারাজ। কিন্তু আপনি মেহেরবানি করলে কি না সম্ভব হয়! দুঃখ আমার এই মহারাজ, আমার প্রচুর ধন আছে কিন্তু ভোগ করবার কেউ নেই।"

মহারাজা মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, "সেজন্য আপনার চিন্তা কি শেঠজী? ভোগ করবার জন্য যত প্রয়োজন, আচ্ছি আচ্ছি খুবসুরত লেড়কী আপনি পেতে পারেন। আমি যখন রয়েছি, তখন আর আপনার চিন্তা কিসের শেঠজী?"

শেঠজীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "লেড়কী? লেড়কী আছে, মহারাজ?"

মহারাজা হাসিয়া কহিলেন, "রুপেয়া থাকলে কি না থাকে শেঠজী?"

"কত রুপেয়া, মহারাজ?" শেঠজী প্রশ্ন করিলেন।

মহারাজা কহিলেন, "কোন্ দেশী, শেঠজী?"

শেঠজীর চক্ষু দুটি ক্ষুদ্র হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল। তিনি কহিলেন, "বাঙ্গালী পাওয়া যায়?"

"আলবত পাওয়া যায়। তবে বাঙ্গালীর দাম সব চেয়ে বেশী শেঠজী। তাতে আপনার সুবিধে হবে না।" এই বলিয়া মহারাজা মুখ গম্ভীর করিয়া বসিলেন।

শেঠজীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। তিনি সোজা হইয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "তবু একবার শুনি, মহারাজ?"

"পাঁচ লাখের কম বহুৎ খুবসুরত বাঙ্গালী লেড়কী মেলে না শেঠজী।" মহারাজা হাস্য করিলেন।

শেঠজীর মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল একদৃষ্টে মহারাজার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পকেট হইতে এক তাড়া হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া মহারাজার সম্মুখে ক্ষুদ্র টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। কহিলেন, "পাঁচ লাখই ওতে আছে, মহারাজ। পাঁচ লাখ টাকা এমন কিছু নয়, যা অমন মহামূল্য বস্তু সংগ্রহে বাধা দেবে। কবে পাবো, মহারাজ?"

মহারাজা তখন মনে মনে আপন নিবুর্দ্ধিতার জন্য আপনাকে ধিক্কার দিতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, এমন একটা ধন-কুবের খরিদ্দারকে হাতে পাইয়াও সুবিধা মত কোপ মারিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "তিন দিন বাদে আসবেন, তখন পাবেন।"

শেঠজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "বহুৎ আচ্ছা, মহারাজ।"

মহারাজা সবিস্ময়ে দেখিলেন, লোকটা টাকার জন্য একটা রসিদ পর্যন্ত না চাহিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। মানুষ কত টাকার মালিক হইলে তবে পাঁচ লক্ষ টাকাকে এমন অবহেলার দৃষ্টিতে দেখিতে পারে, তাহা ভাবিয়া মহারাজার মত ধনী ব্যক্তিরও বিস্ময় বর্ধিত হইল। তিনি আপন মনে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

(১৬)

সেদিন অপরাহ্নে মহারাজার খাস চেম্বারে বসিয়া মহারাজা একজন বাঙালী যুবকের সহিত কথা বলিতেছিলেন। যুবকের সুন্দর আকৃতি ও বলিষ্ঠ দেহের দিকে চাহিয়া মহারাজা প্রীত কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি কোন্ সালে চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন?"

যুবক তাহার হাতের ফাইল হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া মহারাজার হাতে দিয়া কহিল, "মাত্র দু'বছর পূর্বে, মহারাজ। এই দেখুন।"

মহারাজা প্রধান সেনাপতি স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেটখানি দেখিয়া খুশি হইলেন এবং কহিলেন, "আপনার মত একজন গুণী লোকের মর্যাদা না দিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট একজন নিম্নপদস্থ স্বজাতীয়কে প্রমোশান দেওয়ায় আপনি মেজরের পদ ছেড়েছিলেন—না ?"

"হাঁ, মহারাজ !" যুবক মিলিটারী অভিবাদন করিয়া সমর্থন করিল।

মহারাজা ক্ষণকাল গভীরভাবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এই সবের জন্যই ভারতীয়দের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়েছে। যাক, সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না, মিঃ মিত্র। আমি আপনাকে এক উচ্চপদে অভিষিক্ত করতে চাই।"

যুবক বিনয় প্রকাশ করিয়া কহিল, "ধন্যবাদ, মহারাজ।"

মহারাজা ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, এই একজন অপরিচিত যুবককে প্রথম হইতেই এতটা বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত হইবে কি-না! কিন্তু তিনি যে পরিচয়-পত্র যুবকের দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে আদৌ সন্দেহ করা চলে না। অবশেষে মন স্থির করিয়া তিনি কহিলেন, "আচ্ছা এদিকে আসুন। আমি যা বলি মন দিয়ে শুনুন।"

"আজ্ঞা করুন, মহারাজ!" যুবক মহারাজা কর্তৃক নির্দেশিত আসনে উপবেশন করিল।

মহারাজা কহিলেন, "আমি আপনাকে আমার সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করতে চাই। বর্তমানে সেনাবাহিনীর যে অবস্থা, তাতে তাকে সত্যিকার সেনাবাহিনী না বলে প্রহসনের সৈন্যবাহিনী বলাই সমীচীন। আমি চাই এই অপবাদের আমূল সংস্কার করতে। এই বিংশ শতাব্দীতে আমি এমন এক সৈন্যবাহিনী রাখতে চাই, যা আমার নির্দেশ মত আমাকে দু'টো দিনও যে-কোন আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারবে। এর জন্য আমি কোন খরচই মানিনে। সৈন্যবাহিনীতে শুধু বাছাই করা সৈন্য থাকবে, বর্তমান আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে তারা সজ্জিত হবে। অঙ্গুলি হেলনে তারা যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'য়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত থাকে—এমন এক সৈন্যবাহিনী আমি আপনাকে গড়ে তুলতে অনুরোধ জানাচ্ছি, মিঃ মিত্র।"

যুবক, ওরফে মিঃ মিত্র কহিল, "আমি মহারাজের ইচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করবো।"

"উত্তম! আপনি আমার রেজিমেণ্ট তৈরী করতে কত দিন সময় চাচ্ছেন?" মহারাজা প্রশ্ন করিলেন।

"কত সৈন্য রাখার অনুমতি আপনার আছে, মহারাজ?" মিঃ মিত্র জিজ্ঞাসা করিল।

মহারাজা ক্রোধান্বিত স্বরে কহিলেন, "যেমন প্রহসনের মহারাজা আমি, তেমনি আমার সৈন্যবহর! মাত্র ৬০০ জন সৈন্য রাখার অনুমতি আমার আছে।"

যুবক মৃদু হাসিয়া কহিল, "ছ'শোটাকে ছ'হাজারে পরিণত করা কি চলে না, মহারাজ?"

মহারাজা অতিমাত্রায় খুশি হইয়া কহিলেন, "চলে, মিঃ মিত্র ?"

"নিশ্চয়ই চলে, মহারাজ। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। যারা আপনাকে বিশ্বাস করে না, তাদের বিশ্বাস আপনি কেন করবেন ? আমি আজ থেকে মনে-প্রাণে আপনাকে এমন এক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত ক'রে দেবার ভার গ্রহণ করছি, যে বাহিনী প্রয়োজন হ'লে দু'দিন কেন, দু'সপ্তাহ পর্যন্ত যে কোন আক্রমণকারীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।"

মহারাজা আনন্দে উত্তেজনায় আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যুবকের করমর্দন করিয়া কহিলেন, "আমি ঠিক তোমার মতই একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী খুঁজছিলাম, মিত্র। এখন বলো, তুমি কত মাইনে চাও ?"

মিত্র নত মুখে কহিল, "আমি সব ভার মহারাজের ওপর ন্যস্ত ক'রে আমার নিজের কর্তব্য সাধন করতে চাই। মহারাজের যা' খুশি, আমাকে তাই দেবেন। আমি যে জাতির কাছে এমন অন্যায় আচরণ পেয়েছি, শুধু সেই জাতিকে একবার দেখিয়ে দিতে চাই, আমরাও মানুষ। আমরাও অত্যাচারিত হ'লে প্রতিশোধ নিতে জানি।"

মহারাজা পরম বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। মিঃ মিত্র, পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "আমি এমন এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলব মহারাজ, যা' ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টেরও বিস্ময় উৎপাদন করবে। তারা কথায় কথায় হুমকী দেখাতে নিরস্ত হবে। আমি খুব শীঘ্র একটা প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্রের ফর্দ মহারাজের কাছে পেশ করবো। মহারাজা শুধু দেখবেন, সে-সব যেন অবিলম্বে সংগ্রহ করা হয়। কারণ অস্ত্র-শস্ত্র, বিশেষভাবে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার জানা না থাকলে শুধু প্যারেডে আর মক্-ব্যাটেলে কোন কাজ এগুবে না।"

মহারাজা অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিয়াছিলেন; কহিলেন, "আচ্ছা মিত্র, তুমি এত অল্প বয়সে এমন বড়ো হ'লে কি ক'রে ? সত্যি, ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়।"

মিত্র নত মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "বাঙালীর ছেলে কত অসম্ভব সম্ভব করে, তা' কি মহারাজ শোনেননি ?"

"শুধু যে শুনেছি তা' নয়, মিত্র। আমি মাত্র কিছুদিন পূর্বে এমন এক বাঙ্গালীকে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলুম—যদিও আমি দুর্ভাগ্যবশত, খুব সম্ভবতঃ তারই দুর্ভাগ্যবশত তার সাহায্যে বঞ্চিত হলুম—তেমনি বাঙালী যে-কোন দেশের রাষ্ট্রনায়ক হবার উপযুক্ত।" মহারাজা সশ্রদ্ধ স্বরে কহিলেন।

যুবকটির পুরো নাম তরুণ মিত্র। তরুণ সবিস্ময়ে মহারাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি কার কথা বলছেন, মহারাজ ?"

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "অনুমান করতে পারো না, মিত্র ?"

তরুণ মিত্র ক্ষণকাল ভ্রূ-কুঞ্চিত মুখে চিন্তা করিয়া কহিল, "না মহারাজ, তেমন কোন বাঙালী যুবকের সঙ্গে আমি পরিচিত নই।"

"দস্যু মোহনের নামও শোনেনি, মিত্র ?" মহারাজা প্রশ্ন করিলেন।

তরুণের মুখভাব স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল। সে তাচ্ছিল্যস্বরে কহিল,

"ও, দস্যু মোহন ? ভারতীয় ধনী-সমাজে সে যত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়েছে, এমন কোন বহিঃশত্রুতেও পারেনি, মহারাজ। শুনি, বর্তমানে এই দস্যুটা না-কি গভর্নমেণ্টের মার্জনা লাভ ক'রে সুসভ্য নাগরিক পর্যায়ভুক্ত হয়েছে।"

তরুণের মুখে উপেক্ষার হাসি দেখিয়া মহারাজা কহিলেন, "না মিত্র, না। তুমি মোহনকে ভালভাবে চেন না, তাই তাকে বুঝতে পারছ না। কারণ তুমি তো রেজিমেণ্টে রেজিমেণ্টে ঘুরে বেড়িয়েছ; সুতরাং সাধারণ নাগরিক জীবন সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান, তোমার অভিজ্ঞতা যদি কমও হয়, তবে বিস্ময়ের কিছু নেই।"

তরুণ কথার মোড় ঘুরাইয়া কহিল, "আমার নিয়োগ-পত্র কবে আশা করতে পারি, মহারাজ ?"

মহারাজা সাগ্রহে কহিলেন, "কবে কি ? আজই! এখনই!"

মহারাজা ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া দেওয়ানকে তলব করিলেন। দেওয়ান আসিলে তিনি কহিলেন, "মিঃ তরুণ মিত্র অদ্যকার তারিখ হ'তে সোনাপুর ষ্টেট-রেজিমেণ্টের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হলেন। সেনাপতির মাসিক মাইনে পাঁচ-হাজার টাকা। চাকরি পাকা। মাইনে ছাড়া মোটর এল্যাউন্স দুইশত টাকা এবং থাকবার জন্য কোয়ার্টার দেওয়া হ'ল। এই মর্মে আপনি নিয়োগ-পত্র তৈরী করিয়ে আমার দস্তখত গ্রহণ করুন।"

দেওয়ান সবিস্ময়ে কহিলেন, "মাসিক বেতন পাঁচ হাজার, মহারাজ ?"

"হাঁ, পাঁচ হাজার। আপনার বিস্ময়ের হেতু কি, দেওয়ান।" যান, এখনি পত্র তৈরী ক'রে আনুন।" মহারাজা গম্ভীর মুখে আদেশ দিলেন।

দেওয়ান বাহির হইয়া গেলে মহারাজা মিঃ মিত্রের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "মিঃ মিত্র, আপনার কিছু বলবার আছে ?"

তরুণ মিত্র কহিল, কিছু না, মহারাজ। আমার শুধু এখন ভাববার আছে, আমি মহারাজের এই অনুগ্রহের উপযুক্ত হব-তো! আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, মহারাজ।"

মহারাজা প্রফুল্ল মুখে কহিলেন, "তোমার স্ত্রী সঙ্গে আছেন তো ?"

তরুণের মুখ ম্লান হইয়া উঠিল। সে ধীর স্বরে কহিল, "আছে, মহারাজ। কিন্তু…"

তরুণ মিত্র দ্বিধাগ্রস্ত হইল দেখিয়া মহারাজা কহিলেন, "কিন্তু কি, মিত্র ?"

তরুণ ধীর স্বরে কহিল, আমার বিবাহিত জীবন মধুর নয়, মহারাজ। আমার স্ত্রী কানেও শুনতে পায় না, কথাও বলতে পারে না। বহু চিকিৎসা করিয়েছি—এমন কি প্রসিদ্ধ ইংরাজ চিকিৎসকও দেখিয়েছি; কিন্তু সকলেই একবাক্যে জবাব দিয়েছেন, তার ব্যাধি আরোগ্য-সীমার বাইরে গেছে।"

মহারাজা সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "তার জন্য দুঃখ কিসের, মিত্র ? তুমি মনে-প্রাণে কাজে লেগে যাও, আমি তোমাকে সুখে রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।"

দেওয়ান নিয়োগ-পত্র লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং মহারাজা তাহাতে সহি

pathagar.net

করিয়া তরুণের হাতে দিয়া কহিলেন, "তোমার সুসজ্জিত কোয়ার্টার আসছে কাল পাবে, মিত্র। আজকের দিনটা সাধারণ কোয়ার্টারেই কাটিও।"

"অসংখ্য ধন্যবাদ, মহারাজ।" এই বলিয়া তরুণ মিত্র মহারাজাকে অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মহারাজা দেওয়ানের দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আপনার নির্ধারণে এতটুকুও গলদ ছিল না। আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, দেওয়ান মশায়।"

দেওয়ান অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন। কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে।"

"বলুন।" মহারাজা কহিলেন।

"মহারাজা কি সর্ব-বিষয়ে এই নূতন লোককে বিশ্বাস করেছেন?" দেওয়ান মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিলেন।

মহারাজা তাঁহার অতি-সাবধানী কর্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "না, সীমার বাইরে যাবার অনুমতি কারও নেই, দেওয়ান মশাই। মিত্রের যেখানে গণ্ডি শেষ হয়েছে, ওর স্বাধীনতাও সেই পর্যন্ত। এক চুল কমও নয়, বেশীও নয়। বুঝেছেন?"

দেওয়ান লজ্জিত স্বরে কহিলেন, "আমারই বোঝবার ভুল, মহারাজ। আমার এই অজ্ঞতার জন্য আপনি আমাকে মাপ করুন।"

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ কহিলেন, "কলকাতার ঘটনার পর আমাদের খুব সাবধানে চলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সব দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখে আপনিও যে চলবেন, সে আশাও আমি রাখি। গভর্নমেণ্ট আর একবার আমাকে নেড়েচেড়ে না দেখে ক্ষান্ত হবে না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

দেওয়ান চিন্তিত মুখে কহিলেন, "কলকাতার ব্যাপারের জন্য মহারাজা কি কোন অভিযোগ ভাইসরয়ের নিকট জানাবেন?"

মহারাজার মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আপনি কি পাগল হয়েছেন? আমি স্বেচ্ছায় নিজেকে অপরাধী প্রমাণিত করবো? কলকাতার বালিগঞ্জে কার বাড়ী কে ধ্বংস করেছে, কি হয়েছে, তা মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের জ্ঞাত হওয়া সমীচীন কি? আমি কি ধরা পড়বার জন্যই দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রাসাদ স্বহস্তে উড়িয়ে দিয়ে এলাম? আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে, সকল প্রমাণ, সকল সাক্ষ্য লোপ করবার জন্যই আমাকে এই পথে চলতে হয়েছিল?"

দেওয়ান অতিমাত্রায় কুণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "এইবার বুঝেছি, মহারাজ। কিন্তু দস্যু মোহন তো সব দেখে-শুনে গেছে।"

"তা' গেছে, তাতে কি প্রমাণ হ'ল, দেওয়ান মশায়?" মহারাজা হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিলেন এবং দেওয়ান কিছু বলিবার পূর্বেই কহিলেন, "যাক, ওসব বাজে চিন্তা ক'রে সময় নষ্ট না ক'রে মিত্রের অর্থাৎ সেনাপতির পদ-মর্যাদার উপযুক্ত বাড়ী সজ্জিত করবার আদেশ দান করুন।"

"সেনাপতি কি শহরে থাকবেন, না ফোর্টের মধ্যে থাকবেন, মহারাজ?" দেওয়ান

জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহারাজা কহিলেন, "ফোর্টের নিকট যে কোন উপযুক্ত বাড়ী স্থির করুন।"

"যে আজ্ঞা, মহারাজ।" এই বলিয়া দেওয়ান বাহির হইয়া গেলেন। মহারাজা শিস দিতে দিতে অন্দর-মহলে গমন করিলেন।

(১৭)

এই ঘটনার পর এক মাস অতীত হইয়াছে। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে যতদূর সম্ভব হইয়াছে, মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের সেনাপতি সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত করিয়াছে। প্রত্যেক দিন প্যারেড ও শিক্ষণীয় বিষয়ে পরীক্ষা চলিতেছিল। সেনাপতি সৈন্য-বাহিনীর এরূপ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, ইতিপূর্বে কোন সেনাপতি সৈন্যবাহিনীর এরূপ একাধারে বন্ধু ও প্রভুতে পরিণত হয় নাই।

মহারাজা সেদিন সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আমি প্রতিদিন যে আশঙ্কার প্রতীক্ষা করছিলাম, এতদিনে তা' সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেনাপতি। এই পত্রখানি পড়।"

মহারাজা একখানি পত্র সেনাপতির হাতে তুলিয়া দিলেন। সেনাপতি পত্র-খানি পাঠ করিতে লাগিল। আমরা পত্রখানি এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ!

কলিকাতার বালিগঞ্জ-প্রাসাদকে বিধ্বস্ত ক'রে ফেলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ব'লে আজও আপনি মুক্ত, নির্দোষ এবং স্বাধীন। কিন্তু আপনি নিজেকে যতটা সুরক্ষিত ভাবেন, আদৌ যে তা' নয়, আমি এবার সেইটে প্রমাণ করবো। আপনার নারকীয়-কীর্তি জনসমাজে উদ্‌ঘাটিত ক'রে আপনাকে আমি চিরদিনের জন্য ইহলোক হ'তে সরিয়ে দেবার পথ পরিষ্কারে নিযুক্ত আছি।

আপনাকে আমি এই পত্র-প্রাপ্তির দিন হ'তে এক সপ্তাহের সময় দিচ্ছি—এই সময় অন্তে যদি দেখি, আপনি তপতী দেবীকে সসম্মানে মুক্তি দান করেননি, তা' হ'লে আপনার আর রক্ষা থাকবে না—জানবেন। অতএব সাবধান। ইতি—

মোহন

সেনাপতির সারা মুখে বিস্ময়ের সমারোহে ফুটিয়া উঠিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পত্রখানি মহারাজার হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিল, "কিছুই তো বুঝলাম না, মহারাজ!"

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ বুঝিলেন, সেনাপতিকে তিনি এতদিন এই ব্যাপার সম্বন্ধে অন্ধকারে রাখিয়াছেন ; সুতরাং তাহার পক্ষে পত্রের মর্মোদ্ধার করা অসম্ভব। তখন তিনি কহিলেন, "তোমাকে দস্যু মোহন সম্বন্ধে এর পূর্বে অনেক কিছু বলেছি, মিত্র। দস্যু যে আমার শত্রুতা করবে, তা' আমি পূর্বাহ্নেই বুঝতে পেরেছিলাম। এখন আমার বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। তোমাকে ধন্যবাদ যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে তুমি এমন এক সুশিক্ষিত বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছ। শোন সেনাপতি, আমি এখন তোমাকে কয়েকটি জরুরী কাজের ভার দিতে চাই।"

pathagar.net

সেনাপতি চিন্তা করিতেছিল ; কহিল, কিন্তু পত্রে লিখিত ব্যাপারের অর্থ…"

বাধা দিয়া মহারাজা কহিলেন, "হাঁ, অর্থ একটা আছেই, মিত্র। সময়ে সবই বুঝতে পারবে। এখন ও-বিষয় নিয়ে আলোচনা করার শুধু সময় ও শক্তির অপব্যবহার করা হবে। হাঁ ভাল কথা, তুমি আমার জেনানা-প্রাসাদ দেখেছ, মিত্র ?"

সেনাপতি কহিল, "দূর হ'তে দেখেছি, মহারাজ।"

"হাঁ, রাজবাড়ীর কঠিন নিয়মানুসারে জীবিত কোন পুরুষের ওই প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করা দূরের কথা, ত্রিসীমানায় যাবারও আদেশ নেই।"

সেনাপতি বিস্ময়ভরে কহিল, "প্রাসাদে কি পুরুষ-রক্ষী নেই, মহারাজ ?"

"না। খোজা প্রহরী আছে। এক দুর্ধর্ষ খোজা-বাহিনী দিবারাত্র ওই প্রাসাদ পাহারা দেয়। এতদিন এই পাহারাই প্রচুর বলে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে সে বিশ্বাস আমি আর রাখতে পারছি না, সেনাপতি। একমাত্র এই কারণেই আমি তোমাকে আহ্বান করেছি।"

সেনাপতি সবিনয়ে কহিল, "আমার কর্তব্য নির্দেশ করুন, মহারাজ।"

মহারাজা চিন্তিত মুখে কহিলেন, "বড়ই গুরুতর সমস্যা, মিত্র। যে নিয়ম, যে শৃঙ্খলা যুগ-যুগান্তর ধরে অব্যাহত গতিতে চলে আসছে, সেই নিয়মশৃঙ্খলার বিপর্যয় ঘটিয়ে নিষিদ্ধ বিষয় সিদ্ধ করার মধ্যে কতটুকু মঙ্গল নিহিত আছে, আমি চিন্তা ক'রেও নির্ধারণ করতে পারছি না।"

সেনাপতি তরুণ মিত্র কহিল, "মহারাজার দুর্ভাবনার অংশীদার হ'লে পরম সুখী হতাম।"

বিক্রমপ্রসাদ পূর্ণ দৃষ্টিতে সেনাপতির মুখের উপর চাহিলেন ; পরে কহিলেন, "এই ছিঁচকে দস্যুকে গ্রেফতার করবার এবং যাতে সে আমার অনিষ্ট করতে না পারে—এই উভয় দায়িত্ব আমি তোমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিতে চাই, সেনাপতি।"

সেনাপতি সম্ভ্রম-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু মহারাজ, "আমি এখনও অন্ধকারে আছি। শত্রু কোথায়, কি চায়, কেন চায়, কোন্ দিক থেকে আক্রমণ আসছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। মহারাজা কি আমার এই নিদারুণ অজ্ঞতা দূর করবেন না ?"

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ কহিলেন, "আমার এই আদেশ কি যথেষ্ট নয় সেনাপতি যে, বাইরের সম্ভাব্য সকল আক্রমণ থেকে আমার প্রাসাদ এবং আমার জেনানা-প্রাসাদকে রক্ষা করা দরকার ?"

সেনাপতি অভিবাদন করিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই যথেষ্ট, মহারাজ। আমি নির্দিষ্ট কর্তব্যই জানবার জন্য মহারাজাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

এই বলিয়া সেনাপতি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মহারাজাকে অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেই মহারাজা কহিলেন, "একটা কথা, সেনাপতি। তুমি শুনেছ যে, জেনানা-প্রাসাদের ত্রিসীমানার নিকটবর্তী হবার কোনও পুরুষের অনুমতি নেই ; সুতরাং আমি এমন একটা সীমারেখা নির্দিষ্ট করেছি, যার ভিতরে কোন সৈনিকই কোনও কারণে যেতে পারবে না।"

এই অদ্ভুত আদেশ শুনিয়া সেনাপতি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া মহারাজা পুনশ্চ কহিলেন, "আমার নির্দেশ শুনেছ, সেনাপতি ?"

"শুনেছি, মহারাজ। কিন্তু আমি ভাবছি, যদি বিশ্বাস করবার এমন সঙ্গত ও দৃঢ় প্রমাণ থাকে যে, শত্রু গণ্ডি অতিক্রম ক'রে ভিতরে প্রবেশ করেছে, তবুও কি আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো।" সেনাপতি বজ্রকণ্ঠে নিবেদন করিল।

মহারাজা মৃদু-হাস্যমুখে কহিলেন, "তেমন ক্ষেত্রে আমার কাছ থেকে বিশেষ আদেশ পাবার পথে তুমি কোন বাধা উপলব্ধি করবে না।" এই বলিয়া মহারাজা নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "যে পত্রখানা তুমি পাঠ করলে, তাতে তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে না যে মোহন রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছে ?"

সেনাপতির মুখে অবজ্ঞার আভাস পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে কহিল, "না, আমি এ-বিষয়ে এখনও কিছু চিন্তা করিনি, মহারাজ।"

"উত্তম। এখন শোন—আমি চাই, তুমি এই দুর্বৃত্তকে শহর থেকে অনুসন্ধান ক'রে গ্রেফতার করো। অবশ্য আমি পুলিস-বিভাগকে কড়া আদেশ জানিয়েছি। পুলিস কমিশনার এ-বিষয়ে বিরাট আয়োজনে রত আছে। আমার আদেশে কমিশনার তোমার সঙ্গে আজ বিকালে দেখা করবে। আমি চাই, তুমি তাকে সর্বরকমে সাহায্য করো, মিত্র।"

সেনাপতি কহিল, "এ আর কি বেশী কথা, মহারাজ ? কমিশনার তাঁর ইচ্ছামত আমার সাহায্য পাবেন, উপরন্তু আমি এই মুহূর্ত থেকে সেই দস্যুকে গ্রেফতার করবার জন্য আমার প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবো।"

মহারাজা খুশি হইয়া কহিলেন, "প্রাসাদের গোপন অংশে যে-সব কামান বসানো হয়েছে, সে সবের কাছে সৈন্য থাকা কি প্রয়োজন বিবেচনা করো না, মিত্র ?"

সেনাপতি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "তার কি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, মহারাজ ? আমার মনে হয়, আমাদের অনাবশ্যক সতর্কতার ফলে এই দস্যু নিজেকে অত্যন্ত বড়ো ভেবে অন্যায় উৎসাহ লাভ করবে।"

মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "উত্তম। আমি তোমার সিদ্ধান্তই মেনে নিলাম, মিত্র। এখন তুমি যেতে পারো।"

সেনাপতি বাহির হইয়া গেল।

সেদিন অপরাহ্ণে মহারাজার প্রাসাদ ঘিরিয়া সৈন্য পাহারা বসিল এবং জেনানা মহলের অন্দর-মহলবাসীগণের শ্রুতি-সমীর বাহিরে চারিদিকে ভীমকায় সৈন্যদল ব্যূহ গড়িয়া অবস্থান করিতে লাগিল। অকস্মাৎ এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া সাধারণ নর-নারী নানা বিষয়ে জল্পনা-কল্পনায় মুখর হইয়া উঠিল।

দস্যু মোহনকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সেনাপতি ও রাজধানীর পুলিস কমিশনার মিলিয়া নানা রূপে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিয়া সমগ্র শহরটি চষিয়া ফেলিতে লাগিল। কিন্তু দস্যুর কোন হদিশই পাওয়া গেল না।

মোহন বর্তমানে দস্যু না হইলেও কার্যের সুবিধা হইবে ভাবিয়া মহারাজা বিক্রম প্রসাদ এক আদেশ জারি করিয়া দস্যু মোহন নামে কথিত ব্যক্তিকে যে গ্রেফতার

pathagar.net

করিতে পারিবে, তাহাকেই পাঁচ হাজার মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হইবে জানাইয়া দিলেন। ইহার ফলে মোহনের অনুসন্ধান-কার্য বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

সেদিন রাত্রে রাজধানীতে সেনাপতির নূতন শিবিরে বসিয়া কমিশনার ও সেনাপতি কথা কহিতেছিলেন। কমিশনার বলিতেছিলেন, "শুনি, মোহন দস্যু বাঙ্গালী। একথা সত্য, সেনাপতি?"

সেনাপতি কহিল, "আমারও শোনা কথা কমিশনার। আমি দস্যুকে বাঙালী বলেই শুনেছি।"

কমিশনার একজন দেশীয় ভদ্রলোক। তিনি হাসিয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই আপনি সেজন্য গর্বিত, মিঃ মিত্র?"

তরুণ মিত্রের দু'টি ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "এই মোহন সম্বন্ধে যত কথা রটেছে, তার দশ ভাগের এক ভাগও যদি সত্য হয়, তা'হলে তার জন্য গর্ব অনুভব করা যে কোন জাতির পক্ষে একান্ত গর্বের বস্তু, কমিশনার। সত্য কথা বলতে কি, আমি এই লোকটাকে ঘৃণাও যত করি, আবার শ্রদ্ধাও করি ততো।"

কমিশনার কহিলেন, "শুনি, লোকটা অলৌকিক শক্তিশালী—এখন পর্যন্ত সে যতগুলি প্রতিজ্ঞা করেছে, সবগুলিই পালন করেছে। আপনি কি ভাবেন, এক্ষেত্রেও সে সফল হবে?"

সেনাপতি দ্বিধাহীন কণ্ঠে কহিল, "না। এক্ষেত্রে সে সফল হইবে না।"

কমিশনার সবিস্ময়ে কহিলেন, "হেতু কি শুনতে পাই, সেনাপতি?"

সেনাপতি গর্বিত স্বরে কহিল, "নিশ্চয়ই পারেন। কারণ দস্যু মোহনের সে সব প্রতিজ্ঞা-ক্ষেত্রে তরুণ মিত্র তার বিপক্ষে কাজ করেনি। আমি মহারাজকেও বলেছি, আপনাকেও বলছি, এই দস্যুকে আমি গ্রেফতার করবই করবো।"

কমিশনারের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আপনার গর্ব শুনেও আনন্দ হয়, সেনাপতি। কিন্তু কোন্ পথে যে আপনি সক্ষম হবেন, তা তো আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়......"

সহসা নৈশ-গগন কম্পিত করিয়া একটা তীক্ষ্ণ আর্তরব জাগ্রত হইয়া অন্ধকারের বক্ষে মিলাইয়া গেল। মনে হইল, যেন কেহ কাহাকে অলক্ষ্যে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। কমিশনার ও সেনাপতি উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেনাপতির মুখ বেদনায় কালিমা বর্ণ ধারণ করিল। কহিল, "কিসের শব্দ?"

কমিশনার নতস্বরে কহিলেন, "জেনানা-প্রাসাদ থেকে এসেছে।"

সেনাপতি কহিল, "তা' বুঝেছি। কিন্তু কিসের শব্দ? কোন মহিলা কি বিপদে পড়েছেন? সাহায্য চান?"

কমিশনার কহিলেন, "আমরা কিছুই করতে পারি না, সেনাপতি।"

সেনাপতি কহিল, "কারণ মহারাজার আদেশ চাই! কিন্তু যদি সত্যই কেউ বিপদগ্রস্ত হ'য়ে থাকেন?"

কমিশনার হতাশ স্বরে কহিলেন, "তা' হ'লেও উপায় নেই। কারণ জেনানা-

প্রাসাদের পবিত্রতার খ্যাতি আজ ইয়োরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত।"

সেনাপতির মুখে এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। সে কহিল, "পবিত্রতার খ্যাতি অর্থে আপনি কি বলছেন?"

কমিশনার মহা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনি কি কিছুই শোনেননি? আপনি কি শোনেনি যে, এই প্রাসাদে আবহমানকাল হ'তে একমাত্র মহারাজা ব্যতীত পুরুষের পদস্পর্শ হয়নি? জেনানা-প্রাসাদের বিশুদ্ধতা আর পবিত্রতার অন্ত নেই, সেনাপতি। আমাদের দেশের মেয়েরা কায়মনো-প্রাণে এই প্রাসাদের দেবীদের মত সতী হবার জন্য আজও দেবতাদের চরণে প্রার্থনা করে।"

সেনাপতি কোন জবাব দিল না; ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "কিন্তু ওই আর্তধ্বনির অর্থ কি, কমিশনার?"

কমিশনার সভয় কণ্ঠে কহিলেন, "অমন ভয়ানক শব্দ প্রায় প্রতি রাত্রেই শোনা যায়। কিন্তু কেউই এ বিষয়ে কোন কৌতূহল প্রকাশ করে না। অনেকেই শুনে থাকে, কিন্তু কেউই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না; কারণ মহারাজার কানে উঠলে আর পরিত্রাণ কারুর থাকে না।"

সেনাপতি কহিল, "মহারাজা বোধ হয় কঠোর দণ্ড দেন?"

কমিশনার হাস্যমুখে কহিলেন, "এমন কি প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে!"

সেনাপতি সবিস্ময়ে কহিল, "প্রাণদণ্ড! মহারাজার আদালতের কি ফাঁসি দেবার সার্বভৌম অধিকার আছে?"

"না, নেই। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অনুমোদন পেতেও কোন বিলম্ব ঘটে না। এই রাজ্যের আদালত আজ পর্যন্ত যতগুলি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন, মাত্র একটি ক্ষেত্র ব্যতীত সকল ক্ষেত্রেই অনুমোদন মিলেছে।"

সেনাপতি গম্ভীর মুখে শুধু কহিল, "হুঁ।" এই বলিয়া সে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

কমিশনার সেনাপতির বেদনা-ব্যঞ্জক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "বাঙালী জাতটা যে সত্য সত্যই ভাবপ্রবণ জাতি, তা' আজ যেমন আমার হৃদয়ঙ্গম হ'ল, এমন কখনও হয়নি।"

এমন সময়ে শিবিরের বাহিরে একখানি মোটর থামিবার শব্দ হইল। কেহ কিছু বলিবার পূর্বেই স্বয়ং মহারাজা শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং একখানি ক্যাম্প-চেয়ারে উপবেশন করিয়া ও বিশিষ্ট কর্মচারীদ্বয়ের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "সংবাদ কি, কমিশনার?"

কমিশনার সম্ভ্রমনত কণ্ঠে কহিলেন, "প্রতি মুহূর্তে সফলতার জন্য অপেক্ষা করছি, মহারাজ।"

মহারাজা গম্ভীর মুখে কহিলেন, "আমার ইচ্ছা, পুরস্কারের অঙ্ক একেবারে পঞ্চাশে তুলে দাও, কমিশনার। হেতু জানতে চেয়ো না। আমার নির্দেশ মত ঘোষণা জারি করো।"

কমিশনার নতমুখে কহিলেন, "যথা আজ্ঞা, মহারাজ।"

মহারাজা কহিলেন, "উত্তম ! তুমি এখনই গিয়ে ঘোষণা করবার বন্দোবস্ত কর, কমিশনার।"

কমিশনার অভিবাদনান্তে বাহির হইয়া গেলে মহারাজা সেনাপতির মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন, "একটা শব্দ শুনে দ্বিধায় পড়েছ, সেনাপতি ?"

সেনাপতি সবিস্ময়ে মহারাজার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিল, মহারাজা কি অন্তর্যামী ! প্রকাশ্যে কহিল, "মহারাজের অনুমান সত্য।"

মহারাজা মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "বোধ হয় হেতুটি জানতে চাও, মিত্র ?"

সেনাপতি প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না মহারাজ, আমি জানতে চাই না !"

"চাও না ? আশ্চর্য তো ! কিন্তু তোমাকে তা বলবার জন্যই আমি যে এখানে এলাম !" মহারাজা মুখ তুলিয়া কহিলেন।

সেনাপতি বুঝিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মহারাজা পুনশ্চ কহিলেন, "না, তা হবে না ; তোমারও শোনা প্রয়োজন, মিত্র। ওই যে আর্তরব শুনলে, ওই রব আমারই আদেশে মাঝে মাঝে করা হয়ে থাকে। রাজ্যের কোন কর্মচারী কিম্বা সাধারণ প্রজা এই আর্তরব শুনে রাজাদেশ অমান্য করে কি-না যখন জানবার প্রয়োজন হয়, তখনই ওই শব্দ করা হয়ে থাকে। এরও হেতু আছে, মিত্র। যখনই আমার কানে শত্রুর কোন গুপ্ত অভিসন্ধি প্রবেশ করে, তখনই আমি নানা রকমের আর্তধ্বনি ছড়িয়ে দিয়ে দেখি যে, সত্যই গুজবের কোন ভিত্তি আছে, কি নেই ! আশা করি, এইবার তুমি বুঝেছ, সেনাপতি !"

সেনাপতির মুখভাব প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে কহিল, মহারাজকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আর আমার কোন দ্বিধা বা সন্দেহ নেই।"

মহারাজা হাস্যমুখে কহিলেন, "তা' আমি জানি, সেনাপতি। তুমি যে একটা বাহিনীর শক্তি নিয়েও আমার আদেশ অমান্য করোনি, এর জন্য আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি সেনাপতি এবং একমাত্র এই কারণের জন্যই তোমাকে ধন্যবাদ দিতে ছুটে এসেছি।"

সেনাপতি কহিল, "মহারাজের অনুগ্রহের জন্য আমি বাধিত।"

মহারাজা পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সেনাপতির হাতে দিয়া কহিলেন, "দুর্বৃত্তের দ্বিতীয় কীর্তি, সেনাপতি।"

সেনাপতি পাঠ করিতে লাগিল। আমরা পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ !

নির্দিষ্ট সময় অন্ত হবার পূর্বেই তোমাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমার তরুণ সেনাপতির মত কয়েক ডজন সেনাপতিকে আমি অনায়াসেই হনলুলু অবধি বিতাড়িত করবার শক্তি ধারণ করি। শুনলাম, সেই মূর্খ আমায় গ্রেপ্তার করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আমাকে হাসালে তুমি, মহারাজ। আমি তোমার কু-কীর্তির একটা ফিরিস্তি সংগ্রহ করছি। শীঘ্রই তোমাকে জগতের সম্মুখে এমন-ভাবে অপদস্থ ও পর্যুদস্ত হ'তে হবে যে, তুমি তা কখনও ভাবনি। আমি একই

pathagar.net

আদেশ দ্বিতীয়বার দিই না। তোমাকে আমার প্রথম পত্রে যে আদেশ দান করা হয়েছে, আশা করি, তা পালন করবার জন্য তুমি অস্থির হয়েছ! যদি তা না হয়ে থাক, তবে তোমাকে মরতে হবে। কিন্তু পুণ্যাত্মার মরণ নয়, পাপীর মৃত্যুবরণ করতে হবে।

বর্তমানে আমি সুসভ্য নাগরিক। তুমি প্রশ্ন তুলতে পার যে, কোন সভ্য নাগরিক কোন মহারাজাকে এমন সুন্দর ভাষায় ও সম্বোধনে পত্র লেখে না। কিন্তু তার উত্তর কি আমাকে দিতে হবে, মহারাজ? তুমি কি জান না, তুমি কি? আমার শুধু এই দুঃখ যে, তোমাকে আমি দস্যু-জীবনে পাইনি। তা' যদি পেতাম, তা' হ'লে তোমার সযত্নে সঞ্চিত প্রতিটি বিন্দু রক্ত দুঃশাসনের মত পান করতাম। কিন্তু তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, সে দিক হ'তে রক্ষা পেয়ে গেল।

যাক্, শোন মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ! তুমি বিশেষরূপে জান, তোমার উপর আমার কিসের দাবি! সেই পবিত্র দাবির উপর তুমি যদি কোন অত্যাচার বা অন্যায় ব্যবহার করেছ শুনতে পাই, তা' হ'লে তোমার রাজদেহের চর্মখানা তোমার জীবিত অবস্থাতেই আমি খুলে নেবার বন্দোবস্ত করবো। আজ এই পর্যন্ত।

তোমার শত্রু,

মোহন"

সেনাপতির মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। সে গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "একটা দস্যুর স্পর্ধাও কম নয়, মহারাজ? কিন্তু সত্যই এ যে কি চায়, তা'কি আপনি বুঝতে পেরেছেন, মহারাজ? আমার কাছে প্রথম পত্রের মত দ্বিতীয় পত্রও অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে।"

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ কহিলেন, "প্রথমে এই দুর্বৃত্তকে গ্রেফতার করো, সেনাপতি। তারপর এর সম্বন্ধে প্রচুর ইতিহাস অবগত হবে। আমি আশা করি, তোমার যেটুকু জানা প্রয়োজন, তা' আমি বিশদ ভাবেই জানিয়েছি।"

"তা' জানিয়েছেন, মহারাজ। এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি, যেটুকু আমি বুঝি না, সেটুকু আমার বোঝবারও প্রয়োজন নেই।" সেনাপতি সহজ স্বরে কহিল।

মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "ঠিক তাই, সেনাপতি। প্রত্যেকে আপন গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থাকলে প্রত্যেকের কাজেই বিশৃংখলা উপস্থিত হয়। সুতরাং......"

"আমাকে মার্জনা করুন, মহারাজ। আমি আর এ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন কখনো করব না।"

মহারাজা তখন গভীর চিন্তামগ্ন ছিলেন। সেনাপতির কথা তাঁহার কানে প্রবেশ করিল না। তিনি বহুক্ষণ পরে কহিলেন, "সমগ্র রাজধানী চষে ফেলেও এই দস্যুর আস্তানা আবিষ্কার করা গেল না, মিত্র।"

"কয়েক দিন সময় দিন, মহারাজ।" সেনাপতি প্রার্থনা জানাইল।

মহারাজা কহিলেন, "অবশ্য আমি মোহনের জন্য এতটুকুও চিন্তিত নই; কারণ আমি বিশেষরূপেই জানি, দস্যুটা যতই চতুর হোক, আমার চারিদিকে যে দুর্ভেদ্য

pathagar.net

অবরোধের সৃষ্টি ক'রে রেখেছি, তাতে কোন দিনই সে সেখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না; তা' হ'লেও যে দস্যু আমার মত একজন করদ-রাজার বিরুদ্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে, তাকে অবরুদ্ধ না করা পর্যন্ত আমি সুস্থির হ'তে পারিনে।"

সেনাপতি কহিল, "আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, মহারাজ। আমি বলতে চাই, একটা লোকের জন্য—তা যত বড়ো ধূর্ত এবং শক্তিশালীই হোক—মহারাজার মত ব্যক্তির এতটা মাথা ঘামান উচিত হয় না; তাতে মহারাজেরই মুখ নীচু হয়।"

"বুঝতে সবই পারি, সেনাপতি। তা' হ'লেও তাকে আমার চাই। আমি তোমাকে আরও দু'সপ্তাহের সময় দিলুম। এই সময়ের মধ্যে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হও; উত্তম; না-হও, আমি অন্য বন্দোবস্ত ক'রে তাকে অবরুদ্ধ করবই করবো। এর জন্য আমাকে যদি বিলাতের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাহায্য নিতে হয় নেবো—সেজন্য আমি কোন খরচই মানিনে।" বলিতে বলিতে মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ সহসা শিবির হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সেনাপতি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

(১৮)

কলিকাতার পুলিস কমিশনারের অফিসে বসিয়া মিঃ বেকার কমিশনারের সহিত কথা কহিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, "মোহনের গত পত্রে যেটুকু সংবাদ পেয়েছি স্যার, তাতে সে যে খুব ধীরে ধীরে ও সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের মত একজন ধনবান ও শক্তিশালী নরপতির বিরুদ্ধে সে একা কি প্রকারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবে!"

কমিশনার চিন্তিত মুখে কহিলেন, "বিশেষ ক'রে একটি করদ-রাজার রাজ্যে। যেখানে রাজার বিরুদ্ধে কথা বলবে, এমন একটি প্রাণীকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সত্যই আশ্চর্য! কিন্তু এদিকে এই নারী-ব্যবসার সংবাদ হোমে পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সেক্রেটারী অফ স্টেট সবিশেষ বিবরণ জানতে চেয়ে ডিসপ্যাচ পাঠিয়েছেন। সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট জরুরী বিষয়ভুক্ত ক'রে বাঙলা গভর্নমেণ্টের কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন। পরিশেষে গভর্নর বাহাদুর আমার কাছে কৈফিয়ত দাবি করেছেন। এখন আমি কি কৈফিয়ত দিতে পারি, মিঃ বেকার।"

মিঃ বেকার কমিশনারের উদ্বেগভরা মুখের দিকে এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "যে পর্যন্ত না মোহন কৃতকার্য হচ্ছে, সে পর্যন্ত আমাদেরই বা কৈফিয়ত দেবার কি আছে, তা' তো বুঝিনে, স্যার।"

"আমিও বুঝিনে। কিন্তু গভর্নরকেই আগে বোঝান দরকার, গভর্নমেণ্টের তো কথাই নেই। আচ্ছা ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল দেখছি। কমিশনার মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন।

মিঃ বেকার নীরবে বসিয়া রহিলেন দেখিয়া পুলিস কমিশনার পুনশ্চ কহিলেন,

"মোহন এখন কি করছে ?"

"এই যে তার পত্র, স্যার।" এই বলিয়া মিঃ বেকার একখানি পত্র কমিশনারের হাতে তুলিয়া দিলেন।

কমিশনার পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। আমরা পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য মোহনের পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"প্রিয় বন্ধু বেকার!

আমি এখনও গভীর অরণ্যের ভিতর ঘুরিয়া মরিতেছি। এই মহারাজার ঐশ্বর্য, সম্পদ, লোকবল এমন প্রচুর এবং ভদ্রলোক এরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ও সতর্ক যে, আমার অন্যান্য ক্ষেত্রে তড়িৎ সফলতার মত সাফল্য লাভ করা একান্ত দুরূহ ব্যাপার। ব্যাপার যদিও দুরূহ, তবুও অসাধ্য নহে। আমি যে অনতিবিলম্বেই সাফল্য অর্জন করিব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমি এখন—এই মুহূর্তে—তোমাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিতাম এবং দুর্বৃত্তের প্রাসাদ অবরোধ করিয়া অনায়াসে শত-সহস্র হতভাগিনীকে উদ্ধার করিতাম; কিন্তু কলিকাতায় বালিগঞ্জ প্রাসাদের ঘটনার পর সেরূপ কিছু করিতে আমি আদৌ রাজী নহি। কারণ আমি বিশেষরূপে জানিয়াছি, মহারাজার প্রাসাদ এবং জেনানা-প্রাসাদ—উভয় প্রাসাদই—মুহূর্তের মধ্যে ধূলিকণায় পরিণত করিবার সর্ব আয়োজন সুসম্পন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। সুতরাং এক্ষেত্রে শক্তিবলে কোন কিছু করা সম্পূর্ণরূপে অচল নহে কী ?

আমি চারিদিকে জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছি। শেষ হইতে এখনও বিলম্ব আছে। আমি যে কি এক বিপদের ভিতর বাস করিতেছি, তাহা তুমি হয়তো কতকটা অনুমান করিতে পারিবে—যখন শুনিবে, আমাকে গ্রেফতার করিবার জন্য মহারাজা তাঁহার সেনাপতি ও পুলিস কমিশনারকে নিযুক্ত করিয়া ইতিমধ্যে দুইবার রাজধানী চষিয়া ফেলিয়াছে। অর্থাৎ আমার জন্য তাহারা প্রতিটি গৃহ সার্চ করিয়াছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হয় নাই।

আমি আমার জন্য ভাবি না। কিন্তু মিসেস গুপ্তার জন্য সময়ে সময়ে একটু ভাবনা হয়। যদি দুর্বৃত্ত আমাকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে বেচারীর দুর্ভোগের আর অন্ত থাকিবে না। কিন্তু সে এসব কথা শুনিতে চাহে না। আমার আশঙ্কা শুনিয়া হাসে আর হাসে! সুতরাং আমি তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করা ছাড়িয়া দিয়াছি।

বন্ধু, তবে আমি তোমাকে এখন এই আশ্বাসটুকু দিতে পারি যে, এই দুর্বৃত্ত অনতিবিলম্বেই তাহার লীলা-খেলা সমাপ্ত করিবে। যখন হতভাগা উল্কার মত খসিয়া পড়িবে, তখন তাহার পতনবেগও ঠিক উল্কাবেগের মত হইবে। শয়তান একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে।

আমি বহু বে-আইনী কার্যকলাপের বিবরণ তৈয়ারী করিয়াছি; একমাত্র এই বিবরণই যে-কোন মহারাজাকে আন্দামান বাস করাইতে প্রচুর সাহায্য করিতে পারে। উপরন্তু নারী-ব্যবসায় মহাপাপের দরুন কি শাস্তি দুর্বৃত্তের পক্ষে

উপযুক্ত হইবে, আমি তাহা বহু প্রকারে ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। তুমি হয়ত বলিবে, ফাঁসি ; কিন্তু অপরাধের তুলনায় ফাঁসির মৃত্যু আশীর্বাদের মত মনে হইবে। যাহা হউক, আমি সেজন্য বর্তমানে উৎকণ্ঠিত নহি।

তুমি মাননীয় কমিশনারকে জানাইবে যে, আমি সর্বপ্রযত্নে সাফল্য অর্জনের পথে চলিয়াছি ; সুযোগ পাইবামাত্র তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিব।

পরিশেষে জানাইতেছি যে, জীবনে বহু যুদ্ধ জয় করিয়াছি, বহু শত্রুর সঙ্গে লড়িয়াছি, কিন্তু এমন একটি বিরাট যুদ্ধ কখনও করি নাই।

এই যুদ্ধের বিশেষত্ব এই যে, শত্রু পরিচিত, আয়ত্তের মধ্যে না হইলেও দৃষ্টি-সীমার ভিতরে, তাঁহার অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি পাপানুষ্ঠানের সাক্ষ্য আমাকে আহ্বান করিতেছে ; তবুও আমি নিজেকে নিরুপায়, অসহায় ভাবিয়া চিন্তা করিতেছি—কি করিয়া সফলতা অর্জন করিব।

এরূপ একটি যুদ্ধের সহিত আমার বন্ধু বেকারকে কি কখনও যুঝিতে হইয়াছে ? শত্রু এরূপভাবে প্রস্তুত যে, মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার প্রত্যেকটি পাপ-কার্যের সাক্ষ্য বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারে। তাহার পর সারা জীবন ধরিয়া হা-হুতাশ করিলেও আর শত্রুকে জয় করিতে পারা যাইবে না। এরূপ শত্রুর সহিত কিরূপে তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করিতে পারি, তাহা কেহ কি বলিয়া দিতে পারে ?

আজ এই পর্যন্ত। তুমি—প্রেমকণ্টক বাই, C/O পোস্টমাস্টার সোনাপুর স্টেট এই ঠিকানায়—পত্রের জবাব দিও। আমার নাম যে লিখিবে না, তাহা লেখা বাহুল্যমাত্র। তুমি আমার সশ্রদ্ধ ভালবাসা গ্রহণ করিও, বন্ধু।

ইতি—তোমারই

মোহন"

কমিশনার পত্র পাঠ শেষ করিয়া কহিলেন, "আপনার বন্ধু অদ্ভুত তীক্ষ্ণধী-সম্পন্ন, মিঃ বেকার। আপনি এমন এক ব্যক্তির সাহায্য পাবার জন্য অতীতে যে বিপুল পরিশ্রম করেছেন—আজ আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, তাতে সত্য আমরা মোহনের সাহায্য পেয়ে নিজেদের ভাগ্যবান বোধ করছি। যাই হোক, আমাদের যে এখনও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।"

মিঃ বেকার কহিলেন, "আমার অভিমতও তাই, স্যার।"

কমিশনার কহিলেন, "আমার মনে হয়, গভর্নর-বাহাদুরের নিকট এই সব কিছুই পেশ করা কর্তব্য। তাতে অনেক পরিশ্রমের লাঘব হবে। সুতরাং আমি আপনার পত্রখানা উপস্থিত আমার কাছেই রাখলাম, মিঃ বেকার। আপনি পত্রের জবাব দিয়েছেন ?"

"না, স্যার। আজ জবাব দেব মনে করছি।" মিঃ বেকার কহিলেন।

"আমি মোহনের কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, তার পরিপূর্ণ সাফল্য প্রার্থনা করছি—এই কথা লিখে জানাবেন।" এই বলিয়া কমিশনার কিছু সময় নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের কলকাতায় কর্ম-তৎপরতার কোন লক্ষণ আবার দেখা দিয়েছে কি, মিঃ বেকার ?"

"স্থির সিদ্ধান্ত করা যায়, এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ এখনও পর্যন্ত সংগ্রহ হয়নি, স্যার। তবে কিছু কিছু অভিনব কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না যে, এর মূলে কে আছে? যাই হোক, আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছি, স্যার।" মিঃ বেকার জানাইলেন।

কমিশনার কহিলেন, "যদিও সম্পূর্ণরূপে মোহনের ওপর নির্ভর করায় আমি কোন মুশকিল দেখি না, তা' হ'লেও আমার মনে হয়, এ-সময়ে সে যদি আপনার সাহায্য লাভ করতো, তা' হ'লে আজ বহুদূর অগ্রসর হয়ে যেতো এবং বহু পূর্বেই কাজ সমাধা হ'তে পারতো; নয়-কি, মিঃ বেকার?"

মিঃ বেকার অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আপনি কেন ভুলে যাচ্ছেন স্যার, যে মোহন কখনও আমাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে সম্মত হয়নি? পার্ডন-প্রাপ্তির পর যে কয়টি ক্ষেত্রে সে কাজ করেছে, একাই করেছে।"

কমিশনার কহিলেন, "তা' করেছে। কিন্তু আমাদের অযাচিত সাহায্য সে কি প্রত্যাখ্যান করেছে?"

মিঃ বেকার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "সে-সুযোগ সে দেয়নি, স্যার। প্রত্যেকটি কাজ হাতে নেবার পূর্বেই সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তা করতে পারবে, এই প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিয়েছে।"

কমিশনার আর এ-বিষয়ে আলোচনা করিলেন না; তিনি মিঃ বেকারকে বিদায় দিয়া অফিস হইতে বাহির হইয়া মোটরে আরোহণ করিলেন এবং শোফারকে গভর্নমেণ্ট হাউসে যাইবার জন্য আদেশ দিলেন।

যথা-নিয়মে কমিশনার যখন অবশেষে গভর্নর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের কেস সম্বন্ধেও মোহনের কর্মতৎপরতার বিষয় বিস্তারিতভাবে তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন, তখন তিনি গভীরভাবে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আপনার কৈফিয়ত আমার বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট কি এমন এক উদ্ভট কৈফিয়ত হোমে পাঠাতে পারবেন? প্রথমত, একটা ক্ষমাপ্রাপ্ত দস্যুর ওপর এমন একটা জরুরী কাজের ভার দিয়ে ভারতের শাসকেরা চুপ ক'রে আছেন, তা শুনতে যেমন অদ্ভুত, তেমনি লজ্জাকর। হোম গভর্নমেণ্ট যদি বলেন, যে গভর্নরকে তাঁরা বাঙলায় পাঠিয়েছিলেন, তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে, তা' হলেও কি আমার কিছু বলবার থাকে, কমিশনার?"

কমিশনার ক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন, "কিন্তু স্যার, আমরা তো বিশ্বাস করি, আমাদের পন্থা অদ্ভুতও নয়, বিস্ময়করও নয়!"

"তা' হয়তো করি।" গভর্নর মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কিন্তু হোম-গভর্নমেণ্ট তা' করবেন না। তাঁরা স্বতঃই এই চিন্তা করবেন, একটা ক্ষমা-প্রাপ্ত দস্যুর ওপর এক অতি প্রয়োজনীয় কাজের ভার দিয়ে যে গভর্নর ও গভর্নমেণ্ট নিশ্চিন্ত আয়াসে দিন অতিবাহিত করতে পারেন, তাঁদের দ্বারা রাজ্যের কতটা মঙ্গল হবে কে জানে!" এই বলিয়া গভর্নর গম্ভীর হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষণকাল গভীরভাবে চিন্তা করিয়া

কহিলেন, "এ কৈফিয়ত চলবে না আপনার। আপনি অন্য কিছু চিন্তা করুন।"

কমিশনার বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমি তো চিন্তা করছি না স্যার, এই যে সত্য ঘটনা!"

"কিন্তু ঐ অজুহাত চলবে না।" গভর্ণর গম্ভীর মুখে কহিলেন, "আপনি অনুসন্ধান আরম্ভ করুন। বাঙলার ইনটেলিজেন্স বিভাগ জগতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে আছে বলে আমরা যখন গর্ব করি, তখন সেই বিভাগের সর্বাপেক্ষা সিনিয়র ও কার্যক্ষম অফিসারকে এই কাজে নিযুক্ত করুন। অবিলম্বে এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি দেখতে চাই।"

কমিশনার অতি-মাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "মিঃ বেকার বলেন যে, আমরা যখন মোহনের নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে, সে স্বাধীনভাবে এই অনুসন্ধান করতে পারবে, তখন আমরা অন্য বন্দোবস্ত করতে পারি না।"

গভর্ণরের মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তিনি ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ক্রোধ সংযত করিলেন; পরে কহিলেন, "মিঃ বেকারকে এ কেস থেকে দূরে রাখুন। আমি দেখছি, মোহন সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা দুর্বলতা আছে। মিঃ বেকারকে আপনার নতুন বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কিছুমাত্র ওয়াকিবহাল করবার প্রয়োজন নেই। আপনি অন্ততঃ দুই চার কিম্বা তারও বেশি সিনিয়র অফিসারকে একযোগে সোনাপুর স্টেটে পাঠিয়ে দিন। আমি সেখানকার ব্রিটিশ এজেণ্টকে গোপনীয় পত্রে সব কিছু জানিয়ে দিচ্ছি। আপনি যে সব অফিসারকে এই কেসে নিযুক্ত করবেন, তাঁদের অবস্থার গুরুত্ব বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। যত শীঘ্র কাজ শেষ করা যায়, তার জন্য কড়া হুকুম দেবেন। আমার উদ্দেশ্য বুঝেছেন?"

কমিশনার ব্যগ্রস্বরে কহিলেন, "বুঝেছি, স্যার।"

গভর্ণর কহিলেন, "এই পথ ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই। হাঁ, আপনি অফিসারদের এই নির্দেশও দেবেন যে, তাঁরা যেন মোহনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখেন। মোহন যদি তাঁদের কাজে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে তাঁরা মনে করেন, তবে মোহনকে গ্রেফতার করবার আদেশও দিয়ে দেবেন। অর্থাৎ যেমন ক'রে হোক সফলতা তাঁদের অর্জন করতেই হবে।"

কমিশনার কহিলেন, "মিঃ জোন্‌স আর মিলারকে আমি নিযুক্ত করছি, স্যার। মিঃ বেকারের পরেই তাঁরা সিনিয়র ও মিঃ বেকারের মতই তাঁরা কার্য-কুশল ব্যক্তি।"

গভর্ণর কহিলেন, "উত্তম, তাই করুন। তাঁরা কোন্ ট্রেনে কলকাতা ছেড়ে গেলেন, দয়া ক'রে আমাকে তা' জানাবেন।"

পুলিস কমিশনার যেরূপ উৎসাহ লইয়া গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, ফিরিলেন ততোধিক বিমর্ষ ও চিন্তাকুল মুখে। গভর্ণরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি মোটরে আরোহণ করিয়া শোফারকে কহিলেন, "হেড কোয়ার্টার।"

মোটর ছুটিতে আরম্ভ করিল।

pathagar.net

(১৯)

ইহার তিন দিন পরে সোনাপুরে একটি ইংলিস হোটেলের প্রথম শ্রেণীর একটি কক্ষে বসিয়া দুইজন ইংরাজ-ভদ্রলোক ধীর স্বরে আলাপ করিতেছিলেন। একজন কহিলেন, "এখানকার ব্যাপার অত্যন্ত রহস্যময় বলে আমার মনে ধারণা হচ্ছে, মিলার। মোহনকে গ্রেফতার করবার জন্য রাজ-দরবার পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তার সমস্ত জারিজুরিই শেষ হয়ে গেছে বুঝে নিতে এতটুকুও কষ্ট হয় না। অথচ ওদিকে কমিশনারের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মোহন সাফল্য অর্জনের সীমায় প্রায় গিয়ে পেঁাছেছে এবং অচিরেই বিরাট সাফল্য লাভ ক'রে গভর্নমেণ্টকে অচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ ক'রে ফেলবে। এমন পরস্পর বিরোধী ব্যাপারে যে হাসবো, না কাঁদবো, তা' স্থির করা একান্ত দুরূহ বলে মনে হচ্ছে না কী?"

মিঃ মিলার গম্ভীর মুখে কহিলেন, "এখানকার ব্যাপার যে আদৌ সহজ ও সোজা নয়, তা' বুঝতে কষ্ট হয় না মিঃ জোন্‌স! কিন্তু আমার মনে হয়, মোহনের সম্বন্ধে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, ওইটুকুই সব নয়। কারণ মোহনকে জানবার, চেনবার সৌভাগ্য অতীতে আমার কিছু কিছু হয়েছিল। তার মত ধূর্ত, বুদ্ধিমান, কৌশলী যে এমন সোজা ভাবে গিয়ে গর্তে পড়বে, তা' ভাবতে আমার বাধে, মিঃ জোন্‌স। নিশ্চয়ই এমন কিছু ব্যাপার আছে, যা আমরা দেখতে পাচ্ছি না।"

মিঃ জোন্‌স হাসিয়া কহিলেন, "মিঃ বেকার যেমন মোহন বলতে অজ্ঞান হয়ে ভাবেন, মোহন পারে না এমন কাজ নেই, মোহন জানে না তেমন কিছু নেই, তেমনি যদি তুমিও ভাবতে আরম্ভ করো, তা' হ'লে কাজ শেষ করা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। না, না, দুঃখিত হয়ো না, মিলার। আচ্ছা তুমিই বল-তো, যার সাফল্য-জনক একটা সংবাদের জন্য প্রতি-মুহূর্তে একটা প্রদেশের গভর্নমেণ্ট আশান্বিত হয়ে অপেক্ষা করছে, সেই ব্যক্তি কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে?"

মিঃ মিলার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ওঃ, আমি ভুলে গিয়েছিলুম, আপনি একজন মোহন-বিদ্বেষী। কিন্তু সে বেচারার কথা থাক। এখন আমরা কোন্ পথে কাজ আরম্ভ করবো, তাই স্থির করি আসুন, মিঃ জোন্‌স।"

মিঃ জোন্‌স কহিলেন, "বেশ, আগে তোমরা অভিমত কি, তাই বল? তুমি মহারাজার সম্বন্ধে কোন কিছু অনুসন্ধান করেছ?"

মিঃ মিলার কহিলেন, "করেছি। তিনি একজন উদার-হৃদয় অতিথিবৎসল এবং দাতাকর্ণ সদৃশ ব্যক্তি।"

মিঃ জোন্‌স বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তোমার এই উক্তি সমর্থন করো, মিলার?"

মিঃ মিলার মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমি মহারাজার সঙ্গে আজ দেখা করেছিলাম।"

"কি পরিচয় দিয়েছিলে?" মিঃ জোন্‌স প্রশ্ন করিলেন।

"আমেরিকান টুরিস্ট। মহারাজার রাজধানীর দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি দেখতে

pathagar.net

এসেছি।" এই বলিয়া মিঃ মিলার হাসিতে লাগিলেন এবং পুনশ্চ কহিলেন, "মহারাজা আমাকে স্বয়ং সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদ দেখালেন। প্রাসাদে সংগৃহীত বহু দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য বস্তু দেখালেন; প্রাসাদের চারধারে সৈন্যদল শিবির ক'রে বসেছে, তা' দেখালেন।"

মিঃ জোন্‌স কহিলেন, "কি কৈফিয়ত দিলেন?"

"সৈন্যদলের সম্বন্ধে? তিনি বললেন, একটা দেশী ডাকাত তাঁর প্রাসাদ লুণ্ঠন করবে বলে ভীতি-জ্ঞাপক পত্র দিয়েছে। ডাকাত অত্যন্ত ধূর্ত ও দুর্দান্ত; সেই জন্য তিনি পূর্বাহ্নেই প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। পরিশেষে দয়ালু মহারাজা আমাকে তাঁর অতিথিশালায় আশ্রয় নেবার জন্য এবং আতিথ্য স্বীকার করার জন্য সানুনয় ও সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন; অবশেষে ক্ষুণ্ণ হয়ে আমাকে কয়েকটি বহুমূল্য পৌরাণিক বস্তু উপহার দিয়ে বিদায় দিলেন।" মিঃ মিলার হাসিতে হাসিতে কহিলেন।

মিঃ জোন্‌স কয়েক-মুহূর্ত গভীরভাবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "উপহার বস্তুগুলি কোথায় রেখেছ দেখি?"

মিঃ মিলার একটি ক্ষুদ্র স্যুটকেস হইতে একটি অঙ্গুরীয়, একটি মার্বেল নির্মিত সর্প-মূর্তি ও একটি অতি সুন্দর-দর্শন হাত ঘড়ি ও একটি ঝরনা কলম অতি সন্তর্পণে তুলিয়া লইয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিলেন।

বস্তুগুলির দিকে চাহিতেই মিঃ জোন্‌সের মুখভাব অতিমাত্রায় শঙ্কিত ও ভয়াবহ আকার ধারণ করিল। তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটি শব্দ শুধু বাহির হইল, "কি ভয়ানক!"

মিঃ মিলার হাসিতে লাগিলেন; কহিলেন, "ধূর্ত মহারাজার তীক্ষ্ন দৃষ্টি দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি, মিঃ জোন্‌স। কি ক'রে যে সে আমাকে দেখবামাত্র চিনতে পেরেছে—আশ্চর্য নয় কি?"

মিঃ জোন্‌স টেবিলের উপর রক্ষিত বস্তুগুলির দিকে চাহিয়াছিলেন; কহিলেন, "এর প্রত্যেকটিতে এমন সাংঘাতিক বিষ ভরা আছে যে, অঙ্গে স্পর্শ হবামাত্র মানুষ তো তুচ্ছ জীব, গণ্ডারকে পর্যন্ত মুহূর্তের মধ্যে মেরে ফেলতে পারে। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, তুমি প্রথম হ'তেই সতর্ক হয়েছিলে।"

মিঃ মিলার বয়সে ও মর্যাদায় মিঃ জোন্‌সের অপেক্ষা অনেক ছোট; তাহা হইলেও অল্পদিনের মধ্যে আপন কর্মশক্তির গুণে উচ্চ পদে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন। "অঙ্গুরীয়টি আঙুলে পরবার জন্য মহারাজার সে-কি সস্নেহ অনুরোধ। আপন অতি আত্মীয়কেও মানুষ [illegible] ক'রে বলে না। আমি এই বলে তাকে নিরস্ত করতে সক্ষম হই যে, আমাদের দেশে অর্থাৎ আমেরিকায় একটা প্রথা আছে, বন্ধু-বান্ধব বা কোন বিশিষ্ট [illegible] কোন উপহার দিলে তা' অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা ব্যবহার করতে নেই। অন্যথায় দাতার প্রতি অসম্মান দেখানো হয়। সুতরাং আমি কি মহারাজাকে এতখানি সহৃদয়তার বিনিময়ে অসম্মান দেখাতে পারি? মরে গেলেও পারি না।"

মিঃ জোন্‌স আপন সহকারীর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "তারপর ?"

"তারপর মহারাজের মুখে যে ভাবটি ফুটে উঠতে দেখেছিলাম, তা' আমার বহুদিন মনে থাকবে। এক কথায় বর্ণনা করতে হ'লে এই বলা যায় যে, ক্ষুধার্ত সাপের মুখের কাছ হ'তে ব্যাঙ যদি পালিয়ে যায়, আর তাকে ধরবার যদি কোন উপায় না থাকে, তখন সেই সাপের মুখে ও চোখে যে ভাবটি ফুটে ওঠে, এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি।" এই বলিয়া মিঃ মিলার সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। মিঃ মিলার হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ঠিকানা জানিয়ে এসেছি সত্য, কিন্তু আস্তানার নয়। মহারাজার ডাক্‌বাঙলোয় আছি বলে এসেছি।"

"বেশ করেছ ! এখন কোন্ পথে চলা ঠিক হবে, ভেবেছ কিছু ?" মিঃ জোন্‌স প্রশ্ন করিলেন।

মিঃ মিলারের মুখ গম্ভীর আকার ধারণ করিল। তিনি কহিলেন, "ভেবেছি বহু। তা' ছাড়া এই সিদ্ধান্তেও উপস্থিত হয়েছি যে, মহারাজা একটি শয়তান। শয়তান নিজেদের প্রাণকে যে পরিমাণে প্রিয় ভাবে, অন্যের প্রাণকে সেই পরিমাণে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে। তা' ছাড়া আগামী ২৪ ঘণ্টার পর যখন ডাক বাঙলোয় সংবাদ নিয়ে জানবে, আমি তাকে প্রতারিত করেছি—তার ইচ্ছামত মরিনি তখন সে আমার প্রাণদণ্ডাদেশ জারি করবে। অতএব সাধু, সাবধান !"

মিঃ জোন্‌স গম্ভীর মুখে চিন্তা করিতেছিলেন ; কহিলেন, "তার এখনও বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে আমি একবার সেনাপতির সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক এবং অর্থপ্রিয়।"

মিঃ মিলার সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন ; কহিলেন, "অমায়িক ও অর্থপ্রিয় ! তবে কি তাকে ক্রয় করবার বন্দোবস্ত করছেন ?"

"চেষ্টা করছি, মিলার। এই লোকটা মহারাজার ডান হাত বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। একে যদি অর্থবলে হাত করতে পারি, তবে ৯৯ ভাগ কাজ হাসিল হয়েছে, বলতে পারবো।" মিঃ জোন্‌স চিন্তিত স্বরে কহিলেন।

"কোন্ জাতীয় ?" মিঃ মিলার প্রশ্ন করিলেন।

"বোধ হয় বাঙালী ; দস্যু মোহনের ওপর অত্যন্ত বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ করে। পূর্বে রেজিমেণ্টে বড়ো অফিসারের পদে কাজ করেছে। শেষে না-কি পদ বৃদ্ধি নিয়ে কিছু গোলযোগ হয় ; তার জন্য অভিমানভরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই বুনো-রাজার সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেছে।" মিঃ জোন্‌স জানাইলেন।

"কত টাকা মাইনে পায় ?" মিঃ মিলার প্রশ্ন করিলেন।

"তা প্রচুর পায় বলতে হবে। একটা করদ-রাজার তথাকথিত রেজিমেণ্টের, তথাকথিত সেনাপতি পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পায় শুনলে অসুখী হবার হেতু নেই। তাই ভাবছি……"

বাধা দিয়া মিঃ মিলার কহিলেন, "আমি ভাবছি, যে সেনাপতি পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পায়, তাকে কিনতে হ'লে কত পাঁচ হাজারের প্রয়োজন ?"

pathagar.net

"লাখের কম নয়, মূর্খ। এক লাখ কেন, আমি দশ লাখ টাকা দিতে পারি, যদি হতভাগা রাজী হয়।" মিঃ জোন্‌স গম্ভীর স্বরে কহিলেন।

"ইঙ্গিত কিছু দিয়েছেন ?" মিঃ মিলার প্রশ্ন করিলেন।

"আমাকে দিতে হয়নি, সে নিজেই দিয়েছে। কথায় কথায় বললে, তার এই বুনোরাজার সেনাপতিগিরি আর ভাল লাগে না। বিশেষ ক'রে তার স্ত্রী নাকি এই দেশটা আদৌ পছন্দ করে না। কোন এক স্বাস্থ্যকর পার্বত্যময় স্থানে গিয়ে বাঙলো তৈরী ক'রে বাস করতে চায়। কিন্তু মাইনে যা পায়, তাতে পদ-মর্যাদা অনুরূপ চলতেই প্রায় সব খরচ হয়ে যায়। কাজেই মনের ইচ্ছা মনেই রয়ে গেছে।" এই বলিয়া মিঃ জোন্‌স সহকারীর দিকে চাহিলেন।

মিঃ মিলার কহিলেন, "তবে আশা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কোন্ দিক দিয়ে সেনাপতিকে আক্রমণ করা যাবে ? তা' ছাড়া অগ্রিম কিছু যদি চেয়ে বসে, তা' হ'লেও বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে বোধ হয়।"

মিঃ জোন্‌স কহিলেন, "অসুবিধা কিছুমাত্র হবে না। আমি কমিশনারের নিকট হ'তে অনুমতি নিয়ে এসেছি। শুধু একটি টেলি পাঠানো, তারপরই টাকা এসে পড়বে। আচ্ছা, এখন আমি উঠি। আর আধ ঘণ্টা পরেই সেনাপতির সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে।"

মিঃ মিলার কহিলেন, "আমিও সঙ্গে যেতে পারি কী ?"

"না, পারো না। প্রথমেই বলেছি, লোকটা মহারাজার ডান হাত। মহারাজা কখন যে তার কাছে ছুটে আসে আর আসে না, কোন স্থিরতা নেই। সে ক্ষেত্রে তোমার সেখানে যাওয়ায় বিপদই আছে, আর কিছু নেই।" এই বলিয়া মিঃ জোন্‌স উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মিঃ মিলার কহিলেন, "তবে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। আপনি ফিরলে তার-পর আমার প্রোগ্রাম তৈরী হবে।"

(২০)

মিঃ জোন্‌স সেনাপতির অফিসে উপস্থিত হইয়া একটি সাদা স্লিপে নাম লিখিয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে ভিতর হইতে আহ্বান পাইয়া তিনি সেনাপতির কক্ষে উপস্থিত হইতেই সেনাপতি মহাসমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া উপবেশন করাইল। সেনাপতি কহিল, "মহারাজার প্রাসাদ দেখা শেষ করেছেন, মিঃ জোন্‌স ?"

মিঃ জোন্‌স কহিলেন, "না, সেনাপতি। আজ আমার শরীরটা একটু অসুস্থ হয়েছিল, ইচ্ছে থাকলেও পেরে উঠিনি।"

সেনাপতি কহিল, "আপনারা টুরিস্টরা কোটিপতি ব্যক্তি। আপনারা উপার্জন করতেও যেমন জানেন, আবার সদ্ব্যয় করতেও তেমনি। সত্য কথা বলতে কি, আপনাদের দেখলে মনে হিংসা জাগে। ভাবি, মানুষ এত সোনা সংগ্রহ করে কোন্ উপায়ে।"

pathagar.net

মিঃ জোন্‌স কহিলেন, "ভগবান যখন যার ওপর সদয় হন, তখন কোথা থেকে কি হয়ে যায়, চোখে-কানে দেখতে শুনতে দেন না। আবার যখন যায়, তখনকার ব্যাপার আরও চমৎকার!"

সেনাপতি হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা' ঠিক। আমরা যাওয়ার ব্যাপারটা কতকটা অনুভব করতে পারি। এই দেখুন না—মাসান্তে মাইনে পেলুম, মনে হ'ল অনেক টাকা, কিন্তু দশদিন না যেতেই ভাবতে হচ্ছে, এখনও মাসের বিশ দিন বাকি আছে।" সেনাপতি সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

মিঃ জোন্‌স কহিলেন, "আপনার মত উপযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই উপার্জন আদৌ সমীচীন হয়নি, সেনাপতি। আপনি যদি আমার দেশে জন্মগ্রহণ করতেন, আজ আপনি ফোর্ড কিংবা রকফেলার হ'তে পারতেন।"

সেনাপতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমাকে আর প্রলোভন দেখাবেন না, মিঃ জোন্‌স। এই দেখুন না, জোন্‌স নামেই কত ভদ্রলোককে দেখলাম, কিন্তু আপনার মত সৌভাগ্যবান তো দেখলাম না! ওসবই অদৃষ্টের ইতিহাস, মিঃ জোন্‌স। আমরা ভারতবাসীরা অদৃষ্ট মানি, দৈব মানি, কর্মফল মানি! সুতরাং সময়ে মনে কষ্ট হ'লেও তা' স্থায়ী হয় না; আমরা আমাদের অবস্থাকে স্বীকার ক'রে নিয়েই সুখে-দুঃখে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি।"

মিঃ জোন্‌স কহিলেন, "আপনি একদিন বলেছিলেন, আপনার স্ত্রীর বড় ইচ্ছে যে, কোন পার্বত্য স্থানে স্বাস্থ্য-নিবাস তৈরী ক'রে বাস করেন। এই ইচ্ছা যে কত সঙ্গত, কিরূপ সমীচীন, তা' আমার বুঝতে এতটুকুও কষ্ট হয় না, সেনাপতি। কিন্তু আপনি যে কেন বুঝতে পারছেন না, তা' আমিও বুঝতে পারছি না!"

সেনাপতি হাসিমুখে চাহিয়াছিল; কহিল, "পারছেন না! যে ইচ্ছা পূর্ণ করতে লাখ টাকার প্রয়োজন হয়, তা পূরণ করতে সক্ষম হই কি প্রকারে, মিঃ জোন্‌স?" সেনাপতি অট্টহাস্যে ভাঙিয়া পড়িল।

মিঃ জোন্‌স গম্ভীর মুখে কহিলেন, "আপনি তো অনায়াসেই এই সামান্য অর্থ উপার্জন করতে পারেন, সেনাপতি?"

"পারি না-কি? আশ্চর্য তো! দয়া ক'রে স্মরণ করিয়ে দিন না, কি উপায়ে পারি!" এই বলিয়া সেনাপতি হাসিয়া আকুল হইতে লাগিল।

মিঃ জোন্‌স একবার কক্ষের চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "হাসবেন না, থামুন।"

সেনাপতির মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল; কহিল, "আচ্ছা বলুন।"

মিঃ জোন্‌স কহিলেন, "শুনেছেন, আমি একজন আমেরিকান-টুরিস্ট। আমি এমন এক ধনবানের পুত্র, যার ব্যাঙ্ক একাউণ্টে এককোটি ডলারেরও বেশী সঞ্চিত আছে। আমার অর্থের স্পৃহা নেই, স্পৃহা দুষ্প্রাপ্য বস্তু সংগ্রহ করার। আপনি আমাকে যদি একটু সাহায্য করতে পারেন, তা' হ'লে এই এক লক্ষ টাকা আপনাকে পার্বত্য-নিবাস তৈরী করবার জন্য হাসিমুখে দিতে পারি।"

সেনাপতির মুখভাব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছিল। সে অতিকষ্টে আত্ম-

দমন করিয়া কহিল, "বলুন, আমার দ্বারা আপনি কিরূপ সাহায্য চান ?"

মিঃ জোন্‌সের মুখ আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আমি মহারাজার জেনানা-প্রাসাদ পরিদর্শন করতে চাই। আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই, মহারাজা কি রকম অন্তঃপুর সৃষ্টি করেছেন।"

সেনাপতির মুখ শুকাইয়া গেল। সে বিমর্ষ মুখে কহিল, "অসম্ভব কাজ, মিঃ জোন্‌স।"

মিঃ জোন্‌সের মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কেন অসম্ভব, সেনাপতি ?"

সেনাপতি কহিল, "কেন যে অসম্ভব, সে কৈফিয়ত আমিও জানিনে, মিঃ জোন্‌স। কিন্তু জেনানা-প্রসাদের চতুঃসীমার বাইরের নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করলেই প্রাণদণ্ড গ্রহণ করতে হবে—তা' তিনি যিনিই হোন। এই হ'ল আদেশ ও আইন।"

"মহারাজের আদেশ ও আইন, সেনাপতি ?" মিঃ জোন্‌স প্রশ্ন করিলেন।

"হাঁ, মিঃ জোন্‌স।" সেনাপতি কহিল।

মিঃ জোন্‌স ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া কহিলেন, "কিন্তু এক লক্ষ টাকাও বড় সহজ জিনিস নয়, সেনাপতি।"

সেনাপতির মুখে এক অপূর্ব ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে একবার মিঃ জোন্‌সের মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "যে বস্তুর মায়ায় আপনি এতটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, তার স্বরূপটি কি, তা' আমাকে দয়া ক'রে জানাবেন কি, মিঃ জোন্‌স ?"

মিঃ জোন্‌স হাসিয়া উঠিলেন ; কহিলেন, "আমি তো বলেছি, সেরেফ কৌতূহলের বশেই আমি দেখতে চেয়েছি।"

সেনাপতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "ভয়ানক কৌতূহল বলতে হবে।"

মিঃ জোন্‌স সহাস্যে কহিলেন, "বলুন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি কি আমাকে চিরবাধিত করতে পারেন না ?"

সেনাপতি কহিল, "শিরের চেয়ে এক লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই মূল্যবান বস্তু নয়, মিঃ জোন্‌স ?"

"উত্তম। আপনি বলুন, আপনি কত চান, সেনাপতি ?" মিঃ জোন্‌স আগ্রহভরে কহিলেন।

সেনাপতি বিস্মিত মুখে কহিল, "আমি যা' চাই আপনি তা' দিতে পারবেন ?"

"নিশ্চয়ই পারবো। আপনি মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন, সেনাপতি।" মিঃ জোন্‌স অধীর আগ্রহভরে কহিলেন।

সেনাপতি ক্ষণকাল ভ্রূ-কুঞ্চিত অবস্থায় চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনি কে, মিঃ জোন্‌স ?"

"আমি ?" এই বলিয়া মিঃ জোন্‌স মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমি যে একজন আমেরিকান-টুরিস্ট, সে কথা তো আগেই বলেছি, সেনাপতি ?"

pathagar.net

"তা' বলেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কারণ কোন এক মহারাজার জেনানা-প্রাসাদের ভিতর-মহল স্বচক্ষে দেখবার জন্য কোন টুরিস্টের যদি এমন ব্যয়-বহুল বাসনা জাগে, তবে মনে কোন সন্দেহ না জন্মে পারে কী?" এই বলিয়া সেনাপতি হাসিয়া উঠিল।

মিঃ জোন্সও হাসিয়া কহিলেন, "এই জগতে কত বিভিন্ন রূপের ব্যক্তিই যে আছে, তার হিসাব কে রাখে, সেনাপতি? তা' ছাড়া রাখবার প্রয়োজনই বা কী? আপনার অর্থের প্রয়োজন, আমার শখ মেটানোর প্রয়োজন। উভয়ের যদি প্রয়োজন মিটে যায়, তবে তাই কি সকলের চেয়ে বড়ো কথা নয়? কাজ কি মানুষের মনের রহস্য নিয়ে মাথা ব্যথা ক'রে? এখন বলুন, আপনি রাজী কি-না?"

সেনাপতি গম্ভীর মুখে চিন্তা করিতে লাগিল। মিঃ জোন্স নীরবে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি দেখিলেন, সেনাপতির মুখে ক্ষণে ক্ষণে নানা ভাবের সমাবেশ হইতেছে। তিনি আশান্বিত মনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেনাপতির চিন্তা শেষ হইল। সে সহাস্যে কহিল, "উত্তম! আমি স্বীকৃত, মিঃ জোন্স। কিন্তু আমি এর জন্য নগদ দু'লক্ষ টাকা নেবো, অর্ধেক অগ্রিম দিতে হবে। কারণ এ কাজটা এতটা বিপদসঙ্কুল যে, চাকরি তো যাবেই, উপরন্তু প্রাণ গেলেও এতটুকু বিচিত্র হবে না।"

মিঃ জোন্স হাসিমুখে কহিলেন, "আমি সম্মত, সেনাপতি। ধন্যবাদ। আমি আসছি কাল সন্ধ্যায় আপনাকে এক লক্ষ টাকা দেবো। অবশিষ্ট টাকা কাজ সফল হ'লে পাবেন। অশেষ ধন্যবাদ, আপনাকে।"

সেনাপতি চিন্তিত মুখে কহিল, "কিন্তু এই কাজে যে বিপদ আছে, আশা করি, আপনি তা বিস্মৃত হননি।"

মিঃ জোন্স হাস্যমুখে কহিলেন, "আদৌ না, সেনাপতি। আমার স্বভাবের বিশেষত্বই এখানে। আমি বিপদের মধ্যেই আনন্দ উপলব্ধি করি। আমার জীবন এমনি কত যে লোমহর্ষণ কাহিনীতে ভরা, তা যদি সময় ও সুযোগ আসে, তবে একদিন জানাতে পারবো। তা' হ'লে এখন আমি উঠি, সেনাপতি?"

সেনাপতি কহিল, "আমি কাল সন্ধ্যা ৭টার সময় আপনার জন্য প্রাসাদ-শিবিরে অপেক্ষা করবো। আপনি টাকা নিয়ে সেখানে যাবেন। আমি আসছে কাল রাত্রেই আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার চেষ্টা করবো।"

মিঃ জোন্স পুনশ্চ ধন্যবাদ দিয়া ও করমর্দন করিয়া প্রফুল্ল অন্তঃকরণে বাহির হইয়া গেলেন। সেনাপতি সবিস্ময়ে চিন্তিত মুখে মিঃ জোন্সের গমন পথের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

(২১)

রাত্রিতে শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে মিঃ মিলার ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "এর কিছু প্রয়োজন ছিল?"

মিঃ জোন্স হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কিছু ছিল বৈ কি, বন্ধু। আমরা

এখানে এসেছি এমন একটা বিষয়ের অনুসন্ধান ক'রে স্থির-নিশ্চয় হ'তে, যার ওপর নির্ভর ক'রে ভারত গভর্নমেণ্ট সেই ভীষণ পাপের মূলোচ্ছেদ করতে পারেন। অপরাধের গুরুত্ব কি তুমি এখনও সম্যকরূপে ধারণা করতে পারোনি, মিলার? সেক্রেটারী অব স্টেট যে বিষয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হন, কৈফিয়ত তলব করেন, সেই বিষয়ের গুপ্ত ইতিহাস অবগত হ'তে মাত্র দু'লক্ষ মুদ্রা ব্যয় কি অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হচ্ছে?"

মিঃ মিলার গম্ভীর মুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন; মিঃ জোন্‌স পুনশ্চ কহিলেন, "তাছাড়া মিসেস তপতী রায়ের উদ্ধারের ভার আমাদের ওপর পড়েছে। আমরা যদি আজীবন এখানে বসে থাকি, আর চারিদিকে ঘোরাঘুরি করি, তা' হ'লেও কিছু করতে পারবো না।"

মিঃ মিলার চিন্তিত স্বরে কহিলেন, "আমরা আজ পর্যন্ত এই মহারাজার চরিত্র সম্বন্ধে যে-সব বিষয় অবগত হয়েছি, তাই কি এর বিরুদ্ধে সৈন্য-চালনা করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়?"

"নিশ্চয়ই পর্যাপ্ত। কিন্তু আমরা যদি সতর্ক না হই, প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করি অর্থাৎ মহারাজাকে গ্রেফতার ক'রে তাঁর প্রাসাদ সার্চ করি, তা' হ'লে কলকাতার ঘটনার যে পুনরাবৃত্তি হবে না, এমন নিশ্চয়তা কিছু আছে কী? জোন্‌স প্রশ্ন করিলেন।

মিঃ মিলার কহিলেন, "সত্যই আমরা এমন এক স্থানে এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছি, যেখানে আমাদের শক্তি-সামর্থ্য, বুদ্ধিবৃত্তি সব পঙ্গু হয়ে পড়েছে। আর এক বিষয়ে আমার বিস্ময় জাগে, মিঃ জোন্‌স। যে দস্যু মোহন প্রথমে এই সূত্র আবিষ্কার ক'রে কাজে অগ্রসর হয়, একা সমস্ত দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়ে এই মহারাজার পিছনে ছুটে আসে, সেই যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, সে এক সমস্যা—এর সমাধান আমি কিছুতেই করতে পারছি না। এদিকে মহারাজা তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে মোহনকে গ্রেফতার করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তাকে অবিলম্বে গ্রেফতারের জন্য; কিন্তু কোথায় সে?"

মিঃ জোন্‌স চিন্তিত মুখে কহিলেন, "আমিও ভেবেছি, মিলার, কিন্তু কোন সমাধানই এখনও করতে পারিনি। আমার দৃঢ় ধারণা আছে যে, মিঃ বেকার মোহনের ঠিকানা জানেন এবং এমন অনেক কিছু জানেন যা কমিশনার পর্যন্ত অবগত নন।"

মিঃ মিলার মৃদুহাস্যে কহিলেন, "এইখানেই আপনার ভুল হয়েছে, মিঃ জোন্‌স। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কমিশনার পর্যন্ত মোহনের সম্বন্ধে—অনেক কিছু কেন, সব কিছুই জানেন। অথচ তিনিও চান না যে, আমরা মোহনের বিরুদ্ধে কোন কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করি; মাত্র গভর্নরের আদেশ পালন করবার জন্যই ভাসা ভাসা ভাবে মোহনের বিরুদ্ধে ওইটুকু বলেছেন। কিন্তু আমাদের সমস্যা মোহন নয়—মহারাজা! আপনি কি লক্ষ টাকার জন্য তার করেছেন?"

"তার? তুমি কি ক্ষিপ্ত হ'লে, মিলার! আমি ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে কমিশনার ও গভর্নরের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করেছি। টাকা কাল দুপুরের মধ্যেই এ

pathagar.net

পৌঁছাবে। এখন দেখা যাক শেষ চেষ্টা ক'রে।"

মিঃ মিলার মৃদু স্বরে শিস দিতেছিলেন; কহিলেন, "সেনাপতি প্রতারণা করবে না তো?"

"তাতে তার লাভ কি হবে, মিলার? সে সারা জীবনে একত্রে যে টাকা সঞ্চয় করতে পারতো না, বিনা আয়াসে যদি তা' উপার্জন করতে পারে, তবে এমন কে নির্বোধ আছে যে প্রতারণা ক'রে আপনি সর্বনাশ ডেকে আনবে? আমি ওকথা আদৌ ভাবছি না। আমি ভাবছি, যদি আমাদের সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হয়, তখন এই সেনাপতিকে পুনরায় বশীভূত করতে তার কাছ থেকে কোন নতুন দাবি আসবে কি-না।" এই বলিয়া মিঃ জোন্‌স থামিলেন এবং অপেক্ষা না করিয়া সহকারীকে শুভ রাত্রি জানাইয়া রাত্রের মত শয্যা-আশ্রয় করিতে কক্ষমধ্যে গমন করিলেন। মিঃ মিলার সেই স্থানে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিতে লাগিলেন।

মিঃ জোন্‌স ও মিলার উভয় অফিসারই স্বাধীন ভাবে অনুসন্ধান-কার্য চালাইবার ভার লইয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং উভয়েরই স্ব স্ব বিচার-বুদ্ধি মত পন্থায় অনুসন্ধান-কার্য চালাইবার অফুরন্ত স্বাধীনতা ছিল। মিঃ জোন্‌স যে পথে চলিতেছেন, তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করিয়া মিঃ মিলার ভিন্ন পথে চলিতেছিলেন। উভয়েই পরস্পরের বিভিন্নতা সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন না।

মিঃ মিলার ছদ্মবেশ ধারণ করিতে একজন সুদক্ষ অফিসার ছিলেন। সেদিন রাত্রে তিনি যখন বেশভূষার পরিবর্তন করিয়া কক্ষমধ্যে বিলম্বিত আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তখন তিনি নিজেকেই নিজে চিনিতে পারিলেন না। তিনি বেদুইন-বেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন। মিঃ মিলার বেদুইন ভাষায় এরূপ দক্ষ ছিলেন যে, খাস বেদুইনও তাঁহাকে স্বজাতীয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে পারিত না।

হোটেলের একাংশ সমগ্র ভাবে মিঃ জোন্‌স, ভাড়া লইয়াছিলেন; সুতরাং সকলের অলক্ষ্যে পশ্চাদ্দার দিয়া বাহির হইতে মিঃ মিলারকে বেগ পাইতে হইল না। তিনি যখন পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, তখন রাত্রি ১২টা বাজিয়াছে। নানা স্থানে লোক-চলাচল বিরল হইলেও বড়বাজার অঞ্চলটি তখনও সরগরম ছিল। মিঃ মিলার একটি বেদুইনজাতীয় গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া বহু লোকের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল।

pathagar.net

বড়বাজার হইতে একটি সুন্দর প্রশস্ত পথ রাজপ্রাসাদ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। বেদুইন সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইলে একজন পুলিস কনস্টেবল তাহার গতিপথ রুদ্ধ করিয়া গন্তব্য-স্থান জানিতে চাহিলে, বেদুইন-বেশী মিঃ মিলার কহিলেন, "হাম সেনাপতি সাবকা নফর হ্যায়।"

পুলিস সিপাই নূতন সেনাপতির ভৃত্যের হিসাব রাখিত না; সুতরাং বেদুইনের গতিপথ তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া গেল। বেদুইন আপন মনে অনুচ্চস্বরে গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বেদুইন যত রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই বারবার বাধাপ্রাপ্ত

হইয়া তাহার গতি রুদ্ধ হইতে লাগিল ; কিন্তু প্রত্যেকটি প্রহরীই তাহার পরিচয় পাইয়া ছাড়িয়া দিতেও বিলম্ব করিল না। অবশেষে রাজপ্রাসাদের বৃহৎ তোরণদ্বার অতিক্রম করিতে গেলে সশস্ত্র মিলিটারী সান্ত্রী-পাহারা তাহার গতিরোধ করিল ; ছদ্মবেশী মিঃ মিলার একই পরিচয় প্রদান করিলে মিলিটারী অফিসার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ক্ষণকাল বেদুইনের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং কি ভাবিয়া কহিলেন, "এইখানে অপেক্ষা করো, অনুমতি এলে যেতে পাবে।"

মিঃ মিলার মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। তিনি সকল বিষয় পূর্বাহ্নে হিসাব করিয়াছিলেন ; কিন্তু এমনধারা কোন ব্যাপার ঘটিতে পারে, তাহা আদৌ তাঁহার মনে হয় নাই। তিনি এই ভাবিয়া সাহসী হইয়াছিলেন যে, সেনাপতি ভিন্ন প্রদেশ-বাসী, বাঙালী। তাহার উপর এখনও দু'টি মাসও হয় নাই তিনি চাকরিতে বহাল হইয়াছেন ; সেরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার ভৃত্যের সংবাদ অশিক্ষিত রাজ-প্রহরীদের পক্ষে না জানাই একান্ত সম্ভব। কিন্তু রাজপ্রাসাদের সদর তোরণে যে মিলিটারী পাহারা বসিয়াছে, তাহারা যে একজন শিক্ষিত অফিসারের অধীনে পাহারায় নিযুক্ত আছে —একথা তাঁহার মনে উদয় হইলে তিনি ভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করিতেন। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, তখন বিপদের মুখে শান্ত থাকাই সমীচীন। মিঃ মিলার এক-বার গম্ভীর আকৃতির প্রহরীদের দিকে চাহিয়া নিঃসন্দেহে ধারণা করিলেন যে, এখান হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলে ইহারা নির্বিকার চিত্তে তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিবে। এতটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচের বালাই ইহাদের থাকিবে না।

মিলিটারী অফিসার একজন সংবাদ-বাহককে সেনাপতির নিকট নোট লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সংবাদ-বাহক মারফত উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলেন এবং বেদুইন-বেশী মিঃ মিলারের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে-ছিলেন।

মিঃ মিলার দেখিলেন, সংবাদ-বাহক ফিরিয়া আসিতেছে। তাঁহার মন উদ্বেগে ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তিনি ধীর-স্থিরভাবে পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সংবাদ-বাহক একখানি কাগজ অফিসারের হাতে দিল। অফিসার কাগজখানির উপর চক্ষু বুলাইয়া হাস্যমুখে বেদুইনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ঠিক হ্যায়, যাও।"

মিঃ মিলার যখন তাঁহাকে গ্রেফতার করিবার আদেশ শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন অফিসারের হাসিমুখে যাইবার আদেশ শুনিয়া এতটা পরিমাণে বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠিলেন যে, তাহা অফিসারের দৃষ্টিতেও এড়াইল না। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "আমার কর্তব্য আমি করেছি, বেদুইন। তুমি এবার নিশ্চিন্ত মনে সেনাপতির শিবিরে যেতে পারো। আচ্ছা, আর যাতে তোমাকে পথে কেউ বাধা না দেয়, সেজন্য আমি একজন প্রহরীকে সঙ্গে দিচ্ছি। সে তোমাকে সেনাপতির কাছে পৌঁছে দেবে।"

অফিসার একজন প্রহরীকে ইঙ্গিতে আদেশ জানাইলেন। প্রহরী বন্দুক স্কন্ধে লইয়া বেদুইন-বেশী মিঃ মিলারের নিকটে গিয়া কহিল, "চল।"

মিঃ মিলার মনে মনে প্রমাদ গণিয়া অগ্রসর হইলেন। প্রহরী পশ্চাতে চলিতে লাগিল। রাজপ্রাসাদের সীমা অতিক্রম করিয়া তাহারা যখন জেনানা-প্রাসাদের পথ ধরিলেন, তখন মিঃ মিলার প্রহরীকে এড়াইবার জন্য দ্রুত চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রহরী তাঁহাকে সোজা সেনাপতির নিকট পৌঁছাইয়া দিবে অর্থাৎ তাঁহাকে জ্বলন্ত অগ্নির ভিতর নিক্ষেপ করিবে। তিনি চলিতে চলিতে পথের উপর অকস্মাৎ বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "আমার বড় মাথা ঘুরছে প্রহরী, আমি একটু শীতল বাতাসে থাকতে চাই। এই নাও ভাই, তোমার পারিশ্রমিক।" এই বলিয়া তিনি একখানি দশ টাকার নোট প্রহরীর হাতে তুলিয়া দিলেন।

প্রহরী নোটখানির অঙ্ক দেখিয়া অত্যন্ত খুশি হইয়া কহিল, "মাথায় একটু বাতাস দেব?"

"না না, কিছু প্রয়োজন নেই। আমি একটু বসে থাকলেই ভাল হয়ে যাবো। মিথ্যে কষ্ট করবে, তুমি যাও। মিঃ মিলার দ্রুত কণ্ঠে কহিলেন।

প্রহরী চিন্তিত মুখে কহিল, "কিন্তু যদি অফিসার জিজ্ঞাসা করেন···"

বাধা দিয়া বেদুইন-বেশী মিঃ মিলার কহিলেন, "বোলো যে, তুমি আমাকে সেনাপতির হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছ। তুমি আমার বন্ধু, তোমার অনিষ্ট কি আমি করতে পারি? তুমি যাও।"

প্রহরী খুশি মনে চলিয়া গেল। পরমুহূর্তে চারিজন সৈন্য নিঃশব্দ গতিতে সেখানে আবির্ভূত হইল এবং মিঃ মিলার কিছু বুঝিতে পারিবার পূর্বেই তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। একজন তাঁহার দুই পকেটে হাত ভরিয়া দু'টি রিভলভার টানিয়া বাহির করিল ও কহিল, "চলিয়ে মিলার সাব, চলিয়ে।"

মিঃ মিলার সবিস্ময়ে সৈনিকের মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি শত্রু-হস্তে বন্দী হইলেন।

(২২)

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া মিঃ জোন্স প্রাতঃকৃত্য সমাধান্তে ব্রেকফাস্ট খাইতে গিয়া শুনিলেন, মিঃ মিলার তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। তিনি ঈষৎ বিস্মিত হইয়া ব্রেকফাস্ট খাইলেন এবং মিঃ মিলারের শয়ন-কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া তিনি দ্বার ঠেলিয়া দেখিলেন, মিঃ মিলার নাই। তিনি সবিস্ময়ে ভাবিলেন, "তবে কি সে প্রত্যুষেই কোন কাজে বাহির হইয়াছে? হইবে!"

মিঃ জোন্স আপন কক্ষে আসিয়া সংবাদপত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন সুস্থির হইতে চাহিল না। কারণ মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ যে মিঃ মিলারকে সন্দেহ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রাণ লইবার জন্য জঘন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা জানিতেন বলিয়াই তাঁহার উদ্বেগের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে

pathagar.net

বেলা দশটা পর্যন্ত মিলার প্রত্যাবর্তন না করায় তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে পোশাক পরিবর্তন করিতে কক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, মিঃ মিলার যে পোশাক গত রাত্রে পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া রহিয়াছে এবং তৎপরিবর্তে তাঁহার ছদ্মবেশ ধরিবার উপকরণগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, মিঃ মিলার বেদুইনের ছদ্মবেশ ধরিয়া বাহিরে গিয়াছেন।

মিঃ জোন্‌স সবিশেষভাবে জানিতেন যে, বেদুইনের ছদ্মবেশ মিলারের কিরূপ প্রিয় বিলাস। আরও কিছুকাল পরীক্ষার পর তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলেন যে, সহকারী বেদুইনের ছদ্মবেশেই বাহির হইয়াছে। কিন্তু কখন? মিঃ জোন্‌স তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া কক্ষমধ্যস্থ প্রত্যেকটি দ্রব্য এবং মিঃ মিলারের শয়ন-কক্ষ ও শয্যা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, মিঃ মিলার গত রাত্রেই বেদুইনের ছদ্মবেশে বাহির হইয়াছেন।

মিঃ জোন্‌স স্বাভাবিক ইউরোপিয়ান বেশে সজ্জিত হইয়া হোটেলের পশ্চাদ্দার দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন এবং কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বড়বাজারের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

বড়বাজারের কয়েকজন দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি শুনিলেন যে, গত রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর একজন বেদুইন রাজপ্রাসাদের পথে গমন করিয়াছে; কিন্তু তাহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে কেহ দেখে নাই।

মিঃ জোন্‌স রাজপ্রাসাদের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। পথে একজন সিপাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বেদুইন নিজেকে সেনাপতির ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া সেনাপতির শিবিরে গমন করিয়াছে।

মিঃ জোন্‌স উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদ অভিমুখে চলিতে লাগিলেন এবং দুই-এক স্থানে প্রশ্ন করিয়া একই উত্তর পাইলেন। কিন্তু প্রাসাদের তোরণ দ্বারে উপস্থিত হইয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। মিলিটারী অফিসার গর্বিত কণ্ঠে জানাইলেন যে, তিনি সেনাপতির বেদুইন ভৃত্যের সহিত একজন সশস্ত্র প্রহরী দিয়া তাহাকে সেনাপতির নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তিনি ইহাও জানাইতে ভুলিলেন না, যদিও সেনাপতির ভৃত্যের পরিচয় পরীক্ষা করার জন্য কিছু সময় তাহাকে এখানে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, তাহা হইলেও তিনি পরে প্রহরী সঙ্গে দিয়া সে ক্ষতি পূরণ করিয়াছেন। তিনি কহিলেন, "একেই বলে ডিউটি, স্যার! আপনি কি সেই বেদুইনের সঙ্গে দেখা করতে চান?"

মিঃ জোন্‌স তাঁহার বিস্ময় প্রাণপণে চাপিয়া কহিলেন, "বেদুইনকে সেনাপতির নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন?"

"আলবত দিয়েছি, স্যার।" এই বলিয়া তিনি যে প্রহরীকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তুমি বেদুইনকে সেনাপতি সাহেবের কাছে দিয়ে এসেছ ত?"

প্রহরী আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, হয়তো বেদুইনের পথে কোন

বিপদ ঘটিয়াছে ; সেইজন্য সেনাপতি সংবাদ জানিতে পাঠাইয়াছেন। সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "নেহি, হুজুর। হাম……"

অফিসার ভীষণ গর্জনে আকাশ-বাতাস কম্পিত করিয়া কহিলেন, "নেহি?" প্রহরী কাঁপিতে কাঁপিতে সত্য কথা নিবেদন করিল এবং বেদুইন যে তাহাকে পথ হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছে, তাহা বারবার জানাইতে ভুলিল না। অফিসার হুকুম-অমান্যের অপরাধে প্রহরীকে বন্দী করিবার আদেশ দিলেন। পরে মিঃ জোন্‌সের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কিছু কি ব্যতিক্রম ঘটেছে, স্যার?"

মিঃ জোন্‌স ভাবিলেন, মিলার সেনাপতির হাতে যায় নাই ; তবে কোথায় গেল? তিনি প্রকাশ্যে কহিলেন, "না, না, ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। তবে আমি একবার লোকটার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

অফিসার সবিনয়ে কহিলেন, "আপনি কি সেনাপতির সঙ্গে দেখা করবেন?"

মিঃ জোন্‌স ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "কোথায় তিনি আছেন?"

"এখন তিনি কোয়ার্টারে। হুজুর যদি আদেশ দেন, তবে আপনার সঙ্গে প্রহরী দিয়ে পৌঁছে দিতে পারি।" সবিনয়ে অফিসার জানাইলেন।

মিঃ জোন্‌স কহিলেন, "ধন্যবাদ। তার প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই যেতে পারবো।"

মিঃ জোন্‌স তোরণ-দ্বার হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন ও পথে একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া সেনাপতির বাঙলোতে যাইবার আদেশ দিলেন।

ট্যাক্সি ছুটিতে লাগিল। মিঃ জোন্‌স চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যদি সেনাপতির নিকট মিলার না গিয়া থাকে, তবে কোথায় সে? তবে কি সে মহারাজার হস্তে পড়িয়াছে? মিঃ জোন্‌সের মুখমণ্ডল গম্ভীর আকার ধারণ করিল ; তিনি ক্ষণকাল গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িলেন। এক সময়ে শুনিলেন, ট্যাক্সি-ড্রাইভার তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তিনি চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, ট্যাক্সি সেনাপতির বাঙলোতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ট্যাক্সিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া মিঃ জোন্‌স তাঁহার আমেরিকান-টুরিস্ট কার্ডটি সেনাপতির নিকট ভৃত্য মারফত পাঠাইয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, সেনাপতির শরীর অসুস্থ, এখন দেখা করা সম্ভব হইবে না ; তবে রাত্রে নির্দিষ্ট সময়ে সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে—তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে না।

সেনাপতি দেখা করিতে না চাওয়ায় মিঃ জোন্‌স ক্ষুণ্ণমনে তাহার বাঙলো হইতে বহির্গত হইয়া অপেক্ষমাণ মোটরে আরোহণ করিলেন এবং হোটেলে ফিরিবার জন্য আদেশ দিলেন।

তাঁহার ভাবনার আর অন্ত রহিল না। তিনি নানারূপ সন্দেহে জর্জরিত হইয়া উঠিলেন। একবার ভাবিলেন, 'সেনাপতিই সন্দেহপরবশ হইয়া কিম্বা মহারাজার আদেশে সতর্ক হইয়া মিলারকে বোধ হয় গ্রেফতার করিয়াছেন। তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত পরিচয়ও আর গোপন নাই। গোপন নাই?' মিঃ

জোন্‌স আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিলেন, 'যদি আমার আসল পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িত, তাহা হইলে সেনাপতি কি আমাকে তাহার নিজস্ব বাঙলোয় আয়ত্তাধীনে পাইয়াও এরূপ অবহেলা দেখাইতে পারিত ? না, তাহা আদৌ সম্ভব ছিল ? কিম্বা এমনও হইতে পারে, আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুত লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া তবে আমাকে গ্রেফতার করিবে অথবা হত্যা করিবে !' মিঃ জোন্‌সের মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক রূপে চিন্তাগ্রস্ত হইয়া গম্ভীর আকার ধারণ করিল ।

ট্যাক্সি হোটেলে উপস্থিত হইলে তিনি ভাড়া দিয়া হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করিলেন । হোটেলের চাপরাসী ও ভৃত্যদের প্রশ্ন করিয়া কিছু সন্তোষজনক সন্ধান না পাইয়া তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া বহু চিন্তা করিলেন, পরে ট্রাঙ্ক-কল করিয়া কলিকাতায় কমিশনারের সহিত মিঃ মিলারের অন্তর্ধান সম্বন্ধে ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে বহু সময় ধরিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন । অবশেষে মিঃ জোন্‌স অপেক্ষাকৃত লঘু মনে হোটেল হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন ।

(২৩)

মহারাজার খাস চেম্বারে মহারাজা ও সেনাপতি তরুণ মিত্র কথা কহিতেছিলেন । মহারাজা বলিতেছিলেন, "আমি শুনেছি, ওই হতভাগার একজন সহকারীও এখানে এসেছে, সেনাপতি । তাকেও গ্রেফতার করা চাই । আমি তোমার কাজ দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি । আমি তোমার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করব ।"

সেনাপতি কহিল, "মহারাজার প্রসন্নতাই আমার বিশেষ পুরস্কার । আমি নিছক কৌতূহলের বশে মিলারকে গ্রেফতার করেছিলুম । কারণ ফটকের অফিসার আমার নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, আমার বেদুইন ভৃত্য দেখা করতে চায় । তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল । আমি অফিসারকে অনুমতি দেবার আদেশ দিয়েছিলুম । ফলে দুষ্টকে গ্রেফতার করা সহজ হয়েছে ।"

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ চিন্তান্বিত মুখে কহিলেন, "কিন্তু প্রশ্ন এই একজন, দু'জন অথবা দশজনকে গ্রেফতার করা নয়, সেনাপতি । এ সবের পিছনে ভারত গভর্নমেণ্টের অনুপ্রেরণা রয়েছে—আসল কথা হচ্ছে ঐখানে । আমি ভাবছি, দু'জন অফিসার যখন আমার রাজ্যের রাজধানীতে এসে আমার বিরুদ্ধে অনুসন্ধানকার্য চালাতে মনস্থ করেছে, তখন এর পিছনে যে বিরাট আয়োজন চলেছে, তা' কি তুমি ধারণা করতে পারো না, সেনাপতি ?"

সেনাপতি কহিল, "আপনিই বলুন, মহারাজ ।"

মহারাজা কহিলেন, "আমার মনে হয়, দস্যু মোহন এবারে গভর্নমেণ্টকে প্রভাবিত করবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করছে । ফলে এই দুজন অফিসারের এখানে আগমন সম্ভব হয়েছে । আমার মনে হয়, আমাদের বিশেষ সতর্ক হবার সময় উপস্থিত হয়েছে ।"

সেনাপতি নিরীহ স্বরে কহিল. "কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে, মহারাজ ।"

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল । তিনি কহিলেন, "বুঝেছি,

তুমি কি জানতে চাও, সেনাপতি। আমি তোমাকে সব কথাই পরে বলতাম, কিন্তু তোমার কার্য-কলাপে আমার সকল অবিশ্বাস বিদূরিত হয়েছে ; এই কারণে আমি অবিলম্বে তোমাকে সব কিছুই জানাবো মনস্থ করেছি।"

মহারাজা ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া সেনাপতির নিকট অকপটে সকল ইতিহাস বিবৃত করিলেন। কলিকাতার কাহিনী পর্যন্ত জানাইলেন এবং গভর্ন-মেণ্টের আক্রমণের আশঙ্কায় সব কিছু লইয়া পলাইবার প্রচুর সময় পাইবার জন্য তিনি সেনাপতিকে নূতন করিয়া সেনাদল ও আত্মঘাটিগুলি সংস্কার করিবার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বর্তমানে মাত্র আপন প্রাসাদ ও জেনানাপ্রাসাদ রক্ষা করিবার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

সেনাপতি সম্মানিত নীরবতার মধ্যে সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া কহিল, "আচ্ছা, তপতী মেয়েটিকে কি এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, মহারাজ?"

"না সেনাপতি, অত্যন্ত দুর্দান্ত মেয়ে। তার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা আমার সাহসে কুলোয়নি। সে বলেছিল, যদি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কিছু করা হয়, তা'হলে দেওয়ালে মাথা ঠুকে সে মরে যাবে। সুতরাং আমি তাকে মনস্থির করার জন্য তার প্রার্থিত সময় দিয়েছি, তারপর তাকে লাহোরের গ্রাহকের নিকট ডেলিভারী দেব।" মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ কহিলেন।

সেনাপতি কহিল, "আর একটি প্রশ্ন, মহারাজ। এই অধীন কি একদিন জেনানা-প্রাসাদ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেতে পারে না? কারণ সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে যাকে আমায় রক্ষা করতে হবে, তার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা একান্ত প্রয়োজন নয় কি, মহারাজ?"

মহারাজা কহিলেন, "উত্তম! তাই হবে, সেনাপতি। আমি তোমাকে অদ্য রাত্রেই জেনানা-প্রাসাদ দেখিয়ে আনবো।"

সেনাপতি কহিল, "মিলার সাহেব সম্বন্ধে মহারাজের আদেশ কী?"

"বর্তমানে বন্দী হয়ে থাক। তারপর বাতাস কোন্ দিকে বয়…লক্ষ্য ক'রে ব্যবস্থা করা যাবে। তুমি ওর সহকারীকে গ্রেফতার করবার ভার নাও, সেনাপতি। সে যতক্ষণ বাইরে থাকবে, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই।" মহারাজা আদেশ দিলেন।

সেনাপতি কহিল, "আমি দায়িত্ব গ্রহণ করলাম, মহারাজ।"

"উত্তম! আমি আর একটি বিষয় তোমার কাছে যে শুনতে চাই, সেনাপতি। তুমি কি প্রাসাদের আত্মরক্ষার আয়োজন সব শেষ করেছ, না, এখনও কিছু অসমাপ্ত আছে?" মহারাজা প্রশ্ন করিলেন।

সেনাপতি কহিল, "আসুন মহারাজ, আপনাকে দেখাই। আমি কিভাবে সর্বরকমে প্রস্তুত হয়েছি, আপনার নিকট আজ তারই রিহার্সাল দিই।"

সেনাপতির সহিত মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ খাস-চেম্বারের বাহিরে গমন করিলেন। যেস্থান হইতে সুদীর্ঘ দালান আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে প্রবেশের মুখে চার ফুট বর্গ পরিমিত স্থান লৌহ-রেলিং দিয়া ঘেরা হইয়াছে। সেনাপতি লৌহ-দ্বারের নিকট

Pathagar.net

উপস্থিত হইয়া প্রচ্ছন্ন স্থানে অঙ্গুলি স্পর্শ করিতেই নিঃশব্দে ক্ষুদ্র একটি দ্বার খুলিয়া গেল। উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

মহারাজা কহিলেন, "এখান থেকেই অপারেসান চলবে ?"

"হাঁ, মহারাজ, এই আমার অপারেসান-রুম। এই যে সারি সারি বোতাম দেখছেন, প্রথম হ'তে সপ্তম বোতামটি স্পর্শ করবামাত্র আপনার প্রাসাদের চারি-দিকে গড়ের উপর যে চারিটি সেতু আছে, তা মুহূর্তের মধ্যে জলের ভিতর তলিয়ে যাবে। পরীক্ষা ক'রে দেখতে চান, মহারাজ ?"

মহারাজা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "অর্থাৎ প্রয়োজন মত আবার ভেসে উঠবে ?"

"হাঁ, মহারাজ। একাদশ বোতাম স্পর্শ করবামাত্র যেখানকার সেতু, সেখানে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।" সেনাপতি নিবেদন করিল।

"তারপর ?" মহারাজা প্রফুল্ল মুখে প্রশ্ন করিলেন।

সেনাপতি কহিল, "এই অষ্টম বোতামটি স্পর্শ করবামাত্র মহারাজার বহির্মহল শূন্যে ধূলি হয়ে উড়ে যাবে। কিন্তু সেতুর মত আর ফিরে আসবে না, মহারাজ।"

মহারাজা গম্ভীর মুখে কহিলেন, "তারপর ?"

সেনাপতি মহারাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনার কলকাতার প্রাসাদের ধ্বংস হওয়া দেখিনি মহারাজ, কিন্তু এই নবম বোতামটি স্পর্শ করবামাত্রই আপনার সমগ্র প্রাসাদটি শূন্যে ধূম্রাকারে উড়ে যাবে। কোন অস্তিত্বই এর আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

মহারাজা গম্ভীর মুখে কহিলেন, "কিন্তু পলায়নের পথ ?"

"যদি তেমন দুর্দিনই আসে মহারাজ, তবে এই দেখুন।" এই বলিয়া সেনাপতি দশম বোতামটি স্পর্শ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে মহারাজার পদতলের মাটি কাঁপিতে আরম্ভ করিল। মহারাজা এক লম্ফে সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন। দেখিলেন, দালানের মেঝের একাংশ সরিয়া গিয়া একটি সিঁড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তিনি সিঁড়ির নিকট আসিয়া কহিলেন, "এই পথ কত দূরে গেছে ?"

"আসুন মহারাজ, দেখে আসি।" এই বলিয়া সেনাপতি সিঁড়ির উপর পা দিল।

মহারাজা এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিলেন, "কিন্তু এ স্থানের পাহারার বন্দোবস্ত কি করেছ ?"

সেনাপতি মহারাজার নিকটে আসিয়া কহিল, "ওই দেখুন মহারাজ, একজন রাইফেল-ধারী সৈন্য এই স্থান পাহারা দিচ্ছে। কোন জীবিত মানুষ ত দূরের কথা, পশু-পক্ষীরও সাধ্য নেই—এই স্থানে প্রবেশ করে।"

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ প্রফুল্লমুখে কহিলেন, "সত্যই আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি, সেনাপতি। তোমার ইঞ্জিনীয়ারিং শক্তি দেখে সত্যই আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমার কলকাতার প্রাসাদ আর জেনানা-প্রাসাদ যে ব্যক্তি সর্ব বিপদের জন্য সুরক্ষিত করে-ছিল, রাজপ্রাসাদের কাজ আরম্ভ করবার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়। সুতরাং এই প্রাসাদ অরক্ষিত অবস্থাতেই থাকে। আমি বহু চেষ্টা করেছিলাম দ্বিতীয় ব্যক্তিকে

pathagar.net

আবিষ্কার করতে—কিন্তু পাইনি। আমার মনে হয়, তুমি ভারতের দ্বিতীয় ও শেষ ব্যক্তি, যে এমনভাবে ইঞ্জিনীয়ারিং শক্তি দেখাতে পারে।"

সেনাপতি কহিল, "মহারাজের অনুগ্রহেই এসব করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এখন কি সুড়ঙ্গ-পথে যাবেন, মহারাজ ?"

মহারাজা এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিলেন, "না, এখন আমি একটু অন্য জরুরী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বো, সেনাপতি। পরে তোমার সঙ্গে গিয়ে পরীক্ষা করবো। এই পথ কি গড়ের বাইরে গিয়ে শেষ হয়েছে ?"

"যথার্থ অনুমান করেছেন, মহারাজ। জেনানা-প্রাসাদের সুড়ঙ্গ-পথও কি গড়ের বাইরে শেষ হয়েছে, মহারাজ ?" সেনাপতি প্রশ্ন করিল।

মহারাজা প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কহিলেন, "আজ এই পর্যন্ত। এখন তুমি মিলারের সহকারীকে গ্রেফতার করবার জন্য যে দায়িত্ব শিরে নিয়েছ, তা' পালন করো। আমার সঙ্গে আবার রাত্রে সাক্ষাৎ হবে।"

সহসা মহারাজা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সেনাপতি ক্ষণকাল মহারাজার গমন-পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

(২৪)

রাত্রি প্রায় আটটা। অমাবস্যার রাত্রি। সেনাপতির শিবিরের চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। অন্ধকারের রূপ দেখিলে মন আতঙ্কে ভরিয়া উঠে। সেনাপতি শিবিরের বাহিরে অন্ধকারের ভিতর পায়চারি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, সে যেন কাহারও আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

এমন সময়ে রাজবাড়ীর পেটা-ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিবার শব্দ হইল। ঘড়ির শেষ আঘাত বাতাসে লীন হইয়া যাইবামাত্র অদূরে ভারী জুতার শব্দ উত্থিত হইল। টর্চের এক তীব্র জ্যোতি আগন্তুকের মুখের উপর পতিত হইল ও সৈনিকোচিত বীভৎস স্বরে প্রশ্ন হইল, 'Who's there ?"

উত্তর আসিল, "Friend."

আগন্তুক একজন সৈনিক। সে মিলিটারী প্রথায় সেনাপতিকে স্যালিউট করিয়া দাঁড়াইল। সেনাপতি তাহার বডিগার্ডদের সরিয়া যাইবার আদেশ দিল; পরে আগন্তুক সৈনিকের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কি সংবাদ ?"

"সাব হ্যায় বি নেই, হুজুর।" সৈনিক নিবেদন করিল।

"কাঁহা গিয়া ?" সেনাপতি প্রশ্ন করিল।

"কইকো বি মালুম নেহি, হুজুর।" সৈনিক কহিল।

"তুম যাও।" সেনাপতি আদেশ দিল।

সৈনিক স্যালিউট করিয়া প্রস্থান করিল। সেনাপতি কিছু সময় গভীরভাবে চিন্তা করিয়া ডাকিল, "নম্বর থ্রি!"

"হুজুর!" বলিয়া একজন সৈনিক-জমাদার সেনাপতির সম্মুখে স্যালিউট

pathagar.net

করিয়া দাঁড়াইল।

সেনাপতি আদেশ দিল, "সুবেদার-মেজর, জলদি—বহুৎ জলদি।"

"জী হুজুর।" বলিয়া জমাদার দ্রুতপদে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

সেনাপতি পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল। কিছু সময় পরে একজন মিলিটারী অফিসার একটি ভদ্রলোককে তথায় লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেনাপতি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিলে অফিসার কহিলেন, "এই ভদ্রলোক মহারাজার নিকটে জরুরী সংবাদ নিয়ে যেতে চায়, সেনাপতি।"

"কি সংবাদ ? সেনাপতি প্রশ্ন করিল।

অফিসার ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "নিবেদন করো।"

ভদ্রলোকটি কহিল, "আমি মহারাজার বিশ্বস্ত কর্মচারী। তিনি আমাকে কন্সাল অফিসে কোন গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলেন।"

লোকটি সহসা নীরব হইলে সেনাপতি কহিল, "কি গোপনীয় সংবাদ ?"

"আমি মহারাজের নিকটই নিবেদন করবো, সেনাপতি।" লোকটি নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে নিবেদন করিল।

সেনাপতি কয়েক মুহূর্ত লোকটির মুখের উপর চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তবে আর তোমার বলা হলো না।"

লোকটি বিস্মত হইয়া কহিল, "কেন সেনাপতি ?"

"মহারাজা এইমাত্র মফস্বলে গেলেন। আমার ওপর আদেশ আছে, কোন জরুরী সংবাদ যদি তাঁকে জানাবার প্রয়োজন আমি মনে করি, তবে আমি—শুধু আমিই—জানাতে পারবো।" এই বলিয়া সেনাপতি মৃদু হাসিল।

লোকটির মুখে উদ্বেগের ছায়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল ; সে ক্ষণকাল নীরব চিন্তা করিয়া কহিল, "মহারাজা কোথায় গেছেন ?"

"তোমাকে জানাবার উপায় নেই। কিন্তু তুমি যদি মনে করো, তোমার জরুরী সংবাদ তাঁকে জানানো প্রয়োজন, তবে আমাকে না বলা ছাড়া গত্যন্তর দেখিনে। অবশ্য যদি······"

সেনাপতির কথা শেষ হইবার পূর্বেই লোকটি আকুল স্বরে কহিল, "এদিকে যে মহারাজার বিপদ উপস্থিত, সেনাপতি! কোন্ একটা ইংরাজকে পাওয়া যাচ্ছে না। ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের সন্দেহ হয়েছে যে, মহারাজা তাকে হয় বন্দী, নয় হত্যা করেছেন। তাই একদল ব্রিটিশ সৈন্য মহারাজার প্রাসাদ আক্রমণ করতে আসছে।"

সেনাপতি সজাগ হইয়া উঠিল ; কহিল, "কবে ?"

"খুব সম্ভব আগামী কাল দ্বিপ্রহরের মধ্যেই সৈন্যবাহিনী উপস্থিত হবে।" লোকটি ভীত কণ্ঠে কহিল।

সেনাপতি কহিল, "উত্তম! আমি মহারাজাকে এখনই সংবাদ পাঠাচ্ছি। তুমি যাও বিশ্রাম করো-গে।" অফিসার!

"হুজুর!" বলিয়া অফিসার সম্মুখে আসিলে লোকটিকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া সেনাপতি পুনশ্চ কহিল, "অতিথি। ঝড় বয়ে যাবার পর মুক্তি পাবে।"

লোকটি কিছু বুঝিবার পূর্বেই বন্দী হইল এবং কিছু বলিবার পূর্বেই সৈনিকেরা তাহাকে লইয়া অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

এমন সময় সুবেদার-মেজর আসিয়া সেনাপতিকে স্যালিউট করিল। সেনাপতি কহিল, "মিঃ জোন্স কোথায় ?"

সুবেদার-মেজর কহিল, "বিশ্বাসঘাতক পালাচ্ছিল, হুজুর। এইমাত্র আমার অনুচরেরা তাকে বন্দী ক'রে এনেছে।"

সেনাপতি সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, "চমৎকার! তোমাকে আমি সেনাপতি করব, মেজর। আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।"

"হুজুরের খুশিই অধীনের সব চেয়ে বড়ো পুরস্কার।" এই বলিয়া মেজর পুনশ্চ অভিবাদন করিল।

"আর কোন সংবাদ জানো ?" সেনাপতি প্রশ্ন করিল।

"জানি, হুজুর। আক্রমণের সম্ভাবনা নিকটবর্তী ও নিশ্চিত হয়েছে। আগামী কাল দ্বিপহরের মধ্যেই আমরা আক্রান্ত হ'তে পারি।" মেজর জানাইল।

"হুঁ পারি।" চিন্তিত স্বরে সেনাপতি কহিল, "তোমরা প্রস্তুত, মেজর ?"

সুবেদার-মেজর সসম্ভ্রমে কহিল, "সম্পূর্ণরূপে, সেনাপতি।"

"আচ্ছা, যাও। মহারাজের আসবার সময় হয়েছে ; আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।"

সুবেদার-মেজর অভিবাদনান্তে প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন সৈনিক-জমাদার প্রবেশ করিয়া স্যালিউট দিয়া কহিল, "মহারাজা এসেছেন, হুজুর।"

"উত্তম! এই বলিয়া সেনাপতি দ্রুত একটি শিবিরের দিকে প্রস্থান করিল।

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের পশ্চাতে সেনাপতি চলিতে চলিতে কহিল, "আমি বহু করদরাজ্যে ভ্রমণ করেছি, কিন্তু এমন সুরক্ষিতভাবে জীবন যাপন করছেন, ঠিক এরূপ দেখিনি, মহারাজ। এমন বিরাট একটা অনুষ্ঠান যে এমন সুশৃঙ্খলে চালানো যেতে পারে, দেখার পূর্বে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না, মহারাজ।"

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ প্রফুল্ল মুখে কহিলেন, "তোমার কর্মক্ষমতাও অসাধারণ, সেনাপতি। আমি আর একটিমাত্র লোককে জানতাম, তা'ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি আছে বলে বিশ্বাস করিনে।"

সেনাপতির মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আমি বুঝেছি মহারাজ, আপনি কাকে স্মরণ করেছেন। কিন্তু যে দস্যু প্রাণভয়ে দিনের আলোয় বার হ'তে পারে না, তার সঙ্গে তুলনা ক'রে অধম ভৃত্যকে আরও অধম ক'রে দিচ্ছেন, মহারাজ।"

মহারাজা সহসা সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। হাসির বেগ কমিলে কহিলেন, "প্রাসাদে এসে পড়েছি সেনাপতি, এখন তোমার অভিযোগ থাক।" এই বলিয়া তিনি দেউড়ির ঘড়িতে তিনবার আঘাত করিলেন।

আঘাতের ঝন্ ঝন্ বাণী বাতাসে মিলাইয়া যাইবার পূর্বেই দুইজন ভীমকায় খোজা উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে বাহির হইয়া আসিল এবং মহারাজাকে দেখিয়া আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল। মহারাজা কহিলেন, "দেউড়ি মুক্ত করো।"

সশব্দে লৌহ-ফটক মুক্ত হইয়া গেল। মহারাজা ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সেনাপতি মহারাজার পশ্চাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে খোজা দুইজন কৃপাণ হস্তে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সেনাপতি পরম বিস্মিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; কহিল, "পথ ছাড়, বেকুব?"

খোজা দুইজনের কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তাহারা ভাবলেশহীন মুখে একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মহারাজা কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন; সহসা পিছন দিকে চাহিয়া ব্যাপার কি ঘটিয়াছে, বুঝিতে পারিলেন এবং দ্রুতপদে দেউড়ির নিকট উপস্থিত হইয়া খোজাদ্বয়কে পথ ছাড়িবার জন্য আদেশ দিলেন। খোজাদ্বয় প্রাণহীন পুত্তলিকার মত তৎক্ষণাৎ সেনাপতির পথ ছাড়িয়া একান্তে সরিয়া দাঁড়াইল। সেনাপতি প্রবেশ করিল।

মহারাজা আসিয়াছেন—দেউড়ির ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রাসাদে এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কয়েকজন মহিলা কর্মচারী মহারাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য অন্দর-মহলের সংযোগ-পথে অপেক্ষা করিতেছিল। মহারাজা ও তাঁহার পশ্চাতে সেনাপতিকে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া মহিলাদের চোখে-মুখে বিস্ময় মূর্ত হইয়া উঠিল। কারণ জেনানা-প্রাসাদে মহারাজা ভিন্ন দ্বিতীয় পুরুষকে কেহ কখনও দেখে নাই, কখনও দেখিবে বলিয়া ভাবিতেও পারে নাই। মহারাজা মহিলাদের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া একজনকে কহিলেন, "নূতন সংবাদ আছে?"

মহিলাটি সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "না, মহারাজ। সবই শুভ সংবাদ। ট্রেনিংয়ের কাজ বেশ সুচারুরূপেই চলছে।"

অপর একজন মহিলার দিকে চাহিয়া মহারাজা কহিলেন, "তোমার হাতে মজুত সংখ্যা কত, মিস বিদ্যা?"

মিস বিদ্যা নাম্নী মহিলাটি কহিল, "একশো ত্রিশ, মহারাজ।"

অন্য মহিলার দিকে চাহিয়া মহারাজা কহিলেন, "হাতের অর্ডার কত, মিসেস ভার্গব?"

মিসেস ভার্গব কহিল, "মোট বত্রিশ। ডেলিভারীর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, মহারাজ। আগামী দু'দিনের মধ্যে হাতের অর্ডার পরিষ্কার হয়ে যাবে। মহারাজা অবশেষে চতুর্থ মহিলার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সেনাপতি প্রাসাদ পর্যবেক্ষণ করবেন। তোমরা প্রতি বিভাগকে প্রস্তুত হবার জন্য আদেশ দাও। আমি ইতিমধ্যে সেনাপতিকে প্রাসাদের বহির্মহল দেখাচ্ছি।

মহিলাগণ আদেশ প্রতিপালনের জন্য দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেল। মহারাজা সেনাপতিকে লইয়া প্রাসাদের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন।

সেনাপতি সবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল; কিন্তু কোন স্থানেই কিছুমাত্র না দেখিয়া কহিল, "মহারাজা অধীনের সঙ্গে বিদ্রূপ করছেন।"

"বিদ্রূপ!" বলিতে বলিতে মহারাজা একস্থানে পদাঘাত করিলেন। মুহূর্তের মধ্যে একটা অদ্ভুত শব্দ হইতে লাগিল ও বহুদূর অবধি ভূভাগ মৃদু মৃদু কম্পিত হইতে লাগিল। মহারাজা হাস্যমুখে দ্বিতীয় পদাঘাত করিবামাত্র সমস্ত শব্দ-কম্পন

থামিয়া গেল। মহারাজা কহিলেন, "মাত্র একটি পদাঘাতে ভূভাগ দুভাগ হয়ে গিয়ে এক বৃহৎ সুড়ঙ্গ-পথ বার হয়ে পড়ত এবং প্রাসাদের চারিদিকের ময়দান এমন ভীষণভাবে কম্পিত হ'তে আরম্ভ করতো যে, কোন মানুষের পক্ষে এক মুহূর্ত'ও স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভবপর হ'ত না।"

সেনাপতি নির্বাক হইয়া স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। তাহার সম্মুখে যাহা ঘটিয়া গেল, যাহা সে শুনিল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। সে বহুক্ষণ পরে কহিল, "এমন অদৃশ্য ভাবে এমন কার্যকরী বিস্ময়ও সম্ভব, মহারাজ? আমাকে কি এর বিষয় বিশদভাবে জানাতে পারেন না?"

"নিশ্চয় পারি, সেনাপতি। কিন্তু আজ নয়, সময় হবে না। চল তোমাকে জেনানা-মহল দেখিয়ে আনি।" এই বলিয়া মহারাজ অগ্রসর হইলেন।

সেনাপতি ক্ষুণ্নমনে মহারাজাকে অনুসরণ করিল। তাহার একান্ত ইচ্ছা হইতেছিল যে, সে এই বিস্ময়কর ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া যায়। কিন্তু তাহা যখন সম্ভব নয়, তখন মহারাজাকে এক সময়ে কহিল, "যিনি এমন বুদ্ধি-নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন, তিনি মারা গেছেন, মহারাজ?"

"হাঁ, সেনাপতি। তিনি আজ দু'বৎসর হ'ল মারা গেছেন।" এই বলিয়া মহারাজা এক স্থানে দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং সেখানে অপেক্ষমাণ একটি মহিলার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সব প্রস্তুত?"

"হাঁ, মহারাজ।" মহিলা কহিল।

মহারাজার পশ্চাতে সেনাপতি জেনানা-মহলে প্রবেশ করিল। পত্তন হইবার পর হইতে কুত্রাপি মহারাজা ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের দ্বারা যে মহল স্পৃষ্ট হয় নাই, আজ তাহাই হইল।

সেনাপতির চক্ষুর সম্মুখে অকস্মাৎ অমরাবতীর আবির্ভাব হইল। একটি অতি বৃহৎ সুপ্রশস্ত হলঘরে সারি সারি সহস্র বাতি-ঝাড় জ্বলিতেছিল। তীব্র আলোকে হলঘরটি দিবালোকের মত উজ্জ্বল আভা ধারণ করিয়াছিল। সেই প্রশস্ত হলঘর ব্যাপিয়া মূল্যবান গালিচা ও ভেলভেট আস্তরণে সুকোমল, সুদীর্ঘ শয্যা রচিত ছিল। শয্যার উপর দেববালা-নিন্দিত রূপসী তরুণীকুল দলে দলে স্থানে স্থানে বসিয়া খেলিতেছিল, হাসিতেছিল, গল্প করিতেছিল; আবার কেহ বা পুস্তক পাঠ করিতেছিল। পুরুষ সংস্রবহীন নারী-মহলে নারীরা স্বৈরূপে আপনাদের মধ্যে উদ্বেগহীন, সরমহীন বেশে সজ্জিত থাকে অর্থাৎ অপ্রচুরভাবে দেহসজ্জা করিয়া রাখে, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না। সেনাপতি সহসা এরূপ পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হইয়া বিষম বিব্রত হইয়া কহিল, "মহারাজ, এঁরা বিবস্ত্রপ্রায় হয়ে আছেন; আসুন আমরা বাইরে যাই।" এই বলিয়া সেনাপতি দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

মহারাজা সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিতে রমণীকুল চমকিত হইয়া তাহাদের মধ্যে মহারাজার আগমন হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং সকলে সুসংবৃত হইয়া মহারাজাকে অভিবাদন করিল।

সেনাপতি পুনশ্চ প্রবেশ করিলে মহারাজা নতস্বরে কহিলেন, "এই শিকারগুলি

ট্রেনিংয়ের পরে চালান দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। অবশ্য এর মধ্যে ৩২ জন আগামী দু'দিনের মধ্যে বাইরে চলে যাবে।"

সেনাপতি বিহ্বল মুখে কহিল, "কোথায় যাবে?"

মহারাজা মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তা' কি কাগজ-পত্র না দেখে বলা যায়, সেনাপতি। জগতের নানা স্থান হ'তে অর্ডার আসে, নানা স্থানে এরা চলে যায়। এই আমার ব্যবসা। সুন্দর ব্যবসা—নয় কি, সেনাপতি?"

মহারাজা হাসিয়া উঠিলেন। সেনাপতি সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না। মহারাজা পুনশ্চ কহিলেন, "এইবার ট্রেনিং-বিভাগ দেখিগে এস।"

সেনাপতি মন্ত্রমুগ্ধের মত মহারাজার পশ্চাতে চলিতে লাগিল। প্রাসাদের অন্য অংশে আসিয়া মহারাজা অনুরূপ একটি প্রশস্ত হলঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে বহু জাতির বহু বিচিত্র বেশভূষা পরিহিত বিমর্ষ তরুণীগণ বসিয়াছিল। কেহ বা কাঁদিতেছিল, কেহ বা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিল, কেহ বা জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছিল। সেনাপতি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এরা সব সময় এমন নিরানন্দ অবস্থায় কেন, মহারাজ?"

মহারাজা মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "এরা সব ট্রেনিং পাচ্ছে। নতুন শিকার এরা। যখন বশীভূত হবে, তখন প্রাসাদের যে অংশ এইমাত্র দেখে এলে, তাদের মধ্যে চালান হবে।

সেনাপতি সহসা প্রশ্ন করিল, "যে মেয়েটির জন্য ইণ্ডিয়া-গভর্নমেণ্ট এতটা উদ্‌গ্রীব হয়েছেন, সে মেয়েটি কি প্রাসাদে নেই?"

মহারাজা এক মুহূর্ত দ্বিধা করিয়া কহিলেন, "হাঁ আছে। তাকে ভিন্ন মহলে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছে। কারণ মাত্র এক সপ্তাহ পরে সে এমন এক ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়বে, যার ধনের খ্যাতি ইউরোপ পর্যন্ত পরিব্যাপ্তহয়ে পড়েছে।"

সেনাপতি কহিল, অসংখ্য ধন্যবাদ, মহারাজ। আমার মনে আর কোন ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। এবার আমি বাইরে যেতে পারি কি, মহারাজ!"

মহারাজা কহিলেন, "হাঁ চল, আমি তোমাকে ফটক পার ক'রে দিয়ে আসি, নইলে খোজা প্রহরীর দল গোলমাল বাধাতে পারে।"

সেনাপতি জেনানা-প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া হাঁফ ছাড়িয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "অদ্ভুত, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য ব্যাপার!"

pathagar.net

(২৫)

পরদিন প্রভাতে সাতটার সময় মহারাজা যখন চা পান করিতেছিলেন, তখন এক রেজিমেণ্ট সশস্ত্র ব্রিটিশ সৈন্য মার্চ করিয়া তাঁহার রাজধানীতে প্রবেশ করিতেছিল। অগ্রে অগ্রে মিলিটারী বাদকদল যুদ্ধ-ব্যাণ্ড বাজাইয়া দ্রুত তালে অগ্রসর হইতেছিল; তাহাদের পশ্চাতে কম্যাণ্ডিং অফিসার মেজর ওয়েদারকক্‌ এবং তাঁহার পার্শ্বে মিলিটারী পোশাকে চীফ ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্‌পেক্টর মিঃ বেকার ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মার্চ করিয়া সৈন্যদলের সহিত গতি বজায় রাখিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। মহারাজা তাঁহার প্রাসাদে চা পান করিতেছিলেন, এমন

সময় একজন খানসামা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "সেনাপতি সাব দেখা করতে এসেছেন মহারাজা।"

মহারাজ ভ্রূ-কুঞ্চিত মুখে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, নিয়ে এস তাকে।"

অবিলম্বে সেনাপতি প্রবেশ করিয়া মহারাজাকে মিলিটারী প্রথায় অভিবাদন করিল। মহারাজা কহিলেন, "এত প্রত্যুষে কি সংবাদ, সেনাপতি?"

সেনাপতি সম্ভ্রমকণ্ঠে কহিল, "মহারাজাকে আমার সৈন্যবাহিনীর স্পেশ্যাল কুচকাওয়াজ দেখাবার জন্য নিতে এসেছি। মহারাজাকে অভিবাদন ক'রে তারই সৈন্যবাহিনী কৃতার্থ হবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।"

মহারাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "স্পেশ্যাল কুচকাওয়াজ! কৈ, একথা তো গতকাল নিবেদন করোনি, সেনাপতি?"

সেনাপতি ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, "মহারাজার নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে শিবিরে ফিরে প্রথম জানতে পারি যে, আজ কুচকাওয়াজের নির্ধারিত দিন; তাই স্বয়ং মহারাজাকে নিয়ে যাবার জন্য ছুটে এসেছি।"

মহারাজা ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "কিন্তু আমার যে প্রাতঃকালেই প্রাসাদে জরুরী কাজ রয়েছে, সেনাপতি। আচ্ছা অপেক্ষা করো, আমি ভেবে দেখি।" মহারাজা একটি ফাইল বাহির করিয়া কি সব পাঠ করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মহারাজার টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। সেনাপতি রিসিভার ধরিতে গেল, কিন্তু মহারাজা ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "এ কক্ষের টেলিফোন আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। আইন অমান্যের জন্য দণ্ড—মৃত্যু।" এই বলিয়া মহারাজা রিসিভার তুলিয়া লইলেন এবং কহিলেন, "হাঁ, আমি মহারাজা। কি সংবাদ!"

অকস্মাৎ মহারাজা যেন বিদ্যুৎ মাড়াইয়া ফেলিয়াছেন, এরূপভাবে চমকিত হইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "কি! ব্রিটিশ সৈন্য রাজধানীতে? আমার বিরুদ্ধে চালিত হয়েছে?" মহারাজার হস্ত হইতে রিসিভার ঝন্-ঝন্ শব্দে মেঝের উপর খসিয়া পড়িল। তিনি দেওয়াল-গাত্র হইতে একটি নগ্ন তরবারি গ্রহণ করিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে সেনাপতির নির্বাক ও বিস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি—তুমিও—কোন সংবাদ রাখোনি, সেনাপতি?"

সেনাপতি নিরীহ বিস্ময় কণ্ঠে কহিল, "মহারাজা এরূপ বিচলিত হয়েছেন কেন?"

"বিচলিত হয়েছি কেন! মূর্খ! আমার বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট সৈন্য চালনা ক'রে আমার রাজধানীতে প্রবেশ করেছে; আমার প্রাসাদ আক্রমণ করতে, আমাকে গ্রেফতার করতে ছুটে আসছে; তবুও আমি বিচলিত হবো না। কোথায় ওই দু'টো ইংরাজকে রেখেছ? শীঘ্র বলো, প্রথমে প্রতিশোধ গ্রহণ করি। তারপর দেখিয়ে দিই, মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ কতখানি বিক্রম ধারণ করেন।" এই বলিয়া মহারাজা দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

সেনাপতি অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "আপনাকে কেউ মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে মহারাজ। এমন একটা ব্যাপার যদি ঘটতো, তবে আমার প্রহরী-সৈন্যরা সংবাদ পেতো না? নিশ্চয়ই মহারাজের সঙ্গে কেউ বিদ্রূপ করেছে।"

সেনাপতির শান্ত কণ্ঠস্বরে মহারাজা ক্রোধে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; তিনি ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "বিদ্রূপ করেছে? কিন্তু কে করেছে, আমি দেখিতে চাই, পথ ছাড়ো, সেনাপতি।"

সেনাপতির কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সে দুই হাতে দু'টি আটোম্যাটিক রিভলভার ধারণ করিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, "উত্তেজিত হবেন না, মহারাজ। আমার হাতে অস্ত্র থাকতে, আমার শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমি মহারাজের কেশ স্পর্শ করতে দেব না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে এখানে অপেক্ষা করুন—আমি দেখছি, সত্যই কি ঘটছে! সেনাপতি মৃদু হাস্য করিল।

মহারাজার ক্রোধে বাক্যস্ফূর্তি হইতেছিল না। তিনি একবার সেনাপতির দুই হাতে উদ্যত রিভলভারের দিকে চাহিলেন, পরে সহসা অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং এক সময়ে দেওয়াল-গাত্রে স্থাপিত একটি পর্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। একটা অস্ফুট শব্দ উঠিয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল।

সেনাপতি দ্রুতপদে পর্দার নিকট আসিয়া সবেগে সরাইয়া দেখিল, মহারাজা নাই। মহারাজা নাই! অকস্মাৎ যেন তিনি বাতাসে মিলাইয়া গিয়াছেন। সেনাপতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেওয়াল-গাত্র পরীক্ষা করিয়া মৃদু হাস্য করিল; অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "হায় হতভাগ্য ক্ষিপ্ত মহারাজ। তোমার বুদ্ধিচাতুর্যের নিকট আমি পরাজিত হলুম।"

সেনাপতি দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া অপেক্ষমাণ দুইজন অফিসারের দিকে চাহিয়া দ্রুতকণ্ঠে আদেশ দিল, "আমার সঙ্গে এস—জেনানা-প্রাসাদ।" পরে অপর অফিসারের দিকে চাহিয়া কহিল, "মহারাজার কক্ষ বন্ধ রাখো। কারুকে বার হ'তে দেবে না। আমার আদেশ।"

সেনাপতি দ্রুত বাহিরে আসিয়া চক্ষুর নিমেষে অপেক্ষমাণ অশ্বে আরোহণ করিল; সঙ্গের দুইজন অফিসারও অশ্বে আরোহণ করিলে সে ঘোড়া ছুটাইয়া রাজপ্রাসাদের ফটকে উপস্থিত হইয়া সেখানে সমবেত সৈন্যদল ও তাহার অফিসারগণের দিকে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "আমার বিনা আদেশে একটি গুলিও ছুঁড়বে না।"

"যো হুকুম, সেনাপতি।" অফিসার স্যালিউট করিলেন।

সেনাপতি ঘোটকের মুখ ফিরাইয়া সহসা উৎকর্ণ হইয়া উঠিল; দূরে ইংরাজের ব্যাণ্ড বাদ্যধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে অফিসারদ্বয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "এস জলদি।"

তিনটি সুশিক্ষিত অশ্ব ধাবিত হইল। জেনানা-প্রাসাদের সম্মুখস্থ ময়দানে আসিতেই সেনাপতির ঘোটক অকস্মাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সে একলম্ফে মাটিতে অবতরণ করিয়া ঘোটককে লইয়া অতিকষ্টে দূরে চলিয়া

pathagar.net

আসিল। সেখানকার মাটি অকম্পিত অবস্থায় ছিল। দুইজন অফিসারও তাহার আদেশে অতিকষ্টে কম্পিতভূমি অতিক্রম করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, "ভূমিকম্প হচ্ছে!"

সেনাপতির মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "এত সাবধান হয়েও রক্ষা হ'ল না। ভূমিকম্প নয় মূর্খ, ধ্বংস-লীলা হচ্ছে। আরও দু'টি মুহূর্ত অপেক্ষা করো, তারপর—"

সেনাপতির কথা অসমাপ্ত রহিল, সহসা বজ্রপাত ধ্বনিত হইল। সুদৃশ্য, সুমহান, গর্বের প্রতীক জেনানা-প্রাসাদ বজ্র-শব্দে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া শূন্যে উত্থিত হইল ও নিমেষের মধ্যে ধূলায় পরিণত হইয়া গেল।

সেনাপতি অশান্ত অশ্বকে অতিকষ্টে শান্ত করিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল, সম্মুখে ব্রিটিশ কম্যাণ্ডারের পার্শ্বে কলিকাতার পুলিস-কমিশনার ও চীফ ডিটেক্‌টিভ ইন্‌সপেক্টার মিঃ বেকার। কম্যাণ্ডারের কণ্ঠে বজ্রস্বরে ধ্বনিত হইল, "Surrender or die!"

সেনাপতির দুই বাহু ঊর্ধ্বে উত্থিত হইল। সে কহিল, "কিন্তু কম্যাণ্ডার, আপনি আমাকে চান, না, মহারাজা বিক্রমপ্রসাদকে চান? আমার বন্ধু বেকারকে জিজ্ঞাসা করুন—বেকার বলবে, সেই নরাধম, নর-পিশাচ, নারী-ব্যবসায়ী পিশাচকে চাই। নয়, মিঃ বেকার?"

মিঃ বেকার উল্লসিত কণ্ঠে কহিলেন, "মোহন! মোহন!"

"হাঁ, আমি মোহন! আমি মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের বিশ্বস্ত সেনাপতি। এতখানি বিশ্বস্ত যে, তিনি আত্মরক্ষামূলক ষড়যন্ত্রের অনেক কিছুই সেনাপতির নিকট গোপন রেখেছিলেন। তারই ফলে এমন সুন্দর প্রাসাদটা ধ্বংস হ'য়ে গেল!" মোহন প্রথমে পুলিস কমিশনার ও পরে মিঃ বেকারের সহিত করমর্দন করিতে করিতে কথা শেষ করিল।

কমিশনার কহিলেন, "শুধু প্রাসাদ কেন, মোহন? মহারাজার পাপের সাক্ষ্য-প্রমাণ, শত শত নারী সবই তো ধ্বংস হয়ে গেল!"

"না, তা' যায়নি, স্যার। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি ওগুলো রক্ষা করতে পেরেছি।" মোহন ধীর স্বরে কহিল।

মিঃ বেকার ও কম্যাণ্ডিং অফিসার চীৎকার করিয়া কহিলেন, "কি প্রলাপ বকছ, মোহন?"

"প্রলাপই বটে! একটু অপেক্ষা কর—দেখতে পাবে, আমার অনুচরেরা সকলকে বন্দী ক'রে নিয়ে এসেছে।" এই বলিয়া মোহন হাসিতে লাগিল।

"তার মানে?" মিঃ বেকার প্রশ্ন করিলেন।

"মানে অনেক কিছুই। পরে ধীরে ধীরে বর্ণনা করবো। এখন তোমার—" কম্যাণ্ডিং অফিসারের দিকে চাহিয়া মোহন কহিল, "আপনার সৈন্যরা কি আমার সৈন্যদের বন্দী করেছে? যদি ক'রে থাকে, তবে মুক্তি দেবার আদেশ দিন। কারণ তারা আমার কাজ সহজ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে এসেছে।"

কম্যাণ্ডিং অফিসার কহিলেন, "ধন্যবাদ! আমি আদেশ দিচ্ছি। কিন্তু দু'জন

pathagar.net

ব্রিটিশ অফিসার যে উধাও হয়েছে, তাদের খবর জানেন আপনি ?"

কমিশনার কহিলেন, "জোন্‌স ও মিলারকে তো তুমি চেন, মোহন ?"

মোহন গম্ভীর মুখে কহিল, "চিনি। আরও জানি, তারা আমার কাজ পণ্ড করতে এসেছিল। কিন্তু সেজন্য আমি তাদের আদর-যত্নের কসুর করিনি। তাঁরা রাজপ্রাসাদে রাজভোগ খেয়ে মোটা হচ্ছেন।"

এমন সময়ে মহারাজা বিক্রমপ্রসাদকে বন্দী করিয়া ও প্রায় তিন শত তরুণী-রূপসী নারীকে ঘিরিয়া একদল সৈন্য ও অফিসার আসিলেন।

মোহনের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বিক্রমপ্রসাদের গর্জন করিয়া কহিলেন, "বিশ্বাস-ঘাতক, নরাধম সেনাপতি, তোকে আমি কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াব।"

সেনাপতি ওরফে মোহন তাহার ছদ্মবেশের আবরণ মুখ হইতে মুক্ত করিয়া কহিল, "এইবার আমাকে চিনতে পারো, বিক্রমপ্রসাদ ? আমি মোহন, দস্যু মোহন! আমি তোমার নারকীয়-কীর্তি বন্ধ করবো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তা, রক্ষা করেছি। শুধু দুঃখ রইলো, তোমার কু-কীর্তির আবাসস্থল সামান্য ত্রুটির জন্য রক্ষা করতে পারলাম না।"

মহারাজা বিক্রমপ্রসাদ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন ; কহিলেন, "মহারাজা বিক্রমপ্রসাদের কার্যকলাপ বন্ধ করিবে তুমি ? মোহন, তোমাকেও যেমন কোন কারাগার কোনদিন আটকে রাখতে পারেনি, মহারাজা বিক্রমপ্রসাদকেও তেমনি কোন কারাগার আটক রাখতে পারবে না। আমার যেদিন খুশি হবে, সেদিনই চলে যাবো। কিন্তু তোমাকে আমি কোনও দিন ভুলবো না। ভবিষ্যতে আমি এই প্রতারণার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।"

এমন সময়ে একটি তরুণী কাঁপিতে কাঁপিতে মোহনের নিকট আসিয়া কহিল, "এই-বার আপনাকে চিনেছি। আমাকে দয়া ক'রে আমার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিন।"

মোহন কহিল, "শুধু তোমাকে নয় তপতী, সকলের জনাই এই বন্দোবস্ত হবে, আমি রায়বাহাদুর—তোমার দাদুকে—আসবার জন্য তার ক'রে দিচ্ছি। ততক্ষণ তোমার রমাদিদির আতিথ্য গ্রহণ করবে এস।"

কমিশনার দুই হাতে মোহনকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "মোহন, আমি তোমার কাছে মার্জনা চাইছি, মোহন। তোমাকে আমরা অবিশ্বাস করেছিলাম, তোমার শক্তির উপর আস্থা হারিয়েছিলাম—সেজন্য আমাদের সকলকে তুমি মার্জনা করো, মোহন!"

মোহন সসম্ভ্রম কণ্ঠে কহিল, "আমাকে লজ্জা দেবেন না, স্যার।"

মিঃ বেকার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "মোহন, তোমার অনেক বিশেষণই আছে। এইবার তোমার নতুন বিশেষণ হোক, **নারী-ত্রাতা মোহন**।"

সমবেত তরুণীগণের অন্তস্থল হইতে একটি প্রার্থনা স্বতঃস্ফূর্ত হইল যে, ভগবান তোমাকে সুখী করুন, মোহন।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

pathagar.net